পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত।

মহাভারত।

অনুশাসন পর্ব্ব।

স্বর্গীয়

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়

কর্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

তৎপুত্র

শ্রীলশ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহোদয়ের

অনুমত্যনুসারে

দি ফাইন্ আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডিকেট্ হইতে প্রকাশিত।

"এই মহাভারত গৃহস্থাশ্রমীর দর্পণস্বরূপ।" ঋষিবাক্য।

কলিকাতা।

১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট

দি ফাইন আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডিকেট্ হইতে

শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯ সাল।

ভূমিকা।

পুরাণসংগ্রহের ষোড়শ খণ্ডে অনুশাসন পর্ব্বে মূলানুবাদ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই পর্ব্বে শরশয্যাশয়ান কুরুপিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে দান ও প্রবৃত্তি ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে প্রবৃত্তি ধর্ম্ম মহোপকারী। ইহাতে গৃহীর সমস্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম সবিস্তরে বিবৃত হইয়াছে। যে সকল গৃহস্থ ব্যক্তি মূল মহাভারত পাঠ করেন নাই এবং দান ও প্রবৃত্তি ধর্ম্মে একান্ত অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে যে এই খণ্ড সম্পূর্ণ উপকারী হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

আমার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী ৺কাশীরাম দেব তাঁহার কৃত মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বের উল্লেখমাত্রও করেন নাই সুতরাং সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এই খণ্ডে অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয় জানিতে পারিবেন।

সারস্বতাশ্রম,
১৭৮৭ শক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারত।

অনুশাসনপর্ব্ব।

আনুশাসনিক পর্ব্বাধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

রাজা যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের নিকট আনুপূর্ব্বিক মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! আপনি বহুবিধ সূক্ষ্ম শমগুণের কথা কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু আমি উহা বিশেষ রূপে শ্রবণ করিয়াও শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। অজ্ঞানতানিবন্ধন পাপানুষ্ঠান করিলে তদ্বিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির শোক করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু জ্ঞান পূর্ব্বক পাপাচরণ করিলে কিরূপে শান্তিলাভ হইতে পারে? আপনার কলেবর শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সলিলধারাবাহী অচলের ন্যায় অনবরত রুধির প্রবাহ বর্ষণ করিয়া আমারই কুকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উহা দর্শন করিয়া আমি কোন ক্রমেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। আপনি যে আমার নিমিত্ত এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই? আমি আপনার এই অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ষাসলিলসিক্ত পদ্মের ন্যায় নিতান্ত মলিনভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত মহীপাল আমারই নিমিত্ত পুত্র ও মিত্রগণের সহিত সমরশায়ী হইয়াছেন। ইঁহাদিগের এইরূপ দুরবস্থা স্মরণ করিয়া শোকাবেগে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায়! আমরা উভয় পক্ষে ক্রোধের বশীভূত হইয়া এই গর্হিতাচরণ করিয়াছি। না জানি, এই পাপপ্রভাবে আমাদিগকে কি প্রকার দুর্গতি লাভ করিতে হইবে। দুর্য্যোধন যে আপনার এই দুরবস্থা দর্শন করিল না, ইহা তাহার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আমিই আপনার ও সুহৃদ্গণের এইরূপ বিপৎপাতের প্রধান কারণ। আমি আপনাকে বিষণ্ণবদনে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া যাহার পর নাই দুঃখিত হইতেছি। দুর্য্যোধন কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াও ভ্রাতৃবর্গ ও সৈন্যগণের সহিত ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে সমরশয্যায় শয়ন করিয়া আমা অপেক্ষা সুখী হইয়াছে। আজি তাহাকে আপনার এই সমরশয্যা নিরীক্ষণ করিতে হইল না। অতএব এক্ষণে আমার প্রাণ ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু লাভ করাই শ্রেয়ঃ। যদি আমি ভ্রাতৃগণের সহিত

শক্রশরে কলেবর পরিত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে আমায় আপনাকে এইরূপ শরনিপীড়িত ও দুঃখিত দেখিতে হইত না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, বিধাতা আমাদিগকে পাপানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যাহাতে পরলোকে এই পাপের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আপনি আমাদের হিতানুষ্ঠানবাসনায় তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের অধীন আত্মাকে কি নিমিত্ত পুণ্যপাপের কারণ বলিয়া অবগত হইতেছ? আত্মা কোন কার্য্যেরই কারণ হইতে পারে না। এই স্থলে কাল, ব্যাধ ও পন্নগের সহিত মৃত্যু ও গৌতমীর যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে গৌতমী নামে শান্তিপরায়ণা এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। অন্ধের যষ্টির ন্যায় তাঁহার একটীমাত্র পুত্র ছিল। একদা এক ভুজঙ্গ সেই পুত্রকে দংশন করাতে সে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে নিপাতিত হইল। ঐ সময় অর্জ্জুনক নামক এক ব্যাধ ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সেই সর্পকে স্নায়ুপাশে বদ্ধ করিয়া গৌতমীর নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিল, ভদ্রে! এই পন্নগাধম তোমার পুত্রকে দংশন করিয়াছে। এক্ষণে বল, ইহাকে কি প্রকারে বিনাশ করিব? এই শিশুঘাতী পাপাত্মার প্রাণ রক্ষা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; অতএব শীঘ্র বল ইহাকে হুতাশনে নিক্ষেপ করিব, না খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিব?

তখন গৌতমী কহিলেন, অর্জ্জুনক! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ; ইহাকে পরিত্যাগ কর। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট লোকলাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে পাপভরে নিপীড়িত করিয়া থাকে? যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা ভেলার ন্যায় অনায়াসেই দুঃখসাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সলিলনিক্ষিপ্ত শস্ত্রের ন্যায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। দেখ, এই ভুজঙ্গকে বধ করিলে আমার পুত্র কদাচ জীবিত হইবে না এবং ইহার জীবন রক্ষা করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব এরূপ স্থলে এই জীবিত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করিয়া কে অনন্তকালের নিমিত্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে?

ব্যাধ কহিল, দেবি! আমি তোমার গুণগ্রাম সবিশেষ অবগত আছি। গুরুলোকেরা স্বভাবতই পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যেরূপ কহিতেছ, উহা শোকশূন্য ব্যক্তির উপযুক্ত উপদেশ। এক্ষণে তুমি আমাকে আজ্ঞা কর, আমি এখনই এই দুষ্ট সর্পকে বিনাশ করিব। যাঁহারা শান্তিগুণাবলম্বী, তাঁহারাই উপস্থিত অপ্রিয় ঘটনাকে কালকৃত বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা প্রতীকারপরায়ণ, তাঁহাদিগের শোকানল শক্রনাশ দ্বারাই নির্ব্বাণ হইয়া

যায়। আর যাহারা এই উভয় গুণবিরহিত, তাহারা মোহবশত প্রতিনিয়ত অপ্রিয়ের অনুশোচনা করিয়া থাকে। অতএব তুমি এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে পুত্রবিনাশজনিত দুঃখ পরিত্যাগ কর।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! মাদৃশ ধর্ম্মাত্মাদিগের কদাচ কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হয় না। ধর্ম্মাত্মারা সততই বিবেক অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমার এই পুত্র মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই এই সর্প ইহাকে দংশন করিয়াছে। সুতরাং আমি এক্ষণে কোন মতেই এই ভুজঙ্গের প্রাণ সংহার করিতে পারি না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে; ক্রোধ হইতে পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হয় নাই। তুমি ক্ষমা অবলম্বন পূর্ব্বক এই ভুজঙ্গকে অচিরাৎ পরিত্যাগ কর। ব্যাধ কহিল, ভদ্রে! শত্রুবিনাশ দ্বারা যে ধনকীর্ত্ত্যাদি লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। শত্রুবিনাশে কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ শত্রু সংহার করিয়া অচিরাৎ ধনকীর্ত্ত্যাদি লাভ করাই প্রশস্ত। যদি এই সর্প কালবশে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার শত্রুক্ষয়জনিত শ্রেয়োলাভ হইবে বটে, কিন্তু সেই লাভ কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া আমার কি প্রীতি ও ইহাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়াই বা আমার কি ফল লাভ হইবে। অতএব এই সর্পকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ব্যাধ কহিল, সুভগে! এই একমাত্র ভুজঙ্গকে বিনাশ করিলে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে। অতএব বহুলোকের জীবনরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করা কোন ক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব অবিলম্বেই এই পাপকে বিনাশ করা উচিত।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! এই সর্পের প্রাণ সংহার করিলে আমার পুত্র কদাচ পুনর্জ্জীবিত হইবে না। আর ঐ কার্য্য দ্বারা আমারও পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ এই জীবিত সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ কহিল, ভদ্রে! সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন এবং রুদ্রদেবও যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তুমি সুরগণের অনুকরণ পূর্ব্বক অশঙ্কিত চিত্তে অবিলম্বে এই শত্রুকে বিনাশ কর।

ব্যাধ সর্পকে বিনাশ করিবার মানসে গৌতমীকে এইরূপ বারংবার কহিলেও তাঁহার মনঃ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ঐ সময় সেই পাশনিপীড়িত ভুজঙ্গম কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মৃদুস্বরে মনুষ্যভাষায় ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিল,

অরে মূর্খ! এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমি পরাধীন; মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি এই শিশুকে দংশন করিয়াছি। আমি আপনার ইচ্ছানুসারে ইঁহাকে দংশন করি নাই। অতএব এই শিশুর বিনাশনিবন্ধন যদি কাহাকে দোষী হইতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুই এ বিষয়ে দোষী হইবে।

লুব্ধক কহিল, সর্প! যদিও তুমি অন্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ বটে, তথাপি তুমিও ইহার এক প্রধান কারণ বলিয়া তোমাকে দোষী হইতে হইবে। চক্র ও দণ্ডাদি যেমন মৃৎপাত্র নির্ম্মাণের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমিও এই বালকবিনাশের কারণ, অতএব যখন তুমি দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ, তখন তোমাকে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর্প কহিল, লুব্ধক! চক্রদণ্ডাদি যেমন পরবশ, আমিও তদ্রূপ। সুতরাং কিরূপে আমাকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ। আর যদিও তুমি আমাকে এ বিষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেও আমাকে একাকী অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। চক্রদণ্ডাদি যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রযোজক, তদ্রূপ আমি কাল ও মৃত্যু প্রভৃতি আমরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রেরক। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রেরকত্ব-নিবন্ধন সকলের সহিত সকলেরই কার্য্য-কারণভাব সংঘটন হইতে পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে আমি একাকী কখনই দোষী ও বধার্হ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। অতএব যদি এ বিষয়ে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই দোষ হইতে পারে।

লুব্ধক কহিল, সর্প! মৃত্যু যদিও এই কার্য্যের প্রধান কারণ বটেন, তথাপি তিনি কখনই ইহার বিনাশকর্ত্তা নহেন। তুমিই ইহার বিনাশের প্রধান হেতু; সুতরাং তোমাকে সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোক যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রসমুদায় বৃথা হইয়া যায় এবং নরপতিরাও তস্করাদির দণ্ডবিধান করিতে পারেন না।

সর্প কহিল, লুব্ধক! প্রযোজক কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও প্রযোজ্য ব্যতীত ক্রিয়া-সাধন হয় না। এই নিমিত্ত প্রযোজ্যকে আপাততঃ কার্য্যের সাধক বলিয়া বোধ করা যায়। এই শিশুবিনাশবিষয়ে আমি প্রযোজ্য বলিয়াই তুমি আমাকে দোষী বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আমাকে দোষী না বলিয়া বরং আমার প্রযোজক মৃত্যুকে দোষী বলিতে পার।

লুব্ধক কহিল, অরে পন্নগাধম! তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, নৃশংস ও শিশুঘ্ন। আমি তোকে নিশ্চয়ই বধ করিব। আর কেন বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছিস্।

সর্প কহিল, হে ব্যাধ! যেমন ঋত্বিক্‌গণ যজমান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হুতাশনে

আহুতি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহারা ফল-লাভে অধিকারী হন না, আমিও তদ্রূপ মৃত্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শিশুর প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়া কখনই এই পাপের ফলভাগী হইব না। মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি বালককে বিনাশ করিয়াছি; সুতরাং আমি কিনিমিত্ত দোষী হইব?

সর্প ও ব্যাধ পরস্পর এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা করিতেছে, এমন সময় মৃত্যু তথায় উপস্থিত হইয়া সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভুজঙ্গম! আমি কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সুতরাং তুমি বা আমি আমরা কেহই এই শিশুর বিনাশের কারণ নহি। জলদজাল যেমন বায়ুর বশবর্ত্তী, আমিও তদ্রূপ কালের অধীন, এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জন্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা সকলেই কালের বশবর্ত্তী। স্বর্গ বা মর্ত্ত্যভূমিতে যে সকল স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই কালের অধীন। ফলতঃ সমুদায় জগৎই কালের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এ উভয়ই কালের বশীভূত। কাল বারংবার সূর্য্য, চন্দ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র, অশ্বিনীকুমার, অদিতি, নদী, সমুদ্র, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য এ সমুদায়ের সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন। হে ভুজঙ্গম! তুমি এই সমুদায় অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাকে দোষী বলিয়া স্থির করিতেছ? এক্ষণে যদি আমাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি যে নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ কি?

সর্প কহিল, হে মৃত্যো! আমি আপনাকে দোষী বা নির্দ্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। আমি এইমাত্র কহিতেছি যে, আপনিই আমাকে ঐ শিশুবধার্থে নিদেশ করিয়াছেন। কালের দোষ থাকুক, বা না থাকুক, আমি তাহার বিচারের কর্ত্তা নহি। এক্ষণে কেবল স্বদোষ প্রক্ষালন করা এবং আপনার প্রতি দোষারোপ না করাই আমার উদ্দেশ্য।

পাশনিবদ্ধ ভুজঙ্গম মৃত্যুকে এই কথা কহিয়া ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বনেচর! তুমি মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে; অতএব নিরপরাধে আমাকে পাশবদ্ধ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ব্যাধ কহিল, সর্প! আমি তোমার ও মৃত্যুর উভয়েরই বাক্য শ্রবণ করিলাম; কিন্তু তোমার নির্দ্দোষিতা কোন রূপেই সপ্রমাণ হইতেছে না। মৃত্যু ও তুমি তোমরা উভয়েই এই বালকবধের কারণ হইয়াছ; তোমাদিগের তুল্য সাধুদিগের দুঃখকর দুরাত্মা ও ক্রূর কেহই নাই। তোমাদিগকে ধিক্! আমি তোমাকে অবশ্যই নিপাতিত করিব। মৃত্যু কহিলেন, নিষাদ! আমাদিগকে কালের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে হয়; অতএব আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ব্যাধ কহিল, মৃত্যো! যদি আমি

তোমাদিগকে কালের বশবর্ত্তী বলিয়া তোমাদের প্রতি ক্রোধ না করি, তাহা হইলে ত কোন ব্যক্তিরই উপকারীর প্রশংসা ও অপকারের নিন্দা করা বিধেয় নহে।

মৃত্যু কহিলেন, বনেচর! আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছি যে, প্রাণিগণ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কালই তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহলোকে কালপ্রভাবে সমুদায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে; অতএব উপকারীর স্তুতি ও অপকারকের নিন্দা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। আমরা কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি; সুতরাং অনর্থক আমাদিগকে অপরাধী করা তোমার কোন ক্রমেই উচিত হইতেছে না।

মৃত্যু ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় কাল সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া ব্যাধকে কহিলেন, নিষাদ! কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, আমরা কেহই এই বালক বিনাশবিষয়ে অপরাধী নহি। উহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মই আমাদিগকে উহার বিনাশসাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ফলতঃ এই বালক স্বীয় কর্ম্মবশতই অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে; অতএব কর্ম্মকেই ইহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এবং কর্ম্মই মনুষ্যের পাপপুণ্য প্রকাশ করিয়া দেয়। যেমন মনুষ্য কর্ম্মসমুদায়ের বশীভূত; কর্ম্মসমুদায়ও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘটশরাবাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনুষ্য স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী, আমাদিগের মধ্যে কাহাকেই এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই শিশু স্বয়ংই ইহার বিনাশের কারণ।

কাল এই কথা কহিলে, বৃদ্ধা গৌতমী লোকসমুদায় কর্ম্মের বশবর্ত্তী অবগত হইয়া ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অর্জ্জুনক! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান স্বীয় কর্ম্মদোষেই নিহত হইয়াছে। আমিও আপনার কর্ম্মবশত পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন এবং তুমিও ঐ সর্পকে পরিত্যাগ কর। হে ধর্ম্মরাজ! মহানুভাবা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করিলেন, অর্জ্জুনক ব্যাধ শোকবিহীন হইয়া সর্পকে পরিত্যাগ করিল এবং গৌতমীও পুত্রশোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিলেন। অতএব তুমিও এক্ষণে মনুষ্যগণকে কর্ম্মের বশীভূত বিবেচনা করিয়া শোকবিহীন হইয়া শান্তিলাভ কর। ইহলোকে সকলেই স্বকার্য্যনিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। নরপতিগণ যে সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে

তোমার অথবা দুর্য্যোধনের কিছুমাত্র দোষ নাই। স্ব স্ব কর্ম্মবশতই তাঁহাদিগকে কাল-প্রভাবে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ভীষ্ম এইরূপ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির শোকবিহীন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, পিতামহ! সমুদায় শাস্ত্রই আপনার পরিজ্ঞাত আছে, আমি আপনার নিকট এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে। অতএব গৃহস্থ কিরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, তাহা আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে প্রজাপতি মনুর পুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকু সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর একশত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মাহিষ্মতীগর্ভ-সম্ভূত সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ দশাশ্ব তাঁহার দশম পুত্র। দশাশ্বের ঔরসে মহারাজ মদিরাশ্বের জন্ম হয়। ঐ মহাত্মা সত্য, তপস্যা, দান, বেদ ও ধনুর্ব্বেদে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। উঁহার পুত্র মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ দ্যুতিমান্, দ্যুতিমানের পুত্র দেবরাজের ন্যায় ঐশ্বর্য্য-শালী, লোকবিশ্রুত ধর্ম্মপরায়ণ সুবীর; সুবীরের পুত্র শস্ত্রধারীদিগের অগ্রগণ্য মহাত্মা সুদুর্জ্জয় ঐ সুদুর্জ্জয়ের ঔরসে সংগ্রামনিপুণ অসামান্য বলশালী দুর্য্যোধন নামক ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যে দেবরাজ সুচারুরূপে বারি বর্ষণ করিতেন। তাঁহার নগর সর্ব্বদাই বিবিধ ধন, রত্ন, শস্য ও পশুতে পরিপূর্ণ থাকিত। ঐ মহাত্মার রাজ্য-শাসন সময়ে কোন ব্যক্তিই কৃপণ, দরিদ্র, পীড়িত বা কৃশ ছিল না। সকলেই সদ্ব্যব-হারনিরত, প্রিয়বাদী, অসূয়াবিহীন, জিতে-ন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, অনৃশংস, পরাক্রান্ত, শ্লাঘাবিহীন, সাত্ত্বিক, দমগুণসম্পন্ন, মেধাবী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পরাবমানবিরত, দাতা ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ছিলেন। দেবনদী নর্ম্মদা স্বয়ং সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহা-রাজকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে দুর্য্যোধনের সুদর্শনা নামে এক পরম-সুন্দরী কন্যা জন্মে। ঐ কন্যার তুল্য রূপবতী রমণী আর কখন ভূমণ্ডলে জন্ম-গ্রহণ করে নাই।

একদা ভগবান্ হুতাশন সেই রাজ-কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষে ব্রাহ্মণবেশে মহা-রাজ দুর্য্যোধনের নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহাকে দরিদ্র ও আপনার অসবর্ণ বিবে-চনা করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন না। দুর্য্যোধন প্রত্যাখ্যান করাতে হুতাশন নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করি-লেন। কিয়দ্দিন পরে মহারাজ দুর্য্যোধন

যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে অগ্নি তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিপ্রগণ! যখন অগ্নি আমার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমার অথবা আপনাদের অতি গুরুতর পাপ আছে। অতএব আপনারা বিশেষ রূপে ইহার কারণানুসন্ধান করুন। নরপতি এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ সংযত ও বাগ্‌যত হইয়া পাবকের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ হুতাশন রজনীযোগে শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ! আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের কন্যা সুদর্শনার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। যদি তিনি আমাকে কন্যাদানে সম্মত হন, তাহা হইলেই আমি তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইব। হুতাশন এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নরপতির নিকট গমন করিয়া সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক্‌গণের মুখে অনলের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগবান্ হুতাশনকে উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনাকে কন্যাদান করিব স্বীকার করিলাম, কিন্তু আপনাকে সর্ব্বদা আমার আলয়ে অবস্থান করিতে হইবে। তখন ভগবান্ হুতাশন মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাজার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন পরম আহ্লাদে স্বীয় কন্যা সুদর্শনাকে নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে সম্প্রদান করিলেন। অগ্নিও যজ্ঞকালীন বেদবিহিত বসুধারার ন্যায় সেই কন্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার রূপলাবণ্য, বয়ঃক্রম ও কুলশীলাদি দ্বারা একান্ত প্রীত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রার্থনানুসারে তাঁহার আবাসে বাস করিয়া পুত্রোৎপাদন বিষয়ে যত্ন করিতে লাগিলেন। সেই অবধি অদ্যাপি মাহিষ্মতী পুরীতে ভগবান্ হুতাশন বিদ্যমান আছেন। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব দিগ্বিজয় সময়ে মাহিষ্মতীতে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন।

কিয়দ্দিন পরে সুদর্শনা অগ্নির সহযোগে এক পূর্ণচন্দ্র সদৃশ সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমারের নাম সুদর্শন হইল। সুদর্শন বাল্যাবস্থাতেই সমুদায় বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। ঐ সময় নৃগের পিতামহ রাজা ওঘবানের ওঘবতী নামে এক কন্যা এবং ওঘরথ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। নরপতি ওঘবান্ সেই দেবকন্যাসদৃশ কন্যাকে মহাত্মা সুদর্শনের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। তখন ধীমান্ সুদর্শন গৃহস্থাশ্রমে একান্ত অনুরক্ত হইয়া ওঘবতীর সহিত পরমসুখে কুরুক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা মহাত্মা অগ্নিতনয় গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া

মৃত্যুকে পরাজয় করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ওঘবতীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি কদাচ অতিথিসেবায় পরাঙ্মুখ হইও না। অতিথি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তুমি অবিচারিত চিত্তে তাহাই করিবে। অধিক কি, অতিথিকে আত্মসমর্পণ করিতে হইলেও তাহাতে পরাঙ্মুখ হইও না। গৃহস্থদিগের পক্ষে অতিথিসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যদি আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে অবিচলিত চিত্তে ইহা প্রতিপালন কর। আমি গৃহে থাকি বা না থাকি, তুমি কদাচ অতিথির অবমাননা করিও না। তখন ওঘবতী কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আপনি যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিবেন, তাহা আমার কখনই অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবার নহে। সুদর্শন মৃত্যুজয়াভিলাষে ভার্য্যাকে এইরূপ আদেশ করিলে মৃত্যু তাঁহাকে পরাজয় করিবার মানসে রন্ধ্রান্বেষী হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা হুতাশনপুত্র কাষ্ঠ আহরণার্থ বহির্গত হইলে, ধর্ম্ম ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া ওঘবতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি বরবর্ণিনি! আজি আমি তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। যদি গৃহস্থাশ্রমধর্ম্মে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমার সেবা কর।

অতিথি ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, রাজকন্যা ওঘবতী তাঁহাকে আসন ও পাদ্যাদি প্রদান করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনাকে কি প্রদান করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন। আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজনন্দিনি! আমি তোমার সহিত সম্ভোগবাসনা করি। যদি গৃহস্থাশ্রমে তোমার যথার্থ ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তুমি আত্মপ্রদান পূর্ব্বক আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। অতিথি ঐরূপ বিসদৃশ প্রার্থনা করিলে, রাজকন্যা তাঁহাকে অন্যান্য নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ আর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন ওঘবতী স্বামীর বাক্য স্মরণ করিয়া অতি লজ্জিত ভাবে অতিথির বাক্য স্বীকার করিলেন। অতিথিও তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ঐ সময় দ্বিজবর সুদর্শন কাষ্ঠ আহরণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক "প্রিয়ে! কোথায় গমন করিলে" বলিয়া বারংবার স্বীয় পত্নীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ওঘবতী তাঁহাকে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। অতিথি তাঁহাকে কর দ্বারা স্পর্শ করাতে তিনি আপনাকে উচ্ছিষ্ট বিবেচনা করিয়া নিতান্ত লজ্জিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সুদর্শন পুনরায় পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমার প্রিয়া কোথায় গমন করিল? তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমার আর কিছুই নাই। সেই সরলহৃদয়া, পতিপ্রাণা ওঘবতী কি নিমিত্ত আজি পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যবদনে আমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছে না।

সুদর্শন পত্নীকে বারংবার এইরূপ আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলে কুটীরস্থিত অতিথি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি একজন ব্রাহ্মণ, অতিথিরূপে তোমার আলয়ে আগমন করিয়াছি। আপনার এই সহধর্ম্মিণী বিবিধ অতিথি সৎকার দ্বারা আমার তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক আমার প্রার্থনানুরূপ কার্য্যসংসাধন করিতেছেন, এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

হে ধর্ম্মরাজ! হুতাশনতনয় যখন কাষ্ঠ লইয়া গৃহে আগমন করেন, সেই সময় মৃত্যু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি অতিথি ব্রাহ্মণের সেই কথা শুনিবামাত্র সুদর্শন ব্রতভঙ্গপাপে দূষিত হইলেই উঁহাকে বিনাশ করিব মনে করিয়া লৌহমুষল উদ্যত করিয়া রহিলেন। তখন সুদর্শন কায়মনোবাক্যে ক্রোধ ও ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাস্যমুখে অতিথিকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি পরমসুখে আমার ভার্য্যা লইয়া সম্ভোগ করুন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অসন্তোষ নাই। অতিথিসৎকার করাই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, অতিথিকে স্বীয়, প্রাণ, ভার্য্যা ও আমার যা কিছু ধন আছে, সমুদায়ই প্রদান করিব। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতিঃ, বুদ্ধি, আত্মা, মনঃ, কাল ও দিক্ সমুদায় প্রাণিগণের দেহে আবির্ভূত হইয়া উঁহাদিগের পাপ পুণ্য সকল প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অতএব যদি আমার প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে উঁহারা আমাকে রক্ষা করুন, নচেৎ এক্ষণেই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলুন। সুদর্শন এই কথা কহিবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে, "হে ব্রহ্মন্! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে" বলিয়া দৈববাণী হইতে লাগিল।

অনন্তর সেই অতিথি ব্রাহ্মণ স্বীয় কলেবরপ্রভাবে ভূলোক ও দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া সমুত্থিত বায়ুর ন্যায় সহসা সেই কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের সন্নিহিত হইয়া গম্ভীরস্বরে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুদর্শন! আমি স্বয়ং ধর্ম্ম; তোমার চিত্ত পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সত্যে নিষ্ঠা দেখিয়া যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিলাম। তুমি এই ব্রতপালনপ্রভাবে তোমার অনুবর্ত্তী এই মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ। এই মৃত্যু সততই তোমার রন্ধ্রান্বেষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজি তুমি স্বীয় অসাধারণ ধৈর্য্যপ্রভাবে ইঁহাকে বশীভূত করিলেন। তোমার এই পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কেহই নাই। ইনি তোমার গুণগ্রাম ও স্বীয় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম দ্বারা সতত রক্ষিত হইতেছেন; ইঁহার ব্রত ভঙ্গ করা কাহার সাধ্য। অতঃপর ইনি যাহা বলিবেন, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। এই ব্রহ্মবাদিনী রমণী স্বীয় তপোবলে লোকসকলকে পবিত্র করি-

সার নিমিত্ত ওঘবতী নদী নামে প্রাদুর্ভূত হইবেন। ইঁহার অর্দ্ধশরীর নদীরূপে পরিণত ও অর্দ্ধশরীর তোমার অনুগামী হইবে। যে যে লোকে গমন করিলে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, তুমি এই দেশে ইঁহার সহিত সেই সমস্ত নিত্য লোক লাভ করিবে। তুমি গার্হস্থ ধর্ম্মপ্রভাবে কাম, ক্রোধ ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ এবং তোমার সহধর্ম্মিণীও নিরন্তর তোমাকে শুশ্রূষা করিয়া স্নেহ, অনুরাগ, তন্দ্রা ও মোহকে বশীভূত করিয়াছেন। অতএব নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার সহধর্ম্মিণীর উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য ও সূক্ষ্মভূতময় লোক সমুদায় লাভ হইবে। ধর্ম্ম তপোধন সুদর্শনকে এই কথা কহিবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র সহস্র শুক্ল অশ্বসংযোজিত রথ লইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক সুদর্শন ও তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে তাহাতে আরোপিত করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সুদর্শন অতিথিসৎকার দ্বারা গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া মৃত্যু, আত্মা, লোকসমুদায়, পঞ্চ ভূত, বুদ্ধি, কাল, মনঃ, আকাশ, কাম ও ক্রোধ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখ, গৃহস্থের পক্ষে অতিথি অপেক্ষা কোন দেবতাই শ্রেষ্ঠ নহেন। যদি অতিথি যথোপচারে অর্চ্চিত হইয়া গৃহস্থের শুভানুধ্যান করেন, তাহা হইলে উহা শত যজ্ঞ অপেক্ষাও সমধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যদি কোন গৃহস্থ সচ্চরিত্র অতিথিকে উপস্থিত দেখিয়া যথোচিত সৎকার না করে, তাহা হইলে সেই অতিথি তাহাকে আপনার সমগ্র পাপ প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট গৃহস্থ যেরূপে মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এই উপাখ্যান আয়ুষ্কর, যশস্কর ও পাপনাশক। সম্পদ্লাভার্থী ব্যক্তি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। যিনি প্রতিদিন এই সুদর্শনচরিত কীর্ত্তন করেন, তাঁহার অতি পবিত্র লোকসমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবার অধিকার নাই, তবে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব মহাত্মা বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অমিতপরাক্রম মহাত্মা বিশ্বামিত্র তপোবলে মহর্ষি বশিষ্ঠের শতপুত্রের যুগপৎ প্রাণসংহার এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমোপম অসংখ্য রাক্ষসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে ইহলোকে ব্রহ্মর্ষিগণসংকুল পবিত্র কুশিকবংশ সংস্থাপিত হইয়াছে, ঋচীকপুত্র মহাতপাঃ শুনঃশেফ মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে বধ্যরূপে পরিগণিত হইলে ঐ মহাত্মাই তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আত্মতেজঃপ্রভাবে যজ্ঞে দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়া ঐ মহাত্মার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহর্ষির পঞ্চাশৎ

পুত্র দেবরাতকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া নমস্কার না করাতে উঁহার অভিশাপে চণ্ডালত্ব লাভ করেন। ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব মহারাজ ত্রিশঙ্কু গুরু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান করিলে ঐ কুশিকবংশাবতংস মহানুভবই তাঁহাকে স্বর্গারূঢ় করেন। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও অমরগণ নিষেবিত পবিত্র কৌশিকী নদী উঁহারই তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। রম্ভা নাম্নী অপ্সরা ঐ মহাত্মার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত উঁহার তপোবনে সমুপস্থিত হইয়া উঁহার শাপে শিলাময়ী হইয়াছিল। পূর্ব্বে মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐ মহাত্মার ভয়ে আপনাকে পাশবদ্ধ করিয়া এক নদীমধ্যে নিমগ্ন ও কিয়ৎকাল পরে পাশবিমুক্ত হইয়া উহা হইতে উত্থিত হন। সেই নদী অদ্যাপি বিপাশা নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। মহাত্মা বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর যাজনক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক বশিষ্ঠপুত্রগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করিলে, তিনি প্রীত মনে তাঁহাকে শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কুশিকবংশতিলক মহাত্মা উত্তর দিক্ অবলম্বন করিয়া মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব ও ব্রহ্মর্ষিগণ মধ্যে সর্ব্বদা তারারূপে শোভা পাইতেছেন। আমি তাঁহার এই সমুদায় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যাহার পর নাই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। অতএব ঐ মহাত্মা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দেহান্তর প্রাপ্ত না হইয়াই কিরূপে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিলেন? মতঙ্গ ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া যাহার পর নাই যত্ন করিয়াও ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হন নাই; কিন্তু বিশ্বামিত্রের কিরূপে উহা লাভ হইল, তাহা আপনি আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভরতবংশে আজমীঢ় নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ যাজ্ঞিক মহীপাল ছিলেন। তাঁহার আত্মজের নাম জহ্নু। দেবী জাহ্নবী ঐ মহাত্মার দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। জহ্নুর সিন্ধুদ্বীপ নামে গুণসম্পন্ন এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সিন্ধুদ্বীপ হইতে মহাবল বলাকাশ্বের জন্ম হয়। বলাকাশ্বের বল্লভ নামে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় এক পুত্র জন্মে। দেবরাজ-সদৃশপ্রতাপ মহারাজ কুশিক সেই বল্লভের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। কুশিকের পুত্র শ্রীমান্ গাধি। গাধি নিঃসন্তান হওয়াতে সন্তানকামনায় অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই অরণ্য বাস কালে তাঁহার সত্যবতী নামে এক অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না কন্যা জন্মে। কিয়দ্দিন পরে ঐ কন্যা যৌবনবতী হইলে মহর্ষি চ্যবনের আত্মজ তপঃপরায়ণ ঋচীক গাধির নিকট সত্যবতীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু মহারাজ গাধি ঋচীককে

দরিদ্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। গাধিরাজ অসম্মত হওয়াতে, মহাত্মা ঋচীক ক্রুদ্ধ হইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করিলেন। তখন মহারাজ গাধি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! যদি আপনি আমাকে শুল্কপ্রদানে সমর্থ হন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি। তখন ঋচীক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমাকে কি শুল্ক প্রদান করিব, তাহা তুমি অবিলম্বে ব্যক্ত কর। গাধি কহিলেন, তপোধন! আপনি আমাকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় ধবল বায়ুবেগগামী শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব প্রদান করুন, তাহা হইলেই আমি আপনাকে কন্যাদান করিব।

গাধিরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা ঋচীক অচিরাৎ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জলাধিপতি বরুণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, দেব! আমি আপনার নিকট চন্দ্রকিরণের ন্যায় ধবল বায়ুবেগগামী শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব ভিক্ষা করিতেছি, আপনি অনুকম্পাপ্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে প্রদান করুন। ঋচীক এইরূপ প্রার্থনা করিবামাত্র জলেশ্বর তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিলেন, তপোধন! তুমি যে স্থলে ইচ্ছা করিবে, তথা হইতেই ঐরূপ সহস্র অশ্ব উত্থিত হইবে। তখন মহর্ষি ঋচীক বরুণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কান্যকুব্জের অদূরে জাহ্নবীতীরে গমন পূর্ব্বক এই স্থান হইতে অশ্বসমুদায় উত্থিত হউক বলিয়া চিন্তা করিলেন। তিনি চিন্তা করিবামাত্র জাহ্নবী হইতে সহস্র অশ্ব সমুত্থিত হইল। যে স্থান হইতে ঐ সমস্ত অশ্ব উত্থিত হইয়াছিল, সেই স্থান অদ্যাপি অশ্বতীর্থ নামে প্রখ্যাত রহিয়াছে।

অনন্তর মহর্ষি ঋচীক পরম প্রীত হইয়া গাধির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সকল অশ্ব শুল্ক প্রদান করিলেন। মহারাজ গাধি তদ্দর্শনে যাহার পর নাই বিস্মিত ও পাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া আপনার দুহিতাকে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া ঋচীকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহর্ষি ঋচীকও শাস্ত্রানুসারে সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সত্যবতী মহর্ষিকে পতিত্বে লাভ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

একদা ঋচীক সহধর্ম্মিণীর আচার ব্যবহারে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তোমার অচিরাৎ এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। তখন সত্যবতী মাতৃসন্নিধানে গমন করিয়া নম্রমুখে ভর্ত্তার বরপ্রদানবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। গাধিরাজমহিষী কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তোমার ভর্ত্তা আমাকেও এক পুত্ররত্ন প্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। সেই মহাতপাঃ নিশ্চয়ই আমাকে পুত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন। জননী এই কথা কহিলে, সত্যবতী দ্রুতপদসঞ্চারে স্বামিসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার নিকট মাতার অভিলাস ব্যক্ত করিলেন। মহর্ষি

ঋচীক পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার জননী আমার অনুকম্পায় অচিরাৎ এক গুণবান্ পুত্র প্রসব করিবেন। তুমি তোমার মাতার নিমিত্ত আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে, আমি কদাচ তাহা নিষ্ফল করিব না। আর আমি সত্যই কহিতেছি, তোমার গর্ভে আমার বংশধর এক গুণবান্ শ্রীমান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে। তোমার জননীকে ঋতুস্নাতা হইয়া অশ্বত্থ বৃক্ষ ও তোমাকে ঋতুস্নানের পর উডুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। আর আমি মন্ত্রপূত করিয়া এই দুই চরু প্রদান করিতেছি, এই দুইটী তোমাকে ও তোমার জননীকে ভক্ষণ করিতে হইবে। তাহা হইলে তোমাদের উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইবে, সন্দেহ নাই। মহর্ষি এই বলিয়া কাহাকে কোন্ চরুটী ভক্ষণ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

তখন সত্যবতী পরমপরিতুষ্ট হইয়া জননীর নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! মহর্ষি ঋচীক আমাকে এই চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগকে এই দুইটী ভক্ষণ এবং ঋতুস্নানের পর তোমায় অশ্বত্থ ও আমাকে উডুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। সত্যবতী এই কথা কহিলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার স্বামী অপেক্ষা পূজ্যতর। অতএব তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর। তোমার স্বামী যে এই মন্ত্রপূত চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তোমার চরুটী আমাকে সমর্পণ ও আমার চরুটী তুমি স্বয়ং গ্রহণ কর এবং তিনি তোমাকে যে বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, আমি সেই বৃক্ষ আলিঙ্গন করিব এবং আমাকে যেটী আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, তুমি সেইটী আলিঙ্গন করিও। মহর্ষি নিশ্চয়ই স্বয়ং উৎকৃষ্ট পুত্রলাভের মানসে তোমাকে উৎকৃষ্ট চরুটী প্রদান ও উৎকৃষ্ট বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমি তোমার চরু ভক্ষণ ও তোমার বৃক্ষ আলিঙ্গন করিলে, নিশ্চয়ই আমার উৎকৃষ্ট পুত্র হইবে। তুমিও বহুদিনের পর মনোহর সহোদর সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিবে।

অনন্তর সত্যবতী ও তাঁহার মাতা উভয়ে চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করিয়া ভক্ষণ ও আলিঙ্গন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইল। অনন্তর একদা মহর্ষি ঋচীক স্বীয় পত্নীর গর্ভের লক্ষণ অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কহিলেন, প্রিয়ে! আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তোমরা বৃক্ষ ও চরুর বিপর্য্যাস করিয়াছ। আমি চরু প্রস্তুত করিবার সময় তোমার গর্ভে ত্রৈলোক্যবিখ্যাত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তোমার জননীর গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইবে, মনে করিয়া তোমার চরুতে ব্রহ্মতেজ এবং তোমার জননীর চরুতে ক্ষত্রিয়তেজঃ নিবেশিত করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা পরস্পর চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করাতে এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোমার মাতার গর্ভে এক

শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবে, এবং তুমি অতি উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয়কুমার প্রসব করিবে। যাহা হউক, তুমি মাতৃস্নেহনিবন্ধন চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান কর নাই।

ঋচীক এই কথা কহিবামাত্র পতিপ্রাণা সত্যবতী দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া ছিন্নমূল লতার ন্যায় সহসা ভূতলে নিপাতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক ভর্ত্তার চরণে নিপাতিত হইয়া কহিলেন, নাথ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করুন, যেন আমার গর্ভে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত সন্তান সমুৎপন্ন না হয়। বরং আমার পৌত্র ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উগ্রকর্ম্মা হয় ক্ষতি নাই। তখন মহাতপা ঋচীক তথাস্তু বলিয়া স্বীয় ভার্য্যাকে বর প্রদান করিলেন।

অনন্তর যথা সময়ে সত্যবতী জমদগ্নিকে এবং গাধিরাজপত্নী বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন।

হে মহারাজ! এই কারণে মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব ও বেদজ্ঞতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও বিপ্রকুলপরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদজ্ঞ ও গোত্রকর্ত্তা ছিলেন। ভগবান্ মধুচ্ছন্দ, দেবরাত, অক্ষীণ, শকুন্ত, বভ্রু, কালপথ, যাজ্ঞবল্ক্য, স্থূল, উলূক, মুদ্গল, সৈন্ধবায়ন, বল্গুজঙ্ঘ, গালব, রুচি, বজ্র, সালঙ্কায়ন, লীলাঢ্য, নারদ, কূর্চ্চামুখ, বাহুলি, মুষল, বক্ষোগ্রীব, অনেকনেত্রসম্পন্ন আঙ্ঘ্রিক, শিলাযূপ, চক্রক, মারুতন্তব্য, বাতঘ্ন, অশ্বলায়ন, শ্যামায়ন, গার্গ্য, জাবালি, সুশ্রুত, কারীষি, সংশ্রুত্য, পর, পৌরব, তন্তু, কপিল, তাড়কায়ন, উপগহন, আসুরায়ণি, শার্দ্দূলায়ন, মার্গমর্ষি, হিরণ্যাক্ষ, জঙ্ঘারি, বাভ্রবায়ণি, সূতি, বিভূতি, সূত, সুরকৃত, অরাণি, নাচিক, চাম্পেয়, উজ্জয়ন, নবতন্তু, বকনখ, শয়ন, যতি, অম্ভোরুহ, মৎস্যাশী, শিরীষী, গর্দ্দভি, ঊর্দ্ধযোনি, উদাপেক্ষী ও নারদী প্রভৃতি মহাত্মারা বিশ্বামিত্রের পুত্র। উঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ। মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কেবল মহর্ষি ঋচীকের অনুগ্রহে ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার অন্যান্য যে যে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, কীর্ত্তন কর, আমি তৎসমুদায় দূর করিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অনৃশংসতা ধর্ম্ম ও ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের গুণ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে দেবরাজ ইন্দ্র ও এক শুকপক্ষীর পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কাশীরাজের রাজ্যে এক ব্যাধ বিষলিপ্ত বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক গ্রাম হইতে বিনির্গত হইয়া মৃগয়া করিত। ঐ

ব্যাধ একদা মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অনতিদূরে একটী মৃগকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় বিষাক্ত বাণ পরিত্যাগ করিল ; কিন্তু দৈবাৎ সেই বাণ মৃগের উপরে নিপতিত না হইয়া এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপরে পতিত হইল। তরুবর বিষমিশ্রিত সুতীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হওয়াতে ক্রমে তাহার ফল ও পত্র সমুদায় ভূতলে নিপতিত হইল এবং উহা ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া গেল।

ঐ বৃক্ষের কোটরে বহুকাল এক ধর্ম্মপরায়ণ কৃতজ্ঞ শুকপক্ষী বাস করিত। ঐ পক্ষী স্বীয় আশ্রয়দাতা বনস্পতিকে শুষ্ক হইতে দেখিয়া উহাকে পরিত্যাগ না করিয়া নিরাহারে তথায় অবস্থান পূর্ব্বক তাহার সহিত শুষ্ক হইতে লাগিল। ভগবান্ সুরপতি শুকপক্ষীর অলৌকিক কার্য্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ঐ শুকপক্ষী আশ্রয়দাতা বৃক্ষের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! তির্য্যগ্‌যোনিদিগের মধ্যেও কি এরূপ অনৃশংস ব্যবহার আছে! অথবা মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিমাত্রেই সদ্গুণ সমুদায় বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা। দেবরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণবেশে সেই শুকপক্ষীর নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বিহগরাজ! তুমি শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার জননী দাক্ষেয়ীকে চরিতার্থ করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত এই শুষ্কবৃক্ষ পরিত্যাগ না করিয়া ইহাতে অবস্থান করিতেছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

ব্রাহ্মণরূপী সুররাজ এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ শুক তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! আমি জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা আপনাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি; আপনি সুখে আগমন করিয়াছেন ত? তখন ভগবান্ সহস্রাক্ষ সেই শুকপক্ষীর বাক্য শ্রবণে মনে মনে তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান ও তাহার বিজ্ঞানবলের যথোচিত প্রশংসা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বিহগরাজ! এই অরণ্যে অসংখ্য বৃক্ষ বিদ্যমান আছে এবং উহাদিগের কোটর সমুদায় সতত পত্র দ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; অতএব তুমি কি নিমিত্ত এই ফলপল্লববিহীন শুষ্ক বৃক্ষে বাস করিতেছ? আমার মতে এই মৃতকল্প হতশ্রীক ক্ষীণসার জীর্ণ বৃক্ষ পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ শুক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল, সুররাজ! দেবতার আদেশ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি এই বৃক্ষে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বিবিধ সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া বহুকাল বাস করিতেছি। এই তরুবর আমাকে বালকের ন্যায় রক্ষা করিয়াছে। এই স্থানে শত্রুগণ কখন আমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। এই নিমিত্ত আমি এই বৃক্ষের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া

অনৃশংসতা ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি। অতএব আপনি আমার প্রতি দয়া করিয়া কি নিমিত্ত আমার অধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতেছেন। দয়ার তুল্য সাধুদিগের পরম ধর্ম্ম কিছুই নাই। দয়াই সর্ব্বদা সাধুদিগকে প্রীতি প্রদান করিয়া থাকে। ধর্ম্মবিষয়ক সংশয় উপস্থিত হইলে দেবগণ আপনাকেই উহা জিজ্ঞাসা করেন, এই নিমিত্ত আপনি দেবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; অতএব আমাকে এই বৃক্ষ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছি, আজি তাহার অসময় দেখিয়া কিরূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিব।

মহানুভব শুকপক্ষী এই কথা কহিলে, দেবরাজ অনৃশংসতা ধর্ম্ম শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তখন শুক কহিল, দেবরাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন এই বৃক্ষ অচিরাৎ পূর্ব্ববৎ ফলপুষ্পে সুশোভিত হয়। ধর্ম্মাত্মা শুক এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ পাকশাসন তাহার প্রতি সমধিক প্রীত হইয়া সেই বৃক্ষে অমৃত সেচন করিলেন। বৃক্ষও পূর্ব্বের ন্যায় মনোহর শাখা পল্লব ও ফলসমাকীর্ণ হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিল। মহাত্মা শুক পরম সুখে সেই তরুকোটরে কিয়ৎকাল অতিক্রম করিয়া পরিশেষে দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় অনৃশংসতাধর্ম্মবলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইল। হে ধর্ম্মরাজ যেমন মহাত্মা শুকপক্ষীর আশ্রয়বলে বৃক্ষের হিতসাধন হইয়াছে, তদ্রূপ লোকে ভক্তিপরায়ণ সাধুব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে অনায়াসেই সমুদায় কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী; অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ব্রহ্মবশিষ্ঠসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্ন করিলে, ভগবান্ কমলযোনি মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! বীজব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন বা কোন ফল লব্ধ হয় না। বীজ হইতে বীজ এবং বীজ হইতেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন কৃষকেরা ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে, তাহাদিগের তদনুরূপ ফল লাভ হয়, তদ্রূপ মানবগণ ধর্ম্ম্য ও অধর্ম্ম্য এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের তদনুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্র ভিন্ন স্থানান্তরে বীজ বপন করিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না, তদ্রূপ পুরুষকার ব্যতীত

দৈব কখনও সুসিদ্ধ হইবার নহে। পণ্ডিতেরা পুরুষকারকে ক্ষেত্র এবং দৈবকে বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ের একত্র সমাগম হইলেই ফল সমুৎপন্ন হয়। কর্ত্তাই অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভোগ করেন। মানবগণ যে শুভ কার্য্য বলে সুখ এবং পাপকর্ম্মপ্রভাবে দুঃখ ভোগ করে ইহলোকেই তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই তাহার ফল লাভ হয়, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কিছুমাত্র ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। কার্য্যকুশল ব্যক্তিরা অনায়াসে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে; কিন্তু অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, তপোনুষ্ঠান করিলে সৌভাগ্য ও বিবিধ রত্নাদি লাভ হয়। ফলতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে কিছুই দুর্লভ থাকে না; কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দৈববল অবলম্বন করিলে কিছুই লাভ হয় না। একমাত্র পুরুষকারপ্রভাবে স্বর্গভোগ, সদাচার ও মনীষিতা প্রভৃতি সমুদায় লাভ করিতে পারা যায়। জ্যোতির্ম্মণ্ডল, নাগগণ, যক্ষসমুদায় এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুপ্রভৃতি দেবতা সকল একমাত্র পৌরুষবলে মনুষ্যলোক অতিক্রম করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা কখনই অর্থ, মিত্রবর্গ, ঐশ্বর্য্য ও সুশ্রীকতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণগণ শৌচ, ক্ষত্রিয়গণ পরাক্রম, বৈশ্যেরা পৌরুষ এবং শূদ্রেরা সেবা দ্বারা সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। কৃপণ, অলস, নিষ্কর্ম্মা, কুকর্ম্মা, পরাক্রমহীন ও তপঃপরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই সম্পদ্ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দেখ, যে ভগবান্ বিষ্ণু দেবাসুরসঙ্কুল ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও স্বয়ং সমুদ্রে শয়ন করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। যদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলোদয় না হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার অনুষ্ঠান করিত না, সকলেই একমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল দৈবের অনুসরণ করে, কামিনীর ক্লীবপতি-সহবাসের ন্যায় তাহার সমুদায় পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। দৈব প্রতিকূল হইলে ইহলোকে নানাবিধ দুরবস্থা উপস্থিত হয়; কিন্তু পুরুষকারের হানি হইলে পরকালে অশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে। পুরুষকার প্রভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে উহা অনায়াসে দৈবের অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন দৈব স্বয়ং কখন কিছুমাত্র প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবলোকেরও স্থান সমুদায় অনিত্য বলিয়া স্থির করা যাইতেছে, তখন দেবতারা যে কর্ম্মের অধীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহলোকে দৈব প্রায়ই সহজে অনুকূল হয় না; প্রত্যুত স্বীয় পরাভবশঙ্কায় কর্ম্মের মহাবিঘ্ন উৎপাদন করে। দেবগণ মহর্ষিদিগের তপস্যায় বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু মহর্ষিগণও তপোবলে দেবগণকে পরাভূত করিয়া থাকেন। এইরূপে যদিও পুরুষকারের প্রাধান্য নির্দ্দেশ

করা যাইতেছে, তথাপি দৈবকে নিতান্ত তুচ্ছজ্ঞান করা বিধেয় নহে। দৈব লোকের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কারণ। লোকে দৈবপ্রভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট ফলভোগ করে।

যাহা হউক দৈবের উপর নির্ভর করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; আপনার সাধ্যানুরূপ পুরুষকার অবলম্বন করা সকলেরই উচিত। আত্মাই মনুষ্যগণের বন্ধু ও শত্রু। আত্মাই মানবগণের সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের সাক্ষী-স্বরূপ। যে ব্যক্তির পুণ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে স্বর্গনরকরূপ পুণ্য পাপের ফলভোগ করিতে হয় না। মনুষ্য পুণ্যবলে সমুদায় দেবলোক লাভ করিতে পারে। পুণ্যবান্ ব্যক্তির প্রভাবে দৈব প্রতিহত হইয়া যায়। দেখ, মহারাজ যযাতি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াও পুণ্যবান্ দৌহিত্রগণ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। রাজর্ষি পুরূরবা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে ঐল নামে বিখ্যাত হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। কোশলাধিপতি মহারাজ সৌদাস অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষসত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পরশুরাম স্বীয় কর্ম্মদোষে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন নাই। দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র মিথ্যাবাক্য প্রয়োগনিবন্ধন মহারাজ বসুকে রসাতলে গমন করিতে হইয়াছে। বিরোচননন্দন মহারাজ বলি বিষ্ণুর পুরুষকার বলে দেবগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া পাতালতলে নীত হইয়াছেন। মহারাজ জনমেজয় দেবরাজ ইন্দ্রকে পদাঘাত করিতে উদ্যোগ ও ব্রাহ্মণপত্নীদিগের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি বৈশম্পায়ন অজ্ঞানবশত বালকহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; তথাপি দৈব তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হন নাই। রাজর্ষি নৃগ মহাযজ্ঞে ভ্রান্তিক্রমে এক ব্রাহ্মণকে অন্যস্বামী গো প্রদান করিয়া কৃকলাশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ ধুন্ধুমার গিরিব্রজপুরে বহুকাল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক উহার ফলস্বরূপ দেবতাদিগের বর গ্রহণ না করিয়া গিরিব্রজে নিদ্রিত হইয়াছিলেন।

তপোনিয়মসম্পন্ন সংশিতব্রত মহর্ষিগণ তপোবলেই শাপ প্রদান করিয়া থাকেন; কখনই দৈববল অবলম্বন করেন না। দুর্লভ ঐশ্বর্য্যাদি পাপাত্মাদিগের অধিকৃত হইয়াও অচিরাৎ উহাদিগকে পরিত্যাগ করে। লোভমোহের বশীভূত নরাধমদিগকে দৈব কখনই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অল্পমাত্র হুতাশন বায়ুসহকারে বিপুল হইয়া উঠে, তদ্রূপ দৈব পুরুষকার দ্বারা সংযুক্ত হইলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হয়। যেমন তৈলক্ষয় হইলে দীপশিখার হ্রাস হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম ক্ষয় হইলে দৈবের হ্রাস হইয়া থাকে। ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিবিধ ভোগ্যবস্তু ও স্ত্রীসমূহ প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সমুদায় ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু উদ্যোগ-পরায়ণ মহাত্মারা পুরুষকারপ্রভাবে পাতালগত দেবরক্ষিত রত্নও লাভ করিতে পারেন। দান-

শীল মহাত্মারা নির্দ্ধন হইলেও দেবগণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট স্বর্গফল প্রদান করেন। দেবতারা মনুষ্যদিগের বিবিধ রত্নভূষিত গৃহও শ্মশান ভূমি সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং দেবলোক যে মনুষ্য লোক হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা দৈব-বলে কখনই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় না। আর যাহারা কুপথে পদার্পণ করে, দৈব পুরুষ-কারের সাহায্য ব্যতীত কদাচ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না ; সুতরাং দৈবের প্রভুত্ব নাই। যেমন শিষ্য গুরুর অনুগমন করে, তদ্রূপ দৈবকে নিরন্তর পুরুষকারের অনুসরণ করিতে হয়। হে মহর্ষে! এই আমি যোগবলে তোমার নিকট পুরুষকারের সমুদায় ফল কীর্ত্তন করিলাম। লোকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজনিত দৈবের অনুকূলতা-প্রভাবে ঐহিক সুখ ও ইহলোককৃত শাস্ত্রা-নুযায়ী সৎকর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে যে সমস্ত শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, আপনি তৎসমুদায়ের ফল কীর্ত্তন করুন। উহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা মহর্ষিগণেরও গোপনীয়। এক্ষণে আমি দেহান্তে যাহার যে গতি লাভ হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য যে যে শরীরে যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্মের অনু-ষ্ঠান করে, তাহাকে পরজন্মে সেই সেই শরীরে সেই সেই অবস্থায় তৎ তৎ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ফলভোগ ব্যতীত কর্ম্ম কদাচই বিনষ্ট হয় না। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও আত্মা সেই কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। অভ্যা-গত ব্যক্তির কার্য্যসাধনের নিমিত্ত চক্ষুঃ ও মনকে নিয়োগ এবং তাঁহার তুষ্টিসম্পাদনের নিমিত্ত মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ এবং তাঁহার অনুগমন ও উপাসনা করাও গৃহস্থের কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ এই পাঁচ কর্ম্মের অনু-ষ্ঠান করেন, তাঁহার পঞ্চদক্ষিণ যজ্ঞের অনু-ষ্ঠান করা হয়। পথপরিশ্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব পথিককে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিলে প্রচুর ফল লাভ হইয়া থাকে। অগ্নিত্রয়ের সন্নি-ধানে শয়ন এবং স্থণ্ডিলশায়ীদিগকে গৃহ ও শয্যা, চীরবল্কলপরিধায়ীদিগকে বসন ও আভরণ আর যোগনিযুক্ত তপোধনকে যান ও বাহন প্রদান করিলে রাজার পৌরুষ লাভ হয়। সমুদায় রস আস্বাদনে বিরত হইলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি এবং আমিষ পরিত্যাগ করিলে পশু ও পুত্র লাভ হইয়া থাকে। যিনি অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান হন, যিনি জলে বাস করেন এবং যিনি নিরন্তর ব্রহ্ম-চর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহার অভীষ্ট গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। অতিথিসৎকারের নিমিত্ত পাদ্য, আসন, প্রদীপ, অন্ন ও গৃহ প্রদান করাকেই পঞ্চ-যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যুদ্ধে গমন ও রণশয্যায় শয়ন করিলে, অক্ষয় লোক

লাভ হইয়া থাকে। দান দ্বারা ধন, মৌনাবলম্বন দ্বারা অপ্রতিহত আজ্ঞা, তপস্যা দ্বারা উপভোগ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জীবন, এবং অহিংসা দ্বারা রূপ, ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য লাভ করিবে। যাঁহারা কেবল ফল মূল ভক্ষণ করেন, তাঁহারা রাজ্য, যাঁহারা পত্রমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বর্গ এবং যাঁহারা আহারাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্রই সুখ লাভ করিয়া থাকেন। শাকমাত্র ভক্ষণ করিলে গোধন, তৃণমাত্র ভক্ষণ করিলে স্বর্গ, স্ত্রীপরিত্যাগ পূর্ব্বক তিন বার স্নান ও বায়ু ভক্ষণ করিলে যজ্ঞফল, সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে স্বর্গ এবং যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিলে উৎকৃষ্ট কুললাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পবিত্র হইয়া সলিলমাত্র পান ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে রাজ্য এবং অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া গায়ত্র্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে সুরলোক লাভ করিতে পারেন। দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে উপবাস, ব্রত সাধনের নিমিত্ত ক্ষীরাদি আহার ও দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিলে দুঃখ নাশ ও মানসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সুরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নির্ব্বোধেরা যাহা প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিতে পারে না, কলেবর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তকর রোগবিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই তৃষ্ণাকে অকপটে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সুখলাভ করা যায়। বৎস যেমন সহস্র সহস্র ধেনুমধ্যে আপনার জননীর নিকট গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম জন্মান্তরে কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। যেমন পুষ্প ও ফল প্রেরিত না হইয়াও যথাসময়ে বিকসিত ও সুপক্ক হয়, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমুদায় প্রকৃত সময়ে নিঃসন্দেহ পরিণত হইয়া থাকে। মনুষ্য জরাগ্রস্ত হইলে তাহার কেশকলাপ জীর্ণ ও দন্ত সমুদায় শীর্ণ এবং কর্ণ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমুদায় বিকল হইয়া যায়; কিন্তু তাঁহার বিষয়বাসনা কিছুতেই অপনীত হয় না। পিতার প্রীতি উৎপাদন করিলে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ও মাতার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিলে পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করা যায়। উপাধ্যায়কে প্রীত করিতে পারিলে ব্রহ্মের সৎকার করা হইয়া থাকে। যিনি এই তিনটী বিষয়ের সবিশেষ সমাদর করেন, তাঁহার সকল ধর্ম্মই প্রতিপালন করা হয়। আর যে ব্যক্তি এই তিন বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করে না, তাহার সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ যাহার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে ঐ বাক্যের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জয়লাভাদির নিমিত্ত মন্ত্রপ্রয়োগ, দক্ষিণাদান ব্যতিরেকে সোমযাগ অনুষ্ঠান ও মন্ত্র ব্যতীত হোম করিলে যে পাপ হয়, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে সেই পাপ জন্মিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে জনমেজয়! এই আমি মহাত্মা ব্যাসের বাক্যানুসারে

শুভাশুভ প্রাপ্তি বিষয়ে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিলাম। অতঃপর আর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয় ব্যক্ত কর।

অষ্টম অধ্যায়।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে পূজনীয় কে? আপনি কাহাকে নমস্কার করেন? আপনার প্রিয়তরই বা কে এবং বিপদে নিপতিত হইলে কাহার প্রতি আপনার মনঃ প্রধাবিত হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রহ্মই যাঁহাদিগের পরম ধন; যাঁহারা তপ ও স্বাধ্যায়লব্ধ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের কুলে বালক বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই পুরুষপরম্পরাগত কার্য্যভার অক্লেশে বহন করেন, আমি সেই ব্রাহ্মণদিগকেই যাহার পর নাই প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। বিদ্যাবিনীত, জিতেন্দ্রিয়, মৃদুভাষী, সচ্চরিত্র, ব্রহ্মজ্ঞ ও বক্তা ব্রাহ্মণগণের গম্ভীর স্বরসংযুক্ত শ্রুতিসুখকর মঙ্গলজনক বাক্য সভামধ্যে নৃপতির সমক্ষেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিলে ইহলোক ও পরলোকে সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। যাঁহারা সেই রাজসভায় আসীন হইয়া ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করেন, আমি সেই সমস্ত গুণবান্ ব্যক্তিদিগকেও প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। যিনি ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত পূতমনে সুপক্ক সুস্বাদু অন্ন প্রদান করেন, তিনিও আমার প্রেমাস্পদ। যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করা বিস্ময়ের বিষয় নহে, কিন্তু অসূয়াশূন্য হইয়া দান করাই সুকঠিন। এই জীবলোকে মহাবলপরাক্রান্ত বহুসংখ্য বীর আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে দানবীরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হে যুধিষ্ঠির! সৎকুলসম্ভূত ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাকুক, আমি যদি একজন সামান্য ব্রাহ্মণ হইতাম, তাহা হইলেও আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিতাম। অন্যান্য সর্ব্বাপেক্ষা তুমিই আমার প্রিয়; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমা অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর। অধিক কি, আমি ব্রাহ্মণকে যেরূপ প্রিয়তর জ্ঞান করি, পিতা, পিতামহ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকেও সেরূপ জ্ঞান করি না। এক্ষণে এই ব্রাহ্মণভক্তিপ্রভাবে মহারাজ শান্তনু যে সমস্ত লোকে বিরাজিত রহিয়াছেন, আমারও যেন সেই সকল লোক লাভ হয়। আমি কখন ব্রাহ্মণের কোন অপকার করি নাই। আমি ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অল্প বা অধিকই হউক, যে কিছু সৎকর্ম্ম করিয়াছি, সেই কার্য্যপ্রভাবেই আজি শরশয্যায় শয়ান হইয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র অনুতাপের সঞ্চার হইতেছে না। লোকে আমাকে যে ব্রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া আহ্বান করে, আমি সেই বাক্যে যাহার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। ফলত ব্রাহ্মণপ্রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পবিত্রতা আর কিছুই নাই। আমি ব্রাহ্মণগণের দাস;

এই নিমিত্ত অচিরাৎ অনন্তকালের নিমিত্ত পবিত্রলোক সমুদায় লাভ করিব, সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে স্ত্রীজাতির যেমন পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতিই পরম দেবতা ও পতিই পরম গতি; সেইরূপ ক্ষত্রিয়-কুলের ব্রাহ্মণসেবাই পরম ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণই পরম দেবতা ও ব্রাহ্মণই পরম গতি। যদি ক্ষত্রিয় শতবর্ষবয়স্ক আর ব্রাহ্মণ দশবর্ষীয় হন, তাহা হইলেও ঐ উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণকেই পিতা ও ক্ষত্রিয়কে পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নারী যেমন পতির অভাবে দেবরকেই পতিত্বে স্বীকার করে, সেইরূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত না হইয়াই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণকে পুত্রের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ, গুরুর ন্যায় উঁহাদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ ও অগ্নির ন্যায় উঁহাদিগের অর্চ্চনা করিবে। সরলপ্রকৃতি, সত্যপরায়ণ, সাধুশীল, সর্ব্বভূত-হিতানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণগণকে ক্রোধোদ্ধত ভুজঙ্গের ন্যায় নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের নিকট আপনার ক্রোধবল ও তেজোবল প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণের তপোবলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর ক্ষত্রিয়ের ক্রোধবলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এই উভয়বিধ বলই অতি ভয়ঙ্কর। তপস্বী ব্রাহ্মণেরা ক্রোধাবিষ্ট হইলে অনায়াসে শত্রুবিনাশাদি বিষয়ে চরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হন। ক্ষত্রিয় উপকারনিরত শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার তেজোবল প্রদর্শন করিলে, ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার ঐ উভয় বল নিঃশেষে বিনাশ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। গোপাল যেমন দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক গোসমুদায়কে রক্ষা করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয় দণ্ডধারণ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত বেদ ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবেন। পিতা যেমন পুত্রগণকে প্রতি-পালন করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের রক্ষণা-বেক্ষণ ও তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহোপ-যোগী অর্থ আছে কি না তাহার অবধারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

নবম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে দুরাত্মারা ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া অর্থ প্রদান না করে, তাহাদিগের কিরূপ গতি লাভ হয়, কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অধিক হউক, বা অল্পই হউক অঙ্গীকার করিয়া প্রদান না করে, ক্লীব ব্যক্তির সন্তানকামনার ন্যায় তাহার সমুদায় আশা বিফল এবং সে জন্মাবধি তপস্যা, দান ও যজ্ঞপ্রভৃতি যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদায়ই পণ্ড হইয়া যায়। শ্যামকর্ণ এক সহস্র অশ্ব প্রদান ভিন্ন ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে শৃগাল-বানরসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা এক বানর এক শৃগালকে শ্মশান-মধ্যে পূতিগন্ধযুক্ত মাংস ভক্ষণ করিতে অবলোকন করিয়া কহিল, শৃগাল! তুমি

পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলে যে, এক্ষণে তোমাকে শ্মশানে মৃত জন্তুর মাংস ভোজন করিতে হইতেছে ?

তখন শৃগাল কহিল, কপিবর ! পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া অর্থ প্রদান করি নাই। সেই কারণে আমাকে এই কুৎসিৎ শৃগালযোনি লাভ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে হইতেছে। আমি তোমার নিকট আমার শৃগালযোনি প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত বানরত্ব লাভ করিয়াছ, তাহা কীর্ত্তন কর।

তখন বানর কহিল, শৃগাল ! পূর্ব্বে আমি লোভপ্রযুক্ত সতত ব্রাহ্মণের ফল অপহরণ করিতাম বলিয়া আমাকে বানরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ ! ঐ বানর ও শৃগাল পূর্ব্বে মনুষ্যজন্মে পরস্পর সখ্যভাবসম্পন্ন ছিল। এক্ষণে কর্ম্মদোষে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যবিশেষবশতঃ উহাদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ ছিল। আমি পূর্ব্বে স্বীয় উপাধ্যায় ও মহর্ষি বেদব্যাসের প্রমুখাৎ এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা আমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেন যে, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত ক্ষমা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বালক, দরিদ্র বা কৃপণ হইলেও উঁহাকে অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণের নিকট যাহা অঙ্গীকার করিবে, তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অর্পণ করা উচিত। ব্রাহ্মণকে নিরাশ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। প্রথমে আশা প্রদান করিয়া পরিশেষে হতাশ করিলে, ব্রাহ্মণ পাবকের ন্যায় ক্রোধে উজ্বলিত হইয়া উঠেন। তিনি একবার ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই কাষ্ঠ দহনের ন্যায় আশাবিঘাতককে এককালে ভস্মসাৎ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট রাখিলে তিনি সর্ব্বদা মহা আহ্লাদ প্রকাশ করেন, এবং সর্ব্বদা সমুদায় বিষয়ে চিকিৎসকের ন্যায় হিতকর হন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রীত করিতে পারে, তাহার পুত্র, পৌত্র, বন্ধুবান্ধব, অমাত্য, পশু, নগর ও জনপদ প্রভৃতি সমুদায় নিরাপদে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণের তেজঃ সূর্য্যকিরণের ন্যায় তীব্র। অতএব ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে দান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হয়। দান অপেক্ষা মহৎ কার্য্য আর কিছুই নাই। ইহলোকে ব্রাহ্মণকে দান করিলে পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তিসাধন করা হয়। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণই দানের প্রধান পাত্র। যে কোন সময়ে হউক না কেন, ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে পূজা না করিয়া বিদায় করা কদাপি বিধেয় নহে।

দশম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ধর্ম্মের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম ; মানবগণ সর্ব্বদাই ধর্ম্মবিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে মনুষ্য নীচজাতিকে সুহৃদ্ভাবে উপদেশ প্রদান

করিলে দোষভাগী হয় কি না, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে আমি মহর্ষিদিগের মুখে এই বিষয়সংক্রান্ত যে কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হীনজাতিকে উপদেশ প্রদান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি নীচকে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই অপরাধী হইতে হয়। পূর্ব্বে হিমালয়পার্শ্ববর্ত্তী ভগবান্ ব্রহ্মার আশ্রমসন্নিধানে সিদ্ধচারণসেবিত, পুষ্পোদ্যানসমলঙ্কৃত, বিবিধ তরুলতায় সমাকীর্ণ এক পবিত্র আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন নিয়মব্রতধারী মহাত্মা ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী, সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী ও বালখিল্য মহর্ষিগণ অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর বেদপাঠ করিতেন। একদা এক পরম দয়াবান্ শূদ্র ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া মুনিগণকে বিবিধ নিয়মসম্পন্ন, দেবতুল্য ও অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন দর্শন করিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই আশ্রমবাসী কুলপতির চরণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি শূদ্রবংশসম্ভূত হইয়া ধর্ম্মশিক্ষার মানসে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া চরিতার্থ করুন। আমি নিরন্তর আপনার শুশ্রূষায় অনুরক্ত থাকিব।

তখন কুলপতি কহিলেন, বৎস! শূদ্রজাতির সন্ন্যাসধর্ম্মে অধিকার নাই। যদি তোমার নিতান্তই ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগের শুশ্রূষা কর, পরিণামে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট লোকলাভ করিতে সমর্থ হইবে। কুলপতি এই কথা কহিলে, শূদ্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতেই আমার বাসনা। অতঃপর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা আমার কর্ত্তব্য কি না, তাহা কিয়দ্দিন বিশেষরূপ বিবেচনা করি, পরিশেষে যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই করিব। ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্র মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই আশ্রমের অনতিদূরে এক পর্ণশালা এবং তন্মধ্যে বেদি, শয়নস্থান ও দেবস্থান সমুদায় প্রস্তুত করিলেন, এবং স্বয়ং নিয়মধারী, ফলাহারনিয়ত, জিতেন্দ্রিয় ও তপঃপরায়ণ হইয়া বহুকাল দেবস্থানে ত্রিকালীন জলসেক, বলিপ্রদান, হোম, দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও ফলমূলাদি দ্বারা সমাগত অতিথিদিগের যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, একদা এক মহর্ষি ঐ শূদ্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। শূদ্র মহর্ষিকে দেখিবামাত্র তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। মহর্ষি শূদ্রের ভক্তি দর্শনে যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত

মিষ্টালাপ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। এবং অতি অল্পদিনমধ্যে পুনরায় ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ক্রমে ঐ শূদ্রের সহিত মহর্ষির বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। তখন তিনি প্রতিদিন উঁহার আশ্রমে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা শূদ্র সেই তপোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি পিতৃ কার্য্য করিতে বাসনা করিয়াছি, আপনাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। শূদ্র এইরূপ অনুরোধ করিলে, মহর্ষি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিলেন। তখন ঐ শূদ্র পবিত্র হইয়া তাঁহাকে পাদোদক প্রদান পুরঃসর ওষধি, দর্ভ, পবিত্র ও আসন আনয়ন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের আসন দক্ষিণ দিকে পশ্চিমশীর্ষ করিয়া সংস্থাপন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ব্রাহ্মণের আসনসংস্থাপন অশাস্ত্রীয় হইয়াছে দেখিয়া শূদ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! তুমি পূর্ব্বশীর্ষ করিয়া ব্রাহ্মণের আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন কর। মহর্ষি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, শূদ্র উত্তরাস্যে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে যথাস্থানে দর্ভ ও অর্ঘাদি সংস্থাপন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিও তাঁহার পিতৃকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বিদায় লইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর শূদ্র তাপস তথায় দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পুণ্যবলে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং সেই মহর্ষিও যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পুরোহিতকুলে উৎপন্ন হইলেন।

এইরূপে সেই শূদ্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বয়ঃক্রমের সহিত বিদ্যানুরাগও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বেদসমুদায়, কল্পপ্রয়োগ, জ্যোতিষশাস্ত্র ও সাংখ্যশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। কিয়দ্দিন পরে বৃদ্ধ রাজা পরলোকে যাত্রা করিলে, প্রজাগণ মিলিত হইয়া রাজকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। রাজকুমার রাজা হইয়া সেই ব্রাহ্মণকুমারকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া পরমসুখে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকুমার পৌরহিত্যপদে নিযুক্ত হইয়া পুণ্যাহবাচন বা অন্য কোন ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান সময়ে রাজার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই ভূপতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন।

রাজা এইরূপে বারংবার হাস্য করাতে পুরোহিতের ক্রোধোদ্রেক হইল। তখন তিনি একদা রাজার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎকার ও শিষ্টালাপ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিয়াছি, যদি আপনি অকপটে আমার নিকট উহা ব্যক্ত করেন, উহা হইলে জিজ্ঞাসা করি।

তখন রাজা কহিলেন, মহাশয়! আপনি এক বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, যে যে বিষয়

আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি অবশ্যই তৎসমুদায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব। স্নেহ ও সম্মাননিবন্ধন আপনার নিকট আমার কিছুই অবক্তব্য নাই।

তখন পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ! এই বিষয়ের অধিক আমার জিজ্ঞাস্য নাই। যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার নিকট মিথ্যা কহিবেন না, অঙ্গীকার করুন।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, নরপতি তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! যদি আমি আপনার জিজ্ঞাস্যবিষয় অবগত থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই প্রকাশ করিব।

তখন পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ! স্বস্তিবাচন, শান্তি ও হোমাদি বিবিধ ধর্ম্মকার্য্য সময়ে আপনি যে আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হাস্য করেন, তাহার কারণ কি? আপনি হাস্য করাতে আমাকে নিতান্ত লজ্জিত হইতে হয়। আপনার ঐ হাস্যের অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে। সেই কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত আমি একান্ত উৎসুক হইয়াছি; অতএব এই বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। আপনি আমার নিকট সত্য কহিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে তাহার অন্যথা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

নরপতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে এই বিষয় অবক্তব্য হইলেও আপনার নিকট কীর্ত্তন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি আমার হাস্যের কারণ প্রকাশ করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আমি জাতিস্মর; আমার পূর্ব্বজন্মে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় আমি সবিশেষ অবগত আছি। পূর্ব্বজন্মে আমি তপস্যানিরত শূদ্র ছিলাম এবং আপনি উগ্রতর তপঃপরায়ণ মহর্ষি ছিলেন। আপনি আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার পিতৃশ্রাদ্ধে আমাকে কুশাসন, কুশ এবং হব্যকব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কর্ম্মনিবন্ধন ইহজন্মে আপনি পুরোহিত হইয়াছেন এবং আমি রাজা হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আপনি আমাকে শ্রাদ্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াই এই ফল লাভ করিলেন। হে দ্বিজবর! আমি কেবল এই কারণবশত আপনাকে দেখিবামাত্র হাস্য করিয়া থাকি, আপনি আমার গুরু। আমি আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া হাস্য করি না। আমি শূদ্র হইয়াও জাতিস্মর হইলাম এবং আপনি মুনি হইয়াও পুরোহিত হইলেন। ইহাতে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য! একমাত্র উপদেশ প্রদান নিবন্ধন আপনার তাদৃশ কঠোর তপশ্চরণ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি পৌরহিত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় উৎকৃষ্ট জন্মগ্রহণের নিমিত্ত যত্নবান্ হউন। আর যেন আপনাকে ইহা অপেক্ষা অধম যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে না হয়। এক্ষণে আপনি

এই ধনরাশি গ্রহণ পূর্ব্বক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।

নরপতি এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি, গ্রাম ও বিবিধ ধন প্রদান ও তাঁহাদের নিদেশানুসারে কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে বহুতর তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তথায় ব্রাহ্মণগণকে গাভী ও অন্যান্য নানাবিধ ধনদান করিয়া পরম পবিত্র হইলেন এবং পরিশেষে স্বীয় আশ্রমে গমন পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের নিকট সম্মান লাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই মহর্ষিকে এইরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল; অতএব নীচ জাতিকে উপদেশ প্রদান করা ব্রাহ্মণের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে উপদেশ প্রদান করিলে কখনই দূষিত হন না। কিন্তু শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মের গতি নিতান্ত সূক্ষ্ম, পাপাত্মারা কখনই তাহার অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। মুনিগণ দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগভয়ে বাঙ্নিষ্পত্তিপরাঙ্মুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। লোকে ধার্ম্মিক ও সত্যসরলতাদি গুণযুক্ত হইয়াও একমাত্র দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ দ্বারা ঘোরতর পাপে লিপ্ত হয়। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্যকে উপদেশ প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কারণ উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি দৈবাৎ উপদেষ্টার বাক্যানুসারে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে উপদেষ্টাকে নিশ্চয়ই সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। ধনলোভনিবন্ধন উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মক্ষয় হয়। কেহ প্রশ্ন করিলে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে ধর্ম্ম লাভ হয়, সেইরূপ উপদেশ প্রদান করাই উচিত। নীচ জাতিকে উপদেশ প্রদান করিলে মহা ক্লেশ উপস্থিত হয়; অতএব নীচজাতিকে উপদেশ প্রদান করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। এই আমি তোমার নিকট তোমার প্রশ্নানুরূপ কথা কীর্ত্তন করিলাম।

একাদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লক্ষ্মী কিরূপ স্ত্রী ও কিরূপ পুরুষের নিকট অবস্থান করেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! একদা কন্দর্পজননী রুক্মিণী অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী লক্ষ্মীকে নারায়ণের ক্রোড়ে সমাসীন সন্দর্শন করিয়া মহা আহ্লাদে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিলোকেশ্বরি! তুমি কোন্ কোন্ স্থান ও কিরূপ ব্যক্তির নিকট অবস্থান করিয়া থাক, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর। তখন চন্দ্রাননা কমলা নারায়ণের সমক্ষে মধুর বাক্যে রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! আমি সত্যবাদী, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধবিহীন, দৈবপরায়ণ, কৃতজ্ঞ,

জিতেন্দ্রিয় ও উদারচিত্ত ব্যক্তিদিগের নিকট অবস্থান করিয়া থাকি। যাহারা অকর্ম্মণ্য, নাস্তিক, লম্পট, কৃতঘ্ন, আচারভ্রষ্ট, নৃশংস, তস্কর, গুরুদ্বেষ্টা, মূঢ়স্বভাব, কপট এবং বলবীর্য্য, বুদ্ধি ও সারাংশবিহীন; যাহাদিগের ক্রোধ ও হর্ষের পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই, যাহারা কিছুমাত্র অর্থলাভের প্রত্যাশা করে না এবং অল্পমাত্র অর্থলাভ হইলেই পরিতুষ্ট হয়, আমি সেই সমুদায় ক্ষুদ্রচিত্ত মানবগণের নিকট কখনই অবস্থান করি না। যাহারা স্বধর্ম্মনিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, বৃদ্ধদিগের সেবায় একান্ত আসক্ত, পুণ্যাত্মা, ক্ষমাশীল ও বুদ্ধিমান্, আমি তাহাদিগের নিকটই সতত অবস্থান করিয়া থাকি। যে কামিনীগণ গৃহোপকরণ সমুদায় ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা থাকে না, যাহারা সতত স্বামীর প্রতিকূল বাক্য বিন্যাশ করে, পরভবনে অবস্থান করিতে যাহারা একান্ত অনুরক্ত, যাহাদিগের ধৈর্য্য ও লজ্জার লেশমাত্র নাই এবং যাহারা নির্দ্দয়, অশুচি, বিরক্তচিত্ত, কলহপ্রিয় ও নিদ্রাপরায়ণ, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি। যে কামিনীগণ পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত, ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যসরলতাদি গুণসম্পন্ন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও সৌন্দর্য্যযুক্ত আমি সতত তাহাদিগের নিকটেই অবস্থান করি। যান, কন্যা, ভূষণ, যজ্ঞ, সলিলসংযুক্ত মেঘ, প্রফুল্ল পদ্মবন, শারদীয় নক্ষত্রমণ্ডল, হস্তী, গোষ্ঠ, আসন, বিকসিত পঙ্কজপরিপূর্ণ সরোবর, হংস বকাদির স্বরে নিনাদিত দ্রুমবিভূষিত, করিকরসমালোড়িত, সিদ্ধতাপসসেবিত নদী, মত্তহস্তী, বৃষভ, নরপতি, সিংহাসন, সৎপুরুষ, স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ, প্রজাপালননিরত ক্ষত্রিয়, কৃষিকার্য্যপরায়ণ বৈশ্য, সেবানিরত শূদ্র আমার প্রধান আবাসস্থান। যে গৃহে প্রতিনিয়ত হোম, এবং দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা সম্পাদিত হয়, আমি কদাচ সেই গৃহ পরিত্যাগ করি না। ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্যতা এবং লোকানুরাগের একমাত্র আধার, এই নিমিত্ত আমি একতানমনে অভিন্নদেহে উঁহার শরীরে অবস্থান করি। নারায়ণভিন্ন আর কুত্রাপি আমি সশরীরে অবস্থান করি করি না। আমি সদয়ভাবে যাহার নিকট অবস্থান করি, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশঃ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকালে, ঐ উভয়ের মধ্যে কাহার স্পর্শসুখ অধিক হয়, এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে ভঙ্গাস্বন রাজার পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভঙ্গাস্বন নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল ছিলেন, তিনি নিঃসন্তান হওয়াতে ইন্দ্রবিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুত নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করেন। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার এক শত পুত্র উৎপন্ন হয়। সুররাজ ইন্দ্র রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনকে পুত্র কামনায় অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিরন্তর তাঁহার রন্ধ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন রূপেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা মহারাজ ভঙ্গাস্বন মৃগয়া করিবার নিমিত্ত নিজ রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ সময় প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হইয়া মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে বিমোহিত করিলেন। রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন ইন্দ্রের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইলেন, এবং ক্ষুৎপিপাসায় যাহার পর নাই কাতর হইয়া সেই অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক বারিপরিপূর্ণ পরম রমণীয় সরোবর তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তিনি সেই সরোবর দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র অশ্ব হইতে অবরূঢ় হইলেন এবং অচিরাৎ অশ্বকে জলপান করাইয়া এক বৃক্ষে বন্ধন পূর্ব্বক স্বয়ং সেই সরোবরসলিলে অবগাহন ও স্নান করিলেন। সরোবরে স্নান করিবামাত্র তাঁহার স্ত্রীত্ব লাভ হইল। তখন তিনি আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া ব্যাকুলিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এক্ষণে কিরূপে অশ্বে আরোহণ ও কিরূপেই বা রাজধানীতে গমন করি। আমি অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে আমার ঔরসে মহাবল পরাক্রান্ত এক শত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি গিয়া তাহাদিগকে কি বলিব এবং আমার ভার্য্যা, পুরবাসী ও গ্রাম্য লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেই বা তাহাদিগকে কি বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। ধর্ম্মার্থদর্শী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, মৃদুত্ব, কোমলত্ব, ও কাতরত্ব এই তিনটী স্ত্রীলোকের এবং ব্যায়ামসহিষ্ণুতা ও বীর্য্যবত্তা এই দুইটী পুরুষের প্রধান গুণ। এক্ষণে আমার পুরুষত্ববিনাশ ও স্ত্রীলোকের গুণ লাভ হইয়াছে; সুতরাং কিরূপে পুরুষের ন্যায় অশ্বে আরোহণ করিব।

রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বহুযত্নসহকারে কৌশলক্রমে অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি সমাগত হইবামাত্র তাঁহার পুত্রকলত্র, ভৃত্য ও নগরবাসিগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই বিস্মিত হইলেন। মহারাজ ভঙ্গাস্বন তাঁহাদিগকে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, আমি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া মোহবশতঃ এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তথায় সৈন্যগণ পরিশূন্য হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে একাকী শুষ্ককণ্ঠে পরিভ্রমণ করিতে করিতে হংসসারসকুলসঙ্কুল পরম রমণীয় এক সরোবর নিরীক্ষণ করিলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিবামাত্র আমার পুরুষত্ব বিনাশ ও স্ত্রীত্ব লাভ হইয়াছে। মহারাজ ভঙ্গাস্বন এই বলিয়া মন্ত্রী ও পুত্রগণের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত আপনার

নাম গোত্র কীর্ত্তন করিয়া আত্মজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, পুত্রগণ! তোমরা এক্ষণে পরস্পর সৌভ্রাত্র সংস্থাপন পূর্ব্বক এই রাজ্য উপভোগ কর। আমি নিশ্চয়ই অরণ্যে প্রস্থান করিব।

স্ত্রীরূপী নরপতি ভঙ্গাস্বন পুত্রগণকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ অরণ্যমধ্যে গমন পূর্ব্বক এক তাপসের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার সংসর্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঐ তাপসের ঔরসে তথায় তাঁহার এক শত পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই সমস্ত পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা ভঙ্গাস্বন তাঁহাদিগকে লইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন পুত্রগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, আত্মজগণ! তোমরা আমার পুরুষাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আর ইহারা আমার অঙ্গনাবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তোমরা উভয়পক্ষ মিলিত হইয়া সৌভ্রাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক এই রাজ্য উপভোগ কর। ভঙ্গাস্বন এইরূপ আদেশ করিলে তাঁহার পূর্ব্বপুত্রগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত ও তাঁহার অপর পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনের স্ত্রীত্ব বিধান দ্বারা উহার অপকার না করিয়া প্রত্যুত উপকারই করিয়াছি। যাহাই হউক, এক্ষণে যাহাতে উহার বিশেষ অনিষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইল। দেবরাজ এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণবেশে ভঙ্গাস্বনের পূর্ব্বপুত্রগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজকুমারগণ! ভ্রাতৃগণ এক পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাদিগের পরস্পর কদাচ সৌভ্রাত্র থাকে না। দেখ, সুরাসুরগণ একমাত্র মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াও রাজ্যলাভের নিমিত্ত পরস্পর ঘোরতর বিতণ্ডা করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা এক শত জন ভঙ্গাস্বনের ঔরসে জন্মিয়াছ, আর তোমাদের অপর এক শত ভ্রাতা একজন তাপসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তথাপি তোমাদের উভয় পক্ষের এরূপ সৌভ্রাত্র থাকিবার কারণ কি? যাহা হউক, তোমাদের অপর ভ্রাতারা যে তাপসের ঔরসজাত হইয়াও তোমাদিগের পৈত্রিক রাজ্যের অংশ অধিকার করিয়াছে, ইহা অতিশয় নিন্দার বিষয়, সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভঙ্গাস্বনের ঔরসপুত্রগণ তাঁহার উত্তেজনায় অপর ভ্রাতাদিগের উপর যাহার পর নাই ঈর্ষাপরবশ হইয়া অচিরাৎ তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঐ যুদ্ধে ক্রমে ক্রমে উভয়পক্ষই নিঃশেষিত হইয়া গেল। স্ত্রীভাবাপন্ন রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন অরণ্যমধ্যে পুত্রগণের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া অবিরল বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সকাশে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি দুঃখে দুঃখিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছ? ভঙ্গাস্বন ব্রাহ্মণকে সমক্ষে

নিরীক্ষণ ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক করুণবাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মন্! কালপ্রভাবে আমার দুই শত পুত্র কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে পুরুষ ও রাজা ছিলাম। সেই অবস্থায় আমার ঔরসে এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা আমি মৃগয়ায় গমন করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে একটী সরোবর অবলোকন পূর্ব্বক তাহাতে অবগাহন করিয়াছিলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিয়া অবধি আমার এই স্ত্রীত্ব লাভ হইয়াছে। দৈবপ্রতিকূলতাবশত এইরূপ অসম্ভাবিত নারীরূপ লাভ হওয়াতে আমি যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া নিজ রাজধানীতে আগমন ও ঔরসপুত্রগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক এই তপোবনে আগমন করিলাম। এই স্থানে এক তাপসের ঔরসে আমার গর্ভে আর এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সকল পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমি তাহাদিগকে সেই ঔরসপুত্রগণের সহিত একত্র রাজ্যভোগ করাইবার নিমিত্ত আমার পূর্ব্বতন পুরমধ্যে সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহারা কালপ্রভাবে পরস্পর বৈর উৎপাদন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি সেই নিমিত্তই নিতান্ত কাতর হইয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছি।

ভঙ্গাস্বন করুণস্বরে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে পরুষবাক্যে কহিলেন, আমি সুররাজ ইন্দ্র। তুমি পূর্ব্বে আমাকে অনাদর করিয়া আমার বিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমাকে যাহার পর নাই দুঃখিত করিয়াছিলে। আমি তন্নিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমার পুত্রগণের বিনাশসম্পাদন পূর্ব্বক তোমার অপকার করিয়াছি। সুররাজ এই কথা কহিবামাত্র রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া অবগত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, দেবরাজ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রসন্ন হউন, আমি পুত্রলাভের অভিলাষেই অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; অতএব এই বিষয়ে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, আপনাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। তখন দেবরাজ ভঙ্গাস্বনের প্রণিপাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বল, তোমার পুরুষাবস্থার ঔরসপুত্রগণ ও এক্ষণকার গর্ভজাতপুত্রগণের মধ্যে কোন্ গুলিকে জীবিত করিয়া দিব। তখন নারীরূপধারী মহারাজ ভঙ্গাস্বন কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার এই অঙ্গনাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, আপনার বরপ্রভাবে তাহারাই পুনর্জীবিত হউক।

ভঙ্গাস্বন এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পুরুষাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা কি

নিমিত্ত তোমার বিদ্বেষভাজন ও তোমার অঙ্গনাবস্থায় যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই বা কি নিমিত্ত এইরূপ স্নেহের পাত্র হইল? ইহার কারণ অবগত হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। তখন ভঙ্গাস্বন কহিলেন, সুররাজ! স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের স্নেহ কদাচ প্রবল হয় না। এই নিমিত্ত আমার অঙ্গনাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই আমার সমধিক স্নেহের পাত্র। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে তাহারাই পুনর্জ্জীবিত হউক।

তখন দেবরাজ ভঙ্গাস্বনের বাক্যে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তোমার সমুদায় পুত্রই জীবিত হউক। আর এক্ষণে তোমার কি পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, না তুমি এইরূপ অঙ্গনাবস্থায়ই অবস্থান করিবে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। যেরূপ অবস্থা তোমার প্রীতিকর হইবে, আমি তোমাকে সেই অবস্থাতেই অবস্থাপিত করিব, সন্দেহ নাই। দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভঙ্গাস্বন তাঁহাকে, সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুররাজ! আমি আর পুরুষত্ব লাভে অভিলাষ করি না। আমি এক্ষণে এই স্ত্রীভাবেই সমধিক সন্তোষলাভ করিতেছি। সুররাজ কহিলেন, রাজর্ষে! তুমি পুরুষত্বলাভে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক কি নিমিত্ত স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে অভিলাষী হইতেছ? ভঙ্গাস্বন কহিলেন, দেবরাজ! স্ত্রীপুরুষসংসর্গকালে স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখ লাভ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই আমি স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে বাসনা করি। আমি সত্যই কহিতেছি, স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া আমি সমধিক প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি, স্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। আপনি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করুন। ভঙ্গাস্বন এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি সেই নিদর্শনানুসারেই স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখ লাভ হইয়া থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কিরূপ আচারসম্পন্ন হইলে উভয় লোকে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মনুষ্য পরহিংসা, চৌর্য্য ও পরদারাভিমর্ষণ এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ, অসৎপ্রলাপ, নিষ্ঠুর বাক্যপ্রয়োগ, পরদোষপ্রকাশ ও মিথ্যাকথন এই চতুর্ব্বিধ বাচনিক পাপ এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, পরের অনিষ্টচিন্তা ও বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ পরিত্যাগ করিলে উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে; অতএব কায়মনোবাক্যে অন্যের অনিষ্টচিন্তা না করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ। ফলত ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শুভ ফল ও

যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সুরাসুরগুরু বিশ্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের নাম ও ঐশ্বর্য্য সমুদায় অবগত আছেন। এক্ষণে ঐ সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সেই ভগবান্ মহাদেবের গুণসমুদায় কীর্ত্তন করা আমার সাধ্য নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই ভগবান্ সর্ব্বগত হইয়াও সর্ব্বত্র লক্ষিত হন না। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতীত বলিয়া ব্রহ্মাদি পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী যোগবিদ্ মহর্ষিগণ কেবল সেই সূক্ষ্ম অথচ স্থূল অক্ষর পরব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবেরই চিন্তা করেন। ঐ দেবদেব প্রথমে আত্মতেজঃপ্রভাবে প্রকৃতি ও পুরুষকে নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। জন্ম, জরা ও মরণের বশীভূত মাদৃশ মানবগণ কখনই সেই মহাত্মা মহেশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। কেবল এই যদুকুলশ্রেষ্ঠ শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান্ বাসুদেবই দিব্য চক্ষুঃ দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। মহাত্মা বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসর কেবল সেই সনাতন মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াই তাঁহার প্রসাদে জগদ্ব্যাপ্ত ও সর্ব্বভূতের প্রিয়তম হইয়াছেন। ইনি প্রতিযুগেই অবিচলিত ভক্তিপ্রভাবে সেই চরাচরগুরু দেবদেব মহাদেবের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইনি পুত্রলাভের অভিলাষে সেই দেবদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঐ মহাত্মার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। কেবল মহাবাহু ভগবান্ বাসুদেবই সেই সনাতন দেবদেবের নাম, গুণ ও ঐশ্বর্য্য সমুদায়ের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতে পারেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভূতপতি ভগবান্ ভবানীপতির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়াছে। অতএব তুমি তাহা উঁহার নিকট কীর্ত্তন কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মযোনি মহাতপাঃ তণ্ডী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ ভূতনাথের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই বেদব্যাস প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ তোমার মুখে সেই সনাতন, আনন্দময়, জ্ঞানস্বরূপ, বিশ্বস্রষ্টা, ভগবান্ দেবদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।

বাসুদেব কহিলেন, শান্তনুতনয়! যখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও তত্ত্বদর্শী মুনিগণ সেই ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বরের কার্য্যগতি ও আদি অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন মনুষ্য কিরূপে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইবে? যাহা হউক, আমি এক্ষণে সেই অসুরনাশন ভগবান্ যজ্ঞপতির মৎ-

কিঞ্চিৎ গুণ আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া পবিত্রচিত্তে আচমন পূর্ব্বক মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাশয়গণ! পূর্ব্বে আমি শাম্বকে লাভ করিবার নিমিত্ত যোগবল আশ্রয় করিয়া যেরূপে ভগবান্ ভূতনাথের দুর্লভ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম, অগ্রে তাহা আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহার নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবীর প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শম্বর দৈত্য নিহত হইবার পর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, একদা জাম্ববতী রুক্মিণীর গর্ভজাত প্রদ্যুম্ন চারুদেষ্ণ প্রভৃতি পুত্রগণকে দর্শন পূর্ব্বক পুত্রার্থিনী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, নাথ! আপনি অবিলম্বে আমাকে একটী মহাবলপরাক্রান্ত আপনার তুল্য গুণবান্ পরমসুন্দর পুত্র প্রদান করুন। ত্রিলোকমধ্যে আপনার কিছুই অসাধ্য নাই। আপনি ইচ্ছা করিলে নূতন লোকসমুদায়েরও সৃষ্টি করিতে পারেন। পূর্ব্বে আপনি যেরূপে দ্বাদশ বর্ষ কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবান্ পশুপতির আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চারুশ্রবাঃ, চারুযশাঃ, প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু এই কয়েকটী মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমাকেও সেইরূপে একটী পুত্র প্রদান করিতে হইবে। জাম্ববতী এইরূপ অনুরোধ করিলে, আমি তাঁহাকে কহিলাম, দেবি! আমি তোমার বাক্যানুসারে মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিলাম। তুমি প্রফুল্লচিত্তে অনুমতি কর। তখন জাম্ববতী কহিলেন, নাথ! আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির আরাধনা করিতে গমন করুন। ব্রহ্মা, শিব, কাশ্যপ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, সাবিত্রী, ব্রহ্মবিদ্যা এবং নদী, ক্ষেত্র, ওষধি, যজ্ঞবাহ, বেদ, ঋষি, যজ্ঞ, সমুদ্র, দক্ষিণা, স্তোভ, নক্ষত্র, পিতৃলোক, গ্রহ, দেবপত্নী, দেবকন্যা, দেবমাতা, মন্বন্তর, গো, ঋতু, বৎসর, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, নিমেষ ও যুগসমুদায় আপনাকে রক্ষা করিবেন। কোন স্থানেই আপনার কোন বিপদ্ উপস্থিত হইবে না।

রাজপুত্রী জাম্ববতী এইরূপে প্রস্থানকালীন মঙ্গলাচরণ করিলে, আমি পিতা, মাতা ও মাতামহ উগ্রসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলাম। তৎপরে আমি গদ ও বলদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় তাঁহাদিগেরও গোচর করাতে তাঁহারা পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমরা প্রার্থনা করি, নির্ব্বিঘ্নে তোমার তপস্যার ফললাভ হউক। এইরূপে গুরুজনেরা সকলেই অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি গরুড়কে স্মরণ করিলাম। আমি স্মরণ করিবামাত্র বিহগরাজ আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া আমাকে লইয়া হিমালয় পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইল। আমি তথায় অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে অতি অদ্ভুত ভাবসমুদায় অবলোকন করিতে

করিতে মহাত্মা উপমন্যুর অতি আশ্চর্য্য আশ্রম নিরীক্ষণ করিলাম। ঐ আশ্রম বেদাধ্যয়নশব্দে প্রতিধ্বনিত, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণে সমাকীর্ণ এবং ধব, অর্জ্জুন, কদম্ব, নারিকেল, কুরুবক, কেতকী, জম্বু, পাটল, বট, বরুণ, বৎসলাভ, বিল্ব, সরল, কপিত্থ, পিয়াল, শাল, তাল, বদরী, ইঙ্গুদ, পুন্নাগ, অশোক, আম্র, মাধবীলতা, মধূক, কোবিদার, চম্পক, পনস ও ফলপুষ্পসুশোভিত অন্যান্য নানাবিধ বন্য বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কোন স্থান গুল্ম ও লতাতে, কোন স্থান কদলীবনে, কোন স্থান নানাবিধ পক্ষীর জীবনোপায়ভূত বিবিধ ফলশালী বৃক্ষে, কোন স্থান ভস্মরাশিতে, কোন স্থান দিব্য সরোবরে এবং কোন স্থান বিচিত্র কুসুমাকীর্ণ বিশাল অগ্নিকুণ্ডে পরিশোভিত রহিয়াছে। রুরু, বানর, শার্দ্দূল, সিংহ, দ্বীপি, হরিণ, ময়ূর, মার্জ্জার, ভুজঙ্গম, মহিষ, ভল্লুক, মদমত্ত হস্তী ও অন্যান্য নানাবিধ পশুগণ উহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছ। বিহঙ্গমগণ বিবিধ স্বরে পরম কুতূহলে নিরন্তর কলরব করিতেছে। সমীরণ বিবিধ পুষ্পরেণু ও গজগণ্ডস্থলস্খলিত মদগন্ধে সুবাসিত হইয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতেছে। দিব্যাঙ্গনাগণ মধুর স্বরে গান করিতেছে। নির্ঝরকুলের ঝর্ঝরশব্দ, কুঞ্জরগণের বৃংহিতধ্বনি, কিন্নরদিগের সুমধুর গীতশব্দ ও সামবেদজ্ঞদিগের বেদধ্বনি ঐ আশ্রমকে সতত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পবিত্রতোয়া জহ্নুকন্যা উহাতে নিরত বিরাজমান রহিয়াছেন। চীরচর্ম্ম-বল্কলধারী অগ্নিতুল্য তেজস্বী পরম ধার্ম্মিক বাতাহারী, অম্বুপায়ী, জপ্যনিত্য, সংপ্রক্ষাল, ধ্যাননিত্য, ধূমপ্রাশ, উষ্মপ, ক্ষীরপ, গোচরী, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখল, মরীচিপ, ফেনপ, মৃগচারী, অশ্বত্থফলভক্ষ ও উদকশায়ী তাপসগণ প্রতিনিয়ত ঐ আশ্রমে তপস্যা করিতেছেন। শিবাদি দেবগণ সতত উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং মহাত্মাদিগের প্রভাবে নকুলগণ সর্পকুলের সহিত ও ব্যাঘ্রগণ মৃগসমুদায়ের সহিত মিত্রভাবে ক্রীড়া করিতেছে।

আমি এইরূপে বেদবেদাঙ্গপারগ নিয়মপরায়ণ মহর্ষিগণসেবিত পরম রমণীয় সেই আশ্রমের বিবিধ পদার্থ অবলোকন করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া জটাজূটমণ্ডিত, চীরধারী তপস্বী, তেজঃপ্রদীপ্তকলেবর, শিষ্যগণপরিবৃত, শান্তস্বভাব, যুবা উপমন্যুকে অবলোকন পূর্ব্বক অভিবাদন করিলাম। মহাত্মা উপমন্যু আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, বাসুদেব! তুমি নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ ত? তুমি স্বয়ং পূজনীয় হইয়া যে আমাকে পূজা করিতেছ এবং অন্যের দর্শনীয় হইয়াও যে আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছ, ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমার তপস্যা ফলিত হইয়াছে। তখন আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম, ভগবন্! আপনার শিষ্য এবং আশ্রমস্থ মৃগ ও পক্ষিগণ ত নির্ব্বিঘ্নে আছে? আপনার ধর্ম্ম ও অগ্নিত্রয়ের ত কুশল?

আমি এইরূপ কুশলপ্রশ্ন করিলে, মহাত্মা উপমন্যু আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান

করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি অবিলম্বেই আপনার অনুরূপ পুত্র লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। এই তপোবনে ভগবান্ ব্যোমকেশ দেবী পার্ব্বতীর সহিত নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। তুমি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন কর, তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে দেবতা ও ঋষিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা সেই দেবাদিদেবকে প্রসন্ন করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি তেজঃ ও তপস্যার নিধিস্বরূপ। সেই অচিন্ত্যস্বভাব এই স্থানে শুভাশুভ ভাবসমুদায় সৃষ্টি ও সংহার পূর্ব্বক দেবী পার্ব্বতীর সহিত অবস্থান করিয়া থাকেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানবরাজ হিরণ্যকশিপু ঐ ভগবানের বরপ্রভাবে সুররাজ্য অধিকার করিয়া দশকোটি বৎসর উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজ মন্দর ঐ দেবদেবের বরপ্রভাবে সুররাজ ইন্দ্রের সহিত দশকোটি বৎসর ঘোরতর সংগ্রাম করেন। ঐ মন্দরের কলেবরে তোমার সুদর্শন চক্র ও ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর বজ্র জীর্ণ তৃণের ন্যায় ব্যর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বে ভগবান্ উমাপতি ঐ চক্র দ্বারা সলিলমধ্যস্থ এক অসুরকে সংহার করিয়া উহা তোমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অসুরবিনাশার্থেই ঐ চক্র নির্ম্মাণ করেন। উহা জ্বলনতুল্য নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। রুদ্রদেব ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি উহা অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। ঐ চক্র অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন বলিয়া ভগবান্ উমানাথ স্বয়ং উহার নাম সুদর্শন রাখিয়াছেন এবং তদবধি উহার ঐ নাম লোকমধ্যে প্রখ্যাত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সেই অদ্ভুত চক্রও মন্দরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া নিষ্ফল হইয়াছিল। ফলতঃ মন্দর রুদ্রদেবের বরপ্রভাবে বজ্র প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রসমুদায় অনায়াসে সহ্য করিত। দেবগণ ঐ দুর্দ্দান্ত দানব কর্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অসুরগণের সহিত তুমুল কলহে প্রবৃত্ত হন।

ভগবান্ উমাপতি বিদ্যুৎপ্রভের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্রিলোকের আধিপত্য ও শতলক্ষ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যুৎপ্রভ তাঁহার প্রসাদে ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া লক্ষ বৎসর ভোগ করেন। উঁহারই প্রসাদে কুশদ্বীপ বিদ্যুৎপ্রভের রাজধানী হইয়াছিল। অবশেষে তিনি শঙ্করের অনুচরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা শতমুখ নামে এক অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত অসুর মহাদেবের তুষ্টিসম্পাদনের নিমিত্ত শতবৎসরেরও অধিককাল আপনার দেহমাংস হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়াছিল। পরিশেষে ভগবান্ শূলপাণি তাহার সেই অসাধারণ ভক্তি দর্শনে তাহার প্রতি যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, শতমুখ! আমি তোমার কি উপকার সাধন করিব, তাহা প্রকাশ কর। তখন শতমুখ কহিল, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার যেন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং শাশ্বত ব্রহ্মবিদ্যা যেন আমার অন্তরে নির-

স্তুর প্রতিভাত হয়। তখন শূলপাণি তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া তথাস্তু বলিয়া তাহাকে বর প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবল অবলম্বন পূর্ব্বক পুত্রলাভের নিমিত্ত তিন শত বৎসরব্যাপী এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞশীল সহস্র পুত্র প্রদান করেন। সুরগণ-প্রশংসিত পরম ধার্ম্মিক যোগেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও মহর্ষি বেদব্যাস মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে অতুল যশঃ লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র বালখিল্যগণকে মহর্ষি কশ্যপের যজ্ঞে পলাশবৃন্ত আহরণ করিতে দেখিয়া উপহাস করাতে, তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টি করিবার বাসনায় তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব বালখিল্যগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের তপোবলে অচিরাৎ এক পক্ষীন্দ্রের সৃষ্টি হইবে। সে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া অমৃত আহরণ করিবে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে মহাদেবের রোষপ্রভাবে সলিলসমুদায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দেবগণ তদ্দর্শনে ঐ দেবাদিদেবের উদ্দেশে সপ্তকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় ভূলোকমধ্যে জল প্রবর্ত্তিত করেন।

মহর্ষি অত্রির পত্নী অনসূয়া ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আর আমি ভর্ত্তার বশবর্ত্তী হইব না, স্থির করিয়া, মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তিন শত বৎসর অনাহারে মুষলে শয়ন করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব তাঁহার ভক্তিদর্শনে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! তুমি আমার বরে স্বামিসহবাসভিন্ন অনায়াসে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র তোমার নামে বিখ্যাত এবং অভিলষিত খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। মহাত্মা বিকর্ণ ভক্তবৎসল ভগবান্ ভবানীনাথকে প্রসন্ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

জিতেন্দ্রিয় শাকল্য ক্রমাগত নয় শত বৎসর একচিত্তে মহাদেবকে আরাধনা করিলে, তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া শাকল্যকে কহিলেন, বৎস! তুমি গ্রন্থকর্ত্তা হইবে। ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না। তোমার কুল মহর্ষিগণ দ্বারা উজ্জ্বল ও অক্ষয় হইবে এবং তোমার পুত্র তোমার গ্রন্থের সূত্রকর্ত্তা হইবে।

পূর্ব্বে সত্যযুগে সাবর্ণিনামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। ছয় সহস্র বৎসর তপোনুষ্ঠান করিলে, মহাদেব তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি ইহলোকে অজর, অমর ও বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা হইবে। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র বারাণসীতে ভস্মদিগ্ধাঙ্গ ভগবান্ ভূতনাথকে আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে দেবরাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে দেবর্ষি নারদ ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। দেবদেব তাঁহার ভক্তিদর্শনে

প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, নারদ! ইহলোকে তোমার তুল্য তেজস্বী, তপস্বী, ও যশস্বী আর কেহ বিদ্যমান থাকিবে না। তুমি সতত গীতবাদ্য দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিবে।

হে মাধব! এক্ষণে আমি যে নিমিত্ত যেরূপে মহাদেবকে সন্দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছি, আজি তৎসমুদায় বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে ব্যাঘ্রপদ নামে এক বেদবেদাঙ্গপারদর্শী মহাতপস্বী মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে আমি ও আমার অনুজ ধৌম্য আমরা উভয়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। একদা আমি স্বীয় অনুজ ধৌম্যের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে এক আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তথায় গাভীদোহন হইতেছে। গাভীদোহন দর্শন করিবামাত্র বালস্বভাববশতঃ আমার দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা হইল। তখন আমি ধৌম্যসমভিব্যাহারে জননীর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলাম, মাতঃ! আমাদিগকে দুগ্ধান্ন প্রদান কর, আমরা ভোজন করিব। আমি ঐ কথা কহিলে, জননী গৃহে দুগ্ধ না থাকাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জলে পিষ্ট মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ বলিয়া আমাদিগকে প্রদান করিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে যজ্ঞ উপলক্ষে পিতার সহিত এক জ্ঞাতিভবনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় সুরনন্দিনীর অমৃততুল্য সুস্বাদু দুগ্ধ পান করাতে, উহার আস্বাদ বিলক্ষণ অবগত ছিলাম; সুতরাং সেই জননী প্রদত্ত পিষ্টরস পান করিয়া আমার কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইল না। তখন আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, মাতঃ! তুমি আমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ, ইহা ত দুগ্ধান্ন নয়। আমি এই কথা কহিলে, জননী দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া স্নেহবশতঃ আমাকে আলিঙ্গন ও আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন; বৎস! আমরা বনবাসী, নিয়ত ফলমূল আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। বালখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ যে নদীতীরে অবস্থান করেন, আমরা সেই স্থানে অবস্থান করি। গাভীবিহীন বন, গিরিগহ্বর ও আশ্রমবাসী মুনিগণের দুগ্ধলাভের সম্ভাবনা কি? মুনিগণ কখন গ্রাম্য ব্যক্তিদিগের মত আহারসুখ অনুভব করেন না; ইঁহারা কেবল অরণ্যের ফলমূল ভোজন করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। নদীতীর, গিরিগহ্বর ও বিবিধ তীর্থস্থানে অবস্থান করিয়া নিয়ত জপানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করাই আমাদের প্রধান কর্ম্ম। ভগবান্ ভূতনাথই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে, আমাদিগের দুগ্ধ, অশন, বসন ও অন্যান্য সুখলাভের সম্ভাবনা কি? তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই তুমি অনায়াসে অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।

আমি জননীর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, মাতঃ! মহাদেব কে, তিনি কিরূপে প্রসন্ন হন, কোন্ স্থানে অবস্থান করেন, কিরূপে তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎকার করিতে হয়, কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন, তাঁহার রূপই বা কি প্রকার এবং তিনি প্রসন্ন হইলেই বা কি প্রকারে তাহা অবগত হওয়া যায়? তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

তখন সেই পুত্রবৎসলা জননী আমার গাত্রমার্জ্জন ও মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে কাতরবচনে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই সেই দুরারাধ্য, দুর্ব্বোধ্য, দুর্লক্ষ্য, ভগবান্ দেবদেবকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। মনীষিগণ তাঁহার অসংখ্য রূপ, বিচিত্র স্থান ও বিবিধপ্রকার প্রসন্নতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে তিনি যে সমুদায় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যেরূপে প্রসন্ন হন ও ক্রীড়া করেন, তৎসমুদায় কেহই বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সেই সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্বরূপ ভগবান্ শূলপাণি ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে সমুদায় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া করিয়া তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, বিশ্বদেব, মনুষ্য, দেবনারী, প্রেত, পিশাচ, কিরাত, শবর, কূর্ম্ম, মৎস্য, শঙ্খ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, দৈত্য, দানব, জন্তু, গর্ত্তবাসী জন্তু, জলজন্তু, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৃগ, তরক্ষু, ভল্লুক, উলক, কুক্কুর, শৃগাল, কৃকলাশ, হংস, কাক, ময়ূর, বক, সারস, গৃধ্র, চক্রাঙ্গ, নীলকণ্ঠ, পর্ব্বত, গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ছাগ ও শার্দ্দূলের রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। কখন দণ্ডধারী, কখন ছত্রধারী, কখন কমণ্ডলুধারী, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ষণ্মুখ, কখন বহুমুখ, কখন ত্রিনেত্র ও কখন বহুশীর্ষ হন। কখন অসংখ্য কটি, পাদ, উদর, বক্ত্র, পাণি ও পার্শ্ব দ্বারা বিভূষিত ও অসংখ্য গণে পরিবৃত হইয়া থাকেন। কখন কখন ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণের রূপ ধারণ করেন। কখন ভস্মাচ্ছাদিত ও অর্দ্ধচন্দ্রে বিভূষিত হন। সেই সর্ব্বভূতান্তক সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্ববাদী ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব এইরূপে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অসংখ্য নামে নির্দ্দেশ ও অসংখ্য প্রকারে স্তব করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি যেরূপ অভিলাষ ও যাহা প্রার্থনা করে, তিনি নিশ্চয়ই তাহা পরিজ্ঞাত হন। অতএব যদি তোমার মঙ্গললাভের বাসনা হয়, তাহা হইলে তুমি সেই ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি কখন আনন্দিত, কখন ক্রুদ্ধ ও কখন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। কখন চক্র, কখন শূল, কখন গদা, কখন মুষল, কখন খড়্গ ও কখন পট্টিশ ধারণ করেন। কখন নাগমেখলা, নাগকুণ্ডল ও নাগযজ্ঞোপবীত সম্পন্ন হন। কখন নাগচর্ম্মের উত্তরচ্ছদ ধারণ করেন। কখন প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া নৃত্য, গীত, হাস্য ও বিবিধ বাদ্য করিয়া থাকেন। কখন উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ, জৃম্ভণপরিত্যাগ ও

রোদন করেন এবং কখন বা অন্যকেও রোদন করান। কখন প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণিগণকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন। কখন বা জাগরিত থাকেন ও কখন নিদ্রিত হন। কখন স্বয়ং জপ ও তপস্যা করেন এবং কখন বা অন্যকে স্বীয় নাম জপ ও আপনার উদ্দেশে তপস্যা করান। কখন দান, গ্রহণ, যোগ ও ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। কখন বেদি, যূপ, কাষ্ঠ ও হুতাশনমধ্যে অবস্থান করেন। কখন বালক, কখন বৃদ্ধ, ও কখন যুবারূপে লক্ষিত হন। কখন মুনিপত্নী ও মুনিকন্যাদিগের সহিত ক্রীড়া করেন। কখন ঊর্দ্ধকেশ, মহালিঙ্গসম্পন্ন, নগ্ন ও বিকৃতলোচন হন। কখন গৌরবর্ণ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন পাণ্ডুবর্ণ, কখন নীললোহিতবর্ণ, কখন বিকৃতাঙ্গ ও কখন বিশালাক্ষ হইয়া থাকেন। কেহই সেই আদ্যরূপী নিরাকার পরম পুরুষের আদি ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। তিনি স্বয়ং দিগম্বর হইয়া সর্ব্বাচ্ছাদক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত যোগস্বরূপ মহাত্মা মহেশ্বর প্রাণিগণের প্রাণ, মন ও জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন বাদক, কখন গায়ক, কখন অসংখ্যনেত্র, কখন একবক্ত্র, কখন দ্বিবক্ত্র, ও কখন বহুবক্ত্র হইয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি সেই ভগবান্ শূলপাণির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার আরাধনা কর, অবশ্যই অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে।

জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহাদেবের প্রতি আমার একান্ত ভক্তির উদ্রেক হইল। তখন আমি তপস্যা অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইলাম। দেবমানের এক শত বৎসর বামাঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান ও ফলাহার, দ্বিতীয় শত বৎসর জলপান এবং তদনন্তর সাত শত বৎসর বায়ুভক্ষণ করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিলাম। এইরূপে দেবমানের সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে, ত্রিলোকেশ্বর মহাদেব আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত কি না, তাহা জানিবার মানসে দেবগণপরিবেষ্টিত ইন্দ্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক শুভ্রবর্ণ, অরুণনেত্র, সঙ্কুচিতশুণ্ড, চতুর্দ্দন্ত, বিকটাকার, মদমত্ত মাতঙ্গের উপর আরোহণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় তাঁহার শরীর হইতে তেজশ্ছটা বিনির্গত হইতেছিল। মস্তকে কিরীট, গলদেশে হার ও ভুজে কেয়ূরভূষণ শোভা পাইতেছিল। অপ্সরোগণ তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছিল এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সমক্ষে গান করিতেছিল। তিনি আমার সমীপে আগমন পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! আমি তোমার উপর পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন আমি ইন্দ্ররূপী মহাদেবের সেই বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, দেবরাজ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতার নিকট বরলাভের প্রার্থনা

করি না। মহেশ্বরের কথা ব্যতীত আমি অন্য কোন কথাতেই সন্তুষ্ট নহি। পশুপতির অনুমতি অনুসারে আমি কৃমি বা বহুশাখাসঙ্কুল বৃক্ষ হইতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু অন্যের বরপ্রভাবে ত্রিভুবনের একাধিপত্য লাভ হইলেও তাহা তৃণজ্ঞান করিয়া থাকি। মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া যদি আমার চণ্ডালগৃহে জন্মপরিগ্রহ হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া যদি স্বর্গলাভ হয়, তাহাও আমার হিতজনক নহে। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরে ভক্তিবিহীন হয়, জল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিলে তাহার দুঃখের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা কি? যাঁহারা হরচরণস্মরণ ভিন্ন ক্ষণকালও অতিবাহিত করেন না, তাঁহাদিগের নিকট অন্য ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা উল্লেখ করা নিতান্ত নিরর্থক। কলিযুগে প্রতিনিয়ত মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মহাদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলে, সংসারজন্য ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। মহাত্মা মহেশ্বর যাহাদের প্রতি প্রসন্ন না হন, তাহাদিগের কোন সময়ে তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় না। হে দেবেন্দ্র! আমি মহাদেবের আজ্ঞায় কীট, পতঙ্গ ও কুক্কুরযোনি লাভ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আপনি আমাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিলেও আমি তাহা লাভ করিতে কামনা করি না। ফলতঃ কি স্বর্গ, কি দেবরাজ্য, কি ব্রহ্মলোক, কি পূর্ণভাব, কি অন্যান্য ঐশ্বর্য্য, কিছুতেই আমার প্রার্থনা নাই, কেবল একমাত্র মহাদেবের দাসত্ব আমার প্রার্থনীয়। যে কালপর্য্যন্ত ভগবান্ চন্দ্রশেখর আমার প্রতি প্রসন্ন না হইবেন, আমি ততকাল জন্ম মৃত্যু ও জরা জন্য শত শত দুঃখসম্ভোগ করিব। ইহলোকে সেই সূর্য্য, শশধর ও অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জকলেবর, ত্রিভুবনের সারভূত, জরামৃত্যুবিহীন, অদ্বিতীয় পুরুষ রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে কেহই শান্তি লাভ করিতে পারে না। যাহা হউক, যদি স্বীয় কর্ম্মদোষে আমাকে বারংবার ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন সেই সেই জন্মে মহাদেবের প্রতি আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকে।

ইন্দ্র কহিলেন, উপমন্যো! তুমি অন্য দেবগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক একমাত্র মহাদেবের নিকটই বরলাভের অভিলাষ করিতেছ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই মহাদেব যে সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহার প্রমাণ কি?

আমি কহিলাম, দেবরাজ! ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, দেবাদিদেব মহাদেব নিত্য ও অনিত্য, ব্যক্ত ও অব্যক্ত এক ও বহু; সুতরাং তিনিই সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি ইহা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া একমাত্র তাঁহার নিকটই বর প্রার্থনা করিয়া থাকি। তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্তও নাই। তিনি অচিন্তনীয়, জ্ঞানরূপ, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও পরমাত্মা। তাঁহা হইতে নিত্যসিদ্ধ অবিনাশী ঐশ্বর্য্য সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি কোন বীজ হইতে উদ্ভূত নহেন, কিন্তু তাঁহা

হইতেই সমুদায় বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি প্রকৃতির অতীত জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার স্বরূপ বুদ্ধিপ্রভৃতি সমুদায় বৃত্তির অবিষয়ীভূত। তাঁহাকে জ্ঞাত হইলে শোক তাপ তিরোহিত হইয়া যায়। তিনি ভূতভাবন, ভূতপালক, অন্তর্যামী, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বদাতা। হেতুবাদ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। তিনি মুক্তিপ্রদ ও তত্ত্বজ্ঞানীদিগের উপাস্য। তিনি তোমারও আত্মা, সুরগণেরও অধীশ্বর ও সকল জীবের গুরু। তিনি স্বীয় মহিমায় সমুদায় ব্যাপ্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক উহার মধ্যে ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই অগ্নি, জল, অনিল, পৃথিবী, আকাশ, বুদ্ধি, মন ও মহত্তত্ত্বকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন। ভগবান্ ভূতপতি মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, রূপরসাদি বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমুদায়ের পরম আশ্রয়স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। লোকে যে পিতামহ ব্রহ্মাকে জগৎস্রষ্টা বলিয়া থাকে; তিনি ঐ দেবাদিদেবকে আরাধনা করিয়া জগৎসৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রভাবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সেই ত্রিলোকনাথ ব্যতিরেকে কোন দেবতাই দৈত্যদানবগণের আধিপত্য মোচন ও শাসন করিতে সমর্থ হন না। দিক্, কাল, বায়ু, সলিল এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি তেজঃপদার্থ সমুদায় তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। সেই মহেশ্বরই যজ্ঞ ও ত্রিপুরাসুরের উৎপত্তিবিনাশের কারণ। তিনি সকলের স্রষ্টা, সর্ব্বকামপ্রদাতা ও দৈত্যদানবগণের রাজ্যাপহারক। হে দেবরাজ! তাঁহার মহিমা আর অধিক কি কীর্ত্তন করিব; তাঁহারই অনুগ্রহে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রভাবে জীবগণের উপভোগের নিমিত্ত এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সমুদায় লোকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। সুরগণ অসুরগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যদি শিবতুল্য অন্য কোন দেবতাকে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন। তিনি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে দেব, যক্ষ, ও উরগগণের রাজ্যাদি অপহৃত হইলে পুনরায় উহা প্রদান করিয়া থাকেন। ত্রিপুর, অন্ধক, দুন্দুভি, মহিষ এবং রাক্ষস ও নিবাতকবচগণকে একবার বর প্রদান করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বহ্নিমুখে তাঁহারই রেতঃ আহুত হইয়াছিল। তাঁহারই রেতঃপ্রভাবে সুবর্ণময় গিরি উৎপন্ন হয়। তিনি ত্রিলোকমধ্যে দিগম্বর ও ঊর্দ্ধরেতাঃ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর, অথচ অনঙ্গবিজয়ী। দেবগণ তাঁহারই পরম স্থানের সবিশেষ প্রশংসা করেন। তিনিই শ্মশানে ভূতগণের সহিত ক্রীড়া ও নৃত্য করিয়া থাকেন। তিনি ব্যতিরেকে আর কাহারই ঐশ্বর্য্য অবিনশ্বর নহে। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার তুল্য বললাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া থাকে। তাঁহা ব্যতিরেকে

আর কোন্ দেবতা বারিবর্ষণ ও উত্তাপদান করিতে পারেন এবং কেই বা তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন ? তাঁহা হইতেই ওষধি উৎপন্ন হয়। তিনিই সমুদায় ধনের স্থান। তাঁহা ব্যতিরেকে আর কে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া থাকেন ? মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও যোগিগণ, জ্ঞান ও যজ্ঞাদি দ্বারা সেই দেবদেবেরই আরাধনা করেন। তিনি কর্ম্মফলশূন্য। আমি তাঁহাকেই এই বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, উপমাশূন্য, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, সগুণ ও নির্গুণ। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা, কালত্রয়স্বরূপ ও সকলের কারণ। তিনি ক্ষর, অক্ষর ও প্রকৃতি। তাঁহা হইতে বিদ্যা, অবিদ্যা, কার্য্য, অকার্য্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আমি সেই দেবদেবকেই সকলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। দেখুন, রুদ্রদেব সৃষ্টিবিধানার্থ আপনার লিঙ্গের সহিত শক্তিচিহ্ন সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে আমার জননী কহিয়াছেন যে, মহাদেবই লোকোৎপাদনের একমাত্র কারণ, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহই নাই। এক্ষণে যদি আপনার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে আপনি অচিরাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হউন। ব্রহ্মাদি দেবগণসমবেত এই তিন লোক তাঁহারই লিঙ্গনিঃসৃত বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবতা ও দৈত্যগণ তাঁহার প্রসাদে পূর্ণমনোরথ হইয়া তাঁহা অপেক্ষা আর কাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন না। বেদমধ্যে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত আছে। এক্ষণে আমি ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মোক্ষলাভের নিমিত্ত সেই রুদ্রদেবের উপাসনা করিতেছি। যখন সুরগণ সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন, তখন তিনি যে সকল কারণের কারণ, ইহাতে হেতুবাদ প্রদর্শন করিবার আর আবশ্যকতা নাই। দেবগণ সেই মহেশ্বরের লিঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও লিঙ্গ পূজা করেন নাই ও করিতেছেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আপনি ও অন্যান্য দেবগণ আপনারা সকলেই সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনিই সকল দেবতার অগ্রগণ্য। ব্রহ্মার চিহ্ন পদ্ম; বিষ্ণুর চিহ্ন চক্র ও আপনার চিহ্ন বজ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু প্রজারা আপনাদিগের কাহারই চিহ্নে চিহ্নিত নহে। তাহারা হরপার্ব্বতীর চিহ্নানুসারে লিঙ্গ ও যোনিচিহ্ন ধারণ করিয়াছে। সুতরাং উহারা যে শিব ও শিবা হইতে উদ্ভূত, তাহার আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পার্ব্বতীর অংশে সম্ভূত হইয়াছে বলিয়া যোনিচিহ্নে চিহ্নিত, আর পুরুষেরা মহাদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া লিঙ্গচিহ্নিত হইয়াছে; যাহারা উঁহাদের উভয়েরই চিহ্নে চিহ্নিত নহে, তাহারা ক্লীবপদবাচ্য হইয়া জনসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। এই জীবলোকে পুংলিঙ্গধারীকে শিবের ও স্ত্রীলিঙ্গধারীকে পার্ব্বতীর অংশ বলিয়া অবগত হইবে। এই চরাচর বিশ্ব হরপার্ব্বতী দ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই

দেবাদিদেব হইতে আমার উৎকৃষ্ট বর বা নিধন লাভ হউক, উভয়ই আমার প্রার্থনীয়। ফলত মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতারই প্রতি আমার আস্থা নাই। অতএব হে দেবরাজ! তুমি এই স্থানে অবস্থান বা স্বস্থানে প্রস্থান যাহা ইচ্ছা হয় কর।

আমি দেবরাজকে এই কথা কহিয়া, হায়! অদ্যাপি ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, সেই ইন্দ্রসমারূঢ় ঐরাবত ক্ষণকালমধ্যে হংস, কুন্দ, চন্দ্র, মৃণাল ও রজতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, ক্ষীরোদার্ণবসদৃশ শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণপুচ্ছ, পিঙ্গললোচন বৃষ হইয়া বজ্রসারময়, তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ ঈষৎ বক্রাগ্র, সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গ দ্বারা যেন অবনীমণ্ডল বিদারণ করিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। মুখ, নাসা, কর্ণ কটি, খুর ও পার্শ্বদেশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। স্কন্ধ এবং ককুদ বিপুল স্কন্ধদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। দেবদেব ভগবান্ শূলপাণি পার্ব্বতীর সহিত সমবেত হইয়া সেই তুষারগিরিসন্নিভ শুভ্রমেঘতুল্য বৃষের উপরিভাগে আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার তেজঃ হইতে অনল উৎপন্ন হইয়া সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুদায় জগৎ সমাচ্ছন্ন করিয়া দেদীপ্যমান হইতেছে। ঐ সময় সেই দেবাদিদেবকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন যুগান্তকালীন সম্বর্ত্তক হুতাশন প্রাণিগণকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভগবান্ মহেশ্বরের সেই জগদ্ব্যাপ্ত দুনিরীক্ষ্য তেজঃ নিরীক্ষণ করিয়া আমি নিতান্ত চিন্তাকুল ও উদ্বিগ্নহৃদয় হইলাম।

অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে সেই তেজঃ সমুদায় দিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবাদিদেবের মায়াপ্রভাবে প্রশান্তভাব ধারণ করিল। তখন আমি দেখিলাম, অতুল তেজঃসম্পন্ন ভগবান্ ভূতনাথ অষ্টাদশভুজসম্পন্ন, সর্ব্বাভরণভূষিত, শুক্লবস্ত্র ও শুক্লমাল্যে পরিশোভিত ও শুক্লযজ্ঞোপবীতধারী হইয়া নির্ধূম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। চারুদর্শনা পার্ব্বতী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার আত্মতুল্য পরাক্রান্ত অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিতেছে। তাঁহার মস্তকস্থিত শশধর সূর্য্যত্রয়ের ন্যায় দেদীপ্যমান নেত্রত্রয় দ্বারা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি রত্নবিভূষিত সুবর্ণময় পদ্মের অপূর্ব্ব মালা ও তেজোময় মূর্ত্তিমান্ অস্ত্রসমুদায় ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার এক হস্তে ইন্দ্রায়ুধ তুল্য ভীষণ পিনাক বিদ্যমান রহিয়াছে; এক সপ্তশীর্ষ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র বিষপূর্ণ বিষধর উহার জ্যাবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। অপর হস্তে পাশুপত নামক দিব্য অস্ত্র কালানলের ন্যায়, ভীষণ মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ অস্ত্র একপদ সহস্র মস্তক, সহস্র উদর, সহস্র ভুজ, সহস্র জিহ্বা ও সহস্র নেত্রসম্পন্ন; উহা দেখিলে বোধ হয়, যেন অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুদায় উদ্গীরণ করিতেছে। ঐ অস্ত্র ব্রাহ্ম্য, নারায়ণ, ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বারুণ অস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ; উহার প্রভাবে সমুদায় অস্ত্র নিরা-

কৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতভাবন ঐ অস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে নিমেষমধ্যে ঐ অস্ত্র দ্বারা ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে পারেন। ঐ অস্ত্রের অবধ্য কেহই নাই। আমি তাঁহার হস্তে আরও একটী অত্যাশ্চর্য্য দিব্যাস্ত্র দর্শন করিলাম। লোকসমাজে উহা শূল বলিয়া বিখ্যাত আছে। ঐ অস্ত্র পাশুপতের তুল্য অথবা তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ মহাদেব ঐ ত্রিলোকবিখ্যাত অস্ত্র দ্বারা অনায়াসে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিদীর্ণ, মহোদধি শুষ্ক এবং বিশ্বসংসার বিনষ্ট করিতে পারেন। পূর্ব্বে রাক্ষসকুলোদ্ভব মহাবীর লবণ উহার দ্বারা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ত্রিলোকবিজয়ী যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাকে সসৈন্যে নিহত করিয়াছে। তৎকালে ঐ শূল দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা ভ্রূকুটি বদ্ধ করিয়া তর্জ্জন করিতেছে, যেন মহাদেবের হস্তে কালসূর্য্য সমুদিত হইয়াছে এবং যেন কালান্তক পাশ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ঐ দেবাদিদেব পূর্ব্বকালে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে ক্ষত্রিয়কুলভয়ঙ্কর পরশু প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা সমরাঙ্গনে মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তবীর্য্য নিহত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করেন; প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ সেই ভয়ঙ্কর কুঠারও তৎকালে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত ছিল। হে মাধব! এতদ্ভিন্ন আর অন্যান্য অসংখ্য অস্ত্র সেই পরম পুরুষের নিকট বিদ্যমান ছিল; কেবল এই গুলি প্রধান বলিয়া বিশেষরূপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

ঐ সময় লোকপিতামহ ব্রহ্মা হংসসংযুক্ত মনোজগামী দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সেই দেবাদিদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে, গরুড়ারূঢ় শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার বামপার্শ্বে, কার্ত্তিকেয় ময়ূরোপরি আরোহণ পূর্ব্বক শক্তি ও ঘণ্টা ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর সম্মুখে এবং তৎসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন নন্দী শূল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বায়ম্ভুবাদি মনু, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই তাঁহার নিকট সমুপস্থিত ছিলেন। প্রমথ ও মাতৃগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া নানাপ্রকার স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও নারায়ণ সামবেদ উচ্চারণ এবং দেবরাজ ইন্দ্র শতরুদ্রীয় পাঠ করিতেছিলেন। ঐ তিন মহাত্মাকে দেখিয়া তৎকালে বোধ হইল যেন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় ঐ স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং উঁহাদের মধ্যস্থলে ভগবান্ মহাদেবকে অবলোকন করিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল যেন, সূর্য্য শরৎকালীন মেঘ হইতে বিনির্গত হইয়া পরিবেশ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

হে কেশব! আমি এই জগৎপতি মহাদেবকে সন্দর্শন করিয়া এই বলিয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম। হে দেবাদিদেব মহাদেব! তুমি ইন্দ্রস্বরূপ বজ্রধারী

এবং পিঙ্গল ও অরুণবর্ণ। তুমি পিনাক, শঙ্খ ও শূল ধারণ করিয়া থাক। তোমার কেশপাশ কৃষ্ণবর্ণ ও আকুঞ্চিত, কৃষ্ণাজিন তোমার উত্তরীয়। কালীমূর্ত্তি তোমার একান্ত প্রিয়। তুমি শুক্লবর্ণ, শুক্লাম্বরধারী, শুক্লভস্মাদিগ্ধাঙ্গ এবং শুদ্ধ কর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত। তুমি রক্তবর্ণ, রক্তাম্বর, রক্তধ্বজ, রক্তপতাক ও রক্তমাল্যধারী। তুমি পীতবর্ণ, পীতাম্বর, পীতচ্ছত্র ও কিরীটধারী। তুমি গলদেশে অৰ্দ্ধহার, ভুজে অর্দ্ধকেয়ূর ও কর্ণে অর্দ্ধকুণ্ডল ধারণ করিতেছ। তোমার গমনবেগ পবনের ন্যায়। তুমি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও গণেন্দ্র। তুমি উৎপলমিশ্রিত পদ্মমাল্যধারী। তোমার অৰ্দ্ধশরীর চন্দন ও অর্দ্ধশরীর মাল্যদ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। তুমি আদিত্যবক্ত্র, আদিত্যনয়ন, আদিত্যবর্ণ ও আদিত্যপ্রতিম। তুমি সোম, সৌম্যবক্ত্র, সৌম্যমূর্ত্তি, সৌম্যদন্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তুমি শ্যাম, গৌর, অর্দ্ধপীত, অর্দ্ধপাণ্ডর। তুমি অর্দ্ধনারীশ্বর, বৃষভবাহন ও গজেন্দ্রগমন। তুমি স্বয়ং দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু তোমার অগম্য স্থান কুত্রাপি নাই। প্রমথগণ তোমার গুণগান ও অনুগমন করে। তুমি তাহাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও তাহাদিগের ব্রতস্বরূপ। তোমার বর্ণ কখন শ্বেতমেঘসদৃশ এবং সন্ধ্যারাগতুল্য হয়। তোমার নামের নিরূপণ নাই। তোমার মস্তক বিচিত্রমাল্য ও কুসুম দ্বারা এবং ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিভূষিত। তুমি অগ্নিমুখ, অগ্নিরূপী, অগ্নিনেত্র, চন্দ্রনেত্র, মনোহরমূর্ত্তি ও অতি দুষ্প্রাপ্য। তুমি খেচর, বিষয়নিরত, ভূচর, ভুবন ও স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ। তুমি দিগম্বর, দিব্যবস্ত্রধারী, জগন্নিবাস এবং জ্ঞান ও সুখস্বরূপ। তোমার মস্তকে সমুজ্জ্বল মুকুট, হস্তে অপূর্ব্ব কেয়ূর ও কণ্ঠে সর্পময় হার নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে। তুমি বিচিত্রাভরণবিভূষিত, ত্রিনেত্র, অসংখ্যলোচন, যোগী, সাঙ্খ্যশাস্ত্র এবং স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকস্বরূপ। তুমি যজ্ঞসম্পাদক দেবতা, অথর্ব্ববেদস্বরূপ। তুমি সর্ব্বতাপনাশন, শোকহর্ত্তা ও বহুমায়াধারী। তোমার স্বর মেঘের ন্যায় অতি গম্ভীর। তুমি বীজ ও ক্ষেত্রের প্রতিপালক এবং সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি দেবদেব, বিশ্বপতি, পবনের ন্যায় বেগবান্ ও পবনস্বরূপ। তুমি কাঞ্চনমাল্যধারী। দৈত্যদিগের পূজনীয় ও প্রচণ্ড বেগবান্। তুমি পর্ব্বতে ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদন করিয়াছ। তুমি মহিষঘ্ন, ত্রিরূপধারী ও সর্ব্বরূপময়। তুমি ত্রিপুরহন্তা, যজ্ঞবিঘাতক, কামনাশন ও কালদণ্ডধারী। তুমি কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, ও ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ। তুমি ভব, শর্ব্ব, বিশ্বরূপ, ঈশান, ভগঘ্ন ও অন্ধকঘাতী। তুমি চিন্ত্য, অচিন্ত্য, মায়াবী এবং আমাদিগের পরম গতি ও হৃদয়স্বরূপ। পণ্ডিতেরা তোমাকে দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত, সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মা, সাঙ্খ্যশাস্ত্রমধ্যে পরমপুরুষ, পবিত্রদিগের মধ্যে ঋষভদেব, আশ্রমীদিগের মধ্যে গৃহস্থ, ঈশ্বরগণমধ্যে মহেশ্বর, যক্ষগণমধ্যে কুবের, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু, পর্ব্বত-

মধ্যে সুমেরু ও হিমালয়, নক্ষত্রমধ্যে চন্দ্র, ঋষিগণমধ্যে বশিষ্ঠ, গ্রহমধ্যে সূর্য্য, আরণ্য পশুর মধ্যে সিংহ, গ্রাম্য পশুর মধ্যে বৃষ, আদিত্যগণমধ্যে বিষ্ণু, বসুগণমধ্যে পাবন, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, ভুজঙ্গমগণ মধ্যে অনন্ত,বেদমধ্যে সামবেদ, যজুর্ব্বেদের মধ্যে রুদ্রাধ্যায়, পরমহংসমধ্যে সনৎকুমার, সাঙ্খ্যবেত্তাদিগের মধ্যে কপিল, পিতৃগণের মধ্যে ধর্ম্মরাজ, লোকসমুদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম-লোক, গতিসমুদায়ের মধ্যে মোক্ষ, সাগর-গণের মধ্যে ক্ষীরোদ, বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সর্ব্বভূতের আদি, সংহারকর্ত্তা ও কালস্বরূপ। তুমি সমুদায় তেজঃ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি ভক্ত-বৎসল ও যোগেশ্বর। আমি ঐশ্বর্য্যবিহীন ও নিতান্ত কাতর হইয়া ভক্তিভাবে তোমার আরাধনা করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। যদিও অজ্ঞান-বশত আমার অপরাধ হইয়া থাকে, আমাকে ভক্ত মনে করিয়া তোমাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। আমি তোমার বিপরীত রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলাম বলিয়া তোমাকে পাদ্য অর্ঘ প্রদান করি নাই।

আমি এইরূপে ভক্তিভাবে সেই ভূত-ভাবন ভগবান্ মহাদেবকে স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি সমুদায় নিবেদন করিলাম। ঐ সময় আমার মস্তকে শীতলাম্বুসংবলিত দিব্যগন্ধসমন্বিত পুষ্পবৃষ্টি নিপাতিত হইল। দেবকিঙ্করগণ দিব্য দুন্দুভিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। সুখাবহ সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর পার্ব্বতীসমন্বিত ভূত-ভাবন ভগবান্ পিনাকপাণি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ত্রিদশগণ! ঐ দেখ, মহাত্মা উপমন্যু আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া স্তব করিতেছে। তখন দেবগণ ভগবান্ শূলপাণির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও জগৎপতি। আমরা প্রার্থনা করি, আপনার প্রসাদে মহাত্মা উপমন্যুর সমুদায় অভিলাষ পূর্ণ হউক।

দেবগণ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ভূতনাথ হাস্যমুখে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার রূপ নিরীক্ষণ কর। আমি তোমার প্রতি যাহার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। তুমি আমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট তুষ্টিলাভ করিলাম। অতএব তুমি এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমস্ত কামনাই পূর্ণ করিব।

আমি দেবাদিদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভি-হিত হইয়া পুলকপূর্ণকলেবরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন এবং ক্ষিতিতলে জানুযুগল সংস্থা-পন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া গদ্গদ বাক্যে কহিলাম, হে দেবদেব! আজি আপনি আমার সমক্ষে অবস্থান করাতে বোধ হইতেছে, যেন অদ্যই আমি জীবলোকে নূতন জন্মগ্রহণ করিলাম। আজি আমার জন্ম সার্থক হইল। দেবগণও

যে আরাধ্য, পরম পূজ্য, অমিতপরাক্রম মহাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হন, আজি আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম; সুতরাং আমার ন্যায় ধন্য ও কৃতপুণ্য লোক আর কেহই নাই। যোগিগণ যাঁহাকে পরমতত্ত্ব, নিত্য, ষড়্বিংশ, অজ, জ্ঞানস্বরূপ ও অবিনাশী বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের আদি দেবতা। তুমি সৃষ্টিপ্রারম্ভে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ও বামাঙ্গ হইতে লোকরক্ষার্থ বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়া থাক। প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে লোকসংহারার্থ তোমা হইতেই রুদ্রদেবের সৃষ্টি হয়। সেই মহাতেজাঃ রুদ্র কালমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত ভূত বিনাশ করিয়া থাকেন। তুমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া প্রলয়কালে প্রাণিগণের স্মৃতিশক্তির বিলোপ কর। তুমি সর্ব্বগামী, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, সকল কারণের কারণ ও অদৃশ্য। এক্ষণে যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকে। তোমার অনুগ্রহে যেন আমি ত্রিকালজ্ঞ হই এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত সতত দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে পাই। আর তুমি যেন আমাদিগের এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান কর।

তখন ত্রিলোকপূজিত চরাচরগুরু ভগবান্ ভূতনাথ আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে অজর, অমর, যশস্বী, তেজস্বী শোকদুঃখশূন্য ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইবে। মহর্ষিগণ সতত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন। তুমি সুশীল, গুণবান্, সর্ব্বজ্ঞ ও প্রিয়দর্শন হইবে এবং স্থিরযৌবন ও অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া কালযাপন করিবে। তুমি যে স্থানে ক্ষীরসমুদ্রের সমাগম বাসনা করিবে, ঐ পয়োনিধি সেই স্থানেই প্রাদুর্ভূত হইবে। এক্ষণে তুমি বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে স্বেচ্ছানুসারে অমৃততুল্য দুগ্ধান্ন ভোজন কর। অতঃপর এক কল্প অতীত হইলে তুমি আমার নিকট সমুপস্থিত হইবে। তোমার কুল, গোত্র ও বন্ধুগণ চিরস্মরণীয় হইবে। আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকিবে। আমি তোমার এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান করিব। এক্ষণে তুমি পরম সুখে অবস্থান কর। কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না। তুমি আমাকে স্মরণ করিলেই আমি তোমার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইব। কোটিসূর্য্যসম তেজস্বী ভগবান্ উমাপতি আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে বাসুদেব! আমি সমাধিবলে এইরূপে দেবদেব মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে যেরূপ বর প্রদান করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ ফললাভ করিয়াছি। ঐ দেখ, সিদ্ধ, মহর্ষি, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, বৃক্ষ সকল সমস্ত ঋতুর পুষ্পফলে নিরন্তর সুশোভিত রহিয়াছে এবং ভগবান্

ভূতভাবনের প্রসাদে আশ্রমস্থ সমুদায় পদার্থ দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ ! মহর্ষি উপমন্যু এই কথা কহিলে, আমি বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে কহিলাম, তপোধন ! আপনার আশ্রমে যখন স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব সতত বাস করিয়া থাকেন, তখন আপনার অপেক্ষা ধন্য ও কৃতপুণ্য লোক আর কেহই নাই। এক্ষণে সেই ত্রিলোকীনাথ কি আমাকে দর্শন প্রদান করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন ?

তখন উপমন্যু কহিলেন, বাসুদেব ! তুমি আমার ন্যায় অনতিকাল মধ্যে সেই দেবদেবকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। আমি দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে সততই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি ছয় মাস আরাধনা করিতে করিতেই তাঁহার দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইবে এবং তাঁহা হইতে আটটী ও দেবী পার্ব্বতী হইতে ষোলটী বর লাভ করিবে। আমি তাঁহারই অনুগ্রহে ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছি। তিনি যখন এই সমস্ত মহর্ষিদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিয়াছেন, তখন তোমাকে উপেক্ষা করিবেন কেন ? তুমি ব্রহ্মপরায়ণ অনৃশংস ও শ্রদ্ধাশীল ; সুতরাং তোমার তুল্য লোকের সহিত সমাগম দেবগণের নিতান্ত স্পৃহনীয়। এক্ষণে আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি, উহার প্রভাবে তুমি অচিরাৎ মহাদেবের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবে। তখন আমি সেই মহাত্মা উপমন্যুকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্ ! যখন আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই সেই অসুরকুলান্তক দেবাদিদেবের দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইব।

হে ধর্ম্মরাজ ! এইরূপে সেই মুনিবরের সহিত মহাদেববিষয়ক বাক্যালাপ করিতে করিতে মুহূর্ত্তের ন্যায় অষ্টাহ অতীত হইল। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ আমার মস্তক মুণ্ডন এবং আমাকে দণ্ড, কুশ, চীর ও মেখলা গ্রহণ করাইয়া শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত করিলেন। পরে আমি এক মাস ফলাহার ও চারি মাস জলপান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এক পদে অবস্থান করিলাম। অনন্তর ষষ্ঠ মাস উপস্থিত হইলে দেখিলাম, আকাশমণ্ডলে একেবারে সহস্র সূর্য্যের তেজঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ তেজোমণ্ডলের মধ্যস্থলে নীলপর্ব্বতের ন্যায় এক খণ্ড মেঘ আমার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ঐ মেঘ ইন্দ্রায়ুধ ও বিদ্যুন্মালায় বিভূষিত। ভগবান্ মহাদেব স্বীয় ভার্য্যা পার্ব্বতীর সহিত সেই মেঘের মধ্যে অবস্থান করিয়া যুগপৎ সমুদিত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তখন আমি পুলকিতগাত্রে বিস্ময়বিকাশিতলোচনে সেই দেবগণের একমাত্র গতি আর্ত্তপরিত্রাণকর্ত্তা ভগবান্ মহাদেবকে সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তিনি কিরীট, গদা, শূল, ব্যাঘ্রাজিন, জটা, দণ্ড, পিনাক, বজ্র, অঙ্গদ, নাগযজ্ঞোপবীত ও বিবিধ বর্ণযুক্ত দিব্যমালা ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাকে শরৎকালীন পরিবেশগত চন্দ্র ও দুর্নিরীক্ষ্য দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রমথগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্

পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। একাদশ শত রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য ও বিশ্বেদেবগণ তাঁহার স্তব এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র তাঁহার নিকট সামবেদ পাঠ করিতেছিলেন। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, যোগীশ্বর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, সংবৎসর, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, নিমেষ, যুগপর্য্যায়, বিদ্যা, বেদ, যজ্ঞ, দীক্ষা, দক্ষিণা, পাবক, হবি, যজ্ঞীয় দ্রব্য, সনৎকুমার, মরীচি, অঙ্গিরাঃ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, সপ্তমনু, সোম, বৃহস্পতি, ভৃগু, দক্ষ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, কাশ্য, প্রজাপালক, মাতৃগণ, দেবকন্যা, দেবপত্নী, বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক ও রাক্ষসগণ এবং গীতবাদ্যবিশারদ, অপ্সর ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতেছিলেন। বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক, রাক্ষস প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূতই কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রকাশ করিতেছিল। ঐ সময় ভূতভাবন ভবানীনাথ আমার সমীপে অবস্থান করাতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আমাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই দেবদেবের তেজঃপ্রভাবে তাঁহাকে অবলোকন করিতে আমার ক্ষমতা ছিল না।

অনন্তর সেই ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি আমার রূপ দর্শন করিয়া আমার নিকট স্বীয় প্রার্থনা ব্যক্ত কর। তুমি সহস্র সহস্র বার আমার আরাধনা করিয়াছ। ত্রিলোকমধ্যে তোমার তুল্য আমার পরম ভক্ত আর কেহই নাই। দেবাদিদেব মহাদেব আমাকে এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। জগন্মাতা পার্ব্বতী আমাকে ভূতপতির চরণে প্রণত দেখিয়া আমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইলেন। তখন আমি সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজনীয় দেবদেব মহেশ্বরকে ভক্তিভাবে স্তব করিয়া কহিলাম, হে সনাতন বিশ্ববিধাতঃ! মহর্ষিগণ তোমাকে বেদের অধিপতি, তপস্যা, সত্য এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মনু, ভব, ধাতা, বিধাতা ও সূর্য্যস্বরূপ। তোমা হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। তুমিই এই চরাচর ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছ। মহর্ষিগণ তোমাকে সমুদায় ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ প্রাণ ও সপ্ত অগ্নির স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও স্তবযোগ্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি সমুদায় বেদ, যজ্ঞ, সোমরস, দক্ষিণা, অগ্নি, ঘৃত, যজ্ঞোপকরণ দ্রব্য, দান, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, লজ্জা, কীর্ত্তি, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি, মোক্ষপ্রদা সিদ্ধি, কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, মদ ও মৎসরস্বরূপ। তোমা হইতেই আধি ও ব্যাধি সমুদায় সমুদ্ভূত হইয়াছে। তুমিই ক্রিয়া, হর্ষাদি চিত্তবিকার, প্রণয়, বাসনাবীজ, মনের উৎপত্তিস্থান, নিত্যসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য, অব্যক্ত পরব্রহ্ম, অচিন্ত্য, সূর্য্য, জ্যোতির্ম্ময়, গুণসমুদায়ের আদি ও জীব সমুদায়ের লয়স্থান। বেদার্থবিদ্ পণ্ডিতেরা মহত্তত্ত্ব, আত্মা, মতি, ব্রহ্মা, বিশ্ব, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, বুদ্ধি,

প্রজ্ঞা, চেতনা, জ্ঞান, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি-স্বরূপ বলিয়া ধ্যান করেন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তোমাকে ঐরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সংসারমূল অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হন। তুমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ জীবাত্মা। মহর্ষিগণ প্রতিনিয়ত তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন। তোমার হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষুঃ, কর্ণ ও মস্তক সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি সমুদায় লোক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি স্বর্গসুখ, সূর্য্যের প্রভা ও কিরণ, সর্ব্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মা, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, ঈশান, জ্যোতিঃ ও অব্যয়-স্বরূপ। তোমাতে বুদ্ধি, মতি ও লোকসমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যসঙ্কল্প, জিতেন্দ্রিয়, যোগানুষ্ঠাননিরত মহাত্মারা নিরন্তর তোমারই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। যাঁহারা তোমাকে হৃদয়াকাশশায়ী, পরম পুরুষ, বিশ্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময় ও বুদ্ধিমান্-দিগের পরম গতি বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান্! মনুষ্য মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাত সূক্ষ্ম গুণ ও তোমার সর্ব্বজ্ঞতাপ্রভৃতি ছয় গুণ এবং যোগবিধি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই, তোমাতে লীন হইতে পারে।

আমি এইরূপে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের স্তব করিলে জগতের সমুদায় লোক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, দেব, অসুর, নাগ, পিশাচ, পক্ষী, রাক্ষস ভূত, মহর্ষি ও পিতৃগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত ও আমার মস্তকে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। তখন ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীনাথ পার্ব্বতী ও ইন্দ্রকে অভিনন্দন পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি যে আমার পরম ভক্ত, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তোমাকে আটটী বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি; অতএব তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলাসানুরূপ আটটী বর প্রার্থনা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবাদিদেব এই কথা কহিলে, আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে কহিলাম, ভগবন্! আমি তোমার নিকট ধর্ম্মে দৃঢ়তা, রণস্থলে শত্রুনাশের ক্ষমতা, পরম যশঃ, বল, যোগ, লোকপ্রিয়তা, তোমার সন্নিকর্ষ ও অসংখ্য পুত্র প্রার্থনা করি। তখন ভগবান্ শঙ্কর আমার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, মৎ-প্রদত্ত বরপ্রভাবে তাহা অবশ্যই সফল হইবে।

অনন্তর জগন্মাতা ভবানী আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! ভগবান্ শঙ্করপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তোমার অভিলাষানুরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে; এক্ষণে তুমি আমার নিকট আটটি বর প্রার্থনা কর, আমি প্রসন্নমনে তাহা প্রদান করিব। তখন আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্ম-

ণের প্রতি প্রসন্নতা, পিতার অনুগ্রহ, শত পুত্র, উৎকৃষ্ট ভোগ, কুলানুরাগ, মাতার নিকট প্রসন্নতা, শান্তি ও কার্য্যনৈপুণ্য এই আটটী বর প্রার্থনা করিলাম। পার্ব্বতী কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। এতদ্ভিন্ন তুমি অমরতুল্য প্রভাব, সত্যানুরাগিতা, ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা, তাহাদিগের অনুরাগ, অক্ষয় ধনধান্য, বন্ধুগণের প্রীতি ও মনোহর শরীর লাভ করিবে এবং তোমার আবাসে প্রতিদিন সপ্ত সহস্র অতিথি ভোজন করিবে।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতী উভয়ে আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া প্রমথগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি আমাকে বরদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে, আমি সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর দ্বিজবর উপমন্যুর নিকট গমন পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! দেবাদিদেব মহাদেবের তুল্য দেবতা আশ্রয়দাতা ও যোদ্ধা আর কেহই নাই।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই দ্বিজবর উপমন্যু পুনরায় মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপলক্ষে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! পূর্ব্বে সত্যযুগে তণ্ডিনামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তিনি দশ সহস্র বৎসর সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবান্ পিণাকপাণির আরাধনা করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা তণ্ডি সমাধি দ্বারা দশসহস্র বৎসর পরমাত্মস্বরূপ অব্যয় মহাদেবের আরাধনা করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা যে প্রধান পুরুষ লোকপ্রতিষ্ঠাতা মহাদেবের স্তব পাঠ ও যোগিগণ যাঁহাকে মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন, যিনি সৃষ্টি ও সংহারের অদ্বিতীয় কারণ; দেবতা, অসুর ও মুনিগণের মধ্যে যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই; আমি সেই অনাদিনিধন পরমসুখী দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা তণ্ডি এই কথা বলিবামাত্র ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি অক্ষয়, অচিন্ত্য, নিত্য, পূর্ণব্রহ্ম, নির্গুণ অথচ গুণবিষয়ীভূত এবং যোগিগণের পরমানন্দ ও মোক্ষস্বরূপ। তিনি ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, ব্রহ্মা ও বিশ্বের একমাত্র গতি এবং অচল, শুদ্ধ, বুদ্ধিশক্তিগ্রাহ্য, মনঃস্বরূপ, দুজ্ঞ্রেয় ও অপরিমেয়। দুরাত্মারা কখনই তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বিশ্বসংসারের উৎপত্তিস্থান ও তমোগুণাতীত।

মহাত্মা তণ্ডি বহুবর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সেই ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার স্তব করত কহিলেন, হে পরমাত্মন্! তুমি পবিত্রদিগের মধ্যে পবিত্র, গতিমান্‌দিগের

পরম গতি, তেজস্বীদিগের উৎকৃষ্ট তেজঃ ও তপস্বীদিগের পরম তপস্যাস্বরূপ। ইন্দ্র তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন। তুমি বিশ্বাবসু, হিরণ্যাক্ষ, সহস্রাংশু, মোক্ষপ্রদ, সর্ব্বসুখের আধার ও পরম সত্যস্বরূপ। তুমি জন্মমরণভীরু সন্ন্যাসীদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাক। যখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বিশ্বদেব ও মহর্ষিগণও তোমাকে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না তখন আমি কিরূপে তোমাকে পরিজ্ঞাত হইব। বিশ্বসংসার তোমা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে ও তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি কাল পুরুষ ও ব্রহ্মস্বরূপ। পুরাণজ্ঞ দেবর্ষিগণ তোমাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্র-রূপী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি জীব, দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বর্গাদি লোক, অনুভবাত্মক জ্ঞান এবং যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ। তুমি দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয় ও সর্ব্বান্তর্যামী। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে অনাময় পরম ভাব লাভ করিতে পারেন। যাহারা তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা না করে, তাহাদিগকে ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তুমি মোক্ষ ও স্বর্গের দ্বার-স্বরূপ। তোমার কৃপাবলেই লোকে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করে, আর তোমার কৃপা না থাকিলেই উহার লাভে বঞ্চিত হয়। তুমি স্বর্গ, মোক্ষ, কাম, ক্রোধ, সত্ত্ব, রজ, তম, অধ ও উর্দ্ধস্বরূপ। তুমি ব্রহ্মা, ভব, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, সবিতা, যম, বরুণ, চন্দ্র, মনু, ধাতা, বিধাতা, কুবের, পৃথিবী, বায়ু, সলিল, অগ্নি, আকাশ, বাক্য, বুদ্ধি, স্থিতি, মতি, কর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, সত্তা, অসত্তা, ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি বিষয়, প্রকৃতির অতীত, কার্য্যকারণভিন্ন এবং চিন্ত্য ও অচিন্ত্য-স্বরূপ। তুমি পরব্রহ্ম, পরম পদ ও সাংখ্য-মতাবলম্বী ও যোগীদিগের পরম গতি। ইহলোকে নির্ম্মলবুদ্ধিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা যে গতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আজি আমি তোমার দর্শনে সেই গতি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। হায়! তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে সনাতন পরম পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমি এত কাল তাঁহাকে পরিজ্ঞাত না হইয়া মূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়াছি। যাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়, আজি আমি বহুজন্মের পর সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ ভূতনাথের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। এই দেবাদিদেব ভগবান্ মহেশ্বরই দেব, অসুর ও মুনিগণের হৃদয়াকাশনিহিত সনাতন পরব্রহ্মস্বরূপ। ইনি সমুদায় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বভূতের আত্মা, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বত্র গমনশীল। ইঁহার মুখ সর্ব্বস্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহলোকে ইঁহার কিছুমাত্র অবিদিত নাই। ইনি দেহকর্ত্তা, দেহপোষক, দেহী, দেহের সংহারকর্ত্তা, দেহিগণের গতি, প্রাণের সৃষ্টি ও পোষণ-কর্ত্তা, প্রাণী, প্রাণদাতা এবং অধ্যাত্মগতি-নিষ্ঠ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত যোগিগণের গতিস্বরূপ। ইনি কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণকে শুভাশুভ গতি প্রদান করিয়া থাকেন।

ইনি জীবগণের জন্মমৃত্যু বিধান ও মহর্ষিগণকে সিদ্ধি প্রদান করেন। ইনি পৃথিব্যাদি ভুবন সমুদায় উৎপাদন করিয়া অষ্টবিধ মূর্ত্তি দ্বারা এই বিশ্বসংসার ধারণ ও ইহার প্রতিপালন করিতেছেন। সমুদায় পদার্থ ইঁহা হইতে সম্ভূত, ইঁহাতেই অবস্থিত ও ইঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। ইনি অদ্বিতীয় সনাতন পুরুষ। ইনি সত্যকামীদিগের সত্যলোক, যোগীদিগের মোক্ষ ও অধ্যাত্মবেত্তাদিগের কৈবল্যস্বরূপ। ইনি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যলোক মধ্যে অপ্রকাশিত থাকিবেন বলিয়া ব্রহ্মাদি সিদ্ধগণ ইঁহাকে শাস্ত্রমধ্যে গুপ্তভাবে রাখিয়াছেন। তন্নিবন্ধন দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ অজ্ঞানান্ধকারে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন না। যাহারা একান্ত ভক্তিভাবে ইঁহার শরণাপন্ন হয়, এই অন্তর্যামী ভগবান্ স্বয়ং তাহাদিগকে আত্মপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহাকে অবগত হইতে পারিলে, জন্মমৃত্যুজনিত ভয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছুই থাকে না। পণ্ডিতগণ ইঁহাকে লাভ করিতে পারিলে আর কোন বস্তুই লব্ধব্য বলিয়া গণনা করেন না। সাঙ্খ্যশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ এই সূক্ষ্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া সমুদায় বন্ধন হইতে মুক্ত হন। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ প্রাণায়াম করিয়া ওঁঙ্কাররূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক এই বেদপ্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরে প্রবেশ করেন। ইনি দেবযানের আদিত্যরূপ দ্বার ও পিতৃযানের চন্দ্ররূপ দ্বার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি কাষ্ঠা, দিক্, সংবৎসর, যুগাদি, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়নস্বরূপ। পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত এই নীললোহিতকে নানাবিধ স্তব করিয়া ইহার নিকট বর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ঋক্‌বেদবেত্তারা ঋক্‌বেদ দ্বারা ইঁহার মহিমা কীর্ত্তন, ঋত্বিক্‌গণ এই যজুর্ব্বেদময় মহেশ্বরের উদ্দেশে আহুতিপ্রদান, বিশুদ্ধবুদ্ধি সামবেদবেত্তারা ইঁহার উদ্দেশে সামবেদগান এবং অথর্ব্ববিদ্ ব্রাহ্মণ অথর্ব্ববেদ দ্বারা এই সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে স্তব করিয়া থাকেন। ইনি যজ্ঞের আদিকারণ ও ঈশ্বর। দিবা, রাত্রি ইঁহার চক্ষু ও কর্ণস্বরূপ; পক্ষ ও মাস ইঁহার মস্তক ও বাহুস্বরূপ; ঋতু ইঁহার বীর্য্যস্বরূপ; তপস্যা ইঁহার ধৈর্য্যস্বরূপ এবং সংবৎসর ইঁহার গুহ্য, উরু ও পাদস্বরূপ। ইনি মৃত্যু, যম, অগ্নি, কাল, সংহারকর্ত্তা, কালের উৎপত্তিস্থান, চন্দ্র, আদিত্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, ধ্রুব, সপ্তর্ষি, সপ্তভুবন, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পৃথিবীস্বরূপ। ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমুদায় ইঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভূমি প্রভৃতি অষ্ট প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ জীব এই ভগবান্ মহাদেবের অংশ। ইনি শাশ্বত পরমানন্দস্বরূপ। ইনি বীতস্পৃহ সাধু ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি ও উৎকৃষ্ট ভাব। ইনি উদ্বেগশূন্য সনাতন ব্রহ্ম এবং বেদবেত্তাদিগের উৎকৃষ্ট ধ্যান। ইনি পরাকাষ্ঠা, শ্রেষ্ঠকলা, পরমা সিদ্ধি, পরম গতি, শান্তি, সুখ, সন্তোষ, বেদ ও স্মৃতিস্বরূপ। যোগিগণ ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। ইঁহাকে

লাভ করিলে আর তাঁহাদিগকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। আজি আমি ইঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। হে দেবাদিদেব মহাদেব! যজ্ঞশীল ব্যক্তিরা ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে স্বর্গাদি লোক লাভ করেন, তুমি সেই স্বর্গাদিলোক; শান্তি, যোগ, জপ ও কঠোর নিয়মানুষ্ঠান-নিরত তাপসগণ যে নক্ষত্রলোক লাভ করিয়া থাকেন, তুমি সেই নক্ষত্রলোক; কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তুমি সেই ব্রহ্মলোক; বীতস্পৃহ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা যে মোক্ষ লাভ করেন, তুমি সেই মোক্ষ এবং তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারা যে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তুমি সেই নির্ব্বাণ। বেদ ও পুরাণশাস্ত্রে এই পাঁচ প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তুমি প্রসন্ন হইলে ঐ পাঁচপ্রকার গতি লাভ হয়, অন্যথা ঐ সমুদায় লাভে সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বিশ্বদেব এবং মহর্ষিগণ তোমার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারেন নাই।

মহর্ষি তণ্ডি এইরূপে দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করিয়া বেদপাঠ করিলে, দেবী পার্ব্বতী ও ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ভবানীপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার প্রসাদবলে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র যশস্বী, তেজস্বী, দিব্যজ্ঞানসমন্বিত, অমর ও বেদের সূত্রকর্ত্তা হইবে। এক্ষণে এতদ্ভিন্ন তোমার অন্য যাহা অভিলাষ থাকে, ব্যক্ত কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব। তখন তণ্ডি কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি হয়। মহাত্মা তণ্ডি এইরূপ কহিলে, ভগবান্ ভূতনাথ তথাস্তু বলিয়া অনুচরগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা উপমন্যু এইরূপে তণ্ডিকৃত শিবারাধনা ও তাঁহার বরপ্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন কেশব! ভগবান্ ভূতনাথ এইরূপে তণ্ডিকে বর প্রদান পূর্ব্বক দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া অন্তর্হিত হইলে, মহর্ষি তণ্ডি আমার আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক আমার নিকট ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের নিকট মহাদেবের যে দশ সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রে উঁহার যে এক সহস্র নাম কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই তণ্ডিকীর্ত্তিত নাম সমুদায়ের মধ্যে কতকগুলি নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মহাত্মা উপমন্যু আমার নিকট মহাদেবের নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিতে বাসনা করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি ভগবান্ ভূতনাথের প্রধান ভক্ত। অতএব এক্ষণে আমি তোমার

সমক্ষে বেদবেদাঙ্গনির্দ্দিষ্ট, মহর্ষি তণ্ডি ও তত্ত্বদর্শী অন্যান্য সাধুগণ কর্ত্তৃক কথিত, সর্ব্বার্থসাধক, জগদ্বিখ্যাত কতকগুলি নাম দ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে সেই স্তবার্হ সর্ব্বভূত-হিতৈষী ত্রিলোকবিখ্যাত সনাতন পরম ব্রহ্মস্বরূপ মহেশ্বরকে স্তব করিব, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। লোকে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসংযুক্ত হইয়াও শত বৎসরে বিস্তারিত রূপে সেই দেবাদিদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবগণও মহাদেবের আদি, অন্ত ও মধ্য অবগত হইতে পারেন না, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি বিস্তারিত রূপে তাঁহার মহিমাকীর্ত্তনে সমর্থ হইবে? আমি তাঁহার প্রসাদবলে সাধ্যানুসারে সংক্ষেপে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিব। তিনি অনুজ্ঞা প্রদান না করিলে কেহই তাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ হয় না। তিনি যখন আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করেন, আমি তখনই তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকি। পূর্ব্বে কমলযোনি ব্রহ্মা অনাদিনিধন, জগতের আদিকারণ, বিশ্বরূপী, বরদাতা মহেশ্বরের যে দশ সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহার মধ্যে উৎকৃষ্টতর অষ্টোত্তর সহস্র নাম সংগ্রহ করিয়াছি। ঘৃত যেমন দধির, সুবর্ণ যেমন পর্ব্বতের, মধু যেমন পুষ্পের, ও মণ্ড যেমন ঘৃতের সারভূত, তদ্রূপ এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম ব্রহ্মোক্ত দশ সহস্র নামের সারস্বরূপ। ঐ সকল নাম যত্নসহকারে শ্রবণ ও ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ঐ নামসমুদায় মঙ্গলজনক, পুষ্টিকর, বিঘ্ননাশক ও পরমপবিত্রতা-সম্পাদক। শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তকেই উহা প্রদান করা কর্ত্তব্য, অজিতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবিহীন নাস্তিককে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। উহা অনুত্তম ধ্যান, যোগধ্যেয় বস্তু, জপ্য মন্ত্র, জ্ঞান ও নিগূঢ় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানবগণ অন্তকালেও ঐ পাপনাশন, যজ্ঞাদি-ফলপ্রদ, মঙ্গলময়, পরমানন্দস্বরূপ নাম সমুদায় পরিজ্ঞাত হইলে পরম গতি লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদায় দিব্য স্তবের মধ্যে ঐ নামসমুদায়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই অবধি ভগবান্ মহেশ্বরের ঐই দেবপূজিত উৎকৃষ্ট স্তব স্তবরাজ নামে জগতীতলে বিখ্যাত হইয়াছে। প্রথমে ঐ স্তব ব্রহ্মলোক হইতে স্বর্গলোকে আনীত হয়, তৎপরে মহাত্মা তণ্ডি উহা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ হইতে ভূলোকে সমানীত ও প্রচারিত করেন। এই নিমিত্ত উহা তণ্ডিকৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ভূতভাবন ভগবান্ বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম; যিনি সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী, পবিত্র, দ্যুতিমান্, প্রশান্ত, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্; যিনি দেবতাদিগেরও দেবতা, ঋষিদিগেরও ঋষি, শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, উৎকৃষ্ট কল্যাণ, ব্রহ্মাদির ধ্যেয় ও কারণের কারণস্বরূপ এবং যাঁহা হইতে লোকসমুদায়ের বারংবার সৃষ্টি ও সংহার হইয়া থাকে, আমি এক্ষণে সেই দেবতার অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহার প্রভাবে অনায়াসে অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবে।

তিনি স্থির, স্থাণু, প্রভু, ভীম, প্রবর,

বরদ, বর, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিখ্যাত, শর্ব্ব, সর্ব্বকর, ভব, জটাধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, শিখণ্ডী, বিরাটমূর্ত্তিধারী, বিশ্বকর্ত্তা, হর, হিরণ্যাক্ষ, সর্ব্বভূতবিনাশক, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, নিয়ত, শাশ্বত, ধ্রুব, শ্মশানবাসী, ভগবান্, খেচর, বিষয়গোচর, পাপাত্মাদিগের পীড়নকর্ত্তা, সর্ব্বনমস্য, মহাকর্ম্মা, তপস্বী, ভূতভাবন, উন্মত্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, সর্ব্বলোকপ্রজাপতি, মায়ারূপ, মায়াকায়, বৃষরূপ, মহাযশাঃ, মহাত্মা, সর্ব্বভূতাত্মা, বিশ্বরূপ, মহাহনু, লোকপাল, অন্তর্হিতাত্মা, আনন্দময়, হয়গার্দ্দভি, পবিত্র, মহান্, নিয়মাশ্রিত, নিয়ম, সর্ব্বকর্ম্মা, স্বয়ম্ভূত, আদি, আদিকর, নিধি, সহস্রাক্ষ, বিশালাক্ষ, সোমরস, নক্ষত্রসাধক, চন্দ্র, সূর্য্য, শনি, কেতু, রাহু, মঙ্গল, বৃহস্পতি, অত্রি, নমস্কর্ত্তা, মৃগধারী, শরত্যাগী, নিষ্পাপ, মহাতপাঃ, ঘোরতপাঃ,অদীন, দীনসাধক, সংবৎসরকর্ত্তা, মন্ত্র, প্রমাণ, পরমতপস্যা, যোগী, যাজ্য, মহাবীজ, মহারেতাঃ, মহাবল, সুবর্ণরেতাঃ, সর্ব্বজ্ঞ, সুবীজ, বীজবাহন, দশবাহু, অনিমেষ, নীলকণ্ঠ, উমাপতি, বিশ্বরূপ, স্বয়ংশ্রেষ্ঠ, বলবীর, বল, গণ, গণকর্ত্তা, গণপতি, দিগম্বর, কাম, মন্ত্রবিৎ, পরমমন্ত্র, জগৎকারণ, সংহারকর্ত্তা, কমণ্ডলুধারী, ধনুর্দ্ধর, বাণহস্ত, কপালধারী, অশনিধারী, শতঘ্নীধারী, খড়্গপাণি, পট্টিশহস্ত, শূলপাণি, পূজ্য, স্রুবহস্ত, সুরূপ, তেজঃ, তেজস্কর, নিধি, উষ্ণীষধারী, সুবক্ত্র, ঊর্জ্জিতরূপ, বিনয়াম্বিত, দীর্ঘ, হরিকেশ, সুতীর্থ, কৃষ্ণ, শৃগালরূপী, সিদ্ধার্থ, মুক্ত, সর্ব্বশুভঙ্কর, অজ, বহুরূপ, গন্ধধারী, কপর্দ্দী, ঊর্দ্ধরেতাঃ, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, ঊর্দ্ধশায়ী, নভস্থল, ত্রিজটী, চীরবাসাঃ, রুদ্র, সেনাপতি, সর্ব্বব্যাপী, অহশ্চর, রাত্রিচর, তীক্ষ্ণক্রোধ, সুবর্চ্চা, গজাসুরহন্তা, দানবঘাতী, কাল, লোকবিধাতা, গুণাকর, সিংহশার্দ্দূলরূপী, আদ্রচর্ম্মাবৃত, কালযোগী, মহানাদ, সর্ব্বকাম, চতুষ্পথ, নিশাচর, প্রেতচারী, ভূতচারী, মহেশ্বর, বহুভূত, বহুধন, রাহু, অনন্ত, গতি, নৃত্যপ্রিয়, নিত্যনৃত্য, নর্ত্তক, বিশ্ববন্ধু, ঘোররূপী, মহাতপাঃ, মায়াপাশধারী, ধ্বংসরহিত, পর্ব্বতারূঢ়, নিঃসঙ্গ, সহস্রহস্ত, বিজয়, ব্যবসায়, অতন্দ্রিত, অপ্রকম্প্য, ভয়স্বরূপ, যজ্ঞহন্তা, কামনাশন, দক্ষযজ্ঞাপহারী, সৌম্য, ঈষৎসৌম্য, অতিক্রূর, বলসূদন, নিত্যানন্দময়, অর্থনীয়, অজিত, অবর, গম্ভীরঘোষ, গম্ভীর, গম্ভীরবলবাহন, ন্যগ্রোধরূপী, অশ্বত্থবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষপত্রস্থিত, ভক্তবৎসল, সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র, মহাকায়, মহানল, বিঘ্নক্ষেন, সর্ব্বসংহর্ত্তা, সৃষ্টির বীজস্বরূপ, বৃষবাহন, তীক্ষ্ণচাপ, হর্য্যশ্ব, সহায়, কর্ম্মকালবেত্তা, বিষ্ণুপ্রসাদিত, যজ্ঞ, সমুদ্র, বড়বামুখ, বায়ু, প্রশান্তাত্মা, হুতাশন, উগ্রতেজাঃ, মহাতেজাঃ, সংগ্রামনিপুণ, বিজয়কালবেত্তা, জ্যোতিষ্মান্দিগের গতি প্রকাশক শাস্ত্র, সিদ্ধি, সর্ব্ববিগ্রহ, শিখী, দণ্ডী, জটাধারী, জ্বালাবৃত, মূর্ত্তিজ, মূর্দ্ধগ, বলী, বৈণবী, পণবী, তালীখলী, কালমায়ার ছেদনকর্ত্তা, নিমিত্তস্থ, নিমিত্ত, আনন্দস্বরূপ, আনন্দবিধাতা, হরি, নদীশ্বর, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, কালচক্রের পরিচালক, জীবরূপী, ঈশ্বর, অচঞ্চল, প্রজাপতি, বিশ্ববাহু,

বিভাগকর্ত্তা, সর্ব্বগ, অসুখ, সংসারমোচক, সুশরণ, দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা, মেচুক, বনচারী, ভূচর, সর্ব্বস্তুত, সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী, পশুপতি, ব্যালরূপ, গুহাবাসী, গুহ, হেমমালী, বিষয়সুখের রসজ্ঞ, ত্রিদশ, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্ববন্ধবিমোচন, দৈত্যদিগের সংহারকর্ত্তা, শত্রুনাশন, সাঙ্খ্যজ্ঞানপ্রদ, দুর্ব্বাসাঃ, সর্ব্বসাধুনিষেবিত, প্রস্কন্দন, কর্ম্মফলের বিভাজক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞভাগবিৎ, সর্ব্বস্থানগত, সর্ব্বস্থানচারী, বাসবিহীন, বাসব, অমর, হিমালয়রূপী, হেমকর, নিষ্কর্ম্মা, সমুদায় কর্ম্মফলের আধার, সকলের অবলম্বন স্বরূপ, লোহিতাক্ষ, মহাক্ষ, বিজয়াক্ষ, পণ্ডিত, সংগ্রহীতা, নিগ্রহীতা, কার্য্যসম্পাদক, ভুজঙ্গাবনদ্ধবস্ত্র, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, অতিশয় পুষ্ট, কাহলবাদ্যধারী, সর্ব্বকামপ্রদ, সর্ব্বকালপ্রসন্ন, মহাবল, বলদেবরূপধারী, মোক্ষস্বরূপ, সর্ব্বপ্রদ, সর্ব্বতোমুখ আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসংহারক, অনায়ত্ত, হৃদয়াকাশগত, মহাভৈরব, সূর্য্যকিরণ, সূর্য্য, বহুরশ্মি, অতুলতেজঃসম্পন্ন, বায়ুর ন্যায় বেগবান্, মহাবেগসমন্বিত, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী, বিষয়ভোগনিরত,* সর্ব্বদেহবাসী, শ্রীমান্, উপদেষ্টা, মৌনী, মুনি, জীবের শুভাশুভ বিচারকর্ত্তা, সর্ব্বসেব্য, বদান্য, গরুড়, মিত্ররূপী, অতিদীপ্ত, প্রজাপতি, উন্মাদ, মদন, কাম্যবিষয়, সংসারবৃক্ষ, অর্থের আধার, কীর্ত্তিদাতা, বামদেব, কর্ম্মফলস্বরূপ, সকলের আদি, ত্রিলোকাক্রমণসমর্থ, বামন, সিদ্ধযোগী, মহর্ষি, সিদ্ধসন্ন্যাসী, জ্ঞানবান্ সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, পরমহংস, ব্যবহারবিহীন, মৃড়, অব্যয়, মহাসেন, বিশাখ, জাগ্রদবস্থা প্রভৃতি ষষ্টিতত্ত্বের ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, বজ্রহস্ত, বিস্তৃত, দৈত্যসেনার স্তম্ভনকর্ত্তা, সমরবিজয়ী, সংসারাশ্রয়বেত্তা, বসন্ত, পিঙ্গললোচন, বৃহস্পতির আরাধ্য, যজুর্ব্বেদ, আশ্রমপূজিত, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণপ্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের গৃহচারী, সর্ব্বগত, বিচারবিৎ, ঈশান, ঈশ্বর, কাল, মহাপ্রলয়ে অবস্থিত, পিনাকধারী, সর্ব্বকারণস্থ, কারণ, সমৃদ্ধি, আনন্দকর, হরি, নন্দীশ্বর, নন্দী, আনন্দবর্দ্ধন, ঐশ্বর্য্যহর্ত্তা, হন্তা, কাল, ব্রহ্মা, পিতামহ, চতুর্ম্মুখ, মহালিঙ্গ, চারুলিঙ্গ, লিঙ্গাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, যোগাধ্যক্ষ, যুগাবহ, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্ত্তা, অধ্যাত্ম, সাধক, বলবান্, ইতিহাস, কল্প, গৌতম, চন্দ্র, দম্ভ, অদম্ভ, দম্ভবিহীন ব্যক্তির প্রাপ্য, ভক্তাধীন, বশীকরণসমর্থ, কলি, লোককর্ত্তা, পশুপতি, পৃথিবীর স্রষ্টা, ভোগবিহীন, অক্ষর, পরব্রহ্ম, বলশালী, শক্র, নীতি, অনীতি, নির্ম্মলচিত্ত, দোষবিহীন, মান্য, সংসারস্বরূপ, প্রসাদগুণসম্পন্ন, স্বপ্নাভিমানী, পুরুষদর্পণ, শত্রুবিজয়ী, বেদকর্ত্তা, মন্ত্রকর্ত্তা, বিদ্বান্, সমরমর্দ্দন, মহামেঘনিবাসী, মহাঘোর, বশীকর, অগ্নিপ্রভ, মহাতেজস্বী, কালাগ্নি, আহুতি, হবনীয় দ্রব্য, ধর্ম্মরূপী, শঙ্কর, তেজস্বী, বহ্নিস্বরূপ, নীল, স্বলিঙ্গাবির্ভূত, কল্যাণহেতু, প্রতিবন্ধশূন্য, স্বস্তিদাতা, স্বস্তিভাব, যজ্ঞভাগবিশিষ্ট, বিভাজক, শীঘ্রগামী, সঙ্গবিহীন, মহালিঙ্গ, কন্দর্প, কৃষ্ণবর্ণ, সুবর্ণ, ইন্দ্রিয়, মহাপাদ,

মহাহস্ত, মহাকায়, মহাযশাঃ, মহামূর্দ্ধা, মহামাত্র, মহানেত্র, অবিদ্যানাশস্থান, মহাস্তক, মহাকর্ণ, মহোষ্ঠ, মহাহনু, মহানাশ, মহাকণ্ঠ, মহাগ্রীব, মহাবক্ষা, মহাহৃদয়, শ্মশানবাসী, অন্তরাত্মা, মৃগচিহ্নধারী, ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, লম্বিতোষ্ঠ, ক্ষীরসমুদ্র, মহাকায়, মহাদন্ত, মহাদংষ্ট্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ, মহানখ, মহারোমা, মহাকেশ, দীর্ঘজটাধারী, সুপ্রসন্ন, প্রসন্নতা, অনুভব, গিরিধন্বা, স্নেহবান্, স্নেহবিহীন, অজিত, মহামুনি, সংসারবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষকেতু, অনল, বায়ুবাহন, ক্ষুদ্রপর্ব্বতগামী, সুমেরুনিবাসী, দেবাধিপতি, অথর্ব্বশীর্ষ, সামমুখ, ঋক্‌লোচন যজুঃপাদভুজ, উপনিষদের স্বরূপ, কর্ম্মকাণ্ড-বেদস্বরূপ, মনুষ্যাদিরূপ, প্রার্থনাপূরক, দয়ালু, সুখপ্রাপ্য, সুদর্শন, উপকার, প্রিয়, সর্ব্ব, সুবর্ণবর্ণ, স্বর্ণাদিধাতু, যজ্ঞ, আনন্দকর, যজ্ঞশ্রদ্ধা, ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাতা, স্থির, দ্বাদশ সূর্য্যস্বরূপ, ভয়জনক, আদ্য, যজ্ঞ, যজ্ঞলভ্য, মহামোহ, কলহ, কাল, মকর, কালপূজিত, সগণ, গণকর্ত্তা, ব্রহ্মসারথি, ভস্মশায়ী, ভস্মরক্ষক, ভস্মভূত, কল্পবৃক্ষ, গণ, লোকপাল, লোকাতীত, মহাত্মা, সর্ব্বপূজিত, শুদ্ধ, শুদ্ধদেহ, শুদ্ধান্তঃকরণ, নিত্যমুক্ত, পবিত্র, ভূতনিষেবিত, আশ্রমবাসী, ক্রিয়াবস্থিত, বিশ্বকর্ম্মার বুদ্ধি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দীর্ঘবাহু, তাম্রোষ্ঠ, অর্ণব, নিশ্চল, কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, শুক্লবর্ণ, আয়ু, প্রাচীন, অর্ব্বাচীন, গন্ধর্ব্ব, অদিতি, গরুড়, সুবিজ্ঞেয়, প্রিয়বাদী, কুঠারহস্ত, দেব, অনুকারী, সুবান্ধব, তুম্বীফলযুক্ত বীণাধারী, মহাক্রোধ, ঊর্দ্ধরেতা, জলশায়ী, উগ্র, বংশকর, বংশ, বংশনাদ, অনিন্দিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মায়াবী, সুহৃদ্, অনিল, অনল, সংসারপাশ, বন্ধনকর্ত্তা, বন্ধমোচক, যজ্ঞহন্তা, কামনাশন, মহাদংষ্ট্র, মহায়ুধ, দক্ষনিন্দিত, শর্ব্ব, শঙ্কর, সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা, নির্দ্ধন, অমরেশ, মহাদেব, বিশ্বদেব, অসুরহন্তা, অনন্তসর্পরূপী, বায়ুসদৃশ, জ্ঞানবান্, হরি, অজৈকপাৎ, কপালী, ত্রিশঙ্কু, অজিত, শিব, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, কার্ত্তিকেয়, কুবের, ধাতা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, মিত্র, বিশ্বকর্ম্মা, ধ্রুব, ধারণকর্ত্তা, প্রভাব, সর্ব্বগত, বায়ু, অর্য্যমা, সবিতা, রবি, উষ্ণকিরণ, বিধাতা, মান্ধাতা, ভূতভাবন, বিভু, চাতুর্ব্বর্ণ্যসংস্থাপক, সর্ব্বকামগুণপ্রাপক, পদ্মনাভ, মহাগর্ভ, চন্দ্রানন, অনিল, অনল, বলবান্, উপশান্ত, পুরাণ, পুণ্যজ্ঞেয়, কুরুক্ষেত্রকর্ত্তা, কুরুক্ষেত্রবাসী, কুরুক্ষেত্র, ত্রিগুণোদ্দীপক, সর্ব্বান্তঃকরণ, গর্ভধারী, সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর, দেবদেব, সুখাসক্ত, কার্য্যকারণবেত্তা, সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা, কৈলাসপর্ব্বতবাসী, হিমালয়নিবাসী, কূলহারী, কূলকর্ত্তা, বহুবিদ্য, বহুপ্রদ, বণিক্, কাষ্ঠচ্ছেদনকর্ত্তা, বৃক্ষ, বকুলবৃক্ষ, চন্দনবৃক্ষ, সর্ব্বাচ্ছাদক, সারগ্রীব, মহাচ্ছত্র, মহৌষধ, সিদ্ধার্থকারী, সিদ্ধার্থ, ছন্দ ও ব্যাকরণজ্ঞ, সিংহনাদ, সিংহদংষ্ট্র, সিংহগতি, সিংহবাহন, প্রভাবাত্মা, জগদ্গ্রাসকর্ত্তা, ভোজনপাত্র, লোকহিতকর, পরিত্রাণকর্ত্তা, সারঙ্গপক্ষী, নবহংস, কেতুমালী, ধর্ম্মস্থানপালক, সর্ব্বভূতাশ্রয়, ভূতপতি, অহোরাত্র, অনিন্দিত, সর্ব্বভূতবহনকর্ত্তা, সর্ব্বভূত গৃহস্বরূপ, সর্ব্বসংযোগী,

ভব, অমোঘ, সংযত, অশ্ব, অন্নদাতা, প্রাণধারণ, ধৃতিমান্, মতিমান্, দক্ষ, সংকৃত, যুগাধিপ, ইন্দ্রিয়পালক, গোপতি, গ্রাম, গোচর্ম্মবসন, ভক্তক্লেশহারী, হিরণ্যবাহু, যোগীদিগের শরীররক্ষক, শত্রুঘাতক, মহাহর্ষ, জিতকাম, জিতেন্দ্রিয়, গান্ধারস্বর, সুবাস, তপোনুষ্ঠাননিরত, প্রীতি, মনুষ্যরূপী, মহাগীত, মহানৃত্য, অপ্সরোগণসেবিত, মহাকেতু, মহাধাতা, বহুশিখরবাসী, চঞ্চল, জ্ঞানগোচর, উপদেশ, সর্ব্বগন্ধসুখাবহ, তোরণ, তারণ, বাত, খেচরেশ্বর, সংযোগ, বর্দ্ধন, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, গুণাধিক, নিত্য, আত্মা, সহায়, দেবাসুরপতি, পতি, যুক্ত, যুক্তবাহু, দেবদেব, আষাঢ়,সর্ব্বসহিষ্ণু, ধ্রুব, অচঞ্চল, হরিণ, হর, স্বর্গচ্যুত ব্যক্তিদিগের ধনদাতা, বসুশ্রেষ্ঠ, মহাপথ, ব্রহ্মশিরোহর্ত্তা, বিশেষ বিচারক্ষম, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, রথাক্ষ, রথযুক্ত, সর্ব্বসংস্পর্শী, মহাবল, বেদ, বেদভিন্ন, তীর্থ, দেব, মহারথ, নির্জীব, জীবনোপায়, মন্ত্র, প্রশান্তদৃষ্টি, বহুকর্কশ, রত্নের উৎপত্তিস্থান, রক্তাঙ্গ, মহার্ণবপানকর্ত্তা, সর্ব্বকারণ, বিশাল, অমৃত, ব্যক্ত, অব্যক্ত, তপোনিধি, পরমপদারোহণে অভিলাষী, পরমপদারূঢ়, সদাচারনিরত, মহাযশাঃ, সৈন্যগণের পরাক্রম, মহাকল্প, যোগ, যুগকর্ত্তা, হরি, যুগরূপ, মহারূপ, গজাসুরহন্তা মৃত্যু, যথাযোগ্যদানশীল, শরণ্য, পণ্ডিত, অচলতুল্য, বহুমালাযুক্ত, মহামালাসম্পন্ন, চন্দ্র, হর, সুলোচন, বিস্তার, লবণরস, কূপ, ত্রিযুগ, ফলপ্রদাতা, ত্রিনেত্র, স্থিরাঙ্গ, মণিময়কুণ্ডলধারী, জটাধর, অনুস্বার, বিসর্গ, সুমুখ, শর, সর্ব্বায়ুধ, সর্ব্বসহ, নিশ্চয়জ্ঞানবান্, সুখাবিভূত, গান্ধারদেশোদ্ভব, মহাচাপসম্পন্ন, সর্ব্ববাসনাময়, ভগবান্, সর্ব্বকার্য্যের আধার, বিশ্বমথনসমর্থ, বহুল, বায়ু, পূর্ণ, সর্ব্বলোচন, তল, তাল, করস্থালী, দৃঢ়শরীর, শ্রেষ্ঠ, ছত্র, সুচ্ছত্র, বিখ্যাত, লোক, সর্ব্বাশ্রয়, ত্রিবিক্রমরূপী, মুণ্ড, বিরূপ, বিকৃত, দণ্ডী, কুণ্ডধারী, বিকারযুক্ত, হর্য্যক্ষ, ককুভ, বজ্রধারী, শতজিহ্ব, সহস্রপাৎ, সহস্রমূর্দ্ধা, দেবেন্দ্র, সর্ব্বদেবময়, গুরু, সহস্রবাহু, সর্ব্বাঙ্গ, শরণ্য সর্ব্বলোককর্ত্তা, পবিত্র, বীজশক্তিকীলকরূপমন্ত্র, কণিষ্ঠ, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, ব্রহ্মদণ্ডনির্ম্মাণকর্ত্তা, শতঘ্নীপাশশক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মা, মহাগর্ভ, বেদগর্ভ, একার্ণবজলে আবিভূত, রশ্মিমান্, বেদকর্ত্তা, বেদাধ্যায়ী, বেদার্থবেত্তা, ব্রাহ্মণ, সর্ব্বজনাশ্রয়, অনন্তরূপ, অনেকমূর্ত্তি, তীক্ষ্ণতেজাঃ, স্বয়ম্ভু, উপাধিশূন্য, পশুপতি, বায়ুবেগ, মনোজব, চন্দনলিপ্ত, পদ্মনালাগ্রস্বরূপ, সুরভির উদ্ধারকর্ত্তা, নরাবতার কর্ণিকারমালাসম্পন্ন, কিরীটধারী, পিনাকহস্ত, উমাপতি, উমাকান্ত, জাহ্নবীধৃক, উমাধর, বর, বরাহ, বরদ, বরেণ্য, সুমহাস্বন, মহাপ্রসাদ, দমন, শত্রুহন্তা, শ্বেতপিঙ্গলবর্ণ, সুবর্ণবর্ণ, পরমাত্মা, প্রযতাত্মা, প্রকৃতির আশ্রয়, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনয়ন, সাধারণ ধর্ম্মস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ, চরচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, নিষ্কাম, ধর্ম্মাধিপতি, সাধ্যর্ষি, বসু, আদিত্য, বিবস্বান্, সবিতা, সোমরস, বেদব্যাস, সৃষ্টি, সংক্ষেপ, বিস্তর, সর্ব্বব্যাপী, জীবরূপ, ঋতু, সংবৎসর, মাস, পক্ষ; সন্ধ্যাতীত,

কাল, কাষ্ঠা, লব, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, বিশ্বক্ষেত্র, প্রজাকর্ত্তা, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, জগতের অঙ্কুর, কার্য্য, কারণ, গ্রাহ্য, অগ্রাহ্য, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, নির্ব্বাণ, আনন্দকর, ব্রহ্মলোক, পরমগতি, দেব, দেবাসুর সৃষ্টিকর্ত্তা, দেবাসুরগতি, দেবাসুরগুরু, দেবাসুরনমস্কৃত, দেবাসুর-নিয়ন্তা, দেবাসুরাশ্রয়, দেবাসুরাধ্যক্ষ, দেবা-সুরাগ্রগণ্য, দেবাদিদেব, দেবর্ষি, দেবাসুর-বরপ্রদ, দেবাসুরেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড, দেবাসুর-পূজ্য, সর্ব্বদেবময়, অচিন্ত্য, দেবতাত্মা, স্বতঃসিদ্ধ, উদ্ভিদ, ত্রিবিক্রম, বিদ্বান্, নির্ম্মল রজোগুণবিহীন, অমরস্তবনীয়, হস্তীশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, দেবশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, বিবুধ, অগ্র-স্মরণীয়, দুর্লক্ষ্য, সর্ব্বদেবময়, তপোময়, সুযুক্ত, শোভন, বজ্রধারী, প্রাসাস্ত্রের উৎ-পাদক, অব্যয়, গুহকান্ত, অসাধারণ, স্বভাব, পবিত্র, সর্ব্বপাবন, বৃষরূপ, পর্ব্বত, শিখর-প্রিয়, শনৈশ্চর, রাজরাজ, নির্দ্দোষ, অভি-রাম, দেবগণস্বরূপ, বিরাম, সর্ব্বসাধন, ললাটাক্ষ, বিশ্বদেব, হরিণ, ব্রহ্মতেজঃ, হিমা-লয়, প্রাপ্তসমাধি, নিত্যসিদ্ধি, নিত্যমুক্ত অচিন্ত্য, সত্যব্রত, শুচি, ব্রতফলদাতা, পর-ব্রহ্ম, ভক্তদিগের পরমগতি, বিমুক্ত, মুক্ত-তেজাঃ, শ্রীমান্, শ্রীবর্দ্ধন ও জগৎস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে বাসুদেব! এই আমি ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের প্রধান সহস্র নাম উচ্চা-রণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহাকে স্তব করি-লাম। ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণও যাঁহাকে বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তাঁহাকে স্তব দ্বারা পরিতুষ্ট করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি সেই জগদীশ্বরের অনু-মতি ক্রমে ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করি-লাম। যে ব্যক্তি পবিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই পুষ্টিবর্দ্ধন সহস্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতির স্তব করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরব্রহ্মে লীন হয়। দেবতা ও মহর্ষিগণ এইরূপে সেই সনাতন দেব-দেবের স্তব করিয়া থাকেন। মোক্ষপ্রদ ভূতভাবন ভগবান্ শূলপাণি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইলে পরম পরি-তুষ্ট হন। আস্তিক, শ্রদ্ধান্বিত, অতুলতেজঃ-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কি শয়ন কি জাগরণ কি প্রস্থান, কি উপবেশন, কি উন্মেষণ, কি নিমেষপরিত্যাগ সকল সময়েই ভক্তি পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সেই সনাতন দেবাদিদেবের স্তব, তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ ও অন্যের নিকট উহা কীর্ত্তন করিয়া তুষ্টি-লাভ করেন। মনুষ্য অসংখ্যজন্ম সংসার মধ্যে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পাপবিহীন হইতে পারিলে পরিশেষে শিব-ভক্তি লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সর্ব্ব-কারণ সনাতন শশিশেখরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে। দেবলোক ও মনুষ্য লোক প্রভৃতি সমুদায় লোকেই এই-রূপ নির্দ্দোষ পবিত্র ঐকান্তিক শিবভক্তি নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভূত-ভাবন ভগবান্ পিনাকপাণি প্রসন্ন হইলেই মানবগণ তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। যাহারা

একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া মহেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, দীনবৎসল ভগবান্ ভবানীপতি তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত করেন। দেবদেব মহাদেব ব্যতীত আর কোন দেবতারই মনুষ্যকে সংসার হইতে বিমুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। ইন্দ্রাদি দেবগণ কেবল স্বর্গবেশ্যাপ্রেরণ প্রভৃতি অকার্য্য দ্বারা মানবগণের তপোবল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই মহাত্মা তণ্ডি অন্যান্য দেবতার উপাসনায় বিরত হইয়া এইরূপে সেই সর্ব্বময় সনাতন পশুপতির স্তব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মহাত্মা মহাদেবের নিকট এই স্তব কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ভগবান্ শঙ্করের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার এই সর্ব্বপাপনাশন স্বর্গযোগ-মোক্ষপ্রদ পরম পবিত্র স্তব পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সাংখ্যযোগোক্ত পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। শিবভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের নিকট এক বৎসর এই স্তব পাঠ করিলে অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারেন। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার এই পরম রহস্য পবিত্র স্তব ইন্দ্রকে তৎপরে ইন্দ্র মৃত্যুকে মৃত্যু রুদ্রগণকে, রুদ্রগণ মহাতপাঃ তণ্ডিকে, তণ্ডি শুক্রাচার্য্যকে, শুক্রাচার্য্য গৌতমকে, গৌতম বৈবস্বত মনুকে, বৈবস্বত মনু নারায়ণকে, নারায়ণ যমকে, যম নাচিকেতকে এবং নাচিকেত মার্কণ্ডেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে মহাত্মা মার্কণ্ডেয় আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি এই আয়ুর্বৃদ্ধিকর বেদসম্মিত পবিত্র স্তব তোমাকে প্রদান করিতেছি। দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গুহ্যক ও ভুজগগণ কদাচ ইহার বিঘ্ন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া এক বৎসর এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে উপমন্যুকীর্ত্তিত মহাদেবের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিলে পর ভীষ্মের সমীপস্থিত অন্যান্য মহাত্মারা যুধিষ্ঠিরের নিকট মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি এই সহস্র নাম পাঠ কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল লাভ হইবে। আমি পূর্ব্বে পুত্রলাভার্থ সুমেরুপর্ব্বতে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করিয়াছিলাম। ইহার প্রভাবে আমার অভীষ্ট ফল লাভ হইয়াছে। অতএব এই স্তব পাঠ করিলে তুমি অভীষ্ট ফল লাভে সমর্থ হইবে। দেবপূজিত সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা কপিল কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ভক্তিসহকারে জন্ম জন্ম মহাদেবকে আরাধনা করাতে তিনি আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সংসারবন্ধনাশক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন।

ইন্দ্রের প্রিয় সখা আনস্বায়ন নামে বিখ্যাত চারুশীর্ষ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি গোকর্ণ-

তীর্থে এক শত বৎসর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক মহাদেবের প্রভাবে লক্ষবৎসরজীবী জরা-দুঃখবিহীন ধর্ম্মজ্ঞানযুক্ত দমগুণান্বিত অযোনি-সম্ভূত এক শত পুত্র লাভ করিয়াছি।

মহর্ষি বাল্মীকি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে সাগিক [illegible]র সহিত আমার বিবাদ উ[illegible] [illegible]ওয়াতে তাঁহারা আমাকে ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, আমি সেই পাপমোচনার্থ ভগবান্ ভূতনাথের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়া 'তোমার অসাধারণ যশোলাভ হইবে' বলিয়া বর প্রদান করিয়াছেন।

প্রদীপ্ত প্রভাকরসদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষি জামদগ্ন্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়া নিতান্ত কাতর-ভাবে মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া সহস্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিয়া-ছিলাম। তিনি আমার স্তবে পরম পরি-তুষ্ট হইয়া আমাকে পরশু ও নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিয়াছেন, বৎস! তোমার পাপের লেশমাত্র থাকিবে না। তুমি অজেয়, অজর ও অমর হইবে। আমি তাঁহারই প্রসাদবলে বিবিধ দিব্যাস্ত্র, অজে-য়ত্ব, অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়াছি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম, কেবল সেই ভগবান্ ভূতনাথের প্রসাদবলে আমার এই দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ হইয়াছে।

অসিতদেবল কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের শাপপ্রভাবে আমার ধর্ম্ম-সমুদায় নষ্ট হইয়াছিল। ভগবান্ ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই ধর্ম্ম, যশঃ ও দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করিয়াছেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সখা বৃহস্পতিতুল্য মহর্ষি গৃৎসমদ কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে ইন্দ্রের সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, আমি সেই যজ্ঞে সামবেদ পাঠ করিতে-ছিলাম। ঐ সময় চাক্ষুষমনুর পুত্র ভগবান্ বরিষ্ঠ আমাকে কহিলেন, তোমার এ সাম-বেদ পাঠ সম্যক্‌রূপ হইতেছে না। এইরূপ অবজ্ঞাজনক পাঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবে-চনা করিয়া পাঠ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; যজ্ঞ দূষিত করা কখনই উচিত নহে। এই কথা কহিয়া তিনি রোষাবিষ্ট চিত্তে আমাকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক পুন-রায় কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি জলবায়ু-বিহীন মৃগাদিপশুবিবর্জ্জিত সিংহ ও রুরু-প্রভৃতি হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ অযজ্ঞীয়পাদপা-কুল কান্তারমধ্যে হিংস্র মৃগ হইয়া অতিকষ্টে একাদশ সহস্র অষ্ট শত বৎসর অবস্থান করিবে। ভগবান্ বরিষ্ঠ এই কথা কহিবামাত্র আমি মৃগরূপী হইলাম। অনন্তর আমি স্বীয় দুর্দ্দশা অপনোদনের নিমিত্ত ভগবান্ ভবানীপতির শরণাপন্ন হইলে তিনি আমাকে কহিলেন, বৎস! তুমি অজর অমর ও পরম সুখী হইবে; ইন্দ্রের সহিত তোমার সখ্যভাব সমান থাকিবে এবং তোমাদিগের উভয়ের যজ্ঞ পরিবর্দ্ধিত হইবে। হে ধর্ম্মনন্দন! ভগ-বান্ ভূতভাবন এইরূপে সকলের প্রতি সুখদুঃখের বিধাতা ধারণকর্ত্তা ও কায়মনো-

বাক্যের অগোচর, তাঁহার প্রসাদবলে আমার তুল্য পণ্ডিত আর কেহই নাই।

ঐ সময় মহামতি বাসুদেব পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া মহাদেবকে পরিতুষ্ট করাতে, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছেন, বৎস! তুমি অর্থ অপেক্ষা লোকের প্রিয়, যুদ্ধে অপরাজিত ও অনলতুল্য তেজস্বী হইবে। আমি পূর্ব্বাবতারে মণিমন্থ পর্ব্বতে বহুসহস্র বৎসর ঐ দেবদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। পরিশেষে তিনি আমার ভক্তিভাবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া একদা আমাকে আত্মপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন আমি কহিলাম, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন অনন্তকাল আপনার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে। আমি এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, তিনি তথাস্তু বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

জৈগীষব্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতপতি স্বয়ং বারাণসীতে পরম যত্ন সহকারে আমাকে অনুসন্ধান পূর্ব্বক অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন।

গর্গ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব স্রোতস্বতী সরস্বতীর তীরে আমার মনোযজ্ঞ দ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে অত্যাশ্চর্য্য চতুঃষষ্টি কলাজ্ঞান, সহস্র ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসাদে আমার ও আমার পুত্রগণের দশ লক্ষ বৎসর পরমায়ুঃ হইয়াছে।

পরাশর কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার অনুগ্রহে আমার এক মহাতপাঃ, মহাতেজাঃ, মহাযোগী, মহাযশাঃ, বেদের বক্ত্র [illegible] ব্রহ্মনিষ্ঠ, দয়ার্দ্রস্বভাব, পরম সুপণ্ডিত [illegible] উৎপন্ন হউক। আমি ঐরূপ চিন্তা করিলে সেই ত্রিলোকীনাথ আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার সমক্ষে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার প্রসাদে অবশ্যই অভিলাষানুরূপ পুত্র লাভ করিবে। তোমার ঐ আত্মজ বেদবেত্তা, ইতিহাসরচয়িতা, জগতের হিতকর, কুরুবংশধর ও সাবর্ণি মন্বন্তরে সপ্তর্ষিমধ্যে পরিগণিত হইবে। তাহার সহিত সুররাজের যার পর নাই বন্ধুত্ব জন্মিবে এবং সে আমার প্রভাবে জরাবিহীন হইয়া চিরকাল জীবিত থাকিবে। ভগবান্ ভূতনাথ আমাকে এইরূপ কহিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মাণ্ডব্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে বৃথা চৌর্য্যাপরাধে শূলে আরোপিত হইয়া ভক্তিভাবে ভগবান্ ভূতনাথের স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার সেই স্তুতিবাদ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে আত্মপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি আমার অনুকম্পায় অবিলম্বে শূল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অর্ব্বুদ বৎসর জীবিত থাকিবে। তোমার দেহ হইতে শূলজনিত বেদনা তিরোহিত হইয়া যাইবে। কি মানসিক, কি

দৈহিক কোনরূপ পীড়াই তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার এই দেহ সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত এই জীবলোকে তোমার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই বিদ্যমান থাকিবে না। তোমার জন্ম সার্থক হইবে। তুমি নিষ্কণ্টকে সমুদায় তীর্থ পর্য্যটন ও দেহান্তে অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে। বৃষবাহন ভগবান্ মহেশ্বর আমাকে এই কথা কহিয়া প্রমথগণের সহিত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

গালব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম। পাঠ সমাপ্ত হইলে, আমি মহর্ষি কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃদর্শনার্থ আগমন করিলাম। ঐ সময় আমার পিতা পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জননী আমাকে দর্শন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, বৎস! তুমি নিতান্ত বালক অদ্যাপি তোমার পাঠসমাপ্ত হয় নাই বলিয়া তোমার পিতা এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। জননী এই কথা কহিলে আমি পিতৃদর্শনে নিতান্ত হতাশ হইয়া একান্ত মনে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলাম। ভগবান্ ভূতনাথ আমার ভক্তিদর্শনে অচিরাৎ প্রসন্নচিত্তে আমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ও তোমার পিতা মাতা তোমরা সকলেই অমর হইবে। তুমি গৃহে গমন করিলেই তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। ভগবান্ ভূতভাবন আমাকে এই কথা কহিয়া গৃহে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলে, আমি স্বীয় ভবনে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পিতা যজ্ঞান্তে আচমন করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ কুশ ও ফল গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। তখন তিনি অবিলম্বে সেই যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন, বৎস! আজি আমার পরম সৌভাগ্য যে তোমাকে কৃতবিদ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহর্ষিদিগের মুখে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের এইরূপ অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা উপমন্যু আমাকে কহিয়াছিলেন, যাহারা নিরন্তর রজ ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া অশুভ কার্য্য দ্বারা আপনাদিগকে কলুষিত করে, তাহারা কখনই ভগবান্ দেবদেবকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। একান্ত ভক্তিপরায়ণ বিশুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণগণই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিরন্তর ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া কালহরণ করেন, তাঁহাকে যোগবলসম্পন্ন অরণ্যবাসী মুনি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহাত্মা মহেশ্বর প্রসন্ন হইলে অনা-

য়াসেই ব্রহ্মত্ব, কেশবত্ব, ইন্দ্রত্ব ও ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রদান করিতে পারেন। যাঁহারা ইহলোকে মনে মনেও ভগবান্ শূলপাণির শরণাপন্ন হন, তাঁহারা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া চরমে দেবগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। লোক গৃহতড়াগাদির উচ্ছেদ ও লোকসমুদায়ের প্রাণ সংহার করিয়াও দেবদেব বিরূপাক্ষের অর্চ্চনা করিলে তাহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সুলক্ষণবিহীন পাপাত্মারাও ভগবান্ শঙ্করের উপাসনা করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। কীট পক্ষী পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণও ভূতভাবন ভবানীপতির শরণাপন্ন হইলে অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। যাহারা ইহলোকে ভগবান্ ভূতনাথের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে।

মহাত্মা বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে উপমন্যুর বাক্য কীর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, আকাশ, ভূমি, সলিল, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, ধাতা, অর্য্যমা, শুক্র, বৃহস্পতি, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বরুণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মরুদ্গণ, উপনিষদ্, সত্য, বেদসমুদায়, দক্ষিণা, বেদপাঠক, সোমরস, যজ্ঞকর্ত্তা, হব্য, রক্ষা, দীক্ষা নিয়মসমুদায়, স্বাহা, বৌষট্, ব্রাহ্মণ, সৌরভেয়ী, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কালচক্র, বল, যশ, দম, বুদ্ধিমান্দিগের স্থিতি, শুভাশুভ, সপ্তর্ষি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, উৎকৃষ্ট স্পর্শ, কার্য্যসিদ্ধি, দেবগণ, উষ্মপগণ, লোকসমুদায়, সুযাম, তুষিত, ব্রহ্মকায়, আভাস্বর, গন্ধপত্ত-দৃষ্টিপ নামক, দেবগণ, বাচংযমগণ, সংযমনা মহর্ষি সমুদায়, বিশুদ্ধকার্য্য নির্ম্মাণনিয়ত দেবতাগণ, স্পর্শাশন, দর্শপ, আজ্যপ, চিন্ত্যদ্যোত প্রভৃতি দেবগণ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, দানব, যক্ষ, চারণ ও পন্নগগণ, স্থূল, সূক্ষ্ম, অসূক্ষ্ম, মৃদু সুখ, দুঃখ, সুখান্তে দুঃখ ও দুঃখান্তে সুখ, সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, এবং অন্যান্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমুদায় পদার্থই সেই ভূতভাবন সনাতন মহেশ্বর হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। যে সমুদায় দেবতা আকাশাদি পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারাও সেই ভগবান্ ভূতপতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া এই ধরিত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা নিরন্তর তাঁহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। আমি মোক্ষলাভের নিমিত্ত সনাতন পরমেশ্বরের সেই পবিত্রতত্ত্বকে নমস্কার করিতেছি। সেই ভগবান্ দেবাদিদেব আমার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় যোগশীল ও পবিত্র হইয়া এই পবিত্র স্তব এক মাস নিয়ত পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের সমগ্র বেদার্থজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের পৃথিবীজয়, বৈশ্যের অর্থ ও নিপুণতা এবং শূদ্রের সুখ ও সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মারা এই সর্ব্বদোষবিনাশন পবিত্র স্তব পাঠ করিয়া ভগবান্ দেবদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা আপনা-

দিগের রোমকূপপরিমিত বহুসংখ্যক বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা মধুসূদন এইরূপে মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! পাণিগ্রহণকালে বেদবাক্যানুসারে বর ও কন্যাকে 'তোমরা পরস্পর সমবেত হইয়া এক ধর্ম্ম আচরণ কর' বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বর ও কন্যাকে যে ধর্ম্ম আচরণ করিতে অনুজ্ঞা করা যায়, উহা কি যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বা সন্তানোৎপাদন অথবা ইন্দ্রিয়সুখসাধন। যখন প্রাণীমাত্রেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করে এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কেহ অগ্রে ও কেহ পশ্চাৎ কালগ্রাসে নিপতিত হয়, তখন ঐ ধর্ম্ম যে যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। আর যখন কামিনীগণ পরপুরুষে অনুরক্ত হইয়া তদ্দ্বারা পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয় সুখসাধন করিতেছে। তখন ঐ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম যে পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয়সুখসাধন তাহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? অতএব আমার বোধ হয়, ঐ ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম নহে। যাহা হউক, ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত দুর্ব্বোধ হওয়াতে উহাতে আমার মহাসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি সম্যগ্রূপে ইহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে দিগধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত মহর্ষি অষ্টাবক্রের কথোপকথন কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাতপাঃ অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্যের সুপ্রভা নাম্নী কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া উঁহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত উহার পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মহর্ষি বদান্য অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি একবার উত্তরদিকে গমন পূর্ব্বক এক জনের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আইস, তাহা হইলে আমি তোমাকে কন্যাদান করিব।

মহর্ষি অষ্টাবক্র কহিলেন, মহাত্মন্! আমাকে উত্তরদিকে কাহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে হইবে, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন। আপনি এক্ষণে আমাকে যাহা করিতে অনুমতি করিবেন, আমি তাহাই করিব।

মহর্ষি বদান্য কহিলেন, বৎস! তুমি অলকাপুরী ও হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক কৈলাস পর্ব্বতে ভগবান্ ভূতভাবনের বাসস্থান অবলোকন করিবে। তথায় সিদ্ধ, চারণ, বিবিধমুখ প্রমথ ও দিব্যাঙ্গরাগসংযুক্ত পিশাচগণ মহাদেবের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মহা আহ্লাদে তানপ্রদান পুরঃসর নৃত্য গীত করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। কৈলাস পর্ব্বতের ঐ স্থান অতি রমণীয়। ভগবান্ ভূতনাথ স্বীয় অনুচরগণের সহিত নিয়তকাল তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। দেবী পার্ব্বতী মহাদেবকে

লাভ করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান উঁহাদের উভয়েরই অতি সন্তোষকর হই-য়াছে। উহার পূর্ব্বে ও উত্তরদিকে ছয় ঋতু, কালরাত্রি এবং দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই দেবদেবের উপাসনার নিমিত্ত নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিতে করিতে মেঘসন্নিভ অতি রমণীয় এক নীল বন অব-লোকন করিবে। ঐ স্থানে এক বৃদ্ধা তপস্বি-নীর সহিত তোমার সাক্ষাৎকার হইবে। তুমি তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক পরম যত্নসহ-কারে তাঁহার সৎকার করিয়া এই স্থানে প্রত্যাগমন করিবে। তুমি তথায় সেই বর্ষীয়সীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেই, আমি তোমাকে কন্যা প্রদান করিব। এক্ষণে যদি এই নিয়ম প্রতিপালন করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ তথায় গমন কর।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন, নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।

ভগবান্ অষ্টাবক্র বদান্যকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া ক্রমে ক্রমে সিদ্ধচারণ-সেবিত হিমালয় পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মদায়িনী বাহুদা নদীর পবিত্র জলে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিয়া ঐ শোকবিহীন বিমল তীর্থে কুশ-শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ মহাত্মা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া যথা-বিধি আহুতি প্রদান করিলেন। ঐ স্থানে এক হ্রদ ও হ্রদের অনতিদূরে হরপার্ব্বতীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবান্ অষ্টা-বক্র ঐ হ্রদের তীরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া হরপার্ব্বতীর প্রতিমা দর্শন পূর্ব্বক কৈলাসপর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া মহাত্মা ধনপতির কাঞ্চনময় পুরদ্বার, মন্দাকিনী নদী ও নলিনীদলসমাচ্ছন্ন সরোবরের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ সরোবরের তত্ত্বাবধায়ক নিশাচরগণ মণিভদ্রতনয়ের সহিত তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই ভীমবিক্রম রাক্ষস-গণকে অবলোকন পূর্ব্বক তাহাদের যথো-চিত সৎকার করিয়া কহিলেন, নিশাচর-গণ! তোমরা অবিলম্বে ধনপতির নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর। তখন নিশাচরগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-লেন, ভগবন্! আপনার আগমনবৃত্তান্ত যক্ষরাজের অবিদিত নাই। ঐ দেখুন, তেজঃপুঞ্জকলেবর ভগবান্ কুবের স্বয়ং আপ-নার নিকট আগমন করিতেছেন।

রাক্ষসগণ এই কথা কহিতে কহিতেই ধনাধিপতি কুবের মহাত্মা অষ্টাবক্রের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে সম্মত আছি। এক্ষণে আপনি আমার গৃহে আগমন করুন। তথায় সৎকৃত ও বিশ্রান্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন করিবেন। মহাত্মা কুবের এই বলিয়া মহর্ষি

অষ্টাবক্রকে স্বীয় গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক আসন ও পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূরঃসর উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মণিভদ্রপ্রমুখ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন। তখন মহাত্মা কুবের মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! অপ্সরোগণ নৃত্য করিবার মানসে সমুপস্থিত হইয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। কুবের এই কথা কহিলে, অষ্টাবক্র মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, যক্ষরাজ! অতিথিসৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করুক।

ভগবান্ অষ্টাবক্র এই রূপে অনুমতি প্রদান করিলে, নানাবেশধারিণী উর্ব্বরা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, উর্ব্বশী, অলম্বুষা, ঘৃতাচী, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা, রুচি, মনোহরা, সুকেশী, সুমুখী, হাসিনী, প্রভা, বিদ্যুতা, প্রশমী, দান্তা, বিদ্যোতা ও রতি প্রভৃতি অপ্সরোগণ নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বগণ বিবিধ বাদিত্রনিঃস্বন করিতে লাগিল। এইরূপ নৃত্য আরম্ভ হইলে, মহাতপাঃ ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই কুবেরের আবাসে দেবমানের একবৎসর পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর একদা মহাত্মা যক্ষরাজ মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! নৃত্যগীতাদি অতি মনোহর বিষয়। আপনি এই উপলক্ষে এক বৎসর আমার আলয়ে অতিবাহিত করিলেন। এক্ষণে যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে আরও কিছু দিন এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনি অতিথি ও আমাদিগের পূজনীয়। আমরা আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য এবং আমাদের গৃহ আপনার গৃহস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

যক্ষরাজ এই কথা কহিলে, ভগবান্ অষ্টাবক্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যক্ষরাজ! আমি তোমার যথোচিত সৎকার দ্বারা যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার তুল্য শিষ্টাচারপরায়ণ ব্যক্তি অতি বিরল। এক্ষণে আমাকে মহর্ষির নিয়োগক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইবে। তোমার বুদ্ধি ও সম্পত্তির বৃদ্ধি হউক। আমি চলিলাম। ভগবান্ অষ্টাবক্র এই বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া কৈলাস, মন্দর ও সুমেরু প্রভৃতি বিবিধ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন এবং পরিশেষে কিরাতরূপী মহাদেবের স্থান প্রদক্ষিণ ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পবিত্র হইয়া ধরণীতলে অবতরণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ গমন করিতে করিতে এক মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ সকলপ্রকার পুষ্পফলে পরিপূর্ণ রমণীয় কানন তাঁহার নয়নগোচর হইল। ঐ অরণ্যমধ্যে এক দিব্য আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে বিবিধ রত্ন বিভূষিত নানাপ্রকার পর্ব্বত, মণিভূমিনিখাত মনোহর সরোবর ও অন্যান্য বহুবিধ অদ্ভুত পদার্থসমুদায় যাহার পর নাই উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছিল। মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই সমুদায় পদার্থের অলৌকিক শোভা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই আশ্রমমধ্যে কুবেরপুরী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এক সর্ব্বরত্নময় অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় পুরী তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। ঐ পুরীর পার্শ্বদেশে নানাপ্রকার মণিকাঞ্চন পর্ব্বত ও সুবর্ণবিমান সমুদায় বিরাজিত ছিল; মন্দারকুসুম সমলঙ্কৃত মন্দাকিনী কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল এবং হীরক ও মণিসমুদায় চতুর্দ্দিকে প্রভাজাল বিস্তার করিতেছিল। ঐ পুরমধ্যে বিচিত্র মণিতোরণসমলঙ্কৃত মুক্তাজালখচিত হৃদয়াকর্ষক বিবিধ গৃহসমুদায় বিদ্যমান ছিল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই সমস্ত দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন, এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে অবস্থান করিব? পরিশেষে তিনি সেই পুরের দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমি অতিথি; এক্ষণে তোমরা এই পুরমধ্যে যে কেহ বিদ্যমান থাক, আমাকে আসিয়া সমুচিত সৎকার কর।

মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিবামাত্র ঐ পুরমধ্যস্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সাতটী কন্যা অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইল। ঐ সময় মহর্ষি অষ্টাবক্র ঐ সাতটী কন্যার মধ্যে যাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন, সেই তাঁহার মনোহরণ করিল।

তিনি তাহাদের রূপলাবণ্যদর্শনে কিয়ৎক্ষণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, পরিশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তবিকার পরিহার করিলেন। অনন্তর সেই কন্যাগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! আপনি এই আবাসমধ্যে প্রবেশ করুন। কন্যাগণ এই কথা কহিলে, অষ্টাবক্র উহাদিগের রূপমাধুরী ও গৃহসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথায় এক শুক্লাম্বরধারিণী, পর্য্যঙ্কে নিষণ্ণা, সর্ব্বাভরণবিভূষিতা বৃদ্ধাকে নিরীক্ষণ করিয়া, মঙ্গল হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহর্ষি গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই স্থবিরা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। তখন মহর্ষি অষ্টাবক্র তথায় উপবেশন ও বিশ্রামসুখলাভ করিয়া সেই সমস্ত নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অঙ্গনাগণ! তোমাদিগের মধ্যে যিনি অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও ধৈর্য্যশালিনী, সেই রমণী এই স্থানে অবস্থান করুন। আর সকলেই স্ব স্ব আলয়ে স্বেচ্ছানুসারে গমন করুন। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র কামিনীগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কেবল সেই বর্ষীয়সী সেই গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর দিবস অতীত ও রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন মহর্ষি এক দুগ্ধফেনধবল শয্যায় শয়ন করিয়া সেই বৃদ্ধাকে কহিলেন, ভদ্রে! রজনী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব তুমিও এক্ষণে শয়ন কর। বৃদ্ধা তপোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্য এক শয্যায় শয়ন করিল। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে ঐ বর্ষীয়সী দুরন্ত শীতব্যপদেশে কলেবর কম্পিত করিয়া মহর্ষির শয্যায় আগমন

করিল। মহর্ষি তাহাকে আপনার শয্যায় আগত দেখিয়া স্বাগতপ্রশ্ন পূর্ব্বক তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। তখন বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের শয্যায় শয়ন করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় নির্ব্বিকার হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে কহিল, ভগবন্! পুরুষস্পর্শে স্ত্রীলোকের স্বভাবতই ধৈর্য্যলোপ হইয়া থাকে। আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া অনঙ্গশরে নিতান্ত জর্জ্জরীভূত হইয়াছি; এক্ষণে আপনি আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। আমি আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া অবধি ভগবান্ কুসুমায়ুধের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি। আপনি প্রফুল্লমনে আলিঙ্গন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। আমি আপনার নিকট আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, আপনাকে আমার ইচ্ছা সফল করিতে হইবে। আপনি যে এত কাল কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমার মনোরথ পূর্ণ করাই উহার অভীষ্ট ফল। এক্ষণে আমার এই যে সমস্ত ধনরত্ন ও অন্যান্য যা কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন, আপনি তৎসমুদায়ের ও আমার অধীশ্বর হউন। আপনি আমার আশা সফল করিলে, আমিও আপনার সমুদায় ইচ্ছা পূর্ণ করিব। এই রমণীয় কাননমধ্যে আপনার একান্ত বশবর্ত্তিনী হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। আমরা এই স্থানে পরস্পর মিলিত হইলে লৌকিক ও অলৌকিক নানাপ্রকার সুখভোগ করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। পুরুষসংসর্গ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট সুখ আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোকেরা অনঙ্গশর নিপীড়িত হইলে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। তৎকালে প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণ সন্তপ্ত বালুকার উপরিভাগ দিয়া গমন করিলেও তাহাদের পদতল ব্যথিত হয় না।

বৃদ্ধা এইরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিলে, অষ্টাবক্র তাহাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি কদাচই পরনারী স্পর্শ করি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এই কার্য্যকে নিতান্ত দূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি বিষয়ভোগে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি ধর্ম্মত পুত্র লাভ করিলে আমার নিশ্চয়ই শুভ লোক সমুদায় লাভ হইবে। এক্ষণে তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া এই ব্যাপার হইতে বিরত হও।

তখন বৃদ্ধা কহিল, ভগবন্! স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই রতিপ্রিয়! পুরুষসংসর্গ উহাদিগের যেমন প্রীতিকর, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও উহাদের তাদৃশ প্রীতিপ্রদ নহেন। দেখুন, সহস্র স্ত্রীলোক মধ্যে কথঞ্চিৎ একটি পতিব্রতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি প্রবৃদ্ধ হয়, তৎকালে উহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, পুত্র ও দেবরের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না। আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। হে তপোধন! প্রজাপতি স্ত্রীজাতিসংক্রান্ত

যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই আমি আপনার নিকট তৎসমুদায় অবিকল কীর্ত্তন করিলাম।

বর্ষীয়সী এই কথা কহিলে, মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! লোকে কার্য্যের আস্বাদজ্ঞ হইলেই তদ্বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। আমি বিষয় সম্ভোগ কিছুমাত্র অবগত নহি। এই নিমিত্তই তোমার এই প্রার্থনায় সম্মত হইতেছি না। এক্ষণে এই কার্য্য ভিন্ন তোমার অন্য কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা ব্যক্ত কর। তখন স্থবিরা কহিল, ভগবন্! আপনি এই স্থানে কিছু দিন অবস্থান করুন। কালক্রমে সম্ভোগ-সুখের আস্বাদগ্রহে সমর্থ হইবেন।

বৃদ্ধা এইরূপ অনুরোধ করিলে, মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার যতদিন ইচ্ছা হইবে আমি ততদিনই এই স্থানে বাস করিব, সন্দেহ নাই। তিনি বৃদ্ধাকে এই কথা কহিয়া উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে উহার যে যে অঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেন, তাহা কিছুতেই তাঁহার চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইল না। তখন মহর্ষি ঐ নারীকে একান্ত জরাজীর্ণ বিবেচনা করিয়া দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই নারী কি এই গৃহদেবতা! এ কি শাপপ্রভাবে এইরূপ বিকৃতরূপ হইয়াছে? যাহাই হউক, ইহাকে ইহার বিরূপতার কারণ জিজ্ঞাসা করা কোনমতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন অতিক্রান্ত হইল। দিবা অবসান হইলে বৃদ্ধা মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! ঐ দেখুন, দিবাকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইয়াছেন; এক্ষণে আমি আপনার কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আজ্ঞা করুন। তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! তুমি এক্ষণে আমার স্নানার্থ সলিল আহরণ কর। আমি কৃতস্নান হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিব।

বিংশতিতম অধ্যায়।

মহর্ষি অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে, বৃদ্ধা অচিরাৎ তাঁহার নিকট দিব্য তৈল ও স্নানবস্ত্র উপস্থিত করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিল। তৈলমর্দ্দন সমাপ্ত হইলে মহর্ষি সেই বৃদ্ধার সহিত স্নানশালায় প্রবিষ্ট হইয়া অতিবিচিত্র অভিনব সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধাও তাঁহার সমীপে সমুপবিষ্ট হইয়া ঈষদুষ্ণ সলিল দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি সেই কদুষ্ণ সলিল ও বৃদ্ধার কর স্পর্শ দ্বারা পরম সুখানুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্নান করিতে করিতে যে সমুদায় রজনী অতিবাহিত হইল, তাহা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, ভগবান্ সূর্য্যদেব সমুদিত হইয়াছেন। তখন তিনি নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার

কি মোহ উপস্থিত হইল, অথবা যথার্থই প্রাতঃকাল হইয়াছে! অনন্তর অনতিকাল বিলম্বে তাঁহার সেই সন্দেহ দূরীকৃত হইলে, তিনি ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন, ভদ্রে! এক্ষণে আমি কি করিব? তখন বৃদ্ধা অমৃততুল্য সুস্বাদু অতি উৎকৃষ্ট অন্ন উপনীত করিল। মহর্ষি সেই সুস্বাদু অন্নের রসাস্বাদন করিতে করিতে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিলেন। পরে পুনরায় সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে সেই বর্ষীয়সী আপনার ও মহর্ষির নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শয্যা প্রস্তুত করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি এক্ষণে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করুন। বৃদ্ধা মহর্ষিকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইয়া স্বয়ং আপনার শয্যায় শয়ন করিল এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহার শয্যায় সমুপস্থিত হইল।

তখন অষ্টাবক্র তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! পরস্ত্রীসংসর্গ করিতে আমার কোনমতেই ইচ্ছা হয় না; অতএব তুমি অচিরাৎ এই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় শয্যায় গমন কর।

দ্বিজবর এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে বৃদ্ধা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, ভগবন্! আমি স্বতন্ত্রা; আমার সহিত সংসর্গ করিলে আপনাকে পরদারমর্ষণজন্য দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! প্রজাপতি কহিয়াছেন যে, অবলাজাতির স্বাধীনতা নাই। স্ত্রীলোক মাত্রেই পরাধীন।

তখন বৃদ্ধা কহিল, দ্বিজবর! আমি অনঙ্গপীড়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছি; অতএব আপনি যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে আপনাকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিরা কামক্রোধাদি দোষে একান্ত অভিভূত হয়। আমি ধৈর্য্যগুণবশত কামাদি রিপুসমুদায়কে বশীভূত করিয়াছি; অতএব তুমি অচিরাৎ আপনার শয্যায় শয়ন কর।

বৃদ্ধা কহিল, দ্বিজবর! আমি আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। যদি আপনি স্বীয় পত্নীভিন্ন অন্যস্ত্রীর সংসর্গ নিতান্ত দোষাবহ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি, আপনি অবিলম্বে আমার পাণিগ্রহণ করুন, তাহা হইলে আমার সংসর্গনিবন্ধন দোষের লেশমাত্রও জন্মিবে না। ফলত আমি স্বতন্ত্রা, স্বয়ং আত্মসমর্পণ করিতে পারি। অতএব আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া আমার সংস্কার সম্পাদন করুন। আমি আপনার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছি।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! ত্রিলোকমধ্যে কোন স্ত্রীরই স্বাধীনতা নাই। তুমি কিরূপে স্বাধীন হইলে? দেখ, কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং

স্ত্রীজাতির কখনই স্বাধীনতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

বৃদ্ধা কহিলেন, দ্বিজবর! আমি কুমারাবস্থা পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রতিপালন করিতেছি। আমি কন্যা; অতএব আমার প্রতি অশ্রদ্ধা না করিয়া আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন।

বৃদ্ধা এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহাকে ষোড়শবর্ষদেশীয়া কন্যার ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ। কিন্তু মহর্ষি বদান্য আমাকে পরীক্ষার্থ এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি কিরূপে তোমার সহিত সংসর্গে প্রবৃত্ত হইব? অষ্টাবক্র সেই কামিনীকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই কামিনী ইতি পূর্ব্বে অতি জীর্ণা ছিল; এক্ষণে দিব্যবস্ত্রাভরণবিভূষিত কন্যার বেশ ধারণ করিয়াছে। না জানি পরে আবার কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিবে! যাহা হউক, কামদমনশক্তি ও ধৈর্য্যগুণসত্ত্বে আমি কদাচ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আমি যে সত্য করিয়াছি, সেই সত্য প্রতিপালন পূর্ব্বক নিশ্চয়ই সেই ঋষিকন্যাকে বিবাহ করিব।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ঐ স্ত্রী যখন অষ্টাবক্রকে পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ ও উঁহার শয্যায় গমন করিল, তৎকালে উঁহার ঐ মহাতেজাঃ মহর্ষি হইতে অভিশাপের আশঙ্কা হইল না কেন? আর ভগবান্ অষ্টাবক্রই বা কিরূপে তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, আপনি এই বৃত্তান্তদ্বয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! অনন্তর মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি নিমিত্ত আপনার রূপ পরিবর্ত্তিত করিলে, তাহা আমার নিকট তোমাকে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে। মহর্ষি অষ্টাবক্র এইরূপ অনুরোধ করিলে, সেই কামিনী তাঁহাকে কহিলেন, মহর্ষে! স্বর্গ মর্ত্ত প্রভৃতি সমুদায় লোকেই স্ত্রী পুরুষগণ কামাবিষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি পরদারনিরত কি না, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হওয়াতে আমি তোমার পরীক্ষা করিলাম। তুমি আপনার নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া সমুদায় লোক পরাজয় করিয়াছ। আমি উত্তরদিক্। তোমাকে স্ত্রীলোকের চাপল্য দর্শন করাইবার নিমিত্তই আমি বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম। ইহলোকে বৃদ্ধারাও কামজ্বরে সমাক্রান্ত হইয়া থাকে। আজি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি মহাত্মা বদান্য কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কার্য্যের নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিলাম। অতঃপর তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন পূর্ব্বক বাঞ্ছিত কন্যাকে লাভ করিতে পারিবে এবং কালক্রমে ঐ কন্যা পুত্রবতীও হইবে। এই আমি তোমার

জিজ্ঞাসানুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। ত্রিলোকমধ্যে কেহই ব্রাহ্মণের অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে তোমার গৃহে গমন করাই কর্ত্তব্য। আর যদি তোমার অন্য কিছু শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে ব্যক্ত কর, আমি অবশ্যই তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। মহাত্মা বদান্য তোমার নিমিত্তই আমাকে প্রসন্ন করিয়াছেন; আমি তাঁহার সম্মান রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।

স্ত্রীবেশধারিণী উত্তরদিক্ এই কথা কহিলে, মহাত্মা অষ্টাবক্র তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং স্বজনদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মহাত্মা বদান্যের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বদান্য তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! যে যে স্থানে গমন ও যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তখন মহাত্মা অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে গন্ধমাদন পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া উহার উত্তরাংশে এক দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আপনার অভিপ্রায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে আমি তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি। মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে, মহর্ষি বদান্য তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি কন্যাদানের যোগ্য পাত্র। তোমাকে কন্যা দান করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তুমি এক্ষণে শুভনক্ষত্রে আমার কন্যার পাণি গ্রহণ কর। মহর্ষি বদান্য এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা অষ্টাবক্র বিধি পূর্ব্বক সেই কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! যখন মহাত্মা অষ্টাবক্র বদান্যের কন্যাদর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইয়াই তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন স্ত্রী-পুরুষের সহধর্ম্ম যে ইন্দ্রিয়-সুখসাধনস্বরূপ তাহার আর সন্দেহ নাই।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দণ্ডাদি চিহ্ন সম্পন্ন বা ঐ চিহ্নবিহীন ব্রাহ্মণ দানাদির উপযুক্ত পাত্র? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যাদি চিহ্নসম্পন্ন হউন বা নাই হউন স্বধর্ম্মাক্রান্ত হইলেই তাঁহাকে দান করা কর্ত্তব্য। চিহ্নিত ও অচিহ্নিত উভয়বিধ ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র।

যুধিষ্ঠির কহিলেন পিতামহ! যদি অপবিত্র ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণকে হব্য কব্য ও অর্থাদি দান করে, তাহা হইলে তাহার কি পাপ জন্মে?

ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! দুর্দান্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেই পবিত্র হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহার পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দৈব কার্য্য অনুষ্ঠান কালে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবার রীতি নাই; কিন্তু পিতৃকার্য্য সাধন সময়ে কি নিমিত্ত উঁহাদিগের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দৈবকার্য্য দেবতার অনুগ্রহেই সুসিদ্ধ হয়; তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণের সহযোগিতার আবশ্যকতা নাই। যজমানেরা কেবল দেবগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়াই দৈবকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু পিতৃকার্য্য ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কদাচই সম্পন্ন হয় না, সুতরাং পিতৃকার্য্য সাধন কালে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য আছে কি না অগ্রে তাহা সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাঁহারা অপরিচিত, স্বসম্পার্কীয় বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী, তপঃপরায়ণ ও যজ্ঞশীল তাঁহাদিগকেই কি নিমিত্ত পাত্র বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অপরিচিত, স্বসম্পার্কীয় ও তপঃপরায়ণ ব্যক্তি সৎকুলসম্ভূত, যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পরায়ণ, বিদ্বান্, অনৃশংস, লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী এবং বিদ্বান্ ও যজ্ঞশীল ব্যক্তি কুলীন, অনৃশংস, লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী হইলেই দৈব ও পৈত্র কার্য্যের প্রকৃত পাত্র বলিয়া পরিগৃহীত হন। এই বিষয়ে পৃথিবী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় এই চারি জনের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহা শ্রবণ কর। একদা পৃথিবী প্রভৃতি চারি জন সমবেত হইয়া কথা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের সদ্গুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, মৃৎপিণ্ড যেমন মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হইলে অবিলম্বেই নিমগ্ন হইয়া যায় সেইরূপ যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ সম্পন্ন ব্রাহ্মণে সমুদায় দুষ্কার্য্যই বিলুপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

কাশ্যপ কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ সুশীল না হন, সাঙ্গবেদ, সাংখ্য, পুরাণ ও কৌলিন্য কখনই তাঁহার উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয় না।

অগ্নি কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল হইয়া আপনার পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার বিদ্যাবলে অন্যের যশঃ বিলুপ্ত করেন, তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট ও সত্যপ্রয়োগে অসমর্থ হন এবং তাঁহার কখনই অক্ষয় লোক লাভ হয় না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সহস্র অশ্বমেধ ও সত্যকে এক মানদণ্ডে পরিমাণ করিলে, সহস্র অশ্বমেধ সত্যের অর্দ্ধাংশ হইতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব সতত সত্যপরায়ণ হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। হে ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় ব্রাহ্মণের বিষয়ে এইরূপ স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া যথা স্থানে প্রস্থান করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি শ্রাদ্ধে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতপরায়ণ, ব্রাহ্মণ স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করেন, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধের অখণ্ড ফল লাভ হয় কি না?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণ

দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী হইয়াছেন, তিনি যদি শ্রাদ্ধকালে প্রার্থনা করিয়া পিত্রুদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারই ব্রত লোপ হয়; শ্রাদ্ধের কোন অঙ্গহানি হয় না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনীষিগণ ধর্ম্মকে নিতান্ত জটিল ও দুরবগাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম কি, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ঋজুতা এই কয়েকটি ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করেন, অথচ স্বয়ং ঐ সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হন, সেই সমস্ত ধর্ম্মসঙ্করকারক পামরদিগকে যে ব্যক্তি সুবর্ণ, গো ও অশ্ব প্রদান করে, সে নিরয়গামী হইয়া দশ বৎসর মৃত গোমহিষাদির মাংস ভোজী পুক্কস, চণ্ডাল ও যাহারা রাগ মোহাদির বশীভূত হইয়া অন্যের কার্য্যাকার্য্য সমুদায় প্রকাশ করে, তাহাদিগের বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান কালে অভ্যাগত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া আহারপ্রদান না করে, তাহার অশুভ লোক সমুদায় লাভ হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য কি, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মলক্ষণ কি প্রকার ও উৎকৃষ্ট পবিত্রতাই বা কাহাকে বলে? আপনি এই সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মদ্য মাংস পরিত্যাগই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য। বেদ প্রতিপাদিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর বিষয়বৈরাগ্যই যথার্থ পবিত্রতা।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য কোন্ সময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান, কোন্ সময়ে অর্থ উপার্জ্জন ও কোন্ সময়েই বা বিষয় ভোগ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বাহ্নে অর্থোপার্জ্জন, মধ্যাহ্নে ধর্ম্ম সঞ্চয় ও অপরাহ্নে বিষয়ভোগ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে একের উপর নিরন্তর আসক্ত থাকা গৃহস্থের কখনই বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণগণের সম্মাননা, গুরুলোকের অর্চ্চনা ও সকল প্রাণীর প্রতি সরল ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অনুদ্ধতস্বভাব ও প্রিয়বাদী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, নরপতিগণের নিকট শঠতা, গুরুজন সন্নিধানে মিথ্যা ব্যবহার, অগ্নিত্যাগ, বেদ পরিত্যাগ ও ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। গোহত্যা ও নরপতিকে প্রহার করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে সাধু বলিয়া পরিগণিত হন, কিরূপ ব্রাহ্মণকে ধন প্রদান করিলে, মহাফল লাভ হয় এবং কি প্রকার

ব্রাহ্মণকে ভোজন করান কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণগণ ক্রোধবিহীন, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইলেই সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে এবং যাঁহারা নিরহঙ্কৃত, সহিষ্ণু, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতহিতৈষী, মিত্রতাপরায়ণ, লোভবিহীন, পবিত্র, বিদ্বান্, লজ্জাশীল; সত্যবাদী ও স্বকর্ম্মপরায়ণ তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ চারিবেদ ও সমুদায় বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন এবং যিনি ষড়্বিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই ভোজন করাইবার উপযুক্ত পাত্র। যথার্থ গুণবান্ পাত্রে দান করিলে, দাতার সহস্রগুণ ফল লাভ হয়। শাস্ত্রজ্ঞান, সদ্ব্যবহার ও সচ্চরিত্রসম্পন্ন একমাত্র ব্রাহ্মণকে দান করিতে পারিলেই দাতার কুল পবিত্র হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্রাহ্মণকে গো, অশ্ব, ধন, অন্ন ও অন্যান্য নানাবিধ বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। উক্তরূপ পাত্রে দান করিতে পারিলে, পরকালে আর দাতাকে অনুতাপ করিতে হয় না। সদ্গুণসম্পন্ন সাধুসম্মত ব্যক্তি যদি দূরদেশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে সৎকার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সুরর্ষিগণ শ্রাদ্ধকালে দৈব ও পৈত্র কার্য্যে যাহা যাহা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মঙ্গলাচারসম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া পরম যত্নসহকারে পূর্ব্বাহ্নে দৈবকার্য্য, অপরাহ্নে পিতৃকার্য্য ও মধ্যাহ্নে মনুষ্যকার্য্য সম্পাদন করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অকালদত্ত বস্তু রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লঙ্ঘিত, অবলীঢ়, কলহকৃত, রজস্বলাস্পৃষ্ট, অনেকের উদ্দেশে সম্পাদিত, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট বা দৃষ্ট, কেশ, কীট, নেত্রজল ও ক্ষুত দ্বারা দূষিত উচ্ছিষ্ট, শ্রাদ্ধে মন্ত্র ক্রিয়া ও আহুতি প্রদান ব্যতীত পরিবিষ্ট এবং দুরাচার ও শূদ্রকে ভোজনার্থ প্রদত্ত অন্নকে রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেবতা অতিথি ও বালকাদিকে বঞ্চনা করিয়া অন্নভোজন করিলে রাক্ষসীয় ভাগ ভোজন করা হয়।

হে মহারাজ! এই আমি রাক্ষসীয় ভাগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর যেরূপ ব্রাহ্মণকে দান করা অবিধেয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ কৃতবিদ্য হইয়াও যদি পতিত, জড়, উন্মত্ত, কুষ্ঠী, ক্লীব, যক্ষ্মরোগী, অপস্মাররোগগ্রস্ত, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবল, বৃথানিয়মধারী সোমবিক্রয়ী, ক্রীড়াপরায়ণ, গায়ক, নর্ত্তক, বাদক, বৃথাভাষী, যোদ্ধা, শূদ্রযাজী, শূদ্রাধ্যাপক, শূদ্রদাস, শূদ্রাপতি, বেতন ভুক্ অধ্যাপক ও শিষ্য, স্মৃতি ও বেদোক্ত কর্ম্মবিবর্জ্জিত, মৃত-নির্যাতক, তস্কর, অজ্ঞাতকুলশীল, গ্রামণী, পুত্রিকাপুত্র, ঋণকর্ত্তা, কুসীদজীবী, প্রাণিজীবী, স্ত্রীজীবী, অস্ত্র-

জীবী ও সন্ধ্যাবন্দনাদি বিহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা কদাপি বিধেয় নহে।

অতঃপর দাতা ও প্রতিগৃহীতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র ব্রতপরায়ণ, গ্রামবাসী, চৌর্য্যবৃত্তিবিহীন, অতিথিসৎকারজ্ঞ, ত্রিকালীন সাবিত্রী জপপরায়ণ, ভিক্ষাজীবী, ক্রিয়াবান্, অহিংস্র, অল্পদোষী, অদাস্তিক ও শুষ্কতর্ক পরাঙ্মুখ তাঁহারাই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। যাঁহারা প্রথমে ধূর্ত্ততা, চৌর্য্য, প্রাণিবিক্রয় ও বণিকৃবৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞে সোমরস পান করেন ও যাঁহারা দুষ্কর্ম্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া পরিশেষে অতিথিসাৎ করেন, তাঁহারাও শ্রাদ্ধস্থলে নিমন্ত্রিত হইতে পারেন। ব্রতপরায়ণ, গুণশালী ও সাবিত্রীজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কৃষিজীবী এবং সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা যায়। বেদবিক্রয় ও মিথ্যাশপথাদি দ্বারা অর্জ্জিত অর্থ ও স্ত্রীধন ব্রাহ্মণকে প্রদান বা উহা দ্বারা পিতৃকার্য্য সম্পাদন করা বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ সমাপন হইলে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ সমাপনোচিত স্বধাদি বাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহাকে অধর্ম্ম-ভাগী হইতে হয়। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, দধি, ঘৃত সোমরস ও আরণ্য পশুর মাংস প্রাপ্ত হইলেই শ্রাদ্ধ করা উচিত। শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণের স্বধা, ক্ষত্রিয়ের প্রীয়ন্তাং, বৈশ্যের অক্ষয্য ও শূদ্রের স্বস্তি এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। দৈবকার্য্য অনুষ্ঠান সময়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক পুণ্যাহবাক্য, ক্ষত্রিয়ের প্রণবোচ্চারণ-বিহীন পুণ্যাহবাক্য, বৈশ্যের প্রীয়ন্তাং এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই জাত কর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপনয়নকালে ব্রাহ্মণের শর-নির্ম্মিত মেখলা, ক্ষত্রিয়ের মৌর্ব্বী মেখলা এবং বৈশ্যের বল্বজতৃণ নির্ম্মিত মেখলা ব্যবহার করাই যথার্থ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে যে পাপ হইবে ক্ষত্রিয়ের তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ এবং বৈশ্যের আটগুণ হইবে। ব্রাহ্মণ প্রথমে স্ববর্ণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যদি অন্যত্র গমন করেন তাহা হইলে বৃথা জীব হিংসার সম্পূর্ণ পাপ, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যত্র গমন করিলে বৃথা জীবহিংসার অর্দ্ধপাপ ভাগী হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ অস্নাত বা অশৌচগ্রস্ত হইয়া লোভবশতঃ দৈব বা পিতৃকার্য্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ভবনে গমন পূর্ব্বক ভোজন করেন, যিনি তীর্থযাত্রা বা অন্যান্য কার্য্য ব্যপদেশে দাতার নিকট ধন প্রার্থনা করেন, যিনি বেদব্রতপরায়ণ না হন এবং যিনি শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধে পরিবেশন না করেন, তাহাদিগের সকলকেই যে ব্যক্তি গোগ্রহণের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে তাহার তুল্য পাপভাগী হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দেবতা

ও পিতৃগণের তৃপ্তিলাভের উদ্দেশে কাহা-দিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাহাদিগের পত্নী-গণ সুবৃষ্টি প্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবির ন্যায় স্বামীর ভোজনপাত্রাবশিষ্ট দ্রব্যের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভোজন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমুদায় সচ্চরিত্র দুর্ব্বল ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ যাচকভাবে গৃহে উপস্থিত হন, যাঁহারা ভক্তিপরায়ণ ও আশ্রিত হইয়া থাকেন এবং কেবল আবশ্য-কের সময় অর্থ প্রার্থনা করেন, যাঁহারা তস্কর ও শত্রু হইতে ভীত হইয়া আগমন পূর্ব্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা নিতান্ত দরিদ্রতানিবন্ধন আগ্রহ পূর্ব্বক দরিদ্র ব্রাহ্মণেরও করস্থিত অন্ন প্রার্থনা করেন, যাঁহারা দেশবিপ্লব নিবন্ধন হৃতদার ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অর্থ লাভের নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন, যে সমুদায় ব্রতনিয়ম-পরায়ণ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ব্রতাদি সমাধানার্থ ধনার্থী হইয়া উপস্থিত হন, যাঁহারা পাষণ্ড-দিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও ধন কিছুমাত্র নাই, যাঁহারা পরাক্রান্ত দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া অন্ন প্রার্থনা করেন এবং যাঁহারা তপস্বীদিগের নিকট ভিক্ষার্থ গমন করেন, তাঁহাদিগকেই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে দান করিলে, মহাফল লাভ হইয়া থাকে।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট দান-বিষয়ক মহৎ ফল কীর্ত্তন করিলাম। অতঃ-পর মানবগণের যে কার্য্য দ্বারা নরক ও যে কার্য্য দ্বারা স্বর্গ ভোগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা গুরুর হিত-সাধন ও ভয় নিবারণ ব্যতীত অন্য কার্য্যের নিমিত্ত মিথ্যা কথা কহে; যাহারা পর-দারাপহরণ, পরস্ত্রীসংসর্গ, পারদারিক কার্য্যে দৌত্যকার্য্য, পরধন নাশ ও পরদোষ কীর্ত্তন করে, যাহারা উদপান, সেতু ও গৃহাদি ভগ্ন করিয়া থাকে, যাহারা বালিকা, বৃদ্ধা ও অনাথা স্ত্রীদিগের বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হয়; যাহারা বৃত্তিচ্ছেদ, গৃহচ্ছেদ, দারবিচ্ছেদ, মিত্রতাচ্ছেদ ও আশাচ্ছেদ করে, যাহারা পরদোষসূচক, সন্ধিভেদক, পরভাগ্যোপ-জীবী, মিত্রের প্রতি অকৃতজ্ঞ, বেদবিরোধী, সাধুদিগের দ্বেষ্টা, নিয়মবিধ্বংসী, পাপকার্য্য দ্বারা পতিত, বিরুদ্ধ ব্যবহারনিরত, অনুচিত বৃদ্ধিজীবী, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, কদাচারনিরত ও প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়, যাহারা আশা-গ্রস্ত, নির্দ্দিষ্টলাভাকাঙ্ক্ষী, বেতনভোগী ও কৃতশ্রম ব্যক্তিদিগকে কৌশলক্রমে স্বামীর নিকট হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে, যাহারা অগ্নি, স্ত্রী, পোষ্যবর্গ ও অতিথি-দিগকে ভোজ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, যাহারা দেবকার্য্য ও পিতৃ-কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়, যাহারা বেদ বিক্রয়, বেদদ্বেষ ও বেদে অবজ্ঞা করে, যাহারা চারি আশ্রমের বহির্ভূত ও বেদা-চারবিহীন হইয়া দুষ্ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়, কেশ বিক্রয়, বিষবিক্রয় ও ক্ষীরবিক্রয় যাহাদিগের উপজীবিকা, যাহারা গো, ব্রাহ্মণ ও কন্যাগণের কার্য্যে

বিঘ্ন উৎপাদন করে, যাহারা শাস্ত্র, শল্য ও ধনু নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করে, যাহারা শিলা-শঙ্কু ও বিবর দ্বারা পথ রুদ্ধ করে, যাহারা নিরপরাধে উপাধ্যায়, ভৃত্য ও ভক্তগণকে পরিত্যাগ করে, যাহারা অপ্রাপ্তদশায় বৃষগণকে দমিত করিয়া তাহাদিগের নাসিকা ভেদ করে, যাহারা পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে, যে সমুদায় ভূপতি প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও ধনদানে পরাঙ্মুখ হন, যাহারা স্বকার্য্যসাধন হইলেও ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্, চিরসহচর ও ভৃত্যগণকে পরিত্যাগ করে এবং যাহারা বালক, বৃদ্ধ ও ভৃত্যগণকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে ভোজন করে, তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ নরকগামী হইতে হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে নরকগামী হইতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যে সকল কার্য্যপ্রভাবে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিলে পুত্র ও পশু সমুদায় বিনষ্ট হয়; অতএব ব্রাহ্মণের অবমাননা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা প্রাণান্তেও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করেন না; যাঁহারা দান, তপ ও সত্যবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আপনার ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন; যাঁহারা গুরুশুশ্রূষা ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা বিদ্যা লাভ করিয়া প্রতিগ্রহে একান্ত পরাঙ্মুখ হন; যাঁহারা লোকসকলকে ভয়, পাপ, বিঘ্ন, দারিদ্র্য ও ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ করেন; যাঁহারা ক্ষমাশীল, ধীরস্বভাব, ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহসম্পন্ন ও শুভাচারপরায়ণ; যাঁহারা মদ্য, মাংস ও পরদারে কদাচ আসক্ত হন না; যাঁহারা কুল, আশ্রম ও গ্রাম নগরাদি সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হন; যাঁহারা অন্নপান, বস্ত্র ও আভরণ প্রদান এবং অর্থাদির সাহায্য করিয়া অন্যের বিবাহাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, যাঁহারা হিংসাদোষশূন্য, সর্ব্বসহিষ্ণু ও সকলের আশ্রয়দাতা; যাঁহারা মাতা পিতার শুশ্রূষা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি সমুচিত স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; যাঁহারা অতুল অর্থশালী, মহাবলপরাক্রান্ত ও যুবা হইয়াও সুধীর ও জিতেন্দ্রিয় হন; যাঁহারা অপরাধী ব্যক্তির প্রতিও স্নেহদৃষ্টি বিতরণ করেন, যাঁহারা স্বয়ং মৃদু ও মৃদুবৎসল; যাঁহারা শুশ্রূষা দ্বারা অন্যের সুখ সম্পাদনে যত্নবান্ হন; যাঁহারা অসংখ্য লোকের ভোজনদাতা, ধনদাতা ও রক্ষক; যাঁহারা যাচকদিগকে গো, অশ্ব, সুবর্ণ, যান, বাহন এবং বিবাহোচিত অলঙ্কার, বস্ত্র ও দাস দাসী প্রদান করিয়া থাকেন; যাঁহারা গোষ্ঠ, পান্থনিবাস, উদ্যান, কূপ, সভা, উদপান ও প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া দেন, যাঁহারা ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান করেন; যাঁহারা স্বয়ং রস, বীজ ও ধান্যাদি উৎপাদন পূর্ব্বক পাত্রসাৎ করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যে কোনরূপ কুলে হউক উৎপন্ন হইয়া বহু পুত্র ও শতায়ু হইয়া দয়াশীল ও শান্তস্বভাব হন, তাঁহারাই স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরলোকহিতকর

দৈব ও পৈত্র্যকার্য্য এবং পূর্ব্বতন ঋষি-নির্দ্দিষ্ট দান, ধর্ম্ম ও দানের বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ-বিনাশ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ কার্য্য করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি পরাশরসুত মহর্ষি ব্যাসকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং তিনি আমাকে যাহা উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। একদা আমি ব্যাসের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণবিনাশ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ কার্য্যপ্রভাবে ব্রহ্মহত্যাপাপ জন্মিতে পারে, আপনি তাহা যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করুন। আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি ব্যাস আমাকে কহিলেন, শান্তনু-তনয়! যে ব্যক্তি গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা-প্রদানার্থ স্বয়ং আহ্বান করিয়া ভিক্ষা-প্রদানোপযোগী দ্রব্য নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে; যে নির্ব্বোধ সাঙ্গবেদাধ্যায়ী উদাসীন ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ করে; যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত গোসমূহের সলিলপানের বিঘ্নসম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়; যে নরাধম অনভিজ্ঞতাদোষে শ্রুতি ও মহর্ষিপ্রণীত শাস্ত্র দূষিত করে; যে ব্যক্তি আপনার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যাকে অনুরূপ পাত্রের হস্তে সমর্পণে পরাঙ্মুখ হয়; যে অধর্ম্মপরায়ণ মূঢ় ব্রাহ্মণকে অকারণ মর্ম্মভেদী দুঃখ প্রদান করে; যে ব্যক্তি চক্ষুহীন জড় ও পঙ্গু ব্যক্তির সর্ব্বস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে নরাধম বন, আশ্রম, পুর ও গ্রামমধ্যে অগ্নি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই ব্রহ্ম-ঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! তীর্থদর্শন, তীর্থে স্নান ও তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ শ্রেয়ঃ-সাধন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এই পৃথিবীতে যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনি তৎসমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি অঙ্গিরাঃ তীর্থসমূহের বিষয় যেরূপ কহিয়া গিয়াছেন, তুমি অনন্যমনে তাহাই শ্রবণ কর, নিশ্চয়ই তোমার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ হইবে। একদা মহর্ষি গৌতম তপোধন অঙ্গিরার তপোবনে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! তীর্থসমুদায়ের পবিত্রতা-বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি তীর্থ সমুদায় পবিত্র কি না তাহা এবং যদি পবিত্র হয়, তাহা হইলে কোন্ তীর্থসমূহে স্নান করিলে পারলোকে কিরূপ শুভফল লাভ হয়, আপনি তাহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

অঙ্গিরাঃ কহিলেন, মহর্ষে! তীর্থসমুদায় পরম পবিত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। মনুষ্য উপবাস করিয়া তরঙ্গমালাসঙ্কুল চন্দ্রভাগা ও বিতস্তাতে সপ্তাহ অবগাহন করিলে পাপশূন্য ও মুনির ন্যায় পবিত্র হয়। কাশ্মীর দেশে যে সমস্ত নদ মহানদী সিন্ধুতে নিপতিত হইতেছে, সেই সমস্ত নদীতে অবগাহন করিলে সচ্চরিত্র হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। পুষ্কর, প্রভাস, নৈমিষ, সাগরোদক, দেবিকা, ইন্দ্রমার্গ ও স্বর্গবিন্দুতে অবগাহন করিলে মনুষ্য সুরলোক লাভ পূর্ব্বক অপ্সরোগণের স্তবে জাগরিত হয়। হিরণ্যবিন্দুতে অবগাহন ও পূত হইয়া উঁহাকে অভিবাদন এবং কুশেশয় ও দেবস্ত তীর্থে পর্য্যটন করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। মনুষ্য তিন রাত্রি উপবাস করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের সমীপস্থ ইন্দ্রতোয়া ও করতোয়া এবং কুরঙ্গতীর্থে অবগাহন করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভে সমর্থ হয়। গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, বিল্বক, নীলপর্ব্বত ও কনখলতীর্থে স্নান করিলে, নিষ্পাপ হইয়া সুরলোকে গমন করিতে পারা যায়। ব্রহ্মচারী, জিতক্রোধ, সত্যসন্ধ ও অহিংস্র হইয়া সলিলহ্রদ তীর্থে অবগাহন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে স্থানে ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরদিকে নিপতিত হইতেছেন, সেই স্থানের নাম মহাদেবের ত্রিস্থান, যিনি সেই ত্রিস্থানতীর্থে একমাস উপবাস করিয়া অবগাহন করেন, তিনি দেবগণের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হন, সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ ও ইন্দ্রমার্গে অবগাহন পূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করিলে স্বর্গ ভোগানন্তর পুনরায় জীবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া সুধার আস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায়। যে মনুষ্য অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও পবিত্র হইয়া এক মাস উপবাস পূর্ব্বক মহাশ্রম তীর্থে অবগাহন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। ভৃগুতুঙ্গ প্রদেশে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া মহাহ্রদ তীর্থে স্নান করিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বলাকা প্রদেশে কন্যাকূপে স্নান ও তর্পণ করিলে দেবগণমধ্যে যশ ও কীর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। দেবিকা, সুন্দরিকা হ্রদ ও অশ্বিনী তীর্থে অবগাহন করিলে পরলোকে অপূর্ব্ব রূপ ও তেজ লাভ হয়। মহাগঙ্গা ও কৃত্তিকাঙ্গারক তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক এক পক্ষ উপবাস করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিতে পারা যায়। কিঙ্কিনীকাশ্রম ও বৈমানিক তীর্থে অবগাহন করিলে কামচারী ও অপ্সরাদিগের দিব্য আলয়ে পূজিত হওয়া যায়। মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও জিতক্রোধ হইয়া তিন রাত্রি কালিকাশ্রম ও বিপাশা তীর্থে তর্পণ করিলে জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। কৃত্তিকাশ্রম তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ ও অর্চ্চনা দ্বারা মহাদেবের তুষ্টি সম্পাদন করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ করা যায়। মনুষ্য মহাপুর তীর্থে স্নান ও তিন রাত্রি উপবাস করিলে যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম জন্তুগণের ভয় হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। দেবদারুবন তীর্থে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া

তথায় সাত রাত্রি বাস করিলে দেবলোক লাভ হয়। শরস্তম্ব, কুশস্তম্ব ও দ্রোণশর্ম্ম-পদ তীর্থে নির্ঝরজলে স্নান করিলে, অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হওয়া যায়। চিত্রকূট, জনস্থান ও মন্দাকিনী তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক উপবাস করিলে রাজ-লক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। শ্যামাশ্রম তীর্থে গমন, অবস্থান ও স্নান করিয়া এক পক্ষ উপবাস করিলে দূরশ্রবণাদি গুণ লাভ হয়। কৌশিকী তীর্থে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া এক বিংশতি দিন বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিলে স্বর্গ-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। মতঙ্গরূপী অনা-লম্ব, অন্ধক ও সনাতন তীর্থে স্নান করিলে একরাত্রিমধ্যে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। নৈমিষ ও স্বর্গতীর্থে জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান ও এক মাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে নর-মেধের ফল লাভ হয়। গঙ্গাহ্রদ ও উৎপল-বন তীর্থে অবগাহন ও এক মাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হইয়া থাকে। গঙ্গাযমুনাসঙ্গম ও কালঞ্জরগিরি তীর্থে অবগাহন ও এক মাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে দশ অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। ষষ্টিহ্রদ তীর্থে স্নান করিলে অন্নদান অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রয়াগে মাঘী পূর্ণিমাতে তিন কোটি দশ সহস্র তীর্থের সমাগম হয়। যিনি সেই মাঘী পূর্ণিমাতে প্রয়াগে পবিত্র হইয়া স্নান করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। মরুদ্গণ ও পিতৃগণের আশ্রম এবং বিবস্বত তীর্থে স্নান করিলে তীর্থের ন্যায় পবিত্রতা লাভে সমর্থ হওয়া যায়। ব্রহ্মসর ও ভাগীরথী তীর্থে অবগাহন, পিতৃ-গণের তর্পণ ও তথায় এক মাস কাল উপ-বাস করিয়া অবস্থান করিলে চন্দ্রলোক লাভ হইয়া থাকে। উৎপাতক তীর্থে স্নান ও অষ্টাবক্র তীর্থে তর্পণ করিয়া দ্বাদশ দিন অনাহারে থাকিলে নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তিনবার ব্রহ্মহত্যা করিয়া অশ্মপৃষ্ঠ, গয়া, নিরবিন্দ পর্ব্বত ও ক্রৌঞ্চপদীতে গমন করিলে একেবারে ঐ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কালবিঙ্গ তীর্থে অবগাহন করিলে প্রায় কিছুই অবি-দিত থাকে না। অগ্নিপুরে স্নান করিলে, অগ্নিকন্যাপুরে অবস্থান করা যায়। করবীর-পুরে স্নান ও দেবহ্রদে স্নান এবং বিশালা তীর্থে তর্পণ ও স্নান করিতে পারিলে ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকে। আবর্ত্তনন্দা ও মহানন্দায় গমন করিলে অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নন্দনবনে পরম সুখ সম্ভোগ করিতে পারা যায়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে সমাহিত-চিত্তে উর্ব্বশী তীর্থে গমন ও নিয়মানুসারে লৌহিত্য তীর্থে স্নান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রামহ্রদে স্নান ও বিপাশা তীর্থে তর্পণ করিয়া দ্বাদশ দিন অনাহারে অবস্থান করিলে পাপের লেশ-মাত্রও থাকে না। অতি পবিত্র মনে মহা-হ্রদে স্নান করিয়া এক মাস অনাহারে অব-স্থান করিতে পারিলে জমদগ্নিতুল্য সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। দৃঢ়ব্রত ও হিংসাপরি-শূন্য হইয়া বিন্ধ্যাচলে শরীরকে একান্ত সন্তপ্ত করিয়া এক মাস তপস্যা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ হয়। নর্ম্মদা ও সূর্পা-

রক সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক এক পক্ষ উপবাসী থাকিলে, নরপতিবংশে জন্ম লাভ হয়। সমাহিতচিত্তে তিন মাস সংযত হইয়া জম্বুমার্গে গমন করিলে, এক দিবসের মধ্যেই সিদ্ধি লাভ হয়। কোকামুখে অবগাহন এবং চাণ্ডালিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক কৌপীনধারী ও শাক ভক্ষণ করিতে পারিলে দশটী কুমারী লাভ হইয়া থাকে। যিনি কুমারিকা হ্রদের উপকূলে অবস্থান করেন, তাঁহাকে আর শমনসদনে গমন করিতে হয় না; তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোক লাভ করেন। যিনি সমাহিত চিত্তে অমাবস্যাতে প্রভাস তীর্থে অবগাহন করেন, তাঁহার সিদ্ধি ও অমরত্ব লাভ হয়। উজ্জালক তীর্থ, আর্ষ্টিসেনের আশ্রম ও পিঙ্গর আশ্রমে স্নান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। যিনি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কুল্যা তীর্থে অবগাহন ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। পিণ্ডালক তীর্থে স্নান করিয়া একরাত্রি বাস করিলে, অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মারণ্য পরিশোভিত ব্রহ্মসরোবরে গমন করিয়া অবগাহন করেন, তিনি পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভে অধিকারী হন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক মাস মৈনাক পর্ব্বতের তীর্থে অবগাহন ও সন্ধ্যোপাসনা করিলে সর্ব্বমেধজন্য ফললাভ হইয়া থাকে। ভ্রূণঘ্ন ব্যক্তি শতযোজন হইতে কালোদক, নন্দিকুণ্ড ও উত্তর মানসে গমন করিতে পারিলে, ভ্রূণহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। একবার নন্দীশ্বরের মূর্ত্তি অবলোকন করিতে পারিলে আর পাপের লেশমাত্রও থাকে না। স্বর্গমার্গ তীর্থে অবগাহন করিলেই ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত হিমালয় পর্ব্বত অতি পবিত্র, সমুদায় রত্নের আকর, সিদ্ধ-চারণগণনিষেবিত ও ভগবান্ ভূতনাথের শ্বশুর। যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দেহ অতি অসার বিবেচনা করিয়া ঐ পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য মুনি ও দেবতাদিগের অর্চ্চনায় নিরত থাকিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনিই সিদ্ধি লাভ পূর্ব্বক অনায়াসে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। যিনি কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থস্থানে অবস্থান করেন, তাঁহার কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না। যে সকল তীর্থ নিতান্ত দুর্গম, তৎসমুদায় মনোমধ্যে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এই তীর্থ গমন অপেক্ষা পবিত্র কার্য্য ও স্বর্গফলপ্রদ আর কিছুই নাই। তীর্থযাত্রা-উপাখ্যান ব্রাহ্মণ, আত্মহিতকর সাধু, সুহৃৎ ও শিষ্যগণের নিকট কীর্ত্তন করা বিধেয়। এই তীর্থযাত্রাউপাখ্যান মহর্ষি কাশ্যপ অঙ্গিরার নিকট এবং অঙ্গিরা গৌতমের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান মহর্ষিগণের জপ্য, রহস্য ও পরম পবিত্র। লোকে ইহা প্রত্যহ জপ করিলে পবিত্রদেহ হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। যিনি এই অঙ্গিরাকীর্ত্তিত তীর্থযাত্রা উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট বংশে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক জাতিস্মর হন।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যৎকালে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, ব্রহ্মার ন্যায় ক্ষমাশীল, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত, সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, শরশয্যাশায়ী মহাত্মা ভীষ্মকে তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে কহেন, সেই সময় অত্রি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরাঃ, গৌতম, অগস্ত্য, সুমতি, বিশ্বামিত্র, স্থূলশিরাঃ, সম্বর্ত্ত, প্রমিতি, দম, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, ব্যাস, চ্যবন, কাশ্যপ, ধ্রুব, দুর্ব্বাসা, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, রৈভ্য, যবক্রীত, ত্রিত, স্থূলাক্ষ, শবলাক্ষ, কণ্ব, মেধাতিথি, কৃষা, নারদ, পর্ব্বত, সুধন্বা, একত, নিতম্ভু, ভুবন, ধৌম্য, শতানন্দ, অকৃতব্রণ, পরশুরাম ও কচ প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। মহর্ষিগণ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া মধুরবাক্যে মহাত্মা ভীষ্মকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। মহামতি ভীষ্ম তাঁহাদিগের মধুর বাক্য শ্রবণে আপনাকে স্বর্গস্থ জ্ঞান করিয়া যাহার পর নাই পুলকিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই মহাত্মা মহর্ষিগণ মহামতি ভীষ্মকে আমন্ত্রণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেও পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বারংবার স্তব ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাবে দিক্সমুদায় প্রকাশিত দেখিয়া পাণ্ডুতনয়দিগের মনঃ একবারে বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! কোন্ দেশ, কোন্ রাষ্ট্র, কোন্ আশ্রম, কোন্ নদী ও কোন্ পর্ব্বতকে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে শিলবৃত্তি ও সিদ্ধ এই দুই ব্রাহ্মণের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক সিদ্ধ মহর্ষি সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক শিলবৃত্তি ব্রাহ্মণের গৃহে সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা শিলবৃত্তি তাঁহাকে গৃহে সমাগত দেখিয়া বিধি পূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করিলেন। সিদ্ধ মহর্ষি তৎকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহার আবাসে পরম সুখে এক রাত্রি যাপন করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে মহাত্মা শিলবৃত্তি গাত্রোত্থান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া তত্ত্বদর্শী মহাত্মা সিদ্ধের নিকট সমাগত হইয়া তাঁহার সহিত বেদ ও উপনিষদের বিষয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা শিলবৃত্তি সিদ্ধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ দেশ, রাষ্ট্র, আশ্রম, পর্ব্বত ও নদীকে

পরম পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন সিদ্ধ শিলবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! ভাগীরথী গঙ্গা যে সমুদায় দেশ, রাজ্য, আশ্রম ও পর্ব্বতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তৎসমুদায়কেই পরম পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রাণিগণ ভগবতী ভাগীরথীর আরাধনা করিয়া যে গতি লাভ করিতে পারে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ ও দান দ্বারা তাহা লাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা গঙ্গাজলে অবগাহন করে, তাহাদিগকে কখনই স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না। গঙ্গাসলিল দ্বারা যাহাদিগের সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারা দেহান্তে অনন্তকাল স্বর্গসুখ অনুভব করে। যাহারা প্রথমে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ গঙ্গার আরাধনা করে, তাহাদিগের নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। ভাগীরথীর পবিত্র জলে স্নান করিলে যেরূপ পুণ্য লাভ হয়, শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও সেইরূপ পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তির যতগুলি অস্থি গঙ্গাজলে নিপাতিত হয়, সে তত সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারে। দিবাকর যেমন উদয়কালে গাঢ়তর অন্ধকার তিরোহিত করিয়া সুশোভিত হন, সেইরূপ মনুষ্য গঙ্গাসলিলপ্রভাবে পাপশূন্য হইয়া বিরাজিত হইয়া থাকে। যে প্রদেশে পবিত্র গঙ্গাজল প্রবাহিত না হয়, সেই প্রদেশ শশধরশূন্য বিভাবরী, পুষ্পহীন তরু, ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট বর্ণ ও আশ্রম, সোমরসপরিশূন্য যজ্ঞ, দিবাকরবিরহিত অন্তরীক্ষ, পর্ব্বতহীন পৃথিবী ও বায়ুশূন্য আকাশের ন্যায় নিতান্ত হতশ্রী হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। এই ত্রিলোকমধ্যস্থ সমুদায় প্রাণীই পবিত্র গঙ্গাসলিল দ্বারা তর্পিত হইলে, যাহার পর নাই তৃপ্তিলাভ করে। সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত গঙ্গাজল গোময়ান্তর্গত যাবক অপেক্ষা শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে। লোকে পবিত্রতাসম্পাদক সহস্র চান্দ্রায়ণব্রত অনুষ্ঠান করিলেও গঙ্গাসলিলপায়ীর তুল্য ফললাভে সমর্থ হয় কি না, সন্দেহ। অন্যত্র সহস্রযুগ একপদে দণ্ডায়মান থাকিলে যে ফললাভ হয়, গঙ্গাতে একমাস ঐরূপে অবস্থান করিলে তদপেক্ষা সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অযুতযুগ অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান থাকে, আর যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে ইচ্ছানুরূপ বাস করে, ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে গঙ্গাতীরবাসীই পূর্ব্বোক্ত কঠোর তপস্বী অপেক্ষা সমধিক ফলভাগী হয়, সন্দেহ নাই। যেমন তুলরাশি হুতাশনে নিক্ষেপ করিলে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ লোকে গঙ্গায় স্নান করিলে তাহার সমুদায় পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে সমস্ত মনুষ্য শোকদুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া আশ্রয়লাভের অভিলাষ করে, ভগবতী ভাগীরথীই তাহাদিগের পরম আশ্রয় হইয়া থাকেন। বিহগরাজ গরুড়কে দর্শন করিলে, ভুজঙ্গেরা যেমন বিষশূন্য হয়, সেইরূপ গঙ্গাদর্শন করিবামাত্রই মনুষ্যগণ পাপবিহীন হইয়া থাকে। যাহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক ও মর্য্যাদাশূন্য, একমাত্র গঙ্গাই তাহাদিগের মর্য্যাদা, আশ্রয় ও শুভ

কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। যে নরাধম বিবিধ পাপে বিলিপ্ত হইয়া নরকে পতনোন্মুখ হয়, সে ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই সমুদায় পাপবিমুক্ত হইয়া থাকে। যে মহাত্মা সতত ভাগীরথীর সেবা করেন, তিনি পরলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মহর্ষিদিগের সমকক্ষ হন। যাহারা বিনয়াচারহীন ও অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, তাহারাও ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সদাচারপরায়ণ হইতে পারে। সুরগণের অমৃত, পিতৃগণের স্বধা ও নাগদিগের সুধা যেরূপ প্রীতিকর, গঙ্গাজল মনুষ্যদিগের সেইরূপ প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। বালকেরা যেমন ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া মাতার উপাসনা করে, সেইরূপ মনুষ্যেরা শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া ভাগীরথীর আরাধনা করিয়া থাকে। ব্রহ্মলোক যেমন সকল লোক হইতে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্নানার্থীদিগের পক্ষে জাহ্নবী সমুদায় স্রোতস্বতী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পৃথিবী ও ধেনু যেমন দেবগন্ধর্ব্বাদির উপজীব্য, সেইরূপ গঙ্গা পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রাণীর উপজীবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। সুরগণ যেমন চন্দ্রসূর্য্যসংস্থিত অমৃত পান করেন, মনুষ্যেরা সেইরূপ গঙ্গাসলিল পান করিয়া থাকেন। জাহ্নবীর পুলিন হইতে বালুকা লইয়া কলেবরে লিপ্ত করিলে মনুষ্য দেবতার ন্যায় হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। মস্তকে গঙ্গামৃত্তিকা ধারণ করিলে সুনির্ম্মল সূর্য্যের ন্যায় রূপ হয়। বায়ু গঙ্গাসলিলসংযুক্ত হইয়া যাহাকে স্পর্শ করে, সে অচিরাৎ সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। মানবগণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়াও যদি গঙ্গাদর্শন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের সমুদায় দুঃখ দূরীভূত হইয়া যায়। ভাগীরথী হংস ও কোকপ্রভৃতি বিহঙ্গমগণের গীত শব্দে গন্ধর্ব্বদিগকে এবং স্বীয় উত্তুঙ্গ তীরভূমি দ্বারা পর্ব্বতসমুদায়কে পরাস্ত করিয়াছেন। হংসাদি বিবিধ বিহঙ্গমাকীর্ণ গোকুলপরিপূর্ণ গঙ্গাকে অবলোকন করিলে স্বর্গভূমি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয়। গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া যাদৃশ প্রীতি লাভ হয়, স্বর্গলোকে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ সুখভোগ করিলেও তাদৃশ প্রীতি লাভের সম্ভাবনা নাই। মানবগণ কায়মনোবাক্যে পাপাচরণ করিয়াও একবার গঙ্গাসন্দর্শন করিলেই পবিত্রতা লাভে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। মনুষ্য গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজলস্পর্শন ও গঙ্গায় অবগাহন করিলে তাহার ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পুরুষের সদ্গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ, গঙ্গাদর্শনাভিলাষ, গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাসলিলস্পর্শ, গঙ্গাজলপান ও গঙ্গাসলিলে অবগাহন করে, ভগবতী ভাগীরথী তাহার উভয়কুল পবিত্র করেন। গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজলস্পর্শ ও গঙ্গার নাম কীর্ত্তন করিয়া শত শত পাপাত্মা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতেছে। যিনি স্বীয় জন্ম, জীবন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন সার্থক করিতে বাসনা করেন, গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গাতীরে গমন করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়; পুত্র, ধন ও যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা

তাদৃশ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা সমর্থ হইয়াও মঙ্গলদায়িনী পবিত্রতোয়া জাহ্নবীকে অবলোকন না করে, পঙ্গু, মৃত, জন্মান্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত তাহাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহাকে উপাসনা করেন, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতী ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমবাসীরা যাঁহাকে আশ্রয় করেন, সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করা সমুদায় ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে মনোমধ্যে ভাগীরথীকে চিন্তা করে, তাহার নিশ্চয়ই পরম গতি লাভ হয়। গঙ্গার উপাসনা করিলে যাবজ্জীবন ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু, রাজা ও পাপ হইতে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। পুণ্যদায়িনী গঙ্গা গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইলে, ভগবান্ ভূতভাবন তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। দেবগণ সতত তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। ত্রিপথগামিনী ভাগীরথীর দ্বারা ত্রিলোক সমলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। যিনি সেই গঙ্গার সলিল সেবা করেন, তিনি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হন। যেমন দেবগণের মধ্যে সূর্য্য, পিতৃগণের মধ্যে চন্দ্র ও মনুষ্যদিগের মধ্যে রাজা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমুদায় নদীর মধ্যে গঙ্গাই উৎকৃষ্ট। গঙ্গাবিহীন হইলে মানবদিগের যেরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও ধননাশ হইলেও তাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হয় না। গঙ্গাদর্শন করিলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। অরণ্য সন্দর্শন এবং অভিলষিত বিষয়, পুত্র ও ধনলাভ হইলেও গঙ্গাদর্শনের তুল্য প্রীতিলাভ হয় না। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নয়নপ্রীতিকর। যিনি গঙ্গার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ত তাঁহার অনুগত হন, গঙ্গা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কি ভূচর, কি খেচর, কি দেবতা, কি অন্যান্য প্রাণী গঙ্গাসলিলে অবগাহন করা সকলেরই প্রধান কার্য্য। গঙ্গা ভস্মীভূত সগরসন্ততিসমুদায়কে পবিত্র করিয়া স্বর্গে নীত করিয়াছেন বলিয়া উঁহার যশঃসৌরভে বিশ্বসংসার পরিপূর্ণ হইয়াছে। যাহাদিগের কলেবর ভাগীরথীর পবনোদ্ধূত বেগবান্ পবিত্র তরঙ্গে অভিষিক্ত হয়, তাহারা সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হইয়া থাকে, যে মহাত্মারা সমৃদ্ধিদায়িনী দুরবগাহা বেগবতী গঙ্গাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই দেবগণের সারূপ্য লাভ হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবতা, মহর্ষি ও অন্যান্য মনুষ্যগণনিষেবিত বিশ্বরূপা সুরধুনী অন্ধ, জড় ও দরিদ্রদিগের সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। যে পুণ্যাত্মারা অন্নপ্রদা, কর্ম্মফলদায়িনী, ত্রিলোকপাবনী ত্রিপথগার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইয়াছে। যাঁহারা গঙ্গাতীর আশ্রয়, গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাজল পান করেন, দেবগণ তাঁহাদিগকে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা পতিতোদ্ধারিণী, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, বিষ্ণুমাতা, ভগবতী ভাগীরথীর তীরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। যাঁহারা

খ্যাতি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, পাতালতল ও সমুদায় দিগ্‌বিদিক পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, মানবগণ সেই গঙ্গার জল সেবন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বয়ং গঙ্গাদর্শন করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে গঙ্গাদর্শন করান, কার্ত্তিকেয়-জননী, সুবর্ণগর্ভা, ধর্ম্মার্থকামপ্রদা ভাগীরথী তাঁহাদিগকে মোক্ষপদ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রতিনিয়ত গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই ত্রিবর্গ লাভ হয়। পৃথিবী ও আকাশের অলঙ্কারস্বরূপা, হিমালয়দুহিতা, শিবগেহিনী গঙ্গা ত্রিলোক পবিত্র করিয়াছেন। তরঙ্গমালা সমলঙ্কৃত বিশ্বদর্শিনী ভাগীরথী প্রথমে স্বর্গ হইতে দেবাদিদেব মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হইয়া তৎপরে হিমালয়ে ও পরিশেষে হিমালয় হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহারা জাহ্নবীজলে অবগাহন করেন, বিশ্বত্রাণকারিণী নির্ম্মলতোয়া জাহ্নবী তাঁহাদিগের পথস্বরূপ হন। যিনি ক্ষমা, ধারণ ও রক্ষণবিষয়ে পৃথিবীর তুল্য, যাঁহার তেজঃ সূর্য্য ও অনলের ন্যায়, ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর সেই জহ্নুতনয়ার উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা মনে মনেও বিষ্ণুপাদসম্ভূতা, মহর্ষিগণপূজ্যা, পতিতপাবনী গঙ্গার শরণাপন্ন হন, তাঁহাদিগেরও ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। ভাগীরথী জননীর ন্যায় লোকসমুদায়কে ইষ্টগতি প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব মোক্ষলাভার্থী মহাত্মাদিগের পক্ষে গঙ্গার উপাসনাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত বিশ্বভোগপ্রদা, জগন্মাতা, ভগবতী ভাগীরথীকে আশ্রয় করিবেন। মহাত্মা ভগীরথ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া ভগবতী জাহ্নবীকে পৃথিবীতে সমানীত করিয়াছেন, মানবগণ নিরন্তর সেই ভাগীরথীর শরণাপন্ন হইলে উভয়লোকে নির্ভয়ে কালহরণ করিতে পারে।

এই আমি তোমার নিকট স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যানুসারে ভাগীরথীর গুণের কিয়দংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম। মাদৃশ ব্যক্তি কখনই গঙ্গার গুণসমুদায় পরিমাণ ও কীর্ত্তন করিতে পারে না। যদিও সুমেরুর রত্নসমুদায় ও সমুদ্রের অগাধ জলরাশির পরিমাণ করা যায়, তথাপি গঙ্গাজলের গুণসমুদায় পরিমাণ করা যায় না; অতএব ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর কায়মনোবাক্যে জাহ্নবীর এই সমুদায় গুণের সমাদর করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি ভগবতী ভাগীরথীর আরাধনা করিলে, ত্রিলোকে স্বীয় যশঃ বিস্তৃত করিয়া অচিরাৎ পরম সিদ্ধি লাভ পূর্ব্বক অভীষ্ট লোকে গমন করিতে পারিবে। ভক্তবৎসলা ভাগীরথী ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব প্রার্থনা করি, তোমার ও আমার বুদ্ধি যেন গঙ্গাদর্শনমাত্রেই প্রসন্ন ও ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! মহামতি সিদ্ধ মহাত্মা শিলবৃত্তির নিকট এইরূপে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্বর্গমার্গে অধিরূঢ় হইলেন। মহাত্মা শিলবৃত্তিও ঐ মহাপুরুষের উপ-

দেশানুসারে যথাবিধি গঙ্গার আরাধনা করিয়া অচিরাৎ দুর্লভ গতি লাভ করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও ভক্তিপরায়ণ হইয়া জহ্নুকন্যার উপাসনা করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীষ্মের মুখে এইরূপ গঙ্গামাহাত্ম্যযুক্ত অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন। যে ব্যক্তি এই গঙ্গাস্তব সংবলিত পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! আপনি বৃদ্ধ এবং প্রজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান, সচ্চরিত্র ও বিবিধ সদ্গুণসম্পন্ন। এই নিমিত্ত আমি আপনাকে ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কাহারই নিকট ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্ন করা যায় না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন্ কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হয়? তপস্যা, সৎকার্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই কয়েকটীর মধ্যে কোন্‌টী ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভের উপযোগী, তাহা আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীব বারংবার জন্মমৃত্যু লাভ ও বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই স্থলে আমি মতঙ্গ গর্দ্দভীসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রের নাম মতঙ্গ। মতঙ্গ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে আপনার ঔরসজাত বিবেচনা করিয়া উহার জাতকর্ম্মাদি সমুদায় অনুষ্ঠান করেন। একদা ঐ ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি দেবগণের উদ্দেশে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব; তুমি অবিলম্বে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ কর। মতঙ্গ ব্রাহ্মণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র বেগগামী গর্দ্দভশিশুযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণার্থ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, রথযোজিত গর্দ্দভশিশু সেই দিকে গমন না করিয়া স্বীয় জননীর অভিমুখেই গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মতঙ্গ রোষাবিষ্ট হইয়া বারংবার উহার নাসিকায় কষাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন পুত্রবৎসলা গর্দ্দভী পুত্রের নাসায় অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া করুণভাবে তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি দুঃখিত হইও না। এক্ষণে এক চণ্ডাল তোমাকে সঞ্চালিত করিতেছে। ব্রাহ্মণ কদাচ এইরূপ নিষ্ঠুরস্বভাব হন না। ব্রাহ্মণ জগতের মিত্র। তিনি সকল ভূতের

আচার্য্য ও শাসনকর্ত্তা; এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে কি তোমাকে এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে পারিত? এই দুরাত্মা অতিশয় পাপস্বভাব, শিশুর প্রতি উহার কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইতেছে না। এই নির্দ্দয় যেমন ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুরূপ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার জাতিসুলভ অসৎভাব ইহাকে তোমার প্রতি সদ্ভাবপ্রদর্শনে একান্ত পরাঙ্মুখ করিতেছে।

গর্দ্দভী এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মতঙ্গ তাহা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে রথ হইতে অবরোহণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! আমার জননী যেরূপে দূষিত হইয়াছেন, আমি যে নিমিত্ত চাণ্ডাল হইয়াছি এবং যে কারণে আমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়াছে, তুমি তৎসমুদায় অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

তখন গর্দ্দভী কহিল, তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাপিতের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। এই নিমিত্ত তোমার ব্রাহ্মণত্ব তিরোহিত হইয়াছে ও তুমি চাণ্ডাল হইয়াছ।

মতঙ্গ গর্দ্দভীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণের অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচিরাৎ গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণরূপ গুরুতর কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তুমি তাহা সুসিদ্ধ না করিয়া কি নিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তোমার কোন অমঙ্গল হয় নাই ত?

তখন মতঙ্গ কহিলেন, পিতঃ! যে ব্যক্তি চাণ্ডালজাতি বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার আর মঙ্গল কি? যাহার জননী দুঃশীলা, সে কিরূপে কুশলী হইবে? সেই গর্দ্দভী কহিতেছে যে, তুমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। ইহার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। অতএব আমি এক্ষণে ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিব। মতঙ্গ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের অভিলাষে যত্নসহকারে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ তাঁহার সেই দুষ্কর তপস্যা দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যে সুররাজ ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র তথায় আগমন পূর্ব্বক তপস্বী মতঙ্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মতঙ্গ! তুমি বিবিধ পার্থিব ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করিতেছ? এক্ষণে আমি তোমাকে বরপ্রদান করিতে আসিয়াছি; তুমি আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। মতঙ্গ কহিলেন, ভগবন্! আমি ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত এই তপোনুষ্ঠান করিতেছি। ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন অন্য কোন বরই প্রার্থনা করি না। ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলেই আমি গৃহে প্রতিগমন করিব। তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র

মতঙ্গের সেই অসঙ্গত প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মতঙ্গ! তুমি যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, উহা নিতান্ত দুর্লভ। তুমি এই অসুলভ বিষয় লাভের চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তপস্যা দ্বারা কোন ক্রমেই উহা অধিকার করা যাইতে পারে না। অতএব তুমি অবিলম্বে এই দুরাশা পরিত্যাগ কর। ত্রিলোকমধ্যে যাহা পরম পবিত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে, তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে তাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে?

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলে, ব্রতধারী মতঙ্গ তাঁহার বাক্যে তপস্যায় বিরত না হইয়া, এক শত বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন পুরন্দর পুনরায় তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! ব্রহ্মণ্য নিতান্ত দুর্লভ। তুমি উহা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই কালকবলে নিপাতিত হইবে। তথাপি আমি তোমাকে বারংবার নিষেধ করিতেছি, তুমি ব্রহ্মণ্য লাভের বাসনা করিও না। তুমি সহস্র চেষ্টা করিলেও কোন ক্রমেই উহা লাভ করিতে পারিবে না। জীব তীর্য্যক্‌যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমত পুক্কশ বা চাণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হইয়া সহস্র বৎসর সেই নিকৃষ্টযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শূদ্রতা লাভ করে। তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাহার বৈশ্যতা; বৈশ্যতা লাভের পর এক লক্ষ অশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্ষত্রিয়ত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের পর এক শত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশত ষোড়শ কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণের কুলে, তৎপরে চতুঃষষ্টি সহস্র অষ্ট শত কোটি বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রীসেবী ব্রাহ্মণবংশে এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুই শত ঊনষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রিয় গৃহে জন্মপরিগ্রহ করে। ঐ শ্রোত্রিয়বংশে পরিভ্রমণের সময় হর্ষ, শোক, কাম, দ্বেষ, অভিমান ও বৃথা বাগ্বিতণ্ডা তাহাকে আক্রমণ করে। ঐ সময় যদি সে হর্ষশোকাদি শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সদ্গতি লাভ হয়; আর যদি সে ঐ সকল শত্রুর বশীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার এককালে অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। হে মতঙ্গ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট যে কথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্য অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ্যলাভের লোভ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলেও মতঙ্গ তপস্যায় নিরত না হইয়া

সংযতচিত্তে পুনরায় সহস্র বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। অনন্তর সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে, বৃত্রাসুরনিপাতী পুরন্দর পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমুদায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক মতঙ্গকে তপোনুষ্ঠানে নিষেধ করিলেন।

তখন মতঙ্গ কহিলেন, হে পুরন্দর! আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে সহস্র বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান রহিয়াছি; তথাপি কি নিমিত্ত আমার ব্রাহ্মণ্য লাভ হইতেছে না?

দেবরাজ কহিলেন, বৎস! তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; অতএব কোনরূপেই ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আর তোমার বৃথা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি অন্য অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন মতঙ্গ ইন্দ্রবাক্য শ্রবণে একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া গয়াতীর্থে গমন পূর্ব্বক এক বৎসর অঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐরূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করাতে তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট ও শিরা সমুদায়ে পরিব্যাপ্ত হইল। অনন্তর একদা তিনি সেই ঘোরতর নিয়মানুষ্ঠান করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বভূতহিতৈষী বরদাতা বাসব তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণত্ব লাভ তোমার পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে, ফলতঃ ব্রাহ্মণ্য লাভ নিতান্ত সুকঠিন; উহার লাভচেষ্টা করিলে অশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ব্রাহ্মণকে পূজা না করিলে অশেষ দুঃখ এবং পূজা করিলে বিবিধ সুখ লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সমুদায় প্রাণীর মঙ্গলদাতা। ব্রাহ্মণ হইতেই দেবতা ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। ব্রাহ্মণগণ যখন যাহা বাসনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারেন। জীব পর্য্যায়ক্রমে বহুতর যোনি পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণ্য লাভ করে। অতএব তুমি সেই দুর্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা কর। কখনই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে না।

মতঙ্গ কহিলেন, দেবেন্দ্র! আপনি আর কি নিমিত্ত আমাকে তিরস্কার করিয়া পীড়িতপীড়ন ও মৃতক মুক্তির উপর প্রহার করিতেছেন। আমি তপোবলে ব্রাহ্মণ্যলাভের উপযুক্ত হইলেও আপনি কি নিমিত্ত আমাকে উহা প্রদান করিতেছেন না। অনেকে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও নিয়মিত রূপে তাহা প্রতিপালন করিতেছে না। যাহারা দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তাহা প্রতিপালন না করে, তাহারা নিতান্ত পাপাত্মা ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধম। কিন্তু জনসমাজে তাদৃশ ব্যক্তিগণ ত ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব যখন অনেকে অহিংসা শমদমাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরি-

গর্হিত হইতেছে, তখন আমি আত্মারাম, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ, অহিংসাদি ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও কি নিমিত্ত ব্রহ্মণ্য লাভে বঞ্চিত হইব? হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! আমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কেবল একমাত্র মাতৃদোষে এতাদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। যখন আমি এতাদৃশ যত্নবান্ হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভে অসমর্থ হইলাম, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে পুরুষকারপ্রভাবে দৈবকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, অতঃপর অগত্যা আমাকে ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহবুদ্ধি হইয়া থাকে, অথবা আমার যদি কিছুমাত্র সুকৃত থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে অন্য অভিলষিত বর প্রদান করুন।

মহাত্মা মতঙ্গ এই কথা কহিবামাত্র বৃত্রাসুরনিপাতী সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন মতঙ্গ কহিলেন, দেবরাজ! আমি যেন আপনার বরপ্রভাবে কামচারী ও কামরূপী বিহঙ্গম হই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদায় বর্ণই যেন আমার পূজা করে এবং আমার কীর্ত্তি যেন অক্ষয় হয়। তখন ইন্দ্র মতঙ্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ছন্দোদেব নামে বিখ্যাত হইয়া কামিনীগণের পূজ্য হইবে এবং ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না।

হে ধর্ম্মরাজ! ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র মতঙ্গকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। মহাত্মা মতঙ্গও অচিরাৎ প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন। অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমার নিকট এই মহৎ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ্যের দুর্লভত্ব প্রতিপাদন করিলেন। কিন্তু আমি শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয়জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যে কারণে ব্রহ্মণ্য লাভ হইয়াছিল, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে মহাত্মা বীতহব্য কিরূপে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহারাজ বীতহব্য যেরূপে লোকসৎকৃত দুর্লভ ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে প্রজাপালননিরত মনুর ঔরসে শর্য্যাতি নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শর্য্যাতির বংশে মহারাজ বৎসের জন্ম হয়। তিনি হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামে দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন। লোকে সেই হৈহয়কেই বীতহব্য নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। মহারাজ বীতহব্য দশ স্ত্রীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত বুদ্ধিবিশারদ এক শত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ রাজপুত্রগণ সকলেই বেদজ্ঞ ও ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ ছিলেন।

ঐ সময় বারাণসীতে হর্য্যশ্ব নামে এক বিখ্যাত ভূপতি ছিলেন। মহারাজ বীতহব্যের মহাবলপরাক্রান্ত পুত্রগণ গঙ্গাযমুনার মধ্যভাগে তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার প্রাণসংহার পূর্ব্বক অকুতোভয়ে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। হর্য্যশ্ব নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ মহাত্মা সুদেব কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের পুত্রগণ পুনর্ব্বার তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকেও সংহার পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে সুদেবসন্তান মহাত্মা দিবোদাস সেই গঙ্গার উত্তর ও গোমতী নদীর দক্ষিণ কূলে সংস্থাপিত বর্ণচতুষ্টয়সমাকীর্ণ অমরাবতীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালিনী বারাণসীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, পরাক্রান্ত শত্রুদিগের ভয়ে ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে স্বীয় রাজধানী সুদৃঢ় ও সমধিক শোভাসম্পন্ন করিলেন। তখন বীতহব্যের পুত্রগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থী হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ দিবোদাসও সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সহস্র বৎসর তাঁহাদিগের সহিত দেবাসুরসংগ্রামসদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে হতবাহন, হতযোগ ও ক্ষীণকোষ হইয়া নিতান্ত দৈন্যদশায় নিপতিত হইতে হইল। তখন তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক মহর্ষি ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। বৃহস্পতিতনয় মহাত্মা ভরদ্বাজ কাশিরাজ দিবোদাসকে আশ্রমে সমাগত দেখিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি কি নিমিত্ত এস্থানে উপস্থিত হইলে, তাহা বিশেষ রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আমি অবশ্যই তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব।

দিবোদাস কহিলেন, ভগবন্! বীতহব্যের আত্মজেরা রণস্থলে আমার বংশনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি একাকী বংশবিনাশশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি শিষ্যস্নেহনিবন্ধন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। সেই পাপাত্মারা আমার বংশে আমা ভিন্ন আর কাহাকেও অবশিষ্ট রাখে নাই। তখন প্রবলপ্রতাপ মহাভাগ ভরদ্বাজ দিবোদাসের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি এক্ষণে আর ভীত হইও না। আমি তোমার পুত্রলাভের নিমিত্ত এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। তুমি সেই পুত্রের বলবীর্য্যপ্রভাবে বীতহব্যের বংশধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে। মহর্ষি ভরদ্বাজ এই বলিয়া দিবোদাসকে বিদায় করিয়া, তাঁহার পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞপ্রভাবে মহীপাল দিবোদাসের প্রতর্দ্দন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। প্রতর্দ্দন জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইলেন এবং সমগ্র বেদ ও ধনুর্ব্বেদ আয়ত্ত করিলেন। অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে যোগে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই যোগ

প্রভাবে প্রতর্দ্দনের দেহে ত্রিলোকমধ্যস্থ সমস্ত তেজঃ প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি সুরর্ষি ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর সেই মহাবলপরাক্রান্ত দিবোদাস-তনয় শরাসন, খড়্গ, চর্ম্ম ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পিতার নিকট গমন করিলেন। সুদেবতনয় দিবোদাস স্বীয় পুত্র প্রতর্দ্দনকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বীতহব্যের আত্মজেরা যে তাঁহার শরনিকরে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তদ্বিষয়ে এককালে নিঃসংশয় হইয়া পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে মহীপাল দিবোদাস যুবরাজ প্রতর্দ্দনকে বীতহব্যের আত্মজগণের বিনাশসাধনার্থ অনুমতি করিলেন। প্রতর্দ্দন পিতৃআজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক গঙ্গাপার হইয়া বীতহব্যের নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের আত্মজগণ প্রতর্দ্দনের রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া, নগরাকার রথসমুদায়ে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রতর্দ্দনের সন্নিহিত হইয়া জলধর যেমন হিমাচলের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত প্রতর্দ্দন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক বীতহব্যতনয়গণের নিক্ষিপ্ত শরসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া, অচিরাৎ বজ্রানলসন্নিভ শরসমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক ছেদন করিলেন। বীতহব্যের আত্মজগণ প্রতর্দ্দননিক্ষিপ্ত শরনিকরে ছিন্নমস্তক হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে কুঠারকর্ত্তিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত হইলেন।

অনন্তর মহারাজ বীতহব্য পুত্রগণকে সমর শয্যায় শয়ন দেখিয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি ভৃগুও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। মহারাজ বীতহব্য রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে, দিবোদাসতনয় প্রতর্দ্দন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন। তিনি বীতহব্যের গমনের অনতিবিলম্বেই মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, মহাত্মা ভৃগুর শিষ্যগণমধ্যে এই আশ্রমে কে উপস্থিত আছেন, তিনি অবিলম্বে মহর্ষিকে আমার আগমনসংবাদ প্রদান করুন। আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। মহাবীর দিবোদাসতনয় উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু তৎক্ষণাৎ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বিধানানুসারে সৎকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব? তখন প্রতর্দ্দন কহিলেন, ভগবন্! আপনার আশ্রমে বীতহব্য অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করুন। তাঁহার আত্মজগণ আমার বংশ বিলুপ্ত

এবং আমার কাশীরাজ্য ও সমুদায় ধনরত্ন উচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমি বীতহব্যের সেই বলমদমত্ত শত পুত্র বিনাশ করিয়াছি, এক্ষণে তাহাকে বিনাশ করিলেই পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি ভৃগু বীতহব্যের প্রতি একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া প্রতর্দ্দনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার এই আশ্রমমধ্যে কেহই ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই ব্রাহ্মণ। মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে, প্রতর্দ্দন তাঁহার পাদবন্দন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে কহিলেন, ভগবন্! সেই দুরাত্মা বীতহব্য ক্ষত্রিয়; সে এক্ষণে ভীত হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করাতে, আপনি তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব তিরোহিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রখ্যাপন করিতেছেন, সুতরাং আমারই বলবীর্য্যপ্রভাবে সে জাতিচ্যুত হইল। আমি ইহা দ্বারাই আপনাকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিতেছি। এক্ষণে আপনি আমার শুভানুধ্যান ও গমনে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজ প্রতর্দ্দন এইরূপে উরগ যেমন মনুষ্যের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বীতহব্যের প্রতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মহর্ষি ভৃগুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ বীতহব্যও ভৃগুর বাক্যপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে মহারাজ বীতহব্য মহর্ষি ভৃগুর বাঙ্নিষ্পত্তিমাত্রেই ব্রহ্মষিত্ব ও ব্রহ্মবাদিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃৎসমদ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাত্মা গৃৎসমদের রূপ অবিকল ইন্দ্রের ন্যায় ছিল। একদা দৈত্যগণ উঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বোধ করিয়া একান্ত নিপীড়িত করে। ঋগ্বেদমধ্যে উঁহার গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা উঁহার সবিশেষ শ্লাঘা করিয়া থাকেন। তাঁহার সুচেতাঃ নামে এক পুত্র জন্মে। সুচেতার পুত্র বর্চ্চা। বর্চ্চার পুত্র বিহব্য। বিহব্যের পুত্র বিতত্য। বিতত্যের পুত্র সত্য। সত্যের পুত্র সন্ত। সন্তের পুত্র শ্রবা। শ্রবার পুত্র তম। তমের পুত্র প্রকাশ। প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র। বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমতি। প্রমতি ঘৃতাচীর গর্ভে রুরু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে শুনকের জন্ম হয়। মহাত্মা শৌনক সেই শুনকের পুত্র। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এইরূপে মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও মহর্ষি ভৃগুর অনুগ্রহে সবংশে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট বীতহব্যের বংশপরম্পরা ও তাঁহার ব্রাহ্মণত্বলাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ কর।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই ত্রিলোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি পূজ্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে নারদ বাসুদেবসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ

কর। একদা মহাত্মা কেশব নারদকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতে দেখিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ভক্তিপূর্ব্বক কাহাকে নমস্কার করিতেছেন? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে উহা কীর্ত্তন করুন।

নারদ কহিলেন, কেশব! আমি যাঁহাদিগকে পূজা করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে তোমার তুল্য শ্রোতা আর কেহই নাই। যাঁহারা বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, পর্ব্বত, অগ্নি, মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, চন্দ্র, জল, পৃথিবী ও সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদপারদর্শী ও বেদপরায়ণ, যাঁহারা আত্মশ্লাঘাবিহীন, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও ক্ষমাশীল হইয়া অনাহারে দেবকার্য্য সাধন করেন, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক শস্য, ধন, গাভী ও ভূমি প্রভৃতি দ্রব্যসমুদায় বিপ্রসাৎ করিয়া থাকেন, যাঁহারা বনমধ্যে ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক সঞ্চয়পরাঙ্মুখ হইয়া তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা ভৃত্যভরণনিরত ও অতিথিসেবাপরায়ণ হইয়া দেবতার অবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করেন, যাঁহারা নিয়মিত রূপে বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যাজন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, যাঁহারা সমুদায় ভূতের প্রতি দয়া প্রকাশ ও মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করেন, যাঁহারা অসূয়াশূন্য হইয়া একান্ত মনে বেদপাঠ করিয়া আচার্য্যকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হন, যাঁহারা ব্রতধারী, ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও হব্যকব্যের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, যাঁহারা মমতা, প্রয়োজন ও প্রতিদ্বন্দ্বপরিশূন্য হইয়া নিয়ত দিগম্বরবেশে অবস্থান করেন, যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, অহিংসাব্রত ও শমদমাদিগুণে বিভূষিত, যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া কপোতের ন্যায় সঞ্চয়পরাঙ্মুখ হন এবং দেবতা ও অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকেন, যে শিষ্টাচার সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ত্রিবর্গ ক্রমশ ক্ষীণ না হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও লোভপরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা বায়ু ভক্ষণ, সলিল পান ও যজ্ঞশেষ ভোজন করিয়া বিবিধ ব্রতপালনে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা দারপরিগ্রহ করেন না, যাঁহারা অগ্নিহোত্রব্রত পালন করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদের একমাত্র আধার এবং সমুদায় ভূত যাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই সমুদায় ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিতেছি। আমি প্রতিনিয়ত উঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া থাকি। উঁহারা সকলেই সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ ও সমুদায় লোকের অজ্ঞানান্ধকারনাশক। অতএব তুমিও প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর। ব্রাহ্মণগণ পূজিত হইলে উভয় লোকেই সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাদিগকে পূজা করিলে, তাঁহারা তোমাকে নিশ্চয়ই সুখ প্রদান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি সতত গো, ব্রাহ্মণ, সত্য ও অতিথিসেবায় একান্ত অনুরক্ত, যাঁহারা শান্তিগুণাবলম্বী, ঈর্ষাপরিশূন্য, বেদাধ্যয়ননিরত, যাঁহারা

শ্রদ্ধান্বিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া একমাত্র বেদ অবলম্বন পূর্ব্বক দেবগণকে নমস্কার করেন, যাঁহারা ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার পূর্ব্বক দানে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা কৌমার ব্রহ্মচারী হইয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন, যাঁহারা দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ ও পিতৃগণকে যথা নিয়মে ভোজ্য বস্তু প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা যথানিয়মে সোমযজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন এবং যাঁহারা তোমার ন্যায় পিতা, মাতা ও গুরুজনের প্রতি সতত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা অনায়াসে সমুদায় আপদ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকে এই কথা কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। এক্ষণে তুমিও তদনুসারে দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ ও অতিথিদিগকে পূজা কর, তাহা হইলে অনায়াসে সদ্গতিলাভে সমর্থ হইবে।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণী শরণাপন্ন হইলে, যাঁহারা তাহাদিগকে রক্ষা করেন, তাহাদিগের কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক প্রিয়দর্শন কপোত এক শ্যেনপক্ষী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, ভয়ব্যাকুলমানসে নভোমণ্ডল হইতে মহাত্মা শিবিরাজের ক্রোড়ে নিপতিত ও শরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন বিশুদ্ধস্বভাব মহারাজ শিবি সেই নীলোৎপলসদৃশ শ্যামবর্ণ প্রিয়দর্শন কপোতকে প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বিহঙ্গম! তোমার ভয় নাই, তুমি কোথায় কি করিয়াছ এবং কাহার ভয়েই বা এরূপ ভীত ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর। ঐ দেখ, রক্ষাধ্যক্ষ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে কেহই তোমাকে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি বিশ্বস্ত ও ভয়বিহীন হও। আমি তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমুদায় কাশিরাজ্য ও জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি।

মহারাজ শিবি কপোতকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমন সময় সেই শ্যেনপক্ষী তথায় সমুপস্থিত হইয়া নরপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! এই মৃতকল্প কপোত আমার ভক্ষ্য। আমি বহু যত্নে ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব ইহাকে রক্ষা করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই কপোতের মাংস, রুধির, মজ্জা ও মেদ দ্বারা আমার বিলক্ষণ তৃপ্তিলাভ হইবে। অতএব আপনি আমার আহারের ব্যাঘাত করিবেন না। আমি

ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই কপোতকে পরিত্যাগ করুন। আমি ইহার অনুসরণ পূর্ব্বক পক্ষ ও নখর দ্বারা ইহাকে ক্ষতবিক্ষত ও মৃতপ্রায় করিয়াছি। ঐ দেখুন, ইহার কেবল এক এক বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বিনির্গত হইতেছে, এক্ষণে ইহাকে রক্ষা করা আপনার কখনই উচিত নহে। আপনি স্বীয় অধিকারস্থ মানবগণেরই প্রভু; তৃষার্ত্ত খেচরদিগের প্রতি আপনার প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা নাই; শত্রু, ভৃত্য, স্বজন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে দমন ও ব্যবহারবিষয়ে ক্ষমতা প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু আকাশচারী বিহগকুলের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করা আপনার কখনই বিধেয় নহে। আমি আপনার শত্রু নহি, তথাচ যদি আপনি আমাকে আমার ভক্ষ্য প্রদান না করেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপনাকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে।

শ্যেনপক্ষী এই কথা কহিলে, মহারাজ শিবি তাহার বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, মনে মনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, বিহঙ্গম! আজি আমি তোমাকে বৃষ, বরাহ, মৃগ বা মহিষের মাংস প্রদান করিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা ক্ষুধা শান্তি কর। আমি কখনই শরণাগত-প্রতিপালনরূপ মহাব্রত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এই দেখ, কপোত কোন মতেই আমার ক্রোড় পরিত্যাগ করিতেছে না।

তখন শ্যেন কহিল, মহারাজ! আমি বৃষ, বরাহ ও অন্যান্য জন্তু ভোজন করি না। সুতরাং ঐ সকল জন্তুর মাংসে আমার প্রয়োজন কি? দেবগণ কপোতদিগকেই আমাদের ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শ্যেনপক্ষীরা যে কপোতদিগকে ভক্ষণ করে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এক্ষণে যদি এই কপোতের প্রতি আপনার নিতান্ত স্নেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে এই কপোতপরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করুন।

শ্যেনপক্ষী এই কথা কহিবামাত্র মহারাজ শিবি তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বিহগরাজ! আজি তুমি আমাকে এই আদেশ করিয়া আমার প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে। আমি অবিলম্বেই তোমাকে কপোতপরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করিতেছি। মহাত্মা শিবি শ্যেনপক্ষীকে এই কথা কহিয়া, তুলাদণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক উহার এক দিকে কপোতকে সন্নিবেশিত করিয়া, অপর দিকে স্বীয় মাংস ছেদন পূর্ব্বক প্রদান করিতে লাগিলেন। নানারত্নবিভূষিতা অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ সেই সংবাদ শ্রবণমাত্র হাহাকার করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। তাহাদিগের এবং মন্ত্রী ও ভৃত্যবর্গের ক্রন্দনকোলাহলে রাজভবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ঐ সময় নরপতির সেই সত্যপালনপ্রভাবে নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন ও পৃথিবী বিচলিত হইল। মহারাজ শিবি ক্রমে ক্রমে পার্শ্বদ্বয়, বাহুদ্বয় ও উরুদ্বয় হইতে সমুদায় মাংস ছেদন পূর্ব্বক তুলাদণ্ডে প্রদান করি-

লেন ; তথাপি উহা কপোতপরিমিত হইল না। পরিশেষে যখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন তিনি স্বয়ং রুধিরাক্ত কলেবরে তুলাদণ্ডের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন।

তিনি তুলাদণ্ডে আরোহণ করিবামাত্র দেবরাজ ত্রিলোকবাসীদিগের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। দেবগণ ভেরী ও দুন্দুভিধ্বনি করিয়া তাঁহার মস্তকে বারংবার অমৃত ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহার সন্তোষসম্পাদনার্থ নৃত্য গীত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ শিবি সেই সৎকার্য্যপ্রভাবে সুবর্ণময় অট্টালিকা, মণিকাঞ্চনময় তোরণ ও বৈদূর্য্যমণিময় স্তম্ভে সমলঙ্কৃত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি সেই মহাত্মা শিবিরাজের ন্যায় শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হও। যে ব্যক্তি ভক্ত, অনুরক্ত ও আশ্রিতদিগকে রক্ষা করে, সে পরলোকে নিশ্চয়ই অশেষ সুখভোগে অধিকারী হয়। যে মহীপাল সৎস্বভাবসম্পন্ন ও শিষ্টাচারনিরত হইয়া কপটতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। সেই বিশুদ্ধস্বভাব সত্যপরাক্রম কাশিরাজ শিবি স্বীয় সৎকার্য্যপ্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সেই মহাত্মার ন্যায় পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মহাত্মা শিবির এই উপাখ্যান শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সে নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়, সন্দেহ নাই।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহীপালগণের কোন্ কার্য্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁহারা কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহীপাল সুখলাভার্থী হইয়া, ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করিবেন। ব্রাহ্মণগণের আরাধনাই রাজাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। বৃদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত পূজা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল ব্রাহ্মণ রাজার নগর বা জনপদবাসী হইবেন, রাজা তাঁহাদিগকে বহুবিধ ভোগ্য বস্তু প্রদান, তাঁহাদের প্রতি শান্তবাক্য প্রয়োগ ও তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত নমস্কার করিবেন। এই কার্য্যকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া অবধারণ করা ভূপতিদিগের শ্রেয়স্কর। আপনার দেহ ও পুত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করা রাজার পরম ধর্ম্ম। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পূজনীয়, রাজা তাঁহাদিগকে সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিবেন। ব্রাহ্মণেরা শান্তভাবে অবস্থান করিলে, রাজ্য নির্ব্বিঘ্নে থাকে। আর তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে মারণোচ্চাটনাদি বিবিধ উপায় ও তপোবললব্ধ তেজ দ্বারা

সমগ্র দগ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় পূজা ও সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদন পূর্ব্বক লোকের জীবন রক্ষা করিতেছে, সেইরূপ তাঁহাদিগের প্রসাদেও লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অভিচারাদি ক্রিয়া দ্বারা ইঁহাদিগের বিনাশসাধন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইঁহাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। অরণ্যমধ্যে অগ্নিশিখা যেমন সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে, সমুদায় ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হন। অতি সাহসিক ব্যক্তিরাও উঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া থাকে। উঁহাদিগের গুণের ইয়ত্তা নাই। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন এবং কেহ কেহ বা মেঘনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডলের ন্যায় ব্যক্তভাব ধারণ করিয়া থাকেন। কোন ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষিপ্রকারী ও কেহ কেহ বা কার্পাসের ন্যায় একান্ত মৃদু এবং কতকগুলি অতিশয় শঠ ও কতকগুলি যারপর নাই অকপট। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান ও গোরক্ষণ, কেহ কেহ ভিক্ষাচরণ, কেহ কেহ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন ও কেহ কেহ নট নর্ত্তকের কার্য্যসাধন, কেহ কেহ নিরন্তর কলহ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন এবং কেহ কেহ বা লৌকিক ও অলৌকিক উভয়বিধ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণমধ্যে এইরূপ বহুবিধ স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিরীক্ষিত হন। সেই নানাকর্ম্মনিরত বিবিধ কার্য্যোপজীবি ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মজ্ঞান সতত কীর্ত্তন করিবে। ব্রাহ্মণেরা পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও উরগগণের পূজ্য। দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর ও পিশাচগণমধ্যে কেহই উঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। উঁহারা দেবতাকে অদেবতা ও অদেবতাকে দেবতা করিয়া থাকেন। যাঁহারা উঁহাদিগের প্রিয় হন, তাঁহারা রাজা হন, আর যাহারা অপ্রিয়, তাহারা পরাভূত হইয়া থাকে। যে মূর্খেরা ব্রাহ্মণগণের অযশ ঘোষণা করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। পরের নিন্দা ও প্রশংসানিরত, কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির কারণ ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর বিদ্বেষীদিগের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা যে পুরুষের প্রশংসা করেন, তিনি অভ্যুদয়শালী হন, আর তাঁহারা যাহার নিন্দা করেন, সে অবিলম্বে পরাভূত হয়, সন্দেহ নাই। শক, যবন, কাম্বোজ, দ্রাবিড়, কলিন্দ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প ও মাহিষক প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহদৃষ্টি ব্যতিরেকে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের নিকট পরাভূত হওয়াই শ্রেয়ঃ, তাঁহাদিগকে পরাজয় করা কদাপি বিধেয় নহে। সর্ব্বজন্তুবিনাশের পাপ অপেক্ষা ব্রহ্মহত্যার পাপ গুরুতর। মহর্ষিগণ ব্রহ্মহত্যাকে মহাপাতক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের অপবাদ শ্রবণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে স্থলে উঁহাদিগের অপবাদ

কীর্ত্তিত হয়, তথায় অধোমুখে অবস্থান বা তথা হইতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্ব্বক পরমসুখে জীবিত থাকিতে পারে, এরূপ লোক জীবলোকে অদ্যাপি জন্মে নাই এবং জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই। মুষ্টি দ্বারা বায়ু গ্রহণ এবং হস্ত দ্বারা চন্দ্র স্পর্শ ও পৃথিবী ধারণ করা যেরূপ দুষ্কর, ব্রাহ্মণকে পরাজয় করাও তদ্রূপ সুকঠিন, সন্দেহ নাই।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণগণকে সতত পূজা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণগণ সকলকেই সুখ দুঃখ প্রদান করিতে পারেন। ব্রাহ্মণকে প্রার্থনানুরূপ বিবিধ ভোগ্য বস্তু ও অলঙ্কার প্রদান, নমস্কার এবং পিতার ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্র হইতে যেমন জীবগণের মঙ্গল লাভ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ হইতে রাজ্যের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। রাজ্যমধ্যে তেজঃপুঞ্জকলেবর শুদ্ধাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও শত্রুদমনসমর্থ মহারথ ক্ষত্রিয়কে সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বীয় ভবনে সৎকুলোদ্ভব ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণকে বাস প্রদান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগণকে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে, দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন। অতএব ব্রাহ্মণই সর্ব্বপ্রধান; তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, ভূমি, আকাশ ও দিক্‌সমুদায় ব্রাহ্মণশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্নগ্রহণ করিয়া থাকেন। যে পাপাত্মার গৃহে ব্রাহ্মণগণ ভোজন না করেন, দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাহার গৃহে অন্নগ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলেই দেবতা ও পিতৃগণ পরম পরিতুষ্ট হন, সন্দেহ নাই। যাহারা যজ্ঞীয় দ্রব্য ব্রাহ্মণসাৎ করে, তাহারা পরম পরিতৃপ্ত ও চরমে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণোদ্দেশে যে যে দ্রব্য প্রদত্ত হয়, দেবতা ও পিতৃগণ সেই সেই দ্রব্য দ্বারাই পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। যে যজ্ঞ হইতে প্রজাগণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণই সেই যজ্ঞের মূলকারণ। এই জগৎ যাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাতে লীন হইবে, ব্রাহ্মণগণের তাহা অবিদিত নাই; একমাত্র ব্রাহ্মণপ্রভাবে স্বর্গ ও নরক উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম ও ভূত ভবিষ্যৎ সমুদায়ই অবগত আছেন। যাহারা ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, তাহাদিগের কুত্রাপি পরাভব নাই। তাহারা চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের তেজঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয়দিগের তেজ ও বলের উপশম হইয়া থাকে। দেখ, ভৃগুবংশীয়েরা তালজঙ্ঘদিগকে, অঙ্গিরার বংশসমুৎপন্ন মহাত্মারা নীপগণকে এবং মহর্ষি ভরদ্বাজ বৈতহব্য ও ঐলদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যেমন গূঢ়ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ ইহলোকে যাহা পাঠ, যাহা শ্রবণ ও যে বিষয়ক কথোপকথন করা যায়,

তৎসমুদায়ই গূঢ়ভাবে ব্রাহ্মণে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পৃথিবীবাসুদেব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বাসুদেব সর্ব্বভূতজননী ভগবতী বসুমতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বসুন্ধরে! গৃহস্থ ব্যক্তিরা কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন পৃথিবী বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেশব! আমি নারদের মুখে শুনিয়াছি, ইহলোকে ব্রাহ্মণের সেবা করাই পরম পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের সেবা করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের মহারথিত্ব, কীর্ত্তি, বুদ্ধি ও সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। অতুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত সৎকুলসম্ভূত ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন পরম পবিত্র ব্রাহ্মণের সেবা করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ যাহাকে প্রশংসা করেন, সেই অভ্যুদয়শালী হয়। যে ব্যক্তি মোহবশত ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করে, তাহাকে মহার্ণবনিক্ষিপ্ত মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ পরাভবের হেতু। দেখ, ব্রাহ্মণশাপে ভগবান্ চন্দ্রমাঃ কলঙ্কযুক্ত ও সমুদ্র লবণোদকে পরিপূর্ণ হইয়াছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণগণপ্রভাবে প্রথমে, সহস্র ভগচিহ্নে পরিব্যাপ্ত হইয়া, পরিশেষে আবার ব্রাহ্মণের প্রসাদে সহস্রনয়ন হইয়াছেন। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই বিধেয়।

হে ধর্ম্মরাজ! বসুন্ধরা দেবী এইরূপ কহিলে, মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার বাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহাকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অতএব তুমি এই দৃষ্টান্তানুসারে ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর, তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণগণ জন্মাবধি সকলের নমস্য। তাঁহারা অতিথি রূপে সুপক্ব অন্নের অগ্রভাগ ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবগণের মুখস্বরূপ। তাঁহাদিগের হইতেই ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ উৎপন্ন হয়। তাঁহারা জীবলোকের সুহৃৎ। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ পূজিত হইয়া আমাদিগের শুভানুধ্যান এবং আমাদিগের শত্রুবর্গ কর্ত্তৃক অসৎকৃত হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাহাদের অশুভানুধ্যান করুন। পূর্ব্বে বিধাতা ব্রাহ্মণদিগকে সৃষ্টি করিয়া যেরূপ নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা সুরক্ষিত হইয়া সকলকে রক্ষা করিবে। ইহাই তোমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। ইহা দ্বারাই তোমরা শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে। তোমরা আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সংসাধন করিয়া ব্রাহ্মী শ্রী লাভ করিবে। তোমরা সকলের আদর্শ ও

নিয়ামক হইবে। শূদ্রের কার্য্যাবলম্বন করা তোমাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তোমরা দাসত্ব স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে, আর স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইলে শ্রী, বুদ্ধি, তেজঃ ও বিপুল মাহাত্ম্য অধিকার করিতে পারিবে। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তোমাদের যার পর নাই সৌভাগ্য জন্মিবে। তোমরা কোন স্থলে আতিথ্য স্বীকার করিলে গৃহস্থ শিশুগণের ভোজন না হইলেও অগ্রে তোমাদিগকে ভোজন করাইবে। তোমরা অহিংসক, শ্রদ্ধাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও স্বাধ্যায়নিরত হইয়া সমুদায় ইচ্ছাই চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে। ভূলোক ও দ্যুলোকমধ্যে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ই জ্ঞান, নিয়ম ও তপস্যা দ্বারা অধিকার করা যায়। অতএব জ্ঞানোপার্জ্জন, নিয়মানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে ধর্ম্মরাজ! প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের তপোবল ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ তপস্বী, কেহ উগ্রস্বভাব, কেহ ক্ষিপ্রকারী এবং কেহ কেহ সিংহের ন্যায়, কেহ কেহ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কেহ কেহ বরাহের ন্যায়, কেহ কেহ মকরাদি জলজন্তুর ন্যায় ও কেহ কেহ সর্পের ন্যায় প্রভাবশালী। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশীবিষতুল্য উগ্র ও কেহ কেহ বা নিতান্ত মৃদু এবং কেহ কেহ বাঙ্নিষ্পত্তি ও কেহ কেহ বা দর্শনমাত্রেই বিনাশ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ এইরূপ নানাপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের সকলকেই পূজা করা কর্ত্তব্য। মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোন্নশির, শৌণ্ডীক, দরদ, দর্ব্ব, চৌল, শবর, বর্ব্বর, কিরাত ও যবন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপেই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের পরাভবনিবন্ধন অসুরগণ সলিলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদবলে দেবগণ স্বর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। যেমন আকাশের সৃষ্টি, হিমালয় পর্ব্বতের পরিচালন ও সেতু বন্ধন দ্বারা গঙ্গাস্রোতের প্রতিরোধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণকে পরাভূত করা নিতান্ত সুকঠিন। ব্রহ্মবিরোধ উপস্থিত করিয়া কোন নরপতিই পৃথিবী শাসনে সমর্থ হইতে পারেন না। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে ধর্ম্মরাজ! যদি তোমার সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে সতত ব্রাহ্মণদিগের পূজা ও দান দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতোষ সম্পাদন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দানগ্রহণ করিলে ব্রহ্মতেজের হ্রাস হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রতিগ্রহ স্বীকার না করেন, সতত সাবধান হইয়া সেই সকল ব্রাহ্মণ হইতে কুল রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর শক্রশম্বরসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবরাজ ইন্দ্র জটাধারী ও ভস্মাচ্ছাদিতকলেবর হইয়া ছদ্মবেশে বিরূপ রথারোহণে শম্বরাসুরের নিকট আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, দৈত্যরাজ! তুমি কিরূপ ব্যবহার দ্বারা স্বজাতীয়দিগকে অতিক্রম করিয়াছ এবং কোন্ ব্যবহারবলেই বা তাহারা তোমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।

শম্বর কহিলেন, মহাত্মন্! আমি যখন ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করি না। ব্রাহ্মণগণ যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি। তাঁহারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে আমি অনন্য মনে তাহা শ্রবণ করিয়া কদাচ তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ করি না। আমি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে সাদরসম্ভাষণ ও তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিয়া থাকি। তাঁহারাও বিশ্বস্তচিত্তে আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা ও আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। আমি কখন তাঁহাদের কোন অপরাধ করি না। তাঁহারা অসাবধানে থাকিলেও আমি সাবধান এবং তাঁহারা নিদ্রিত হইলেও আমি জাগরিত থাকি। আমি একান্ত ব্রাহ্মণানুগত বলিয়া শাস্ত্রার্থ জিজ্ঞাসা করিলে, মধুমক্ষিকা যেমন ক্ষৌদ্রপটলকে মধুধারায় অভিষিক্ত করে, তদ্রূপ তাঁহারা আমাকে অমৃততুল্য বিদ্যারসে আর্দ্র করিয়া থাকেন। তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি স্বীয় মেধাবলে তৎসমুদায়ই গ্রহণ এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠতার বিষয় অনুধ্যান করি। আমি সেই ব্রাহ্মণদিগের নিকট যুক্তিরূপ সুধাপান করিয়া থাকি বলিয়া তারাগণমধ্যস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় স্বজাতীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবে অবস্থান করিতেছি। আমার পিতা ইহা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন যে, যাহারা ব্রাহ্মণের মুখবিনির্গত অমৃতময় জ্ঞানস্বরূপ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনায়াসে জয় লাভ করিতে পারে। তিনি দেবাসুরযুদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণের মহিমা দর্শন করিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, নিশাকরকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণগণ কি প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিলেন?

তখন চন্দ্র কহিলেন, দৈত্যরাজ! ব্রাহ্মণেরা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ের ভুজবলের ন্যায় ব্রাহ্মণের বাক্যবল নিতান্ত দুঃসহ। ব্রাহ্মণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক অল্পমাত্র বেদাধ্যয়ন করিয়া ক্রোধবিহীন হইলেই নির্ব্বাণপদ লাভ করেন। আর তিনি স্বীয় গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক পিতার নিকট সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিলেও লোকে তাঁহাকে গ্রাম্য বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকে। সর্প যেমন মূষিকাদিকে গ্রাস করে, তদ্রূপ বসুমতী

রণপরাঙ্মুখ রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন অভিমানশালী ব্যক্তির অধিকৃত, ব্রাহ্মণ অপ্রবাসী ও কন্যকা গর্ভবতী হইলেই জনসমাজে দূষিত হইয়া থাকে। হে মহাত্মন্! আমার পিতা ভগবান্ চন্দ্রমার নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন, আমিও এক্ষণে পিতার ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া থাকি।

হে ধর্ম্মরাজ! পুরন্দর এইরূপে প্রচ্ছন্নভাবে শম্বরের নিকট ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও তাঁহাদের পূজায় যত্নবান্ হইয়া, অচিরাৎ দেবরাজত্ব লাভ করিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অদৃষ্টপূর্ব্ব, চিরাশ্রিত ও দূর হইতে অভ্যাগত এই ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে কাহাকে সৎপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! উঁহারা সকলেই সৎপাত্র। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ্য ও কেহ কেহ সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন। উঁহাদিগকে প্রার্থনানুরূপ দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু ভৃত্যবর্গকে কষ্ট প্রদান করিয়া দান করা নিতান্ত অনুচিত। যে ব্যক্তি ভৃত্যবর্গকে কষ্ট প্রদান করে, তাহাকে অবশ্যই ক্লেশভাগী হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণিগণের ক্লেশ ও ধর্ম্মহিংসা না করিয়া, কাহাকে দান করিলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, শিষ্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অসূয়াবিহীন ও জ্ঞানবান্ হইলেই সম্মানাস্পদ ও দানের যোগ্যপাত্র হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী ও অসূয়াবিহীন নহেন, তাঁহাদিগকে দান বা সৎকার করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব স্থিরচিত্তে মানবগণকে সবিশেষ পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি অক্রোধ, সত্যবাক্য, অহিংসা, তপস্যা, সরলতা, অদ্রোহ, লজ্জা, তিতিক্ষা, জিতেন্দ্রিয়তা ও শম এই সমুদায় গুণে অলঙ্কৃত হন এবং কখন কোন কুকার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন, তিনিই যথার্থ সম্মানের পাত্র। কি চিরাশ্রিত, কি অভ্যাগত, কি অদৃষ্টপূর্ব্ব, কি দৃষ্টপূর্ব্ব, যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন, ঐ সমুদায় গুণে সমলঙ্কৃত হইলেই তিনি সম্মানের ভাজন হইতে পারেন। বেদের অপ্রামাণ্যনির্দ্দেশ, শাস্ত্রলঙ্ঘন ও সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করিলেই মনুষ্য অসৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাভিমানী, বেদনিন্দক, শ্রুতিবিরোধী, কুতর্কে অনুরক্ত, আক্রোশনিরত, বহুভাষী, সর্ব্বাভিশঙ্কী, মূঢ়, অব্যবস্থিতচিত্ত ও কটুভাষী হয়, তাহাদিগকে স্পর্শ করাও কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতেরা ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে কুক্কুরতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন কুক্কুরগণ চীৎকার ও অন্যকে বধ করিবার চেষ্টা

করে, তদ্রূপ উহারাও কেবল বৃথা বাগ্জালবিস্তার ও সমুদায় শাস্ত্রের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ শিষ্টব্যবহার, ধর্ম্ম ও শমদমাদি গুণ আশ্রয় করেন, তাঁহারা বহুকাল উন্নতভাবে বর্ত্তমান থাকেন। যাঁহারা যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ, ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা বিপ্রঋণ ও আতিথ্য দ্বারা অতিথিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয় না।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কামিনীগণ নিতান্ত লঘুচিত্ত ও সমুদায় দোষের আকর বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছে; অতএব তাহাদের কিরূপ স্বভাব, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই নারদপঞ্চচূড়াসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ সমুদায় লোক পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি একদা ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোকের অপ্সরা পঞ্চচূড়াকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নিতম্বিনি! আমি তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে তাহার উত্তর প্রদান করিতে হইবে।

তখন পঞ্চচূড়া কহিল, মহর্ষে! যদি আপনি আমাকে আমার বক্তব্য ও সাধ্যায়ত্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই সাধ্যানুসারে আপনার জিজ্ঞাসানুরূপ উত্তর প্রদান করিব।

নারদ কহিলেন, সুন্দরি! তোমাকে অবক্তব্য বা অসাধ্য বিষয়ক প্রশ্ন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে তোমার নিকট স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

মহর্ষি নারদ এইরূপ অনুরোধ করিলে, পঞ্চচূড়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহর্ষে! আমি নারী হইয়া কি রূপে স্ত্রীজাতির নিন্দা করিব? স্ত্রীলোকের স্বভাব আপনার অবিদিত নাই; অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কামিনীকুলের নিন্দা করিতে পারিব না।

নারদ কহিলেন, সুন্দরি! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, নারী হইয়া নারীদিগের নিন্দা করা অকর্ত্তব্য বটে; কিন্তু আমার মতে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়; সত্য কহিলে কিছুমাত্র দোষের আশঙ্কা নাই। অতএব তুমি অশিঙ্কিত চিত্তে যথার্থ রূপে স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় কীর্ত্তন কর।

তখন পঞ্চচূড়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, মহর্ষে! যদি নিতান্তই আমার মুখে স্ত্রীজাতির নিন্দা শ্রবণ করিতে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ করুন। কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত, রূপসম্পন্ন ও

সধবা হইলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর। উহারা অবসর প্রাপ্ত হইলেই ধনবান্ রূপবান্ পতিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় নাই। উহারা অনায়াসে লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। পুরুষ পরস্ত্রী-সম্ভোগে অভিলাষী হইয়া, তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক অল্পমাত্র চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। কামিনীগণ কেবল পরপুরুষের অভাব ও পরিজনের ভয়ে ভর্ত্তার বশীভূত হইয়া থাকে। উহারা কাহারও সংসর্গে পরাঙ্মুখ নহে। উহারা পুরুষের রূপ বা বয়ঃক্রম বিবেচনা করে না; পুরুষ প্রাপ্ত হইলেই তাহার সহিত সংসর্গ করে। উহারা ধর্ম্মভয়, কুলভয়, দয়া বা অর্থলোভে কদাচ পতির বশীভূত হয় না। কুলকামিনীগণ সতত যৌবনসম্পন্ন দিব্যাভরণভূষিত বেশ্যাদিগের ন্যায় ব্যবহার করিতে অভিলাষ করে। পতিগণ উহাদিগকে অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা কুব্জ, অন্ধ, জড়, বামন, পঙ্গুপ্রভৃতি কুৎসিত পুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। উহাদের মত কামোন্মত্ত আর কেহই নাই। উহারা পুরুষ প্রাপ্ত না হইলে, কৃত্রিম পুংচিহ্ন প্রস্তুত করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। উহারা কেবল পুরুষের অপ্রাপ্তি, পরিজনের ভয় ও বধবন্ধনের আশঙ্কায় আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষা করে। উহারা নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব। উহাদিগকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করা ও উহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা অগ্নির, অসংখ্য নদী দ্বারা সমুদ্রের ও সর্ব্বভূতসংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষসংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি জন্মে না। সুশ্রী পুরুষকে দর্শন করিবামাত্র উহাদের যোনি আর্দ্র হয়। ভর্ত্তৃগণ সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান, প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান ও যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। সুরতক্রীড়া উহাদের যেরূপ প্রিয়, বিবিধ ভোগ্যবস্তু, দিব্য অলঙ্কার ও বিচিত্র গৃহপ্রভৃতি কোন দ্রব্যই উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহে। তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপর দিকে স্ত্রীজাতিকে সংস্থাপন করিলে, স্ত্রীজাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। বিধাতা যে সময় সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূত সমুদায় ও স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়েই স্ত্রীদিগের দোষের সৃষ্টি করিয়াছেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে পুরুষেরা মোহাবিষ্ট হইয়া সতত কামিনীদিগের প্রতি এবং কামিনীগণ পুরুষদিগের প্রতি একান্ত আসক্ত হইতেছে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমার অন্তঃ-

করণে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, যখন কামিনীগণ অশেষ দোষের আকর, তখন পুরুষেরা কি নিমিত্ত উহাদের সহিত সংসর্গ করে। উহারা যে কোন্ পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও কোন্ পুরুষের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। উহারা ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা পুরুষদিগকে বিমোহিত করে। উহাদিগের হস্তগত হইলে প্রায় কোন পুরুষই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন তৃণ ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ উহারা নিত্য নিত্য নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে। শম্বর, নমুচি, বলি ও কুম্ভীনসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছে, কামিনীগণ তৎসমুদায়ই অবগত আছে। পুরুষে রোদন করিলে, উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে, উহারা অপ্রিয় ব্যক্তিকেও প্রিয়সম্ভাষণ দ্বারা গ্রহণ করে। নীতিশাস্ত্রকর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। কামিনীরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। আমার বোধ হয়, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহাত্মারা কামিনীগণের বুদ্ধির কার্য্য সমুদায় অবলোকন করিয়াই অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহাদিগের পূজা করে, আর যে উহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, উহারা সেই উভয়বিধ পুরুষের প্রতি সমভাবে আসক্ত হইয়া থাকে। ফলত ইদানীন্তন মহিলাগণের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া, পূর্ব্বকালীন ধর্ম্মপরায়ণ কামিনীগণের পাতিব্রত্যধর্ম্মবিষয়ে আমার মহা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, উহাদিগকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব এক্ষণে কি প্রকারে কামিনীগণকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, অথবা যদি কেহ পূর্ব্বে কোন কামিনীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি স্ত্রীজাতির বিষয়ে যে যে কথা কহিলে, তৎসমুদায়ই সত্য। এক্ষণে পূর্ব্বে মহাত্মা বিপুল যেরূপে গুরুপত্নীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ও সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যে নিমিত্ত সর্ব্বজনমোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু এই সমুদায়ের সহিত উহাদিগের তুলনা করা যায়। শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে প্রজাগণ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিল। তাহারা স্বীয় পুণ্যবলে আপনারাই দেবত্ব লাভ করিত। দেবগণ তাহাদিগকে আপনা হইতে স্বর্গলাভ করিতে

দেখিয়া, শঙ্কিতমনে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের অন্তর্গত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া মানবগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত সর্ব্বজন মোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিলেন। অতি পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ পতিব্রতা ছিল; ভগবান্ প্রজাপতি কর্ত্তৃক ঐরূপ স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হওয়া অবধি স্ত্রীলোক ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইয়াছে।

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই প্রকারে ঐরূপ মহিলাগণের সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে বিষয়ভোগেচ্ছা প্রদান করিলেন। উহারাও কামলুব্ধ হইয়া সর্ব্বদা মানবগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কামের সহায়স্বরূপ ক্রোধের সৃষ্টি করিলেন। তখন মানবগণ কামক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐ সমুদায় স্ত্রীতে আসক্ত হইল। স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য্য বা ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট নাই। উহারা বীর্য্যবিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও মিথ্যাবাদিনী। প্রজাপতি উহাদিগকে শয্যা, আসন, অলঙ্কার, অন্ন, পান, অনার্য্যতা, কটুবাক্যপ্রয়োগ ও রতি এই সমুদায়ে আসক্ত করিয়া দিয়াছেন। কটুবাক্যপ্রয়োগ, প্রহার, বন্ধন অথবা বিবিধ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিলেও উহাদিগকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করা যায় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক ব্রহ্মাও উহাদিগকে স্বধর্ম্মে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট স্ত্রীজাতির সৃষ্টিবিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে মহাত্মা বিপুল যেরূপে গুরুপত্নীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে দেবশর্ম্মা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার রুচি নামে এক পরম রূপবতী ভার্য্যা ছিলেন। দেবদানব ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর সেই কামিনীর অলোকসামান্য রূপে মোহিত হইয়া, তাহার সহিত সংসর্গ করিতে সতত যত্নবান্ ছিলেন। মহাত্মা দেবশর্ম্মা স্ত্রীজাতির চরিত্র ও পুরন্দরের পারদারিকতা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া, যথোচিত যত্নসহকারে স্বীয় পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

একদা ঐ মহর্ষি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া, কিরূপে ভার্য্যাকে রক্ষা করিবেন, মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রিয়শিষ্য বিপুলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিব। ইন্দ্র সতত আমার ভার্য্যার সতীত্বভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে। সেই পাপাত্মা মায়াবলে বিবিধরূপ ধারণ করিতে পারে। অতএব তুমি সাবধান হইয়া নিরন্তর ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

মহাত্মা দেবশর্ম্মা এইরূপ আজ্ঞা করিলে, অনল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন জিতে-

ন্দ্রিয় মহাতপাঃ বিপুল তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ইন্দ্র কোন্ কোন্ রূপ ধারণ করিতে পারে এবং তাহার শরীর ও তেজই বা কিরূপ, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

তখন ভগবান্ দেবশর্ম্মা মহাত্মা বিপুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার নিকট ইন্দ্রের মায়া সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ দুরাত্মা ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সে কখন কিরীট, কখন বজ্র, কখন মুকুট ও কখন কুণ্ডল ধারণ করে; আবার মুহূর্ত্তমধ্যে চণ্ডালসদৃশ হয়। ঐ পাপাত্মা কখন শিখা, কখন জটা, কখন কৌপীন এবং কখন বৃহৎ, কখন স্থূল ও কখন বা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে, কখন গৌরাঙ্গ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন রূপবান্, কখন কুৎসিৎ, কখন বায়ুরূপী, কখন যুবা, কখন বৃদ্ধ, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ক্ষত্রিয়, কখন বৈশ্য, কখন শূদ্র, কখন প্রতিলোমজাতি, কখন অনুলোমজাতি হয় এবং কখন শুক, কখন বায়স, কখন হংস, কখন কোকিল, কখন ব্যাঘ্র, কখন সিংহ, কখন হস্তী, কখন দেবতা, কখন দৈত্য, কখন নরপতি, কখন পক্ষী, কখন চতুষ্পদ, কখন মক্ষিকা ও কখন বা মশকাদির বেশ ধারণ করিয়া থাকে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও ঐ পাপাত্মার রূপ নিশ্চয় করিতে সমর্থ হন না। ঐ দুরাত্মা রূপান্তর পরিগ্রহ করিলে কেবল জ্ঞানচক্ষু দ্বারা উহাকে অবলোকন করা যায়। অতএব তুমি পরম যত্নসহকারে আমার সহধর্ম্মিণী রুচিকে রক্ষা করিবে। কুক্কুর যেমন যজ্ঞীয় দ্রব্য উচ্ছিষ্ট করে, তদ্রূপ ইন্দ্র যেন উঁহাকে দূষিত করিতে না পারে।

মুনিবর দেবশর্ম্মা বিপুলকে এই কথা কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন মহাত্মা বিপুল গুরুবাক্য শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কিরূপে আমি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নীকে রক্ষা করি। দেবরাজ পরম মায়াবী ও মহাবলপরাক্রান্ত। আমি আশ্রম বা উটজদ্বাররোধ ও পৌরুষপ্রকাশ করিয়া কোন রূপেই তাহার আগমন নিবারণ করিতে পারিব না। সে অনায়াসে বায়ুরূপ ধারণ করিয়াও গুরুপত্নীকে আক্রমণ করিতে পারে। অতএব যোগবলে গুরুপত্নীর শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, উঁহাকে রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য। যদি গুরু আজি উঁহাকে ইন্দ্রোপভুক্ত বলিয়া অবগত হন, তাহা হইলে রোষবশত নিশ্চয়ই আমাকে শাপ প্রদান করিবেন। অতএব ইঁহাকে ইন্দ্র হইতে অবশ্যই রক্ষা করা উচিত। গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি আজি আমি যোগবলে গুরুপত্নীর শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, উঁহাকে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার একটী অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইবে। পদ্মপত্রস্থিত সলিলবিন্দু যেরূপ পত্রের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ

আমি নির্লিপ্তভাবে গুরুপত্নীর শরীরে অবস্থান করিলে, আমাকে কখনই দোষী হইতে হইবে না। অতএব আজি আমি এইরূপে উঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিব।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর রক্ষাবিষয়ে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, ধর্ম্ম, বেদশাস্ত্র এবং আপনার ও গুরুর তপোবল অবধারণ পূর্ব্বক গুরুপত্নীর রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন ও বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মোহ উৎপাদন করিলেন। পরে যোগবলে তাঁহার নয়নযুগল আচ্ছন্ন করিয়া, বায়ু যেমন আকাশমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বীয় অবয়ব দ্বারা তাঁহার সমুদায় শরীর স্তব্ধ করিয়া ছায়ার ন্যায় উঁহার মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ঐ সময় দেবরাজ এই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া রমণীজনলোভনীয় মনোহর বেশ ধারণ পূর্ব্বক মহাত্মা দেবশর্ম্মার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাতপাঃ বিপুল চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং পূর্ণেন্দুবদনা, কমলনয়না, পৃথুনিতম্বিনী রুচি তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছেন। সুররাজ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পরমসুন্দরী রুচি তাঁহার অসামান্য রূপমাধুরী দর্শনে বিস্মিত হইয়া গাত্রোত্থান এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মহাত্মা বিপুলের প্রভাবে তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। তখন দেবরাজ সেই ঋষিপত্নীকে মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মৃদুহাসিনি! আমি ইন্দ্র; অনঙ্গবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; অতএব শীঘ্র আমার মনোরথ পূর্ণ কর। দেবরাজ এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেও রুচি স্বীয় শরীরস্থিত বিপুলের প্রভাবে তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান বা গাত্রোত্থান করিতে পারিলেন না। ঐ সময় মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যোগবলে তাহার ইন্দ্রিয়সমুদায় পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তর রূপে রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ রুচিকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পুনর্ব্বার সলজ্জভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! তুমি অবিলম্বে আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তখন সুররাজ পুনরায় এই কথা কহিলে, ঋষিপত্নী তাঁহাকে মধুরবাক্যে অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দেহমধ্যস্থ মহাত্মা বিপুলের প্রভাবে হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে "হে দেবরাজ! তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছ" এই বাক্য বিনির্গত হইল। অকস্মাৎ এইরূপ কঠোর বাক্য মুখ হইতে বিনির্গত হওয়াতে রুচি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া রহিলেন। দেবরাজও সেই অপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইলেন। পরিশেষে সুররাজ দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণপত্নীর দেহমধ্যে অতুল

তেজঃসম্পন্ন মহাতপাঃ বিপুলকে দর্শন করিলেন। বিপুলকে অবলোকন করিবা-মাত্র অভিশাপভয়ে তাঁহার কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল।

তখন মহাতপাঃ বিপুল অবিলম্বে গুরু-পত্নীর দেহ হইতে স্বীয় কলেবরে প্রবেশ করিয়া, ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অরে পাপাত্মন্! দুর্ব্বুদ্ধে! তোর এই অজিতেন্দ্রিয়তাদোষ নিবন্ধন অতি অল্পকাল মধ্যেই দেবতা ও মনুষ্যগণ তোর অর্চ্চনায় বিরত হইবেন। একবার এইরূপ অজিতে-ন্দ্রিয়তানিবন্ধন মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে তোর সর্ব্বাঙ্গে স্ত্রীচিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা তুই বিস্মৃত হইয়াছিস্। তোর তুল্য মূর্খ, দুশ্চরিত্র ও নীচ আর কেহই নাই। আমি স্বয়ং আমার গুরুপত্নীকে রক্ষা করি তেছি। অতএব তুই অবিলম্বে স্বস্থানে প্রস্থান কর্। আজি তোর প্রতি আমার দয়া উপস্থিত না হইলে এতক্ষণ আমার তেজে তোর কলেবর দগ্ধ হইয়া যাইত। তুই অচিরাৎ এস্থান হইতে পলায়ন কর। নচেৎ আমার গুরু মহাতপাঃ দেবশর্ম্মা আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া ক্রোধোদীপ্ত চক্ষু দ্বারা তোকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ব্রাহ্মণগণকে সতত সম্মান করা তোর অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুই আর কখন এইরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিস্ না। কখন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া যেন তাঁহাদের তেজে তোকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত বিনষ্ট হইতে না হয়। তুই মনে করিতেছিস্, আমি অমর, কেহই আমার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু তপোবলের অসাধ্য কিছুই নাই।

মহাত্মা বিপুল এইরূপ তিরস্কার করিলে, দেবরাজ তাঁহার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কোন উত্তর প্রদান না করিয়াই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের মুহূর্ত্তকাল পরে মহাতপাঃ দেবশর্ম্মা যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন প্রিয়শিষ্য মহাতপাঃ বিপুল গুরুর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার ভার্য্যাপ্রদান করিয়া পূর্ব্ববৎ অশঙ্কিত চিত্তে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মহর্ষি দেবশর্ম্মা ভার্য্যার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে তাঁহাকে কহি-লেন, ভগবন্! ইন্দ্র এখানে আসিয়া গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছিল; আমি গুরুপত্নীকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি। তখন মহাতপাঃ দেবশর্ম্মা বিপু-লের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সুশীলতা, সৎস্বভাব, তপস্যা, নিয়ম, দৃঢ়তর গুরুভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠানিবন্ধন তাঁহাকে অসংখ্য সাধু-বাদ প্রদান ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি বর প্রদান করিতেছি, ধর্ম্মে তোমার স্থিরবুদ্ধি হইবে। দেবশর্ম্মা এই-রূপ বরপ্রদান করিলে, মহাত্মা বিপুল তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক নানাস্থানে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহা-তপাঃ দেবশর্ম্মাও ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া ইন্দ্রের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই

বিজন বিপিনে পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা বিপুল ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমি সিদ্ধ হইয়াছি ও উভয় লোক পরাজয় করিয়াছি, বিবেচনা করিয়া মহাস্পর্দ্ধাসহকারে নির্ভীকচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে রুচির জ্যেষ্ঠা ভগিনী অঙ্গরাজ চিত্ররথের সহধর্ম্মিণী প্রভাবতীর ভবনে একটী মহোৎসব উপস্থিত হইল। প্রভাবতী সেই উপলক্ষে স্বীয় ভগিনী রুচিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বে এক দিব্যাঙ্গনা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতেছিল। তাহার অঙ্গ হইতে সহসা কতকগুলি দিব্যগন্ধযুক্ত কুসুম দেবশর্ম্মার আশ্রমের অনতিদূরে কানন মধ্যে নিপতিত হয়। ঋষিপত্নী রুচি স্বামীর সহিত ঐ কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ সমুদায় পুষ্প দর্শন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ভগিনীকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সেই পুষ্প মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া অঙ্গরাজভবনে গমন করিলেন। অঙ্গরাজপত্নী প্রভাবতী সেই পুষ্প দর্শন করিয়া রুচিকে কহিলেন, ভগিনি! তুমি আশ্রমে গমন পূর্ব্বক আমার নিমিত্ত এই প্রকার পুষ্প পাঠাইয়া দিবে; কোন ক্রমে বিস্মৃত হইও না। অনন্তর রুচি ভগিনীর আবাস হইতে স্বীয় আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া ভর্ত্তার নিকট ভগিনীর অনুরোধ নিবেদন করিলেন। তখন মহর্ষি দেবশর্ম্মা স্বীয় শিষ্য বিপুলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অবিলম্বে এইরূপ পুষ্প আহরণার্থে গমন কর। তখন মহাতপাঃ বিপুল গুরুবাক্য শ্রবণমাত্র যে প্রদেশে সেই দিব্য পুষ্প নিপতিত হইয়াছিল, তথায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন, ঐ স্থানে আর অনেকগুলি সেইরূপ পুষ্প নিপতিত রহিয়াছে। তৎসমুদায়ের মধ্যে একটীও ম্লান হয় নাই। মহাত্মা বিপুল সেই অপরিম্লান দিব্যগন্ধযুক্ত কুসুমগুলি প্রাপ্ত হইয়া মহা আহ্লাদে চম্পকবনাকীর্ণ চম্পানগরীতে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দূর আগমন করিয়া দেখিলেন, সেই নির্জ্জন বনে এক নরমিথুন পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে একটী ঐ সময় অপেক্ষাকৃত শীঘ্র গমন করিল। অপরটী তদ্দর্শনে তাহাকে কহিল, তুমি কি নিমিত্ত শীঘ্র গমন করিলে? সে কহিল, আমি আমার নিয়মানুসারেই গমন করিয়াছি, শীঘ্র গমন করি নাই। এইরূপে পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে করিতে তাহাদের ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইল। তখন তাহারা উভয়েই এই শপথ করিল যে, আমাদিগের মধ্যে যে মিথ্যা কথা কহিয়াছে, তাহার যেন পরলোকে দ্বিজবর বিপুলের ন্যায় দুর্গতি লাভ হয়।

নরমিথুন এইরূপ শপথ করিলে, মহাত্মা বিপুল তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ-

বদনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি অতি কষ্টে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছি; কিন্তু এই নরমিথুনের বাক্য-শ্রবণে বোধ হইতেছে, আমার নিতান্ত দুর্গতিলাভ হইবে। ঐ নরমিথুন যে আমাকে পাপকারী বলিয়া স্থির করিয়াছে, ইহার কারণ কি? আমি কি দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি! মহাত্মা বিপুল এইরূপ চিন্তা করিয়া বিমনামনে স্বীয় দুষ্কৃত বিষয়ের অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অন্য ছয় জন মনুষ্য তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। উহারা হর্ষলোভের বশীভূত হইয়া সুবর্ণ ও রজতময় অক্ষদ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল। উহারা ক্রীড়া করিতে করিতে শপথ করিয়া কহিল যে, আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি লোভবশত অন্যায়াচরণ করিবে, তাহার পরলোকে বিপুলের ন্যায় দুর্গতি লাভ হইবে।

ঐ ছয় ব্যক্তি ঐরূপ শপথ করিলে, মহাত্মা বিপুল আপনাকে পাপকারী স্থির করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আপনার জন্মাবধি কোন পাপই তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। পরিশেষে বহুদিবসের পর তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, আমি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নী রুচিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু গুরুর নিকট উহা ব্যক্ত করি নাই। তাহাতেই আমার ঘোরতর পাপ হইয়াছে।

মহাত্মা বিপুল মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, চম্পা নগরীতে আগমন পূর্ব্বক উপাধ্যায়কে সেই পুষ্প প্রদান এবং যথা নিয়মে তাঁহার পূজা করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

তখন মহাত্মা দেবশর্ম্মা প্রিয়শিষ্য মহর্ষি বিপুলকে সমাগত দেখিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি মহা বনে যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ, আমি তৎসমুদায় অবগত হইয়াছি। তুমি যে যে রূপে রুচিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার, রুচির এবং তুমি বনমধ্যে যাহাদিগকে দর্শন করিয়াছ, তাহাদিগের অবিদিত নাই।

বিপুল কহিলেন, ভগবন্! আমি মহাবনে যে নরমিথুন ও যে পুরুষগণকে দর্শন করিয়াছি, তাহারা কে এবং কিরূপেই বা আমার কার্য্য সমুদায় পরিজ্ঞাত হইল, আপনি তাহা আমার নিকটে সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

তখন দেবশর্ম্মা কহিলেন, বৎস! তুমি মহাবনে যে স্ত্রীপুরুষ দর্শন করিয়াছ, তাহারা দিবারাত্রি এবং যে ছয় পুরুষকে পাশক্রীড়া করিতে দেখিয়াছ, তাহারা ছয় ঋতু। তোমার পাপ তাহাদিগের অগোচর নাই। তাহারা চক্রের ন্যায় নিয়ত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব নির্জ্জনে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, 'আমার এই দুষ্কর্ম্ম কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে না' এরূপ বিবেচনা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পাপাত্মারা নির্জ্জনে যে যে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, দিবা, রাত্রি ও ছয় ঋতু তৎসমুদায়ই দর্শন করিয়া থাকে। তুমি রুচিকে

যেরূপে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর নাই বলিয়া তোমার পরলোকে অসদ্গতি লাভ হইবে। তুমি ভয়-প্রযুক্ত আমার নিকট আত্মকার্য্য নিবেদন না করিয়া 'উহা কেহই অবগত হয় নাই' মনে করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত সেই বনমধ্যস্থ নরকলেবরধারী দিবা রাত্রি ও ঋতুসমুদায় তোমাকে তোমার দুষ্কৃত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। মানবগণ শুভ বা অশুভ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দিবা রাত্রি ও ঋতুসমুদায়ের কিছুই অবিদিত থাকে না। তুমি দুর্ব্বৃত্তা রুচিকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। যদি তোমার চরিত্রের দোষ থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধবশত তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতাম, সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পুরুষে ও পুরুষগণ স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে; অতএব যদি রুচিকে রক্ষা করিবার সময় তোমার মনঃ বিকৃত হইত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমাকে শাপপ্রদান করিতাম। যাহা হউক, তুমি যেরূপে আমার পত্নীকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট তোমার ব্যক্ত করা হইল। অতঃপর তুমি আমার বরে স্বর্গারূঢ় হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে পারিবে। মহর্ষি দেবশর্ম্মা মহাত্মা বিপুলকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে ও ভার্য্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বর্গে আরোহণ পূর্ব্বক পরমানন্দে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভাগীরথীতীরে উপবিষ্ট হইয়া কথা প্রসঙ্গে আমার নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্ত্রীগণকে সতত সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যক। ইহলোকে সাধ্বী ও অসাধ্বী এই দুই প্রকার স্ত্রী আছে। লোকমাতা সাধ্বী স্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। কুলঘাতিনী পাপনিরতা দুশ্চরিত্রা রমণীগণকে তাহাদের শরীরজ নষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যায়। মহাত্মারা বিপুলের ন্যায় উপায় অবলম্বন না করিলে, কখনই উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না। উহারা অতিশয় তীব্রস্বভাবসম্পন্ন, যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত কামক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, উহারা তাহাকেই প্রিয়জ্ঞান করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আর কেহই উহাদের প্রিয় নাই। এক পুরুষের সহিত বিহার করিলে উহাদিগের কখনই তৃপ্তি লাভ হয় না। উহাদিগের প্রতি স্নেহ বা ঈর্ষা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে, কেবল ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অনাসক্ত চিত্তে উহাদিগের সহিত সংসর্গ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত ঐরূপ ব্যবহার না করে, তাঁহাকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। একমাত্র মহাত্মা বিপুলই যোগবলে গুরুপত্নীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই স্ত্রীজাতির রক্ষাবিধানে সমর্থ হয় না।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কন্যার উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণয় হওয়াই দেবার্চ্চনা, পিতৃতর্পণ, অতিথিসৎকার ও স্বজনপ্রতিপালন প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মের মূল। অতএব কিরূপ পাত্রে কন্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কন্যাকর্ত্তা বরের স্বভাব, বিদ্যা, কুলমর্য্যাদা ও কার্য্যের বিষয় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে ঐ বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মবিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। বরকে ধনদানাদি দ্বারা অনুকূল করিয়া কন্যাপ্রদান করিলে ঐ বিবাহ প্রাজাপত্য বিবাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় বর্ণেরই প্রশস্ত। কেবল বর ও কন্যার মতানুসারে যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়। বর অধিক সংখ্যক ধন দ্বারা কন্যা ক্রয় অথবা তাহার পরিবারবর্গকে লোভপ্রদর্শন করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাকে আসুর বিবাহ কহে এবং পরিজনেরা কন্যাপ্রদানে অসম্মত হইলেও পরিণেতা তাহাদিগকে প্রহার বা তাহাদিগের মস্তক ছেদন পুরঃসর বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাকে রাক্ষসবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই পঞ্চবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনপ্রকার বিবাহই ধর্ম্ম্য এবং অবশিষ্ট রাক্ষস ও আসুর এই দুইপ্রকার বিবাহই নিন্দনীয়। ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব এই তিনপ্রকার বিবাহ মিশ্রিত হইলেও নিন্দনীয় হয় না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যাকে বিবাহ করিতে পারেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া পত্নী সর্ব্বপ্রধান। কেহ কেহ কহেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় কেবল উপভোগের নিমিত্ত শূদ্রাকেও গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু অনেকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, ফলতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ত্রয়ের শূদ্রাতে সন্তানোৎপাদন করা সকলের মতেই নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রের গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ত্রিংশৎবর্ষ বয়স্ক দশবর্ষীয়া এবং একবিংশতিবর্ষ বয়স্ক পাত্র সপ্তবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। যে কন্যার পিতা ও ভ্রাতা না থাকে, সে তাহার পিতার পুত্রস্থানীয় হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাকে বিবাহ করা বিধেয় নহে। কন্যা ঋতুমতী হইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বান্ধবগণের মুখাপেক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য। তিন বৎসর অতীত হইলেই সে স্বয়ং স্বামী মনোনীত করিয়া লইতে পারে। যে কন্যা এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়, তাহার পতির সহিত প্রীতি অবিচলিত থাকে ও সন্তান সন্ততি পরিবর্দ্ধিত হয়। আর যে কন্যা এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। মনুর মতে মাতামহের সপিণ্ড

ও পিতার সগোত্র কন্যাকে বিবাহ করা কদাপি বিধেয় নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমাদিগের চক্ষুঃস্বরূপ। আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণলালসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব যদি প্রথমত এক ব্যক্তি এক কন্যার পাণিগ্রহণার্থ শুল্ক-প্রদান, অপর ব্যক্তি, সেই কন্যার বন্ধু-বান্ধবগণ পরামর্শ করিয়া তাহাকে কন্যাদান করিব বলিয়া স্থির করাতে সেই কন্যার নিমিত্ত শুল্ক প্রদান করিতে অঙ্গীকার, অন্য ব্যক্তি সেই কন্যার নিমিত্ত বলপ্রকাশ, অপর ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত ধনলোভ-প্রদর্শন এবং আর এক ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যা ধর্ম্মানুসারে কাহার ভার্য্যা হইবে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ইহলোকে মানবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করে, তাহার অন্যথা করিলেই তাহাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া এক জনকে কন্যাদান করিতে স্থির করিয়া যদি অন্যকে ঐ কন্যা দান করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু যাহাকে কন্যা দান করিব বলিয়া পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল, সে কখনই ঐ কন্যার পতি হইবে না। কন্যা পূর্ব্বে এক ব্যক্তির ভার্য্যা হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া পশ্চাৎ সেই ব্যক্তি মনোনীত না হওয়াতে যদি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে ঐ কন্যা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। আর কেহ কেহ কহেন, ঐরূপ স্থলে কন্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যকতা নাই। মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি মনোনীত না হয়, তাহার সহবাস করিলে যশ ও ধর্ম্মের হানি হইবার সম্ভাবনা; অতএব অমনোনীত ব্যক্তির সহবাস না করাই শ্রেয়ঃ। কন্যার বন্ধুবান্ধবব্যতীত অন্য ব্যক্তি যদি বিধিপূর্ব্বক উহাকে এক পাত্রে সম্প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার বন্ধুগণ তাহাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিতে পারে। আর কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ যদি এক জনকে কন্যাদান করিব বলিয়া তাহার নিকট কেবল শুল্ক গ্রহণ করে, তাহা হইলেও ঐ কন্যাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করা যায়। ফলতঃ কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কন্যাদান করিলে, বর যদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, তাহা হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। বিবাহকালে বর, কন্যা ও কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করে, সেই প্রতিজ্ঞাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। লোকে পূর্ব্বতন কর্ম্মানুসারে ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকে; অতএব যে কন্যার বন্ধু-বান্ধব তাহাকে পূর্ব্বে পাত্রান্তরে প্রদান করিতে স্বীকার বা তন্নিমিত্ত পাত্রান্তর হইতে শুল্কগ্রহণ করে, সেই কন্যাকে গ্রহণ করিলে গ্রহীতার কিছুমাত্র দুরদৃষ্ট বা লোকনিন্দা হইবার সম্ভাবনা নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কন্যা-

কর্ত্তা কন্যা প্রদান করিব বলিয়া অগ্রে এক ব্যক্তির নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করিলে, যদি পশ্চাৎ ঐ কন্যার গ্রহণার্থে অন্য একটি শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তা অগ্রে যাহার নিকট শুল্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন কি না? এরূপ স্থলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কন্যাকর্ত্তার শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! শুল্কই স্ত্রীত্বনিশ্চয়কর এই বিবেচনা করিয়া ক্রেতা শুল্ক প্রদান করে না, শুল্ক কন্যার নিষ্ক্রয় বলিয়াই তৎকালে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। অতএব এক ব্যক্তির নিকট শুল্ক গ্রহণ করিলে তাহাকে কন্যাদান করা হয় না। যদি কোন ব্যক্তি বরকে আহ্বান পূর্ব্বক 'তুমি আমার এই কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ কর;' এইরূপ অনুরোধ করে, আর যদি ঐ বর সেই কন্যাকে অলঙ্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে ঐ স্থলে অলঙ্কারাদি দানকে শুল্ক ও অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যাদানকে কন্যাবিক্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যাদান করাও শাস্ত্রসঙ্গত। লোকে অমুককে কন্যাদান করিব, কখনই অমুককে কন্যাদান করিব না এবং অমুককে অবশ্যই দান করিব বলিয়া যে সত্য করে, তদ্দ্বারা কখনই বিবাহ সিদ্ধ হয় না। ফলত যে পর্য্যন্ত না কন্যার পাণিগ্রহণ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তদবধি একজনের নিকট পণ লইয়া পাত্রান্তরে কন্যাদান করিলে কন্যাপহারকদোষে লিপ্ত হইতে হয় না। দেবগণও কন্যাপ্রদানস্থলে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহর্ষিদিগের এইরূপ শাসন আছে যে, অনভিলষিত ব্যক্তিকে কদাচই কন্যা প্রদান করিবে না। কারণ ঐরূপ অনভিলষিত পুরুষের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে অবশ্যই অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। কন্যাক্রয়বিক্রয় নিবন্ধন বহুতর দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব শুল্ককে স্ত্রীত্বনিশ্চয়কর বলিয়া প্রতিপন্ন করা বিধেয় নহে।

পূর্ব্বে আমি মাগধ, কাশী ও কোশল দেশসমুদায় পরাজয় করিয়া মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত দুইটী কন্যা আনয়ন করিয়াছিলাম। বিচিত্রবীর্য্য তাহাদের মধ্যে একটীর পাণিগ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয়টি বীর্য্যনির্জ্জিত বলিয়া তাহার পাণিগ্রহণ না করিয়াই পত্নীত্বসিদ্ধির কল্পনা করিলেন। তখন আমার পিতা বাহ্লিক তদ্বিষয়ে প্রতিষেধ করিয়া কহিলেন, পাণিগ্রহণ না করিলে পত্নীত্ব সিদ্ধ হয় না; অতএব যে কন্যাটীর পাণিগ্রহণ করা হয় নাই, তাহাকে অচিরাৎ পরিত্যাগ কর। তখন আমি পিতার বাক্যে অতিশয় সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, পিতঃ! আমি আপনার নিকট আচারের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইয়াছি। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ বাহ্লিক আমার বাক্য শ্রবণে আমার

অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, বৎস! যদি তোমরা পাণিগ্রহণকে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ না বলিয়া শুল্ককেই ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, পাণিগ্রহণ না করিলে কদাচই ভার্য্যাত্বসিদ্ধি হয় না। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞেরা কহিয়া থাকেন, যাহারা পাণিগ্রহণ-ব্যতীত শুল্ক প্রদানকেই ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ বলিয়া গণনা করে, তাহাদিগের বাক্য নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আর দেখ, কন্যাদান দ্বারা ভার্য্যাত্বসিদ্ধি হয়, ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ; কিন্তু কন্যাক্রয় বা বিক্রয় করিয়া ভার্য্যাত্বসিদ্ধ হইয়াছে, ইহা কখনই শ্রবণ করি নাই। অতএব যাহারা ক্রয় বিক্রয়কে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির নিদান বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করে, তাহাদিগকে কোন ক্রমেই ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। যাহাদিগের এইরূপ সিদ্ধান্ত, তাহাদিগকে কন্যাদান করা কর্ত্তব্য নহে। আর যে কন্যা অর্থাদি দ্বারা ক্রীত, তাহার পাণিগ্রহণ করাও প্রশস্ত নহে। যখন ক্রীতা কন্যার পাণিগ্রহণ অপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তখন কন্যাক্রয় ও বিক্রয় নিতান্ত নিষিদ্ধ, সন্দেহ নাই। যাহারা দাসীক্রয় ও বিক্রয় করে, কন্যাক্রয় ও বিক্রয় করা সেই লুব্ধস্বভাব পামরদিগেরই কার্য্য।

একদা কএক ব্যক্তি মহারাজ সত্যবানের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহারাজ! একজন কন্যাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত শুল্ক প্রদান করিয়া যদি কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যাকে অন্য সৎপাত্রে সমর্পণ করা যায় কি না? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা নিরাকরণ করুন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ সত্যবান্ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সজ্জনগণ শুল্কপ্রদাতা জীবিত থাকিলেও উৎকৃষ্ট পাত্র উপস্থিত হইলে তাহাকে অবিচারিত চিত্তে কন্যা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। যখন শুল্কপ্রদাতা জীবিত থাকিতেও এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তখন তাহার মৃত্যু হইলে যে পাত্রান্তরে কন্যাদান করিবে, তাহার আর সংশয় কি? কন্যাকর্ত্তা কন্যাকে এক পাত্রে সমর্পণ করিবার অভিলাষে তাহার পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে পাণিগ্রহণার্থ অবান্তর কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও যদি অন্যের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কখনই দোষে লিপ্ত হইতে হয় না; কেবল মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ দোষে দূষিত হইতে হয়। ফলতঃ সপ্তপদী গমন হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাহাকে জলপ্রদান পূর্ব্বক কন্যাদান করা যায় এবং যে বিধিপূর্ব্বক কন্যার পাণিগ্রহণ করে, কন্যা তাঁহারই ভার্য্যা হয়। ব্রাহ্মণ অনুকূলা, সদৃশবংশোদ্ভবা, অগ্নিসমীপবর্ত্তিনী কন্যাকে সপ্তপদী গমন পূর্ব্বক বিবাহ করিবেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন ব্যক্তি কোন কন্যার পাণিগ্রহণার্থ শুল্ক

প্রদান পূর্ব্বক বিদেশে গমন করিয়া বহু কাল বাস করিলে ঐ কন্যার পিতার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যদি কন্যার পিতা বরপক্ষীয়দিগকে শুল্কপ্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অন্যকে ঐ কন্যা প্রদান করিতে পারেন না। শুল্ক-দাতাই তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐরূপ স্থলে ঐ কন্যা শুল্কদাতার উপকারার্থ ন্যায়ানুসারে অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করিয়া লইতে পারে; কিন্তু অন্য কেহই বিধি পূর্ব্বক উহার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। যে সকল কন্যার নিমিত্ত কেহ শুল্ক প্রদান না করে, তাহারা কোন কারণ বশত বহুদিন অনূঢ়া থাকিলে পিতার অনুমতি ক্রমে আপনারাই পতি মনোনীত করিয়া লইতে পারে; কিন্তু অনেকেই ঐ কার্য্য নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে সাবিত্রী যে, পিতার আজ্ঞানুসারে নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক স্বয়ং মনোনীত পতিকে বরণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ কার্য্যের নিন্দা করিয়া থাকেন। মহাত্মা জনকের পৌত্র সুক্রতু কহিয়া গিয়াছেন, কন্যাকে বর অন্বেষণ করিতে অনুমতি প্রদান করা পিতার অতিশয় গর্হিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম। সাধু ব্যক্তিরা ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের অস্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের খণ্ডনকেই আসুর ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত গর্হিত। পূর্ব্বকালে বিবাহকার্য্যে কেহই ঐরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই। ভার্য্যা ও পতির পরস্পর সম্বন্ধ অতিশয় সূক্ষ্ম; কিন্তু রতি স্ত্রীপুরুষমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। অতএব কেবল রতির নিমিত্ত স্বতন্ত্রা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অপুত্রক ব্যক্তির কন্যাই পুত্রস্বরূপ। অতএব কন্যা-সত্ত্বে অন্যে তাহার ধনাধিকারী হইতে পারে কি না? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পুত্র আত্মাস্বরূপ ও দুহিতা পুত্র হইতে ভিন্ন নহে। অতএব দুহিতৃসত্ত্বে কখনই অন্যে অপুত্রকের ধনাধিকারী হয় না। মাতার যৌতুক ধনে কন্যারই সম্পূর্ণ অধিকার। দৌহিত্র পিতা ও মাতামহ উভয়েরই পিণ্ডদান করিতে পারে, এই নিমিত্ত অপুত্রকের ধনে দৌহিত্র ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পুত্র ও দৌহিত্র উভয়ই সমান। কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর যদি কোন ব্যক্তির পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ধন পাঁচ ভাগ করিয়া দুই ভাগ কন্যা ও তিন ভাগ পুত্র গ্রহণ করিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর দত্তক পুত্রাদি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার ধন পাঁচ অংশ করিয়া তিন অংশ কন্যা ও দুই অংশ পুত্র গ্রহণ করিবে। কারণ দত্তক পুত্রাদি অপেক্ষা ঔরসী কন্যা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কন্যা বিক্রীতা হইলে, তাহার গর্ভে

অসূয়াপরতন্ত্র, অধর্ম্মনিষ্ঠ, পরস্বাপহারী কুসন্তান সমুদায় উৎপন্ন হয়; অতএব তাহারা দৌহিত্রিকধর্ম্মানুসারে কখনই মাতামহের ধনাধিকারী হইতে পারে না; কেবল পিতৃধনেই তাহাদিগের অধিকার থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যম কহিয়াছেন, যে যে ব্যক্তি ধনলোভে স্বীয় পুত্রকে বিক্রয় করে, অথবা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত পণ লইয়া কন্যাদান করে, তাহাকে কালসূত্রাখ্য ঘোরতর সপ্তনরকে নিপাতিত হইয়া স্বেদ মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। বরের নিকট গোমিথুনরূপ শুল্কগ্রহণ করিয়া তাহাকে কন্যা ও ঐ গোমিথুন প্রদান করাই আর্ষ বিবাহের নিয়ম। কেহ কেহ ঐ গোমিথুন গ্রহণকে শুল্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না এবং কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, কন্যার পিতা বরের নিকট অল্প বা বহুধন গ্রহণ করেন, তাঁহাকে বিক্রয়জনিত পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হয়। কেহ কেহ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু ইহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। সন্তানবিক্রয়ের কথা দূরে থাকুক, পশুবিক্রয় করাও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে অধর্ম্মলব্ধ অর্থ দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করে। ঐরূপ বিবাহকে রাক্ষস বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐরূপ বিবাহ করিলে নিশ্চয়ই অন্ধতমস নরকে নিপাতিত হইতে হয়।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, দক্ষের মতে বর যদি কন্যাকে অলঙ্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তাকে শুল্কগ্রহণজন্য দোষে দূষিত হইতে হয় না। কারণ অলঙ্কারাদি দ্বারা কন্যাকে বিভূষিত করা পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর ও দেবরপ্রভৃতির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে আহ্লাদিত করা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি স্ত্রী পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও তাহার সমাগমে প্রীত না হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রীতিনিবন্ধন সে কখনই সন্তানলাভে সমর্থ হয় না। অতএব নিয়ত মহিলাগণের প্রীতিসম্পাদন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা কামিনীগণের যথার্থ সৎকার করে, দেবতারা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর যাহারা কামিনীগণের অনাদর করে, তাহাদের কোন কার্য্যই ফলোপধায়ক হয় না। কুলকামিনীগণ অনুতাপ করিলে কুল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কামিনীগণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান করে, তৎসমুদায় নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয়। মহাত্মা মনু দেবলোকে গমন করিবার সময় পুরুষদিগের হস্তে স্ত্রীলোকদিগকে সমর্পণ করিয়া কহিয়াছিলেন, মানবগণ! স্ত্রীজাতি নিতান্ত দুর্ব্বল, সত্যপরায়ণ ও প্রিয়কারী। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত ঈর্ষাপরতন্ত্র, মানলাভার্থী, প্রচণ্ডস্বভাব, অবিবে

চক ও অপ্রিয় কার্য্যে নিরত; অল্পমাত্র চেষ্টা করিলেই উহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করা যায়। অতএব তোমরা প্রযত্নসহকারে উহাদিগকে রক্ষা কর। উহারা সততই সম্মানলাভের ইচ্ছা করে; অতএব উহাদিগকে সম্মান করা অতিশয় কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতিই ধর্ম্মলাভের কারণ। উহারাই উপভোগাদি সমুদায়ের মূল। অতএব উহাদিগের পরিচর্য্যা ও সম্মান করা শ্রেয়ঃ। অপত্যোৎপাদন, অপত্য উৎপন্ন হইলে তাহার প্রতিপালন, লোকযাত্রাবিধান স্ত্রীলোক হইতেই সমাহিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সম্মান করিলে সমুদায় কার্য্য নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হয়। একদা বিদেহরাজদুহিতা কহিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উহাদিগের স্বামিশুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম। উহারা সেই ধর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গলাভ করিতে পারে। বিদেহরাজদুহিতার এই বাক্য দ্বারা স্ত্রীলোকের ভর্ত্তৃপরায়ণতা সবিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে। স্ত্রীলোককে কুমারিকাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করিবে, উহাদিগকে স্বাতন্ত্র্যপ্রদান কদাচ বিধেয় নহে। যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সৎকার করিবেন। উহারা লক্ষ্মীস্বরূপ, অতএব উহাদিগকে প্রতিপালন করিলে লক্ষ্মীকে প্রতিপালন ও উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীকে নিগ্রহ করা হয়।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্রনির্ণয়ই অবগত আছেন। ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে আপনিই তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া দেন। আমার কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা হইলে আমি আর কাহাকেই জিজ্ঞাসা করি না। এক্ষণে আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন। ব্রাহ্মণের চারিটী ভার্য্যা বিহিত আছে, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা। ঐ সমস্ত স্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণের যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে কে কি পরিমাণে পৈতৃক ধন অধিকার করিবে? আপনি তাহা শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিবাহ করাই ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। তিনি চিত্তবিভ্রম, লোভ বা সম্ভোগ বাসনায় শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু উহা শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রাসম্ভোগ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন; অতএব ঐরূপ স্থলে বিধানানুসারে পাপশান্তির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে শূদ্রাসম্ভোগবিহিত প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের মধ্যে

ব্রাহ্মণের ধন হইতে যে যেরূপ অংশ গ্রহণ করিবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অগ্রে পিতৃধন হইতে সুলক্ষণ বৃষ ও যানপ্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তুসকল শ্রেষ্ঠাংশ স্বরূপ অধিকার করিবে। তৎপরে যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দশ অংশ করিতে হইবে। সেই দশ অংশ হইতেও ব্রাহ্মণীগর্ভসমুৎপন্ন পুত্র চারি অংশ গ্রহণ করিবে; ক্ষত্রিয়ার গর্ভসঞ্জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিন অংশ গ্রহণ করিবে; বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র দুই অংশ অধিকার করিবে এবং শূদ্রার গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, সে একাংশমাত্র গ্রহণ করিবে। যদিও শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে সমুৎপন্ন পুত্র পৈতৃক ধন গ্রহণের একান্ত অনুপযুক্ত, তথাপি তাহাকে দয়া করিয়া অল্পমাত্র ধন প্রদান করা কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণের ধন দশ অংশ করিয়া সবর্ণা ও অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্রেরা এইরূপে অধিকার করিবে। যে স্থলে সকল পুত্রই সমানবর্ণা হইতে উৎপন্ন হইবে, সে স্থলে পিতৃধনের সমান অংশ কল্পনা করাই বিধেয়। শূদ্রাতনয় শম দম প্রভৃতি সদ্গুণবিরহিত বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর তিন বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই নির্দ্দিষ্ট আছে; পঞ্চম বর্ণ নাই। এই চারি বর্ণেরই মধ্যে শূদ্র নিকৃষ্ট বর্ণ। এই নিমিত্ত শূদ্রাপুত্র ব্রাহ্মণের ধন হইতে দশ অংশের একাংশমাত্র গ্রহণ করিবে। তাহাও আবার পিতা যদি স্বেচ্ছানুসারে প্রদান করেন, তাহা হইলে গ্রহণ করিতে পারিবে। নতুবা সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কদাচ তাহাতে হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তথাচ শূদ্রাপুত্রকে নিতান্ত বঞ্চিত না করিয়া পৈতৃক ধন হইতে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করা পিতার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। দয়া পরম ধর্ম্ম; দয়া যে স্থানে প্রদর্শিত হউক না কেন, বহুগুণ উৎপাদন করিয়া থাকে। দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। সুতরাং শূদ্র নিকৃষ্টজাতি হইলেও করুণাপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে পৈতৃক ধনলাভের আশা হইতে এককালে নিরাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণের ঔরসে অন্য বর্ণ হইতে পুত্র উৎপন্ন হউক, বা নাই হউক, শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রকে দশমাংশের অধিক প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যদি ব্রাহ্মণের তিন বৎসরের আহারসাধনোপযোগী ধন হইতে কিছু অতিরিক্ত থাকে, তাহা হইলে তিনি তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। ধন বৃথা ব্যয় করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। সহধর্ম্মিণীকে তিন সহস্র মুদ্রার অধিক প্রদান করা ভর্ত্তার অবিধেয়। সহধর্ম্মিণী সেই ভর্ত্তৃদত্ত ধন যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারিবে। পতি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে স্ত্রী পতিধনের উত্তরাধিকারিণী হইয়া উহা কেবল উপভোগ করিবে, উহার বিক্রয়াদি করিবার অধিকার তাহার কিছুমাত্র

নাই। ভর্ত্তৃধন অপহরণ করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। তাহার যা কিছু পিতৃদত্ত ধন থাকিবে, তাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তাহার কন্য তৎসমুদায় অধিকার করিবে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ধনবিভাগ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এই ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত হইয়া ধন বৃথা ব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে সম্ভূত পুত্রের পৈতৃক ধনে অধিকার নাই, তখন তাহাকে দশমাংশ প্রদান করিবার প্রয়োজন কি এবং ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার যে সমুদায় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন কি নিমিত্ত তাহাদিগের পৈতৃক ধনে সমান অধিকার নাই, আপনি তাহা আমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যদিও সমুদায় ভার্য্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দারানামে অভিহিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণীকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মণী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মান্য হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী বিদ্যমান থাকিতে অন্য ভার্য্যা স্বীয় গৃহে কখনই ভর্ত্তার স্নানীয় দ্রব্য, কেশসংস্কার দ্রব্য, দন্তধাবন, অঞ্জন ও হব্যকব্য প্রভৃতি বস্তু রক্ষা করিতে পারে না। ব্রাহ্মণীই ভর্ত্তাকে বস্ত্র, আভরণ, মাল্য, অন্ন ও পানীয় প্রদান করিবেন। মহাত্মা মনুর প্রণীত শাস্ত্রে এই সনাতন ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়াছে। যদি কোন ব্রাহ্মণ কামপরতন্ত্র হইয়া ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে মতঙ্গের ন্যায় চণ্ডালস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্ভূত পুত্রকে ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত পুত্রের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠবর্ণসম্ভূতা বলিয়া তাঁহার গর্ভসম্ভূত পুত্রকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণী-গর্ভসম্ভূত পুত্রই সর্ব্বপ্রধান। এই নিমিত্ত সে পিতৃধন হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু সমুদায় ও অবশিষ্ট ধন দশ ভাগ করিয়া তাহার চারি ভাগ গ্রহণ করিতে পারে। ক্ষত্রিয়া যেমন ব্রাহ্মণীর তুল্য নহে, তদ্রূপ বৈশ্যা কখনই ক্ষত্রিয়ার তুল্য সম্মানাস্পদ হইতে পারে না। রাজ্য, কোষ ও সসাগরা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের অধিকার থাকে। ক্ষত্রিয় রাজপদে অধিরূঢ় হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। ক্ষত্রিয় ভিন্ন কেহই প্রজাগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ক্ষত্রিয় ঋষিপ্রণীত সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া দেবতাদিগের মান্য ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ই সমুদায় বর্ণের রক্ষাকর্ত্তা। লোকের ধন ও স্ত্রীপুত্রাদি দস্যুগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ক্ষত্রিয়ই তৎসমুদায় রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা যে, ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ কি? অতএব ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র অপেক্ষা

অধিক পরিমাণে পৈতৃক ধন গ্রহণ করিতে পারে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণের নিয়ম সমুদায় বিধিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের নিয়মও শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণেই বিধিপূর্ব্বক বিবাহ করিবে। উঁহারা কামপরতন্ত্র হইয়া শূদ্রা-দিগকেও পত্নীত্বে প্রতিগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু উহা শাস্ত্রসম্মত নহে। যে ক্ষত্রিয় সবর্ণা, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই ত্রিবিধ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিবেন, তাঁহার ধন আট ভাগে বিভক্ত হইবে। ঐ আট ভাগের মধ্যে ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত পুত্র চারি ভাগ, বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র তিন ভাগ এবং শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্র একভাগমাত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতা প্রদান না করিলে শূদ্রাগর্ভজ পুত্র ঐ ধনের কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্ষত্রিয়ের জয়লব্ধ ধনে ক্ষত্রিয়া-গর্ভসম্ভূত পুত্রেরই সম্পূর্ণ অধিকার।

বৈশ্যজাতি বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু শূদ্রাকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে শাস্ত্রসম্মত নহে। যে বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রা এই উভয়বিধ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিবে তাহার ধন পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র চারি ভাগ ও শূদ্রাগর্ভ-সম্ভূত পুত্র এক ভাগ গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতার অনুমতি ব্যতীত শূদ্রাপুত্র কখনই ঐ ধনের একভাগ গ্রহণ করিতে পারিবে না। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ শূদ্রার গর্ভে যে সমুদায় পুত্র উৎপাদন করিবেন, তাহাদিগকে পৈতৃক ধনের অল্পমাত্র অংশ প্রদান করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রজাতি কেবল সবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারে। শূদ্রের একশত পুত্র উৎপন্ন হইলেও তাহারা পৈতৃক ধন সমান অংশে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলত সমুদায় বর্ণেরই সবর্ণা গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের পৈতৃক ধনে সমান অধিকার। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যেষ্ঠাংশস্বরূপ এক ভাগ অধিক গ্রহণ করিতে পারে। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ দায়ভাগবিধি নির্ণয় করিয়াছেন। মরীচিপুত্র মহাত্মা কশ্যপ কহিয়াছেন, যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে অনেক সবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে অগ্রে প্রথমার গর্ভসম্ভূত পুত্র জ্যেষ্ঠাংশ, মধ্যমার গর্ভসম্ভূত পুত্র মধ্যমাংশ ও কনিষ্ঠার গর্ভসম্ভূত পুত্র কনিষ্ঠাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক পরিশেষে অবশিষ্ট ধন সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলতঃ সবর্ণাগর্ভসম্ভূত পুত্রই সমুদায় পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অর্থ-লোভ, কাম ও বর্ণের অনভিজ্ঞতানিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরুষ পরস্পর সংসর্গে প্রবৃত্ত হওয়াতে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়।

এক্ষণে আপনি সেই বর্ণসঙ্করদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম কিপ্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভগবান্ প্রজাপতি প্রথমে যজ্ঞের নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়া উঁহাদের কার্য্য সমুদায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ঐ বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ চারি বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণের ঐ চারি ভার্য্যার মধ্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদায় সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত, যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অম্বষ্ঠ ও শূদ্রার গর্ভে যাহারা জন্মে, তাহারা পারশব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আপনার বংশসম্ভূত ব্যক্তিদিগের সেবা করা শূদ্রাপুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রা পুত্র বয়ঃজ্যেষ্ঠ হইলেও বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া নষ্ট বিষয়ের উদ্ধার, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণীপুত্রাদির সেবা ও তাহাদিগকে ধনাদি দান করা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা ক্ষত্রিয়; বৈশ্যার গর্ভে যাহারা সম্ভূত হয়, তাহারা মাহিষ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা উগ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বৈশ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা করণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শূদ্র সবর্ণা কন্যা ভিন্ন আর কাহারও পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্র শূদ্র বলিয়াই অভিহিত হয়। যদি উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যার গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ সন্তান চারি বর্ণের নিন্দনীয় হইয়া থাকে। যদি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র সূত বলিয়া কথিত হয়। রাজাদির স্তব পাঠ করা সূতের প্রধান কার্য্য। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদায় সন্তান জন্মে, তাহারা বৈদেহক ও মৌদ্গাল্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্তঃপুর রক্ষণাবেক্ষণ করাই উঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। উঁহাদিগের উপনয়নাদি সংস্কার নাই। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহারা চণ্ডাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উঁহারা কুলের কলঙ্কস্বরূপ; নগরের বহির্ভাগে বাস করাই উঁহাদের উচিত। বধার্হ ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা উঁহাদিগের প্রধান কার্য্য। যাহারা বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বাক্যজীবী বন্দী এবং যাহারা শূদ্রের ঔরসে সম্ভূত হয়, তাহারা মৎস্যজীবী নিষাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে সূত্রধর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সূত্রধরের নিকট দান গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে।

অম্বষ্ঠাদি বর্ণসঙ্কর সমুদায় স্বজাতীয়

ভার্য্যাতে যে সমুদায় পুত্র উৎপন্ন করে, তাহারা তাহাদের স্বজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, আর উহারা আপনাদিগের অপেক্ষা নীচ জাতিতে সে সন্তান সমুদায় উৎপন্ন করে, তাহারা স্ব স্ব মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষ সমান জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র সমুদায় উৎপন্ন করে, তাহারা সজাতীয় ও অসমান জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন করে, তাহারা বিজাতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণীতে গমন করিলে চণ্ডালনামক অতি নিকৃষ্ট বাহ্যজাতি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ বাহ্যবর্ণ আবার ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কন্যাতে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি জন্মগ্রহণ করে।

এইরূপ ক্রমশঃ হীনজাতি হইতে পঞ্চদশবিধ হীনতর জাতির আবির্ভাব হয়। মগধ দেশীয় সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে সূত্রধরের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সৈরন্ধ্র বা আয়োগব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি রাজাদির প্রসাধনকার্য্য এবং কতকগুলি বাগুরা বন্ধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ঐ সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে মদ্যকর, মৈরেয়ক, নিষাদের ঔরসে নৌকাজীবী মদ্‌গুর, চাণ্ডালের ঔরসে মৃতদেহরক্ষক শ্বপাক, আয়োগবের ঔরসে মাংস, মৈরেয়কের ঔরসে স্বাদুকর, মদ্‌গুরের ঔরসে ক্ষৌদ্র ও শ্বপাকের ঔরসে সৌগন্ধ হইয়া থাকে। আয়োগবীগর্ভে বৈদেহের ঔরসে মায়াজীবী, নিষাদের ঔরসে মদ্রনাভ ও চণ্ডালের ঔরসে পুক্কস সমুৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে মায়াজীবিগণ নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও ক্রূরতাচরণ, মদ্রনাভেরা গর্দ্দভযুক্ত যানে আরোহণ এবং পুক্কসেরা মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ও ভগ্ন পাত্রে অশ্ব, গর্দ্দভ ও হস্তীর মাংস ভোজন করে। নিষাদীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে অরণ্যপশুঘাতক ক্ষুদ্র, চর্ম্মকারের ঔরসে কারাবর ও চণ্ডালের ঔরসে পাণ্ডুসৌপাক সমুৎপন্ন হয়। পাণ্ডুসৌপাকেরা বংশ দ্বারা পাত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বৈদেহীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে আহিণ্ডিকের ও চণ্ডালের ঔরসে সৌপাকের উৎপত্তি হয়। সৌপাকদিগের ব্যবহার চণ্ডালদিগের ন্যায়, নিষাদীর গর্ভে সৌপাকের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে অন্তেবসায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অন্তেবসায়িগণ সতত শ্মশানে বাস করে। চণ্ডালাদি নীচ জাতিরা উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! পিতামাতার বর্ণ ব্যতিক্রম বশত এইরূপ বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত বর্ণসঙ্করেরা প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যেই অবস্থান করুক, কর্ম্ম দ্বারা উহাদিগকে জ্ঞাত হইতে হইবে। চারি বর্ণ ব্যতীত আর কোন জাতিরই ধর্ম্ম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই। জাতির সংখ্যা করা নিতান্ত সুকঠিন। যজ্ঞহীন সজ্জনসংসর্গশূন্য চাণ্ডালাদি বাহ্যজাতি সমুদায় আপনাদের জাতিনিয়ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় স্ত্রীদিগের সহিত সংসর্গ করাতে, অশেষবিধ বাহ্যজাতি সমুৎপন্ন হয়। ঐ সমুদায় জাতি স্ব স্ব কর্ম্মানু-

সারে জাতি ও জীবিকা প্রাপ্ত হয়। উহারা চতুষ্পথ, শ্মশান, শৈল ও বৃক্ষসমূহে অবস্থান এবং লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। উহাদিগকে কখন কখন অন্যরূপ ভূষণ ধারণ করিতেও দেখা যায়। গো ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সাহায্য, দয়া, সত্য, ক্ষমা ও আপনার দেহের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যকে পরিত্রাণ এই কএকটী ইহাদিগের সিদ্ধির লক্ষণ।

বুদ্ধিমান্ মনুষ্য সবর্ণা স্ত্রীতেই পুত্র উৎপাদন করিবেন। অসবর্ণা স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করা শ্রেয়স্কর নহে। অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্র পিতাকে নিতান্ত অবসন্ন করে। রমণীগণ কি বিদ্বান্, কি মূর্খ সকলকেই কামক্রোধের বশবর্ত্তী করিয়া কুপথে নীত করে। পুরুষদূষণ স্ত্রীজাতির স্বভাব। অতএব বিচক্ষণ মনুষ্যেরা এই সমস্ত সবিশেষ অবগত হইয়া স্ত্রীলোকের প্রতি একান্ত আসক্তি প্রদর্শন করিবেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আর্য্য ব্যক্তির ন্যায় রূপবেশাদি সম্পন্ন হয়, আমরা কিরূপে তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইব?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি যোনিসঙ্কর হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহার নীচত্ব তাহার আর্য্যলোক-বিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। এই জীবলোকে অনার্য্যতা, অনাচার, ক্রূরতা ও যাগযজ্ঞাদিরাহিত্য পুরুষের নীচজাতিত্ব প্রখ্যাপিত করিয়া থাকে। যোনিসঙ্করসমুৎপন্ন মনুষ্য, পিতা বা মাতা অথবা উভয়েরই স্বভাব অধিকার করে। উহারা কোনরূপেই আপনার নীচত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। উহারা পিতা বা মাতার ন্যায় রূপপরিগ্রহ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যাঘ্রাদি তির্য্যগ্‌যোনি যেমন আপনার বীজগুণ পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ উহারা পিতা মাতার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। যোনিসঙ্কর হইতে অতি গোপনেও যাহার জন্ম হয়, সেও অল্প বা অধিকই হউক, জন্মদাতার স্বভাব অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য নীচ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্য্যের ন্যায় আচারনিরত হইলেও তাহার জাতিস্বভাব নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়। বিবিধস্বভাবসম্পন্ন নানাকার্য্যনিরত মনুষ্যমধ্যে ব্যবহার ও জাতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন নীচ জাতিতে উৎকৃষ্ট ব্যবহার ও কখন বা উৎকৃষ্ট জাতিতে নিকৃষ্ট ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না এবং নীচ আপনার অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া কদাচই ক্ষোভ প্রকাশ করে না। উৎকৃষ্ট জাতি সমুৎপন্ন ব্যক্তি যদি অসচ্চরিত্র হয়, তাহার সমাদর করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর ক্ষুদ্রও যদি ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হয়, তাহার সৎকার করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্য কুলশীল ও কার্য্য দ্বারা আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। আর তাহার কুল যদি কোন কারণবশত হীন দশায় নিপতিত হয়, তাহা

হইলে সে কার্য্য দ্বারা পুনরায় তাহা উজ্জ্বল করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে সংকীর্ণ ও অন্যরূপ জাতিতে সন্তানোৎপাদন করিতে না হয়, বিচক্ষণ মনুষ্য তদ্বিষয়ে নিরন্তর সাবধান হইবেন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কীদৃশ ভার্য্যাতে কীদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয়? পুত্র কয়প্রকার? এবং অধ্যোঢ়াদি পুত্রে কাহার অধিকার? পুত্রের নিমিত্ত মানবগণের সতত বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব আপনি ঐ সমুদায় সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ঔরসজাত পুত্র আত্মাস্বরূপ। যে স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুসারে অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, তাহার সেই পুত্র নিরুক্তজ এবং যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতিনিরপেক্ষ হইয়া জার দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে তাহার সেই পুত্র প্রসৃতিজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে ঐ পুত্র পতিতজ বলিয়া অভিহিত হয়। বিনামূল্যে অন্য হইতে যে পুত্রকে লাভ করা যায়, তাহাকে দত্তক পুত্র এবং মূল্য দ্বারা যে পুত্রকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে ক্রীত পুত্র বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রীর প্রাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে অধ্যোঢ় কহে। অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভজাত পুত্রকে কানীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সমুদায় ভিন্ন ছয় প্রকার অপধ্বংসজ পুত্র ও ছয় প্রকার অপসদ পুত্র আছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কীদৃশ পুত্রগণকে অপধ্বংসজ ও অপসদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, আপনি তাহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণজাতি ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন স্ত্রীর গর্ভে যে ত্রিবিধ পুত্র, ক্ষত্রিয়জাতি বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই স্ত্রীর গর্ভে যে দ্বিবিধ পুত্র এবং বৈশ্যজাতি শূদ্রার গর্ভে যে একবিধ পুত্র উৎপাদন করে, পণ্ডিতেরা সেই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপধ্বংসজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে ব্রাত্য এবং বৈশ্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে তাহাকে চেল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৈশ্যজাতি হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র মাগধ ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বালক বলিয়া অভিহিত হয় এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র সূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা এই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপসদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই আমি তোমার নিকট ছয়প্রকার অপধ্বংসজ ও ছয়প্রকার অপসদ পুত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি

কেহ পরস্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্রের অধিকারী কে হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্র উৎপাদকেরই হইবে; কিন্তু যদি উৎপাদক ঐ পুত্রকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র যাহার গর্ভে জন্মিবে, তাহার পাণিগ্রহীতার হইবে। আর যদি কেহ কোন গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র উৎপাদক কর্তৃক পরিত্যক্ত না হইলেও ঐ কামিনীর পাণিগ্রহীতার হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি বাল্যাবধি অবগত আছি যে, আপনার স্ত্রীতেই হউক বা পরস্ত্রীতেই হউক যে ব্যক্তি রেতঃসেক করে, ঐ রেতোজনিত পুত্র তাহারই হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি যে এক্ষণে কহিলেন, লোক পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তাহার জননীর পাণিগ্রহীতার হইবে এবং যদি কেহ গর্ভবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভসঞ্জাত পুত্র পাণিগ্রহীতার হইবে, ইহার কারণ কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক কোন কারণবশত তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পরিত্যক্ত পুত্রে তাহার অধিকার থাকিবার সম্ভাবনা কি? আর যদি কেহ পুত্রলাভার্থী হইয়া গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র তাহার হইবে না কেন? ঐ গর্ভজাত পুত্রে যদিও তাহার উৎপাদকের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ঐ পুত্র উহার জননীর পাণিগ্রহীতারই হইবে। ঐরূপ পুত্রকে অধ্যোঢ় পুত্র কহে। কৃতক পুত্রে উৎপাদক বা জননীর কিছুমাত্র অধিকার নাই; যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ ও ভরণ-পোষণ করে, সে তাহারই হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কৃতক পুত্র কি প্রকার? ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! যে পুত্রকে তাহার উৎপাদক বা জননী গুপ্তভাবে পরিত্যাগ করে, সেই পুত্রকে যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া গ্রহণ ও লালনপালন করে এবং ঐ সময় অনুসন্ধান করিয়াও তাহার উৎপাদক বা জননীর নির্ণয় করিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ পুত্র গ্রহীতার কৃতক পুত্র হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কৃতক পুত্রের নামকরণ বিবাহ ও অন্যান্য সংস্কার কিরূপে সম্পাদিত হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যদি ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কারের পূর্ব্বে গ্রহীতা উহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি অবগত হন, তাহা হইলে তিনি ঐ গোত্র অনুসারে তাহার নামকরণাদি সংস্কার ও ঐ বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্পাদন করিবেন। আর যদি তিনি তাহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি পরিজ্ঞাত না হন, তাহা হইলে আপনার গোত্রানুসারেই ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক আপনার বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন। অধ্যোঢ় ও কানীন এই উভয়বিধ পুত্র অতি

নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ঐ উভয়বিধ পুত্র এবং ক্ষেত্রজ ও অপসদ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার আপনাদের গোত্রানুসারে সম্পাদিত করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার প্রশ্নানুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। অতঃপর আর তোমার কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে, প্রকাশ কর।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পরপীড়া দর্শনে কিরূপ ক্লেশ হয়? যাহাদের সহিত একত্র বাস করা যায়, তাহাদের প্রতি কিরূপ স্নেহ জন্মে? এবং গোসমুদায়ের মাহাত্ম্যই বা কিরূপ? আপনি এই কয়েকটী বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে নহুষচ্যবনসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলেই তোমার এই বিষয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্ব্বে মহর্ষি চ্যবন অভিমান, ক্রোধ, হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনার জলমধ্যে বাস করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা গঙ্গাযমুনার বায়ুবেগসদৃশ প্রবল জলবেগ অনায়াসে সহ্য করিতেন। গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য স্রোতস্বতীরা ঐ মহর্ষিকে কদাচই নিপীড়িত করিতেন না, প্রত্যুত প্রদক্ষিণ দ্বারা তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন করিতেন। মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় স্থির হইয়া জলমধ্যে কখন শয়ন ও কখন বা উপবেশন করিয়া থাকিতেন। জলচর জীবজন্তুগণ তাঁহাকে নিরন্তর জলমধ্যে বাস করিতে দেখিয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি সমুচিত বিশ্বাস প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মৎস্যেরা তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহার দেহ আঘ্রাণ করিতে লাগিল। মহাত্মা চ্যবন এইরূপে সলিলবাস অবলম্বন পূর্ব্বক বহুকাল অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর একদা মহাবলপরাক্রান্ত মহাকায় মৎস্যজীবী নিষাদগণ মৎস্যসংগ্রহ করিবার মানসে প্রয়াগতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক যে স্থানে মহর্ষি চ্যবন বাস করিতেছিলেন, তথায় সুবিস্তীর্ণ নূতনসূত্রসঙ্কলিত জাল নিক্ষেপ করিল এবং অনতিবিলম্বেই এই জাল অতিভারাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া প্রফুল্লচিত্তে জলে অবতীর্ণ হইয়া মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীবজন্তুগণের সহিত মহর্ষি চ্যবনকে গ্রহণ পূর্ব্বক তীরে উত্থিত হইল। তীরে উত্থিত হইবামাত্র হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুরাজিবিরাজিত জটাজুটমণ্ডিত মহর্ষি চ্যবন তাহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। ঐ মহাত্মার কলেবর শৈবালজালে জড়িত ও শঙ্খশম্বূকপ্রভৃতি জলজন্তুগণে সমাকীর্ণ হইয়াছিল। মৎস্যজীবিগণ তাঁহাকে জলজন্তুগণের সহিত জালে বদ্ধ দেখিয়া শঙ্কিত চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে বারংবার অভিবাদন করিতে লাগিল। ঐ সময় মৎস্যগণ জলমধ্যে জাল দ্বারা আকর্ষণ, নিপীড়ন এবং তৎকালসুলভ ভয় ও স্থলস্পর্শনিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিল। মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদের তাদৃশ

দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন নিষাদগণ মহর্ষিকে মৎস্যবিনাশ-নিবন্ধন যার পর নাই দুঃখিত দেখিয়া বিনীতভাবে কহিল, ভগবন্! আমরা অজ্ঞানতানিবন্ধন যে পাপাচরণ করিয়াছি, আমাদিগকে তদ্বিষয়ে ক্ষমা করুন এবং এক্ষণে আমরা আপনার কি প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহাও বলুন। মৎস্যজীবিগণ এইরূপে বিনয় প্রকাশ করিলে মহর্ষি চ্যবন তাহাদিগকে কহিলেন, নিষাদগণ! এক্ষণে আমার এই অভিলাষ যে, আমি হয় এই মৎস্যগণের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিব, না হয় ইহাদিগের সহিত বিক্রীত হইব। আমি ইহাদিগের সহিত বহুকাল জলে বাস করিয়াছি, এক্ষণে কদাচ ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। মহর্ষি এই কথা কহিলে নিষাদগণ নিতান্ত ভীত হইয়া দীনবদনে মহারাজ নহুষের নিকট গমন পূর্ব্বক সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! তখন নরপতি নহুষ মৎস্যজীবিগণের মুখে স্বীয় পুরোহিত মহর্ষি চ্যবনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে অমাত্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে সংযত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মহাত্মা চ্যবনও সেই দেবতুল্য সত্যব্রতপরায়ণ নরপতিকে অভ্যর্থনা করিলেন।

তখন নরপতি নহুষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! এক্ষণে আমাকে আপনার কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। আপনি আমাকে যে বিষয়ে অনুমতি করিবেন, অতি দুষ্কর হইলেও আমি তাহা সংসাধন করিব।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! মৎস্যজীবী ধীবরগণ অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে। অতএব তুমি উহাদিগকে মৎস্যগণের মূল্যের সহিত আমার মূল্য প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, মহাত্মন্! যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার বিনিময়ে ধীবরদিগকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করা যাউক।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! সহস্র মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে; অতএব তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা আমার যথার্থ মূল্য হয়, উহাদিগকে তাহা প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার মূল্য স্বরূপ উহাদিগকে একলক্ষ মুদ্রা প্রদান করা যায়।

চ্যবন কহিলেন, রাজন্! এক লক্ষ মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব তুমি অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য হয়, উহাদিগকে প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন ভগবন্! তবে উহাদিগকে কোটি মুদ্রা প্রদান করা যাউক। আর যদি উহাও আপনার উপযুক্ত মূল্য না হয়, তাহা হইলে বলুন উহাদিগকে উহা অপেক্ষা অধিক প্রদান করি।

চ্যবন কহিলেন, রাজন্! এক কোটি বা তদপেক্ষা অধিক মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার যথার্থ মূল্য হয়, তাহা প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্! তবে ধীবরদিগকে আপনার মূল্যস্বরূপ অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদায় রাজ্য প্রদান করি। আমার বোধ হয়, ইহাই আপনার উপযুক্ত মূল্য। এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা ব্যক্ত করুন।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তোমার অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদায় রাজ্য আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব তুমি ঋষিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য তাহাই প্রদান কর।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে, নরপতি নহুষ তাঁহার যথার্থ মূল্য নিরূপণে অসমর্থ এবং অমাত্য ও পুরোহিতগণের সহিত নিতান্ত দুঃখিত ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া মৎস্যজীবিগণকে কি প্রদান করিলে মহর্ষির যথার্থ মূল্য দান করা হইবে, ইহা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক গোগর্ভসম্ভূত, ফলমূলাহারী, বনচারী তপস্বী সহসা তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনাকে উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন? আপনি অবিলম্বে আপনার উৎকণ্ঠার কারণ প্রকাশ করুন, আমি অবশ্যই আপনার উৎকণ্ঠা নিবারণ ও সন্তোষসাধন করিব। আমি পরিহাসাদিস্থলেও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি না। অতএব আপনার নিকট যাহা কহিতেছি, নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।

তখন মহাত্মা নহুষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই মহর্ষি চ্যবনের মূল্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমাকে সবংশে পরিত্রাণ করুন। আমি কেবল বাহুবলশালী, আমার কিছুমাত্র তপোবল নাই। সুতরাং মহর্ষি রোষাবিষ্ট হইলে আমার কথা দূরে থাক, সমুদায় বিশ্বসংসার বিনাশ করিতে পারেন। আমি আজি মহর্ষি চ্যবনের মূল্য স্থির করিতে না পারিয়া অমাত্য ও পুরোহিতবর্গের সহিত একেবারে অগাধ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; অতএব আপনি এই মহর্ষির মূল্য নিশ্চয় করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।

নরপতি নহুষ এই কথা কহিলে সেই গোজাত মহর্ষি অমাত্যগণের সহিত তাঁহার হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ সমুদায় বর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। একমাত্র গোধনই উঁহাদিগের প্রকৃত মূল্য হইতে পারে। অতএব আপনি উহাই মহর্ষির মূল্যরূপে কল্পনা করুন। তখন নরপতি নহুষ অমাত্য ও পুরোহিতগণসমভিব্যাহারে মহা আহ্লাদিত হইয়া ভৃগুনন্দন চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনি গাত্রোত্থান করুন। আমার বোধ হয়, গোধনই আপনার প্রকৃত মূল্য; অতএব এক্ষণে আমি গোধন দ্বারা আপনাকে ক্রয় করিলাম।

মহাত্মা নহুষ এই কথা কহিবামাত্র

মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এই আমি গাত্রোত্থান করিলাম, তুমি আমাকে যথার্থ মূল্যে ক্রয় করিয়াছ। ইহলোকে গোধনতুল্য ধন আর কিছুই নাই। গোমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, গোমাহাত্ম্য শ্রবণ, গোদান ও গোদর্শন দ্বারা সমুদায় পাপনাশ ও মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। গাভী পরম পবিত্র পদার্থ। শ্রী, অন্ন, দেবগণের হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বষট্কার ও যজ্ঞ সমুদায়ই গাভীগণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। গাভীগণ দিব্য দুগ্ধ ধারণ ও ক্ষরণ করিয়া থাকে। উহারা সমুদায় লোকের নমস্য ও অমৃতের আধারস্বরূপ। উহাদিগের শরীরকান্তি ও তেজস্বিতা হুতাশনসদৃশ। গাভী হইতে জীবগণের যার পর নাই সুখোদয় হইয়া থাকে। গোকুল যে স্থানে অবস্থান করিয়া নির্ভয়ে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সে স্থান পরম পবিত্র ও শোভাযুক্ত হয়। গাভী স্বর্গের সোপানস্বরূপ। স্বর্গে দেবগণও উহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন। গাভীর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই লাভ করিতে পারে। গাভী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। হে মহারাজ! সম্পূর্ণরূপে গোকুলের মহিমা কীর্ত্তন করা আমার সাধ্য নহে। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা তাহাদিগের গুণের একাংশমাত্র।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, মহারাজ নহুষ ধীবরগণকে মহর্ষির মূল্যস্বরূপ একটী গাভী প্রদান করিলেন। তখন ধীবরগণ চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহর্ষে! যতক্ষণ সপ্তপদ ভূমি গমন করিতে পারা যায়, ততক্ষণ মাত্র সাধুদিগের সহিত একত্র বাস করিলেই তাঁহাদের সহিত মিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। আপনার সহিত বহুকাল আমাদিগের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছে; অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি পরম পবিত্র ও তেজস্বী। এক্ষণে আমরা প্রণতভাবে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের নিকট এই গাভী গ্রহণ করুন।

চ্যবন কহিলেন, হে ধীবরগণ! অগ্নিদাহে তৃণাদি যেমন ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ আশীবিষতুল্য মুনি ও দরিদ্রের ক্রোধ দৃষ্টিপাতে মনুষ্য সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে। তোমরা দরিদ্র, সুতরাং আমি কদাচ তোমাদের প্রার্থনা ভঙ্গ করিব না। এক্ষণে আমি তোমাদিগের গাভী গ্রহণ করিলাম। তোমরা পাপ হইতে মুক্ত হইলে, অতঃপর তোমরা এই মৎস্যগণের সহিত স্বর্গে গমন কর।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিয়া ধীবরদিগের নিকট সেই গাভী গ্রহণ করিলে, তাহারা মৎস্যসমুদায়ের সহিত স্বর্গে গমন করিল। নরপতি নহুষ তাহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় সেই গোগর্ভজাত মহর্ষি ও ভৃগুনন্দন চ্যবন উভয়ে নরপতিকে অনুরূপ বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন নরপতি মহা আহ্লাদিত

হইয়া তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যেন আমার ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাকে। নহুষ এইরূপ যুক্তিসঙ্গত বর প্রার্থনা করিলে, ঋষিদ্বয় তথাস্তু বলিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন। নরপতি নহুষও বরলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরপীড়াদর্শনের ক্লেশ, অন্যসহবাসজনিত স্নেহ ও গোমাহাত্ম্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে যদি তোমার অন্য কোন বক্তব্য থাকে, প্রকাশ কর।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জমদগ্নিনন্দন রামের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার কিরূপে জন্ম হইল এবং তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেন? আর মহারাজ কৌশিক ক্ষত্রিয় ছিলেন, বিশ্বামিত্র তাঁহার বংশে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, এই বিষয়ে আমার আরও এই একটী সংশয় হইয়াছে যে, মহর্ষি ঋচিক ও মহারাজ কুশিক স্ব স্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি ঋচিকের পুত্র জমদগ্নির ক্ষত্রিয়ত্ব না হইয়া তাঁহার পৌত্র রামের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং কুশিকের আত্মজ গাধির ব্রাহ্মণত্ব না হইয়া তাহার পৌত্র বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব হইল কেন? আপনি পুরাবৃত্তের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার এই সংশয় ছেদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার এই সংশয় নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত কুশিকচ্যবনসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি চ্যবন কুশিকবংশ হইতেই আপনার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের সঞ্চার হইবে, ইহা অনুধাবন এবং ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চার হইলে আপনার বংশে যে সমস্ত দোষ গুণ ও বলাবল উপস্থিত হইবে, তাহা অনুমান করিয়া কুশিকের বংশ ভস্মসাৎ করিবার অভিলাষে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার সহিত অবস্থান করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে। এক্ষণে তোমার মত কি? তখন মহারাজ কুশিক মহর্ষি চ্যবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কন্যাসম্প্রদানকালে এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, কন্যা নিরন্তর ভর্ত্তার সহিত একত্র বাস করিবে। ফলত পত্নীই পতির সহিত সতত একত্র বাস করিতে পারে তদ্ভিন্ন আর কেহই কাহারও সহিত নিরন্তর বাস করিতে পারে না। অতএব এক্ষণে আপনি যেরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। যাহা হউক, আপনার যখন আমার সহিত একত্র বাসের ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আমি অবশ্যই তদ্বিষয়ে সম্মত হইব।

মহারাজ কুশিক এই বলিয়া মহর্ষি চ্যবনকে আসন প্রদান ও ভৃঙ্গারনিঃসৃত সলিল দ্বারা তাঁহার পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহাকে মধুপর্ক প্রদান করিলেন। পরে মহিষীসমভিব্যাহারে অব্যগ্রভাবে তাঁহাকে বিধি পূর্ব্বক পূজা করিয়া পুনরায় কহিলেন, ভগবন্! আমি ও আমার এই মহিষী আমরা উভয়েই আপনার একান্ত অধীন। এক্ষণে আমরা আপনার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব, আদেশ করুন। আমার রাজ্য, ধন ও ধেনু প্রভৃতি যে যে দ্রব্যে আপনার অভিলাষ হয়, আপনি ব্যক্ত করুন, আমি অবিচারিতচিত্তে আপনাকে তৎসমুদায়ই প্রদান করিব। এই রাজপ্রসাদ, রাজ্য ও ধর্ম্মাসন আপনারই অধিকৃত। আপনিই এক্ষণে রাজা হইয়া স্বয়ং এই পৃথিবী শাসন করুন। আমি কেবল আপনার আশ্রিতমাত্র রহিলাম।

মহীপাল কুশিক এইরূপ বিনয়প্রকাশ করিলে, মহর্ষি চ্যবন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি রাজ্য, ধন, ধেনু, দেশ, যজ্ঞীয় উপকরণ বা স্ত্রীসমুদায় প্রার্থনা করি না। আমার যেরূপ অভিলাষ, ব্যক্ত করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এক্ষণে তোমার ও তোমার মহিষীর যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমি কোন একটী নিয়মের অনুষ্ঠান করি। ঐ নিয়মানুষ্ঠানকালে তোমাদের উভয়েই অকুণ্ঠিতমনে আমার পরিচর্য্যা করিতে হইবে। মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী পুলকিত মনে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমরা অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। মহীপাল কুশিক পত্নীসমভিব্যাহারে এইরূপে মহর্ষির বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে এক উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তন্মধ্যস্থ ব্যবহারোপযোগী পদার্থসমুদায় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার নিমিত্ত এই শয্যা প্রস্তুত আছে, আপনি স্বেচ্ছানুসারে ইহাতে উপবেশন করুন। আমরা উভয়ে যথাসাধ্য আপনার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিব।

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন অন্নপান আহরণার্থ কুশিককে আদেশ করিলেন। মহারাজ কুশিক তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র প্রণত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! আপনার কিরূপ অন্নপান প্রার্থনীয়, আজ্ঞা করুন, আমি তাহাই আনয়ন করিতেছি। তখন মহর্ষি চ্যবন প্রীতমনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তোমার আলয়ে যেরূপ অন্নপান প্রস্তুত আছে, তাহাই আনয়ন কর। মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গৃহমধ্যে যে সমস্ত অন্নপান প্রস্তুত ছিল, তাঁহার নিমিত্ত তৎসমুদায় আহরণ করিলেন। মহর্ষি স্বেচ্ছানুসারে ঐ সমস্ত দ্রব্য ভোজন ও পান করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, এক্ষণে আমার নিদ্রার সময় সমুপ-

স্থিত হইয়াছে ; আমি শয়ন করিব। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র রাজা মহিষীসমভিব্যাহারে তাঁহাকে শয়ন গৃহে লইয়া গেলেন। তখন মহর্ষি সেই শয়নগৃহমধ্যে সুপ্রস্তুত রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন দেখ, আমি নিদ্রিত হইলে তোমরা কদাচ আমাকে জাগরিত করিও না এবং নিরন্তর জাগরিত থাকিয়া আমার চরণ সংবাহন করিও। তখন কুশিক অবিচারিতচিত্তে যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। অনন্তর মহর্ষি একপার্শ্বে শয়ন করিয়া গাঢ়তর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, তথাচ তিনি জাগরিত হইলেন না। রাজা ও রাজমহিষীও তাঁহাকে জাগরিত করিলেন না। তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার আদেশানুসারে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে একবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইলে, তপোধন চ্যবন স্বয়ং শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়াই সেই শয়নগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন রাজা ও মহিষী একান্ত ক্ষুধাবিষ্ট ও পরিচর্য্যাজনিত পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপও করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি গমন করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা কুশিক যার পর নাই দুঃখিত হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। রাজমহিষী প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহাত্মা চ্যবন অন্তর্হিত হইলে, মহারাজ কুশিক ও তাঁহার ভার্য্যা কি করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহর্ষি চ্যবন অন্তর্হিত হইলে, মহারাজ কুশিক ভার্য্যাসমভিব্যাহারে নানাস্থানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিলেন ; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেন না। তখন উভয়ে নিতান্ত লজ্জিত, পরিশ্রান্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া স্বীয় পুরমধ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মনে মনে মহর্ষির কার্য্য চিন্তা করিতে করিতে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ভৃগুকুলোদ্ভব মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি তৎকালে সেই শয্যার আর এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া পূর্ব্ববৎ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার সেই অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা যথাস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার তাঁহার চরণসংবাহন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পুনরায় একবিংশতি দিবস অতিক্রান্ত হইলে মহর্ষি স্বয়ং প্রবোধি-

হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে বহু দিনের পর উত্থিত দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হইল না। তাঁহারা এতাবৎ কাল উপবাসী থাকিয়া তাঁহার চরণসেবা করিতেছিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার স্নান করিতে বাসনা হইয়াছে; অতএব আমার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দাও। তখন মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী উভয়ে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াও তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ শতপাকবিশুদ্ধ মহামূল্য তৈল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে, মহর্ষি চ্যবন যখন দেখিলেন যে, রাজা ও রাজ্ঞী বহুক্ষণ তৈল মর্দ্দন করিয়া দিয়া কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই, তখন তিনি স্বয়ং সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নানশালায় প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থানে রাজাদিগের স্নানের উপযুক্ত বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য প্রস্তুত ছিল। মহর্ষি তৎসমুদায় স্পর্শও না করিয়া নরপতির সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা দেখিলেন, ভগবান্ চ্যবন স্নাত হইয়া সিংহাসনে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তাঁহারা নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুমতি হইলে আমি আপনার নিমিত্ত সিদ্ধান্ন আনয়ন করি। তখন মহর্ষি চ্যবন কুশিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার আলয়ে যে যে ভক্ষ্য দ্রব্য আছে, শীঘ্র আনয়ন কর। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র নরপতি ভার্য্যাসমভিব্যাহারে সত্বরে সিদ্ধান্ন, বিবিধ মাংস, শাক, রসাল, পূপ, বিচিত্র মোদক, নানাপ্রকার রস এবং মুনিভোগ্য ও গৃহস্থভোগ্য রাশি রাশি ফল আহরণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংস্থাপিত করিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন স্বয়ং শয্যা আসন ও মহার্হ বস্ত্রসমুদায় আনয়ন পূর্ব্বক ঐ সকল ভোজ্য দ্রব্যের সহিত একত্র করিয়া তৎসমুদায়ে অগ্নি প্রদান করিলেন। মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের সমক্ষেই পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইলেন। নরপতি ও তাঁহার ভার্য্যা তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি পুনরায় রাজার সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমে পুনর্ব্বার সেই স্থানে বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য, অন্ন, শয্যা ও বস্ত্র সমাহৃত হইল। এইরূপে উনপঞ্চাশৎ দিবস অতিক্রান্ত হইল; কিন্তু ভগবান্ চ্যবন কোন রূপেই নরপতির কিছুমাত্র রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলেন না।

পঞ্চাশৎ দিবসে মহর্ষি চ্যবন কুশিকের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি পত্নীসমভিব্যাহারে অচিরাৎ আমাকে রথারূঢ় করিয়া বহন কর। আমি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিব, তোমাদিগকে

সেই স্থানে রথ লইয়া যাইতে হইবে। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র মহারাজ কুশিক নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার ক্রীড়ারথ ও সাংগ্রামিক রথ বিদ্যমান আছে; আজ্ঞা করুন, কোন্ রথ আনয়ন করিব? চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবিলম্বে বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন, কনকযষ্টিসমন্বিত, তোরণ-সুশোভিত, কিঙ্কিণীজালজড়িত সংগ্রামিক রথ আনয়ন কর। তখন মহারাজ কুশিক মহাত্মা চ্যবনের আজ্ঞামাত্র স্বীয় সাংগ্রামিক রথ সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলেন এবং ঐ রথের বামভাগে ভার্য্যাকে যোজিত করিয়া স্বয়ং উহার দক্ষিণ ভাগে যোজিত হইলেন।

মহারাজ কুশিক ভার্য্যার সহিত এই রূপে রথে যোজিত হইলে, মহাত্মা চ্যবন রথারূঢ় হইয়া ত্রিদণ্ডযুক্ত হীরকনির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র প্রতোদ ধারণ করিলেন। তখন নরপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে রথ লইয়া কোন্ স্থানে গমন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিবেন, আপনার রথ সেই স্থানেই উপনীত হইবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ কুশিক এই কথা কহিলে, মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি মৃদুগতি অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বজনসমক্ষে আমার রথ বহন কর। আমি যেন বিশ্রান্ত না হইয়া পরম সুখে গমন করিতে পারি। আর পথিমধ্যে যে সমুদায় পথিক আমার নিকট উপস্থিত হইবে এবং যে সমুদায় ব্রাহ্মণ আমার নিকট ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে অপরিমিত ধন রত্ন প্রদান করিব। যাহাতে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ হয়, তুমি অচিরাৎ তাহার ব্যবস্থা কর। তখন মহারাজ কুশিক ভৃত্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, এই মহর্ষি যখন যাহা প্রার্থনা করিবেন, তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবে। ভূপতি এইরূপ আদেশ করিলে, ভৃত্যগণ অবিলম্বে অসংখ্য রত্ন, স্ত্রী, বাহন, ছাগমেষাদি পশু, সুবর্ণালঙ্কার, সুবর্ণমুদ্রা ও পর্ব্বতাকার হস্তী সমুদায় লইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। অমাত্যগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন তীক্ষ্ণাগ্র প্রতোদ দ্বারা সহসা সেই দম্পতিকে প্রহার করিয়া তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ ও গণ্ডস্থল ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তদ্দর্শনে নগরের সমুদায় লোক কাতরস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে রাজা ও রাজ্ঞীর মনে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইল না। তাঁহারা পঞ্চাশৎ দিন উপবাসী থাকিয়াও মহর্ষির প্রহার সহ্য করিয়া কম্পিত কলেবরে অতিকষ্টে তাঁহাকে বহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন পুনর্ব্বার সেই প্রতোদ দ্বারা তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তাঁহারা মহর্ষির কষাঘাতে রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের মনঃ কিছুমাত্র বিকৃত হইল না।

পৌরবর্গ তাঁহাদিগের সেইরূপ দুরবস্থা-দর্শনে যাহার পর নাই শোকাকুল হইয়াও অভিশাপভয়ে মহর্ষিকে কিছুমাত্র কহিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, দেখ দেখ, মহাত্মা চ্যবনের কি আশ্চর্য্য তপোবল! আমরা ক্রুদ্ধ হইয়াও উঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইতেছি না। আর রাজা ও রাজ্ঞীর ধৈর্য্যও সামান্য নহে। উঁহারা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও মহর্ষিকে বহন করিতেছেন, কিন্তু মহর্ষি উঁহাদের কিছুমাত্র বিরক্তিভাব দর্শনে সমর্থ হইতেছেন না।

ঐ সময় ভৃগুনন্দন চ্যবন সেই রাজ-দম্পতিকে বিকারশূন্য অবলোকন করিয়া দরিদ্রদিগকে কুবেরের ন্যায় অজস্র ধনদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নরপতি কুশিক তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে পূর্ব্ববৎ রথ বহন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি যাহার পর নাই প্রীত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই দম্পতিকে রথ হইতে মুক্ত করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি তোমার ও তোমার পত্নীর কার্য্য-দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তোমাদিগকে তাহাই প্রদান করিব। মহর্ষি এই বলিয়া স্নেহভরে অমৃততুল্য করবিক্ষেপ দ্বারা তাঁহাদিগের বেদনাযুক্ত কোমল কলেবর স্পর্শ করিলেন। তখন নরপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনার প্রসাদে আমাদিগের শ্রান্তি দূর হইয়াছে, আর আমাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। নরপতি কুশিক এই কথা কহিলে, মহর্ষি চ্যবন মহা আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এই গঙ্গাতীর পরম পবিত্র ও রমণীয় স্থান। আমি ব্রত অবলম্বন করিয়া কিছুকাল এই স্থানে বাস করিব; এক্ষণে তোমরা স্ত্রীপুরুষে বিশ্রামার্থ স্বভবনে প্রতিগমন কর। কল্য এই স্থলে আগমন করিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। এক্ষণে তোমার সৌভাগ্যের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, তুমি যাহা যাহা বাসনা করিয়াছ, তৎসমুদায় পরিপূর্ণ হইবে।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে, নরপতি কুশিক মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমরা কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই। আপনার অনুগ্রহে আমরা দিব্য শরীর, অসাধারণ শক্তি ও পবিত্রতা লাভ করিয়াছি। আপনার প্রতোদপ্রহারে আমাদিগের শরীরে যে ব্রণ উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতেছি না। আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি এই দেবীকে যেরূপ অপ্সরার ন্যায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেখিয়াছিলাম, এক্ষণেও তদ্রূপ দেখিতেছি। এই সমুদায় ঘটনা আপনার অনুগ্রহেই হইয়াছে। আপনি অনুকূল থাকিলে সকলই হইবার সম্ভাবনা।

নরপতি কুশিক এই কথা কহিলে, মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে তুমি গৃহে গমন

কর; কল্য ভার্য্যার সহিত এই স্থানে আগমন করিও।

তখন মহারাজ কুশিক মহর্ষি চ্যবনকে অভিবাদন পূর্ব্বক অমাত্য, পুরোহিত, সৈনিক পুরুষ, বন্দী, বারবিলাসিনী ও প্রজাবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর পূর্ব্বাহ্নকৃত্য ও ভোজন সমাপন পূর্ব্বক যামিনীযোগে ভার্য্যার সহিত এক শয্যায় শয়ান হইলেন। ঐ সময় আপনাদিগকে জরাবিহীন, অমরের ন্যায় শ্রীমান্ ও নবযৌবনসম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। এ দিকে ভৃগুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন মহর্ষি চ্যবন তপোবলে সেই গঙ্গাতীরস্থ রমণীয় তপোবন বিবিধ রত্নে বিভূষিত করিয়া ইন্দ্রালয় হইতেও সমধিক সমৃদ্ধিশালী করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইবামাত্র মহারাজ কুশিক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যসমুদায় সমাধান পূর্ব্বক মহিষীসমভিব্যাহারে সেই চ্যবনাধিষ্ঠিত কাননোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কোন স্থানে সুবর্ণনির্ম্মিত মণিময় স্তম্ভসুশোভিত গন্ধর্ব্বনগরাকার প্রাসাদ, কোন স্থানে রজতশিখরবিরাজিত পর্ব্বত, কোন স্থানে কমলদলসমলঙ্কৃত সরোবর, কোন স্থানে বিবিধ গৃহ ও নানাপ্রকার তোরণ এবং কোন স্থানে হরিদ্বর্ণ তৃণপরিপূর্ণ ভূমিখণ্ড ও কাঞ্চনময় কুট্টিম শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে মুকুলজাল মণ্ডিত সহকার, কেতক, উদ্দালক, ধব, অশোক, কুন্দ, পুষ্পিত অতিমুক্ত, চম্পক, তিলক, পনস, বঞ্জুল, পাণিআমলক, কর্ণিকার, শ্যাম, পলাশ ও অষ্টপাদিকপ্রভৃতি পাদপ সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে। কোন স্থানে বৃক্ষে পদ্ম ও উৎপলসমুদায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কোন স্থানে সুশীতল সলিল, কোন স্থানে উষ্ণজল, কোন স্থানে সুবর্ণনির্ম্মিত, রত্নখচিত, উৎকৃষ্ট আস্তরণশোভিত পর্য্যঙ্ক, বিচিত্র আসন ও শয্যা, কোন স্থানে বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য এবং কোন স্থানে বাণীবাদ, শুক, সারিকা, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, শতপত্র, কোযষ্টিক, কুক্কুভ, ময়ুর, কুক্কুট, দাত্যূহ, জীবঞ্জীবক, চকোর, হংস, সারস ও চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ রহিয়াছে। কোন স্থানে বানরেরা তুমুল কোলাহল করিতেছে। কোন স্থানে প্রিয়দর্শন অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বেরা সমাগত হইয়া প্রীতমনে বিহার করিতেছে। এই সমস্ত বস্তু মহারাজ কুশিকের একবার দৃশ্য ও একবার অদৃশ্য হইতে লাগিল। তিনি কখন সুমধুর গীতধ্বনি ও হংসসারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের তুমুল কোলাহল ও কখন বা অধ্যাপনধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ কুশিক এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক যাহার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি এক্ষণে স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছি!

না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে; অথবা এই ঘটনা যথার্থ। আমি কি সশরীরে পরম গতি লাভ করিলাম; কিংবা উত্তরকুরু বা অমরাবতীতে উপস্থিত হইলাম! যাহা হউক, আমি যে এক্ষণে এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সমুদায় কি? মহারাজ কুশিক এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ইত্যবসরে মণিময় স্তম্ভসমলঙ্কৃত সুবর্ণনির্ম্মিত গৃহমধ্যে মহামূল্য শয্যায় শয়ান ভৃগুনন্দন চ্যবনকে সহসা নিরীক্ষণ করিলেন। মহারাজ কুশিক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র পুলকিত হইয়া মহিষীর সহিত তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। নৃপদম্পতী সন্নিহিত হইবামাত্র মহর্ষি তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং তাঁহার সেই রমণীয় শয্যাও অন্তর্হিত হইল। তখন মহারাজ কুশিক অন্য এক কাননমধ্যে মহর্ষি চ্যবনকে কুশাসনে উপবিষ্ট ও ধ্যানপরায়ণ নিরীক্ষণ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে অপ্সরা গন্ধর্ব্ব ও বৃক্ষলতা প্রভৃতি সমস্ত অদ্ভুত পদার্থ তিরোহিত হইয়া গেল। গঙ্গার উপকূল পুনরায় পূর্ব্ববৎ কুশভূয়িষ্ঠ, বল্মীকলাঞ্ছিত ও নিঃশব্দ হইল।

মহারাজ কুশিক মহর্ষির যোগবলে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যার পর নাই বিস্মিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মহিষীকে কহিলেন, প্রিয়ে! মহর্ষির অনুগ্রহে এই সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব বিস্ময়কর পদার্থ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে? এক্ষণে বোধ হইতেছে, তপোবল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যে সমস্ত বিষয় কল্পনায় উপনীত হয়, তপোবলে তৎসমুদায় অধিকার করা যায়, সন্দেহ নাই। তপোবলপ্রাপ্তি বিশ্বরাজ্য লাভ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। তপস্যা সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তি অনায়াসেই হস্তগত হইয়া থাকে। মহর্ষি চ্যবনের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ইনি ইচ্ছা করিলেই তপোবলে অন্য লোক সমুদায় সৃষ্টি করিতে পারেন। ইঁহা অপেক্ষা এই সমস্ত কার্য্য দক্ষতা আর কেহই প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণগণই পবিত্র বাক্য, পবিত্র বুদ্ধি ও পবিত্র কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর হইয়া থাকেন। ইহলোকে রাজ্য লাভ করা সুলভ; কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। দেখ, আমরা এক ব্রাহ্মণেরই প্রভাবে অশ্বাদির ন্যায় রথে যোজিত হইয়াছিলাম।

এইরূপে মহারাজ কুশিক মহিষীর সহিত যে সমস্ত কথা কহিলেন, মহর্ষি যোগবলে তৎসমুদায়ই অবগত হইলেন। অনন্তর তিনি নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক অদূরে মহারাজকে মহিষীর সহিত আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর। কুশিক মহর্ষির কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে ভার্য্যার সহিত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। তখন মহর্ষি তাঁহাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া তথায় উপবেশন করাইয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, মহারাজ! তুমি পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে সম্যক্ আয়ত্ত

করিয়াছ। সেই নিমিত্তই তোমার কোন দুরবস্থা ঘটে নাই। তুমি প্রাণপণে আমার সেবা করিয়াছ। তদ্বিষয়ে তোমার কোন অংশেই ক্রুটি হয় নাই। এক্ষণে তুমি আমাকে অনুজ্ঞা কর, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আর আমি তোমার পরিচর্য্যায় যাহার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, তন্নিবন্ধন তোমাকে বর প্রদান করিব। অতএব তুমি অচিরাৎ আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক তাঁহাকে যথোচিত বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আমি অগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়া যে দগ্ধ হই নাই, এই আমার পরম লাভ। আর আপনি আমার পরিচর্য্যায় যে প্রীত হইয়াছেন, এবং আপনার ক্রোধানলে আমার কুল যে নির্ম্মূল হয় নাই, এই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর এবং জীবন, রাজ্যশাসন ও তপস্যার শ্রেষ্ঠ ফল। যাহা হউক, যদি এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার যে একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করুন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

তখন মহর্ষি চ্যবন কুশিকরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা এবং তোমার মনোমধ্যে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ কর; আমি অবিলম্বেই তোমার সংশয় ছেদন ও তোমাকে বর প্রদান করিব।

তখন নরপতি কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্যক্ত করিয়া বলুন, আপনার আমার গৃহে অবস্থান, একবিংশতি দিবস একপার্শ্বে শয়ন, বাঙ্নিষ্পত্তিমাত্র না করিয়া বহির্গমন, অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান করিয়া পরক্ষণেই দর্শন প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় একবিংশতি দিবস শয়ন, সর্ব্বশরীর তৈলাক্ত করিয়া স্নান না করিয়াই প্রস্থান, ভোজ্য বস্তু ও শয়নীয় সামগ্রী সমুদায় লইয়া হুতাশনে দাহন, আমাদিগকে রথে সংযোজন পূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিয়া গমন, অজস্র ধনদান, তপোবনমধ্যে আমাকে কাঞ্চনময় বিবিধ প্রাসাদ ও মণিবিদ্রুমময় পর্য্যঙ্ক প্রদর্শন এবং পুনরায় সেই সমুদায়ের বিলোপ করিবারই বা কারণ কি? এই সমুদায় বিষয় চিন্তা করিয়া আমি একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারি নাই; অতএব আপনি ঐ সমুদায়ের কারণ যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করুন।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিলে, তখন প্রত্যুত্তর প্রদান না করা আমার কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমি যে নিমিত্ত ঐ সমুদায় কার্য্য করিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আমি দেবসভায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট শুনিলাম যে, তোমার বংশ হইতে আমার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সঞ্চার হইবে এবং তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। আমি ব্রহ্মার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তোমার বংশ বিনাশ বাসনায় তোমার

গৃহে আগমন করিয়াছিলাম। আমি তোমার পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই তোমাকে কহিয়াছিলাম যে, আমি কোন ব্রত অবলম্বন করিব, তুমি আমার শুশ্রূষা কর। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বহুদিন তোমার সহিত একত্রে বাস করিলে অবশ্যই তোমার কোন না কোন রন্ধ্র পাইব। কিন্তু তোমার সৌভাগ্যক্রমে আমি তোমার গৃহে আগমনাবধি তোমার কোন দুষ্কৃত দর্শন করি নাই। এই নিমিত্ত তুমি অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ; নতুবা কখনই জীবিত থাকিতে না। আমি এই অভিসন্ধি করিয়া একবিংশতি দিবস নিদ্রিত ছিলাম যে, তোমরা কেহ আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেই আমি শাপপ্রদান করিব। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমি বা তোমার পত্নী আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলে না। তৎপরে আমি এই মনে করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম যে, তোমরা কেহ 'আপনি কোথায় গমন করিতেছেন' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই শাপপ্রদান করিব। কিন্তু তোমরা আমাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিলে না। তখন আমি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া পর ক্ষণে তোমার গৃহে আগমন পূর্ব্বক এই অভিসন্ধিতে যোগাবলম্বন করিয়া পুনরায় একবিংশতি দিবস নিদ্রিত হইলাম যে, তোমরা আমার সেবানিবন্ধন একান্ত পরিশ্রান্ত ও অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমার উপর বিরক্ত হইবে; তাহা হইলেই আমি শাপপ্রদানের সূত্র পাইব; কিন্তু দেখিলাম, তাহাতেও তোমাদিগের অণুমাত্র ক্লেশবুদ্ধি হইল না। তখন আমি এই মনে করিয়া ভোজনসামগ্রী সমুদায় দগ্ধ করিলাম যে, তোমরা আমার অহঙ্কার দর্শনে রোষাবিষ্ট হইবে; কিন্তু তুমি অবিকৃত চিত্তে তাহাও সহ্য করিলে। তখন আমি রথারোহণ পূর্ব্বক তোমাকে রাজ্ঞীর সহিত রথ বহন করিতে কহিলাম। তুমি তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইলে না। তখন আমি তোমাকে ক্রুদ্ধ করিবার মানসে অজস্র ধনদান পূর্ব্বক তোমার ধনক্ষয় করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও তোমার ক্রোধের লেশমাত্রও দেখিলাম না।

হে মহারাজ! এইরূপে যখন আমি দেখিলাম তোমার ও তোমার পত্নীর কিছুতেই ক্রোধোদয় বা বিরক্তি হইতেছে না, তখন আমি তোমাদের প্রতি যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তোমাদিগের আনন্দবর্দ্ধনার্থ এই তপোবনমধ্যে তোমাদিগকে স্বর্গসন্দর্শন করাইলাম। তোমরা যে তপোবনমধ্যে বিবিধ উৎকৃষ্ট পদার্থ সন্দর্শন করিয়া ক্ষণকাল সশরীরে স্বর্গসন্দর্শনসুখ অনুভব করিয়াছ, তাহা কেবল আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তপস্যার প্রভাবেই হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে তপোনুষ্ঠান ও ধর্ম্মের বল জানাইবার নিমিত্তই ঐ সমুদায় পদার্থ প্রদর্শন করিয়াছি। ঐ সমুদায় পদার্থ দর্শনসময়ে তুমি যে ইন্দ্রত্বলাভ তৃণতুল্য বোধ করিয়া ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা করিয়াছ, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। তুমি যে ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত দুর্লভ বিবেচনা করিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ্যলাভ,

ব্রাহ্মণ্য লাভ হইলে ঋষিত্বলাভ এবং ঋষিত্ব লাভ হইলে আবার তপস্বিতালাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, তোমার অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তুমি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না বটে, কিন্তু অস্মদ্বংশীয়দিগের তেজঃপ্রভাবে তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। তোমার ঐ পৌত্র তপস্বী ও হুতাশনসদৃশ তেজস্বী হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোক শঙ্কিত করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুমি অন্য কোন অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আর কালবিলম্ব করিও না; আমি তোমাকে অচিরাৎ বরপ্রদান করিয়া তীর্থপর্য্যটনে গমন করিব।

তখন নরপতি কুশিক মহর্ষি চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনার বাক্য মিথ্যা না হইয়া যেন আমার বংশীয় ব্যক্তিগণের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। এক্ষণে কি প্রকারে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে, তাহা আপনি বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তোমার কুলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে বলিয়াই আমি তোমার কুল নির্ম্মূল করিতে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছিলাম, এক্ষণে যেরূপে তোমার কুলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের যজমান ইহা চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কোন অলৌকিক কারণবশত ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত বিবাদ করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। উহারা দৈবোপহতচিত্ত হইয়া ভৃগুবংশীয় রমণীগণের গর্ভ ভেদ করিয়া তন্মধ্যস্থ সন্তানগণকেও মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিবে। ঐ সময় কোন একটী ভৃগুবংশীয় গর্ভবতী নারী ক্ষত্রিয় হইতে আপনার গর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক পর্ব্বতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিবেন। উঁহার গর্ভে আমাদিগের বংশধর সূর্য্য ও হুতাশন সদৃশ তেজস্বী ঊর্ব্ব নামক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই ঊর্ব্ব ত্রৈলোক্য বিনাশের নিমিত্ত ক্রোধানল সৃষ্টি করিয়া এই পর্ব্বতবনসম্পন্না অবনীকে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইবে। তখন অনেকে সেই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া তাহাকে ক্রোধোপশমের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে সে সেই ক্রোধবহ্নি সমুদ্রমধ্যে বড়বামুখে নিক্ষেপ করিবে। ঊর্ব্বের ঋচীকনামে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। ক্ষত্রিয়গণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত কোন অলৌকিক উপায়ে সমগ্র ধনুর্ব্বেদ ঐ ঋচীকে সংক্রান্ত হইবে। ঋচীক আপনার বংশরক্ষার্থ তোমার আত্মজ গাধির কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। ঐ সময় তোমার আত্মজ গাধি স্বীয় বংশধর পুত্র উৎপন্ন না হওয়াতে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া কালযাপন করিবে। কিয়দ্দিন পরে ঋচীক আপনার ভার্য্যা ও শ্বশ্রূর পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র এই দুইপ্রকার চরু প্রস্তুত করিবে। কিন্তু

তোমার পুত্রবধূ উৎকৃষ্ট পুত্রলাভ করিবার অভিলাষে কন্যাকে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্ম চরু ভক্ষণ করিবে। ঋচীক এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ দুই চরুপ্রভাবে যাহার যেরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহা দিগের সমক্ষে তাহা প্রকাশ করিবে। তখন ঋচীকের ভার্য্যা ঋচীকের বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব যাহাতে আপনার পুত্রে সংক্রামিত না হইয়া পৌত্রে হয়, সেই বর প্রার্থনা করিবে। ঋচীকও তাহাতে সম্মত হইবে। পরে ঐ চরুপ্রভাবে ঋচীকের ভার্য্যা জমদগ্নি নামক এক পুত্র প্রসব করিবে। সমগ্র ধনুর্ব্বেদ ঋচীক হইতে ঐ জমদগ্নিতে সংক্রান্ত হইবে। জমদগ্নির ঔরসে রাম নামে পুত্র উৎপন্ন হইবে। সে স্বীয় পিতামহীর বরগ্রহণানুসারে ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সমগ্র ধনুর্ব্বেদ অধিকার করিবে। এ দিকে তোমার পুত্রবধূ সেই ব্রহ্মতেজোমিশ্রিত চরুপ্রভাবে বিশ্বামিত্র নামে ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র প্রসব করিবে। বিশ্বামিত্র কালসহকারে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইবে। হে মহারাজ! বিধাতার অভিপ্রায়ানুসারে স্ত্রীলোকই তোমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব ও আমার বংশে ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চারের মূল হইবে। বিধাতার অভিপ্রায় কদাচ অন্যথা হইবার নহে। সুতরাং তোমার পৌত্র নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। এই ঘটনানিবন্ধন ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত তোমার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে, সন্দেহ নাই।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব সঞ্চারিত হউক। তখন মহর্ষি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব। কুশিক কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার বংশপরম্পরা সকলেই যেন ব্রাহ্মণ হয় এবং তাহাদিগের যেন ধর্ম্মে দৃঢ়তর আসক্তি থাকে। তখন মহর্ষি চ্যবন তথাস্তু বলিয়া কুশিককে অভীষ্ট বর প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত কৌশিকদিগের যেরূপে সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছিল এবং যে কারণে কুশিকের পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব ও ঋচীকের পৌত্র ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই পৃথিবী যে অসংখ্য মহাবলপরাক্রান্ত নরপতির নিধনে নিতান্ত দীনভাব ধারণ করিয়াছে, আমি বারংবার সেই বিষয় স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিমোহিত হইয়াছি। অসংখ্য ব্যক্তির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক পৃথিবীজয় ও রাজ্যলাভ করিয়া আমাকে কেবল অনুতাপ করিতে হইতেছে। হায়! যে সমুদায় সুশীলা নারীর পতি, পুত্র, মাতুল ও ভ্রাতৃ-

গণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজি তাঁহাদিগের কি গতি হইবে! যখন আমরা রাজ্যলোভে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমাদিগকে অধঃশিরাঃ হইয়া নরকে নিপতিত হইতে হইবে। আমি এই বিবেচনা করিয়া তপস্যা করিতে বাসনা করিতেছি। অতএব আপনি বিশেষ রূপে আমাকে এই সময়ের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করুন।

সূক্ষ্মবুদ্ধি ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহামতি ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! মানবগণ যেরূপ কার্য্য দ্বারা পরলোকে যেরূপ গতিলাভ করে, আমি এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য তপস্যা দ্বারা যশঃ, দীর্ঘায়ু, বিবিধ ভোগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আরোগ্য, রূপ, ধনসম্পত্তি, সৌভাগ্য ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তিনি সমুদায় লোককেই বশীভূত করিতে পারেন। দান দ্বারা উপভোগ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দীর্ঘায়ু, অহিংসা দ্বারা সৌন্দর্য্য ও দীক্ষা দ্বারা সদ্বংশে জন্ম লাভ হয়। যাঁহারা ইহলোকে ফলমূলমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারা পরলোকে রাজ্য, আর যাঁহারা ইহলোকে পর্ণাহার ও সলিলমাত্র পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। দান দ্বারা প্রভূত ধন, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা ও নিত্যশ্রাদ্ধ দ্বারা সন্তানসন্ততি লাভ হয়। যাঁহারা শাকমাত্র ভোজন করেন তাঁহারা পরজন্মে প্রভূত গোধন ও যাঁহারা তৃণমাত্র আহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হন। ইহলোকে যে সমুদায় স্ত্রী ত্রিকালীন স্নান ও বায়ু ভক্ষণ করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। যাঁহারা নিত্যস্নান এবং প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা পরলোকে দক্ষপ্রজাপতির স্বরূপত্ব, যাঁহারা মরুভূমিতে দেবগণের অর্চ্চণা করেন, তাঁহারা রাজ্য, যাঁহারা অনশনব্রত অবলম্বন করেন তাঁহারা স্বর্গ, যাঁহারা স্থণ্ডিলে শয়ন করেন তাঁহারা গৃহ ও শয্যা, যাঁহারা চীর ও বল্কল পরিধান করেন তাঁহারা বস্ত্র ও আভরণ, যাঁহারা যোগ ও তপোনুষ্ঠান করেন তাঁহারা বিবিধ শয্যা, আসন ও যান এবং যাঁহারা অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। রস সমুদায় পরিত্যাগ করিলে পরলোকে সৌভাগ্য, আমিষ পরিত্যাগ করিলে পুত্রগণের দীর্ঘ আয়ু ও জলমধ্যে বাস করিয়া তপস্যা করিলে পরলোকে স্বর্গের আধিপত্য এবং সতত সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে দেহান্তে দেবগণের সহবাস লাভ হইয়া থাকে। ধনদান দ্বারা যশ, অহিংসা দ্বারা আরোগ্য, দ্বিজশুশ্রূষা দ্বারা রাজ্য ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। পানীয় প্রদান দ্বারা অচলা কীর্ত্তি এবং অন্ন ও পানীয় এই উভয় দান দ্বারা বিবিধ ভোগজনিত তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের শান্তিপ্রদ মহাত্মাদিগকে কখনই শোকসন্তাপে লিপ্ত হইতে হয় না। দেব-

গণের আরাধনা করিলে পরলোকে রাজ্য ও দিব্য রূপ, দীপদান করিলে চক্ষুস্মত্ত্বা, রমণীয় বস্তু প্রদান করিলে স্মৃতি ও মেধা এবং গন্ধ মাল্য প্রদান করিলে পরলোকে কীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহজন্মে যাঁহারা কেশ ও শ্মশ্রু ধারণ করেন পরজন্মে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট পুত্র লাভ হয়। যাঁহারা দ্বাদশবর্ষ সর্ব্বভোগ পরিত্যাগ, জপাদি নিয়মানুষ্ঠান ও ত্রিকালীন স্নান করেন, তাঁহারা পরলোকে বীরস্থান অপেক্ষাও উৎকৃষ্টস্থান লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্ম বিধানানুসারে কন্যাদান করিলে পরজন্মে উৎকৃষ্ট দাস, দাসী, অলঙ্কার, ক্ষেত্র ও গৃহ সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠান ও উপবাস দ্বারা স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা ফল ও পুষ্প দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলময় পবিত্র জ্ঞান লাভ হয়। দেবগণ কহিয়াছেন, সুবর্ণনির্ম্মিতশৃঙ্গসম্পন্ন সহস্র ধেনু প্রদান করিলে মানবগণ নিঃসন্দেহ দেবলোক লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ইহলোকে সুবর্ণশৃঙ্গ, ও কাংস্যক্রোড়সম্পন্ন সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে ঐ ধেনুর শরীরে যত রোম বিদ্যমান থাকে, তত বৎসর অভিলষিত সুখসম্ভোগ ও স্বীয় পুত্রপৌত্রাদি সপ্তপুরুষের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন। ইহলোকে ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণময় শৃঙ্গসম্পন্ন, কাংস্যক্রোড়বিভূষিত, কনকোত্তরীয়যুক্ত, তিলময় ধেনু প্রদান করিলে পরলোকে বসুদিগের লোক লাভ করা যায়। যেমন পবনসঞ্চালিত পোত দ্বারা মহার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ গোদান দ্বারা অন্ধকারময় নরক হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। যাঁহারা ইহলোকে ব্রাহ্মবিধানানুসারে কন্যাদান এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূমি ও অন্ন দান করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের ইন্দ্রলোক লাভ হয়। যাঁহারা স্বাধ্যায়নিরত গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে উৎকৃষ্ট গৃহসামগ্রী সমুদায় প্রদান করেন, তাঁহারা পরলোকে উত্তরকুরুতে সুখসম্ভোগ করিতে পারেন। ভারবাহক গোদান করিলে বসুলোক, হিরণ্য দান করিলে স্বর্গ, বিশুদ্ধ হিরণ্য দান করিলে স্বর্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান, ছত্র দান করিলে রমণীয় গৃহ, চর্ম্মপাদুকা প্রদান করিলে যান, বস্ত্র দান করিলে দিব্য শরীর এবং গন্ধ দান করিলে সুগন্ধযুক্ত দেহ লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ফলপ্রদান, পুষ্প ও বৃক্ষ প্রদান করেন, তাঁহারা পরজন্মে উত্তম স্ত্রী ও নানাবিধ রত্নবিভূষিত গৃহ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইহলোকে বিবিধ ভক্ষ্য, পানীয়, বস্ত্র ও আশ্রয় দান করেন, তাঁহারা পরজন্মেও ঐ সমুদায় প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণগণকে স্নানীয় ধূপ, গন্ধ ও মাল্য প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে পরম সুন্দর ও রোগবিহীন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণকে ধনধান্যপরিপূর্ণ শয্যাসমন্বিত গৃহ প্রদান করেন, পরলোকে তাঁহার ধ্রুবলোক লাভ হয়। আর যে ব্যক্তি ইহলোকে সুগন্ধযুক্ত বিচিত্র আস্তরণ ও উপাধানসংবলিত শয্যা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে সৎকুলো-

ন্তুবা রূপবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, বীরশয্যায় শয়ন করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার স্বরূপত্ব লাভ করা যায়; অতএব কেহই বীরশয্যা-শায়ী মহাত্মাদিগের তুল্য উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া স্বর্গকামনানিবন্ধন বনবাস বাসনা পরিহার পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা পিতামহের বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হও। তখন অর্জ্জুন, ভীম-সেন, নকুল, সহদেব ও যশস্বিনী দ্রৌপদী তাঁহার সেই বাক্যে স্বীকার করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জলাশয় খনন ও বৃক্ষরোপণ করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ইহলোকে বিবিধ ধাতুবিভূষিত, নয়নাহ্লাদকর, সর্ব্বভূতসমন্বিত উর্ব্বর ক্ষেত্রকেই শ্রেষ্ঠ ভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐরূপ প্রদেশেই জলাশয় খনন করা কর্ত্তব্য। জলাশয় খননে যে যে গুণ, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জলাশয় প্রতিষ্ঠাতা ত্রিলোকমধ্যে পূজনীয় হইয়া থাকেন। জলাশয় মিত্রের ন্যায় সর্ব্বভূতের উপকারক, সূর্য্যের প্রীতি-কর, দেবগণের পুষ্টিবর্দ্ধক ও প্রতিষ্ঠাতার কীর্ত্তিপ্রদ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, জলাশয় খনন করিলে তদ্দ্বারা ত্রিবর্গের ফল লাভ হয়। অতএব জলাশয় একটী পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ। চতুর্ব্বিধ প্রাণী জলাশয় হইতে জলপান করিয়া জীবন ধারণ করে। অতএব জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতি-ষ্ঠাতার নিশ্চয়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পিতৃলোক, দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও পৃথিবীস্থ অন্যান্য প্রাণিগণ সক-লেই জলাশয় আশ্রয় করেন। এক্ষণে ঋষি-গণ জলাশয় খননের যেরূপ ফল কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বর্ষাকালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্য-মান থাকে, তিনি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের, শরৎ-কালে যাঁহার জলাশয়ে সলিল বিদ্যমান থাকে তিনি সহস্র গোদানের, হেমন্তকালে যাঁহার জলাশয় সলিলপূর্ণ থাকে তিনি বহু-সুবর্ণ যজ্ঞের, শিশিরকালে যাঁহার জলাশয়ে সলিল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের, বসন্তকালে যাঁহার জলাশয়ে জল থাকে, তিনি অতিরাত্র যজ্ঞের এবং গ্রীষ্ম-কালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গাভী ও পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ের জল পান করে, তাঁহার কুল পবিত্র হয় এবং তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ে স্নান, জলপান ও বিশ্রাম করে, তাঁহাকে পরলোকে কখনই স্নান, জলপান ও বিশ্রামের নিমিত্ত ক্লেশভোগ করিতে হয় না। পরলোকে জলাঞ্জলি লাভ করা নিতান্ত

সুকঠিন। জলদান করিলে অপরিসীম প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহলোকেই তিল, জল ও দীপ প্রদান এবং জ্ঞাতিবর্গের সহিত আমোদ-প্রমোদ কর। কারণ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে আর ঐ সমুদায় কার্য্য করিতে পারিবে না। জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অতএব জলদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জলাশয় দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর বৃক্ষরোপণের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উদ্ভিদ পদার্থ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, বংশ ও তৃণ এই ছয় জাতিতে বিভক্ত। এই সমুদায় রোপণ করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি, স্বর্গে শুভফল ও পিতৃলোকে সম্মান লাভ হইয়া থাকে। বৃক্ষরোপণকর্ত্তা স্বর্গে গমন করিলেও তাহার নাম বিলুপ্ত হয় না এবং সে অনায়াসে স্বীয় ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষদিগের উদ্ধারসাধন করিতে পারে। অতএব বৃক্ষরোপণ করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃক্ষরোপণ-কর্ত্তা পরলোকে গমন করিলে নিশ্চয়ই তাহার স্বর্গলোক লাভ হয়। পাদপগণ পুত্রস্বরূপ হইয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া থাকে। বৃক্ষগণ পুষ্পদ্বারা দেবতা, ফলদ্বারা পিতৃলোক এবং ছায়াদ্বারা অতিথিদিগের সৎকার করিয়া থাকে। কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও মনুষ্যগণ উহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহারা ফল-পুষ্প দ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করে। অতএব জলাশয়তীরে বৃক্ষ সমুদায় রোপণ করিয়া পুত্রের ন্যায় তাহাদের প্রতিপালন করা শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহারা ধর্ম্মানুসারে রোপণকর্ত্তার পুত্র-স্বরূপ, সন্দেহ নাই। জলাশয় দাতা, বৃক্ষ-রোপণ কর্ত্তা, যজ্ঞানুষ্ঠান কারী ও সত্যবাদী ইঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গারোহণ করেন; অত-এব জলাশয় দান, বৃক্ষরোপণ, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সতত সত্যবাক্য প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে সমস্ত দানের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন তৎসমুদায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে? যে বস্তু প্রদত্ত হইলে দাতা উহা ইহলোক ও পরলোকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে আমার সমক্ষে আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রাণিগণকে অভয় প্রদান এবং কাহারও বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাহাকে সাহায্যদান ও প্রার্থনানুরূপ ধনদান করিলে ইহলোক ও পরলোকে তৎসমুদায় পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐরূপ দানই উৎকৃষ্ট দান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুবর্ণ, গো ও ভূমি দান অতিশয় প্রশস্ত; উহা পাপাত্মাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়। মহারাজ! তুমি সাধুব্যক্তিদিগকে নিরন্তর এই সমস্ত বস্তু প্রদান কর। দানধর্ম্ম প্রভাবে মনুষ্য নিষ্পাপ

হয়। যে ব্যক্তি দত্তবস্তু অক্ষয় করিতে অভিলাষী হন, তিনি যে যে বস্তু সকলের প্রিয়তর, গুণবান্ ব্যক্তিদিগকে সেই সেই বস্তু প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি প্রিয়বস্তু প্রদান ও প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে প্রতিনিয়ত প্রিয়বস্তু লাভ করে, এবং ইহলোক ও পরলোকে সকলের প্রীতিভাজন হয়। যদি দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে সমর্থ বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট আহারোপযোগী বস্তু প্রার্থনা করে; আর ঐ ব্যক্তি যদি সমর্থ হইয়াও তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে সে নৃশংস বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যিনি শত্রুগণেরও প্রতি বিপদ্ কালে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তিনিই উৎকৃষ্ট পুরুষ। যে ব্যক্তি কৃতবিদ্য, জীবিকাশূন্য, অবসন্ন মনুষ্যকে জীবিকা প্রদর্শন করেন, তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যে সকল স্বধর্ম্মনিরত সচ্চরিত্র ব্যক্তি অন্নাভাবে পরিক্লিষ্ট হইয়াও যাচ্ঞা না করেন তাঁহাদিগকে অর্থাদি দান করিয়া প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা পূজনীয় ও নিত্য সন্তুষ্ট, যাঁহারা দেবতা ও মনুষ্যের নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না এবং যাঁহারা অযাচিতোপস্থিত বিত্ত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর। ঐ সকল ব্যক্তি যাহাতে কুপিত না হন, তুমি তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকিবে। তাঁহাদিগের আহারোপযোগী অর্থ আছে কি না প্রতিনিয়ত চর দ্বারা তাহার অনুসন্ধান করিবে এবং গৃহ নির্ম্মাণ, ভৃত্য নিয়োগ ও পরিচ্ছদ প্রদান প্রভৃতি সুখাবহ কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান্ হইবে। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সাধন করা হয়। যাঁহারা বেদ বিধানানুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যাঁহাদিগের বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা লোকরঞ্জনার্থ অনুষ্ঠিত হয় না, সেই সমস্ত স্বদারনিরত পবিত্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণকে যাহা প্রদান করা যায় তাহা নিশ্চয়ই পরলোকে অনুগামী হইয়া থাকে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্ণে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া যে ফল লাভ করেন, সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণকে অর্থাদি দান করিলে সেইরূপই ফল লাভ হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি শ্রদ্ধাবান্ ও দানশীল হইয়া এই সুবিস্তীর্ণ দানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সমর্পণ, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের পূজা করিলে দেবতাদির ঋণজাল হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা কদাচ কুপিত ও তৃণগ্রহণেও লুব্ধ হন না এবং যাঁহারা সতত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহারাই আমাদিগের পরম পূজনীয়। যাঁহারা নিস্পৃহতানিবন্ধন দাতাকে সমাদর করেন না, তাঁহাদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি সেই সকল মহাত্মাকে নমস্কার ও তাঁহাদিগের হইতে অভয় প্রার্থনা করি। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি তেজঃ প্রদ-

র্শন করিলে তাহা কোন ফলোপধায়ক হয় না। অতএব তুমি আপনাকে ধনবান্ রাজা ও মহাবল পরাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া কদাচ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়াদি উপভোগ করিও না। তোমার বল ও গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত যে সমস্ত অর্থ আছে, তুমি স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমুদায় ধন-দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সৎকার কর। তাঁহারা যেন পুত্রের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে তোমাকে আশ্রয় করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। নিত্য প্রসন্ন, অল্পলাভ-সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ-গণের বৃত্তিবিধান করিতে তোমাভিন্ন আর কেহই সমর্থ নহে। যেমন স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম ও পতিই পরমগতি, সেইরূপ ব্রাহ্মণসেবাই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণই পরম গতি। যদি ব্রাহ্ম-ণেরা ক্ষত্রিয়দিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ও তাহাদিগের কর্ত্তৃক অসৎকৃত হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের বেদ ও যজ্ঞশূন্য এবং উৎকৃষ্ট লোকলাভে বঞ্চিত হইয়া জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি? ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে যেরূপ ব্যব-হার করিতেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করি-তেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়দিগের ও শূদ্রগণ বৈশ্যদিগের সেবা করিত। শূদ্রগণ তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণগণকে স্পর্শ করিয়া সেবা করিতে সমর্থ হইত না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া সেবা করিত। এক্ষণে তুমি সেই সমস্ত সত্যশীল, মৃদুস্বভাব, সত্যধর্ম্মপরায়ণ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর, সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে নিরন্তর সেবা কর। ক্ষত্রিয়গণের তেজ ও তপস্যা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অচিরাৎ পরাভূত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমার পিতা, পিতামহ ও স্বীয় জীবনও প্রিয়তর নহে। এই জীব-লোকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা তোমার প্রতিই সমধিক প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া থাকি; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমা অপেক্ষাও আমার প্রীতি-ভাজন। ধর্ম্মরাজ! আমি যাহা কহিলাম ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ করিও না; ইহা সত্যবাক্যই প্রয়োগ করিতেছি। এই সত্য প্রভাবেই, মহারাজ শান্তনু যে সমস্ত লোকে গমন করিয়াছেন, আমি সেই সেই লোকে গমন করিব। আমি এই বিপ্রভক্তি প্রভাবে সাধুদিগের গন্তব্য লোক সমুদায় নিত্য-কালের নিমিত্ত লাভ করিব, সন্দেহ নাই। ঐ সমুদায় লোক এক্ষণে আমার জ্ঞানচক্ষু-প্রভাবে প্রত্যক্ষ হইতেছে। উহা প্রত্যক্ষ হওয়াতেই আমি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছি, তদ্দ্বারা আমার যার পর নাই সন্তোষ জন্মিতেছে।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! তুল্যরূপ আচার, কুল ও বিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে যদি একজন যাচক ও একজন অযা-চক হন, তাহা হইলে উঁহাদের কাহাকে দান করিলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান করিলেই মহৎফল লাভ হইতে পারে। যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যে, অযাচক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ নাই। রক্ষা ক্ষত্রিয়ের ও অযাচ্ঞা ব্রাহ্মণের ধৈর্য্যস্বরূপ। ধৈর্য্যশালী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া দেবগণকে প্রীত করিতে পারেন। যাচক ব্রাহ্মণগণ দস্যুদিগের ন্যায় লোকদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করে, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা যাচ্ঞাকে চৌর্য্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাচকেরা মৃতকল্প বলিয়া অভিহিত হয়। দান শীল মহাত্মাদিগকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না; প্রত্যুত তাঁহারা আপনার ও অন্যের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিয়া থাকেন। মানবগণ দয়ার অধীন হইয়া যাচক ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করেন বটে; কিন্তু যে সমুদায় ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুঃখী হইয়াও কাহার নিকট প্রার্থনা না করেন, তাঁহাদিগকে দান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি তোমার রাজ্য-মধ্যে অযাচক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাদিগকে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় জ্ঞান করিবে। ঐ তপোবলসম্পন্ন মহাত্মারা পৃথিবীকেও অনায়াসে দগ্ধ করিতে পারেন; অতএব তাঁহাদিগের সৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সতত জ্ঞান, বিজ্ঞান, তপস্যা ও যোগবল সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং অযাচক মহাত্মাদিগের সম্মুখীন হইয়া তাঁহা-দিগকে ধনদান করিবে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে যে ফল লাভ হয়, বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা বেদবিধানা-নুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং যে সমুদায় ব্রাহ্মণ প্রশংসা-লাভের নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান না করেন, তুমি গৃহনির্ম্মাণ, ভৃত্য নিয়োগ এবং বিবিধ পরি-চ্ছদ ও ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়া তাঁহা-দিগকে পরিতুষ্ট করিবে। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্ম সাধন করা হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণের পুত্রকলত্রাদি সুবৃষ্টিপ্রতীক্ষানিরত কৃষি-জীবির ন্যায় ভোজ্য বস্তুর প্রতীক্ষা করে, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া ভোজ্যবস্তু প্রদান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম-চারী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যাঁহার গৃহে ভোজন করেন, ভগবান্ অগ্নি তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি মধ্যাহ্নসময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে গো, হিরণ্য ও বস্ত্র প্রদান করেন, দেবরাজ তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি অপরাহ্লে অন্নাদি দানদ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তিনি বিশ্বদেবগণের প্রীতিলাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি সর্ব্বভূতে অহিংসা, পোষ্যবর্গের পোষণ, জিতেন্দ্রিয়তা, ত্যাগ, ধৈর্য্য ও সত্যগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক অবভৃথ স্নানের ফললাভ কর। এই সমুদায় অপেক্ষা সদক্ষিণ উৎ-

কৃষ্ট যজ্ঞ আর কিছুই নাই; অতএব তুমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, সতত এই সমুদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কি ইহলোকে মহাফল লাভ করা যায়, না পরলোকে ঐ কার্য্য দ্বয়ের ফল লব্ধ হইয়া থাকে? ঐ দুইটি কার্য্যের মধ্যে কোন্‌টীর ফল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট; দানের পাত্র কিরূপ; কিপ্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়? আর কোন্ সময় দান ও যজ্ঞের প্রশস্ত সময়? এবং যে ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দান করে ও যে ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া দান করে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে পারে? আপনি এই সমুদায় বিষয় অকপটে কীর্ত্তন করুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয়জাতি নিরন্তর হিংসাজনক কার্য্যেই লিপ্ত থাকে; সুতরাং দান ও যজ্ঞ ব্যতিরেকে আর কোন কার্য্যই উহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদনে সমর্থ হয় না। সাধু ব্যক্তিরা হিংসাদি পাপাচারনিরত ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ করিতে প্রায়ই পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন; অতএব প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সাধুব্যক্তিদিগকে দান করা তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যদি সাধুলোকেরা যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত দান করিবেন। ইহা অপেক্ষা ক্ষত্রিয় জাতির পবিত্রতা সম্পাদন আর কিছুই নাই। যাঁহারা বেদজ্ঞ, সচ্চরিত্র, তপোনুষ্ঠানপরায়ণ ও সকল প্রাণীর হিতানুষ্ঠাননিরত সেই সমস্ত ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র। যদি সেই সকল ব্রাহ্মণেরা তোমার অর্থ প্রতিগ্রহ না করেন, তাহা হইলে তোমার পুণ্যসঞ্চয় হইবে না; অতএব তুমি পুণ্যসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া নানাবিধ ভোজ্য ও অর্থাদি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান কর। যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণেরা দাতার নিকট ধন গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব যদি তুমি তাদৃশ ব্রাহ্মণকে ধনদান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য ফলের অংশভোগী হইবে। যাঁহারা পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে ভরণপোষণ করেন, তাঁহাদের অচিরাৎ অসংখ্য পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমস্ত সাধুলোক উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সমুদায় পরিবর্দ্ধিত করেন এবং যাঁহারা সতত পরোপকার নিরত হন, সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও তাঁহাদিগের ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, অতএব ব্রাহ্মণগণকে ধেনু, বৃষ, অন্ন, ছত্র, বস্ত্র, উপানৎ, অশ্বযুক্ত যান, গৃহ ও শয্যা প্রদান কর। যাজ্ঞিকদিগকে ঘৃতাদি যজ্ঞোপকরণ প্রদান করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কোন অংশেই

নিন্দনীয় নহেন এবং পরিবার বর্গের ভরণ-পোষণে নিতান্ত অসমর্থ, রাজসূয় ও অশ্ব-মেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক গোপনে হউক বা প্রকাশ্যেই হউক, তাঁহাদিগকে প্রতি-পালন করা নিতান্ত উচিত। তুমি এই প্রকার কার্য্য দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারিলে অবশ্যই স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে। দানাদি দ্বারা তোমার ধন-ক্ষয় হইলে যদি তুমি পুনরায় ধন সঞ্চয় করিয়া রাজ্যপালন করিতে পার, তাহা হইলে পরজন্মে তোমার নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব ও প্রচুর ধনলাভ হইবে। তুমি সতত সাব-ধান হইয়া আপনার ও অন্যের বৃত্তি রক্ষা কর। সুতনির্ব্বিশেষে ভৃত্য ও প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণ-গণের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ অর্থ আহরণ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কর। তোমার জীবিত-কাল যেন তাঁহাদিগের কার্য্য সংসাধন করিয়াই অতিবাহিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রচুর অর্থ অনর্থের মূল। উহার প্রভাবে উঁহা-দিগের অহঙ্কার ও মোহ উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণগণ মোহে অভি-ভূত হইলে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলে, প্রাণিগণ ক্ষণ-কালও জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

যে রাজা একবার রাজ্য হইতে ধন আহরণ পূর্ব্বক কোষাগারে সংস্থাপন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ পুনরায় প্রজাপীড়ন দ্বারা অর্থসঞ্চয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার যজ্ঞ প্রশংসনীয় নহে। সমৃদ্ধিশালী প্রজারা নিপীড়িত না হইয়া অনুরাগের সহিত যে ধন দান করে, সেই ধন দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করাই রাজার কর্ত্তব্য। প্রজাপীড়ন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কদাপি বিধেয় নহে। যখন রাজা প্রজারঞ্জন দ্বারা তাহাদের যথো-চিত অনুরাগভাজন হইবেন সেই সময়েই প্রভূত দক্ষিণাদান-সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার উচিত। রাজা বৃদ্ধ, বালক, অন্ধ ও দীনের ধন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। প্রজারা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন যদি কূপাদি হইতে জল সেচন দ্বারা ধান্যাদি উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই ধ্যানাদি হইতে কর গ্রহণ করা রাজার ন্যায়ানুগত কার্য্য নহে। যে স্ত্রীলোক রাজকর প্রদানে নিতান্ত কাতর, রাজা তাহার নিকট কদাচ কর গ্রহণ করিবেন না। দীন জনের অত্যল্প-মাত্র ধন হইতে কর গ্রহণ করিলে রাজার রাজ্য ও রাজশ্রী অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। সাধুদিগকে নিরন্তর ভোগ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুধা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজার রাজ্যে বালকেরা সস্পৃহ লোচনে সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু তৃপ্তি পূর্ব্বক উহা আহার করিতে পায় না, সেই রাজাকে যার পর নাই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যদি তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হন, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যার পাপ জন্মিবে। মহারাজ শিবি কহিয়াছেন যে, যে রাজার অধিকার মধ্যে প্রজাগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্ম-ণেরা আহারাভাবে অশেষবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, সে রাজার জীবনে ধিক্। যে

রাজার রাজ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় একান্ত কাতর হন সেই রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন ও প্রতিপক্ষ ভূপালগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, সন্দেহ নাই। যে রাজার রাজ্যে দুরাত্মারা রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে তাহার পতিপুত্রগণের সমক্ষেই বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যায় সেই রাজা জীবন্মৃত। যে রাজা প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে একান্ত অসমর্থ; যিনি কেবল প্রজাপীড়ন পূর্ব্বক অর্থ অপহরণ করেন এবং যাঁহার সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রী নাই, প্রজারা সমবেত হইয়া সেই ধর্ম্মসংহারক নির্দ্দয় রাজকুলাঙ্গারকে বিনাশ করিবে। যে রাজা রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, উন্মাদ রোগাক্রান্ত কুক্কুরের ন্যায় তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সংহার করা কর্ত্তব্য। প্রজারা ভূপতি কর্ত্তৃক যথানিয়মে প্রতিপালিত না হইয়া যে পাপ সঞ্চয় করে রাজাকে সেই পাপের চতুর্থ ভাগ গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ কহেন প্রজারক্ষণপরাঙ্মুখ ভূপতিকে প্রজাদিগের পাপের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে হয় এবং কেহ কেহ কহেন অপালক রাজা প্রজাদের পাপের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করেন; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মহাত্মা মনুর মতে প্রজাদের পাপের চতুর্থাংশ অপালক রাজাতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত মতই আমাদিগের অনুমোদিত। আর প্রজারা যথানিয়মে প্রতিপালিত হইয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করে সেই পুণ্যেরও চতুর্থাংশ রাজা অধিকার করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! যেমন প্রজারা পর্জ্জন্যের, পক্ষিগণ বৃক্ষের, যক্ষেরা কুবেরের ও দেবগণ দেবরাজের আশ্রয়ে কালযাপন করেন, সেইরূপ তোমার প্রজা, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করুন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূপতিদিগের যে বিবিধ দানের নিয়ম আছে, তন্মধ্যে কোন্ দান শ্রেষ্ঠ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভূমিদান সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভূমি অক্ষয় ও অচল; ভূমি কামপ্রসবিনী ধেনুর ন্যায় লোকের দায় কামনা পূর্ণ করিতে পারে। ভূমি হইতে বস্ত্র, রত্ন, পশু এবং ধান্য ও যব প্রভৃতি শস্য সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ইহলোকে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। ভূমিদাতা বহুকাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে ভূমিদান করেন, তাঁহারাই পরজন্মে ভূমিভোগ করিতে পারেন, কারণ ইহলোকে হউক বা পরলোকে হউক, মনুষ্য মাত্রেই স্ব স্ব কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। মহাদেবী ধরিত্রী ভূমিদাতাকে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি ইহজন্মে ভূমি দক্ষিণা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে পৃথিবীর অধীশ্বর হন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ইহজন্মে যেরূপ দান করেন, তিনি পরজন্মে তদনুরূপ ফলভোগ

করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা সম্মুখযুদ্ধে দেহত্যাগ ও পৃথিবী দানকেই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ব্রহ্মঘ্ন মিথ্যাবাদী পাপাত্মাও যদি ভূমিদান করে, তাহা হইলে ঐ ভূমি তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিয়া তাহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। সাধুব্যক্তিরা পাপাত্মা রাজাদিগের নিকট সুবর্ণাদি গ্রহণ করিলে পাপভাগী হন; কিন্তু ভূমি গ্রহণ করিলে তাঁহাদের কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী ভূমিদাতা ও ভূমিগৃহীতা উভয়েরই প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন বলিয়া উঁহার প্রিয়দত্তা নাম হইয়াছে। যে রাজা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, তিনি ইহজন্মে অভিলষিত রাজ্যভোগ ও পরজন্মে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। অতএব ভূমি দান করা রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভূমিপতি ব্যতীত অন্যের ভূমিদানের অধিকার নাই। অযোগ্য পাত্রে ভূমিদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অন্য দানের ন্যায় ভূমিদান করিয়া যে সমুদায় ভূপতি ভূমিলাভ করিতে বাঞ্ছা করেন তাঁহাদিগের ভূমিদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা বলপূর্ব্বক সাধুদিগের ভূমি গ্রহণ করেন, তিনি পরজন্মে ভূমিলাভে বঞ্চিত হন; আর যে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি সাধুদিগকে ভূমিদান করেন তিনি ইহজন্মে ও পরজন্মে উৎকৃষ্ট ভূমি ও ফললাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা যে রাজার ভূমির প্রশংসা করেন বিপক্ষেরা কখনই তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। লোকে অর্থকৃচ্ছ্র নিবন্ধন যে কিছু পাপাচরণ করে দ্বিসহস্র একশত হস্ত পরিমিত ভূমি প্রদান করিলেই তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। অতি ঘৃণিত ও কুকর্ম্মনিরত রাজারাও উৎকৃষ্ট ভূমি দান করিলে পবিত্র হইতে পারে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফললাভ হয়, সাধুদিগকে ভূমিদান করিলেও প্রায় সেই ফললাভ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফললাভ বিষয়ে সংশয় করেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট ভূমিদানের ফললাভ বিষয়ে তাঁহাদের কখনই শঙ্কা হয় না। ভূমিদান করিলে তপস্যা, যজ্ঞ, বিদ্যা, সুশীলতা, অলোভ, সত্যবাদিতা, দেবার্চ্চনা, গুরুশুশ্রূষা এবং সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র ও মণি, মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ধনদানের ফল লাভ হয়। যাঁহারা প্রভুর হিতানুষ্ঠাননিরত হইয়া সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। যেমন জননী সর্ব্বদা ক্ষীর প্রদান করিয়া স্বীয় শিশুসন্তানকে প্রতিপালন করেন, তদ্রূপ পৃথিবী সমুদায় রস প্রদান করিয়া ভূমিদাতা ভূপতিকে পালন করিয়া থাকেন। মৃত্যু, কাল, দণ্ড, তমোগুণ, সুদারুণ বহ্নি ও ভয়ঙ্কর পাপ সমুদায় ভূমিদাতাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। শান্তপ্রকৃতি হইয়া ভূমিদান করিলে দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করা হয়। কৃশ, ম্রিয়মাণ ও দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে ভূমি-

দান করিলে যজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। বৎসপ্রিয়া ধেনু যেমন ক্ষীরধারা বর্ষণ করিতে করিতে বৎসের নিকট গমন করিয়া তাহাকে দুগ্ধ প্রদান করে, তদ্রূপ পৃথিবী ভূমিদাতা ভূপতিকে উভয়লোকে বিবিধ ভোগ প্রদান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহজন্মে ব্রাহ্মণকে ফালকৃষ্ট, বীজসম্পন্ন ও ফলসমন্বিত ভূমি অথবা উৎকৃষ্ট গৃহ দান করেন, তিনি পরজন্মে সমুদায় লোকের কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। যে রাজা আহিতাগ্নি, ব্রতপরায়ণ, সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করেন, তাঁহাকে কখনই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয় না। চন্দ্রমাঃ যেমন দিনে দিনে বৰ্দ্ধিত হন, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল, প্রদত্ত ভূমিতে যতবার শস্য হয়, তত গুণ পরিবৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই ভূমিগীতা কীর্ত্তন উপলক্ষে কহিয়া গিয়াছেন যে, ভূমি স্বয়ং কহিয়াছেন আমাকে দান ও আমাকে গ্রহণ কর। আমাকে দান করিলে পুনরায় আমাকে লাভ করিতে পারিবে। কারণ ইহলোকে যে ব্যক্তি যাহা প্রদান করে, সে পরলোকে তাহাই লাভ করিয়া থাকে। মহাত্মা জামদগ্ন্য এই ভূমিগীতা শ্রবণ করিয়া কাশ্যপকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ বেদতুল্য এই ভূমিগীতা অবগত হন, অথবা যিনি শ্রাদ্ধকালীন ইহা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। প্রবল ব্যক্তিদিগের আভিচারিক ক্রিয়া দ্বারা যে অনিষ্টাপাত হয়, ভূমিদান তাহার শান্তিকর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, তাহার দশপুরুষ পবিত্র হয়। ভূমি সমুদায় জীবের উৎপত্তির কারণ; অগ্নি ইঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। নরপতিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াই তাঁহার নিকট এই ভূমিগীতা কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ তাহা হইলে তিনি সাধুব্যক্তিদিগকে ভূমিদান করিবেন এবং তাঁহাদের ভূমিহরণ করিতে বাসনা করিবেন না। রাজার সমুদায় অর্থই ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। রাজা ধার্ম্মিক হইলেই প্রজাদিগের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয় এবং অধার্ম্মিক ও নাস্তিক হইলে তাহাদিগের সুখে কালযাপন করা দূরে থাক, দুঃখের পরিসীমা থাকে না। তাঁহার অসদাচরণে প্রজাদিগকে সতত উদ্বিগ্ন হইতে হয়। ঐরূপ ভূপতির রাজ্য কদাচ পরিবৰ্দ্ধিত হয় না, প্রত্যুত অচিরাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজা ধার্ম্মিক ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলে প্রজাগণ নিদ্রাদি সুখানুভব করিয়া পরম সুখে গাত্রোত্থান করে। রাজার শুভকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাগণ যাহার পর নাই সুখী ও পরিবৰ্দ্ধিত হয়। যে নরপতি পৃথিবী দান করেন, তিনিই কুলীন, বন্ধু, মহাপুরুষ, পুণ্যাত্মা, দাতা ও যথার্থ পরাক্রান্ত। যাঁহারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, তাঁহারা সূর্য্যের ন্যায় মহাতেজে দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন। যেমন বীজবপন করিলে তাহা হইতে শস্য সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভূমিদান করিলে সকল কামনা সফল হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বরুণ ইঁহারা সকলেই

ভূমিদাতার প্রশংসা করেন। মানবগণ ভূমি হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া আবার ভূমিতেই বিলীন হইয়া থাকে। জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীবই ভূমির বিকার। ভূমি সমুদায় জগতের পিতামাতা স্বরূপ। ভূমির তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে ইন্দ্র-বৃহস্পতি সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র ভূমিদক্ষিণ একশত যজ্ঞ সমাপনানন্তর বৃহস্পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, ভগবন্! কোন্ বস্তু দান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও কোন্ দান প্রভাবে স্বর্গে অবস্থান করিয়া অনায়াসে পরম সুখে কালযাপন করা যায় তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন দেবপুরোহিত মহাতেজস্বী বৃহস্পতি ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! সুবর্ণ, গো ও ভূমি এই সকল বস্তু দান করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিতগণের বাক্যানুসারে আমার বোধ হয়, ভূমি দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যে সকল বীর সমরাঙ্গনে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। ভূমিদাতা পূর্ব্বতন পাঁচ ও অধস্তন ছয় এই একাদশ পুরুষকে পরিত্রাণ করেন। যিনি রত্ন-সমলঙ্কৃত ভূমি প্রদান করেন, তাঁহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না; তিনি পরম সুখে স্বর্গলোকে বাস করেন। ইহজন্মে সর্ব্বগুণ-সমন্বিত অধিক পরিমাণ ভূমি প্রদান করিলে, জন্মান্তরে তাঁহার রাজাধিরাজত্ব লাভ হয়। যে রাজা সর্ব্বশস্য পরিপূর্ণ পৃথিবী দান করেন, তিনি সমুদায় পদার্থ দানের ফল লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। মধু, ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি প্রবাহিনী নদী সকল পরলোকে ভূমিদাতার তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। নরপতি ভূমিদান করিলে অনায়াসে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ফলতঃ ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যে নরপতি স্বীয় বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া সমুদায় ব্রাহ্মণসাৎ করেন, যতকাল পৃথিবী বিদ্যমান থাকে ততকাল মানবগণ তাঁহার যশঃ ঘোষণা করে। যিনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূমি প্রদান করেন, তিনি অক্ষয় স্বর্গলাভে সমর্থ হন। যে নরপতি রাজ্যসুখ অভিলাষ করেন, ভূমি দান করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মানবগণ পাপানুষ্ঠান করিয়া ভূমি দান করিলে অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হয়। একমাত্র ভূমি দান করিলেই এক কালীন সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, বন, তড়াগ, উদপান, সরোবর, স্নেহাদি বিবিধ রস, বীর্য্যবান্ ঔষধ ও পুষ্পফলসমন্বিত পাদপ সমুদায় দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করিয়া অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও ভূমিদানের তুল্য ফল লাভ করা যায় না। ভূমিদাতা ভূমি দান করিয়া তাহা প্রত্যাহরণ করিলে স্বয়ং নরকস্থ হন এবং স্বীয় দশ পুরুষকে নরকে

নিপাতিত করেন। যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে এবং যে দান করিয়া প্রত্যাহরণ করে, তাহাদিগকে মৃত্যুর নিদারুণ পাশে বদ্ধ হইতে হয়। যাঁহারা অতিথিপ্রিয়, সাগ্নিক, যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে কখনই শমনসদনে গমন করিতে হয় না। ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া প্রত্যাহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে। কারণ ঐ ক্ষেত্রহরণনিবন্ধন একান্ত অবসন্ন ব্রাহ্মণদিগের অশ্রুপাত হইলে অপহর্ত্তার তিন কুল এককালে ধ্বংস হইয়া যায়। যে ব্যক্তি রাজ্যচ্যুত নরপতিকে পুনরায় রাজ্য মধ্যে সংস্থাপিত করে, তাহার অনন্তকাল স্বর্গবাস হইয়া থাকে। ইক্ষু, যব, গোধূম, বিবিধ রত্ন, নিধিগর্ত্ত এবং গো, অশ্বাদি বিবিধ বাহনপরিপূর্ণ বাহুবলার্জ্জিত ভূমিদান করিতে পারিলে অক্ষয় লোক লাভ করিতে পারা যায়। পণ্ডিতেরা ঐ দানকে ভূমিযজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ভূমিদান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। উহা দ্বারা সাধুব্যক্তিদিগের নিকট সম্মান লাভ করা যায়। সলিলমধ্যে তৈলবিন্দু নিপতিত হইলে যেমন ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল সেই দত্ত ভূমিতে যতবার শস্য সমুৎপন্ন হয় ততই বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। ভূমিদাতা মহাবলপরাক্রান্ত সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকগত নরপতিগণের ন্যায় দিব্য মাল্য বিভূষিত নৃত্যগীত বিশারদ অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক উপাসিত এবং দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। ভূমিদান করিলে জন্মান্তরে সিংহাসন, শ্বেত ছত্র, শঙ্খ, উৎকৃষ্ট অশ্বাদি বাহন, পুষ্প, ধান্য, কুশ, বালতৃণ ও সুবর্ণরাশি লাভ হয়। ভূমিদাতার আজ্ঞা কেহই অগ্রাহ্য করে না এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি হইতে থাকে। ফলত ভূমিদানের তুল্য দান, মাতৃসদৃশ গুরু, সত্যের সমান ধর্ম্ম ও দানের সদৃশ নিধি আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ ইন্দ্র অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির নিকট এইরূপ ভূমিদানের ফল শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধনরত্ন পরিপূর্ণ এই বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধকালে এই ভূমিদানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে রাক্ষস বা অসুরগণ কখনই ঐ শ্রাদ্ধের বিঘ্ন করিতে পারে না এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে ঐ শ্রাদ্ধে যাহা প্রদত্ত হয়, তৎসমুদায়ই অক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব শ্রাদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণগণ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের নিকট ভূমিদান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভূমিদানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয় তাহা কীর্ত্তন কর।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দানশীল নরপতি গুণবান্ ব্রাহ্মণগণকে কি কি বস্তু প্রদান করিবেন? কিরূপ দান দ্বারা ব্রাহ্মণেরা আশু পরিতুষ্ট হন এবং কিরূপ দানই বা ইহলোক ও পরলোকে ফলপ্রদ হয়? এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি আমার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ আমার নিকট এই বিষয়ে যে যে কথা কহিয়াছিলেন আমি তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবতা ও ঋষিগণ অন্নেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। লোকযাত্রা ও যজ্ঞ অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অন্নদানের তুল্য দান আর কিছুই নাই। এই নিমিত্ত মানবগণ বিশেষরূপে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। অন্ন অধিক তেজস্কর। অন্ন বিনা কেহই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। অন্নই সমুদায় বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। গৃহস্থ, ভিক্ষুক ও তাপসগণ অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব অন্নকেই প্রাণের উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন তিনি পরিবারকে কষ্ট প্রদান করিয়াও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিবেন। যে ব্যক্তি লক্ষণযুক্ত যাচক ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করেন তিনি আপনার পরলোকহিতকর পরম নিধি স্থাপন করিয়া রাখেন। পথশ্রান্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করা মঙ্গলাভিলাষী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সুশীল ও মৎসরশূন্য হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্নদান করেন তিনি উভয় লোকেই পরম সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। গৃহাগত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। চণ্ডাল বা কুক্কুরকে অন্নদান করিলেও তাহা নিষ্ফল হয় না। যে মহাত্মা অকাতরে অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিশ্রান্ত পথিকদিগকে অন্নদান করেন তাঁহার পরম ধর্ম্ম লাভ হয়; যে ব্যক্তি অন্ন দ্বারা দেবতা, পিতৃলোক, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে পরিতৃপ্ত করেন তিনি উৎকৃষ্ট পুণ্যফল লাভে সমর্থ হন সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর পাপকর্ম্ম করিয়া যাচক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে তাহার সেই পাপ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিলে অক্ষয় ফল ও শূদ্রকে অন্নদান করিলে মহাফল লাভ হয়; ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে অন্নদান করিবার এইরূপ বিশেষ ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিলে তাঁহার দেশ, গোত্র, বেদ, শাখা ও বেদাধ্যয়নের বিষয় কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহাকে অন্নদান করা কর্ত্তব্য। যে রাজা ইহলোকে অন্ন দান করেন পরলোকে তাঁহার সেই অন্ন সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া থাকে, সন্দেহ

নাই। পিতৃগণ সুবৃষ্টিপ্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবির ন্যায় স্বীয় স্বীয় পুত্র ও পৌত্র হইতে সতত অন্নলাভের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ স্বয়ং অন্ন প্রার্থনা করিলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্নদান করেন তিনি ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করুন বা না করুন, অবশ্যই তাঁহার পুণ্য লাভ হয়। অতিথি ব্রাহ্মণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ যাঁহার গৃহে সর্ব্বদা অতিথিভাবে সমুপস্থিত হইয়া সৎকার লাভ পূর্ব্বক প্রতিগমন করেন, তিনি ইহজন্মে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সুখে কালহরণ করেন এবং পরজন্মে মহাভোগযুক্ত উত্তম কুলে উৎপন্ন হন। অন্নদাতার পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ হয়। মিষ্টান্নদাতা অনন্তকাল স্বর্গে সৎকৃত হইয়া বাস করিতে পারেন। অন্ন সমুদায় লোকের প্রাণস্বরূপ। সমুদায় বস্তুই অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান করেন, তিনি পশুশালী, ধনধান্য সম্পন্ন, পুত্রবান্, বলবান্ ও রূপবান্ হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন। অন্নদাতাকে প্রাণদাতা ও সর্ব্বদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি অতিথি ব্রাহ্মণকে যথাবিধি অন্নদান করেন, তিনি ইহলোকে পরম সুখ ও পরলোকে দেবগণের নিকট সমাদর লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ উর্ব্বরা ভূমি স্বরূপ; যে ব্যক্তি ঐরূপ ভূমিতে ধর্ম্মরূপ বীজ বপন করেন, তিনি অনায়াসে পুণ্যরূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হন। অন্নদান দাতা ও ভোক্তা উভয়েরই প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে, সুতরাং অন্নদান দ্বারা যেমন প্রত্যক্ষফল লাভ করা যায়, অন্য কোন দানেই সেরূপ ফল লাভ করা যায় না। অন্ন হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অন্নই রতি, ধর্ম্ম ও অর্থের উৎপাদক এবং রোগনাশের মূল। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নকে অমৃত স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশ সমুদায়ই অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্নের নাশ হইলে শরীরস্থ পঞ্চভূত বিনষ্ট হইয়া যায়। অন্নের অভাবে বলবান্দিগের বলের হানি হয়। অন্ন ব্যতীত আহার বিহার ও যজ্ঞ প্রভৃতি কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ন না থাকিলে বেদপর্য্যন্ত বিলীন হইয়া যায়। ত্রিলোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি সমুদায় পদার্থই অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব অন্নদান পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অন্নদান করেন, তাঁহার বল, তেজঃ, যশঃ ও কীর্ত্তির পরিসীমা থাকে না।

ভগবান্ সূর্য্য স্বীয় কিরণজাল দ্বারা ভূমির রস গ্রহণ করেন। ঐ রস সমুদায় মেঘরূপে পরিণত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র বায়ু দ্বারা সেই মেঘ সমুদায়কে সঞ্চালিত করিয়া পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করেন। মেঘ হইতে বারিধারা নিপাতিত হইলে বসুমতী স্নিগ্ধ হন এবং পৃথিবী স্নিগ্ধ হইলেই তাহাতে জগতের জীবনোপায় স্বরূপ শস্যাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শস্য হইতে মাংস, মেদ, অস্থি ও শুক্র সমুদ্ভূত হয় এবং শুক্র হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরস্থ

অগ্নি ও চন্দ্র শুক্রের সৃষ্টি ও পোষণ করেন। এইরূপে অন্ন দ্বারা শুক্র উৎপন্ন হইয়া শরীরস্থ সূর্য্য ও পবনের সহিত একত্র মিলিত হইয়া জন্তুগণের সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি গৃহাগত অতিথিকে অন্নদান করেন, তিনি তেজ ও প্রাণদানের ফলভোগ করিতে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি দেবর্ষি নারদের মুখে এইরূপ অন্নদানের ফল শ্রবণ করিয়া অবধি এতাবৎকাল বিধিপূর্ব্বক অন্নদান করিয়াছিলাম; অতএব এক্ষণে তুমিও অসূয়াবিহীন হইয়া অকাতরে অন্নদান কর। বিধিপূর্ব্বক সুব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করিলে নিঃসন্দেহই তোমার স্বর্গ লাভ হইবে। যে মহাত্মারা ইহলোকে অন্নদান করেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গারূঢ় হইয়া তারামণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, নানাস্তম্ভসমন্বিত, চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কিঙ্কিণীজালজড়িত, বালার্ক সদৃশ বিবিধ অচল ও সচল গৃহ, বৈদুর্য্য ও সূর্য্য-কান্তমণির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সুবর্ণ ও রজত-ময় অসংখ্য জলগৃহ, সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ বৃক্ষ সমুদায় সহস্র সহস্র বাপী, সভা, কূপ, দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, পর্ব্বতাকার ভক্ষ্য, ভোজ্য, বস্ত্র, আভরণ, ক্ষীরনদী, অন্নপর্ব্বত, পাণ্ডু ও তাম্রবর্ণ প্রাসাদ সমুদায় এবং কন-কের ন্যায় সমুজ্জ্বল বিবিধ শয্যা লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি যত্ন পূর্ব্বক অন্নদান কর। ইহলোকে অন্ন দান করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার মুখে অন্নদানের ফল শ্রবণ করি-লাম এক্ষণে কোন্ নক্ষত্রে কোন্ বস্তু দান করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে নারদদেবকীসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবকী দেবরূপী নারদকে দ্বারকায় সমাগত দেখিয়া, এক্ষণে তুমি আমাকে যেরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন নারদ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! কৃত্তিকা নক্ষত্রে ঘৃত পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন করিলে উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। রোহিণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণের আনৃণ্য লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মৃগমাংস, অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ ও বিবিধ পানীয় প্রদান করিবে। মৃগশিরা নক্ষত্রে সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে সুরলোক লাভ হয়। আর্দ্রানক্ষত্রে উপবাস করিয়া তিল মিশ্রিত কৃষর প্রদান করিলে দেহান্তে অতি দুর্গম ক্ষুরধার পর্ব্বত অনা-য়াসে অতিক্রম করা যায়। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে পিষ্টক ও অন্ন প্রদান করিলে মনুষ্য পর-জন্মে রূপসম্পন্ন ও যশস্বী হইয়া সুসমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। পুষ্যা নক্ষত্রে সুবর্ণ দান করিলে চন্দ্রের ন্যায় ভাস্কর লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। অশ্লেষা নক্ষত্রে রজত ও বৃষদান

করিলে সকল ভয় হইতে মুক্তি লাভ ও ঐশ্বর্য্য অধিকার করা যায়। মঘা নক্ষত্রে তিলপূর্ণ শরাব প্রদান করিলে ইহলোকে পুত্র ও পশু এবং পরলোকে অসীম সুখলাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ফাণিতপ্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্যপ্রদান করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়। উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে ঘৃত ও ক্ষীরের সহিত ষষ্টিক ধান্যের তণ্ডুল প্রদান করিলে দেবলোকে সমাদর লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, এই নক্ষত্রে যে কোন বস্তু প্রদান করা যায় তাহাই অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে। হস্তা নক্ষত্রে উপবাস করিয়া হস্তী ও রথ প্রদান করিলে পবিত্র অভীষ্ট ফলপ্রদ লোক সকল লাভ হয়। চিত্রানক্ষত্রে বৃষ ও গন্ধদ্রব্য দান করিলে অপ্সরাদিগের সহিত নন্দন কাননে বিহার করিতে পারা যায়। স্বাতিনক্ষত্রে আপনার প্রিয়বস্তু প্রদান করিলে ইহলোকে খ্যাতি প্রতিপত্তি ও পরলোকে শুভলোক সমুদায় লাভ হয়। বিশাখা নক্ষত্রে বৃষ দুগ্ধবতী ধেনু এবং ধান্য বস্ত্র ও বৃষের সহিত শকট প্রদান করিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন এবং দেহান্তে দুর্গম নরক সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক অক্ষয় ফল এবং সুরলোক লাভ করিতে পারা যায়। অনুরাধা নক্ষত্রে উপবাস করিয়া উত্তরীয়, পরিধেয় ও অন্ন প্রদান করিলে শতযুগ দেবলোকে বাস করা যায়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে মূলের সহিত কালশাক প্রদান করিলে ইহলোকে অভীষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে। মূলা নক্ষত্রে সমাহিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ফলমূল প্রদান করিলে পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন ও অভিলষিত গতি লাভে সমর্থ হওয়া যায়। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উপবাস করিয়া কুলীন সচ্চরিত্র বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণকে দধিপাত্র প্রদান করিলে, মনুষ্য দেহান্তে বহুগোধনসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ঘৃত ও ফাণিতের সহিত উদককুম্ভ ও শক্তু প্রদান করিলে অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। অভিজিৎ নক্ষত্রে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মনীষী ব্রাহ্মণগণকে মধু ঘৃতসংযুক্ত দুগ্ধ প্রদান করিলে দেবলোকে পূজিত হওয়া যায়। শ্রবণা নক্ষত্রে বস্ত্রান্তরিত কম্বল প্রদান করিলে শ্বেতবর্ণ যানে আরোহণ করিয়া প্রকাশ্য লোকে গমন করিতে পারা যায়। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সমাহিত হইয়া গোসংযুক্ত যান, বস্ত্র ও ধন প্রদান করিলে জন্মান্তরে রাজ্য লাভ হয়। শতভিষা নক্ষত্রে অগুরু চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সমুদায় দান করিলে দেহান্তে অপ্সরাদিগের সহিত একত্র বাস ও দিব্য গন্ধ সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাজমাষ প্রদান করিলে মনুষ্য দেহান্তে সুখী ও সর্ব্বভক্ষ্যসম্পন্ন হয়। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে যিনি ব্রাহ্মণকে মেষমাংস প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকের তৃপ্তিসম্পাদনে ও দেহান্তে অনন্ত ফল লাভে সমর্থ হন। যিনি রেবতী নক্ষত্রে কাংস্য দোহন পাত্রের সহিত ধেনুদান করেন, তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে ঐ ধেনু পুনরায় তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সমুদায়

অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে। অশ্বিনী নক্ষত্রে অশ্বের সহিত রথ প্রদান করিলে মনুষ্য পরজন্মে তেজস্বী হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথ সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভরণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে তিলধেনু প্রদান করিলে পরলোকে প্রভূত ধেনু ও যশোলাভ করিতে পারা যায়। হে ধর্ম্মরাজ! দেবী দেবকী দেবর্ষি নারদের মুখে এইরূপে যে নক্ষত্রে যে বস্তু প্রদান করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া পুত্রবধূগণের নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ অত্রি কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, তাহার সকল বিষয়ই দান করা হয়। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কহিয়াছেন যে, সুবর্ণ দান আয়ুস্কর পবিত্রতা-সম্পাদক ও পিতৃলোকের অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মহর্ষি মনু কহিয়াছেন, সকল দান অপেক্ষা জলদানই উৎকৃষ্ট; অতএব মনুষ্য প্রযত্নসহকারে কূপ, বাপী ও তড়াগাদি খনন করাইবে। সলিলপূর্ণ কূপ খননকর্ত্তার পাপের অর্দ্ধাংশ বিলুপ্ত করিয়া থাকে। যাহার জলাশয়ে ব্রাহ্মণ, সাধু মনুষ্য ও গো সমুদায় জলপান করেন, তাহার সমুদায় বংশ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে যাঁহার জলাশয়ে সকলেই অপ্রতিসিদ্ধ হইয়া জলপান করিতে পারে তিনি কদাচই বিপদে নিপতিত হন না।

ঘৃত দ্বারা ভগবান্ বৃহস্পতি, পূষ, ভগ, অশ্বিনীতনয়দ্বয় ও বহ্নির তৃপ্তি লাভ হয়। ঘৃত উৎকৃষ্ট ঔষধ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞীয় দ্রব্য, রসের মধ্যে উৎকৃষ্ট রস এবং উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি মঙ্গল, যশ ও পুষ্টিলাভার্থী হন, তিনি ব্রাহ্মণগণকে সতত ঘৃত প্রদান করিবেন। যিনি আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত দান করেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে রূপ প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত পায়স প্রদান করেন। রাক্ষসগণ তাঁহার গৃহে কদাচ উপদ্রব করে না।

যিনি পরম শ্রদ্ধা সহকারে পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে কলস প্রদান করেন, তিনি বলবতী পিপাসায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হন না। আহারাভাবে তাঁহাকে কদাচ দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয় না এবং বিপদ্ সমুদায় তাঁহাকে কখনই আক্রমণ করে না। যিনি পাকাদি কার্য্য নির্ব্বাহ ও উত্তাপ গ্রহণার্থ ব্রাহ্মণকে কাষ্ঠ প্রদান করেন, তাঁহার সংগ্রামে জয় লাভ, সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ ও শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং ভগবান্ হুতাশন তাঁহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে ছত্র প্রদান করেন, তিনি পুত্র, সম্পদ্ ও যজ্ঞভাগ লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার কদাচ চক্ষুঃ পীড়া জন্মে না। আর যিনি গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে ব্রাহ্মণকে ছত্র দান

করেন, তাঁহার কখনই মানসিক পীড়া উপস্থিত হয় না এবং তিনি বিষয় কষ্ট হইতে অচিরাৎ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন যে, শকটদান সকল দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অতএব ব্রাহ্মণকে শকট দান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উত্তপ্ত বালুকায় ব্রাহ্মণের চরণ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে পাদুকাযুগল প্রদান করে, তাহার কি ফললাভ হয় তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি তাদৃশ উত্তাপের সময় সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণকে পাদুকা প্রদান করে, তাহার সমুদায় কণ্টক নিরাকৃত হয়; পোযুক্ত শকট দানের ফল লাভ হয়; বিপদের লেশমাত্রও থাকে না; শত্রুগণ কখনই তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে না; এবং সে অচিরাৎ অশ্বতরীযুক্ত, রৌপ্যকাঞ্চন-বিভূষিত, শুভ্র যান লাভ করে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ইতিপূর্ব্বে ভূমি দানাদির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে পুনরায় ভূমিদান, গোদান, অন্নদান এবং তিলদানের ফল বিশেষ রূপে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি তিল দানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। ভগবান্ ব্রহ্মা তিলকে পিতৃলোকের প্রধান ভোজ্য বস্তু বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিল দান করিলে পিতৃলোকের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। যে ব্যক্তি মাঘমাসে ব্রাহ্মণদিগকে তিল দান করে, তাহাকে কদাপি হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ ঘোরতর নরক সন্দর্শন করিতে হয় না। তিল দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। অকামী হইয়া তিলশ্রাদ্ধ করা কদাপি বিধেয় নহে। তিল সমুদায় মহর্ষি কাশ্যপের শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দান বিষয়ে পরম পবিত্র রূপে গণনীয় হইয়াছে। তিল পুষ্টিকর, রূপবর্দ্ধক ও পাপনাশক। অতএব সমুদায় দান অপেক্ষা তিল দানই প্রশংসনীয়। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহর্ষি আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত ও গৌতম ইঁহারা সৎপথে অবস্থান পূর্ব্বক তিল দ্বারা হোম ও তিল দান করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। যাবতীয় মহাদান অপেক্ষা তিল দান অতি উৎকৃষ্ট ও অক্ষয়। পূর্ব্বকালে হবনীয় দ্রব্য সমুদায় উৎপন্ন হইলে, মহর্ষি কুশিক গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে তিলাহুতি প্রদান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যে নিমিত্ত তিলদান প্রশংসনীয় তাহা কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর অন্যান্য দানের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা দেবগণ যজ্ঞ করিবার মানসে

ভগবান্ কমলযোনির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়াছি। আপনি চরাচর বিশ্বের অধীশ্বর; আপনার নিকট ভূমি গ্রহণ না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, তাহার কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। অতএব আপনি আমাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত ভূমি প্রদান করুন।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যে স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে আমি তোমাদিগকে পৃথিবীর সেই অংশ প্রদান করিলাম।

কমলযোনি এইরূপে ভূমি প্রদান করিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা কৃতকার্য্য হইলাম, এক্ষণে দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। আপনি অনুমতি করুন, যেন মুনিগণ সর্ব্বদাই আমাদিগের যজ্ঞভূমিতে অবস্থান করেন। দেবগণ ব্রহ্মাকে এই কথা কহিয়া কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে অগস্ত্য, কণ্ব, ভৃগু, অত্রি, বৃষাকপি ও অসিতদেবল প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহাদিগের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। অনন্তর যথাকালে ঐ যজ্ঞ সমাপন হইলে সুরগণ সেই যজ্ঞভূমির ষষ্ঠাংশ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! প্রাদেশমাত্র ভূমি প্রদান করিলেও কখন দুঃখে অবসন্ন বা বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। যিনি শীত, বায়ু ও আতপজনিত ক্লেশনাশক, সুসংস্কৃত গৃহ প্রদান করেন, তিনি পুণ্যক্ষয় হইলেও স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হন না। যাগার্থে ভূমি প্রদান করিলে, পরমসমাদরে ইন্দ্রলোকে অবস্থান করা যায়। অধ্যাপকবংশজাত জিতেন্দ্রিয় শ্রোত্রিয় যাহার গৃহে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করেন, সে অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি গোকুলের অবস্থান নিমিত্ত শীতবর্ষাজনিত ক্লেশনাশক সুদৃঢ় গৃহ প্রদান করে, তাহার সাত পুরুষ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে। ক্ষেত্র দান করিলে সম্পত্তি লাভ এবং রত্নগর্ভা ভূমি দান করিলে বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঊষর, দগ্ধ, শ্মশানপরিবেষ্টিত ও পাপাত্মাদিগের পরিভুক্ত ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা কদাপি বিধেয় নহে। পরকীয় ভূমিতে পিতৃ লোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে সেই ভূম্যধিকারীর পিতৃপুরুষগণ ঐ শ্রাদ্ধ নিষ্ফল করিয়া থাকেন। অতএব অন্ততঃ অতি অল্পমাত্র ভূমি ক্রয় করিয়াও তাহাতে পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রীত ভূমিতে পিণ্ড প্রদান করিলে ঐ পিণ্ড অক্ষয় হইয়া থাকে। বন, পর্ব্বত, নদ, নদী ও তীর্থস্থান এই সমুদায়ই অস্বামিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এই সমুদায় স্থানে পিণ্ডদান করিতে হইলে মূল্য প্রদান পূর্ব্বক স্থান ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ভূমিদানের বিশেষ ফল কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর গোদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গোসমুদায় তাপসদিগের

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত ভগবান্ মহাদেব গোসমুদায়ের সহিত একত্র তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রার্থনা করেন, গোসকল চন্দ্রের সহিত সেই ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। গোসমুদায় দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, চর্ম্ম, অস্থি, শৃঙ্গ ও লোম দ্বারা লোকের মহোপকার সাধন করে। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় উহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না। উহারা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া কার্য্যসাধন করে। গো সমুদায় ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে বলিয়া পণ্ডিতগণ ঐ উভয়কে অভিন্ন রূপে নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বকালে মহাত্মা রন্তিদেব স্বীয় যজ্ঞে গোসমুদায়কে পশু রূপে কল্পিত করিয়া ছেদন করাতে উহাদিগের চর্ম্মরসে চর্ম্মণ্বতী নদী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে উহারা আর যজ্ঞীয় পশুত্বে কল্পিত হয় না। উহারা এক্ষণে দানের বিষয় হইয়াছে। যাহারা ব্রাহ্মণগণকে গোদান করে, তাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেও অনায়াসে তাহা হইতে মুক্ত হয়। সহস্র গোদান করিলে পরকালে কখনই নরকগ্রস্ত হইতে হয় না এবং সর্ব্বত্রই জয়লাভ হইয়া থাকে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দুগ্ধকে অমৃত তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব ধেনুদান করিলে অমৃত দানের ফল লাভ হয়। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ গব্যকে প্রধান হবনীয় দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব গোদান করিলে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করা হয়। বৃষভ মুর্ত্তিমান্ স্বর্গ স্বরূপ; অতএব যে ব্যক্তি সদ্‌গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে বৃষভ প্রদান করে, সে অনায়াসে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। গো সমুদায় প্রাণীদিগের প্রাণ স্বরূপ; অতএব গোদান করিলে প্রাণদান করা হয়। গো সমুদায় জীবগণের আশ্রয় স্বরূপ; অতএব গোদান করিলেই আশ্রয় দানের ফল লাভ হয়। নাস্তিক, পশুঘাতী ও গোজীবীকে গোদান করা কদাপি বিধেয় নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে গোদান করিলে অনন্তকাল নরক ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে কৃশা, বিবৎসা, বন্ধ্যা, রোগযুক্তা, বিকলাঙ্গী ও পরিশ্রান্তা গাভী প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। দশসহস্র গোদান করিলে অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট গোদান, তিলদান ও ভূমিদানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্নদান অতি উৎকৃষ্ট দান। অন্নদান করিয়া মহাত্মা রন্তিদেব স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। যে ভূপতি ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। অন্ন দানে যেরূপ শ্রেয়োলাভ হয়, হিরণ্য, বস্ত্র বা অন্য কোন দান দ্বারা সেরূপ শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। অন্ন অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ ও লক্ষ্মীস্বরূপ। অন্ন দ্বারা পরমায়ুঃ, তেজঃ, বল ও বীর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয়। মহাত্মা পরাশর কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাগ্র মনে সাধুদিগকে অন্নদান করেন,

তাঁহাকে কদাপি কোন প্রকার বিপদে নিপতিত হইতে হয় না। যিনি যেরূপ অন্ন ভোজন করুন না কেন, শাস্ত্রানুসারে দেবগণকে তাহা নিবেদন করিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শুক্লপক্ষে অন্নদান করে, তাহার কোন প্রকার বিপদ্ থাকে না এবং সে অনায়াসে পরলোকে অনন্ত সুখ সম্ভোগে সমর্থ হয়। যিনি স্বয়ং ভোজন না করিয়া সমাহিত চিত্তে আপনার ভক্ষ্য অন্ন অতিথিকে দান করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হন, দুর্ব্বিষহ বিপদে নিপতিত হইলেও তাহা হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট অন্নদান, তিল দান, ভূমি দান ও গোদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার নিকট ভূম্যাদি দানের ফল এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্নদানের ফল শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে জল দান ইহলোকে কিরূপ মহা ফল প্রদান করিয়া থাকে, তাহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে, অতএব আপনি উহাও কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! লোকে অন্ন দান ও জল দান করিয়া যেরূপ ফল লাভ করে, আমি তাহা শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। আমার মতে অন্নদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অন্ন প্রভাবেই লোকে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অন্ন হইতেই সকলের বল ও তেজঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নদানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেবী সাবিত্রী দেবমন্ত্রে অন্নদান বিষয়ে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তুমি তাহা সম্পূর্ণ রূপে পরিজ্ঞাত আছ। অন্নদান করিলে প্রাণ দান করা হয়। প্রাণ দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। মহর্ষি লোমশ কহিয়াছেন, পূর্ব্বকালে মহারাজ শিবি কপোতকে প্রাণ দান করিয়া যেরূপ গতি লাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিয়া মনুষ্য সেই গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সলিল হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। সলিল ব্যতিরেকে কোন বস্তুই সঞ্জাত হয় না। তারাপতি চন্দ্র, অমৃত, সুধা, স্বধা, ঔষধি ও তরুগুল্মাদি সমুদায়ই জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অমৃতাদি সমুদায় পদার্থই প্রাণিগণের অন্নস্বরূপ। দেবগণের অমৃত, নাগগণের সুধা, পিতৃগণের স্বধা, পশুগণের তরুগুল্মাদি ও মনুষ্যের ধান্যাদি অন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন এই সমুদায় পদার্থই জল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তখন জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যাহার মঙ্গল লাভের বাসনা থাকে, জলদান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। জলদান করিলে যশস্বী দীর্ঘজীবী ও কৃতার্থ হইতে পারা যায়। জলদাতা অনায়াসে

শত্রুদিগকে অতিক্রম ও পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে; তাহার কামনা সমুদায় সিদ্ধ ও শাশ্বত কীর্ত্তি লাভ হয় এবং পরলোকে তাহার সুখের পরিসীমাও থাকে না। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন যে, জলদাতা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি পুনর্ব্বার আমার নিকট তিল, দীপ, অন্ন ও বস্ত্রদানের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে যমব্রাহ্মণ সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যদেশে যামুনগিরির নিম্নভাগে পর্ণশালা নামে এক অতি রমণীয় প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে অসংখ্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা যমরাজ কাকের ন্যায় জঙ্ঘা ও নাসিকা সম্পন্ন, কৃষ্ণবসন, ঊর্দ্ধরোমা, লোহিতাক্ষ এক পুরুষকে কহিলেন, তুমি অবিলম্বে পর্ণশালা নামক গ্রামে গমন করিয়া অগস্ত্য গোত্রসমুদ্ভূত শান্তস্বভাব অধ্যাপক মহাত্মা শর্ম্মীকে যত্নপূর্ব্বক আনয়ন কর। আমি সেই মহাত্মার যথোচিত সৎকার করিব। তাঁহার গৃহের পার্শ্বে তাঁহার তুল্য বুদ্ধি, বিদ্যা, রূপ, গুণ, গোত্র, চরিত্র, অপত্য ও বয়ঃসম্পন্ন আর এক ব্রাহ্মণ বাস করেন, দেখিও যেন ভ্রমক্রমে শর্ম্মীর পরিবর্ত্তে তাঁহাকে আনয়ন করিও না। যমদূত মহাত্মা যমকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অচিরাৎ পর্ণশালা নগরীতে গমন পূর্ব্বক যমরাজ যাঁহাকে আনয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ভ্রমক্রমে তাঁহাকেই তাঁহার সমীপে সমানীত করিল। তখন ভগবান্ যম সেই ব্রাহ্মণকে দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া দূতকে কহিলেন, দেখ, আমি যাঁহাকে আনয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি তাঁহাকেই আনয়ন করিয়াছ; অতএব শীঘ্র ইঁহাকে ইঁহার আবাসে সংস্থাপিত করিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণকে আনয়ন কর।

ভগবান্ কৃতান্ত দূতকে এইরূপ কহিলে সেই ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এস্থান হইতে গমন করিতে আমার বাসনা নাই; যতদিন আমার কাল পূর্ণ না হয়, ততদিন আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব।

তখন ভগবান্ যম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি লোকের আয়ুঃসত্ত্বে কাহাকে কদাপি আপনার আলয়ে স্থানদান করিতে পারি না। কেবল কালপ্রভাবে ক্ষীণায়ু ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম অবধারণ ও গতিবিধান করিতেই আমার ক্ষমতা আছে। সুতরাং আপনাকে এই যমলোকে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করা আমার সাধ্য নহে; অতএব অদ্যই আপনাকে স্বীয় ভবনে গমন করিতে হইবে। এক্ষণে এই স্থানে অবস্থান ভিন্ন আপনি আমার নিকট আর যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি নিশ্চয়ই আপনার সেই প্রার্থনা পূরণ করিব। ভগবান্ কৃতান্ত এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্ম-

রাজ! আপনি ত্রিলোকের সাক্ষী স্বরূপ; অতএব মর্ত্যলোকে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্য লাভ হয়, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

যম কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকট দানবিধি যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিলদানকে পরম দান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিলদান করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। অতএব যথাশক্তি তিলদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রত্যহ তিলদান করেন, তাঁহার সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়। শ্রাদ্ধে তিলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই; অতএব তুমি বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে তিলদান করিবে। বৈশাখী পৌর্ণমাসীতে ব্রাহ্মণগণকে তিলদান, তিলভক্ষণ ও তিলস্পর্শ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা সম্পূর্ণ উন্নতিলাভের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের নিত্য জলদান ও জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহলোকে পুষ্করিণী, তড়াগ ও কূপ সমুদায় অতিশয় দুর্লভ এই নিমিত্ত ঐ সমুদায় খনন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা জলদান করিলে উৎকৃষ্ট পুণ্য লাভ করা যায়। অতএব তুমি নিয়ত জলদানের নিমিত্ত জলাশয় খনন ও ভোজনাবসানে লোককে জলদান করিবে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা যম ব্রাহ্মণকে এইরূপ কহিলে, যমদূত স্বীয় প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে তাঁহার ভবনে সংস্থাপিত করিয়া মহাত্মা শর্ম্মীকে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যমলোকে উপস্থিত হইল। তখন প্রতাপান্বিত ভগবান্ যম ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা শর্ম্মীকে অবলোকন করিবামাত্র যথোচিত পূজা ও বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া দূতদ্বারা তাঁহাকে তাঁহার আলয়ে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা শর্ম্মীও স্বীয় গৃহে উপনীত হইয়া যমের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

দীপদান করিলে পিতৃলোকের সন্তোষসাধন করা হয় বলিয়া ভগবান্ যম ঐ দানের অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিত্য দীপদান করেন, তাঁহারা পিতৃলোকে নিশ্চয়ই সদ্গতিলাভে সমর্থ হন। নিয়ত দীপদান করিলে দেবতা পিতৃলোক ও আপনার চক্ষুর তেজঃ বৃদ্ধি হয়; অতএব নিত্য দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে রত্ন দান করিলে মহাপুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দাতার নিকট হইতে প্রতিগ্রহীত রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে তাহাকে কখনই বিক্রয় ও প্রতিগ্রহজনিত দোষে লিপ্ত হইতে হয় না, ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মনু কহিয়াছেন, যদি কোন ব্রাহ্মণ দাতার নিকট ধন গ্রহণ করিয়া সুব্রাহ্মণগণকে তৎসমুদায় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার ও দাতার উভয়েরই অক্ষয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। লোকে জিতেন্দ্রিয় হইয়া বস্ত্র দান করিলে পরমসুন্দর ও সুবেশসম্পন্ন হইতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট বেদপ্রমাণানুসারে গো, সুবর্ণ ও তিলাদি দানের বিষয় বারংবার কীর্ত্তন করিলাম। ইহ-

লোকে পুত্রলাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই; অতএব দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ক্ষত্রিয়ই কেবল যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিদান এবং ব্রাহ্মণ সেই দত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কাহারই ভূমিদান করিবার অধিকার নাই। এক্ষণে ফলাভিলাষী হইয়া সমুদায় বর্ণে যাহা দান করিতে পারে এবং বেদে যাহা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! গো দান, পৃথিবী দান ও বিদ্যা দান এই ত্রিবিধ দানই তুল্য ফলপ্রদ। ঐ ত্রিবিধ পদার্থই অবশ্য দেয়। যিনি শিষ্যকে ধর্ম্মার্থযুক্ত বেদবাক্যে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহার পৃথিবী ও গো দানের তুল্য ফল লাভ হয়। গো দানও সর্ব্বাধিক প্রশংসনীয়, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। গো দানের ফল অচিরাৎ লাভ হইয়া থাকে। গাভী সমুদায় জীবগণের প্রসূতিস্বরূপ এবং নানাপ্রকার সুখের নিদান। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিদিগের নিত্য গো প্রদক্ষিণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গো শরীরে পদাঘাত এবং গোকুলের মধ্যস্থল দিয়া গমন করা কদাপি বিধেয় নহে। গাভী সকল সমুদায় মঙ্গলের আয়তন স্বরূপ। অতএব ভক্তি পূর্ব্বক উহাদিগের পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ যজ্ঞ ভূমি কর্ষণ সময়ে বলীবর্দ্দদিগকে কষাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে উহাদিগকে কষাঘাত করিলে দোষাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় না; কিন্তু কৃষি কার্য্যের নিমিত্ত উহাদিগকে প্রহার করিলেই উহা দোষাবহ হইয়া উঠে। পলায়ন ও শয়ন কালে গোকুলকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। গো সমুদায় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যদি গৃহস্বামীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সবংশে বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহাদিগের বিষ্ঠায় শ্রাদ্ধভূমি ও দেবতাস্থান সর্ব্বদা পবিত্র হইয়া থাকে, তাহাদিগের অপেক্ষা আর কি অধিকতর পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে অন্যের গাভীকে ঘাসমুষ্টি প্রদান করে, তাহার পুত্র, যশ, অর্থ ও সম্পত্তি প্রভৃতি সমুদায় অভিলষিত বস্তু লাভ হয় এবং দুঃস্বপ্ন দর্শন জন্য দোষ ও অমঙ্গল এক কালে বিনষ্ট হইয়া যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপ ধেনু দেয় ও কি প্রকার ধেনু অদেয় এবং কীদৃশ ব্যক্তি গো দানের উপযুক্ত আর কীদৃশ ব্যক্তিই বা অনুপযুক্ত তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আচারভ্রষ্ট, মিথ্যাবাদী, হব্যকব্য বিবর্জ্জিত, লুব্ধস্বভাব পাপাত্মাকে গোদান করা কদাপি বিধেয় নহে। বহুপুত্র-সম্পন্ন সাগ্নিক শ্রোত্রিয়

ব্রাহ্মণকে দশ গো দান করিলে দাতার অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। গ্রহীতা প্রতিগ্রহ লব্ধ ধন দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে ফল উৎপাদন করেন, ধনদাতা তাহার অংশভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জন্মদান, যিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ এবং যিনি জীবিকা প্রদান করেন, তাঁহারা তিন জনই পিতা বলিয়া পরিগণিত হন। গুরুশুশ্রূষা করিলে পাপ, অহঙ্কার জন্মিলে যশ, তিন পুত্র উৎপন্ন হইলে অপুত্রতা এবং দশটী গাভী থাকিলে দরিদ্রতা দোষ বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ বেদান্তনিষ্ঠ, শাস্ত্রপারদর্শী, জ্ঞানবান্, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্ট, অতিথিপ্রিয়, প্রিয়বাদী ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার সম্পন্ন এবং যিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উৎকৃষ্ট পাত্রে গো দান করিলে যেরূপ উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়; ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে আবার তাদৃশ গুরুতর পাপ জন্মিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের ধন ও পত্নী অপহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়া যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে দ্বারবতী নগরীতে যদু কুলের বালকগণ জল অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ এক মহাকূপ অবলোকন করিল। ঐ কূপ তৃণ ও লতাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল। বালকগণ কূপ দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া জললাভের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অনন্তর তাহারা মহাপ্রযত্নে সেই কূপের মুখ হইতে তৃণলতাদি অপসারিত করিয়া দেখিল উহার মধ্যে এক মহাকায় কৃকলাশ অবস্থান করিতেছে। সেই পর্ব্বতাকার কৃকলাশকে দেখিবামাত্র বালকগণ রজ্জু ও চর্ম্মপট্ট দ্বারা তাহাকে বদ্ধ করিয়া তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত যাহার পর নাই যত্ন করিল, কিন্তু কোন রূপেই তাহাকে তথা হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বাসুদেব! এক মহাকূপ মধ্যে একটা ভীষণ কৃকলাশ শূন্যপথ আবরণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে, আমরা কোন রূপে তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। বালকগণ এই কথা কহিলে বাসুদেব তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ মাত্র সেই মহাকূপের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহা হইতে সেই পর্ব্বতাকার কৃকলাশের উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাহার পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কৃকলাশ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! আমি পূর্ব্বজন্মে নৃগ নামে রাজা ছিলাম। ঐ সময় আমি সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। কৃকলাশ এই কথা কহিলে, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

মহারাজ ! আপনি কখন পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল পুণ্যকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; আপনি ব্রাহ্মণগণকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য গোদান করিতেন, তবে আপনার এরূপ দুর্গতি হইল কেন ?

তখন সেই কৃকলাশরূপী মহারাজ নৃগ বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! পূর্ব্বে এক অগ্নিহোত্রশীল কোন কার্য্যবশত প্রবাসে গমন করিলে তাঁহার একটী ধেনু যূথভ্রষ্ট হইয়া আমার গোধন মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমার পশু রক্ষকেরা আমার সহস্র ধেনুর মধ্যে তাহাকে পরিগণিত করিয়াছিল এবং আমিও পারলৌকিক ফল লাভের নিমিত্ত সেই ধেনু এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম। কিয়দ্দিন পরে সেই বিদেশগত ব্রাহ্মণ আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় গোধন অন্বেষণ করিতে করিতে আমি যে ব্রাহ্মণকে গো দান করিয়াছিলাম, তাঁহার আলয়ে সেই ধেনু দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, এই ধেনু আমার, অতএব আমি ইহাকে লইয়া স্বীয় গৃহে গমন করিব। তখন ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ নৃগ আমাকে এই ধেনু প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং আমি কখনই তোমাকে উহা প্রদান করিব না। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন ; মহারাজ ! তুমি দাতা হইয়া কেন অপহর্ত্তা হইলে ? তখন আমি সেই গৃহীতা ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ভগবন্ ! আমি আপনাকে অযুত গো দান করিতেছি, আপনি সেই ধেনু এই ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। আমি এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধচিত্তে আমাকে কহিলেন, মহারাজ ! সেই সুলক্ষণসম্পন্ন দুগ্ধবতী ধেনু আমার গৃহে অবস্থিত হইয়া নিত্য সুস্বাদু ক্ষীর প্রদান পূর্ব্বক আমার স্তন্যপান-বিরহিত কৃশ পুত্রের পোষণ করিতেছে। অতএব আমি কখনই তাহাকে প্রদান করিতে পারিব না। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট হইতে আপনার আবাসে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি সেই প্রবাস হইতে আগত ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ভগবন্ ! আমি আপনার সেই ধেনুর পরিবর্ত্তে আপনাকে লক্ষ গোদান করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! ভূপতিদিগের দান গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই, আমি অনায়াসে আপনার ভরণ পোষণ করিতে পারি। অতএব আপনি শীঘ্র আমাকে আমার সেই ধেনু প্রদান করুন। তিনি এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে অসংখ্য সুবর্ণ, রজত, অশ্ব ও রথ সমুদায় প্রদান করিতে স্বীকার করিলাম ; কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত না হইয়া পরিশেষে বিষণ্ণমনে আপনার আবাসে গমন করিলেন। অনন্তর অতি অল্পদিন পরেই আমি কালধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃলোক লাভ করিয়া ধর্ম্মরাজ যমের

নিকট সমুপস্থিত হইলাম। ভগবান্ কৃতান্ত আমাকে দর্শন পূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুণ্যের ইয়ত্তা নাই; কিন্তু আপনি অজ্ঞান-বশতঃ এক ব্রাহ্মণের গোধন হরণ পূর্ব্বক পাপাচরণ করিয়াছেন। ঐ ব্রাহ্মণকে তাঁহার ধেনু প্রত্যর্পণ না করাতে আপনি প্রজাদিগকে রক্ষা করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপনার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে অগ্রে পাপের বা পুণ্যের ফল ভোগ করুন। মহাত্মা যম এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার নিকট প্রথমে পাপের ও পশ্চাৎ পুণ্যের ফল ভোগ করিতে প্রার্থনা করিলাম। অগ্রে পাপের ফলভোগ করিতে প্রার্থনা করিবামাত্র আমাকে তথা হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল। তখন ভগবান্ যম উচ্চৈঃস্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সহস্র বৎসর পরে দুষ্কৃত ক্ষয় হইলে, ভগবান্ বাসুদেব আপনার উদ্ধারসাধন করিবেন। তাহা হইলেই আপনি স্বীয় কর্ম্মবলে এই সনাতন লোক লাভ করিতে পারিবেন। আমি তাঁহার এইমাত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যগ্‌যোনিগত ও অধঃশিরা হইয়া এই কূপমধ্যে নিপতিত হইলাম, কিন্তু পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদায় আমার স্মৃতিপথ হইতে বহির্ভূত হইল না। আজ আপনি কৃপা করিয়া আমার পরিত্রাণ করিলেন, এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন, আমি আপনার প্রসাদে স্বর্গে আরোহণ করি। মহারাজ নৃগ এই বলিয়া বাসুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুরধামে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ নৃগ স্বর্গারোহণ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব লোকের হিতার্থ এই বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন; অতএব ব্রহ্মস্বহরণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর দেখ, সাধুসমাগমবশত মহারাজ নৃগের নরক হইতে মুক্তিলাভ হইল; অতএব সাধুসংসর্গ কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। দান করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, অপহরণ করিলে তদ্রূপ অধর্ম্ম হইয়া থাকে; অতএব গোধন হরণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! গোদানফল শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হইতেছে না, অতএব গো দান করিলে কিরূপ ফল লাভ হয়, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে আমি উদ্দালকি-নচিকেতসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহর্ষি উদ্দালকি নদীতীরে এক নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম সমাপ্ত হইলে তিনি আপনার পুত্র নচিকেতার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি স্নাননিবিষ্টচিত্তে ও

বেদপাঠে আসক্ত হইয়া নদীতীরে কাষ্ঠ, কুশ, পুষ্প, কলস ও ভোজনদ্রব্য সমুদায় বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছি; অতএব তুমি সত্বরে তথায় গমন করিয়া তৎসমুদায় আনয়ন কর। নচিকেতা পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র অবিলম্বে নদীতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা যে সমস্ত দ্রব্য তথায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, নদী-স্রোত তৎসমুদায় প্রবাহিত করিয়াছে। তখন নচিকেতা পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি আমাকে যে সমস্ত দ্রব্য আনয়নার্থ আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় তথায় প্রাপ্ত হইলাম না। মহর্ষি উদ্দানকি একান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'তোমার অচিরাৎ যমদর্শন হউক' বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। উদ্দানকি এইরূপ বাগ্বজ্র নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার পুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই কথা বলিতে বলিতেই গতায়ু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহর্ষি উদ্দানকি পুত্রকে মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম বলিয়া দুঃখাবেশ প্রভাবে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবস ও রজনী অতিক্রান্ত হইল। নচিকেতা এতাবৎকাল গতায়ু হইয়া কুশাসনে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রভাত-সময়ে জলসেক প্রভাবে শস্য যেমন সতেজ হয়, সেইরূপ পিতার অবিরল নিপতিত বাষ্পবারি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্বপ্নাপগমানন্তর উত্থিত ব্যক্তির ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ সময় তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন ও তাঁহার গাত্র হইতে দিব্য গন্ধ নির্গত হইতেছিল। তখন মহর্ষি উদ্দানিক পুত্রকে পুনঃপ্রত্যাগত দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, বৎস! তুমি আপনার কার্য্যপ্রভাবে ত শুভলোক সমুদায় দর্শন করিয়াছ? তোমার এই দেহ মানুষ দেহ নহে। যাহা হউক এক্ষণে আমার ভাগ্যবলেই তুমি পুনর্জ্জীবিত হইলে।

মহর্ষি উদ্দানকি এই কথা কহিলে, নচি-কেতা অন্যান্য মহর্ষিগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত যমসদনে সমুপস্থিত হইয়া যমের সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এক সভা নিরীক্ষণ করিলাম। আমি সেই সভা দর্শন ও তথায় প্রবেশ করিবামাত্র যম আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার উপ-বেশনার্থ এক আসন আনয়ন করিতে অনু-মতি করিলেন এবং আপনার প্রতি গাঢ়তর ভক্তিনিবন্ধন আমাকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি আসনে উপবিষ্ট এবং কৃতান্তের সদস্যগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত ও পরিবৃত হইয়া মৃদুবাক্যে যমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! আমি

আপনার রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে আমি যে লোকের উপযুক্ত আমাকে তথায় প্রেরণ করুন। তখন যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার মৃত্যু হয় নাই। আপনার পিতা হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আপনাকে কহিয়াছিলেন, তোমার অবিলম্বে যমদর্শন হউক। তাঁহার সেই বাক্য নিরর্থক করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এই নিমিত্ত আমি এই স্থানে আপনাকে আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাকে অবলোকন করিলেন, অতঃপর প্রতিগমন করুন। আপনার পিতা আপনার বিরহে অতিশয় শোকাকুল হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। আপনি আমার প্রিয়তর অতিথি; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা করুন, আমি অবশ্যই তাহা সফল করিব।

কৃতান্ত আমাকে এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে আপনার অধিকারে সমুপস্থিত হইয়াছি। এ স্থানে আগমন করিলে আর কাহারও প্রতিগমন করিবার ক্ষমতা থাকে না। যাহা হউক, যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে পুণ্যোপার্জ্জিত উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রদর্শন করুন। আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে, যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র এক অশ্বসংযুক্ত প্রভাসম্পন্ন রথে আমাকে আরোপিত করিয়া পুণ্যোপার্জ্জিত লোকসমুদায়ে গমন করিলেন। আমি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পুণ্যাত্মাদিগের নিমিত্ত চন্দ্রমগুলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কিঙ্কিণীজালজড়িত, সর্ব্বরত্নসংযুক্ত বৈদূর্য্যমণি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, অনেকতলযুক্ত, নানাপ্রকার সুবর্ণ ও রজতময় গৃহ প্রস্তুত রহিয়াছে। ঐ সমুদায় গৃহের মধ্যে কতগুলি এক স্থানেই অবস্থান এবং কতগুলি কি জল, কি স্থল, উভয়ত্রই তুল্য রূপে সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ সমস্ত গৃহে বিবিধ বসন, নানাপ্রকার শয্যা, ভক্ষ্য ভোজ্যময় পর্ব্বত ও সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষ সমুদায় রহিয়াছে। আমি তথায় ঐ সমুদায় দ্রব্য এবং নদী, সভা, বাপী, দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, ক্ষীরনদী ও ঘৃতহ্রদ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়া যমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে যে সমস্ত বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছি, এই সকল কাহার ভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। যম কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা দুগ্ধাদি প্রদান করেন, এই দুগ্ধাদির হ্রদ তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। যাঁহারা গোদান করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত এই সমস্ত শোকশূন্য নিত্যলোক প্রতিষ্ঠিত আছে। হে তপোধন! সামান্যত গোদান করিলেই যে এই সমস্ত শুভলোক লাভ হয় এরূপ নহে। গোদানের বিশেষ বিধি আছে। পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদানবিধি সবিশেষ অবগত হইয়া গোদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহার আবাসে থাকিলে গোসমূহকে সূর্য্য ও অনলের উত্তাপজনিত ক্লেশ

ভোগ করিতে হয় না; যিনি স্বাধ্যায়নিরত তপস্বী ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, সেই ব্রাহ্মণই গোদানের বিশিষ্ট পাত্র। যে সমস্ত ধেনু অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট তাহাদিগকে ব্রাহ্মণসাৎ করা উচিত। তিন রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন ও সলিলমাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদান করিয়া তিন রাত্রি দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে কাংস্য দোহন পাত্রের সহিত সবৎসা অপলায়িনী ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গভোগ হয়, সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণগণকে দমিত, ভারবহ, বলবান্, যুবা, সুদীর্ঘকায়, পরের অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ বৃষ দান করিলে ধেনু দানের তুল্য ফললাভ হয়। গোসমূহ কোন অপকার করিলে যাঁহারা তদ্বিষয়ে ক্ষমাপ্রদর্শন করেন, যাঁহারা উহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে সতত সযত্ন থাকেন এবং যাঁহারা কৃতজ্ঞ, বৃত্তিহীন, বৃদ্ধ ও রোগী তাঁহাদিগকেই গোদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম ও বালকপোষণার্থ গোদান করিবে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুকার্য্যসাধন এবং পুত্র উৎপন্ন হইলে তাহার কল্যাণার্থ ও শুভসম্পাদনের নিমিত্ত গোদান করা উচিত। দুগ্ধবতী, ধনক্রীত, বিদ্যালব্ধ, মেষাদি প্রাণীবিনিময়ে ক্রীত, পণলব্ধ ও যৌতুকপ্রাপ্ত গোসমুদায়ই দানবিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

যমরাজ এইরূপে ধেনুদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে আমি পুনরায় তাঁহাকে কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য গোধনের অভাবে কি বস্তু দান করিয়া গোদানের ফল লাভ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। তখন যম কহিলেন, ভগবন্! ধেনুর অভাবে ধেনুর প্রতিরূপ দান করিলে গোদানের ফললাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য গোপ্রদান না করিয়াও গোপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। যিনি ধেনুর অভাবে ঘৃতধেনু প্রদান করেন, পরলোকে ঐ ঘৃতধেনু সবৎসা ধেনু যেমন দুগ্ধ ক্ষরণ করে, সেইরূপ দাতার নিমিত্ত অমৃত ক্ষরণ করে। ঘৃতের অভাবে যিনি তিল ধেনু প্রদান করেন, তিনি সেই পুণ্যপ্রভাবে ইহকালে বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন এবং পরকালে ক্ষীরনদী উপভোগ করিতে থাকেন। তিলের অভাবে যিনি জলধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে অভীষ্ট ফল-প্রসবিনী সুশীতল স্রোতস্বতী উপভোগ করিতে সমর্থ হন।

হে পিতঃ! ধর্ম্মরাজ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এইরূপে পবিত্রলোক প্রদর্শন করাতে, আমি যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। আমি যমরাজের অনুগ্রহে ধেনুদানরূপ মহাযজ্ঞের ফল অবগত হইয়াছি, অতঃপর ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উহার ফল ভোগ করিব। আপনি আমাকে শাপপ্রদান করাতে আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। আপনি অভিসম্পাত না করিলে আমি কখনই যমকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতাম না। এক্ষণে

আমি স্বচক্ষে দানফল প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি, অতঃপর অসন্দিগ্ধরূপে দানধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব। ধর্ম্মরাজ প্রফুল্ল মনে আমাকে পুনঃপুন এই কথা কহিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের সতত অভীষ্ট বস্তু দান বিশেষত গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই দানধর্ম্ম অতিশয় পবিত্র, আপনি ইহাতে কদাচ অনাদর প্রদর্শন করিবেন না। গোদানের ফললাভে কিছুমাত্র সংশয়াপন্ন না হইয়া প্রতিনিয়ত সৎপাত্রে গোদান করিতে যত্নবান্ হউন। দানধর্ম্মনিরত প্রশান্তস্বভাব মহাত্মারা পূর্ব্বে ফললাভবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দিহান না হইয়া সাধ্যানুসারে গোদান করিয়াছিলেন। পবিত্রাত্মা শ্রদ্ধাশীল মনুষ্যেরা মৎসরশূন্য হইয়া যথাকালে শক্ত্যনুসারে গোদান পূর্ব্বক এই সমস্ত লোক লাভ করিয়া সুরলোকে বিরাজিত রহিয়াছেন। পাত্রকে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া গোষ্ঠাষ্টমীতে ন্যায়োপার্জ্জিত গোধন প্রদান করিবে। গোদান করিয়া দশ দিবস দুগ্ধ ও গোমূত্র পান এবং গোময় ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। বৃষপ্রদান করিলে দেবব্রতের ফল লাভ, দুইটী গোদান করিলে বেদলাভ, গোযুক্ত শকটাদি দান করিলে তীর্থফল প্রাপ্তি ও কপিলা প্রদান করিলে সমুদায় পাপ নাশ হয়। দুগ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পানীয় আর কিছুই নাই, এই কারণে দুগ্ধবতী গাভী দান সুপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গোসমুদায় দুগ্ধ দান করিয়া লোক সকলকে প্রতিপালন এবং জীবলোকের অন্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গোসমূহের এই সমস্ত গুণ সবিশেষ অবগত হইয়া উহাদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন না করে, সেই পাপাত্মাকে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে সহস্র শত দশ বা পাঁচ গোদান করিবার কথা দূরে থাকুক, একটিমাত্র ধেনু দান করিলেও সেই দাতাকে ধেনু পরলোকে পুণ্যতীর্থা নদীর ন্যায় ফল প্রদান করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ধেনু লোকপুষ্টি ও লোক সংরক্ষণ নিবন্ধন সূর্য্যকিরণের অনুরূপ হইয়াছে আর সূর্য্যকিরণের নাম গো এবং ধেনুর নামও গো। বিশেষত গোদাতার বংশ সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় বিস্তীর্ণ ও অবিনশ্বর হইয়া থাকে। অতএব গোদাতা সূর্য্যের সহিত উপমিত হইতে পারেন। গোদান করিবার সময় শিষ্য গুরুকে বরণ করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়। গুরুবরণ একটি প্রধান ধর্ম্ম। ইহাই আদি বিধি; অন্যান্য বিধি সমুদায় ইহার অন্তর্গত। হে নাচিকেত! দেবতা ও মনুষ্যগণ সকলেই আপনার দান ফল লাভ হউক এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব আপনি অবিচারিত চিত্তে গোদানে প্রবৃত্ত হউন। হে তাতঃ! ধর্ম্মরাজ আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, আমি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি ক্রমে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি নাচিকেত ঋষির উপাখ্যান কীর্ত্তনচ্ছলে গোমহিমা কীর্ত্তন করিলেন। আর মহাত্মা নৃগ যে অজ্ঞানকৃত একমাত্র অপরাধ-নিবন্ধন ঘোরতর দুঃখানুভব করিয়াছিলেন এবং তিনি কৃকলাশরূপী হইয়া দ্বারকানগরে কূপমধ্যে নিপতিত হইলে, ভগবান্ কৃষ্ণ যে তাঁহার উদ্ধারের হেতু হইয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে গোদাতা যে গোলোক সমুদায়ে গমন করেন, সেই সকল লোক কিপ্রকার, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে; অতএব আপনি যথার্থ রূপে ঐ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মবাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র কমলযোনি ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! গোলোকনিবাসিগণ যে স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে স্বর্গবাসীদিগের ঐশ্বর্য্যের অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে ইহার কারণ কি? গোদাতারা যে সকল লোকে অবস্থান করেন, তৎসমুদায় কিপ্রকার? ঐ সকল স্থানে কিরূপ ফললাভ হয় ঐ সমুদায় স্থানের উৎকৃষ্ট গুণ কি? গোদাতারা ঐ সকল লোকে গমন ও কত দিন বা সেই গোদানের ফল ভোগ করে? বহু গোদানের ফল কিরূপ এবং অল্প গোদানের ফলই বা কিপ্রকার? গোদান না করিয়াও কি রূপে গোদানের তুল্য ফললাভ হয়? বহু গোদাতা কি প্রকারে অল্প দাতার সহিত তুল্য রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে ও গোদাতা কিরূপে বহু গোদাতার তুল্য ফল লাভ করে এবং গোদান করিয়া কোন্ প্রকার দক্ষিণা দান করা প্রশস্ত? আপনি এই সমুদায় যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সুররাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সর্ব্ব-লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! তুমি গো-দানাদি বিষয়ে যে যে প্রশ্ন করিলে কেহই ঐ সমুদায় প্রশ্ন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে আমি ঐ সমুদায়ের উত্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গোলোক নানা-প্রকার; ঐ লোকসমুদায় আমার ও পতি-ব্রতা রমণীগণের দৃষ্টিগোচর হয়। তুমি কদাপি ঐ সমুদায় লোক অবলোকন করিতে সমর্থ হও না। ব্রতপরায়ণ মহর্ষি ও বিশুদ্ধ-বুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব পুণ্যবলে সশরীরে ঐ সমুদায় লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ব্রতপরায়ণ হইয়া সমাধি দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিতে পারেন, তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়া স্বপ্নের ন্যায় ঐ সমুদায় লোক দর্শন করিতে সমর্থ হন। কাল, জরা, পাপ, ব্যাধি ও ক্লম কদাপি ঐ সমুদায় লোক আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঐ সমুদায় লোকে যে সমস্ত কামচারিণী ধেনু আছে, তাহারা স্ব স্ব অভিলাষানুসারে বিবিধ

ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ লোক সমুদায়ে বিবিধ মনোহর বাপী, সরোবর, নদী, বন, পর্ব্বত, ও গৃহ সকল বিদ্যমান আছে। ফলতঃ সুবিস্তীর্ণ গোলোক সমুদায় অপেক্ষা আর কোন লোকই উৎকৃষ্ট নহে। সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, স্নেহবান্, গুরুভক্ত, অহঙ্কারবিরহিত, মাংসভক্ষণপরাঙ্মুখ, যোগযুক্ত, ধার্ম্মিক, জনকজননীর শুশ্রূষানিরত, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণসেবাতৎপর, অনিন্দনীয়, ক্রোধবিহীন, গো ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ, যাবজ্জীবন সত্য নিষ্ঠ, বদান্য, অপরাধীর প্রতি ক্ষমাবান্, মৃদুস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, দেবভক্ত, অতিথিপ্রিয় ও দয়াবান্ মহাত্মারাই ঐ সমুদায় সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকেন। পরদারনিরত, গুরুঘ্ন, মিথ্যাবাদী, পরনিন্দাপরায়ণ, ব্রাহ্মণদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, বঞ্চক, কৃতঘ্ন, শঠ, ক্রূর, ধর্ম্মদ্বেষ্টা ও ব্রহ্মহত্যাকারী দুরাত্মারা মনে মনেও সেই পবিত্রজনসেবিত লোক সমুদায় দর্শন করিতে পারে না।

এই আমি তোমার নিকট গোলোক সমুদায়ের বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে গোদাননিরত মহাত্মাদিগের ফললাভের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জিত বা পৈতৃক ধন দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহার অক্ষয়লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি দ্যূতলব্ধ ধন দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি দেবমানের অযুত বৎসর স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ন্যায়ানুসারে পৈতৃক গোধন অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহার সনাতন অক্ষয় লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি গোদান গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ মনে সেই ধেনু ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহারও অক্ষয় লোক লাভ হইতে পারে। যে ব্যক্তি জন্মাবধি জিতেন্দ্রিয় ও ক্ষমাশীল হইয়া সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং ব্রাহ্মণ ও গুরুর অপরাধ ক্ষমা করেন, তিনি পবিত্র গোলোক লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ ও গোধনের হিংসা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সতত গোসেবানিরত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক গোধন রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্রাহ্মণ সত্যধর্ম্ম নিরত হইয়া একটিমাত্র গোদান করিলে সহস্র গো দানের ফল, ক্ষত্রিয় ঐরূপ গুণসম্পন্ন হইয়া একটী গো দান করিলে পূর্ব্বোক্ত গোদাতা ব্রাহ্মণের তুল্য ফল, বৈশ্য ঐরূপ গুণযুক্ত হইয়া একটী গো দান করিলে পঞ্চশত গো দানের ফল এবং শূদ্র বিনীত হইয়া একটী গো দান করিলে একশত পঞ্চবিংশতি গোদানের ফল লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা সত্যপরায়ণ গুরুশুশ্রূষানিরত, দক্ষ, ক্ষমাশীল, দেবারাধন তৎপর, শান্তস্বভাব, অহঙ্কারবিহীন ও ধর্ম্মশীল হইয়া বিধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহাদিগের মহা ফল লাভ হয়। অতএব গোদান করা গুরুশুশ্রূষানিরত সত্য ধর্ম্মাবলম্বী পরম ভক্ত মহাত্মাদিগের অবশ্য

কর্ত্তব্য। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদাধ্যয়ন-নিরত ও গোভক্তি পরায়ণ হইয়া নিয়ত গোদর্শনে প্রীতি প্রকাশ এবং যাবজ্জীবন গো সমুদায়কে নমস্কার করেন, তাঁহারা রাজসূয় যজ্ঞ ও বিবিধ সুবর্ণ দানের তুল্য ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। পুণ্যশীল মহাত্মারা গোব্রত-পরায়ণ, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব ও অলুব্ধ হইয়া সংবৎসর আহারের পূর্ব্বে গোদিগকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি গোব্রতশীল ও গো সমূহের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া দশবৎসর প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া একেবারে আহারীয় দ্রব্য গো সমুদায়কে প্রদান করেন, তাঁহার অনন্ত স্বর্গসুখ লাভ হয়। ব্রাহ্মণগণ দিবসের মধ্যে একবার মাত্র আহার করিয়া একবারের ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহ পুরঃসর তদ্দ্বারা গোধন ক্রয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে সেই ধেনুর রোমপরিমিত বৎসর, ক্ষত্রিয়গণ ঐরূপ সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ধেনু ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পাঁচ বৎসর, বৈশ্য ঐরূপে গোদান করিলে দুই বৎসর ছয় মাস, এবং শূদ্র ঐরূপ নিয়মে গোদান করিলে এক বৎসর তিন মাস স্বর্গসুখ অনুভব করে। যে ব্যক্তি আত্মবিক্রয় দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি যতকাল গোজাতি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে, ততকাল স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হন। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, আত্মবিক্রয় দ্বারা ক্রীত গোধনের প্রতিলোমে অক্ষয় স্বর্গ সন্নিবিষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি সংগ্রামে জয়লাভ পূর্ব্বক ধেনুসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহার আত্মবিক্রয়ী গোদাতার তুল্য ফল লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি ধেনুর অভাবে যতব্রত হইয়া ব্রাহ্মণকে তিলনির্ম্মিত ধেনু প্রদান করেন, তিনি সমুদায় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরলোকে পরম সুখে ক্ষীরসমুদ্র উপভোগ করিতে পারেন। মনুষ্য সামান্যত গোদান করিলেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদানের বিধি পরিজ্ঞাত হওয়া গোদানশীল মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার আবাসে থাকিলে গোসমূহের সূর্য্য ও অনলের উত্তাপজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না এবং যিনি স্বাধ্যায়নিরত, বিশুদ্ধকুলসমুদ্ভূত, প্রশান্ত, যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, পাপভীরু, বহুজ্ঞ, শরণাগতপ্রতিপালক ও বৃত্তিহীন তিনিই গোদানের উপযুক্ত পাত্র। অতএব উৎকৃষ্ট দেশে ও উৎকৃষ্ট সময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণকেই গোদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম, গুরুসেবা ও বালক পোষণার্থ গোদান করিবে। দুগ্ধবতী, বিদ্যালব্ধ, যুদ্ধলব্ধ, মেষাদি প্রাণিবিনিময়ে ক্রীত, যৌতুকপ্রাপ্ত, অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট গোসমুদায়ই দান বিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বলান্বিত, শীলসম্পন্ন ও সুগন্ধবতী ধেনু সমুদায়ই প্রশংসনীয়। ভাগীরথী যেমন সমুদায় নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ কপিলা ধেনু গোসমুদায়ের মধ্যে প্রধান। ত্রিরাত্রি ভূমি শয্যায় শয়ন ও সলিলমাত্র পান করিয়া

ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদানের পর ত্রিরাত্রি কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে সবৎসা ধেনুদান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গ ভোগ হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বলবান্, বিনীত, লাঙ্গল-বহনে নিপুণ বৃষ দান করেন, তিনি দশ ধেনু প্রদাতার তুল্য লোক লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথে ব্রাহ্মণ ও গোসমুদায়কে রক্ষা করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ করিয়া মৃত্যুকালে যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও যেরূপ লোকলাভ করিতে বাসনা করেন, তাহাই লাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি নিস্পৃহ, সংযত, শুচি ও কামনাবিহীন হইয়া তৃণ, গোময় ও পত্র ভোজন করিয়া পরমানন্দে বনে বনে গো-সমূহের অনুগমন করেন, তিনি দেবগণের সহিত অমরলোকে অথবা স্বীয় অভিলষিত অন্য কোন উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! যে ব্যক্তি সম্যক্ অবগত হইয়াও অর্থলোভে গোহরণ বা গোবিক্রয় করে, তাহার কিরূপ গতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবরাজ! ভোজন বিক্রয় বা ব্রাহ্মণকে দান করিবার নিমিত্ত ধেনু অপহরণ করিলে যে ফল লাভ হয়। তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ এবং যে ব্যক্তি ঘাতককে গোবধে অনুমতি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই সেই নিহত ধেনুর লোম-পরিমিত বৎসর নরকে নিমগ্ন থাকিতে হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ বিঘ্ন করিলে যে দোষ ও যে পাপ জন্মে, গোবিক্রয় বা গোহরণ করিলেও সেই দোষ ও সেই পাপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধেনু অপহরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করে, তাহার সেই দান নিবন্ধন যতকাল স্বর্গভোগ হয়, অপহরণ নিবন্ধন ততকাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা গোদান সময়ে সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলত দক্ষিণা বিষয়ে সুবর্ণই প্রশস্ত। দান ও দক্ষিণা প্রদান বিষয়ে সুবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উহা পরম পবিত্র দ্রব্য। গোদান করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার হয়; আর গোদান করিয়া সুবর্ণ দক্ষিণা সম্প্রদান করিলে অষ্টাবিংশতি পুরুষের উদ্ধার হইয়া থাকে। সুবর্ণ দান করিলে দাতার কুল পবিত্র হয়। হে দেবরাজ! এই আমি তোমার নিকট দক্ষিণাদান বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে এই বৃত্তান্ত কহিলে, ইন্দ্র দশরথের নিকট, দশরথ স্বীয় পুত্র রামের নিকট, রাম প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণের নিকট এবং লক্ষ্মণ বনবাসী ঋষিদিগের নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ধার্ম্মিক নরপতিগণ ঋষিদিগের নিকট ইহা শ্রবণ

করেন। আমি উপাধ্যায়ের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসমাজে যজ্ঞ বা গোদান সময়ে অথবা কাহারও সহিত কথোপকথন কালে এই গোদানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন, তিনি দেবতাদিগের সহিত অক্ষয় লোক লাভে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার ধর্ম্ম সংকীর্ত্তনে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার আরও কয়েকটী বিষয়ে সন্দেহ আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা ভঞ্জন করুন। ব্রত, নিয়ম, জিতেন্দ্রিয়তা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যাপন, প্রতিগ্রহে অস্বীকার, স্বকর্ম্মানুষ্ঠান, শৌর্য্য, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া এবং পিতা, মাতা, আচার্য্য ও গুরুজনের শুশ্রূষা এই সমুদায়ের ফল কি, আপনি তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে ব্রত আরম্ভ করিয়া যথানিয়মে তাহা সমাপন করেন, তাঁহার অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে। নিয়ম প্রতিপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল তুমি স্বয়ং সম্ভোগ করিতেছ; সুতরাং উহার ফল প্রত্যক্ষই হইতেছে। উত্তম রূপে অধ্যয়ন করিলে ইহলোক ও পরকালে ব্রহ্মলোকে পরম আনন্দ অনুভব করা যায়। অতঃপর জিতেন্দ্রিয়তার ফল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই সর্ব্বত্র পরম সুখে কালযাপন করেন। তাঁহাদিগের শোকের লেশমাত্রও থাকে না, তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতে পারেন। কেহই তাঁহাদিগের শত্রুতা করে না। তাঁহারা যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের কোন কামনাই অসিদ্ধ হয় না। তপস্যা, পরাক্রম প্রকাশ, দান ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকের যেরূপ সর্ব্বসুখ সম্ভোগ হয়, একমাত্র জিতেন্দ্রিয়তাপ্রভাবে সেইরূপই সুখ লাভ হইয়া থাকে। দান অপেক্ষা জিতেন্দ্রিয়তা সমধিক প্রশংসনীয়। সময়ে সময়ে দাতা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখনই ক্রুদ্ধ হন না। যে দাতা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া দান করেন, তাঁহারই শাশ্বত লোক লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি ক্রোধ করিয়া দান করেন, তাঁহার সেই দান বিফল হয়; অতএব দান অপেক্ষা যে জিতেন্দ্রিয়তা শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া স্বর্গে যে সকল অদৃশ্য স্থানে গমন করিয়া থাকেন, জিতেন্দ্রিয়তাই তাঁহাদের তৎসমুদায় লাভের মূল কারণ।

যে ব্যক্তি যথানিয়মে হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে অক্ষয় সুখভোগ

করিতে পারেন। যিনি উপাধ্যায়ের নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বয়ং শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান এবং গুরুর কার্য্যের প্রশংসা করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে সমাদৃত হন। যে ক্ষত্রিয় যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন কার্য্যে নিরত হন এবং সমরাঙ্গনে অন্যের পরিত্রাণ করেন, তাঁহারও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। বৈশ্য স্বীয় কার্য্যানুষ্ঠান তৎপর হইয়া দান এবং শূদ্র স্বকর্ম্মনিরত হইয়া উৎকৃষ্ট বর্ণের শুশ্রূষা করিলে, নিশ্চয়ই স্বর্গলাভে অধিকারী হয়। শূর বিবিধ প্রকার। যিনি যে বিষয়ে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হন না, তিনি সেই বিষয়ে শূর বলিয়া অভিহিত হন। যিনি কদাচই যজ্ঞানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হন না। তিনি যজ্ঞশূর; যিনি কিছুতেই সত্য হইতে বিচলিত না হন, তিনি সত্যশূর এবং যিনি প্রাণান্তেও যুদ্ধ পরিত্যাগ না করেন, তিনি যুদ্ধশূর নামে বিখ্যাত হন। এইরূপ দানশূর, সাঙ্খ্যশূর, যোগশূর, অরণ্যবাসশূর, গৃহবাসশূর, ত্যাগশূর, আত্মোন্নতি-বিধানশূর, ক্ষমাশূর, আর্জ্জবশূর, নিয়মশূর, বেদাধ্যয়নশূর, গুরুশুশ্রূষাশূর, পিতৃশুশ্রূষাশূর, মাতৃশুশ্রূষাশূর, ভৈক্ষ্যশূর ও অতিথিসৎকারশূর প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যশূর ইহলোকে বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফলনিবন্ধন উৎকৃষ্টলোকে গমন করিবেন। সমুদায় বেদ অভ্যাস এবং সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিলেও সত্যবাদীর সদৃশ ফললাভ হয় কি না সন্দেহ। তুলাদণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অপরদিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইয়া উঠে। একমাত্র সত্যপ্রভাবেই সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিতেছেন এবং সত্য প্রভাবেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ফলত সমুদায় জগৎই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণ সত্যপ্রভাবেই প্রীত হইয়া থাকেন। সত্য পরম ধর্ম্ম; সত্যবাদী ব্যক্তিরা অনায়াসে স্বর্গসুখ লাভ করেন। অতএব সত্য উল্লঙ্ঘন করা কদাপি বিধেয় নহে। মহাত্মা মুনিগণ সকলেই সত্যনিরত, সত্যপরাক্রম ও সত্যশপথ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্তই সত্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দমগুণ ও সত্যের ফল বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি জন্মাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহার কিছুই দুর্লভ হয় না। সত্যনিরত দমগুণসম্পন্ন কোটি কোটি ঊর্দ্ধরেতাঃ মহর্ষি ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে ব্রহ্মলোকে বাস করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার পাপের লেশমাত্র থাকে না। ব্রাহ্মণ অগ্নিস্বরূপ। তপোনুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণগণে অগ্নি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী কুপিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্রও যে ভীত হইয়া থাকেন, ইহাই মহর্ষিদিগের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। এক্ষণে পিতা, মাতা ও গুরুজনের শুশ্রূষার ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও আচার্য্যের শুশ্রূষায় একান্ত

অনুরক্ত হয় এবং কদাপি তাঁহাদিগের দ্বেষ না করে, তাহার স্বর্গলোক লাভ হয়, গুরু-শুশ্রূষানিবন্ধন তাহাকে কদাপি নরক দর্শন করিতে হয় না।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য যদ্দ্বারা নিত্যলোক সমুদায় লাভ করে, সেই গোদান বিধি শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। ন্যায়ানুসারে অধিকৃত ধেনুদান করিবামাত্র কুল উদ্ধার হয়। পূর্ব্বকালে সাধুলোকের নিমিত্ত যে বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও তাহাই নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব সেই আদিকাল প্রবৃত্ত গোদানবিধি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহারাজ মান্ধাতা দাতব্য গোসমুদায় সমানীত হইলে গোদানবিধিবিষয়ে সন্দিহান হইয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করাতে, সুরগুরু তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! গোদানের পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মণকে সৎকার পূর্ব্বক রক্তবর্ণ ধেনু সমুদায় আহরণ করিয়া রাখিবে এবং ঐ ধেনু সকলকে সমঙ্গে! বহুলে! বলিয়া সম্বোধন করিবে। পরে রজনীযোগে সেই সমস্ত ধেনুর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক “বৃষ আমার পিতা এবং ধেনু আমার মাতা, স্বর্গ, সুখ ও আশ্রয় স্থান” এই শ্রুতি উচ্চারণপুরঃসর উহাদিগের মধ্যে ঐ রাত্রি বাস করিয়া মন্ত্র-পাঠসহকারে গোপ্রদান বিষয়ে কৃতসংকল্প হইবে। ধেনু সমুদায়ের সহিত রজনীযাপন করিবার সময় উহারা শয়ন করিলে শয়ন ও উপবেশন করিলে উপবেশন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে ছায়ার ন্যায় ধেনুদিগের সহচারী হইলে অনতিবিলম্বে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। তৎপরে প্রাতঃকাল সমুপস্থিত ও দিবাকর সমুদিত হইলে বৎসের সহিত ধেনু সমুদায় দান করিবে। এইরূপ নিয়মে সবৎসা ধেনুদান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হয়। গোপ্রদান করিয়া প্রদাতা এইরূপ প্রার্থনা করিবেন যে, উৎসাহবতী, প্রজ্ঞাশালিনী, যজ্ঞীয় হবির ক্ষেত্রস্বরূপা, জগতের আশ্রয়ভূতা, ঐশ্বর্য্য-প্রদায়িনী, বংশবিস্তারকারিণী, প্রজাপতি, সূর্য্য ও চন্দ্রের অংশসম্ভূতা ধেনু সমুদায় আমার পাপ ধ্বংস, আমাকে স্বর্গ প্রদান এবং জননীর ন্যায় আমার শরীর রক্ষা করুন; আর আমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলাম না, ইঁহার প্রসাদে সেই সেই অভিলষিত বিষয় সফল হউক। হে ধেনু-গণ! ক্ষয়রোগাদি নিবৃত্তি ও দেহ মুক্তি-জনক কার্য্যে তোমরা সেবিত হইয়া পবিত্র নদীর ন্যায় শ্রেয় প্রদান করিয়া থাক এবং তোমরা নিরন্তর পুণ্য সমুদায় বহন করিতেছ; অতএব এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভিলষিত গতি প্রদান কর। প্রদাতা এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুনরায় কহিবেন, হে ধেনুগণ! আমি তোমা-দিগের সারূপ্য লাভ করিয়াছি, অতএব

জন্য তোমাদিগকে প্রদান করাতে আমার আত্মপ্রদান করা হইয়াছে। দাতা এই কথা কহিলে পর গৃহীতা কহিবেন, হে ধেনুগণ! তোমাদিগের প্রতি দাতার মমত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা আমারই অধিকৃত হইলে; অতএব আমাদিগের উভয়কেই অভীষ্ট ভোগ প্রদান কর। যিনি গোপ্রতিরূপ মূল্য, বস্ত্র ও সুবর্ণাদি প্রদান করেন, তিনি গোদাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। সেই প্রতিরূপ গোদান কালে দাতা গৃহীতাকে 'এই ঊর্দ্ধাস্যা ভাগ্যবতী ও বৈষ্ণবী ধেনু গ্রহণ কর' এই বলিয়া প্রদান করিবেন। প্রতিরূপ গোদানে বিংশতি সহস্র চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসর স্বর্গলাভ হয়। গৃহীতা গ্রহণ করিয়া আপনার গৃহাভিমুখে আটপদ গমন করিলেই প্রতিরূপ গোদাতা সমগ্র দান ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি গোদান করেন, তিনি ইহলোকে সচ্চরিত্র, যিনি গোমূল্যপ্রদান করেন, তিনি নির্ভয়, যিনি গো প্রতিরূপ বস্ত্র ও সুবর্ণ দান করেন, তিনি সুখী হন। আর পরলোকে ঐ ত্রিবিধ ব্যক্তিই বিষ্ণুলোক, চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ও অসাধারণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। গোদান করিয়া তিন রাত্রি গোব্রত-পরায়ণ হইবে, গোসমূহের সহিত এক রাত্রি বাস করিবে এবং গোষ্ঠাষ্টমী হইতে তিন রাত্রি গোময়, গোমূত্র ও দুগ্ধ দ্বারা জীবনধারণ করিবে। বৃষদান করিলে ব্রহ্মচর্য্য ও দুইটি গোপ্রদান করিলে বেদলাভ হয় এবং যে যাজ্ঞিক গোবিধি অবলম্বন পূর্ব্বক গোদান করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। যিনি গোবিধি অবগত নহেন, তাঁহার কোনরূপেই শ্রেষ্ঠ লোক লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি একটীমাত্র কামদুঘা ধেনু দান করেন, তাঁহার পৃথিবীস্থ সমুদায় পদার্থ এককালে দান করিবার ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি শিষ্য নহে, যে ব্যক্তি ব্রতানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধান্বিত এবং যাহার বুদ্ধি অতিশয় বক্র, তাহাদিগকে এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে না। এই ধর্ম্ম সকলেরই গোপনীয়; অতএব ইহা সকল স্থানে প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে। এই জীবলোকে অশ্রদ্ধান্বিত ক্ষুদ্রাশয় রাক্ষসস্বরূপ অনেক মনুষ্য আছে, এবং ইহাতে অল্পপুণ্য নাস্তিকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে; যদি তাহাদিগকে এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! যে সমস্ত মহীপাল এই বৃহস্পতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া গোদান পূর্ব্বক শুভলোক সমুদায় লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই পুণ্যশীল মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ উশীনর, বিশ্বগশ্ব, নৃগ, ভগীরথ, যৌবনাশ্ব, মান্ধাতা, মুচকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, নৈষধ, সোমক, পুরূরবা, ভরত, দাশরথি রাম, দিলীপ ও অন্যান্য রাজারা বিধি অনুসারে গোদান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মহারাজ মান্ধাতা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও গোদানে সততই নিযুক্ত ছিলেন; অতএব তুমিও কৌরব রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৃহ-

স্পতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুসারে প্রীতমনে ব্রাহ্মণগণকে গোদান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ গোপ্রদান বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া মান্ধাতার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক গোময়ের সহিত যবের কণা ভক্ষণ ও বৃষের ন্যায় ক্ষিতিতলে শয়ন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। ঐ দিন অবধি তিনি আর কখন গোসমুদায় দ্বারা যানাদি বহন করান নাই; অশ্বে বা অশ্বযোজিত যানে আরোহণ করিয়াই গমনাগমন করিতেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! আপনার অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণে আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব আপনি পুনরায় আমার নিকট গোদানের ফল বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে পুনরায় গোদানের ফল জিজ্ঞাসা করিলে কুরুকুলতিলক মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণকে গুণসম্পন্ন বস্ত্রাবৃত তরুণী গাভী প্রদান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। গোদাতাকে কখনই অন্ধকারময় নরকে নিপতিত হইতে হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি জলশূন্য তড়াগের ন্যায় দুগ্ধবিহীন, বিকলেন্দ্রিয়, জরারোগসম্পন্ন গাভী প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে নিরর্থক তাহার লালনপালন জন্য ক্লেশ ভোগ করায়, তাহাকে নিশ্চয়ই ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হয়। যে গাভী নিতান্ত দুর্দ্দান্ত, পীড়িত, বা দুর্ব্বল, অথবা যে গাভী ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য প্রদান করা হয় নাই, তাদৃশ গাভী দান করিলে দাতার অন্যান্য সৎকর্ম্ম সমুপার্জ্জিত স্বর্গাদিলোক সমুদায় নিষ্ফল হইয়া যায়। অতএব বলসম্পন্ন, তরুণবয়স্ক, নিরীহ, সুগন্ধসম্পন্ন গাভী সমুদায় দান করাই প্রশংসনীয়। যেমন সমুদায় নদী হইতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমুদায় গাভী হইতে কপিলাই শ্রেষ্ঠ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাধু-ব্যক্তিরা কি নিমিত্ত কপিলাদানের সমধিক প্রশংসা করেন; আপনি তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি বৃদ্ধদিগের নিকট কপিলার উৎপত্তি বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু দক্ষকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, দক্ষপ্রজাপতি প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের জীবনোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। দেবগণ যেমন অমৃত অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করেন, তদ্রূপ প্রজাগণ দক্ষনির্দ্দিষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ মধ্যে জঙ্গম এবং জঙ্গমের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ দ্বারাই যজ্ঞ নির্ব্বাহ হয়। যজ্ঞ দ্বারা অমৃত উৎপন্ন হইয়া

থাকে। ঐ অমৃত গাভীতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবগণ উহা পান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হন। প্রজাগণ সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত বালক যেমন পিতার নিকট গমন করে, তদ্রূপ জীবিকালাভের নিমিত্ত জীবিকাদাতা দক্ষের শরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন প্রজাপতি দক্ষ প্রজাগণকে জীবিকার নিমিত্ত শরণাপন্ন দেখিয়া স্বয়ং অমৃতপান করিলেন। ঐ অমৃতপাননিবন্ধন প্রজাপতির পরম পরিতৃপ্তি হওয়াতে তাঁহার মুখ হইতে সুগন্ধ উদ্গার উদ্গীর্ণ এবং সেই উদ্গার প্রভাবে সুরভী সমুৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই সুরভী প্রজাদিগের মাতৃতুল্য কপিলাগণের সৃষ্টি করিলেন। উহাদের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়; উহারা প্রজাদিগের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। যেমন স্রোতস্বতীর তরঙ্গবেগপ্রভাবে ফেন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই অমৃতবর্ণ কপিলাগণের অনবরত ক্ষরিত দুগ্ধ হইতে ফেন উত্থিত হইতে লাগিল। একদা সুরভীদিগের সেই দুগ্ধফেন তাহাদের বৎসগণের মুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হওয়াতে, তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ললাটনেত্র দ্বারা কপিলাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতে বোধ হইল যেন, কপিলাগণ দগ্ধ হইতেছে। পরিশেষে সূর্য্যকিরণে মেঘমণ্ডলে যেমন বিবিধ বর্ণ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মহাদেবের সেই ক্রোধ দৃষ্টিপ্রভাবে কপিলাগণের বর্ণ নানাপ্রকার হইল। তন্মধ্যে যাহারা তাঁহার ক্রোধদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া ভগবান্ চন্দ্রদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহারাই কেবল পূর্ব্বের ন্যায় আকারসম্পন্ন রহিল।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ ভগবান্ ভূতনাথকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবদেব! তোমার মস্তকে বৎসদিগের মুখপরিভ্রষ্ট দুগ্ধফেন নিপাতিত হওয়াতে তুমি অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়াছ। গোসমুদায়ের মুখপরিভ্রষ্ট দ্রব্য কখনই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় না। শশধর যেমন অমৃত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় তাহা ক্ষরণ করেন, তদ্রূপ কপিলাগণ অমৃতসম্ভূত দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া থাকে। বায়ু, অগ্নি, সুবর্ণ ও সমুদ্র যেমন কখনই দূষিত হইবার নহে, তদ্রূপ অমৃত দেবগণ কর্ত্তৃক পীত হইলেও এবং গাভী বৎস কর্ত্তৃক দুগ্ধ পীত হইলেও কদাপি দূষিত বলিয়া পরিগণিত হয় না। কপিলাগণ ঘৃত ও দুগ্ধধারা দ্বারা এই বিশ্বসংসারের পুষ্টিসাধন করিবে। সকলেই ইহাদিগের অমৃতময় ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করে। প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে কতকগুলি গাভীর সহিত এক বৃষভ প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্ ভূতনাথ পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই বৃষভকে বাহন ও ধ্বজরূপে নির্দ্ধারিত করিলেন। এই নিমিত্ত মহাদেবের নাম বৃষভধ্বজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর ঐ সময় দেবগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে পশুদিগের অধিপতি রূপে পরিকল্পিত করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তিনি গোসমুদায়ের অধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই নিমিত্তই সমুদায়

গোদান অপেক্ষা কপিলাদানই উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গাভী সমুদায় জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ ও জীবন স্বরূপ। উঁহারা অমৃতময়, অমৃতসম্ভূত, পরমপবিত্র, কামপ্রদ ও রুদ্রাধিষ্ঠিত। অতএব গাভীদান করিলে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য দান করা হয়। মানবগণ মঙ্গলকামনা করিয়া শুদ্ধাচারে এই গোসম্ভব বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহাদের সমুদায় পাপ বিনাশ এবং অনায়াসে পশু; পুত্র, ধন ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। শান্তিকর্ম্ম, তর্পণ, বৃদ্ধ ও বালকের তুষ্টিসাধন এবং হব্য, কব্য, বিবিধ যান ও বস্ত্র দান করিলে যে ফল লাভ হয়, গোদাতা একমাত্র গোদান করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশে সৌদাস নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদা সর্ব্বলোকচর স্বীয় কুলপুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ত্রিলোক মধ্যে পবিত্র কি এবং মনুষ্য সর্ব্বদা কিরূপ মন্ত্র পাঠ করিলে, উৎকৃষ্ট পুণ্য লাভ করিতে পারে, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন গোমন্ত্রবিশারদ পরম পবিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ গো সমুদায়কে নমস্কার করিয়া সৌদাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! গোসমুদায়ের গাত্র হইতে গুগ্গুলুগন্ধ ও অন্যান্য প্রকার সুগন্ধ নিঃসৃত হয়। উঁহারা প্রাণিগণের স্থিতি, মঙ্গল, ভূত, ভবিষ্যৎ, সনাতন পুষ্টি ও লক্ষ্মীর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উঁহাদিগকে যাহা প্রদান করা যায় তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না। পণ্ডিতেরা গোসমুদায়কে লোকের অন্ন, দেবোদ্দেশে হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বষট্কার, যজ্ঞ ও যজ্ঞফলের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গোসমুদায় প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে হোম সময়ে মহর্ষিগণকে হবিঃ প্রদান করে। অতএব যাঁহারা ধেনুদান করেন, তাঁহারা অনায়াসে সমুদায় দুষ্কৃত হইতে বিমুক্ত হন। সহস্র ধেনুর অধীশ্বর শতধেনু দান করিলে, তাহার যে ফল লাভ হয়, শতধেনুর অধিপতি দশধেনু এবং দশ ধেনুর অধিপতি একটী মাত্র ধেনু প্রদান করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারেন। যাহারা শত ধেনুর অধিপতি হইয়াও অগ্ন্যাধানে পরাঙ্মুখ, যাহারা সহস্র ধেনুর অধিপতি হইয়াও অযাজ্ঞিক এবং যাহারা সমৃদ্ধিশালী হইয়াও কৃপণ হয়, তাহাদিগের সৎকার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কাংস্যময় দোহন পাত্রের সহিত বস্ত্রসংবীত সবৎসা কপিলা ধেনু প্রদান করিলে অনায়াসে উভয়লোক জয় করা যায়। যাঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে শতযূথপতি, দীর্ঘশৃঙ্গ, বলবান্, অলঙ্কৃত বৃষ দান করেন, তাঁহারা প্রতিজন্মেই অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন। গোনাম কীর্ত্তন করিয়া শয়ন ও গাত্রোত্থান, প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে গোসমুদায়কে নমস্কার, গোমূত্র ও গোময় দর্শনে অবজ্ঞা পরিহার

এবং গোমাংস ভক্ষণের বাসনা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্যই পুষ্টিলাভে সমর্থ হন। গোসমুদায়কে অশ্রদ্ধা করা কদাপি বিধেয় নহে। মনুষ্য সর্ব্বসময়ে বিশেষত দুঃস্বপ্ন দর্শনের পর গোনাম কীর্ত্তন করিবে। গোময়মিশ্রিত জলে স্নান ও গোকরীষে উপবেশন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোকরীষে শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যাঁহারা আর্দ্র গোচর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া ঘৃতভোজন পূর্ব্বক পশ্চিমদিক্ অবলোকন, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান, ঘৃত দ্বারা স্বস্তিবাচন, ঘৃতদান ও ঘৃতভোজন করেন, তাঁহাদের গোসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি গোমতী বিদ্যাদ্বারা সর্ব্বরত্নযুক্ত তিলধেনু মন্ত্রপূত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহাকে কখনই শোকতাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কি দিবা, কি রাত্রি, কি নিঃশঙ্ক প্রদেশ, কি ভয়সঙ্কীর্ণ স্থান, সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সকল মনুষ্যেরই এই বাক্য উচ্চারণ করা আবশ্যক যে, নদী সমুদায় যেমন সাগরকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্ন দুগ্ধবতী সুরভী ও সৌরভেয়ী ধেনু সমুদায় আমাকে প্রাপ্ত হউন, আমি সর্ব্বদা গোসমুদায়কে দর্শন করি এবং গোসমুদায় আমাকে সতত দর্শন করুন; আমি গোসমুদায়ের আশ্রিত ও গোসমুদায়ও আমার আশ্রিত এবং গোসমূহ যে স্থানে অবস্থান করিবেন আমাকেও সেই স্থানে অবস্থান করিতে হইবে। হে মহারাজ! লোকে মহাভয়ের সময়েও এই বাক্য উচ্চারণ করিলে অনায়াসে তাহা হইতে বিমুক্ত হয়।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে গোজাতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভের নিমিত্ত লক্ষ বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। ঐ সময় তাহাদিগের মনে এই বাসনা হইয়াছিল যে, আমরা সমুদায় দক্ষিণার মধ্যে প্রধান হইব; আমাদিগকে কখন কোন দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না; লোকে আমাদিগের পুরীষমিশ্রিত জলে স্নান করিয়া পবিত্র হইবে; দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই পবিত্রতা সম্পাদনার্থ আমাদের পুরীষ ব্যবহার করিবে এবং যাঁহারা আমাদিগকে দান করিবেন, তাঁহারা অনায়াসে আমাদিগের লোকলাভ করিতে পারিবেন।

গোসমুদায় এইরূপ কামনা করিয়া লক্ষ বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, আমার বরে তোমাদের সমুদায় কামনা সফল হইবে। অতঃপর তোমরা ইহলোকে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের নিস্তার কর। গোসমূহ ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া অবধি লোক সমুদায়কে পবিত্র করিয়া আসিতেছে এবং সকল লোকের আশ্রয়, পরম পবিত্র ও সর্ব্বভূতের শিরোধার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গোসমূহকে নমস্কার করেন, তিনি নিশ্চয়ই পুষ্টিলাভে সমর্থ হন। যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও কপিল

বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী কপিলা ধেনু প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে, যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও লোহিত বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী লোহিত বর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি সূর্য্যলোকে, যিনি বস্ত্র ও বিবিধ বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী বিবিধ-বর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি চন্দ্রলোকে, যিনি বস্ত্র ও শ্বেত বর্ণ বৎসের সহিত পয়-স্বিনী শ্বেত ধেনু প্রদান করেন, তিনি ইন্দ্র-লোকে, যিনি বস্ত্র ও কৃষ্ণবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী কৃষ্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি অগ্নিলোকে এবং যিনি বস্ত্র ও ধূম্রবর্ণ বৎ-সের সহিত পয়স্বিনী ধূম্রবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি যমলোকে সকলের নিকট সম্মান লাভে অধিকারী হন। যিনি ব্রাহ্মণকে কাংস্যদোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত জলফেনের ন্যায় শুভ্রবর্ণা সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার বরুণলোক লাভ হয়। যিনি কাংস্যদোহন পাত্র ও বস্ত্রের সহিত সবৎসা বায়ুসমুত্থিত ধূলির ন্যায় ধূসরবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বায়ুলোকে পূজ্য হন। যিনি কাংস্যপাত্র ও বস্ত্রের সহিত হিরণ্যবর্ণা পিঙ্গলাক্ষী সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার কুবেরলোক লাভ হয়। যিনি কাংস্যদোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত ধূম্রবর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে কণ্ঠভূষণ ও অন্যান্য অলঙ্কারের সহিত সবৎসা স্থূলাঙ্গী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার বিশ্বদেবগণের লোক, যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও গৌরবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী গৌরবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বসুদিগের লোক লাভে অধিকারী হন এবং যিনি কাংস্যদোহন পাত্র ও বস্ত্রের সহিত শ্বেতকম্বল-বর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি সাধ্যগণের লোক লাভ পূর্ব্বক পরম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসম-লঙ্কৃত প্রশস্তপৃষ্ঠ বৃষ দান করেন, তাঁহার মরুদ্গণের লোক, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসমন্বিত নীলকলেবর যুবা বৃষ প্রদান করেন, তাঁহার গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের লোক এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত কণ্ঠাভরণযুক্ত বৃষ দান করেন, তাঁহার প্রজাপতির লোক লাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা গোদানে একান্ত নিরত হন; তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া জলদজাল ভেদ পূর্ব্বক অনায়াসে স্বর্গে গমন করিয়া বিরাজিত হন। তথায় পৃথু নিতম্বিনী সুচারুবেশা সুর-নারীগণ হাবভাবাদি দ্বারা তাঁহাকে সতত আহ্লাদিত এবং বীণা, বল্লকী ও নূপুর প্রভৃতির মধুর নিনাদ দ্বারা নিদ্রাবসানে জাগরিত করে। যে মহাত্মা বিধি পূর্ব্বক ধেনু দান করেন, তিনি সেই প্রদত্ত ধেনুর রোম পরিমিত বৎসর স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে শ্রেষ্ঠকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অতুল সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

অশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে আচমন পূর্ব্বক "ঘৃতক্ষীরপ্রদা, ঘৃতোৎপাদিকা, ঘৃতনদী ও ঘৃতাবর্ত্তস্বরূপা ধেনু সমুদায় নিরন্তর আমার আলয়ে বিরাজিত হউন; ঘৃত আমার হৃদয়ে, নাভীতে, সর্ব্বাঙ্গে, ও মনোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে; ধেনু সমুদায় আমার অগ্রে ও পশ্চাতে চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে; আমি সতত গোমধ্যে বাস করিয়া থাকি" এই মন্ত্র জপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে পুরুষ সন্ধ্যা ও প্রভাত সময়ে আচমন পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার দিবসসঞ্চিত পাপ সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। যে স্থানে সুবর্ণময় প্রাসাদ সমুদায় সুশোভিত ও সুরনদী মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, যথায় অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বেরা নিরন্তর বাস করিতেছে এবং যথায় নবনীতরূপ পঙ্কসঙ্কুল ক্ষীররূপ নীর যুক্ত, দধিরূপ শৈবাল জাল মণ্ডিত নদী সমুদায় প্রবাহিত হইতেছে, সহস্র গোদাতা দেহান্তে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিয়া থাকেন। যিনি বিধানানুসারে লক্ষ গোদান করেন, তিনি পরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়া দেবলোকে সমাদৃত হন। তাঁহার পুণ্যবলে তাঁহার পিতৃকুলের দশ পুরুষ ও মাতৃকুলের দশ পুরুষ উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন এবং তাঁহার কুল পরম পবিত্র হয়। ধেনুপ্রমাণ তিন ধেনু প্রদান করিলে যমলোকে কিছুমাত্র যাতনা হয় না। গোসমুদায় পরম পবিত্র, জগতের অবলম্বন, দেবগণের মাতা ও উপমারহিত। উহাদিগকে যজ্ঞে নিধন, যাত্রাকালে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া গমন ও উপযুক্ত কালে সৎপাত্রে প্রদান করিবে। কাংস্যদোহন পাত্র, বসন ও উত্তরীয়ের সহিত শৃঙ্গসম্পন্না সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য যমসভায় নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারা যায়। সুরূপা, বহুরূপা, বিশ্বরূপা, মাতৃস্বরূপা ধেনু সমুদায় আমার মঙ্গল বিধান করুন, প্রতিদিন এই বাক্য কীর্ত্তন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান ও গোদানফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল আর কিছুই নাই। গোদান কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য কখন হয় নাই হইবেও না। ধেনু ত্বক্, লোম, শৃঙ্গ, পুচ্ছ, দুগ্ধ ও মেদ দ্বারা যজ্ঞসাধন করিয়া থাকে, সুতরাং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি আছে। যাহা দ্বারা এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ভূত ভবিষ্যের প্রসূতি ধেনুকে নমস্কার করি। মহারাজ! এই আমি গোসমূহের গুণ সমুদায়ের কিয়দংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম। ফলতঃ গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান এবং গোসমুদায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর কিছুই নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস গোদান করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য এই চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে গোদান করিতে লাগিলেন। ঐ কার্য্য প্রভাবে তাঁহার উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ হইয়াছে।

একাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জগতে যাহা অপেক্ষা পবিত্র ও পবিত্রতা-সম্পাদক আর কিছুই নাই আপনি তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পরম পাবন মহার্থসাধন ধেনুগণ মনুষ্যদিগকে উদ্ধার এবং ঘৃতদুগ্ধ দ্বারা তাহাদের পোষণ করিয়া থাকে। এই ত্রিলোকমধ্যে গোসমুদায় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। গোসমূহ দেবগণের উপরিভাগে অবস্থান করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ গোদান করিয়া অনায়াসে সুরলোক লাভে সমর্থ হন। পূর্ব্বকালে মহারাজ মান্ধাতা, যৌবনাশ্ব, যযাতি ও নহুষ অসংখ্য গোদান করিয়া দেবদুর্লভ দিব্য স্থান সমুদায় অধিকার করিয়াছেন। অতঃপর পূর্ব্বকালে মহাত্মা ব্যাস শুকের নিকট যেরূপ গোমহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা ধীমান্ শুকদেব কৃতাহ্নিক হইয়া বিশুদ্ধ মনে মহর্ষি বেদব্যাসকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! যজ্ঞ সমুদায়ের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বোৎকৃষ্ট? কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য পরম স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়? দেবগণ কোন্ পবিত্র কার্য্যপ্রভাবে স্বর্গভোগ করিতেছেন? যজ্ঞের প্রধান সাধন কি? কোন্ দ্রব্যে যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? দেবগণের সমাদরণীয় বস্তু কি? পবিত্র পদার্থ মধ্যে কোন্ বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক পবিত্র? আপনি আমার নিকট এই সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

তখন ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস শুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ধেনুর প্রভাবে জীবগণ জীবিত রহিয়াছে; ধেনু মানবগণের উৎকৃষ্ট ব্রতস্বরূপ এবং ধেনুই পরম পবিত্র ও পবিত্রতা সম্পাদক পদার্থ। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে ধেনুগণের শৃঙ্গ না থাকাতে উহারা বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া শৃঙ্গ লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে বিস্তর স্তবস্তুতি করিয়াছিল। ভগবান্ কমলযোনি তাহাদিগকে শরণাগত সন্দর্শন করিয়া তাহাদের সকলকেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তাহাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ অভিলাষ তাহার তদনুরূপ শৃঙ্গ উদ্গত হইল। হব্যকব্যপ্রদ পরম পাবন বিবিধবর্ণ ধেনু সকল এইরূপে ব্রহ্মার বরে শৃঙ্গ লাভ পূর্ব্বক চমৎকার শোভা ধারণ করিয়াছে। গোসমুদায় দিব্য তেজঃস্বরূপ; এই নিমিত্ত গোদান সমুদায় দান অপেক্ষা প্রশস্ত। যে সকল সাধু ব্যক্তি অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া গোদান করেন, তাঁহারাই ইহলোকে কৃতী ও সর্ব্বপ্রদ বলিয়া পরিগণিত হন এবং পরলোকে পরম লোক গোলোক লাভ করিয়া থাকেন। গোলোকের বৃক্ষ সমুদায় সতত সুগন্ধ পুষ্প, সুমধুর ফল ও সুকণ্ঠ বিহঙ্গমগণে পরিপূর্ণ; ভূমি সমুদায় মণিময় ও বালুকা সকল কাঞ্চনময়। ঐ স্থানের জলাশয় সমুদায়

বালার্ক সদৃশ মণিখণ্ড ও রক্তোৎপলবনে সুশোভিত, পঙ্কবিরহিত এবং সর্ব্বর্ত্তু সুখপ্রদ; সরোবর সকল মণিময় পত্র ও সুবর্ণ সদৃশ কেশর সমন্বিত নীলপদ্ম ও অন্যান্য পদ্মে পরিপূর্ণ; নদী সমুদায়ের তীরভূমি নির্ম্মল মুক্তা, মহাপ্রভাযুক্ত মণি, সুবর্ণবিকসিত করবীর বৃক্ষ, কল্পবৃক্ষ এবং নানা রত্নময় ও সুবর্ণময় বিবিধ পাদপে সমলঙ্কৃত এবং সুবর্ণ গিরি সকল মণিরত্ন খচিত অতি মনোহর শিলাতল ও রত্নময় উন্নত শৃঙ্গে সুশোভিত। পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিরা শোক সন্তাপ বিহীন হইয়া অপ্সরোগণের সহিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পরম সুখে অহরহ তথায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

গোদাতার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কেহই নাই। ভগবান্ ভাস্কর, বলবান্ বায়ু ও বরুণদেব যে সমুদায় স্থানে আধিপত্য করেন, গোদাননিরত মহাত্মারা অনায়াসে সেই সমুদায় লোক লাভ করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ প্রজাপতি গাভীদিগের যুগন্ধরা, সুরূপা, বহুরূপা, বিশ্বরূপা ও মাতা এই কয়েকটী নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন; প্রতিনিয়ত সংযত হইয়া এই সমুদায় নাম জপ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি গোশুশ্রূষা ও গাভীর অনুগমন করে, গাভীগণ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দুর্লভ বর প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা কদাপি গোসমুদায়ের অনিষ্ট চিন্তা করে না, প্রত্যুত জিতেন্দ্রিয় হইয়া সন্তুস্ট চিত্তে নমস্কারাদি দ্বারা সতত উহাদের অর্চ্চনা করে; আর যাহারা তিন দিবস উষ্ণ গোমূত্র পান, তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধ পান, তিন দিবস উষ্ণ ঘৃত পান ও তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া পরিশেষে দেবগণ যে ঘৃত প্রভাবে উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান করিতেছেন, যাহা সমুদায় পবিত্র পদার্থ অপেক্ষা পবিত্রতর, সেই ঘৃত মস্তকে বহন এবং তদ্দ্বারা হোম ও স্বস্তিবাচন করে, তাহাদের নিশ্চয়ই গোসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি এক মাস প্রতিদিন গোময় হইতে যব আহরণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যাবক প্রস্তুত করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাতক হইতে মুক্তিলাভ হয়। দেবগণ দৈত্যদিগের প্রভাবে পরাজিত হইয়া এই নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরায় দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ধেনুগণ পরম পাবন ও পবিত্র পদার্থ। ব্রাহ্মণদিগকে গোদান করিলে অনায়াসে স্বর্গ লাভ হয়। পবিত্র জলে আচমন করিয়া ধেনুমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক গোমতী মন্ত্র জপ করিলে পরম পবিত্র ও পাপপরিশূন্য হয়। অগ্নি, ধেনু ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শিষ্যগণকে গোমতী বিদ্যা অধ্যাপন করা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিন রাত্রি উপবাস পূর্ব্বক গোমতীমন্ত্র জপ করিয়া পুত্রকামনা করিলে পুত্র লাভ, অর্থ কামনা করিলে অর্থ লাভ এবং পতি কামনা করিলে পতি লাভ হয়। ফলত এই মন্ত্র প্রভাবে মানবদিগের সমুদায় কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। গোসমুদায়ের সেবা করিলে উহারা সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই অভিলষিত বর প্রদান করে। গাভীগণ যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ও সর্ব্বকাম-

প্রদ; উহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, তেজস্বী শুকদেব তাঁহার উপদেশানুসারে প্রতিনিয়ত গোপূজা করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও যত্নসহকারে নিত্য গোসমুদায়ের পূজা কর।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপে গোময়ে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইল তদ্বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে গোলক্ষ্মী সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা লক্ষ্মী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গোসমুদায় তাঁহার অলৌকিক রূপ সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, দেবি! তুমি কে? কোথা হইতে এস্থানে উপস্থিত হইলে এবং কোন্ স্থানেই বা গমন করিবে, আমরা তোমার অসামান্য রূপ দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি আমাদিগের নিকট ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন লক্ষ্মী কহিলেন, হে গোসমুদায়! আমি লোককান্তা শ্রী, দৈত্যগণ মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চিরকাল কষ্টভোগ ও দেবগণ মৎকর্ত্তৃক সমাশ্রিত হইয়া চিরকাল সুখভোগ করিতেছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং মহর্ষিগণ আমাকে আশ্রয় না করিলে কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন না। আমি যাহাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট না হই তাহাদিগকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কেবল আমারই আশ্রয় লাভ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট আপনার প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহে বাস করিতে বাসনা করিতেছি; তোমরা আমার সহিত সমবেত হইয়া পরম সুখে কালযাপন কর।

ধেনুগণ কহিলেন, দেবি! তুমি অতিশয় চঞ্চলা ও বহুজন ভোগ্যা এই নিমিত্ত তোমাকে আশ্রয় করিতে আমাদিগের অভিলাষ নাই। আমরা স্বভাবতঃ রূপসম্পন্ন রহিয়াছি সুতরাং তোমাকে আশ্রয় করা কিছুতেই আবশ্যক বোধ হইতেছে না; অতএব তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর।

ধেনুগণ এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে লক্ষ্মী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। লোকে বহু যত্নেও আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না কিন্তু তোমরা অনায়াসে অনাদর পূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। এক্ষণে বুঝিলাম, লোকে আহূত না হইয়া স্বয়ং অন্যের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে অবশ্যই পরাভূত হইতে হয় এই যে এক লোকপ্রবাদ রহিয়াছে উহা কখনই অমূলক নহে। যাহা হউক, দেব, দানব,

গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া আমার উপাসনা করেন; অতএব আমাকে গ্রহণ করা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, ত্রিলোক মধ্যে কেহই আমার অবমাননা করে না।

তখন ধেনুগণ কহিল, দেবি! তোমাকে অবমানিত বা পরাভূত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমরা কেবল তোমার চলচিত্ততানিবন্ধন তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি। যাহা হউক, আর অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই; তুমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর। যখন আমাদিগের স্বাভাবিক শরীর সৌষ্ঠব রহিয়াছে, তখন আমরা কি নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করিব?

শ্রী কহিলেন, ধেনুগণ! আমি তোমাদিগকে শরণ্য, মহাভাগ ও সর্ব্বলোকের মানদাতা জানিয়া তোমাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি; আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অপমান করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অতএব তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার সম্মান রক্ষা কর। আজি তোমরা আমার অপমান করিলে আমি সর্ব্বলোকের অবজ্ঞাত হইব। তোমাদিগের অঙ্গের মধ্যে কোন কুৎসিত প্রদেশ থাকিলেও তাহাতে বাস করিতে আমার অসম্মতি ছিল না; কিন্তু তোমাদিগের কোন অঙ্গই কুৎসিত নহে। তোমরা পরম পবিত্র ও মঙ্গলের আধার। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহের কোন্ অংশে অবস্থান করিব, তাহা আদেশ কর।

লক্ষ্মী এইরূপ বিনয় প্রদর্শন করিলে, দয়াপরায়ণ ধেনুগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! তোমার সম্মান রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমরা তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি, তুমি আমাদিগের পরম পবিত্র মূত্রপুরীষে অবস্থান কর।

গোসমুদায় এই কথা কহিলে, লক্ষ্মী যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধেনুগণ! তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে; এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক। লোকমাতা শ্রী ধেনুগণকে এই কথা কহিয়া তাহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট গোময়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে গোসমুদায়ের মাহাত্ম্য কহিতেছি, শ্রবণ কর।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

যাঁহারা গোদান ও হুতাবশিষ্ট বস্তু ভোজন করেন, তাঁহারা নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ করিতে সমর্থ হন। দধি ও ঘৃত ব্যতীত যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না। এই নিমিত্ত ধেনুগণ যজ্ঞের মূল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সমুদায় দান অপেক্ষা গোদান অতিশয় প্রশস্ত। পণ্ডিতেরা গোসমুদায়কে পরম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব পুষ্টি ও শান্তি লাভের নিমিত্ত গোসমূহের সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

গোসমুৎপন্ন দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত প্রভাবে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় এবং গোসমুদায়ের তেজঃ উভয়লোকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ গোসমুদায় অপেক্ষা পরম পবিত্র আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মবাসব সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইলে, সমুদায় প্রজা সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিল। ঐ সময় একদা মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, অসুর, সুপর্ণ ও প্রজাপতিগণ সকলেই ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু ও হাহাহুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তান লয় বিশুদ্ধ সুমধুর সঙ্গীত করিয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমীরণ দিব্য কুসুম সংহরণ পূর্ব্বক মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঋতু সমুদায় বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য বাদিত্র সমুদায় বাদিত হইতে লাগিল এবং সমুদায় প্রাণী একত্র সমবেত হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! লোকপালদিগের উপরিভাগে কি নিমিত্ত গোলোক সংস্থাপিত হইল? ধেনুগণ কিরূপ তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল যে, তাহারা দেবগণের উপরিভাগে পরম সুখে কালহরণ করিতেছে? এই বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমি নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; অতএব আপনি ইহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

দেবরাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুররাজ! তুমি ধেনুগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তাহাদিগের মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই, এক্ষণে আমি তোমার নিকট গোসমুদায়ের প্রভাব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা ধেনু সমুদায়কে যজ্ঞাঙ্গ ও যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ধেনু ব্যতীত কখনই যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না। প্রজাগণ ধেনু সমুদায় হইতে সমুৎপন্ন দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। উহাদের গর্ভজাত বৃষ দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হইলে ধান্য ও বিবিধ বীজ উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা যজ্ঞ ও হব্য কব্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পরম পবিত্র গোসমুদায় হইতেই যজ্ঞসাধন দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হয়। উহারা ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াও বিবিধ ভার বহন করে এবং অমায়িক ব্যবহার ও সৎকার্য্য দ্বারা মহর্ষি ও অন্যান্য প্রাণিগণকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমাদিগের উপরিভাগে উহাদিগের লোক সংস্থাপিত হইয়াছে, উহারা প্রসন্ন হইলে নিশ্চয়ই বর প্রদান করিয়া থাকে।

হে দেবরাজ! গোসমূহ যে কারণে দেবলোকের উপরিভাগে বাস করে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে

উঁহারা যে নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল, তাহা বিশেষ রূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে দানবগণ ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলে ভগবান্ বিষ্ণু পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ সময় দেবজননী অদিতি পুত্রার্থিনী হইয়া এক পদে অবস্থান পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। ধর্ম্মপরায়ণা দক্ষদুহিতা সুরভী তৎকালে অদিতির ঘোরতর তপস্যা দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া দেবগন্ধর্ব্বসেবিত পরম রমণীয় কৈলাস শিখরে গমন করিয়া এক পদে অবস্থান পূর্ব্বক একাদশ সহস্র বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। দেবতা, মহর্ষি ও মহোরগগণ তাঁহার বিস্ময়কর তপস্যায় প্রীত হইয়া সতত তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আমি সুরভীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, বৎসে! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর।

সুরভী কহিলেন, ভগবন্! আমার অন্য কোন বরে প্রয়োজন নাই, আপনি প্রসন্ন হওয়াতেই আমার বর লাভ হইয়াছে। সুরভী এইরূপে কোন বর প্রার্থনা না করিলে আমি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, বৎসে! আমি তোমার তপস্যা ও নিস্পৃহতা দর্শনে যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম। তুমি আমার প্রসাদে চিরকাল সমুদায় লোকের উপরিভাগে বাস করিতে পারিবে; তোমার লোক গোলোক বলিয়া লোকসমাজে বিখ্যাত হইবে; তোমার সন্ততিগণ মানবগণের শুভকার্য্য সাধন পূর্ব্বক মনুষ্য লোকে অবস্থান করিবে এবং কি স্বর্গীয়, কি লৌকিক সকল সুখই তুমি অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। হে দেবরাজ! আমি এইরূপ বর প্রদান করাতেই গোলোক সর্ব্বকাম-সমন্বিত হইয়াছে। মৃত্যু, জরা, অনল, দুর্দ্দৈব, অশুভ কখন ঐ লোক আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ লোক দিব্য অরণ্য, দিব্য আভরণ ও কামচারী বিমান সমুদায়ে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে। লোকে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, সত্য, জিতেন্দ্রিয়তা, দান ও তীর্থ পর্য্যটন প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ঐ লোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই আমি তোমার নিকট গোসমুদায়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; অতএব গোসমূহের প্রতি অশ্রদ্ধা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপে গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে, ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার বাক্য শ্রবণে গোসমুদায়ের প্রতি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলেন। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপবিনাশন পরম পবিত্র গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সমাহিত হইয়া যজ্ঞ ও পিতৃকার্য্য সময়ে ব্রাহ্মণগণের নিকট এই পবিত্র গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তাঁহার পিতৃগণের সর্ব্বকামসম্পন্ন অক্ষয় গোলোক লাভ হয়। গোভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি পুত্রার্থী হইলে পুত্র, কন্যার্থী হইলে কন্যা, ধর্ম্মার্থী হইলে ধর্ম্ম, ধনার্থী

হইলে ধন, বিদ্যার্থী হইলে বিদ্যা ও সুখার্থী হইলে সুখ লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। ফলত গোভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের কিছুই দুর্লভ হয় না।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সমুদায় লোকের বিশেষত ধর্ম্মদর্শী নরপতির পক্ষে যে গোদান সমুদায় দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অব্যবস্থিতচিত্ত নরপতিগণ বিধিপূর্ব্বক রাজ্যপালনে অক্ষম হওয়াতে অধোগতি লাভের উপযুক্ত হইয়াও যে ভূমিদান-প্রভাবে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন; পূর্ব্বে মহারাজ নৃগ ও মহর্ষি নাচিকেত গোদান প্রভাবে যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সকল কর্ম্মেই যে ভূমি, গো ও সুবর্ণ উৎকৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি আপনার মুখে ভূমি ও গোসমুদায়ের বিষয় বিশেষ রূপে শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু সুবর্ণের বিষয় আপনি সবিশেষ কীর্ত্তন করেন নাই। অতএব সুবর্ণ কি? কি নিমিত্ত কোন্ স্থান হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে? উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? উহা দান করিলে কি ফল লাভ হয়? কি নিমিত্ত উহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করে? কি কারণে উহা শ্রুতিতে যজ্ঞাদি কার্য্যের প্রশস্ত দক্ষিণা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা উহা গাভী ও ভূমি অপেক্ষা পবিত্রতাসম্পাদক উৎকৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া অভিহিত হয়? তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব আপনি তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি সুবর্ণের উৎপত্তির বিষয় যেরূপ অবগত আছি, তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমার পিতা মহাতেজস্বী শান্তনুর লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, আমি গঙ্গাতীরে গমন করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম। তৎকালে আমার জননী জাহ্নবী বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধকালে তপঃসিদ্ধ বহুসংখ্যক ঋষি আমার সমীপে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় আমি সমাহিতচিত্তে ক্রমে ক্রমে তোয়দানাদি পূর্ব্বকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া পিণ্ডদানে প্রবৃত্ত হইলে, অকস্মাৎ এক মনোহর কেয়ূরসম্পন্ন দিব্যাভরণভূষিত বাহু বিস্তৃত কুশসমুদায় ভেদ করিয়া সমুদ্গত হইল। তদ্দর্শনে আমার পিতা স্বয়ং সাক্ষাৎকারে পিণ্ডপ্রতিগ্রহ করিতেছেন বিবেচনা করিয়া আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তাহার পরক্ষণেই শাস্ত্রচিন্তা করাতে আমার স্মরণ হইল যে, বেদে হস্তোপরি পিণ্ডদান করিবার বিধি বিহিত হয় নাই। পিতৃগণও কখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিণ্ড প্রতিগ্রহ করেন না। বেদে কুশোপরি পিণ্ডদানের ব্যবস্থাই বিহিত হইয়াছে। অতএব পিতার হস্তে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য নহে। আমি এইরূপ শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ অনুধ্যান পূর্ব্বক পিতার হস্তে পিণ্ডদান না করিয়া দর্ভোপরি পিণ্ড-

প্রদান করিলাম। আমি পিণ্ডদান করিবা-মাত্র আমার পিতার সেই হস্ত অন্তর্হিত হইল। অনন্তর রজনীকালে আমি নিদ্রিত হইলে, পিতৃগণ স্বপ্ন যোগে আমাকে দর্শন দান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যে ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাই, ইহাতে আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি শাস্ত্র সপ্রমাণ করিয়া আত্মা, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, বেদ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, গুরু ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা সকলেরই সম্মান রক্ষা এবং যুক্তিযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে ভূমি ও গোদানের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ সুবর্ণ দান কর। তাহা হইলেই আমরা পূর্ব্বপুরুষ গণের সহিত পবিত্র হইব। সুবর্ণ সর্ব্বা-পেক্ষা পবিত্রতা সম্পাদক পদার্থ। যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, তাহার ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ পবিত্র হয়। পিতৃগণ এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি জাগ-রিত হইয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও সুবর্ণ দানে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

অতঃপর এই সুবর্ণ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপ-লক্ষে জমদগ্নিপুত্র দীর্ঘজীবী মহাত্মা পরশু-রামের পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পরশুরাম রোষাবিষ্ট চিত্তে একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সমুদায় পৃথিবী অধিকার পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ-পূজিত, সর্ব্বকাম সম্পন্ন, জীবগণের তেজোবর্দ্ধন, পরম পাবন অশ্ব-মেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞফলে সকলেই নিষ্পাপ হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি সেই ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও নিষ্পাপ হইতে পারেন নাই। তখন তিনি আপনাকে হেয়জ্ঞান করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ও দেবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পণ্ডিতগণ! নিষ্ঠুর-কার্য্য নিরত মানবগণের পবিত্র হইবার উপায় কি, তাহা আপনারা কীর্ত্তন করুন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভার্গব! তুমি বেদবিধানানু-সারে ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাহা-দিগের নিকট পবিত্র হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের আদেশানুরূপ কার্য্য কর। মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে পরশুরাম মহাত্মা বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, কাশ্যপ এবং দেবর্ষি নারদের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমার পবিত্র হই-বার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব যদি আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কোন্ কার্য্যের অনু-ষ্ঠান ও কি বস্তু দান করিলে আমি পবিত্র হইতে পারিব, তাহা কীর্ত্তন করুন।

পরশুরাম এইরূপে স্বীয় পবিত্রতা সম্পাদন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তপোধন-গণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভার্গব! আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, মনুষ্য একান্ত পাপাসক্ত হইলেও গো ভূমি ও ধন দান করিয়া অনায়াসে পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। এক্ষণে অত্যদ্ভুত পবিত্রতম আর একটি দানের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই দানের নাম সুবর্ণ দান। সুবর্ণ অগ্নির অপত্য। পূর্ব্বে উহা লোক সকলকে দগ্ধ করিয়া অগ্নির বীর্য্য হইতে

প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। উহা দান করিলে লোকে অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাম! যাহা দান করিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়, সেই অগ্নিবর্ণ সুবর্ণ যেরূপে উদ্ভূত হইয়াছে, উহা যে পদার্থ এবং যে প্রকারে উহা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুবর্ণ অগ্নিসোমাত্মক। অজদান করিলে অগ্নিলোক, মেষ দান করিলে বরুণলোক, অশ্ব দান করিলে সূর্য্যলোক, কুঞ্জর দান করিলে নাগলোক, মহিষ দান করিলে অসুরলোক, কুক্কুট ও বরাহ দান করিলে রাক্ষসতুল্যলোক এবং ভূমিদান করিলে যজ্ঞফল, গোলোক বরুণলোক ও চন্দ্রলোক লাভ হয়। কিন্তু ঐ অজমেষাদি সমুদায় পদার্থই সুবর্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পূর্ব্বে সমুদায় জগৎ মন্থন করিয়া একটি তেজঃ সমুত্থিত হইয়াছিল, সেই তেজই সুবর্ণ। সুবর্ণ সমুদায় রত্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নিমিত্তই গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচগণ যত্নপূর্ব্বক উহা ধারণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ সুবর্ণ দ্বারা মুকুট কেহ কেহ অঙ্গদ ও কেহ কেহ বা অন্যরূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া ধারণ করে। অতএব সুবর্ণ ভূমি, গো ও অন্যান্য রত্ন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ভূমিদান ও গোদান অপেক্ষা সুবর্ণ দান শ্রেয়স্কর। সুবর্ণ, অক্ষয় ও পরম পবিত্র। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান কর। দক্ষিণাদানকালে সুবর্ণই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা সুবর্ণ দান করে, তাহাদিগের সমুদায় পদার্থ প্রদান করা হয়। অগ্নি সমস্ত দেবতাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। সুবর্ণ সেই অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় দেবতা প্রদান করা হয়। ফলতঃ সুবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।

হে রাম! আমি পূর্ব্বে পুরাণগ্রন্থে প্রজাপতির বাক্য পাঠ করিয়া অবগত হইয়াছি, পার্ব্বতীর সহিত ভগবান্ শূলপাণির পরিণয়ের পর তাঁহারা গিরিবর হিমাচলে অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন দেবগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রুদ্রের নিকট গমন এবং তাঁহার ও দেবী পার্ব্বতীর পাদবন্দন পূর্ব্বক দেবদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি তপস্বী এবং দেবী পার্ব্বতীও তপস্বিনী। সুতরাং আপনাদের উভয়ের মিলন উভয়েরই প্রীতিকর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনাদের উভয়ের তেজঃ অমোঘ। আপনাদিগের যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাবল পরাক্রান্ত হইবেন এবং স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে ত্রিলোকের কিছুই অবশিষ্ট রাখিবেন না। অতএব আমরা আপনার নিকট প্রণত হইয়া এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রজাগণের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত তেজোহ্রাস করুন। আপনারা ত্রৈলোক্যের সার সুতরাং আপনাদের উভয়ের সমাগম সকলের সন্তাপের কারণ হইয়াছে, সন্দেহ

নাই। আর আপনাদিগের তেজঃ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবগণকে পরাভব করিবেন। বিশেষত আপনার তেজঃ পৃথিবী আকাশ বা স্বর্গ কেহই ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না; উহার প্রভাবে নিশ্চয়ই সমুদায় জগৎ দগ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আপনার ঔরসে দেবীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন না হয়, তাহার উপায় বিধানে মনোযোগী হউন। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আপনার প্রজ্বলিত তেজঃ সঙ্কুচিত করুন।

দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে বৃষভবাহন রুদ্র তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার পূর্ব্বক আপনার তেজ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিলেন। তদবধি তাঁহার নাম ঊর্দ্ধরেতা বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। মহাদেব এইরূপে ঊর্দ্ধরেতা হইলে দেবী পার্ব্বতী দেবগণের প্রযত্নে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুরুষবাক্যে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা আমার ভর্ত্তার সন্তানোৎপত্তি রোধ করিয়া দিলে; অতএব আমি অভিশাপ প্রদান করিতেছি, তোমাদিগের কখনই সন্তান উৎপন্ন হইবে না। হে ভার্গব! দেবগণ যখন মহাদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন, তৎকালে অগ্নি তথায় সমুপস্থিত ছিলেন না; সুতরাং পার্ব্বতীপ্রদত্ত অভিশাপ তাঁহাতে সংক্রামিত হইল না। কিন্তু অন্যান্য দেবতারা পার্ব্বতীর শাপে সন্তানলাভে এককালে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন।

যখন ভগবান্ ব্যোমকেশ তেজঃ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করেন, তৎকালে তাহা হইতে কিয়দংশ স্খলিত ও ভূতলাভিমুখী হইয়া অগ্নিতে নিপতিত হইয়াছিল। সেই রুদ্রতেজঃ অগ্নিতে নিপতিত হইবামাত্র যার পর নাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই ইন্দ্রাদি দেবতা ও সাধ্যগণ তারকাসুরের বলবীর্য্যে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগের আবাস, বিমান ও নগর সমুদায় এবং মহর্ষিদিগের আশ্রমসকল অসুরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইল।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

দুরাত্মা তারকাসুর এইরূপে দেবগণকে নিপীড়িত করিলে, তাহারা বিষণ্ণ মনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! তারকাসুর আপনার বরে দর্পিত হইয়া আমাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। আমরা তাহার ভয়ে যাহার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছি; অতএব আপনি অবিলম্বে তাহাকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ করুন। এক্ষণে আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর উপায়ান্তর নাই।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবগণ! আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী। আমার অধর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই। আমি পূর্ব্বেই তারকাসুরের বিনাশের উপায় করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা শীঘ্রই সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করিবে। বেদ ও ধর্ম্ম সমুদায় কখনই বিলুপ্ত হইবে না; অতএব তোমরা নিরুদ্বেগ হও।

দেবগণ কহিলেন, ভগবন্! দুরাত্মা

তারকাসুর আপনার নিকট দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইব বলিয়া বর গ্রহণ পূর্ব্বক নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়াছে। তাহাকে বধ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর আমরা মহাদেবকে সন্তানোৎপাদনে বিরত করাতে, দেবী পার্ব্বতী আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের অপত্য জন্মিবে না বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তারকাসুর যে কিরূপে বিনষ্ট হইবে, তাহা আমরা নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছি না।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরগণ! রুদ্রাণী যে সময় তোমাদিগকে শাপপ্রদান করেন, হুতাশন তৎকালে তোমাদিগের নিকট উপস্থিত ছিলেন না। অতএব তিনি অসুরবধের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন করিলে সেই পুত্র দেব, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য ও পক্ষিগণকে অতিক্রম করিয়া অমোঘ অস্ত্র দ্বারা তোমাদিগের ভয়প্রদ দুরাত্মা তারক ও অন্যান্য অসুরগণকে নিপাতিত করিবে, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ভবানীপতির তেজের যে কিয়দংশ অনলে নিপাতিত হইয়াছে; মহাত্মা হুতাশন অসুরবধের নিমিত্ত দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় সেই শৈব তেজঃ গঙ্গাতে পরিত্যাগ করিলেই তোমাদিগের ভয়হর্ত্তা কুমার সমুৎপন্ন হইবে। অতএব তোমরা অবিলম্বে তেজোরাশি হুতাশনের অন্বেষণ কর। এই আমি তোমাদিগের নিকট তারকাসুরবধের উৎকৃষ্ট উপায় কীর্ত্তন করিলাম। পার্ব্বতীর শাপপ্রদানকালে হুতাশন তোমাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন না বলিয়া ঐ শাপ তাঁহাতে সংক্রামিত হয় নাই। আর তিনি তৎকালে তোমাদের সমভিব্যাহারে থাকিলেও ঐ শাপপ্রভাবে তাঁহার পুত্রোৎপত্তির ব্যাঘাত হইত না। হুতাশন সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী। অল্পতেজস্বীর শাপ কখন অধিক তেজস্বীর তেজের হানি করিতে পারে না। বলবান্দিগকে অপেক্ষাকৃত পরাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট পরাভূত হইতে হয়। তপস্বীরা বরদাতা অবধ্য দেবগণকেও বিনাশ করিতে পারেন। অতি তেজস্বিগণের অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে প্রার্থনা করি, ভগবান্ হুতাশন তোমাদের মঙ্গল বিধানার্থ পুত্রোৎপাদন করিতে অভিলাষ করুন। অতঃপর তোমরা অতি ত্বরায় সেই রুদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত তেজোরাশিস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ অনলের অন্বেষণ কর, তিনিই তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা মহর্ষি ও সিদ্ধগণ সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিকে হুতাশনের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ সময়ে তিনি জলমধ্যে অবস্থান করাতে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর একদা দেবগণ অগ্নির অদর্শননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও ভীত হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় এক মণ্ডূক অগ্নিতেজে নিতান্ত সন্তাপিত ও ক্লান্ত হইয়া রসাতল হইতে সমুত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে

সম্বোধন করিয়া কহিল, হে সুরগণ! ভগবান্ হুতাশন তেজঃ দ্বারা জল সমুদায় ব্যাপিত করিয়া রসাতলে অবস্থান করিতেছেন। জলচরগণ তাঁহার তাপে নিতান্ত কাতর হইয়াছে। আমি তাঁহার তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি আপনারা অনলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ রসাতলে গমন পূর্ব্বক তাঁহার অন্বেষণ করুন। আমি চলিলাম; আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমি আপনাদের নিকট আসিয়া হুতাশনের আত্মগোপনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি, জানিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। রসাতলবাসী মণ্ডূক দেবগণকে এই কথা কহিয়া অবিলম্বে জলমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন হুতাশন মণ্ডূকের সেই কপটতা পরিজ্ঞাত হইয়া 'তোমরা অদ্যাবধি রসনেন্দ্রিয় বিহীন হইবে' বলিয়া ভেকজাতিকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে অতিশীঘ্র অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। হুতাশন রসাতল হইতে স্থানান্তরিত হইলে দেবগণ তাঁহার প্রস্থান ও মণ্ডূকদিগের প্রতি শাপপ্রদান বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া ভেকজাতির প্রতি কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, হে মণ্ডূকগণ! তোমরা অগ্নিশাপে রসনাবিহীন ও রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়াও বিবিধ বাণী উচ্চারণ করিতে পারিবে; তোমরা অচেতন, অনাহারী, শুষ্কদেহ ও মৃতকল্প হইয়া বিলমধ্যে বাস করিলেও ভূমি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। অন্ধকারময়ী রজনীতেও তোমরা নানাস্থানে বিচরণ করিতে পারিবে।

দেবগণ মণ্ডূকদিগকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া পুনরায় অগ্নির অন্বেষণার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সন্দর্শনলাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর ঐরাবতসদৃশ এক প্রকাণ্ড হস্তী তাঁহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে দেবগণ! হুতাশন এক্ষণে অশ্বত্থবৃক্ষে অবস্থান করিতেছেন। মাতঙ্গ এই কথা কহিলে অগ্নি সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 'অদ্যাবধি তোমাদিগের রসনা বিপরীতগামিনী হইবে' বলিয়া হস্তিজাতির প্রতি শাপ প্রদান পূর্ব্বক সত্বরে অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া শমীগর্ভে প্রবেশ করিলেন। তখন দেবগণ অগ্নির প্রস্থান ও দ্বিরদদিগের প্রতি অভিসম্পাতের বিষয় অবগত হইয়া হস্তিজাতির প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মাতঙ্গগণ! তোমরা অগ্নির শাপে প্রত্যাপজিহ্ব হইয়া সমুদায় সামগ্রী আহার ও উচ্চৈঃস্বরে অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিবে।

সুরগণ এইরূপে মাতঙ্গগণকে বর প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় অগ্নির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় অগ্নি যে অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া শমীবৃক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, শুকপক্ষী তাহা তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিল। তখন হুতাশন শুকপক্ষীকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, 'তুমি অদ্যাবধি বাক্‌শক্তিবিহীন হইবে' ঐ শাপ প্রভাবে শুকপক্ষীর জিহ্বা পরি-

বর্জ্জিত হইল। হুতাশন এইরূপ শাপ প্রদান করিলে, দেবগণ শুকের প্রতি সাতিশয় দয়াবান্ হইয়া কহিলেন, হে শুক! তুমি কখনই একেবারে বাক্‌শক্তি বিহীন হইবে না। তোমার জিহ্বা পরিবর্ত্ত হইলেও বালক ও বৃদ্ধেরা যেমন অতিমধুর অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, তুমিও তদ্রূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিবে। দেবগণ শুক পক্ষীকে এই কথা কহিয়া শমীগর্ভে হুতাশনকে সন্দর্শন করিলেন। তদবধি যজ্ঞাদি সমুদায় কার্য্যে শমীকাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপাদন করিবার প্রথা প্রচলিত এবং মানবগণও উহা হইতে অগ্নির উৎপাদনের উপায় অবগত হইল। এই নিমিত্তই শমীগর্ভে অগ্নি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবান্ হুতাশন রসাতলে শয়ন করাতে তাঁহার তেজঃপ্রভাবে রসাতলস্থ যে সলিল সমুদায় সন্তপ্ত হইয়াছিল, সেই উত্তপ্ত জলরাশি পর্ব্বতপ্রস্রবণ দ্বারা অদ্যাপি নির্গত হইতেছে।

অনন্তর ভগবান্ হুতাশন দেবগণকে সন্দর্শন করিবামাত্র নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা কীর্ত্তন কর।

তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৈশ্বানর! আমরা তোমার প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ করিব, তোমাকে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে তোমার যশের পরিসীমা থাকিবে না।

তখন হুতাশন কহিলেন, হে সুরগণ! আমি তোমাদিগের আজ্ঞাবহ ভৃত্যস্বরূপ; অতএব তোমরা আমাকে যাহা আদেশ করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব।

অগ্নি এইরূপে দেবকার্য্য সাধনে অঙ্গীকার করিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অনল! তারক নামে এক মহাসুর ব্রহ্মার বরলাভে দর্পিত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিতেছে, অতএব তুমি তাহাকে বিনাশ করিয়া এই সমুদায় প্রজাপতি, ঋষি ও দেবতাদিগকে পরিত্রাণ কর। তুমি স্বয়ং মহাবল পরাক্রান্ত এক অপত্য উৎপাদন করিলেই তাহা হইতে আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ ও ভয় দূর হইবে। আমরা পার্ব্বতী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অপত্যোৎপাদনে অক্ষম হইয়াছি, সুতরাং তোমার বীর্য্য ভিন্ন আর আমাদিগের উপায়ান্তর নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

দেবগণ এই কথা কহিলে, ভগবান্ হুতাশন তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীর নিকট গমন করিলেন। তথায় তাঁহাদের পরস্পর সম্ভোগ হওয়াতে ভাগীরথীর গর্ভাধান হইল। ঐ গর্ভ কক্ষলগ্ন হুতাশনের ন্যায় ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন ভাগীরথী হুতাশনের তেজঃপ্রভাবে নিতান্ত কাতর হইলেন। ঐ সময় এক মহাসুর হঠাৎ ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল। ভগবতী ভাগীরথী সেই অলক্ষিতোপপন্ন ভীষণ শব্দে নিতান্ত ভীত ও উদ্‌ভ্রান্তনেত্র হইয়া একে-

বারে বিচেতনপ্রায় হইয়া শরীর ও গর্ভভার বহনে একান্ত অসমর্থ হইলেন। তখন তিনি কম্পিত কলেবরে হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আর আপনার তেজঃ ধারণ করিতে পারি না। ঐ তেজঃপ্রভাবে আমি একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি। আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্য নাই। আমার মনঃ নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। অতএব এক্ষণে গর্ভ পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমি ইহা ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই নাই। আমার নিতান্ত কষ্ট হওয়াতেই আমি ইহা পরিত্যাগ করিতেছি। বিশেষত আমি স্বয়ং কামনা পূর্ব্বক আপনার তেজঃ গ্রহণ করি নাই; আপনি দেবগণের কার্য্যসাধনার্থ আমাতে তেজঃ সংক্রামিত করিয়াছেন। অতএব আমি এখন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এই গর্ভ পরিত্যাগ করিলে যে দোষ গুণ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুৎপন্ন হইবে, আপনি তৎসমুদায়ের অধিকারী।

তখন ভগবান্ হুতাশন ও অন্যান্য দেবগণ গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাগীরথি! তুমি গর্ভধারণ কর। ঐ গর্ভ হইতে মহাফল উৎপন্ন হইবে। তুমি যখন সমুদায় বসুন্ধরা সন্ধারণে সমর্থ হইয়াছ, তখন অনায়াসেই এই গর্ভধারণে সমর্থ হইবে। ভগবান্ অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণ এইরূপ নিবারণ করিলেও ভাগীরথী সেই অগ্নিতেজঃসম্ভূত পাবক সদৃশ গর্ভ ধারণে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া সুমেরুপর্ব্বতে গিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ হুতাশন তথায় আগমন পূর্ব্বক গঙ্গাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাগীরথি! এক্ষণে তোমার গর্ভধারণ জন্য দুঃখ অপনীত হইয়াছে? যাহা হউক, এক্ষণে এই গর্ভ কিরূপ বর্ণ কিরূপ আকার এবং কিরূপ তেজঃসম্পন্ন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

তখন সরিদ্বরা গঙ্গা হুতাশন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার তেজঃসম্ভূত সেই গর্ভ আপনারই ন্যায় তেজস্বী এবং স্বীয় সুনির্ম্মল প্রভা প্রভাবে পর্ব্বতকেও উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার গন্ধ কদম্বের ন্যায় মধুর এবং দেহ কমলোৎপল সমলঙ্কৃত হ্রদের ন্যায় সুশীতল। উহার তেজঃ পৃথিবীর যে বস্তু স্পর্শ করিতেছে, তাহাই সুবর্ণময় হইয়া যাইতেছে। ফলত উহা এই চরাচর বিশ্বকে তেজদ্দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়াছে। উহার কান্তি সূর্য্য অগ্নি ও চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। দেবী গঙ্গা হুতাশনকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হুতাশনও দেবগণের কার্য্যসাধন করা হইল জানিয়া আপনার অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে জামদগ্ন্য! সুবর্ণ এইরূপে অগ্নিরই তেজে উৎপন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ অগ্নির নাম হিরণ্যরেতাঃ রাখিয়াছেন। দেবী পৃথিবী ঐ সুবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বসুমতী হইয়াছে।

অনন্তর সেই অগ্নিসম্ভূত তেজঃ হিমালয় হইতে গঙ্গা প্রবাহে প্রবাহিত ও এক শরবনে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও

বালকরূপে পরিণত হইল। ঐ সময় কৃত্তিকাগণ সেই তরুণ সূর্য্য সঙ্কাশ অদ্ভুত-দর্শন বালককে শরবনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক স্তন-নিঃসৃত দুগ্ধ দ্বারা পোষণ করিতে লাগিলেন। কৃত্তিকারা তাঁহাকে পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়, তেজঃ স্কন্ন অর্থাৎ ক্ষরিত হওয়াতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম স্কন্দ এবং গুহাবাসনিবন্ধন তাঁহার নাম গুহ হইয়াছে।

হে জামদগ্ন্য! সমুদায় সুবর্ণ বহ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে জাম্বূনদ সুবর্ণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবগণ তদ্দ্বারা ভূষণ প্রস্তুত করিয়া ধারণ করেন। অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়া রূপপরিগ্রহ করিয়াছে, এই নিমিত্ত সুবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে। এই সুবর্ণ রত্নের মধ্যে উৎকৃষ্ট রত্ন, ভূষণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং সকল বস্তু অপেক্ষা পবিত্র ও মঙ্গলজনক। ইহা অগ্নি, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর স্বরূপ। ইহা দান করিলে অগ্নি ও চন্দ্রলোক লাভ হয়।

হে রাম! আমি এই উপলক্ষে পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্র বারুণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞকালে মুনিগণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা সকল, যজ্ঞাঙ্গ সমুদায়, মূর্ত্তিমান্ বষট্‌কার এবং সাম, যজু ও ঋগ্বেদ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। বেদের লক্ষণ, উদাত্তাদি স্বর, স্বরের আরোহাবরোহ ক্রম, নিরুক্ত নিষাদাদি স্বরপংক্তি, ওঙ্কার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ তথায় আগমন করিয়া দেবদেবের নেত্রে বাস করিতে লাগিলেন। বেদ, উপনিষদ্, বিদ্যা, সাবিত্রী এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁহার অন্যান্য শরীর মধ্যে অবস্থিত হইল। দেবাদিদেব মহাদেব এইরূপে সর্ব্বময় হইয়া স্বয়ং আপনাকে আপনাতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেই যজ্ঞ যাহার পর নাই সুশোভিত হইল। হে রাম! এই পশুপতিই ভূলোক, দ্যুলোক, ভূপতি, গণপতি, অগ্নি, ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ ও প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহার যজ্ঞ দর্শন করিবার নিমিত্ত মূর্ত্তিমান্ তপঃ, যজ্ঞ, ব্রত, দীক্ষা, দিক্‌পতিগণের সহিত দিক্ সমুদায় এবং দেবপত্নী, দেবকন্যা ও দেবজননীগণ সমবেত হইয়া প্রীতমনে তথায় আগমন করিলেন। ঐ সময় ব্রহ্মা মহাদেবের বহির্যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন। দেবকন্যাগণকে দেখিবামাত্র তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন সূর্য্যদেব কর দ্বারাই সেই ভূতলনিপতিত ধূলিমিশ্রিত রেতঃ গ্রহণ করিয়া হুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতির পুনরায় রেতঃস্খলিত হইল। তখন তিনি স্বয়ং অবিলম্বে সেই শুক্র স্রুব দ্বারা গ্রহণ করিয়া হবনীয় দ্রব্যের ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ রেতঃ ত্রিগুণাত্মক। উহা হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হইবা-

মাত্র উহার রাজসিক অংশ বিবিধ জঙ্গম ও তামসিক অংশ নানাবিধ স্থাবর ভূতরূপে পরিণত হইল এবং উহার সাত্ত্বিক অংশ রাজসিক ও তামসিক ভূতের অন্তর্ভূত হইয়া রহিল। ঐ সত্ত্বগুণ বিশ্বব্যাপক এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অগ্নিতে ব্রহ্মার শুক্র আহুত হইলে প্রথমতঃ উহার শিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা ও নির্দ্ধূম অঙ্গার হইতে কবির উৎপত্তি হয়। তৎপরে সেই যজ্ঞীয় হুতাশনের প্রভা হইতে মরীচি, যজ্ঞীয় কুশ হইতে বালখিল্যগণ ও মহর্ষি অত্রি এবং যজ্ঞীয় হুতাশনের ভস্মরাশি হইতে তপোবলসম্পন্ন শ্রুতশীলসমলঙ্কৃত ব্রহ্মর্ষিগণসদৃশ বৈখানরগণ জন্মগ্রহণ করেন। পরে অগ্নির নেত্রদ্বয় হইতে সুরূপ অশ্বিনীতনয়দ্বয়, কর্ণ হইতে অন্যান্য প্রজাপতিগণ ও রোমকূপ হইতে মহর্ষিগণ, স্বেদ জল হইতে ছন্দ ও বল হইতে মনঃ প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঐ অগ্নির দাহ্য কাষ্ঠ সমুদায় মাস, কাষ্ঠের নির্য্যাস পক্ষ এবং অগ্নির তৈজস পিত্ত অহোরাত্র ও মুহূর্ত্তরূপে পরিণত হইল। পরিশেষে সেই হুতাশনের শোণিত হইতে রৌদ্র ও সুবর্ণবর্ণ মৈত্র দেবতা, ধূম হইতে বসুগণ, শিখা হইতে দ্বাদশ আদিত্য এবং অঙ্গার হইতে গ্রহ নক্ষত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলেন। এই নিমিত্ত মহর্ষিগণ অগ্নিকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা উঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে ভৃগুপ্রভৃতির সৃষ্টি হইলে বারুণীমূর্ত্তিধারী ভগবান্ ভূতনাথ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! এই যজ্ঞ আমা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমিই এই যজ্ঞের অধীশ্বর। অতএব সর্ব্বাগ্রে অগ্নি হইতে যে তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমারই পুত্র। আমি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছি, সুতরাং যজ্ঞ হইতে যাহা যাহা উৎপন্ন হইল, তৎসমুদায় আমারই অধিকৃত, সন্দেহ নাই।

তখন অগ্নি কহিলেন, হে দেবগণ! ঐ তিন অপত্য আমাকে আশ্রয় করিয়া আমারই অঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব উহারা আমার অপত্য। বরুণরূপী মহাদেব কখনই ইহাদিগের অধিকারী হইতে পারেন না। অগ্নি এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা আমারই বীর্য্য দ্বারা এই তিন অপত্যের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব ইহারা আমারই সন্তান। শাস্ত্রানুসারে বীজবপ্তাই ফলভোগের অধিকারী হইয়া থাকে।

এইরূপে তাঁহারা তিন জন পুত্র লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিলে, দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমরা আপনা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছি। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া মহাত্মা হুতাশন ও বরুণরূপী মহাদেবকে এক এক পুত্র প্রদান পূর্ব্বক উঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন। দেবগণ এইরূপ কহিলে,

ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভৃগুকে মহাদেবের ও অঙ্গিরাকে অগ্নির পুত্রত্বে পরিকল্পিত করিয়া স্বয়ং কবিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। তখন প্রজাপতি মহাত্মা ভৃগু বারুণ, শ্রীমান্ অঙ্গিরা আগ্নেয় এবং মহাযশাঃ কবি ব্রাহ্ম বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তৎপরে মহাত্মা ভৃগু চ্যবন, বজ্রশীর্ষ, শুচি, ঔর্দ্ধ, শুক্র, বিভু ও সবন এই সাতটী আত্মতুল্য পুণ্যবান্ পুত্র উৎপাদন করিলেন। তুমি সেই ভৃগুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভার্গব নাম ধারণ করিয়াছ। ভগবান্ অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি, উতথ্য, পয়স্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সম্বর্ত্ত ও সুধন্বা এবং ভগবান্ কবি হইতে কবি, কাব্য, ধৃষ্ণু, শুক্রাচার্য্য, ভৃগু, বিরজা, কাশী ও উগ্র উৎপন্ন হন। তৎপরে ঐ সমুদায় মহাত্মা হইতে বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত উঁহারা প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপে ভগবান্ ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবির বংশজাত প্রজাসমূহে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। বরুণমূর্ত্তিধারী ভগবান্ মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন এই নিমিত্ত উঁহাদিগের বংশ সমুদায়ের সাধারণ নাম বারুণ। কিন্তু ভৃগুরবংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভার্গব, অঙ্গিরার বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আঙ্গিরস এবং কবির বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কাব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

হে রাম! পূর্ব্বে দেবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা করুন, মহর্ষি ভৃগু প্রভৃতির বংশসম্ভূত এই সমুদায় মহাত্মা প্রজাপতি, বংশকর্ত্তা, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যনিরত, দেবপক্ষপরায়ণ ও প্রশান্তমূর্ত্তি হইয়া আপনার তেজঃ পরিবর্দ্ধিত করিয়া আপনার প্রসাদে লোক সমুদায়ের উদ্ধার সাধনে প্রবৃত্ত হউন। ঐ মহাত্মাগণ ও আমরা সকলেই আপনার সৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং আমরা পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিব। ঐ সমুদায় মহাত্মা প্রতি যুগে এইরূপে প্রজাগণের সৃষ্টি করিবেন। দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীতমনে তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে স্বীকৃত হইলেন এবং দেবগণও কৃতকার্য্য হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাম! বরুণরূপধারী দেবদেব মহাদেবের যজ্ঞে যে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

অগ্নি প্রজাপতি ব্রহ্মা ও পশুপতি রুদ্রস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সুবর্ণ সেই অগ্নিরই অপত্য। বেদে ও শাস্ত্রানুসারে অগ্নির অভাবে সুবর্ণই অগ্নি স্বরূপে পরিগণিত হয়। কুশস্তম্বে সুবর্ণ সন্নিবেশিত করিয়া অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। বল্মীক বিবর, ছাগ পশুর দক্ষিণ কর্ণ, সমভূমি ও তীর্থসলিলে আহুতি প্রদান করিলে, ভগবান্ অগ্নি প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। অগ্নি সর্ব্বদেবময়। সনা-

তন ব্রহ্মা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছেন। অগ্নি হইতে কাঞ্চনের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমস্ত দেবতা প্রদান করা হয়। ঐ দান জন্য পুণ্য প্রভাবে তাঁহার উজ্জ্বল লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে এবং ধনাধিপতি কুবের তাঁহাকে স্বর্গে অভিষিক্ত করেন। যিনি প্রাতঃকালে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার দুঃস্বপ্ন প্রতিহত হইয়া যায়। যিনি সূর্য্যোদয় হইবামাত্রই সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। যিনি মধ্যাহ্নে সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার অনাগত পাপ বিনষ্ট হয় এবং যিনি সায়াহ্নে সুবর্ণ দান করেন, তিনি ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্রের সলোকতা, ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা ও ইহলোকে যশোলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। ইহলোকে তাঁহার অনুরূপ আর কেহই থাকে না এবং তিনি অনায়াসে সমুদায় লোকে গমন করিতে পারেন। সুবর্ণ দান করিয়া যে সমস্ত উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। যিনি সূর্য্যোদয় হইলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কোন ব্রত উপলক্ষে সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় কামনাই সফল হয়। সুবর্ণ অগ্নিস্বরূপ, সুবর্ণ দান করিলে সুখ বৃদ্ধি, অভীষ্ট গুণ লাভ ও চিত্ত বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। হে রাম! এই আমি তোমার নিকট সুবর্ণ ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণ কর্ত্তৃক সেনাপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রের আজ্ঞায় দুর্দ্দান্ত তারক ও অন্যান্য দানবগণকে বিনাশ পূর্ব্বক লোকের হিত সাধন করিয়াছিলেন। হে জামদগ্ন্য! আমি যে সুবর্ণ দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহা শ্রবণ করিলে। অতএব তুমি পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান কর। মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে, ভগবান্ জামদগ্ন্য তাঁহার বাক্যানুসারে নিরন্তর ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান পূর্ব্বক পাপ নির্ম্মুক্ত হইলেন।

হে যুধিষ্ঠির! এই আমি তোমার নিকট সুবর্ণের উৎপত্তি ও সুবর্ণ দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম। অতএব তুমিও ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান কর। সুবর্ণ দানপ্রভাবে অনায়াসেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সুবর্ণদানের ফল ও উহার উৎপত্তি বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিলেন। আপনি ইতিপূর্ব্বে তারকাসুরকে দেবতাদিগের অবধ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাসুর কিরূপে নিপাতিত হইল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইয়াছে; অতএব আপনি বিস্তারিত রূপে তাহার নিধন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সরিদ্বরা গঙ্গা গর্ভ পরিত্যাগ করাতে, দেবতা ও ঋষিগণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সেই গর্ভ রক্ষা করিবার

নিমিত্ত ছয় কৃত্তিকাকে প্রেরণ করিলেন। ঐ কৃত্তিকাগণ ভিন্ন দেবলোকে আর কেহই হুতাশন নিহিত তেজোধারণে সমর্থ ছিলেন না। কৃত্তিকাগণ দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অগ্নির রেতঃ পান করিয়া গর্ভ ধারণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ উহা পোষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ হুতাশন তাঁহাদিগের প্রতি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর ক্রমশঃ সেই গর্ভের বৃদ্ধি নিবন্ধন তাঁহাদিগের অঙ্গ তেজঃপরিব্যাপ্ত হওয়াতে তাঁহারা কুত্রাপি সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। পরে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে একবারে সকলেই প্রসব করিলেন। তখন সেই ছয় কৃত্তিকার পুত্র একত্র মিলিত হইল। পরে বসুন্ধরা দেবী ঐ পুত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই হুতাশন সদৃশ তেজ ও দিব্যাকারসম্পন্ন কুমার শরবনে অবস্থান পূর্ব্বক পরম সুখে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর কৃত্তিকাগণ সেই বালার্কসদৃশ পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া স্নেহনিবন্ধন স্তন্য প্রদান দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দিক্ সমুদায়, দিকের ঈশ্বরগণ রুদ্রদেব, বিধাতা, বিষ্ণু, যম, পূষা, অর্য্যমা, ভগ, অংশ, মিত্র, সাধ্যগণ, ইন্দ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার, জল, বায়ু, অন্তরীক্ষ, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ এবং মূর্ত্তিমান্ সামাদি বেদ সমুদায় দ্রুতবেগে সেই অগ্নিপুত্রকে সন্দর্শন করিতে সমাগত হইলেন। ঐ সময় ঋষিগণ স্তবপাঠ এবং গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সেই ব্রাহ্মণপ্রিয়, স্থূলকলেবর, দ্বাদশবাহু, শরগুল্মশয়ান, দ্বাদশাক্ষ ষড়াননকে সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত ও তারকাসুরের বিনাশবিষয়ে বিশ্বস্ত হইলেন।

অনন্তর দেবগণ সকলেই কার্ত্তিকেয়ের নিমিত্ত প্রিয়বস্তু আহরণ করিয়া তাঁহার ক্রীড়নীয় বস্তু ও পক্ষী সমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাকে বরাহ ও মহিষ, গরুড় বিচিত্র ময়ূর, বরুণদেব হুতাশন সদৃশ কুক্কুট, চন্দ্র মেষ, সূর্য্য অতি মনোহর প্রভা, গোমাতা সুরভী একলক্ষ গাভী, অগ্নি গুণসম্পন্ন ছাগ, ইলা বহুতর ফল ও পুষ্প, সুধন্বা শকট ও অত্যুৎকৃষ্ট রথ, বরুণদেব হস্তী ও অশ্ব সমুদায় এবং দেবেন্দ্র সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী অন্যান্য পক্ষী, ভীষণাকার বহুতর শ্বাপদ ও বিবিধ ছত্র প্রদান করিলেন। রাক্ষস ও অসুরগণ তাঁহার অনুগত হইল। ঐ সময় তারকাসুর কার্ত্তিকেয়কে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর মহাবাহু কার্ত্তিকেয় পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবতারা তাঁহার নিকট তারকাসুরের উপদ্রব সমুদায় নিবেদন করিয়া তাঁহাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয়ও সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া অমোঘ শক্তিপ্রহার দ্বারা তারকাসুরকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক দেবতাধিপতি পুরন্দরকে পুনরায় ইন্দ্রত্বপদে

স্থাপিত করিলেন। মহাদেবপ্রিয় হিরণ্য-মূর্ত্তি ভগবান্ কার্ত্তিকেয় এইরূপে দেবতাদিগের সৈনিকভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুতাশন ও কার্ত্তিকেয়ের তেজঃ হইতে সুবর্ণ সমুৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত উহা মাঙ্গল্য দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট রত্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব পরশুরামের নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, ভৃগুনন্দন সুবর্ণ দানপূর্ব্বক সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছিলেন; অতএব তুমিও যত্নপূর্ব্বক সুবর্ণদানে প্রবৃত্ত হও।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার নিকট চাতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম সমুদায় শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি উহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ধন্য, যশস্য, বংশবৃদ্ধিকর ও পবিত্র শ্রাদ্ধবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কি দেবতা, কি অসুর, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি কিন্নর সকলেরই সর্ব্বদা পিতৃগণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। মহাত্মারা অগ্রে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে দেবগণের পূজা করিয়া থাকেন। অতএব মানবগণ সর্ব্বদা বিবিধ যত্নসহকারে পিতৃগণের পূজা করিবে। পণ্ডিতেরা প্রতি অমাবস্যায় পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান করাকেই শ্রাদ্ধের সামান্য বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সমুদায় তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। এক্ষণে যে যে তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে যে যে ফল লাভ হয়, তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্রপ্রসবিনী পরম সুন্দরী স্ত্রীসমুদায়, দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে কন্যা, তৃতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে বিবিধ অশ্ব, চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য ক্ষুদ্র পশু, পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বহু পুত্র, ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করিলে সৌন্দর্য্য, সপ্তমীতে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ, অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, নবমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিবিধ অখণ্ডিতখুরযুক্ত পশু, দশমীতে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে পুত্র ও সুবর্ণরজতভিন্ন ধাতুসমুদায়, দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিচিত্র সুবর্ণ ও রজত এবং ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করে, তাহাকে অচিরাৎ যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়, এবং তাহার গৃহস্থিত মানবগণ যৌবনাবস্থায় কালকবলে নিপতিত হয়। অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে সমুদায় কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে চতুর্দ্দশী ভিন্ন কৃষ্ণপক্ষীয় দশমী হইতে অমাবস্যাপর্য্যন্ত সমুদায় তিথিই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শুক্লপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ যেমন শ্রাদ্ধের

উৎকৃষ্ট কাল, তদ্রূপ পূর্ব্বাহ্ন অপেক্ষা অপরাহ্নই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পিতৃলোককে কোন্ বস্তু দান করিলে অক্ষয় হইয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রাদ্ধকালে যে সমস্ত দ্রব্য পিতৃলোককে প্রদান করিতে হয় এবং যাহা দান করিলে যেরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিল, ধান্য, যব, মাংস, জল, মূল ও ফল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। মনু কহিয়াছেন যে, সমধিক তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। শ্রাদ্ধকালে যে সমস্ত ভোজ্য প্রদান করা যায়, তন্মধ্যে তিলই সর্ব্বপ্রধান। শ্রাদ্ধে মৎস্য প্রদান করিলে পিতৃগণের দুই মাস, মেষমাংস প্রদান করিলে তিন মাস ও শশমাংস প্রদান করিলে চারি মাস, অজমাংস প্রদান করিলে পাঁচ মাস, বরাহমাংস প্রদান করিলে ছয় মাস, পক্ষীর মাংস প্রদান করিলে সাত মাস, পৃষতনামক মৃগের মাংস প্রদান করিলে আট মাস, রুরু মৃগের মাংস প্রদান করিলে নয় মাস, গবয়ের মাংস প্রদান করিলে দশ মাস, মহিষমাংস প্রদান করিলে একাদশ মাস এবং গোমাংস প্রদান করিলে এক বৎসর তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। ঘৃতপায়স গোমাংসের ন্যায় পিতৃগণের প্রীতিকর; অতএব শ্রাদ্ধে ঘৃতপায়স প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধে বাধ্রীনস ছাগের মাংস প্রদান করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর তৃপ্তিসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। গণ্ডকের মাংস কালশাক ও রক্তবর্ণ ছাগের মাংস প্রদান করিলে তাঁহাদের অনন্তকাল তৃপ্তি উৎপাদন করা যায়। আমি পূর্ব্বে সনৎকুমারের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, পিতৃগণ কহিয়া থাকেন, যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের কুলে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণায়ন কালে মঘা নক্ষত্রে ত্রয়োদশী তিথি উপলক্ষে আমাদিগকে ঘৃতপায়স প্রদান বা গজচ্ছায়াযোগে রক্তবর্ণ ছাগের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করে এবং ঐ শ্রাদ্ধ যদি ব্যজন দ্বারা বীজিত হয়, তাহা হইলে আমাদের নিশ্চয়ই অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হইবে। বহু পুত্রের কামনা করা উচিত; কারণ উহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও অক্ষয়বটসমলঙ্কৃত গয়ায় গমন করিতে পারে। অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধকালে জল, মূল, ফল, মাংস ও অন্ন মধুমিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে উহা অনন্ত তৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।

একোননবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এক্ষণে যম নরপতি শশবিন্দুকে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে যে সমুদায় কাম্য শ্রাদ্ধের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি কৃত্তিকা নক্ষত্রে

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সে শোকসন্তাপবিহীন ও পুত্রবান্ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। রোহিণী নক্ষত্রে সন্তান ও মৃগশিরাঃ নক্ষত্রে তেজঃ কামনা করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। আর্দ্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে মানবদিগের ক্রূরকার্য্যে প্রবৃত্তি ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যে উন্নতি হয়। পুষ্টিকামনা করিয়া পুষ্যা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। অশ্লেষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অতি শান্তস্বভাব-সম্পন্ন পুত্র, মঘা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সৌভাগ্য, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অপত্য, হস্তা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ইষ্টফল, চিত্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রূপবান্ পুত্র, স্বাতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, বিশাখা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র, অনুরাধা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্য, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আধিপত্য, মূলা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আরোগ্য, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে যশঃ, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে শোকরাহিত্য, অভিজিৎ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট, বিদ্যা, শ্রবণা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পরলোকে সদ্গতি, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্যভোগ, শতভিষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বৈদ্যক শাস্ত্রে পারদর্শিতা, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ছাগমেষাদি, উত্তরভাদ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, রেবতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কাংস্য পিত্তলাদিময় দ্রব্যজাত, অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বসমূহ এবং ভরণী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সুদীর্ঘ আয়ু লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! নরপতি শশবিন্দু যমের নিকট এইরূপ শ্রাদ্ধনিয়ম শ্রবণ পূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান করিয়া অনায়াসে পৃথিবী পরাজয় ও শাসন করিয়া গিয়াছেন।

নবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধভাগ প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! দানধর্ম্মবিৎ ক্ষত্রিয় দান সময়ে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিবেন না বটে, কিন্তু দৈব ও পিতৃকার্য্য-উপলক্ষে তাঁহাদিগের পরীক্ষা করা আবশ্যক। মানবগণ দৈবতেজঃসম্পন্ন হইয়া দেবগণের আরাধনা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রাদ্ধের বিধি সেরূপ নহে। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতে হয়। অতএব পণ্ডিতেরা শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের কুলশীল, বয়ঃক্রম, রূপ ও বিদ্যার পরীক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতকগুলি পংক্তিদূষক ও কতকগুলি পংক্তিপাবন আছেন। এক্ষণে আমি অগ্রে পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রতারক, ভ্রূণহত্যাকারী, যক্ষ্মরোগগ্রস্ত, পশুপালক, অধ্যয়নাদিবিহীন, শূদ্রের কিঙ্কর, বৃদ্ধিজীবী, গায়ক, সর্ব্ববিক্রয়ী, গৃহদাহকর্ত্তা, বিষদাতা, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রেতা, সামুদ্রিকবেত্তা, রাজদূত, তৈলকার, কূটকর্ত্তা, পিতৃদ্বেষ্টা

পুংশ্চলীর স্বামী, নিন্দনীয়, চৌর্য্যপরায়ণ, শিল্পজীবী, বহুরূপী, খলস্বভাব, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, শূদ্রের উপাধ্যায় শস্ত্রজীবী, মৃগয়ানিরত, কুক্কুরদষ্ট, জ্যেষ্ঠের অনূঢ়াবস্থায় দারপরিগ্রহকারী, অনাবৃতমেঢ্র, গুরুপত্নীহর্ত্তা, নট, দেবল ও গণক ব্রাহ্মণদিগকে পংক্তিদূষক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা কহিয়া থাকেন, ঐরূপ ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলে উহা রাক্ষসের ভুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে দিনে শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া বেদাধ্যয়ন বা শূদ্রাগমন করে, তাহার পিতৃগণকে সেই দিন অবধি এক মাস তাহারই পুরীষে শয়ন করিতে হয়। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সোমবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে বিষ্ঠারূপে পরিণত, চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে পূয ও শোণিত রূপে পরিগণিত, দেবলকে প্রদত্ত হইলে নিষ্ফল, বৃদ্ধিজীবীকে প্রদান করিলে পিতৃগণের অপ্রাপ্ত, বাণিজ্যকারীকে প্রদান করিলে উভয়লোকে নিষ্ফল, পৌনর্ভবকে প্রদান করিলে ভস্মাহুত ঘৃতের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক হইয়া থাকে। যাহারা প্রমাদবশত অধার্ম্মিক দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহারা পরলোকে ঐ দানের ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর যাহারা জ্ঞান পূর্ব্বক ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহাদিগের পিতৃগণকে নিশ্চয়ই পুরীষ ভোজন করিতে হয়। যাহারা শূদ্রদিগকে উপদেশ প্রদান করে, তাহারাও পংক্তিদূষক দ্বিজাধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কাণ ব্যক্তিরা যে পংক্তিতে উপবিষ্ট হয়, সেই পংক্তির ষষ্টিসংখ্যক ব্রাহ্মণ, ক্লীব যে পংক্তিতে উপবেশন করে, সেই পংক্তির শতসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং শ্বিত্ররোগাক্রান্ত ব্যক্তি পংক্তিতে উপবেশন করিয়া যে সমুদায় ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, তাঁহারা সকলেই দূষিত হইয়া থাকেন। বেষ্টিতশিরাঃ দক্ষিণাস্য ও পাদুকাধারী হইয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করিলে অসুরগণের তৃপ্তিলাভ হয়। লোকে অসূয়াপরতন্ত্র ও শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া যে সমুদায় শ্রাদ্ধীয় বস্তু দান করে, তৎসমুদায় দ্বারা অসুরগণই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। কুক্কুর ও পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়; অতএব আবৃত স্থানে তিল সমুদায় বিকীর্ণ করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যাহারা রোষপরবশ হইয়া অথবা তিল দান না করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহাদিগের সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস ও পিশাচ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের যে যে কার্য্য সন্দর্শন করে, শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধের সেই সেই কার্য্যের ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি যত্নপূর্ব্বক পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা সদাচারনিরত, তাঁহাদিগকেই পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাঁহারা তৃণাচিতকেত, মন্ত্রবিদ্, পঞ্চাগ্নিযুক্ত, ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রবেত্তা, ষড়ঙ্গবিদ্, বেদাধ্যায়ীর বংশোদ্ভব, সামবেদবেত্তা, সামগাতা, পিতা মাতার বশীভূত, অথর্ব্ববেদপাঠক, ব্রহ্মচারী, যতব্রত, সত্যবাদী, ধর্ম্ম-

শীল ও স্বকর্ম্মনিরত, যাঁহাদের ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ শ্রোত্রিয়; যাঁহারা ঋতুকালে ধর্ম্ম-পত্নীতে গমন করেন, যাঁহারা অতিপবিত্র তীর্থ সমুদায়ে স্নানাদি করিয়াছেন, যাঁহারা বিধি পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞান্ত-স্নানে আপনাদিগের বিশুদ্ধি সম্পাদনে কৃত-কার্য্য হইয়াছেন এবং যাঁহারা ক্রোধশূন্য, গম্ভীরস্বভাব, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্ব-ভূতহিতনিরত শ্রাদ্ধকালে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য। ইঁহা-দিগকে যে বস্তু প্রদান করা যায়, তাহা অক্ষয় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। যতি, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ ও পরম যোগী ব্যক্তিরাও পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ইতিহাস শ্রবণ করা-ইয়া থাকেন, যাঁহারা ভাষ্য ও ব্যাকরণজ্ঞ, যাঁহারা পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহারা গুরুকুলে নিয়মিতকাল বাস করেন, যাঁহারা সত্যবাদী এবং বেদা-ধ্যয়ন ও বেদগানে সুনিপুণ, তাঁহারা পংক্তির যতদূর দর্শন করেন, ততদূর পবিত্র হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ইঁহাদিগের নাম পংক্তিপাবন হইয়াছে। যাঁহার পুরুষ পর-ম্পরা বেদাধ্যাপক তিনি একাকীই সার্দ্ধ-তৃতীয় ক্রোশ পর্য্যন্ত পবিত্র করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ঋত্বিক্ ও উপাধ্যায় নহে, সে যদি ঋত্বিক্গণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত না হইয়া শ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে, তাহা হইলে পংক্তিস্থ সমস্ত ব্যক্তির পাপ তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। যিনি বেদবিৎ, দোষশূন্য ও পুণ্যবান্ তিনিই পংক্তিপাবন। অতএব শ্রাদ্ধ-কালে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্বকর্ম্মনিরত কুলীন বহু ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করাই শ্রেয়-স্কর। যিনি শ্রাদ্ধকালে মিত্রকে আহ্বান করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করান, পিতৃ ও দেবগণ তৎকৃত শ্রাদ্ধে প্রীতি লাভ করেন না এবং তাঁহার স্বর্গলাভও দুর্লভ হইয়া উঠে। যিনি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রেরণ করিয়া লোকের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, তাঁহার দেব-লোক লাভ হয় না এবং কারাবদ্ধ ব্যক্তি যেমন বিষয়ভোগে বঞ্চিত হয়, সেই রূপ তিনিও কর্ম্মফল লাভে নিরাশ হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে মিত্রের সমাদর করেন না। মিত্রের সন্তোষোৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে ধন প্রদান করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্রাদ্ধকালে তাঁহাকে কোনরূপ প্রীতি চিহ্ন প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। যিনি শত্রু ও মিত্র নহেন, সেই ব্যক্তিকেই শ্রাদ্ধকালে ভোজন প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঊষর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন কোন ফলই উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ অযোগ্য ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে সেই শ্রাদ্ধ ইহকাল ও পরকালে কোন ফলই উৎপাদন করে না। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল নহেন, তিনি তৃণাগ্নির ন্যায় নিতান্ত নিস্তেজ; তাঁহাকে শ্রাদ্ধীয় বস্তু প্রদান ও ভস্মে ঘৃতাহুতি দান উভয়ই তুল্য। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য পরস্পর আদান প্রদান পিশাচোদ্দেশে প্রদত্ত দানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হয়। উহা কখনই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয়

না, উহা নষ্টবৎসা ধেনুর ন্যায় কাতরভাবে ইহলোকেই বিচরণ করিয়া থাকে। নর্ত্তক ও গায়ককে দান করিলে তাহা যেমন নিরর্থক হয়, সেইরূপ নীচ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তাহা কোন ফলোপধায়ক হয় না। নীচ ব্রাহ্মণে প্রদত্ত দ্রব্য দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না, প্রত্যুত দাতার পিতৃলোককে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট করে। যাঁহারা ঋষিনির্দ্দিষ্ট আচার নিরত সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, শাস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ। মহর্ষিগণ স্বাধ্যায়নিরত, জ্ঞাননিষ্ঠ, তপঃপরায়ণ ও স্বকর্ম্মাসক্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহাকেই শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন না, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত পামর; তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। আমি বানপ্রস্থ ঋষিদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিলে তিন পুরুষ নরকস্থ হয়। ব্রাহ্মণগণকে পরোক্ষেই পরীক্ষা করা উচিত। দোষশূন্য ব্রাহ্মণ শত্রু বা মিত্রই হউন, নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে দশ লক্ষ নীচ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে যে ফল লাভ না হয়, বেদজ্ঞ সাধু একমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

একনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ সময়ে কোন্ মহর্ষি কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ কল্পিত হইয়াছে? শ্রাদ্ধ কিরূপ এবং শ্রাদ্ধে কোন্ কার্য্য, কি কি ফল মূল ও কোন্ কোন্ ধান্য নিষিদ্ধ, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রাদ্ধ যেরূপ এবং যে সময়ে যাহা দ্বারা যেরূপে উহা কল্পিত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র অত্রিবংশে দত্তাত্রেয় নামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। দত্তাত্রেয়ের নিমি নামে এক তপোবলসম্পন্ন পুত্র ছিলেন। তাঁহার শ্রীমান্ নামে এক পরম রূপসম্পন্ন পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্র সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া কালধর্ম্মসহকারে কালকবলে নিপতিত হইলে, মহর্ষি নিমি শোকে অধীর হইয়াও শাস্ত্রানুসারে অশৌচান্তে ক্ষৌরাদি কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর তিনি চতুর্দ্দশী দিবসে দ্রব্যসামগ্রী আয়োজন করিয়া পরদিন প্রভাতে জাগরিত হইলেন এবং শোকাপনোদন পূর্ব্বক চিত্তকে বিষয়ে ব্যাপৃত করিয়া সমাহিত চিত্তে শ্রাদ্ধকার্য্য অনুধ্যান পুরঃসর পুত্রের প্রিয় ফল, মূল ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট পদার্থ সমুদায় আহরণ করিলেন। তৎপরে পূজ্যতম সাত জন ব্রাহ্মণকে আনয়ন পূর্ব্বক স্বয়ং দক্ষিণান্তে কুশসমুদায় সমাস্তীর্ণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে তাহাতে উপবেশন করাইয়া তাঁহা-

দের পদতলে প্রাদেশপ্রমাণ কুশ সমুদায় প্রদান পুরঃসর তাঁহাদিগকে লবণবর্জ্জিত শ্যামাকান্ন ভোজন করাইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইলে, পুত্র শ্রীমানের নাম গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক কুশোপরি পিণ্ডদান করিলেন। এইরূপে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদিত হইলে মহর্ষি নিমি আপনার ধর্ম্মসঙ্কর বিষয়ে সন্দিহান হইয়া একান্ত ব্যথিতচিত্তে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, পূর্ব্বে কোন মহর্ষিই এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। অতএব বোধ হয়, ব্রাহ্মণগণ আমার এই অপরাধনিবন্ধন আমাকে শাপ প্রদান করিবেন। মহর্ষি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া স্বীয় বংশকর্ত্তা মহর্ষি অত্রিকে স্মরণ করিলেন। নিমি স্মরণ করিবামাত্র মহাত্মা অত্রি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পুত্রশোকসন্তপ্ত মহর্ষিকে অবলোকন পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহাতে ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মা স্বয়ং ইহার বিধি বিধান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই শ্রাদ্ধবিধি বিহিত করিতে সমর্থ নহেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ব্রহ্মাবিহিত অতি উৎকৃষ্ট শ্রাদ্ধবিধি কহিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে উহার অনুষ্ঠান কর। প্রথমত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নৌকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্নি, সোম ও বরুণ দেবকে আহুতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। পিতৃলোকের সহিত যে বিশ্বদেবগণ একত্র অবস্থান করেন, ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের আধার পৃথিবী, বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও ক্ষমা দেবীকে স্তব করিতে হয়। শ্রাদ্ধোদক আনয়ন সময়ে বরুণদেবকে স্তব করিয়া তৎপরে অগ্নি ও সোমদেবের তৃপ্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা যে উষ্মপ পিতৃদেবদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেবদিগকে অর্চ্চনা করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন। অগ্নিস্বাত্তাদি সপ্তসংখ্যক পিতৃগণ স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে সমুদায় শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবের উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহাদের সমুদায় নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বল, ধৃতি, বিপাপ্মা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পার্ষ্ণি, ক্ষেম, সমূহ, দিব্যসানু, বিবস্বান্, বীর্য্যবান্, হ্রীমান্, কীর্ত্তিমান্, কৃত, জিতাত্মা, মুনিবীর্য্য, দীপ্তরোমা, ভয়ঙ্কর, অনুকর্ম্মা, প্রতীত, প্রদাতা, অংশুমান্, শৈলাভ, পরম, ক্রোধী, ধীরোষ্ণী, ভূপতি, স্রজ, বজ্রী, বরী, বিদ্যুদ্বর্চ্চা, সোমবর্চ্চা, সূর্য্যশ্রী, সোমপ, সূর্য্যসাবিত্র, দত্তাত্মা, পুণ্ডরীয়ক, উষ্ণীনাভ, নভোদ, বিশ্বায়ু, দীপ্তি, চমূহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শঙ্কর, ভব, ঈশ, কর্ত্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্ম্মকৃৎ, গণিত, পঞ্চবীর্য্য আদিত্য, রশ্মিবান্, সপ্তকৃৎ, সোমবর্চ্চ, বিশ্বকৃৎ, কবি, অনুগোপ্তা, সুগোপ্তা, নপ্তা ও ঈশ্বর।

এই আমি তোমার নিকট বিশ্বদেবদিগের নাম কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদায় মহাত্মা কালেরও অগোচর।

এক্ষণে যে সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ, সেই সমুদায় দ্রব্যের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। কোদ্রব ও অসম্পূর্ণ তণ্ডুলযুক্ত ধান্য, হিঙ্গু, পলাণ্ডু, লশুন, শোভাঞ্জন, কোবিদার, গৃঞ্জন, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, গ্রাম্যবরাহমাংস, অপ্রোক্ষিত মাংস, কৃষ্ণজীরক, বিড়ঙ্গ, শীতপাকীশাক, বংশাদির অঙ্কুর, শৃঙ্গাটক, সমুদায় লবণ ও জম্বুফল এই সমুদায় শ্রাদ্ধে প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ক্ষুত দূষিত ও নেত্রজলযুক্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে সুদর্শন শাক প্রদান করিলে, পিতৃলোক ও দেবগণ কখনই তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হন না। শ্রাদ্ধকালে চণ্ডাল, শ্বপাক, কষায়িত বস্ত্রধারী, কুষ্ঠরোগী, পতিত, ব্রহ্মহত্যাকারী ও সঙ্কর ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীকৃত করা কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! মহর্ষি অত্রি স্বীয় বংশোদ্ভব নিমিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি নিমি এইরূপে সর্ব্বপ্রথমে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যতব্রত মহর্ষিগণ তাঁহার নিদর্শনানুসারে বিধিপূর্ব্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও তীর্থজল দ্বারা তাঁহাদিগের তর্পণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে চারিবর্ণের সমুদায় লোকই দেবতা ও পিতৃগণকে অন্নদান করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবতা ও পিতৃগণ অনবরত শ্রাদ্ধভোজননিবন্ধন অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভগবান্ চন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, সুধাকর! আমরা নিবাপান্ন ভোজননিবন্ধন অজীর্ণ রোগে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, অতএব আপনি ইহার উপায়বিধান করুন। দেবতা ও পিতৃগণ এইরূপে আপনাদের ক্লেশের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে, ভগবান্ চন্দ্র তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! যদি আপনাদিগের শ্রেয়োলাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে আপনারা ব্রহ্মার নিকট গমন করুন, তিনি আপনাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

ভগবান্ সুধাকর এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্যানুসারে সুমেরু শৃঙ্গে সমাসীন, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা নিবাপান্ন ভোজন করিয়া অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইতেছি, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের শ্রেয়োবিধান করুন। তখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহানুভবগণ! এই যে মহাত্মা হুতাশন আমার নিকট অবস্থান করিতেছেন, ইনিই তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করিবেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মহা-

তেজস্বী হুতাশন দেবতা ও পিতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! অতঃপর আপনারা আমার সহিত সমবেত হইয়া নিবাপান্ন ভোজন করিবেন, তাহা হইলেই আপনাদের অজীর্ণ রোগ দূরীভূত হইবে। মহাত্মা হুতাশন এইরূপে দেবতা ও পিতৃগণের রোগনাশের উপায় বিধান করিলে তাঁহারা অনলের সহিত শ্রাদ্ধভাগ ভোজন করিয়া সুস্থ হইলেন। এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধের সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিকে ভাগ প্রদান করিতে হয়। যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে হুতাশনকে শ্রাদ্ধ ভাগ প্রদান করেন, ব্রহ্মরাক্ষসগণ তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যে যজ্ঞে ভগবান্ অগ্নি অবস্থান করেন, রাক্ষসগণ সেই যজ্ঞ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। প্রথমে পিতাকে পিণ্ডদান করিয়া তৎপরে পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রতি পিণ্ডদানকালেই সাবিত্রী ও সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। রজস্বলা ও ছিন্নকর্ণা স্ত্রীকে শ্রাদ্ধ দর্শন করিতে অনুজ্ঞা ও ভিন্নগোত্রা রমণীকে শ্রাদ্ধের পাককার্য্যে নিয়োগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। নদীপার হইবার সময় পিতৃগণের তর্পণ ও নামোচ্চারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। অগ্রে স্ববংশীয় পিতৃগণের পিণ্ডদান করিয়া পরিশেষে বন্ধু ও আত্মীয়গণের পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। চিত্রিত গোযুগযুক্ত শকট অথবা নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় সমাহিত হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করা নিতান্ত আবশ্যক। অমাবস্যাই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল। অতএব ঐ দিনে শ্রাদ্ধ করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতৃভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা নিশ্চয়ই পুষ্টি, আয়ু, বীর্য্য ও শ্রীলাভ করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং মহর্ষি পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরাঃ, ক্রতু ও কশ্যপ মহাযোগেশ্বর ও পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হন। এই আমি তোমার নিকট শ্রাদ্ধের উৎপত্তি ও শ্রাদ্ধ বিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে দানের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উপবাসব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ যদি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ করা কর্ত্তব্য, কি শ্রাদ্ধ কর্ত্তার প্রার্থনা ভঙ্গ করা উচিত?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাঁহারা বেদোক্ত উপবাসব্রতপরায়ণ নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের অনুরোধে ব্রত ভঙ্গ করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা বেদোক্ত উপবাসব্রতপরায়ণ হন, তাঁহারা যদি কোন ব্যক্তির অনুরোধে আহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ব্রতভঙ্গপাপে নিশ্চয় দূষিত হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সামান্য লোকেরা উপবাসকে তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অতএব জিজ্ঞাসা

করি, উপবাস কি তপস্যা, না তপস্যা অন্যরূপ ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মনুষ্যেরা এক মাস ও অর্দ্ধ মাস উপবাসকেই তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু যে উপবাস দ্বারা শরীর নষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত তপস্যা নহে। লোভাদি পরিত্যাগই তপস্যা। ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা উপবাসী ও ব্রহ্মচারী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মাংসাহার করা শ্রেয়স্কর নহে। তিনি সতত পবিত্র ও সত্যবাক্য উচ্চারণ করিবেন। মুনি হইয়া বেদাধ্যয়ন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি পরিবার-পরিবৃত, দানশীল ও ধর্ম্মার্থী হইবেন এবং এককালে নিদ্রা পরিত্যাগ করিবেন। অমৃতাশী, বিঘসাশী ও অতিথি-প্রিয় হওয়া তাঁহার নিতান্ত উচিত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা উপবাসী, ব্রহ্মচারী, বিঘসাশী ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! যিনি কেবল প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে আহার করেন, অন্যসময় কিছুমাত্র ভোজন করেন না, তিনিই সর্ব্বদা উপবাসী। যিনি কেবল ঋতু-কালে ভার্য্যাসম্ভোগ করেন, তিনিই ব্রহ্ম-চারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যিনি বৃথামাংস ভোজন না করেন, তিনিই অমাংসাশী। যিনি দিবানিদ্রা পরিহার করেন, তিনিই নিদ্রাত্যাগী। অতিথি ভৃত্য প্রভৃতি সক-লের আহার হইলে যিনি আহার করেন, তিনি অমৃতাশী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যিনি ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইয়া কখনই আহার করেন না, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ করেন। যিনি দেবতা, পিতৃগণ ও আশ্রিত ব্যক্তি-বর্গের ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা আপনার ক্ষুধা শান্তি করেন, তাঁহাকেই বিঘসাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সকল মহাত্মা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া ব্রহ্মলোকে অনন্তকাল বাস করেন, এবং তথায় দেবগণ ও পিতৃগণের সহিত আহার ও পুত্র পৌত্রগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মনুষ্য ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু প্রদান করিয়া থাকে, এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ দাতার অর্থ প্রতিগ্রহ করা যাইতে পারে এবং কিরূপ দাতার নিকট প্রতিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির ! যিনি সাধু ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি অল্প দোষভাগী হন এবং যিনি অসাধুর নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি বহুদোষে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ফলত সাধুর নিকট হউক বা অসাধুর নিকট হউক, প্রতিগ্রহ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়। এই নিমিত্ত পূর্ব্ব-কালীন অনেক মহাত্মা প্রতিগ্রহে সম্পূর্ণ রূপে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে সপ্তর্ষি বৃষাদর্ভি সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাতজন মহর্ষি এবং দেবী অরুন্ধতী ইঁহারা সমাধি

দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির অভিলাষে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। ইঁহাদিগের গণ্ডা নাম্নী এক কিঙ্করী ছিল। পশুসখ নামে একজন শূদ্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়। পশুসখও ঐ মহর্ষিদিগের সন্নিহিত থাকিয়া সতত তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিত। ঐ সময় পৃথিবীতে ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হওয়াতে মনুষ্যগণ ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইতে লাগিল। পূর্ব্বে মহারাজ শৈব্য এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ঋত্বিক্‌গণকে আপনার এক পুত্র দক্ষিণা স্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই শৈব্যকুমার এই দুর্ভিক্ষকালে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মহর্ষিগণ বহুদিন অনাহারনিবন্ধন ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই রাজকুমারকে কালকবলে নিপতিত দেখিয়া আপনাদের প্রাণরক্ষার্থ তাহাকে ভক্ষণ করিবার মানসে স্থালীতে পাক করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারাজ শৈব্য পৃথিবীমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে সেই মহর্ষিগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সেই মৃতদেহ পাক করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা যদি প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে কখনই এই অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে হয় না। আমার অতুল সম্পত্তি আছে। যদি আপনারা আমার নিকট প্রতিগ্রহ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে আমি অনায়াসে আপনাদিগকে সহস্র অশ্বতর ও সহস্র-বৎসসমবেত সহস্র শ্বেত অশ্বতরী, গুরুভারবহনক্ষম স্থূলকায় এক লক্ষ শ্বেতবর্ণ বৃষভ, স্থূলকায় সকৃৎপ্রসূত এক লক্ষ ধেনু, উৎকৃষ্ট গ্রাম সমুদায়, ধান্য, বিবিধ সুখাদ্য দ্রব্য, যব, রত্ন ও অন্যান্য দুর্লভ পদার্থ সমুদায় প্রদান করিতে পারি। অতএব আপনারা এই অভক্ষ্য ভক্ষণের সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট প্রতিগ্রহ করুন। যে ব্রাহ্মণ আমার নিকট যাচ্ঞা করেন, আমি তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়জ্ঞান করি।

তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ! রাজার নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলে আপাততঃ অতি মধুর আস্বাদ লাভ হয়; কিন্তু পরিণামে উহা বিষতুল্য হইয়া উঠে। আপনি ইহা বিশেষ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাদিগকে প্রলোভিত করিতেছেন? দেবগণ ব্রাহ্মণদেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। তপস্বী ব্রাহ্মণগণের শরীর নিতান্ত নির্ম্মল। উঁহারা প্রীত হইলে দেবতারা প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যে দিন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার সেই দিবসের সঞ্চিত তপস্যা নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব হে মহারাজ! আপনার মঙ্গল লাভ হউক। আপনি যাচকদিগকেই ধন প্রদান করুন। ঋষিগণ শৈব্যকে এই কথা কহিয়া সেই পাচ্যমান শবমাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আহার অন্বেষণার্থ বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন।

ঋষিগণ প্রস্থান করিলে, নরপতি শৈব্য মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সেই মহর্ষি-

দিগকে প্রত্যহ উড়ুম্বর প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। মন্ত্রিগণও বনমধ্যে গমন করিয়া সেই মহর্ষিদিগকে প্রতিদিন বৃহত্তর উড়ুম্বর সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে একদা মহারাজ শৈব্য ভৃত্য দ্বারা সেই মহর্ষিদিগের নিকট সুবর্ণপূরিত বহুসংখ্যক উড়ুম্বর প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি অত্রি সেই উড়ুম্বর সমুদায় গ্রহণমাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ করিয়া তৎসমুদায় গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কহিলেন, আমরা নিতান্ত বিবেকশক্তিবিহীন, অসাবধান বা একান্ত মূর্খ নহি। এই উড়ুম্বর সমুদায়ের মধ্যে যে সুবর্ণ নিহিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছি। ইহা গ্রহণ করিলে পরিণামে আমাদের বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিবে। যাহারা ইহলোকে ও পরলোকে সুখ প্রার্থনা করে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় হইতে পারে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমরা একটী নিষ্ক গ্রহণ করিলে আমাদের শত বা সহস্র নিষ্ক গ্রহণের পাপ জন্মে। অতএব বহুনিষ্ক গ্রহণ করিলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই অধোগতি লাভ করিতে হইবে।

কশ্যপ কহিলেন, এই ভূমণ্ডলে ধান্য, পশু, স্ত্রী ও হিরণ্য প্রভৃতি যে সমুদায় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায় এক জনের হস্তগত হইলেও তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না; অতএব শান্তিগুণ অবলম্বন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মনুষ্যের আশার ইয়ত্তা নাই। রুরুমৃগের শৃঙ্গ উদ্গত হইলে সেই মৃগের সহিত শৃঙ্গ যেমন দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের আশাও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

গৌতম কহিলেন, মনুষ্যের আশা সমুদ্রতুল্য। এক ব্যক্তির পৃথিবীস্থ সমুদায় পদার্থ গ্রহণ করিলেও তাহার আশা পরিপূর্ণ হয় না।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, মনুষ্যের একটী প্রার্থনা সফল হইলেই তৎক্ষণাৎ অপর কামনা তাহাকে আক্রমণ করে।

জমদগ্নি কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারই তপস্যা অক্ষয় হয়। কিন্তু যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়।

অরুন্ধতী কহিলেন, কেহ কেহ ধর্ম্মার্থ দ্রব্য সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আমার মতে দ্রব্য সঞ্চয় অপেক্ষা তপঃসঞ্চয়ই শ্রেয়স্কর।

গণ্ডা কহিল, আমার প্রভুগণ পরম তেজস্বী হইয়াও যখন প্রতিগ্রহ করিতে ভীত হইতেছেন, তখন আমি যে উহাতে ভীত হইব, তাহার আর সন্দেহ কি।

পশুসখ কহিল, ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন আর কিছুই নাই; লোভাদির বশীভূত হইলে কখনই ঐ ধন লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণগণই ঐ ধন প্রাপ্তির উপায় অবগত আছেন। অতএব সেই ধর্ম্মরূপ ধনপ্রাপ্তির উপায় শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি ব্রাহ্মণগণেরই সেবাতে নিযুক্ত ও অনুগত হইব।

এইরূপে সকলের বাক্য সমাপ্ত হইলে, মহর্ষিগণ একবাক্য হইয়া কহিলেন, যিনি

গোপনে এই উডুম্বর সমুদায়ের মধ্যে স্বর্ণ নিহিত করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার দানের মঙ্গল হউক।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ এই কথা কহিয়া সেই স্বর্ণপূরিত উডুম্বরফল সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন।

তখন সেই মন্ত্রিগণ মহারাজ শৈব্যের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ সেই ফলসমুদায়ের মধ্যে গোপনে স্বর্ণ নিহিত হইয়াছে অবগত হইয়া, ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়াছেন। মন্ত্রিগণ এই কথা কহিলে, নরপতি শৈব্য মহর্ষিগণের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টসাধনবাসনায় গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় অতি কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণ পুরঃসর তাঁহাদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। আহুতি দান সমাপ্ত হইলে সেই হুত হুতাশন হইতে এক ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসী সমুৎপন্ন হইল। তখন নরপতি বৃষাদর্ভি তাহাকে যাতুধানী এই সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। কালরাত্রিস্বরূপা যাতুধানী হুতাশন হইতে সমুত্থিত হইয়াই নরপতিসমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ আমাকে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

তখন শৈব্য তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যাতুধানি! তুমি শীঘ্র অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি এই সাত জন ঋষি, অরুন্ধতী এবং তাঁহাদিগের দাস পশুসখ ও দাসী গণ্ডার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের নাম ও নামানুরূপ কার্য্য অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ কর। তাঁহারা সকলে বিনষ্ট হইলে তোমার যে স্থানে ইচ্ছা গমন করিও। রাজা শৈব্য এই কথা কহিলে, যাতুধানী তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া যে বনমধ্যে ঋষিগণ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তথায় গমন করিল।

ঐ সময় অত্রি প্রমুখ মহর্ষিগণ সেই বনমধ্যে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহারা ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে হঠাৎ একজন স্থূলাঙ্গ সন্ন্যাসীকে একটী পীবরতনু কুক্কুর লইয়া তথায় আগমন করিতে দেখিলেন। দেবী অরুন্ধতী তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সপ্তর্ষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! এই সন্ন্যাসী যেমন স্থূল আপনারা কখনই এরূপ হইতে পারিবেন না।

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ অরুন্ধতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে যথানিয়মে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করা আমার কর্ত্তব্য, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হওয়াতে আমি যার পর নাই দুঃখিত আছি। কিন্তু এই ব্যক্তি তাদৃশ দুঃখ অনুভব করিতেছে না, এই কারণে ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

অত্রি কহিলেন, ভদ্রে! আমার যেমন খাদ্য দ্রব্য সমুদায় নিতান্ত অসুলভ, ক্ষুধা

অতিমাত্র পরিবর্দ্ধিত এবং বেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহার সেরূপ হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভদ্রে! আমি শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইতেছি না এবং ক্ষুধাপ্রভাবে যার পর নাই কাতর, একান্ত অলস ও এককালে বিজ্ঞানশক্তিবিহীন হইয়াছি; কিন্তু এই ব্যক্তির কোন অংশে কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই, এই কারণে ইহার ও ইহার এই কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

জমদগ্নি কহিলেন, ভদ্রে! আমাকে যেমন বার্ষিক তণ্ডুল ও কাষ্ঠসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত নিরন্তর চিন্তা করিতে হয়, ইহাকে তদ্রূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

কশ্যপ কহিলেন, ভদ্রে! আমার চারি সহোদর উদরান্নের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতে, আমি যার পর নাই কষ্ট পাইতেছি, কিন্তু এই ব্যক্তিকে সেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভদ্রে! আমার যেমন ভার্য্যাপবাদনিবন্ধন যৎপরোনাস্তি শোক উপস্থিত হইয়াছে, ইহার সেরূপ হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

গৌতম কহিলেন, ভদ্রে! আমার কুশরজ্জুনির্ম্মিত ও রঙ্কুরোমপ্রস্তুত তিন খানিমাত্র বস্ত্র আছে, তাহাও আবার তিন বৎসর ব্যবহৃত হওয়াতে নিতান্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমার ন্যায় ইহার বস্ত্রের কষ্ট উপস্থিত হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে সেই স্থূলকলেবর সন্ন্যাসী কুক্কুরের সহিত তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া ন্যায়ানুসারে তাঁহাদের প্রত্যেকের করস্পর্শ করিলেন। পরে তাঁহারা সেই সন্ন্যাসীকে কহিলেন, এই বনমধ্যে আহারসামগ্রী তাদৃশ সুলভ নহে; এক্ষণে আইস, আমরা সকলে সমবেত হইয়া যাহাতে আহারদ্রব্য আহরণ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হই। তাঁহারা এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া ইতস্ততঃ ফলমূল আহরণ করিয়া সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা সেই অরণ্যে স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এই অবসরে নির্ম্মল সলিলপরিপূর্ণ, বিবিধ জলচর বিহঙ্গসমাকীর্ণ, কর্দ্দমশূন্য, তীর্থসম্পন্ন, তরুণ সূর্য্যসঙ্কাশ কমলদলে সমলঙ্কৃত, বৈদূর্য্যমণিসবর্ণ পদ্মপত্রে সুশোভিত একটী রমণীয় সরোবর তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। ঐ সরোবরে প্রবেশ করিবার একটীমাত্র পথ ছিল। শৈব্যরাজপ্রেরিতা বিকৃতদর্শনা যাতুধানী সেই পথে দণ্ডায়মানা হইয়া উহা রক্ষা করিতেছিল। মহর্ষিগণ সেই সরোবর নিরীক্ষণ করিয়া মৃণাল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসীর সহিত তথায় গমন করিলেন এবং

অচিরাৎ বিকৃতদর্শনা যাতুধানীকে দর্শন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে, কাহার কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত একাকিনী এই স্থানে অবস্থান করিতেছ?

তখন যাতুধানী কহিল, হে তপোধনগণ! আমি যে হই না কেন, আমার নাম গোত্রাদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার তোমাদিগের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি এই সরোবরের রক্ষক, আমার এইমাত্র পরিচয়ই তোমাদিগের জ্ঞাতব্য।

তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, ভদ্রে! আমরা সকলে ক্ষুধায় যার পর নাই কাতর হইয়াছি, আমাদিগের আহারদ্রব্য কিছুমাত্র নাই। এক্ষণে তোমার যদি অভিমত হয়, তাহা হইলে আমরা মৃণাল উৎপাটন করিয়া লইয়া যাই।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধনগণ! অগ্রে তোমরা তোমাদের প্রত্যেকের নাম ও নামের অর্থ কীর্ত্তন করিয়া পশ্চাৎ ইচ্ছানুসারে মৃণাল গ্রহণ কর।

তখন মহর্ষি অত্রি তাহাকে তাঁহাদের বধার্থিনী যাতুধানী বলিয়া জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, শোভনে! আমি ত্রিকালীন বেদাধ্যয়ননিবন্ধন জাগরণ করাতে রাত্রিকে অরাত্রি অর্থাৎ দিবসের ন্যায় করিয়াছি। আমি যে রাত্রিতে অধ্যয়ন করি নাই, তাহা রাত্রিই নহে এবং আমি লোক সমুদায়কে অৎ (পাপ) হইতে ত্রাণ করিয়া থাকি। এই কারণে আমার নাম অত্রি হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শোভনে! আমি বসু (অণিমাদি ঐশ্বর্য্য) সম্পন্ন ও বশীদিগের (গৃহবাসীদিগের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত আমার নাম বশিষ্ঠ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

কশ্যপ কহিলেন, শোভনে! আমি কশ্য (শরীর) রক্ষা করিয়া থাকি এবং তপঃপ্রভাবে কাশ্য (দীপ্তিমান্) হইয়াছি; এই নিমিত্ত আমার নাম কশ্যপ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না। অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

ভরদ্বাজ কহিলেন, শোভনে! দ্বাজগণের (দেবতা, ব্রাহ্মণ, শিষ্য ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পোষ্য বর্গের) অব্যাজে পোষণ করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমার নাম ভরদ্বাজ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

গৌতম কহিলেন, শোভনে! আমি জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র আমার শরীরের গো (কিরণ) দ্বারা তমঃ নিরাকৃত হইয়াছিল,

আর আমি গোসমুদায়ের (ইন্দ্রিয়গণের) দমন করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার নাম গৌতম হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, শোভনে! বিশ্বে-দেবগণ আমার মিত্র এবং আমি বিশ্বের মিত্র এই নিমিত্ত আমার নাম বিশ্বামিত্র হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

জমদগ্নি কহিলেন, শোভনে! আমি জমৎ (দেবতাদিগের যাগোপযোগী) অগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এই নিমিত্ত আমার নাম জমদগ্নি হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না, অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

অরুন্ধতী কহিলেন, শোভনে! আমি ভর্ত্তার সহিত অরু (পৃথিবী) ধারণ করি এবং ভর্ত্তার মন অনুরুদ্ধ করিয়া থাকি; এই কারণে আমার নাম অরুন্ধতী হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তাপসি! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

গণ্ডা কহিল, শোভনে! গণ্ডধাতুর অর্থ বক্ত্রের একদেশ। আমার গণ্ড উন্নত এই নিমিত্ত আমার নাম গণ্ডা হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, ভদ্রে! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

পশুসখ কহিল, শোভনে! আমি পশু-গণকে দর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকি এবং আমি পশুগণের প্রিয় সখা; এই নিমিত্ত আমার নাম পশুসখ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, ভদ্র! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

সন্ন্যাসী কহিলেন, শোভনে! এই সমস্ত মহাত্মারা যেরূপে স্ব স্ব নাম অর্থের সহিত নির্দ্দেশ করিলেন, আমি সেইরূপ কখনই সমর্থ হইব না। আমার নাম শুনঃসখ সখা।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধন! তুমি একবার নাম উল্লেখ করাতে আমি উহা অবগত হইতে পারিলাম না; অতএব তুমি পুনরায় তোমার নাম উল্লেখ কর।

তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, আমি যখন একবার আপনার নামোল্লেখ করিলে, তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে না। তখন আমি নিশ্চয়ই এই ত্রিদণ্ডাঘাত দ্বারা তোমাকে বিনষ্ট করিব। এই বলিয়া সন্ন্যাসী তাহার মস্তকে প্রহার করিবামাত্র যাতুধানী ভূতলে নিপতিত ও তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল।

মহাপ্রতাপশালী সন্ন্যাসী এইরূপে সেই রাক্ষসীকে সংহার পূর্ব্বক পৃথিবীতে ত্রিদণ্ড প্রোথিত করিয়া তৃণ সমাচ্ছন্ন প্রদেশে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষিগণ, দেবী অরুন্ধতী ও ভর্ত্তার সহিত গণ্ডা বহুপরিশ্রমে মৃণাল সমুদায় উৎপাটন পূর্ব্বক সরোবর হইতে উত্থিত হইলেন এবং সত্বরে সেই মৃণাল সমুদায় তীরে অবস্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া সলিল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিলেন।

তর্পণ সমাপ্ত হইলে মহর্ষিগণ অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখের সহিত মৃণাল ভক্ষণের বাসনায় তীরভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু তথায় সেই মৃণালসমুদায় দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উপর আশঙ্কা করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, আমরা সকলেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; অতএব ইহার মধ্যে কোন্ নৃশংস দুরাত্মা আমাদিগের সঞ্চিত মৃণাল সমুদায় অপহরণ করিল? এক্ষণে আমাদিগের সকলেরই এ বিষয়ে শপথ করা কর্ত্তব্য।

তখন অত্রি কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ ও অনধ্যায়ে অধ্যয়ন করুক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে কুক্কুরজীবী যথেচ্ছাচারী সন্ন্যাসী, শরণাগতঘাতক ও কন্যোপজীবী হউক এবং কৃপণের অর্থ যাচ্ঞা করুক।

কশ্যপ কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সর্ব্বত্র সকলপ্রকার বাক্যোচ্চারণ, ন্যস্তধন অপহরণ, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান, বৃথা মাংস ভোজন, বৃথাদান ও দিবাভাগে স্ত্রীসম্ভোগ করুক।

ভরদ্বাজ কহিলেন, যে দুরাত্মা মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে স্ত্রী গাভী ও জ্ঞাতিগণের প্রতি অধর্ম্ম ব্যবহার, যুদ্ধে ব্রাহ্মণকে পরাজয়, আচার্য্যকে অনাদর করিয়া বেদাধ্যয়ন এবং কক্ষলগ্ন হুতাশনে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হউক।

জমদগ্নি কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে জলমধ্যে পুরীষ পরিত্যাগ, গোদ্রোহ, আপৎকাল ব্যতীত আতিথ্যস্বীকার ও ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীসম্ভোগ করুক এবং সকলের দ্বেষ্য, ভার্য্যোপজীবী, বান্ধববিহীন ও শত্রুসম্পন্ন হউক।

গৌতম কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরিত্যাগ, পিতা, মাতা ও গুরুর হিংসা, ও সোমবিক্রয় করুক এবং যে গ্রামে একমাত্র কূপভিন্ন অন্য জলাশয় নাই সেই গ্রামনিবাসী শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণের সমলোকগামী হউক।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার জীবদ্দশাতেই অপর ব্যক্তি তাহার গুরুজন ও ভৃত্যাদি পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করুক; তাহার যেন সদ্গতি লাভ না হয়। সে যেন বহুপুত্রসম্পন্ন, অপবিত্র, ব্রাহ্মণাধম, ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত, কৃষক, মৎসরী ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অযাজ্য বর্ণের পুরোহিত হইয়া জনসমাজে অবস্থান করে, এবং তাহাকে যেন বেতন-

ভুক্ হইয়া প্রভুর নিকট কপটতাচরণ করিতে হয়।

অরুন্ধতী কহিলেন, যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন নিয়ত শ্বশ্রূনিন্দা, স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ, একাকী সুস্বাদু অন্ন ভোজন ও জ্ঞাতিগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক দিবাবসানে শক্তু ভক্ষণ করে এবং তাহাকে যেন পরপুরুষের উপভোগ্যা ও বীর পুত্রের মাতা হইতে হয়।

গণ্ডা কহিল, যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সতত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, বন্ধুগণের সহিত বিরোধ, শুল্কগ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদান, অন্নপাক করিয়া একাকী ভক্ষণ, চিরকাল অন্যের দাসী হইয়া জীবন ধারণ ও জারসংসর্গে গর্ভধারণ করুক।

পশুসখ কহিল, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন দাসীগর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বহুপুত্র ও দরিদ্র হইয়া দেবতাদিগকে নমস্কার না করে।

এইরূপে তাঁহাদের সকলের শপথ সমাপ্ত হইলে, সেই কুক্কুরসহায় সন্ন্যাসী কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সমস্ত ব্রহ্মচর্য্য, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে কন্যাপ্রদান এবং অথর্ব্ববেদ অধ্যয়নান্তে স্নান করুক।

সন্ন্যাসী এই কথা কহিলে, ঋষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি যাহা যাহা উল্লেখ করিয়া শপথ করিলে তৎসমুদায়ই ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনীয়; সুতরাং উহা দ্বারা তোমার শপথ করা হয় নাই। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমিই আমাদিগের মৃণাল অপহরণ করিয়াছ।

তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, মহর্ষিগণ! আপনারা আমাকে প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। আমি সুররাজ পুরন্দর, আমি আপনাদিগের মৃণাল অপহরণ করিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু উহা আত্মসাৎ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি আপনাদিগের পরীক্ষার্থ আপনাদিগের সমক্ষেই এই মৃণাল সমুদায় অন্তর্হিত করিয়াছি। আমি আপনাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই সুরলোক হইতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকটী এই সরোবরের প্রবেশ পথে দণ্ডায়মান ছিল, সে যাতুধানী নামে ভয়ঙ্করী রাক্ষসী। ঐ পাপীয়সী শৈব্যরাজের হোমাগ্নি হইতে সম্ভূত হইয়া তাহার আদেশানুসারে আপনাদিগের বিনাশ বাসনায় এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ দেখুন, আমি তাহাকে বিনাশ করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া আপনারা অক্ষয়লোক লাভে অধিকারী হইয়াছেন। অতএব শীঘ্র এস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমুদায় লোকে গমন করুন।

সুররাজ আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক এই সকল কথা কহিলে, সেই মহর্ষিগণ, অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখ যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মারা ক্ষুধার সময় ভোগসুখে প্রলোভিত হইয়াও লোভপরবশ হন নাই; এই নিমিত্তই উঁহাদের স্বর্গলাভ হইয়াছিল। অতএব সকল

অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি সভামধ্যে এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করে, তাহার নিশ্চয়ই অর্থলাভ হয়, দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না, ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম আহ্লাদিত হন এবং পরলোকেও তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশের পরিসীমা থাকে না।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে কতকগুলি মহর্ষি ও রাজর্ষি তীর্থযাত্রা করিয়া এইরূপ মৃণালের নিমিত্ত শপথ করিয়াছিলেন। আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহর্ষি শুক্র, অঙ্গিরা, কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালব, অষ্টাবক্র, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, বালখিল্যগণ এবং রাজর্ষি শিবি, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ, যযাতি, ধুন্দুমার ও পুরুপ্রভৃতি মহাত্মারা মহানুভব ভগবান্ শতক্রতুর সহিত প্রভাসতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া পৃথিবীর বহুবিধ তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসংখ্য তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া মাঘী পূর্ণিমাতে অতি পবিত্র কৌশিকী তীর্থে উপস্থিত হন। ঐ তীর্থে ব্রহ্মসর নামে পদ্মকুমুদপরিপূর্ণ একটী পবিত্র সরোবর আছে। মহাত্মা মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ ঐ সরোবরের পবিত্র জলে অবগাহন পূর্ব্বক পদ্মমৃণাল ও কুমুদমৃণাল সমুদায় উৎপাটন পূর্ব্বক ভক্ষণ ও সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহর্ষি অগস্ত্য যে সমুদায় মৃণাল উত্তোলন পূর্ব্বক তীরভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অকস্মাৎ অপহৃত হইল। কিন্তু কে অপহরণ করিলেন, তাহার কিছুই নিশ্চয় হইল না। তখন ভগবান্ অগস্ত্য মহর্ষি ও রাজর্ষিগণকে কহিলেন, আমার বোধ হইতেছে, আপনাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে। অতএব যিনি উহা লইয়াছেন, তিনি শীঘ্র আমাকে উহা প্রদান করুন। আমার বস্তু অপহরণ করা আপনাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমি শুনিয়াছি, কালক্রমে ধর্ম্মের বলক্ষয় হইবে। আমার বোধ হয়, এক্ষণে সেই ধর্ম্মদ্রোহী কালের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব যাবৎ লোকে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়; যাবৎ ব্রাহ্মণগণ গ্রামমধ্যে শূদ্রদিগকে বেদ শ্রবণ না করান; যাবৎ ভূপতিগণ অধর্ম্মনিরত হইয়া প্রজার প্রতি অত্যাচার না করেন; যাবৎ উত্তম মধ্যম ও নীচ লোকেরা পরস্পর অবজ্ঞাত না হয় এবং যাবৎ পরাক্রান্ত প্রাণিগণ দুর্ব্বল প্রাণীদিগের প্রতি অত্যাচার না করে, আমি সেই সময়ের মধ্যেই সুরলোকে প্রস্থান করিব, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ অগস্ত্য এইরূপ আক্ষেপ করিলে, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি আমাদিগের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিবেন না। আমরা কঠিন শপথ করিয়া কহিতেছি, কখ-

নই আপনার মৃণাল অপহরণ করি নাই। এই বলিয়া তাঁহারা ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে শপথ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভৃগু কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে তিরস্কৃত হইয়া তিরস্কার, তাড়িত হইয়া তাড়ন ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করুক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অস্বাধ্যায় নিরত ও কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ হউক এবং সন্ন্যাসী হইয়া রাজধানীতে অবস্থান করুক।

কশ্যপ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সর্ব্বস্থানে সমুদায় বস্তু ক্রয় বিক্রয়, ন্যস্ত ধন অপহরণ ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করুক।

গৌতম কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অহঙ্কৃত, কামক্রোধপরতন্ত্র, কৃষিকর্ম্মনিরত ও মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া জীবিত থাকুক।

অঙ্গিরা কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অশুচি, নিন্দিত, কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ, ব্রহ্মহত্যাকারী ও প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখ হউক।

ধুন্দুমার কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে সে মিত্রের নিকট অকৃতজ্ঞতাচরণ, শূদ্রার গর্ভে পুত্রোৎপাদন ও একাকী উপাদেয় বস্তু ভোজন করুক।

পুরু কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন, ভার্য্যার উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ এবং নিয়ত শ্বশুরের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করুক।

দিলীপ কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণ একটীমাত্র কূপসম্পন্ন গ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক শূদ্রাসংসর্গ করিলে তাঁহার যে লোক লাভ হয়, আপনার মৃণালহর্ত্তাকে যেন সেই লোকলাভ করিতে হয়।

শুক্র কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বৃথামাংস ভোজন, দিবসে স্ত্রীসংসর্গ ও নরপতির দৌত্যকার্য্য স্বীকার করুক।

জমদগ্নি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অনধ্যায়ে অধ্যয়ন, শূদ্রের শ্রাদ্ধে ভোজন এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া মিত্রকে ভোজন প্রদান করুক।

শিবি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অনাহিতাগ্নি হইয়া প্রাণত্যাগ, যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন ও তপস্বীদিগের সহিত বিরোধ করুক।

যযাতি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে জটাধারী ও ব্রতপরায়ণ হইয়া ঋতুকাল ব্যতীত ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন এবং বেদসমুদায়ের অনাদর করুক।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহে বাস, দীক্ষিত হইয়া যথেচ্ছাচার ও বেতন গ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান করুক।

অম্বরীষ কহিলেন, ভগবন্! যে আপ-

নার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ধর্ম্ম-পরিত্যাগ, ব্রহ্মহত্যা এবং জাতি, স্ত্রী ও গোসমূহের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করুক।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে দেহাত্মবাদী হউক এবং নিন্দিত গুরুর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন, অযথাস্বরে বেদপাঠ ও গুরুজনদিগকে অবজ্ঞা করুক।

নাভাগ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে সতত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, সাধুদিগের সহিত বিরোধ ও পণ লইয়া কন্যাদান করুক।

কবি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ ও শরণাগত ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করুক।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে ভৃত্য হইয়া প্রভুর নিকট কপটতাপ্রকাশ এবং রাজা ও অযাজ্য ব্যক্তিদিগের পৌরোহিত্য করুক।

পর্ব্বত কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গ্রামের অধ্যক্ষতা, গর্দ্দভযানে আরোহণ ও জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কুক্কুরের পরিচর্য্যা করুক।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ক্রূর ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ন্যায় অশেষ পাপে লিপ্ত হউক।

অষ্টক কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অকৃতপ্রজ্ঞ, যথেচ্ছাচারী, পাপপরায়ণ ভূপতি হইয়া অধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করুক।

গালব কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অপেক্ষা নিন্দনীয় হউক এবং সতত জ্ঞাতি-দ্রোহ ও দান করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুক।

অরুন্ধতী কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে শ্বশুর অপবাদ, ভর্ত্তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও একাকী সুস্বাদু বস্তু ভক্ষণ করুক।

বালখিল্যগণ কহিলেন, ভগবন্! যাহারা আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহারা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত গ্রামদ্বারে এক পদে অবস্থান ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপরিত্যাগ করুক।

শুনঃসখ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অগ্নিহোত্রে অনাদর করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব ও সন্ন্যাসী হইয়া যথেচ্ছাচার করুক।

সুরভি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, লোকে কেশনির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা তাহার পদ বদ্ধ করিয়া পরবৎসের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক কাংস্যময় দোহনপাত্রে তাহার দুগ্ধ দোহন করুক।

এইরূপে তত্রত্য সমুদায় ব্যক্তি নানাপ্রকার শপথ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সেই জাতক্রোধ মহর্ষি অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চরিতব্রহ্মচর্য্য, যজুর্ব্বেদী বা সামবেদী ব্রাহ্মণকে কন্যাদান অথর্ব্ববেদঅধ্যয়ন করিয়া স্নান, সদাযুয়,

বেদ অধ্যয়ন, পুণ্য সঞ্চয়, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মলোক লাভ করুক।

তখন অগস্ত্য কহিলেন, দেবরাজ! যখন তুমি শপথ করিবার ছলে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিলে, তখন তুমিই আমার মৃণাল অপহরণ করিয়াছ; অতএব অচিরাৎ উহা আমাকে প্রদান করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমি লোভবশত আপনার মৃণাল অপহরণ করি নাই; কেবল ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্তই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি মহর্ষিদিগের মুখে বিবিধ সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণ করিলাম; অতএব আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার মৃণাল গ্রহণ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

সুররাজ পুরন্দর এইরূপ অভিনয় করিলে, ভগবান্ অগস্ত্য প্রীতমনে স্বীয় মৃণাল গ্রহণ পূর্ব্বক মহর্ষি ও রাজর্ষিদিগের সহিত পুনর্ব্বার বিবিধ পবিত্র তীর্থে গমন ও অবগাহন করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি যথানিয়মে প্রতি পর্ব্বে এই পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করেন, তাঁহাকে কখনই মূর্খ পুত্রের পিতা, বিদ্যাবিহীন, বিপদ্‌গ্রস্ত, রোগী ও জরাতুর হইতে হয় না। তিনি রজোগুণবিহীন ও মঙ্গলযুক্ত হইয়া অনায়াসে পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি ঐ মহর্ষিদিগের প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শ্রাদ্ধ ও বিবিধ পুণ্য কর্ম্ম উপলক্ষে ছত্র ও উপানহযুগল প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব কোন্ মহাত্মা ঐ ছত্র ও উপানহযুগল প্রদানের প্রথা প্রচলিত করেন, কিরূপে ঐ দুই পদার্থ উৎপন্ন হইল এবং কি নিমিত্তই বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উহা দান করা হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যেরূপে ছত্র ও উপানহযুগলের উৎপত্তি ও দানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং যে নিমিত্ত উহা পবিত্র সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত করা যায়, তৎসমুদায় বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একদা ভগবান্ জমদগ্নি ক্রীড়ার্থ শরাসনে শরসন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার পত্নী রেণুকা সেই নিক্ষিপ্ত শরসমুদায় আহরণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই শর ও জ্যাশব্দে জমদগ্নির কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তিনি বাণনিক্ষেপে নিতান্ত আসক্ত হইয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পত্নী রেণুকাও বারংবার তৎসমুদায় আহরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন সময় সমুপস্থিত হইল, জমদগ্নি তথাপি শরনিক্ষেপে নিরস্ত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শর পরিত্যাগ করিয়া রেণুকাকে সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি শীঘ্র শরসমুদায় আনয়ন কর; আমি পুনরায় উহা পরিত্যাগ করিব। জমদগ্নি এই আজ্ঞা করিবামাত্র রেণুকা শর আনয়নার্থ ধাবমান হইলেন। একে জ্যৈষ্ঠমাস, তাহাতে আবার মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। পতিব্রতা রেণুকা সেই ভীষণ সময়ে স্বামীর নিদেশানুসারে গমন করাতে আতপতাপে তাঁহার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তাপিত হইল। তখন তিনি অগত্যা অতি অল্পকাল বৃক্ষচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া পরিশ্রমাপনোদন করিলেন এবং পরিশেষে শরসমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভর্ত্তার শাপ ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অতি সত্বরে ঘর্ম্মাক্তদেহে কম্পিত কলেবরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন জমদগ্নি তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, রেণুকে! তোমার এত বিলম্ব হইল কেন?

তখন রেণুকা স্বামীকে নিতান্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া সবিনয়ে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। সূর্য্যকিরণে আমার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তপ্ত হওয়াতে, আমি বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াছিলাম; তাহাতেই আমার বিলম্ব হইয়াছে।

রেণুকা এইরূপে আপনার দুঃখ প্রকাশ করিলে, মহাপ্রভাব জমদগ্নি সূর্য্যের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আজি আমি অস্ত্রতেজঃপ্রভাবে তোমার দুঃখদাতা প্রদীপ্তকিরণ দিবাকরকে নিপাতিত করিব। মহর্ষি এই বলিয়া শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক শর গ্রহণ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে যুদ্ধবেশ ধারণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! দিবাকর আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছেন? তিনি লোকসমুদায়ের হিতসাধনের নিমিত্তই স্বর্গে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় কিরণজাল দ্বারা ক্রমশঃ রসাকর্ষণ করিয়া বর্ষাকালে মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে সেই রস বর্ষণ করেন। তাহাতেই ওষধি ও লতা সকল পত্রপুষ্পযুক্ত এবং জীবগণের প্রাণ স্বরূপ অন্ন সমুৎপন্ন হয়। জাতকর্ম্ম, ব্রত, উপনয়ন, বিবাহ, গোদান, যজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান, সম্পত্তিলাভ ও ধনসঞ্চয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্যসমুদায় অন্ন দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমি আপনার নিকট যাহা কীর্ত্তন করিলাম, আপনি তৎসমুদায় বিশেষরূপ অবগত আছেন। অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে বিনয় করিয়া কহিতেছি, আপনি সূর্য্যকে নিপাতিত করিবেন না।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দিবাকর ব্রাহ্মণবেশে এই প্রার্থনা করিলে, তেজস্বী জমদগ্নি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দিবাকর এইরূপ প্রার্থনা করিলেও হুতাশনসমপ্রভ জমদগ্নি কিছুতেই ক্রোধ সংবরণ করিলেন না। তখন সূর্য্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া

কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে পুনরায় কহিলেন, ভগবন্! সূর্য্য অন্তরীক্ষে সততই পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি কিরূপে সেই চঞ্চল লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন? জমদগ্নি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে তোমাকে সূর্য্য বলিয়া অবগত হইয়াছি এবং তুমি কোন্ সময়ে পরিভ্রমণ ও কোন্ সময়েই বা স্থিরভাবে অবস্থান কর, তাহাও সবিশেষ জ্ঞাত আছি। তুমি মধ্যাহ্নকালে নিমেষার্দ্ধ নভোমণ্ডলে বিশ্রাম করিয়া থাক। আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে সেই ক্ষণে তোমাকে বিদ্ধ করিব। তখন দিবাকর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে শরদ্বারা নিশ্চয়ই বিদ্ধ করিবেন বলিয়া যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমি আপনার অপকার করিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু আপনাকে আমায় রক্ষা করিতে হইবে।

তখন ভগবান্ জমদগ্নি হাস্যমুখে সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দিবাকর! তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইলে, তখন তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সরলতা, পৃথিবীর স্থিরতা, শশাঙ্কের সৌম্যতা, বরুণের গাম্ভীর্য্য, অগ্নির উজ্জ্বলতা, সুমেরুর প্রভা ও পবনের প্রতাপ অতিক্রম করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই শরণাগত ব্যক্তির বিনাশ সাধনে সমর্থ হয়। শরণাগত ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে গুরুতল্পগমন, ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপানজনিত পাপে দূষিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক এক্ষণে যাহাতে তোমার উত্তাপপ্রভাবে পথিমধ্যে আমার পত্নীর গমনাগমনের কোন কষ্ট না হয়, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর। এই বলিয়া মহর্ষি জমদগ্নি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন দিবাকর ছত্র ও পাদুকাযুগল প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমার কঠোর কিরণ হইতে মস্তক ও চরণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই ছত্র ও পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করুন। অদ্যাবধি অক্ষয়ফলপ্রদ ছত্র ও পাদুকাযুগল পবিত্র দানকার্য্যে প্রচলিত হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! ছত্র ও পাদুকাযুগল সূর্য্যদেব হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। এই দুই বস্তু প্রদান করা ত্রিলোকমধ্যে অতি পবিত্র কার্য্য বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে ছত্র ও পাদুকা প্রদান কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ইহাতে তোমার সমধিক ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে। যিনি ব্রাহ্মণকে শতশলাকাযুক্ত শুভ্র ছত্র প্রদান করেন, তাঁহার দেহান্তে অতুল সুখ লাভ হয় এবং তিনি অপ্সরা ও দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত ভূমিতে গমননিবন্ধন দগ্ধ চরণ হন, সেই ব্রাহ্মণকে যিনি পাদুকা প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে সুরগণের প্রশংসিত লোক সমুদায় লাভ এবং পুলকিত চিত্তে গোলোকে বাস করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ছত্র ও পাদুকা দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! গৃহস্থ কি কার্য্য করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত নহি; অতএব আপনি আমার নিকট গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে বাসুদেব-বসুধাসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে একদা ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! মাদৃশ গৃহস্থ ব্যক্তি কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন পৃথিবী কহিলেন, বাসুদেব! মহর্ষি, পিতৃলোক, দেবতা ও মনুষ্যগণের অর্চ্চনা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে কিরূপে উঁহাদিগের অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গৃহস্থ যজ্ঞ দ্বারা দেবতা, আতিথ্য দ্বারা মনুষ্য ও গায়ত্র্যাদি দ্বারা বেদ সমুদায়ের উপাসনা করিয়া মহর্ষিদিগের প্রীতি উৎপাদন করিবে। দেবগণের প্রীতি লাভের নিমিত্ত ভোজন না করিয়া অগ্নির আরাধনা ও বলিকর্ম্ম সমাধান করা আবশ্যক। প্রতিদিন অন্ন, জল, দুগ্ধ ও ফলমূল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ প্রীত হইয়া থাকেন। সিদ্ধান্ন দ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি বৈশ্বদেব কার্য্য সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্নি, সোম, বিশ্বদেব, ধন্বন্তরি ও প্রজাপতির পৃথক্ পৃথক্ হোম করিয়া দিগ্বলি প্রদান করা উচিত। দক্ষিণ দিকে যমকে, পশ্চিম দিকে বরুণকে, উত্তর দিকে চন্দ্রকে, বাস্তুমধ্যে প্রজাপতিকে, উত্তর পূর্ব্ব কোণে ধন্বন্তরিকে, পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রকে, গৃহদ্বারে মনুষ্যগণকে, গৃহমধ্যে দেবতা ও মরুদ্গণকে, আকাশে বিশ্বদেবগণকে বলি প্রদান করিতে হয়, রজনীযোগে নিশাচর ও ভূতগণকে বলি প্রদান করা উচিত। মনুষ্য এইরূপে সমুদায় দেবগণকে বলি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে অন্নাদি প্রদান করিবে। যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে গৃহস্থকে অন্নাদির অগ্রভাগ হুতাশনে নিক্ষেপ করিতে হইবে। গৃহস্থ যখন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তিনি বিধি পূর্ব্বক পিতৃলোকের পূজা ও তর্পণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দেবগণকে বলি প্রদান করিবেন। তৎপরে বৈশ্বদেব কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়া বৈশ্বদেবাবশিষ্ট অন্ন দ্বারা সমাগত অতিথিদিগকে সমাদরে ভোজন করাইবে। আগন্তুক দিগের স্থিতি অনিত্য এই নিমিত্ত উঁহারা অতিথি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রথমে অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে অন্যান্য লোকের তৃপ্তিসাধন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তি আচার্য্য, পিতা, সখা ও অতিথির নিকট গৃহস্থিত কোন দ্রব্য গোপন করিবে না। সতত তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন ও সকলের অবশেষে ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজপুরোহিত, স্নাতক

ব্রাহ্মণ, গুরু ও শ্বশুর এক বৎসর গৃহে বাস করিলেও প্রতিদিন মধুপর্ক দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে বিশ্বদেবগণের তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত ভূমিতে কুক্কুর, শ্বপচ ও পক্ষিগণকে অন্নাদি প্রদান করা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি অসূয়াবিহীন হইয়া এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে মহর্ষিদিগের বর লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীর নিকট এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অবধি তাঁহার উপদেশানুসারে ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন; অতএব তোমার উহা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তুমি যথানিয়মে ঐ ধর্ম্ম পালন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আলোকদান কিরূপ, কিরূপে উহার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল এবং উহার ফলই বা কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে সুবর্ণমনু সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সুবর্ণ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ ঋষি ছিলেন। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম সুবর্ণ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিল। ঐ স্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষি স্বীয় গুণগ্রাম দ্বারা অনেকানেক সদ্বংশোদ্ভব ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। একদা ঐ মহর্ষি তপোধনাগ্রগণ্য মনুকে অবলোকন করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মহর্ষি মনু তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া সুমেরুপর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত এক রমণীয় শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। ঐ স্থানে তাঁহাদের উভয়ের ব্রহ্মর্ষি দেবদানব ও পুরাণসংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি সুবর্ণ স্বায়ম্ভুব মনুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ পুষ্প, ধূপ ও দীপ দ্বারা দেবতারা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। ঐ প্রণালী কে প্রবর্ত্তিত করিল এবং উহার ফলই বা কি? আপনি লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আমার এই প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।

মনু কহিলেন, তপোধন! আমি এই স্থলে বলিশুক্র সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ভৃগুকুলতিলক শুক্র ত্রিলোকের অধীশ্বর বিরোচননন্দন বলির নিকট গমন করিলে, দানবরাজ অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া তাঁহার সমীপে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! দেবতাদিগকে পুষ্প ও ধূপদীপ দ্বারা অর্চ্চনা করিবার ফল কি? আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

তখন শুক্র কহিলেন, দানবরাজ! প্রথমে তপস্যা তৎপরে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ঐ সময় ওষধি, লতা এবং বহুবিধ বৃক্ষ

উৎপন্ন হইয়াছে। চন্দ্র উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ সমস্ত উদ্ভিজ্জ জাতির মধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহার দর্শনমাত্রেই আন্তরিক প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাই অমৃত। আর যাহার গন্ধে মনের গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহাই বিষ। অমৃতকে মঙ্গল ও বিষকে অমঙ্গল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ওষধির মধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ আছে। যে সমুদায় নিতান্ত উগ্র তেজস্বী, তাহারাই বিষ ও যে সমুদায় সৌম্য তাহারাই অমৃত। বৃক্ষ ও লতার মধ্যে আবার ঐরূপ অমৃত ও বিষ এই দুইটী জাতি আছে। তন্মধ্যে যে বৃক্ষ ও লতার পুষ্প সমুদায় মনকে আহ্লাদিত করে, তাহাই অমৃত। মনকে আহ্লাদিত করে বলিয়াই পুষ্পের নাম সুমনা হইয়াছে। যে মনুষ্য দেবগণকে সুগন্ধি পুষ্প সমুদায় প্রদান করে, দেবগণ তাহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুষ্টিপ্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, উরগ, যক্ষ, মনুষ্য ও পিতৃগণের মাল্য এবং দেবগণের উপভোগ্য ও অনুপভোগ্য ভূমিকর্ষণানন্তর রোপিত, গ্রাম্য ও অযত্নসম্ভূত, বন্য কণ্টকাকীর্ণ ও অকণ্টক বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুষ্পের দুই প্রকার গন্ধ আছে, ইস্ট ও অনিস্ট। তন্মধ্যে ইস্টগন্ধসম্পন্ন পুষ্প দেবগণের প্রীতিকর হইয়া থাকে। যে সমস্ত শ্বেতবর্ণ পুষ্প অকণ্টক বৃক্ষে পুষ্পিত হয়, তৎসমুদায় দেবগণের সবিশেষ প্রীতিপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিস্ট হইয়া থাকে। পদ্মমাল্য সমুদায় গন্ধর্ব্ব, নাগ ও যক্ষগণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। অথর্ব্ববেদ মধ্যে এইরূপ নির্দ্দিস্ট হইয়াছে, শত্রুগণের অনিস্টসাধনোদ্দেশে প্রবৃত্ত আভিচারিক কার্য্যে কটুগন্ধসম্পন্ন কণ্টকাকীর্ণ রক্তপুষ্প এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য, কণ্টকসংযুক্ত, প্রাণিগণের একান্ত অপ্রীতিকর কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প সমুদায় প্রদান করিবে। যে সকল পুষ্প প্রিয়দর্শন ও সুমধুর গন্ধযুক্ত তৎসমুদায় মনুষ্যদিগের ব্যবহার্য্য। বিবাহ ও ক্রীড়া সময়ে শ্মশান ও দেবতায়তনে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদায় কদাচ প্রদান করিবে না। গিরিশৃঙ্গ সমুৎপন্ন সৌম্যদর্শন পুষ্প সমুদায় প্রোক্ষিত করিয়া দেবগণকে প্রদান করা উচিত। দেবগণ পুষ্পের গন্ধ, যক্ষ ও রাক্ষসেরা উহার দর্শন, নাগগণ উহার উপভোগ এবং মনুষ্যেরা উহার গন্ধ, দর্শন ও উপভোগ দ্বারা প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দেবগণকে পুষ্প প্রদান করেন, দেবতারা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতারা মনুষ্যের কার্য্যে প্রীত হইলে তাহার প্রীতি উৎপাদন, সম্মানিত হইলে তাহার সম্মানবর্দ্ধন এবং অবজ্ঞাত হইলে তাহাকে নিঃশেষে বিনাশ করিয়া থাকেন।

অতঃপর আমি ধূপের লক্ষণ ও ধূপদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধূপ তিন প্রকার। নির্য্যাস, সারী ও কৃত্রিম। এই সমুদায় ধূপের গন্ধও ইস্ট ও অনিস্ট হইয়া থাকে। শল্লকীর নির্য্যাস ব্যতিরেকে

অন্যান্য বৃক্ষের নির্য্যাস সমুৎপন্ন ধূপ নির্য্যাস ধূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ ধূপ দেবগণের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এই নির্য্যাস সমুৎপন্ন ধূপ সমুদায়ের মধ্যে গুগ্‌গুলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে সমুদায় কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে সুগন্ধ ধূম উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম সারী ধূপ। সারী ধূপই দেবতাদিগের প্রীতিকর। অগুরু সর্ব্বপ্রকার সারী ধূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শল্লকী ও ঐরূপ বৃক্ষের নির্য্যাসসমুৎপন্ন ধূপ যক্ষ রাক্ষসাদির প্রীতি উৎপাদন করে। সর্জরস ও সুগন্ধি কাষ্ঠাদি দ্বারা যে সমুদায় প্রস্তুত করা যায়, তাহাদের নাম কৃত্রিম ধূপ। ঐরূপ ধূপ দেবতা, মনুষ্য ও দানব প্রভৃতি সকলেরই প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিহারোপযোগী বিবিধ ধূপ আছে। তৎসমুদায় কেবল মনুষ্যেরই ব্যবহার্য্য। পুষ্পপ্রদানে যে প্রকার ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ধূপ দানে সেইরূপ ফল পরিগণিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে যে সময়ে যেরূপে যে প্রকার দীপ সমুদায় প্রদান করিতে হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দীপ ঊর্দ্ধগামী তেজঃপদার্থ; অতএব দীপ দান করিলে মনুষ্যের তেজোবৃদ্ধি ও ঊর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে। অন্ধতামিস্র নরক নিবারণের নিমিত্ত উত্তরায়ণের রজনীতে দীপদান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ তেজস্বী, প্রভাসম্পন্ন ও প্রকাশশালী এবং রাক্ষসগণ অন্ধকার স্বরূপ। অতএব দেবগণের সমগুণসম্পন্ন দীপদান করিয়া তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দীপহরণ ও দীপনির্ব্বাণ পূর্ব্বক অন্ধকার উৎপাদন করা কদাপি বিধেয় নহে। আলোকদান করিলে মনুষ্য উত্তম চক্ষুষ্মান্‌ ও প্রভাযুক্ত হইয়া স্বর্গে দীপমালার ন্যায় প্রকাশিত থাকে, আর যে ব্যক্তি দীপ হরণ করে, সে প্রভাবিহীন অন্ধ হইয়া অনন্তকাল নরকভোগ করে। ঘৃত দ্বারা দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দান করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ঘৃতের অভাবে ওষধিরস দ্বারাও দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দান করা যাইতে পারে। কিন্তু বসা, মেদ ও অস্থিনির্য্যাস দ্বারা দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি আপনার উন্নতি লাভের বাসনা করেন, তিনি প্রতিদিন পর্ব্বত সন্নিধানে বনে, চৈত্য বৃক্ষের মূলে ও চতুষ্পথে দীপদান করিবেন। দীপদাতা মহাত্মারা ইহলোকে কুলপ্রকাশক ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া চরমে চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্‌দিগের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেবতা, যক্ষ, উরগ, মনুষ্য, ভূত ও রাক্ষসগণকে বলি প্রদান করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, অতিথি ও বালকদিগকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান না করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। অতএব প্রযত ও অতন্দ্রিত হইয়া দেবগণকে অন্নের অগ্রভাগ প্রদান ও বলিকর্ম্ম সম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবতা, পিতৃ, যক্ষ, রাক্ষস পন্নগ ও অতিথিগণ গৃহস্থ হইতেই অন্নাদি

লাভের বাসনা করিয়া থাকেন। গৃহস্থ-দিগের প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারাই পিতৃ ও দেব-গণের তৃপ্তিসাধন হয়। উঁহারা পরিতৃপ্ত ও প্রীত হইলেই গৃহস্থদিগের আয়ু যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। দেবগণকে পুষ্পসমন্বিত বলি, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে দধি, দুগ্ধ, রুধির ও মাংস সম্পন্ন সুগন্ধমিশ্রিত বলি, নাগগণকে সুরালাজপিষ্টক, পদ্ম ও উৎপল সম্পন্ন বলি এবং ভূতগণকে গুড় তিল সম্পন্ন বলি প্রদান করিতে হয়। যে ব্যক্তি দেবগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করেন, তিনি বলবীর্য্যসমন্বিত হইয়া উৎ-কৃষ্ট ভোগ লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। অতএব দেবগণকে অন্নাদির অগ্র-ভাগ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গৃহদেবতাগণ গৃহমধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেন। অতএব যে ব্যক্তি আপনার উন্নতি লাভের বাসনা করেন, তিনি প্রতিদিন অন্নাদির অগ্রভাগ দ্বারা গৃহদেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবেন।

হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা শুক্রা-চার্য্য দানবরাজ বলির নিকট এই কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাত্মা মনু সুবর্ণকে, সুবর্ণ নারদকে ও নারদ আমাকে উহা শ্রবণ করাইয়াছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট উহা কীর্ত্তন করিলাম; অতএব তুমি এইরূপ উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে যত্নবান্ হও।

নবনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পুষ্প, ধূপ ও বলি প্রদাতাদিগের যেরূপ ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে গৃহস্থগণ কি নিমিত্ত বলি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা পুনরায় শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভৃগু, অগস্ত্য এবং নরপতি নহুষের কথোপকথন-প্রসঙ্গে যে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, আমি এই উপলক্ষে তাহা কহি-তেছি, শ্রবণ কর। নরপতি নহুষ স্বীয় পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় প্রথমত দৈব ও মানুষ্য ক্রিয়া সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সমিধ্ ও কুশ আহ-রণ করিয়া হোমানুষ্ঠান, অন্ন ও লাজ দ্বারা বলি প্রদান এবং ধূপদীপ দান, ধ্যান, জপ ও শাস্ত্রানুসারে দেবার্চ্চনা প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য-কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে আমি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি বলিয়া তাঁহার মনোমধ্যে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বচরিত ক্রিয়া-কলাপেরও লোপ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি একান্ত গর্ব্বিত হইয়া ঋষিগণকে বাহক করিলেন। ঋষিগণ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার যান বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা মহর্ষি অগস্ত্যের পর্য্যায় সমাগত হইল। ঐ দিন ব্রহ্মবিদগ্র-গণ্য মহাতপাঃ ভৃগু ভগবান্ অগস্ত্যের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! পাপাত্মা নহুষ

আমাদিগের প্রতি যাহার পর নাই অত্যাচার করিতেছে, আমরা কোনরূপেই তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব আপনি উহা নিবারণের উপায় বিধান করুন।

তখন অগস্ত্য কহিলেন, মহর্ষে! দুরাত্মা নহুষ ব্রহ্মার নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি কি রূপে তাহাকে শাপপ্রদান করিতে সমর্থ হইব। ঐ পামর স্বর্গারোহণসময়ে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট 'আমি দৃষ্টিমাত্রে সকলের তেজোহ্রাস করিব' বলিয়া বর গ্রহণ করিয়াছে এবং ভগবান্ ব্রহ্মাও তাহাকে ঐ বর ও তাহার পানার্থ অমৃত প্রদান করিয়াছেন। এই নিমিত্তই কি আপনি কি আমি কি অন্যান্য মহর্ষিগণ আমরা কেহই এ তাবৎকাল তাহাকে দগ্ধ বা নিপাতিত করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, ঐ দুরাত্মা এক্ষণে বরদর্পিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। অতএব অদ্য আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই।

তখন ভৃগু কহিলেন, ভগবন্! আমি নিতান্ত মোহিত হইয়া নহুষকে প্রতিফল প্রদান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। পাপপরায়ণ দুরাত্মা নহুষ আজি আপনাকে রথের বাহক করিবে স্থির করিয়াছে। অতএব আজি আমি আপনার সমক্ষে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই পামরকে ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া পুরন্দরকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। আজি যখন সেই ব্রাহ্মণদ্রোহী পাপাত্মা মত্ততানিবন্ধন আত্মবিনাশের নিমিত্ত আপনাকে পদাঘাত করিবে, সেই সময় আমি রোষাবিষ্ট হইয়া আপনার সমক্ষে 'তুমি সর্প হও' বলিয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিব। এক্ষণে এ বিষয়ে আপনার মত কি, তাহা ব্যক্ত করুন। মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে, ভগবান্ অগস্ত্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে যাহার পর নাই প্রীতিযুক্ত হইলেন।

শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহারাজ নহুষ কিরূপে বিপন্ন ও ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহারাজ নহুষ ইন্দ্রত্ব লাভ পূর্ব্বক প্রথমতঃ বিবিধ দৈব ও লৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি দেবলোক, কি মনুষ্যলোক উভয় লোকেই সদাচারনিরত গৃহমেধী মহাত্মারা উন্নতিলাভে সমর্থ হন। গ্রহদিগের উদ্দেশে ধূপদীপ, সিদ্ধান্নের অগ্রভাগ ও বলি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে দেবগণ প্রীত হইয়া থাকেন। বলিকর্ম্ম সম্পাদন করিলে গৃহীদিগের যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, দেবগণ তাহার শতগুণ অধিক প্রীতি লাভ করেন, সন্দেহ নাই।

এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ মহাত্মারা গ্রহদিগের উদ্দেশে ধূপদীপ প্রদান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতা, পিতৃলোক মহর্ষি ও গৃহদেবতাগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে তাঁহাদিগের প্রীতিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেবরাজ নহুষ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্বর্গলোকে দীপদান, বলিকর্ম্ম ও অন্যান্য নানাবিধ দৈবমানুষক্রিয়া এবং উৎসবসমুদায় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী তিরোহিত হইয়া দুর্ভাগ্যের প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইল। তখন তিনি দেবগণকে পূজোপহার প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলেন। পূর্ব্ববৎ ধূপদীপ ও উদকদান প্রভৃতি কার্য্যে আর আস্থা প্রদর্শন করিলেন না। ঐ সময় রাক্ষসেরা তাঁহার যজ্ঞস্থলে নানাপ্রকার উৎপাত করিতে লাগিল।

অনন্তর একদা মহারাজ নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যকে যানে যোজিত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তপোধন! তুমি লোচনযুগল নিমীলিত কর, আমি তোমার জটামধ্যে প্রবিষ্ট হইব। তখন মহর্ষি অগস্ত্য লোচন নিমীলিত করিয়া স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তপোধনাগ্রগণ্য ভৃগুও নহুষের বিনাশসাধনের নিমিত্ত তাঁহার জটামধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে মহর্ষি অগস্ত্য নহুষকে যানে বহন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেবরাজ! তুমি শীঘ্র আমাকে যানে যোজিত করিয়া অনুমতি কর আমি তোমাকে কোন্ স্থানে লইয়া যাইব? তুমি যেখানে লইয়া যাইতে বলিবে, আমি নিঃসন্দেহই তোমাকে সেই স্থানে উপনীত করিব। তখন সুররাজ নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে যানে যোজিত করিলেন। ঐ সময় অগস্ত্যের জটামধ্যস্থ মহর্ষি ভৃগু তাঁহাকে যানে যোজিত দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং নহুষের দৃষ্টিগোচর হইবেন না বলিয়া জটামধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য নহুষের ব্রহ্মা হইতে বরপ্রাপ্তির বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার এইরূপ অত্যাচার দর্শন করিয়াও ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তখন মহারাজ নহুষ তাঁহার পৃষ্ঠে বারংবার কশাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপিত হইল না। অনন্তর নহুষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বামপাদ দ্বারা অগস্ত্যের মস্তকে আঘাত করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যের মস্তকে জটামধ্যে বাস করিতেছিলেন। তিনি নহুষ কর্ত্তৃক বামপাদ দ্বারা প্রহৃত হইবামাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, রে দুরাচার! তুই রোষপরবশ হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করিলি; অতএব দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন অবিলম্বে ভুজঙ্গদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে গমন কর্।

মহর্ষি ভৃগু এইরূপ অভিসম্পাত করিবা-মাত্র নহুষ সর্পদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে নিপাতিত হইলেন। কিন্তু পূর্ব্বকৃত দান তপ ও অন্যান্য নিয়মপ্রভাবে তাঁহার স্মৃতি ভ্রংশ হইল না। যদি ভৃগু শাপপ্রদানকালে নহুষের দৃষ্টিগোচর হইতেন, তাহা হইলে নহুষের তেজঃপ্রভাবে অভিহত হইয়া তাঁহাকে কদাচ ভূতলে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইতেন না। অনন্তর ভূতলনিপতিত মহারাজ নহুষ আপনার শাপশান্তির নিমিত্ত ভৃগুকে বারংবার অনুনয় করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি অগস্ত্য একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া নহুষের শাপ শান্তি হইবার নিমিত্ত ভৃগুকে অনুরোধ করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু নহুষের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, পৃথিবীতে যুধিষ্ঠির নামে এক কুলপ্রদীপ মহীপাল উৎপন্ন হইবেন। তিনিই নহুষকে এই শাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা ভৃগু এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন মহর্ষি অগস্ত্যও পুরন্দরের হিতসাধন নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া আপনার আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। এ দিকে মহর্ষি ভৃগু নহুষকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুরগণ! নহুষ আমারই বরপ্রভাবে সুররাজ্য অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে সে মহর্ষি ভৃগু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভূতলে গমন করিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির ব্যতিরেকে তাহার এই শাপ মোচন করিয়া দেয়, এমন আর কেহই নাই। অতএব তোমরা অবিলম্বে দেবরাজ্যে ইন্দ্রকে পুনরায় অভিষিক্ত কর। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে পুলকিত মনে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ কহিতেছেন, আমরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। অনন্তর ব্রহ্মা পুরন্দরকে দেবরাজ্যে পুনরায় অভিষিক্ত করিলেন।

ধর্ম্মরাজ! রাজা নহুষ যে তোমা কর্ত্তৃক শাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই। স্বধর্ম্মব্যতিক্রমনিবন্ধন তাঁহার ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। তিনি দীপদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবেই পুনরায় ঐরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি সায়ংকালে বিশুদ্ধচিত্তে দীপদান করিবে। যে ব্যক্তি সায়ংকালে দীপদান করে, সে দেহান্তে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া থাকে এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাহার কান্তিও একান্ত উজ্জ্বল হয়। দীপদান করিলে উহা যত নিমেষ প্রজ্বলিত হয়, দীপদাতা তত বৎসর রূপবান্ ও বলবান্ হইয়া স্বর্গলোকে সুখে কাল হরণ করিয়া থাকে।

একাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে সমুদায় নৃশংস মূঢ় ব্যক্তি ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করে, তাহাদিগের কিরূপ গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে চণ্ডালক্ষত্রিয়সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক ক্ষত্রিয় এক চণ্ডালকে গাত্রলগ্ন দুগ্ধক্ষালণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে নিষাদ! আমি তোমাকে বৃদ্ধদশায় বালকের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তোমার সর্ব্বাঙ্গ কুক্কুর ও গর্দ্দভের ধুলিপটলে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, কিন্তু তুমি আপনার পবিত্রতাসম্পাদনের নিমিত্ত গাত্রলগ্ন গোদুগ্ধ ক্ষালিত করিতেছ। এখন বুঝিলাম, সাধু ব্যক্তিরা এই নিমিত্তই চণ্ডালের কার্য্য গর্হিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

তখন চণ্ডাল কহিল, মহারাজ! আমার গাত্রে ব্রাহ্মণের গাভীর দুগ্ধ লগ্ন হইয়াছে, সেই নিমিত্তই আমি উহা ক্ষালণ করিতেছি। আমার পূর্ব্বজন্মে একদা এক নরপতি এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোধন অপহরণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করিতেছিলেন। ঐ সময় গোসমুদায়ের দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া পথিমধ্যে কতকগুলি সোমলতাতে নিপতিত হয়। তৎপরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঐ সোমলতার রস পান করিয়া ঐ গোধনহর্ত্তা নরপতির যজ্ঞাদি সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠাননিবন্ধন ঐ ভূপতি ও সেই সোমপায়ী ব্রাহ্মণগণ অচিরাৎ নরকে নিপতিত হইলেন এবং রাজার পুত্রপৌত্রাদি সকলেই বিনষ্ট হইল। ঐ যজ্ঞে যে সমুদায় ব্যক্তি সেই অপহৃত গোসমুদায়ের দুগ্ধ দধি ও ঘৃত পান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিরয়গামী হইতে হইল।

যে স্থানে ঐ অপহৃত গোসমুদায়ের দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া সোমলতায় নিপতিত হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেই স্থানে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করাতে আমার ভিক্ষান্ন সমুদায় সেই দুগ্ধে আর্দ্র হইয়াছিল। আমি সেই ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়াই এই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ঐ অপহৃত গাভীর দুগ্ধে সোমলতা আর্দ্র হইয়াছিল বলিয়া সেই অবধি পণ্ডিতেরা সোমরস বিক্রয় করাও নিতান্ত গর্হিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব যাহারা সোমরস ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহারা যমলোক প্রাপ্ত হইয়া রৌরব নরকে নিপতিত হয়। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয় হইয়া সোমরস বিক্রয় করে, তাহাকে নিরয়গামী হইয়া ত্রিশত বার বিষ্ঠাভোজী কীটাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

হে মহারাজ! অভিমানই ব্রহ্মস্বাপহরণের মূল কারণ; অতএব অভিমানের তুল্য উৎকট পাপ আর কিছুই নাই। নীচসেবা, অভিমান ও মিত্রের দারাপহরণ এই তিন পাপ তুলাদণ্ডে ধারণ করিলে অভিমানই গুরুতর পাপ বলিয়া নির্ণীত হয়। পূর্ব্বজন্মে আমার এই সহচর কুক্কুর মনুষ্য ছিল; কেবল অভিমানবশতই কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া এরূপ কৃশ ও কদাকার হইয়াছে। আমি পূর্ব্বজন্মে ধনাঢ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্রেও আমার

বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। আমি অভিমানকে দোষ বলিয়া অবগত ছিলাম না এমন নহে; কিন্তু তথাপি সেই অভিমান নিবন্ধন আমি প্রাণিগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও অভক্ষ্য মাংস ভোজন করিতাম। আমি সেই সমুদায় অসদ্ব্যবহার ও অভক্ষ্য ভক্ষণনিবন্ধন এক্ষণে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। বস্ত্রান্তে অগ্নি সংলগ্ন হইলে যেমন ক্রমশঃ উহা দগ্ধ হয়, তদ্রূপ পাপপ্রভাবে আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। আমার বোধ হয়, যেন ভ্রমরে আমাকে দংশন করিতেছে। আমি সেই যন্ত্রণার নিমিত্ত ক্রোধভরে ধাবমান হইতেছি। গৃহস্থ ব্যক্তিরা বেদাধ্যয়ন ও বিবিধ দান দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ পাপী হইলে নীতসঙ্গ হইয়া আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু আমি অতি পাপ যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং কিরূপে পাপ হইতে মুক্ত হইব, তাহা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিতেছি না। আমি পূর্ব্বকৃত পুণ্যবলে জাতিস্মর হইয়াছি; এই নিমিত্ত আমার শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবার বাসনা হইতেছে। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমি এই চণ্ডালযোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।

তখন ক্ষত্রিয় কহিলেন, নিষাদ! তুমি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমরাঙ্গনে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ক্রব্যাদগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অভিলষিত গতিলাভে সমর্থ হইবে। ইহা ভিন্ন তোমার সদ্গতিলাভের উপায়ান্তর নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় এই কথা কহিলে, চণ্ডাল ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত গতিলাভ করিয়াছিল। অতএব যদি শাশ্বতী গতি লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কি এক প্রকার লোক লাভ করে, না তাহাদের নানাবিধ লোক লাভ হয়, তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মানবগণ বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নানাপ্রকার লোক লাভ করে। তন্মধ্যে পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পুণ্যলোক সমুদায় এবং পাপাত্মা ব্যক্তিরা পাপলোক সমুদায় লাভ করিয়া থাকে। আমি এই উপলক্ষে গৌতমবাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দমগুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, মৃদুস্বভাব, দ্বিজবর গৌতম অটবীমধ্যে মাতৃহীন এক হস্তিশিশুকে অবলোকন করিলেন। ঐ হস্তিশাবক অরণ্যমধ্যে নিতান্ত কষ্টভোগ করিতেছিল। মহর্ষি গৌতম তাহাকে অবলোকন করিবামাত্র একান্ত দয়ার্দ্র হইয়া আশ্রমে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ হস্তিশিশু মহাবলপরাক্রান্ত

মদস্রাবী ও পর্ব্বতাকার হইয়া উঠিলে, একদা দেবরাজ ইন্দ্র নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের রূপ ধারণ করিয়া সেই মত্ত মাতঙ্গকে অপহরণ করিলেন। মহর্ষি গৌতম ধৃতরাষ্ট্রকে সেই মাতঙ্গ অপহরণ করিতে অবলোকন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অকৃতজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! আমি অতি কষ্টে এই মাতঙ্গকে প্রতিপালন করিয়াছি, এ আমার পুত্রস্বরূপ; অতএব তুমি ইহাকে অপহরণ করিও না। তুমি আমার আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত কথোপকথন করাতে আমার সহিত তোমার মিত্রতা জন্মিয়াছে; অতএব এই হস্তী অপহরণ করিয়া মিত্রদ্রোহী হওয়া তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমি আশ্রমে না থাকিলে এই হস্তী আমার আশ্রম রক্ষা এবং কাষ্ঠ ও উদকাদি আহরণ করে। এ অতি বিনীত, কার্য্যকুশল, শিষ্ট, কৃতজ্ঞ ও আমার অত্যন্ত প্রিয়। অতএব ইহাকে অপহরণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! আমি আপনাকে সহস্র গোধন, এক শত দাসী, পঞ্চশত সুবর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য নানাবিধ ধন প্রদান করিতেছি, আপনি তৎসমুদায় লইয়া আমাকে এই হস্তীটী প্রদান করুন। আপনি ব্রাহ্মণ, হস্তী লইয়া আপনার কি হইবে?

গৌতম কহিলেন, রাজন্! গোধন, দাসী, সুবর্ণমুদ্রা ও বিবিধ রত্নে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রভূত ধন গ্রহণ করিবার আবশ্যক কি?

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণদিগের হস্তী রক্ষা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হস্তী দ্বারা ক্ষত্রিয়দিগেরই মহোপকার সাধন হইয়া থাকে। হস্তী আমাদের বাহন। অতএব স্বীয় বাহন অপহরণ করাতে আমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। এক্ষণে আপনি ইহার আশা পরিত্যাগ করুন।

গৌতম কহিলেন, রাজন্! যে যমালয়ে গমন করিয়া পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা আহ্লাদ ও পাপাত্মারা শোকসাগরে নিমগ্ন হয়, তুমি তথায় গমন করিলে আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! কর্ম্ম পরিত্যাগী ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপাত্মা নাস্তিকেরাই যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। আমি যমলোকে গমন করিব না; তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, রাজন্! যমালয়ে সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা বাক্যের ব্যবহার হয় না, যথায় দুর্ব্বল ব্যক্তিরাও বলবান্দিগকে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! যে সকল ব্যক্তিরা মদমত্ত হইয়া পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে, তাহারাই যমলোকে গমন করিয়া থাকে। অতএব আমি তথায় গমন করিব

না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে কুবের পুরীতে ভোগী ব্যক্তিরা প্রবেশ করিয়া থাকে, যথায় গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অপ্সরোগণ নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যাহারা অতিথিসেবাতৎপর ও ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে আশ্রয় প্রদান এবং প্রপমত সামগ্রী সমুদায় বিভাগ পূর্ব্বক আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অর্পণ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং অবশিষ্ট সামগ্রী ভোজন করে, তাহারাই কুবেরলোকে গমন করিয়া থাকে। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! সুমেরু-পর্ব্বতের শিখরদেশে কিন্নরীসঙ্গীতপরি-পূর্ণ, পুষ্পসমাকীর্ণ, সুদীর্ঘ জম্বুবৃক্ষসম্পন্ন যে রমণীয় উপবন বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যে ব্রাহ্মণ-গণ মৃদুস্বভাব, সত্যপরায়ণ, বহুশাস্ত্রপার-দর্শী ও সর্ব্বভূতপ্রিয় এবং যাঁহারা ইতিহাস-পাঠ, পুরাণপাঠ ও ব্রাহ্মণগণকে মধু দান করেন, তাঁহারাই সুমেরুশিখরের উপবনে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে বিবিধ পুষ্পসংযুক্ত কিন্নরগণসমাকীর্ণ নারদের প্রিয় নন্দনবনে নিরন্তর অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব-গণ অবস্থান করিতেছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যে সকল ব্যক্তি যাচ্ঞাপরাঙ্মুখ হইয়া নৃত্যগীতাদির আলোচনা করে, তাহারাই নন্দনবনে গমন করিয়া থাকে। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে উত্তর-কুরুতে মানবগণ দেবতাদিগের সহিত একত্রে আহ্লাদ অনুভব এবং অগ্নি, জল ও পর্ব্বত-সম্ভূত মানবগণ অবস্থান করেন, যথায় দেব-রাজ ইন্দ্র সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, যে স্থানে কামিনীগণ সকলেই স্বেচ্ছাচারিণী, যথায় স্ত্রী পুরুষদিগের মনো-মধ্যে কিছুমাত্র ঈর্ষা নাই; তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যাঁহারা বীতস্পৃহ, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ, দণ্ডবিধান-বিরত ও মমতা পরিশূন্য, যাঁহারা লাভালাভ ও স্তুতিনিন্দা সমান জ্ঞান করেন, এবং যাঁহারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক কোন প্রাণীরই

কিছুমাত্র হিংসা করেন না, তাঁহারাই উত্তর-কুরুতে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না; তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! সোমলোকে যে পুণ্যগন্ধসম্পন্ন, রজোগুণবিহীন, শোকশূন্য স্থান সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে; তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা দানশীল, যাঁহারা অন্যের অর্থ কদাচই প্রতিগ্রহ করেন না; পূজ্য যাচকদিগকে যাঁহাদিগের কিছুমাত্র অদেয় নাই; যাঁহারা অতিথিপ্রিয়, প্রসাদগুণসম্পন্ন, পুণ্যবান্ ও ক্ষমাশীল, যাঁহারা অন্যের প্রতি কখনই কটূক্তি প্রয়োগ করেন না, যাঁহারা সতত প্রাণিগণের রক্ষায় নিরত থাকেন, সোমলোক সেই সমস্ত মহাত্মাদিগেরই সম্যক্ উপযুক্ত। আমি কদাচই সেই লোকে গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! সূর্য্যলোকে যে রজ ও তমোগুণবিহীন শোকশূন্য স্থান সমুদায় রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা স্বাধ্যায়সম্পন্ন, গুরুশুশ্রূষানিরত তপ ও ব্রতপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, আচার্য্যগণের অনুকূলভাষী ও উদ্যোগী এবং যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গুরুর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সমস্ত বেদবিৎ বিশুদ্ধস্বভাব মহাত্মারাই সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি তথায় কদাচই গমন করিব না; আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! বরুণলোকে যে পবিত্রগন্ধসম্পন্ন শোকশূন্য রজোগুণবিহীন নিত্য স্থান সমুদায় বিরাজমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য যাগের অনুষ্ঠান, দশাধিক শতযজ্ঞ আচরণ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তিন বৎসর বেদবিধানানুসারে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান, প্রাণপণে ধর্ম্মভার বহন ও সাধুনির্দ্দিষ্ট পথে অবস্থান করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত মহাত্মাই বরুণলোকে গমন করেন, আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! ইন্দ্রলোকে যে রজোগুণশূন্য শোকবিহীন নিতান্ত দুর্গম সকলের প্রার্থনীয় স্থানসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে; তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা শতবর্ষজীবী, মহাবলপরাক্রান্ত, বেদাধ্যায়ী যাজ্ঞিক ও অপ্রমত্ত, তাঁহারাই ইন্দ্রলোকে

গমন করিয়া থাকেন, আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! স্বর্গে যে শোকশূন্য সকলের প্রার্থনীয় প্রজাপতি-লোকসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যে সমস্ত মহীপাল রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিরত থাকেন এবং যাঁহারা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক অবভৃত স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রজাপতিলোকে গমন করিয়া থাকেন, আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! প্রজাপতি-লোকের উর্দ্ধে যে পবিত্রগন্ধসম্পন্ন রজোগুণবিহীন, শোকশূন্য, নিতান্ত দুর্লভ গোলোকসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যে ব্যক্তি সহস্র গোধনের অধিপতি হইয়া প্রতি বৎসর এক শত, এক শত গোধনের অধিপতি হইয়া প্রতি বৎসর দশ অথবা দশার্দ্ধ বা পাঁচটী গোধনের অধিকারী হইয়া প্রতিবৎসর একটী গোদান করেন; যে সমস্ত তীর্থযাত্রাপরায়ণ মহাত্মা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বৈদিক রীতি নীতি প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহারা প্রভাস, মানস, পুষ্কর, নৈমিষ, বৃহৎসরোবর, বাহুদা, করতোয়া, গঙ্গা, ফল্গু, বিপাশা, কৃষ্ণা, পঞ্চনদ, মহাহ্রদ, গোমতী, কৌশিকী, পম্পা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও যমুনা প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই গোলোক লাভ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হন। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে স্থানে শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, সুখ, দুঃখ, স্নেহ, দ্বেষ, শত্রুতা, মিত্রতা, জরা, মৃত্যু ও পুণ্যপাপের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই, তুমি সেই রজোগুণবিহীন সত্ত্বগুণের আকর অতি পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও আমি তথায় উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা সর্ব্বসঙ্গবিরহিত, অধ্যাত্মযোগনিরত, কৃতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, সেই সমস্ত সাত্ত্বিক মনুষ্যেরা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিয়া এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিব যে, আপনি আমাকে কিছুতেই নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন না।

গৌতম কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! যে স্থানে সামবেদ গীত হইয়া থাকে, যে স্থানে বেদিসমুদায়ে পুণ্ডরীকযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যে স্থানে অশ্বগণসাহায্যে সোমবীথিতে গমন করা যায়, তুমি ব্রহ্মলোকমধ্যে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেও আমি তথায় গমন করিয়া

এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র। তুমি স্বেচ্ছানুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এইরূপে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাক। আমি এতক্ষণ তোমাকে জ্ঞাত হইতে পারি নাই, অতএব আমি সবিশেষ না জানিয়া তোমার প্রতি যে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

তখন ধৃতরাষ্ট্ররূপী ইন্দ্র কহিলেন, হে তপোধন! আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আমি এই হস্তী গ্রহণ করিবার নিমিত্তই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে আমি এই অপরাধনিবন্ধন তোমার নিকট প্রণত হইয়া তোমার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাকে যাহা আদেশ করিবে, আমি অবিচারিত চিত্তে তাহাই অনুষ্ঠান করিব।

তখন গৌতম কহিলেন, পুরন্দর! তুমি এই যে আমার দশমবর্ষবয়স্ক শ্বেতবর্ণ করিশাবকটীকে গ্রহণ করিয়াছ, ইহাকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছি। এক্ষণে আমি এই নির্জ্জনকাননমধ্যে কেবল উহারই সহিত নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকি। এ স্থানে এই হস্তী ব্যতীত আমার আর কেহ সহায় নাই। অতএব তুমি অবিলম্বে ইহাকে প্রত্যর্পণ কর।

ইন্দ্র কহিলেন, তপোধন! দেখ, তোমার কৃতকপুত্র করিশাবক তোমাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তোমারই নিকট গমন ও নাসিকা দ্বারা তোমার চরণদ্বয় আঘ্রাণ করিতেছে। এক্ষণে তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া আমার শুভানুধ্যান কর।

গৌতম কহিলেন, ইন্দ্র! আমি নিরন্তর তোমার শুভচিন্তা ও পূজা করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি তোমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই করিশাবকটীকে পুনরায় গ্রহণ করিলাম। অতএব তুমিও আমার শুভচিন্তা কর।

ইন্দ্র কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে বেদপারগ মহাত্মাদিগের মধ্যে কেবল তোমাকর্ত্তৃকই আমি ছদ্মবেশে পরিজ্ঞাত হইলাম, এই নিমিত্ত আজি তোমার প্রতি আমার যার পর নাই সন্তোষ জন্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি তোমার এই কৃতকপুত্রের সহিত আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর। তুমি চিরকালের নিমিত্ত শুভলোকসমুদায় লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র। এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই হস্তীর সহিত মহর্ষি গৌতমকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিতান্ত দুর্লভ দেবলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই উপাখ্যান শ্রবণ ও অধ্যয়ন করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাত্মা গৌতমের ন্যায় ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি বহুবিধ দান, শান্তি, সত্য, অহিংসা, স্বদারনিরতি ও দানফল যথানিয়মে কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে উৎকৃষ্ট তপস্যা কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মনুষ্য যেরূপ

তপোনুষ্ঠান করে, তদনুরূপ লোক লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহলোকে অনশনের তুল্য উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মভগীরথসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা ভগীরথ দেহান্তে দেবলোক, গোলোক ও ঋষিলোক অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। একদা সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগীরথ! কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি মনুষ্য কঠোর তপোনুষ্ঠান না করিলে কেহই এই লোক লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি কি পুণ্যে এই দুর্লভ লোক লাভ করিলে; তাহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন ভগীরথ কহিলেন, ভগবন্! আমি ব্রহ্মচর্য্যব্রত আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। দশ বার একরাত্রিনিষ্পন্ন ও পঞ্চরাত্রিনিষ্পন্ন যজ্ঞ, একাদশবার একাদশরাত্রিনিষ্পন্ন যজ্ঞ এবং শত বার জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, এক শত বৎসর জাহ্নবীতীরে বাস করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সহস্র অশ্বতরী ও অসংখ্য কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। পুষ্করতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ বার এক লক্ষ অশ্ব ও দুই লক্ষ গাভী এবং সুবর্ণচন্দ্রসমলঙ্কৃত সহস্র ও সুবর্ণাভরণবিভূষিত ষষ্টিসহস্র সুন্দরী কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। গোসব যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দশ অর্ব্বুদ দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু উৎসর্গ করিয়া এক এক ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ ও কাংস্যময় দোহনপাত্রের সহিত দশ দশ ধেনু প্রদান করিয়াছিলাম। সোমযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এক এক ব্রাহ্মণকে দশ দশ সকৃৎপ্রসূতা ধেনু ও শত শত রোহিণী গাভী প্রদান করিয়াছিলাম। ঐ যজ্ঞে আমি শত প্রভূত দুগ্ধবতী ধেনু বিপ্রসাৎ করি। আমি এক এক বার ব্রাহ্মণগণকে বাহ্লীক দেশোদ্ভব, হেমমালাবিভূষিত, শুক্লবর্ণ লক্ষ অশ্ব ও আট কোটি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। প্রভূতদক্ষিণ একটী বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সপ্তদশ কোটি সুবর্ণমালাসমলঙ্কৃত শ্যামকর্ণযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ব, সপ্তদশ সহস্র কাঞ্চনমালাবিভূষিত দীর্ঘদন্ত বৃহৎকায় হস্তী, সুবর্ণালঙ্কারসমলঙ্কৃত দশ সহস্র এবং অলঙ্কৃত অশ্বযুক্ত সপ্তসহস্র রথ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলাম। যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী সুবর্ণহারসম্পন্ন ভূপতিদিগকে পরাজিত করিয়া ব্রাহ্মণ বাক্যে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলাম। সমুদায় ভূপতিকে পরাজয় করিয়া আটটী রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে গঙ্গাস্রোত অপেক্ষাও অধিক দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলাম। এক এক ব্রাহ্মণকে তিন তিন বার নানালঙ্কার বিভূষিত দুই সহস্র অশ্ব এবং শত উৎকৃষ্ট গ্রাম দান করিয়াছিলাম। নিয়তাহার ও বাগ্যত হইয়া সুরধুনী গঙ্গার তীরে দীর্ঘকাল তপস্যায় নিরত ছিলাম। শমীক্ষেপসহকারে বেদিনির্ম্মাণ পূর্ব্বক অসংখ্য যজ্ঞ, নিযুত একাহনিষ্পন্ন

যজ্ঞ এবং ত্রয়োদশ দ্বাদশাহনিষ্পন্ন পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণগণকে অষ্টসহস্র কাঞ্চনশৃঙ্গসম্পন্ন শুক্লবর্ণ বৃষ দান ও তাঁহাদিগের বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলাম। বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি সুবর্ণ, রত্ন, ধনধান্যপরিপূর্ণ সহস্র সহস্র গ্রাম এবং দশ সহস্র সকৃৎপ্রসূতা সবৎসা গাভী প্রদান করিয়াছিলাম। একবার একাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ, দুই বার দ্বাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ ও ষোড়শ বার আর্করিণ যজ্ঞ ও অনেক বার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণগণকে একযোজন বিস্তৃত রত্নবিভূষিত কাঞ্চনপাদপের বন প্রদান করিয়াছিলাম। ক্রোধবিহীন হইয়া ত্রিংশৎ বৎসর পবিত্র পারায়ণব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে নয় শত ধেনু প্রদান করিয়াছিলাম। একদিনও পয়স্বিনী ধেনু ও বৃষ দান করিতে বিরত হই নাই। ত্রিংশৎ অগ্নিচয়ন, আটটী সর্ব্বমেধ, সাতটী নরমেধ ও এক সহস্র অষ্টাদশ বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং সরযূ, বাহুদা, গঙ্গা ও নৈমিষ তীর্থে দশ লক্ষ গোদান করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সমুদায় পুণ্যফলে আমার এই দুর্লভ লোক লাভ হয় নাই। আমি কেবল পরম অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াই এই সুদুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঐ অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উহা গোপনে রাখিয়াছিলেন, তৎপরে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য তপোবলে উহা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত করেন। আমি যখন ঐ নিগূঢ় অনশন ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই সময় সহস্র মহর্ষি ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া প্রীতমনে 'তোমার ব্রহ্মলোক লাভ হউক' বলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি তন্নিবন্ধন এই সুদুর্লভ লোকে আগমন করিয়াছি। এই আমি আপনার নিকট আমার পবিত্র অনশন ব্রতের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে অনশন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা ভগীরথ এইরূপ কহিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন। অতএব সর্ব্বদা অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণিগণের অর্চ্চনা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কি মনুষ্য, কি দেবতা সকলেরই অন্ন বস্ত্র ও গোদান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করা উচিত। অতএব তুমি লোভবিহীন হইয়া অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের উপাসনা কর। ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে কি ইহলোক, কি পরলোক সর্ব্বত্র সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুরুষ শতায়ু ও মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তবে কি নিমিত্ত তাহারা অকালে কাল-

কবলে নিপতিত হয় ? মানবগণ যে দীর্ঘায়ু, অল্পায়ু, ধনবান্ ও যশস্বী হইয়া থাকে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, জপ, হোম, ঔষধ, কর্ম্ম, মন ও বাক্য ইহার মধ্যে কোন্‌টী তাহার মূল কারণ, তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মানবগণ যাহাতে দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু এবং যাহাতে ধনবান্ ও যশস্বী হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ কেবল সদাচারবলেই দীর্ঘায়ু, ধনবান্ ও উভয় লোকে যশস্বী হয়। দুরাচার ব্যক্তিরা কখনই দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। স্বীয় মঙ্গলকামনা করিতে হইলে সদাচারী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সদাচারবলে পাপাত্মা ব্যক্তির পাপও নিরাকৃত হয়। সদাচার ধর্ম্মের এবং সচ্চরিত্র সাধুর প্রধান লক্ষণ। সাধুদিগের আচারই সদাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, মানবগণ তাহাকে দর্শন না করিয়াও তাহার নামমাত্র শ্রবণেই তাহার হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াবর্জ্জিত, বেদপরাঙ্মুখ, শাস্ত্র পরিত্যাগী, অধার্ম্মিক, দুরাচার, ও নিয়মপরিশূন্য এবং যাহারা অসবর্ণ পরস্ত্রীতে নিরত হয়, তাহারা ইহলোকে অল্পায়ু এবং পরলোকে নরকগামী হইয়া থাকে। মনুষ্য সুলক্ষণবিহীন হইয়াও কেবল সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, ঈর্ষাপরিশূন্য, সত্যবাদী, ক্রোধবিহীন ও সরলস্বভাব হইলেই শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি অনর্থক লোষ্ট্রমর্দ্দন, তৃণচ্ছেদন ও দন্তদ্বারা নখচ্ছেদন করে এবং যে সতত অশুচি ও চঞ্চল হয়, সে কখনই দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম্মার্থচিন্তা করিয়া গাত্রোত্থান ও আচমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংকালে বাগ্‌যত হইয়া সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করা কর্ত্তব্য। উদয়, অস্তগমন, গ্রহণ ও মধ্যাহ্ন সময়ে এবং জলমধ্যে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। ঋষিগণ সতত সন্ধ্যোপাসনা করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন। অতএব বাগ্‌যত হইয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনা করা উচিত। যাহারা সন্ধ্যোপাসনায় পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদিগকে শূদ্রানুষ্ঠিত কার্য্যে নিয়োগ করা ধর্ম্মপরায়ণ নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। পরস্ত্রীগমন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পরস্ত্রীগমন অপেক্ষা আয়ুঃক্ষয়কর কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীগমন করে, তাহাকে সেই কামিনীর কলেবরে যাবৎসংখ্যক রোমকূপ থাকে, তাবৎ সংখ্যক বৎসর নরক ভোগ করিতে হয়। কেশবিন্যাস, নেত্রে কজ্জল দান, দন্তধাবন এবং দেবগণের অর্চ্চনা করা পূর্ব্বাহ্নেই কর্ত্তব্য। বিষ্ঠামূত্র দর্শন ও পাদ দ্বারা উহা স্পর্শ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অতি প্রত্যূষে, সায়ংকালে ও মধ্যাহ্ন সময়ে স্থানান্তরে গমন করা বিধেয় নহে। একাকী শূদ্র অথবা অপরিচিত ব্যক্তির সহিত গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ, গাভী, নরপতি, বৃদ্ধ, গর্ভবতী স্ত্রী এবং গুরুভারাক্রান্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে পথ প্রদান করা অবশ্য

কর্ত্তব্য। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে পরিজ্ঞাত বনস্পতি ও চতুষ্পথ সমুদায় প্রদক্ষিণ করা উচিত। প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, মধ্যাহ্নকাল, নিশাকাল ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে চতুষ্পথে গমন করা কদাপি বিধেয় নহে। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ও পাদুকা ব্যবহার করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। পাদোপরি পাদনিধান করা কর্ত্তব্য নহে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী এবং উভয়পক্ষীয় অষ্টমীতে ব্রহ্মচারী হওয়া উচিত। বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তিরস্কার, নিন্দা ও শঠতা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নীচ ব্যক্তি হইতে দান গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। যে বাক্যরূপ শর বদন হইতে নির্গত হইয়া অন্যের মর্ম্মভেদ করে, যদ্দ্বারা আহত হইলে দিবারাত্রি শোকাকুল হইতে হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা কখনই অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিবেন না। পরশু দ্বারা অরণ্য ছিন্ন হইলে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়; কিন্তু দুর্ব্বাক্য দ্বারা অন্যকে বিদ্ধ করিলে তাহা যার পর নাই অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠে। কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র শরীরে বিদ্ধ হইলে অনায়াসেই উৎপাটন করা যায়, কিন্তু বাক্যরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে উহা প্রত্যাহরণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। উহা যাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা যায়, তাহার হৃদয়ভেদী হয়, সন্দেহ নাই। হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, মূর্খ, নিন্দিত, শ্রীহীন, নিঃস্ব ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে পরিহাস করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবনিন্দা, বিদ্বেষপ্রকাশ, অভিমান ও উগ্রতা পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যের প্রতি দণ্ডবিধানে উদ্যত হওয়া বা তাহাকে প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে। পুত্র ও শিষ্যকে শাসন করিবার নিমিত্ত তাড়না করা বিধেয়। ব্রাহ্মণের নিন্দা এবং গণনা পূর্ব্বক নক্ষত্র ও তিথি নিরূপণ করা অনুচিত। মল মূত্র পরিত্যাগ ও পথপর্য্যটনের পর এবং স্বাধ্যায় ও ভোজন কালে পাদ প্রক্ষালণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দ্রব্যের অশুচিভাব অপরিজ্ঞাত, যাহা সলিল প্রক্ষালিত এবং যাহা ব্রাহ্মণের প্রশংসনীয়, দেবগণ এই তিন প্রকার বস্তুকে ব্রাহ্মণগণের ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংযাব, কৃশর, মাংস, শস্কুলী ও পায়স আপনার নিমিত্ত প্রস্তুত করিবে না; ঐ সমস্ত দ্রব্য দেবগণের নিমিত্তই প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি প্রদান, ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। সূর্য্যোদয় হইলে শয্যায় শয়ান থাকিবে না; যদি দৈবাৎ সূর্য্যোদয়ের পরেও শয়ান থাকে তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মাতা, পিতা ও আচার্য্যকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ অব্যবহার্য্য তাহা কখন ব্যবহার করিবে না। যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই ব্যবহার করিবে। পর্ব্বকালে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা উচিত নহে। উত্তরাভিমুখী হইয়া শৌচ-

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা বিধেয়। দন্তধাবন না করিয়া দেবপূজা এবং দেবপূজা না করিয়া গুরু, বৃদ্ধ, ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের নিকট গমন করিবে না। মলিন দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করা উচিত নহে। গর্ভিণী ও ঋতুমতী স্ত্রীকে সম্ভোগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উত্তর ও পশ্চিম দিকে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিবে না। পূর্ব্ব ও দক্ষিণে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া শয়ন করাই শ্রেয়স্কর। ভগ্ন বা জীর্ণ খট্টায় শয়ন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। আলোকে শয্যা পরীক্ষা ও অবক্রভাবে শয়ন করাই কর্ত্তব্য। নাস্তিকের সহিত নিয়মস্থাপন করিয়া কোন কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিবে না। চরণ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিয়া উপবেশন, বিবস্ত্র হইয়া অবগাহন, রাত্রিকালে স্নান, স্নানান্তর গাত্রমর্দ্দন, স্নান না করিয়া অনুলেপনদ্রব্যসেবন, স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্র কম্পন ও প্রতিদিন আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য নহে। স্বয়ং গলদেশ হইতে মাল্য অবতরণ ও উত্তরীয় বস্ত্রের উপর মাল্য ধারণ করিবে না। ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করাও বিধেয় নহে। ক্ষেত্র ও গ্রামের সন্নিধানে পুরীষ পরিত্যাগ এবং সলিলমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করা অতিশয় অকর্ত্তব্য। অন্ন ভোজন করিবার পূর্ব্বে তিন বার আচমন এবং অন্ন ভোজন করিয়া তিন বার জলপান ও দুই বার অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ওষ্ঠ মার্জ্জন করিবে। পূর্ব্বাস্য ও মৌনী হইয়া অন্নের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। ভোজনপাত্রস্থ সমুদায় অন্ন ভোজন না করিয়া কিঞ্চিৎ অবশেষ রক্ষা ও ভোজন করিয়া অগ্নিস্পর্শ করা কর্ত্তব্য। যিনি পূর্ব্বাস্য হইয়া ভোজন করেন তিনি দীর্ঘায়ুঃ, যিনি দক্ষিণাস্য হইয়া ভোজন করেন তিনি যশস্বী, যিনি পশ্চিমাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি ধনবান্ ও যিনি উত্তরাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি সত্যবাদী হন। ভোজনের পর অগ্নিস্পর্শ করিয়া সমস্ত গাত্র, নাভি, পাণিতল ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সলিলপ্রোক্ষিত করিবে। তুষ, ভস্ম, কেশ ও নরাস্থির উপর কদাচ উপবেশন করিবে না। অন্য ব্যক্তির অবস্নাত জল স্পর্শ করা অবিধেয়। শান্তি, হোম ও সাবিত্রীজপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করা বিধেয়। গমন করিতে করিতে কদাচ কোন বস্তু ভোজন করিবে না। দণ্ডায়মান হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। ভস্ম ও গোময়ে মূত্রত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর্দ্রপাদ হইয়া ভোজন করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু উপবেশন বা শয়ন করা কদাপি বিধেয় নহে। যিনি আর্দ্রপাদ হইয়া ভোজন করেন, তিনি শতবর্ষজীবী হন, সন্দেহ নাই। অশুচি হইয়া অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিন তেজঃপদার্থ স্পর্শ এবং সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্র এই তিন তেজঃপদার্থ নিরীক্ষণ করিবে না। আবাসমধ্যে বৃদ্ধ উপস্থিত হইলে যুবক যতক্ষণ না তাঁহার প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া থাকে এবং ঐ উপস্থিত বৃদ্ধের যথোচিত সংবর্দ্ধনা

করিলেই তাঁহার প্রাণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়। অতএব আগন্তুক বৃদ্ধকে অভিবাদন ও স্বহস্তে আসন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি উপবিষ্ট হইলে কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার নিকট অবস্থান ও গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা উচিত। ভগ্ন আসনে উপবেশন, ভগ্ন কাংস্যপাত্র ব্যবহার করা বিধেয় নহে। উত্তরীয় ধারণ না করিয়া ভোজন, নগ্ন হইয়া স্নান বা শয়ন ও অশুচি হইয়া উপবেশন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মস্তকে প্রাণসমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব অশুচি হইয়া কাহারও মস্তক স্পর্শ করিবে না। অন্যের মস্তকে প্রহার ও কেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। করদ্বয় পরস্পর সংহত করিয়া আপনার মস্তক কণ্ডুয়ন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। স্নানকালে নিরন্তর সলিলমধ্যে মস্তক নিমগ্ন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কৃতস্নান হইয়া দেহে তৈল প্রদান করিবে না। তিলমিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করা বিধেয় নহে। অশুচি হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্যাতা উপস্থিত ও পূতিগন্ধ বিস্তীর্ণ হইলে বেদ চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মা যম কহিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট হস্তে বেদ-পাঠ ও শাস্ত্রীয় আলাপ করেন, তাঁহার আয়ু ও বংশ ক্ষয় হইয়া যায়। যে ব্রাহ্মণ অনধ্যায়কালেও মোহবশত বেদ অভ্যাস করেন, তাঁহার বেদাধ্যয়ন বিফল ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া থাকে; অতএব অনধ্যায়ে বেদাধ্যয়ন করা কদাপি বিধেয় নহে। যাহারা সূর্য্য, অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণের অভি-মুখে এবং পথিমধ্যে মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অল্পায়ু হইতে হয়। দিবাভাগে উত্তরাস্য ও রাত্রিযোগে দক্ষিণাস্য হইয়া মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিলে আয়ুক্ষয় হয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও সর্প এই তিন জাতিরই সুতীক্ষ্ণ বিষ আছে, অতএব যিনি দীর্ঘায়ু হইতে বাসনা করিবেন, তিনি ঐ তিন জাতি নিতান্ত কৃশ হইলেও উঁহা-দিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। দৃষ্টিবিষ সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া দৃষ্টি দ্বারা ও ক্ষত্রিয় ক্রুদ্ধ হইয়া তেজঃ দ্বারা মনুষ্যকে দগ্ধ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধ্যান ও দৃষ্টি দ্বারা বংশনাশ করিতে সমর্থ হন; অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক এই তিন জাতির উপাসনা করিবেন। গুরুর সহিত কোন বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করা কর্ত্তব্য নহে। গুরু ক্রুদ্ধ হইলে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করা উচিত। যদি গুরু সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী হন, তথাপি তাঁহাকে অভক্তি করা বিধেয় নহে। যাঁহারা গুরু-নিন্দায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই ক্ষীণায়ু হইতে হয়। বাসগৃহের নিকট অতিথিশালা নির্ম্মাণ, পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট বস্তু নিক্ষেপ করা হিতকামী পুরুষ-দিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সর্ব্বদা শুক্ল-মাল্য ধারণ করাই উচিত। রক্তমাল্য এবং শ্বেতপদ্ম ও কুবলয়ের মাল্য ধারণ করা কখনই বিধেয় নহে। মস্তকে কুঙ্কুম ও বানেয় নামক গন্ধদ্রব্য ধারণ করা উচিত। কাঞ্চননির্ম্মিত মালা ধারণ করা

কখনই দোষাবহ নহে। প্রত্যহ স্নাত ব্যক্তিকে আর্দ্র বর্ণক দান করা আবশ্যক। বিপরীত ভাবে বস্ত্র পরিধান করা বুদ্ধিমান্‌দিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অন্যের পরিহিত ও দশাবিহীন বস্ত্র পরিধান করা কদাপি বিধেয় নহে। শয়ন, চতুষ্পথাদিতে গমন ও দেবপূজার সময় পৃথক পৃথক বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক। চন্দন, প্রিয়ঙ্গু, বিল্ব, তগর ও কেশর দ্বারা গাত্র অনুলিপ্ত করা উচিত। স্নাত, পবিত্র ও অলঙ্কৃত হইয়া অনশনব্রত আশ্রয়, সমুদায় পর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সমকক্ষ ব্যক্তির সহিতও এক পাত্রে ভোজন করা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম। রজস্বলা কর্ত্তৃক সম্পাদিত অন্ন ভোজন ও উদ্ধৃতসার দুগ্ধাদি পান করা কদাপি বিধেয় নহে। যাচক ব্যক্তিদিগকে অন্নাদি প্রদান না করিয়া কদাপি ভোজন করিবে না। অশুচি ব্যক্তির নিকট উপবিষ্ট হইয়া ও সাধু ব্যক্তিদিগকে অবজ্ঞা করিয়া ভোজন করা শাস্ত্রবিহিত নহে। যে সমুদায় দ্রব্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, গোপনে তৎসমুদায় ভক্ষণ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অশ্বত্থ ও বটের ফল, শণশাক এবং উডুম্বর ভোজন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ছাগ, গো ও ময়ূরের মাংস, শুষ্ক মাংস এবং পর্য্যুষিতান্ন ভোজন করা নিতান্ত গর্হিত। দৃষ্ট লবণ এবং রাত্রিযোগে দধি ও শক্তু ভোজন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। বৃথামাংস ভোজন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সমাহিত হইয়া কেবল দিবসে একবার ও রজনীযোগে এক বার ভোজন করা উচিত। বালকের সহিত ভোজন এবং আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। একবস্ত্রধারী, শয়ান ও দণ্ডায়মান হইয়া এবং ভূমিতে খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া কখনই ভোজন করিবে না। শব্দসহকারে ভোজন করা শাস্ত্রসম্মত নহে। মহাত্মারা প্রথমে অতিথিদিগকে অন্ন পান প্রদান করিয়া পরিশেষে ভোজন করিবেন। সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত একপংক্তিতে ভোজন করাই শাস্ত্রসম্মত। সুহৃদ্বর্গকে ভোজ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিলে হলাহল বিষ ভক্ষণ করা হয়। শক্তু ভক্ষণ এবং পানীয়, পায়স, দধি, ঘৃত ও মধু পান করিয়া ঐ সমুদায় দ্রব্যের শেষভাগ অন্যকে প্রদান করা কদাচ বিধেয় নহে। শঙ্কিত মনে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজনান্তে দধিপান নিতান্ত নিষিদ্ধ। ভোজনের পর এক হস্ত দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিয়া সেই জল দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠে অর্পণ করিবে। ভোজনান্তে আচমনের পর মস্তকে হস্ত প্রদান ও সমাহিত চিত্তে অগ্নিস্পর্শ করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য লাভ করা যায়। জল দ্বারা নাভি, করতল ও নাসিকাদি প্রক্ষালন করা বিধেয়; কিন্তু আর্দ্র হস্তে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ ব্রাহ্মতীর্থ, কনিষ্ঠের অগ্রভাগ দেবতীর্থ, এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থল পিতৃতীর্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অন্যের নিন্দাসূচক ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ এবং ক্রোধ উদ্দীপন করা কদাপি বিধেয় নহে। পতিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন ও সংসর্গ

করা দূরে থাক, তাহার মুখাবলোকন করাও অকর্ত্তব্য। দিবাবিহার এবং ঋতুমতী স্ত্রী, কুমারী ও দাসীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত দূষণীয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সমুদায়ের স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থান দ্বারা তিন বার আচমন ও দুই বার ওষ্ঠ মার্জ্জন পূর্ব্বক নাসিকাদি ইন্দ্রিয় স্থান স্পর্শ ও তিন বার অভ্যুক্ষণ করিয়া বেদবিহিত নিয়মানুসারে দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে ব্রাহ্মণের পবিত্র ও হিতকর শৌচবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভোজনের পূর্ব্বে ও ভোজনান্তে এবং অন্যান্য সমুদায় শৌচকার্য্যে ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। নিষ্ঠীবন ও ক্ষুতকার্য্যের পরক্ষণে আচমন করিলেই পবিত্রতা লাভ হয়। বৃদ্ধ, জ্ঞাতি, দরিদ্র ও মিত্রকে স্বীয় আবাসে বাস প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পারাবত, শুক, সারিকা ও তৈলপায়িক ইহারা গৃহে থাকিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। খদ্যোত, গৃধ্র, বনকপোত, উৎক্রোশ ও ভ্রমর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্যক্তিদিগের গোপনীয় বিষয় সমুদায় ব্যক্ত করা বিধেয় নহে। রাজা, বৈদ্য, বালক, বৃদ্ধ, ভৃত্য, বন্ধু, ব্রাহ্মণ, শরণাগত ও স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তির পত্নীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে স্থপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহে বাস করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালে শয়ন, ভোজন ও বিদ্যার আলোচনা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। রাত্রিকালে পিতৃকার্য্য, স্নান ও শক্তুভোজন এবং ভোজনান্তে কেশবিন্যাসাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা একান্ত নিষিদ্ধ। পানভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য অতি উপাদেয় হইলেও তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। রাত্রিকালীন আহার সময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করান কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে আহার করা বিধেয় নহে। নিশাকালেও ভোজনান্তে কেশচ্ছেদন নিতান্ত নিষিদ্ধ। সৎকুলসম্ভূতা সুলক্ষণাক্রান্তা বয়স্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির বিধেয়। বংশরক্ষার্থ পুত্রোৎপাদন করিয়া জ্ঞান ও কুলধর্ম্মশিক্ষার্থ তাহাকে বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট সমর্পণ এবং কন্যা উৎপাদন করিয়া সৎকুলসম্ভূত ধীশক্তিসম্পন্ন পাত্রে প্রদান করিবে। সদ্বংশসম্ভূতা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন ও জীবিকাবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মস্তক নিমজ্জন পূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। জন্মনক্ষত্রে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে যে সময়ে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সেই সময়ে শ্রাদ্ধ করা অবিধেয়। পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া সমাহিত চিত্তে ক্ষৌরকার্য্য সমাধান করা উচিত। গ্লানি করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়; অতএব আপনার বা পরের গ্লানি করা কদাপি বিধেয় নহে। বিকলাঙ্গী, কুমারী, স্বগোত্রা বা মাতামহ-গোত্রসমুৎ-

পান্না, বৃদ্ধা, প্রব্রজিতা, পতিব্রতা, আপনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টবর্ণজা ও অজ্ঞাতকুলা কামিনীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। পিঙ্গলবর্ণা, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা, অঙ্গহীনা, পতিতা এবং অপস্মারী ও শ্বিত্রির কুলে সম্ভূতা কন্যাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। সুলক্ষণাক্রান্তা, প্রিয়দর্শনা, মনোহারিণী কন্যাকে বিবাহ করাই বিধেয়। আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সদৃশ কুলে বিবাহ করাই শাস্ত্রসম্মত। যত্নপূর্ব্বক বহ্নি সংস্থাপন করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণবিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। স্ত্রীলোকের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। পরম যত্নসহকারে ভার্য্যাকে রক্ষা করা উচিত। ঈর্ষা প্রদর্শন আয়ুঃক্ষয়কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্য সতত ঈর্ষা পরিত্যাগে যত্নবান্ হইবে। দিবসে নিদ্রা ও সূর্য্যোদয় হইলে শয়ন আয়ুঃক্ষয়কর হয়, সন্দেহ নাই। প্রত্যূষে শয়ন ও রাত্রিকালে অশুচি হইয়া শয়ন উভয়ই নিষিদ্ধ। পরদারে অনুরাগ প্রদর্শন করা শ্রেয়স্কর নহে। ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধানান্তে স্নান করা বিধেয়। সন্ধ্যাকালে বেদপাঠ, বেদাভ্যাস, ভোজন ও স্নান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তৎকালে কোন বিষয় অনুষ্ঠান না করিয়া প্রযতভাবে অবস্থান করিবে। স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা, দেবগণকে নমস্কার ও গুরুলোকদিগকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। অনিমন্ত্রিত হইয়া কোন স্থলেই গমন করিবে না। যজ্ঞীয় বিধি দর্শন করিবার নিমিত্ত অনাহূত হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিতে পারা যায়; কিন্তু অন্য কোনরূপ অভিসন্ধি থাকিলে অনিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। একাকী দেশান্তরে গমন ও রজনীযোগে ভ্রমণ করা বিধেয় নহে। কোন কার্য্যানুরোধে গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিলে সন্ধ্যা উপস্থিত না হইতেই গৃহে আগমন করিয়া বাস করা কর্ত্তব্য। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের আজ্ঞা অবিচারিত চিত্তে প্রতিপালন করা উচিত। ধনুর্ব্বেদ ও বেদশিক্ষা, হস্তী ও অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ এবং রথচর্য্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতে যত্নবান্ হওয়া ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা শত্রু ভৃত্য ও স্বজনবর্গের নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ এবং যিনি প্রজারঞ্জনপরায়ণ তাঁহাকে কদাচ হীন হইতে হয় না। যুক্তিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র ও চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হওয়া এবং পুরাণ, ইতিহাস, আখ্যায়িকা ও মহাত্মাদিগের জীবন চরিত শ্রবণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋতুমতী ভার্য্যা সম্ভোগ ও তাহাকে আহ্বান করা নিতান্ত গর্হিত। ঋতুস্নান দিবসে রাত্রিকালে স্ত্রী সংসর্গ করিবে। ঋতুস্নানের পরদিবসে ভার্য্যা সম্ভোগ করিলে কন্যা ও তৎপর দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপ পঞ্চমাদি অযুগ্ম দিবসে স্ত্রী সংসর্গ করিলে কন্যা ও ষষ্ঠাদি যুগ্ম দিবসে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞাতি সম্বন্ধী ও মিত্রগণকে সতত সমাদর করিবে। প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে

যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থ এই সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক বৃদ্ধাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে।

হে যুধিষ্ঠির! যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়, আমি তোমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। যাহা অবশিষ্ট রহিল তুমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের মুখে তাহা শ্রবণ করিবে। ফলত আচার প্রভাবেই মনুষ্যের কীর্ত্তি ও আয়ু পরিবর্দ্ধিত হয়। আচার অলক্ষণ সমুদায় দূর করিয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত কার্য্য সমুদায়ের মধ্যে আচারই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আচার হইতেই ধর্ম্ম উদ্ভূত হয় এবং ধর্ম্ম প্রভাবেই আয়ু পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা আয়ুষ্কর ও মঙ্গলজনক। ইহারই প্রভাবে মনুষ্য স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা অনুকম্পা পূর্ব্বক বর্ণ সমুদায়কে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জ্যেষ্ঠভ্রাতার কনিষ্ঠের সহিত ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি ভীমসেনাদির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; অতএব গুরু শিষ্যদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন তোমারও ভীমাদির প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠভ্রাতা অকৃতজ্ঞ হইলে কনিষ্ঠ কখনই তাঁহার বশীভূত হয় না। জ্যেষ্ঠের দীর্ঘদর্শিতা থাকিলে কনিষ্ঠেরও দীর্ঘদর্শিতা লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্ঞানবান্ হইলেও কনিষ্ঠদিগের কার্য্য বিশেষে তাঁহাকে অন্ধ ও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। কনিষ্ঠেরা কুপথগামী হইলে ছলক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করা জ্যেষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রকাশ্যে কনিষ্ঠদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরশ্রীকাতর শত্রুগণ বিবিধ কুমন্ত্রণা দ্বারা তাঁহাদিগের ভেদোৎপাদন করিতে পারে; অতএব সাবধান হইয়া কৌশলক্রমে কনিষ্ঠদিগকে দমন করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল সমুজ্জ্বল থাকে; আবার জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল বিনষ্ট হইয়া যায়। যিনি জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি জ্যেষ্ঠপদবাচ্য ও জ্যেষ্ঠাংশের অধিকারী নহেন। রাজদ্বারে তাঁহার দণ্ড হওয়াই উচিত। যে ব্যক্তি অন্যকে বঞ্চনা করে তাহাকে অশেষ পাপে লিপ্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। বেতসপুষ্পের ন্যায় বঞ্চক ব্যক্তির জন্ম নিতান্ত নিরর্থক। যে কুলে পাপাত্মারা জন্মগ্রহণ করে, সেই কুলের কীর্ত্তি বিলুপ্ত ও অকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কনিষ্ঠ সহোদরগণ কুপথগামী হইলে তাহাদিগকে পৈতৃক ধনের অংশ প্রদান করা জ্যেষ্ঠের কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তাহারা সচ্চরিত্র হইলে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহাদিগকে যৌতুকলব্ধ ধনের অংশ প্রদান করিবেন। জ্যেষ্ঠ যদি

পৈতৃক ধনের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং ধন উপার্জ্জন করেন, তাহা হইলে তিনি সেই স্বোপার্জ্জিত ধন কনিষ্ঠকে প্রদান না করিলে তাঁহাকে পাপভাগী হইতে হয় না। যদি পিতা জীবিত থাকাতে ভ্রাতৃগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পৈতৃকধন বিভাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পিতা তাহাদিগকে সমান অংশে ধন বিভাগ করিয়া দিবেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পাপনিরত দুরাত্মা হইলেও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করা কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রী অথবা কনিষ্ঠ সহোদর দুশ্চরিত্র হইলে, তাহাদিগের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা শ্রেয়ঃসাধনকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আচার্য্য অপেক্ষা উপাধ্যায়ের, উপাধ্যায় অপেক্ষা পিতার এবং পিতা ও সমুদায় পৃথিবী অপেক্ষা জননীর গৌরব দশগুণ অধিক, অতএব জননীর তুল্য গুরু আর কেহই নাই। লোকে এই নিমিত্তই নিয়ত জননীর উপাসনা করিয়া থাকে। পিতার পরলোক লাভ হইলে জ্যেষ্ঠই পিতৃস্বরূপ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে প্রতিপালন করেন; অতএব পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন ও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা কনিষ্ঠদিগের পরম ধর্ম্ম। জনক জননী অচিরস্থায়ী শরীর নির্ম্মাণের হেতুমাত্র। কিন্তু আচার্য্য হইতে অজর ও অমর জ্ঞান লাভ করা যায়। অতএব আচার্য্যকে সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বাল্যকালে স্তন্য দ্বারা দেহের পুষ্টি সম্পাদন করেন তাঁহাকে এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও ভ্রাতৃভার্য্যাকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় এবং ম্লেচ্ছজাতিরাও উপবাস পরায়ণ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির ব্রতাদি নিয়ম প্রতিপালনেরই বিধি বিহিত আছে। কিন্তু উপবাস করিয়া তাঁহাদিগের কি ফল লাভ হইয়া থাকে, এক্ষণে মনুষ্য নিয়মানুষ্ঠান ও পরম পুণ্যজনক সদ্গতি লাভের একমাত্র উপায় উপবাস করিয়া কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিরূপ কার্য্য প্রভাবে সে অধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধার্ম্মিক হয়; কি রূপে তাহার স্বর্গ ও পুণ্য লাভ হইয়া থাকে; উপবাস করিয়া কোন্ বস্তু দান করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ রূপ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা মনুষ্য সুখলাভ করিতে পারে? আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! উপবাস করিলে যে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় তাহা আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে যেমন আমাকে উপবাসবিধি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এইরূপ আমি পূর্ব্বে তপোধন অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত হইয়াছে। তিন রাত্রির অধিক উপবাস করা উঁহা-

দিগের নিতান্ত অনুচিত। উঁহারা দুই রাত্রি ও এক রাত্রি উপবাস করিতে পারেন। বৈশ্য ও শূদ্রের দুই রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত আছে। তিন রাত্রি উপবাস উঁহাদিগের নিতান্ত নিষিদ্ধ। মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও পূর্ণিমাতে একবারমাত্র আহার করিলে ক্ষমা, রূপ ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হয়। সে কদাচ বংশহীন বা দরিদ্র হয় না। দেবপূজায় তাহার অনুরাগ জন্মে এবং সে সতত সংকুল সম্ভূত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া থাকে। যিনি অষ্টমী ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে উপবাস করেন, তিনি নির্ব্যাধি ও বলবীর্য্য সম্পন্ন হন। যিনি অগ্রহায়ণ মাস একাহার করিয়া অতিবাহিত করেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করান তিনি ব্যাধি ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন; তাঁহার সমস্ত বিষয়েই কল্যাণ লাভ হয় এবং তিনি ধনধান্য পরিপূর্ণ ও বলবীর্য্য সম্পন্ন হন। যিনি পৌষ মাস একাহার দ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি সৌভাগ্যশালী, প্রিয়দর্শন ও যশোভাগী হইয়া থাকেন। যিনি একাহার দ্বারা মাঘ মাস অতিক্রম করেন, তিনি সুসমৃদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞাতিগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি ফাল্গুন মাস একাহার দ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি মহিলাগণের নিতান্ত প্রিয় হন এবং মহিলাগণ সতত তাঁহার বশীভূত থাকে। যিনি একাহার করিয়া চৈত্র মাস অতিবাহিত করেন, তিনি সুসমৃদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাহার দ্বারা বৈশাখ মাস অতিক্রম করেন, তিনি জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন। যিনি একাহার করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস অতিবাহিত করেন তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। যিনি একাহার করিয়া আষাঢ় মাস অতিক্রম করেন তিনি ধনধান্যসম্পন্ন ও বহুপুত্র যুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি একাহার করিয়া শ্রাবণ মাস অতিক্রম করেন, তিনি যে দেশে বাস করিয়া থাকেন, সেই দেশেই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন, এবং তাঁহা হইতেই তাঁহার জ্ঞাতিদিগের সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যিনি একাহারী হইয়া ভাদ্র মাস অতিবাহিত করেন, তাঁহার স্থিরলক্ষ্মী লাভ হয়। যিনি একাহারী হইয়া আশ্বিন মাস অতিক্রম করেন, তিনি শুদ্ধিযুক্ত বাহনাঢ্য ও বহুপুত্রসম্পন্ন হইয়া থাকেন। যিনি একাহারী হইয়া কার্ত্তিক মাস অতিক্রম করেন, তিনি শূর, বহুভার্য্যাসম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান্ হন। এই আমি তোমার নিকট মাসোপবাসের বিধি ও ফল কীর্ত্তন করিলাম;

যিনি পক্ষান্তরে অন্ন ভোজন করেন, তিনি গো সম্পন্ন, বহুপুত্র যুক্ত ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশ বৎসর মাসে মাসে তিন রাত্রি উপবাস করেন, তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে গণাধিপত্য লাভ হয়। এক্ষণে আমি যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ করিলাম তাহা দ্বারা বৎসর প্রতিপালন করিবে। যিনি কেবল দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবার মাত্র ভোজন করেন এবং অহিংসা-

নিরত হইয়া হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি ছয় বৎসরে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়; তিনি নৃত্য গীত নিনাদিত, স্ত্রী সহস্র সঙ্কুল অপ্সরোলোকে রজোগুণ শূন্য হইয়া বিহার ও সুবর্ণবর্ণ বিমানে আরোহণ করিতে সমর্থ হন, তাঁহার সহস্র বৎসর ব্রহ্মালোকে বাস হয় এবং ব্রহ্মালোক-বাসকাল অতীত হইলে, তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়া মাহাত্ম্য লাভ করেন। যিনি এক বৎসর কাল একাহারী হইয়া থাকেন, তাঁহার অচিরাৎ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মাহাত্ম্য লাভ করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসানিরত, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংবৎসর কাল ত্রিরাত্রি উপবাসের পর চতুর্থদিবসে আহার করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন। যিনি এক বৎসরকাল পাঁচদিন উপবাসের পর ষষ্ঠদিবসে আহার করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি চক্রবাকবাহিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর বাস করেন। যিনি সংবৎসর কাল সাত দিন উপবাসের পর অষ্টম দিবসে আহার করেন তাঁহার গোমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া পঞ্চশত সহস্র বৎসর বাস করেন। যিনি একবৎসর কাল পক্ষান্তে আহার করেন, তাঁহার ছয় মাস অনশনের তুল্য ফল লাভ হয় এবং তিনি ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া বীণা ও বেণুর মধুর শব্দে প্রতিবোধিত হইয়া থাকেন। যিনি সংবৎসর কাল মাসে মাসে সলিল মাত্র পান করেন তাঁহার বিশ্বজিৎ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণবাহিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া সপ্ততি সহস্র বৎসর বাস করেন। একমাসের অধিককাল উপবাস কাহারও পক্ষে বিহিত হয় নাই। যিনি ব্যাধিরহিত হইয়া অকাতরে এই সমুদায় উপবাস করেন, তাঁহার পদে পদে যজ্ঞ ফল লাভ হয়; তিনি হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া লক্ষ বৎসর বাস করেন এবং বহুসংখ্য অপ্সরা তাঁহার সহিত বিহার করিয়া থাকে। আর যিনি ব্যাধিগ্রস্ত ও কাতর হইয়াও এই সমুদায় উপবাস করেন, তিনি সহস্র হংসসংযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া লক্ষ বৎসর বাস করেন এবং তিনি নিদ্রিত হইলে স্বর্গীয় মহিলাগণ কাঞ্চী ও নূপুর শব্দে তাঁহাকে জাগরিত করে। স্বর্গার্থী ব্যক্তি ইহলোকে ক্ষীণ হইলে বলাধান, ক্ষতাঙ্গ হইলে প্রতীকার বিধান, ব্যাধিত হইলে ঔষধ সেবন, ক্রুদ্ধ হইলে প্রসাদন ও দুঃখিত হইলে অর্থাদি দ্বারা দুঃখাপনোদন প্রীতিকর জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্ত তিনি দেহান্তে দেবলোকে সুবর্ণবর্ণ স্ত্রীশতসমাকীর্ণ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং অলঙ্কৃত

বিশুদ্ধচিত্ত, সুস্থ, সফল-কাম ও পাপহীন হইয়া যার পর নাই সুখ লাভে সমর্থ হন। যিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার গাত্রে যতগুলি রোমকূপ বিদ্যমান থাকে তত সহস্র বৎসর তাঁহার স্বর্গ বাস হয় এবং তিনি তরুণসূর্য্যসঙ্কাশ, বৈদূর্য্যমুক্তাখচিত, বীণামুরজনিনাদিত, পতাকাপরিশোভিত, দিব্যঘণ্টামুখরিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। বেদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র, মাতার তুল্য গুরু, ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম লাভ, অনশন অপেক্ষা তপ, এবং ভূলোক ও দ্যুলোকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পরম পাবন আর কিছুই নাই। দেবগণ উপবাস দ্বারাই স্বর্গ লাভ এবং ঋষিগণ উপবাস করিয়াই পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র একাহারী হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। আর মহর্ষি চ্যবন, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, গৌতম ও ভৃগু এই সমস্ত ক্ষমাশীল মহাত্মারা উপবাস দ্বারাই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা অন্যান্য মহর্ষিগণকে এই উপবাসবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। যিনি অন্যকে এই উপবাসব্রতে দীক্ষিত করেন, তাঁহার কদাচই দুঃখ উপস্থিত হয় না। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি এই মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবর্ত্তিত উপবাসবিধিপাঠ শ্রবণ করে, তাঁহার সমুদায় পাপ নাশ হয়; তাঁহার মনঃ কোন দোষে অভিভূত হয় না, তিনি অনায়াসে পশু পক্ষ্যাদির শব্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং তাঁহার কীর্ত্তি লাভ হয়।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে সকল যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান দরিদ্র ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুঃসাধ্য। যজ্ঞীয় বিবিধ উপকরণ আয়োজন পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা ধনসম্পন্ন গুণবান্ রাজা বা রাজপুত্র ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব এক্ষণে দরিদ্র ব্যক্তিরা যেরূপ নিয়মের অনুষ্ঠান করিলে রাজকৃত যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে, উপবাস দ্বারা যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। যিনি হিংসাপরিশূন্য ও নিত্যহোমানুষ্ঠানে নিরত হইয়া প্রতিদিন দিবসে এক বার রজনীযোগে এক বারমাত্র ভোজন করেন, তদ্ভিন্ন আর কখন কিছুমাত্র আহার করেন না তাঁহার ছয় বৎসরের মধ্যে সিদ্ধি লাভ হয় এবং তিনি তপ্তকাঞ্চন সদৃশ বিমানে আরূঢ় হইয়া নৃত্যগীতসংযুক্ত, দেবাঙ্গনাগণপরিপূর্ণ ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক পদ্মসংখ্যক বৎসর তথায় অবস্থান করেন। যিনি ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, দানশীল, ব্রাহ্মণানুরক্ত, অসূয়াপরিশূন্য ও ধর্ম্মপত্নীনিরত হইয়া ক্রমাগত তিন বৎসর একাহারে অতিবাহিত করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম ও বহুসুবর্ণ যজ্ঞের ফল লাভ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের

প্রীতিসাধন করা হয়। তিনি হংস যুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়া দুই পদ্মপরিমিত বৎসর অপ্সরাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল এক দিন উপবাসের পর দ্বিতীয় দিবসে একাহার করেন ও প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া হুতাশনে আহুতিপ্রদানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দিব্যাঙ্গনাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল দুই দিন উপবেশনের পর তৃতীয় দিবসে এক বারমাত্র আহার ও প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংসময়ূরযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সপ্তর্ষি লোকে গমন করিয়া তিন পদ্মপরিমিত বৎসর অপ্সরাদিগের সহিত অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি একবৎসর কাল তিন দিন উপবাসের পর চতুর্থ দিনে এক বারমাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন; তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাধিষ্ঠিত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক এক কল্প পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের ক্রীড়া সন্দর্শনে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল লোভ পরিশূন্য, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণভক্ত ও হিংসা দ্বেষাদি পাপবিবর্জ্জিত হইয়া চারি দিন উপবাসের পর পঞ্চমদিবসে এক বারমাত্র আহার ও প্রতিদিন অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি সূর্য্যপ্রভা সদৃশ সমুজ্জ্বল, হংসযুক্ত সুবর্ণময় দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া তথায় একপঞ্চাশৎ পদ্ম বৎসর অবস্থান করেন। যে মহর্ষি এক বৎসরকাল ত্রিকালস্নায়ী, ব্রহ্মচারী ও অসূয়াশূন্য হইয়া পাঁচদিন উপবাসের পর ষষ্ঠদিবসে একবার মাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংস ময়ূরযুক্ত, অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল, সুবর্ণময় দিব্যবিমানে আরূঢ় হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় দুই মহাপদ্ম, অষ্টাদশ পদ্ম, এক সহস্র তিনশত কোটি, পঞ্চাশৎ অযুত এবং একশত ভল্লুক চর্ম্মে যে পরিমাণে লোম থাকে তাবৎ সংখ্যক বৎসর বাস করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত একশয্যায় নিদ্রিত ও তাহাদের নূপুর ও মেখলাশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বাগ্যত ব্রহ্মচারী এবং স্রক্, চন্দন ও মধু মাংসাদি পরিত্যাগী হইয়া এক বৎসরকাল ছয় দিন উপবাসের পর সপ্তম দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বহুসুবর্ণক যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবলোক ও ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া অসংখ্য বৎসর তথায় অবস্থান পূর্ব্বক দেবকন্যাগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন। যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল হইয়া এক বৎসরকাল

সাত দিন উপবাসের পর অষ্টমদিবসে আহার ও প্রতিদিন দেবকার্য্যপরায়ণ হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি পদ্মবর্ণ দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিয়া হাবভাবশালিনী নবযৌবনসম্পন্না কামিনীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসর অষ্টাহ উপবাসের পর নবম দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি পুণ্ডরীকসমপ্রভ দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ দিব্যমালাসমলঙ্কৃত রুদ্রলোকবাসিনী অপ্সরাদিগের সহিত রুদ্রলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় এক কল্প এবং এক কোটী এক লক্ষ ও অষ্টাদশ সহস্র বৎসর পরম সুখে বিহার করিতে পারেন। যে ব্যক্তি একবৎসর দশ দিন উপবাসের পর একাদশাহে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি নীল ও রক্তোৎপল সদৃশ স্ফটিকস্তম্ভযুক্ত, বেদিসম্পন্ন, বিচিত্র মণিমালাসমলঙ্কৃত, শঙ্খনিনাদনিনাদিত, হংসসারসযুক্ত দিব্যবিমানে সমারূঢ় হইয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় অর্ব্বুদ বৎসর বাস করিয়া রূপবতী অপ্সরাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি এক বৎসর কাল দশ দিন উপবাসের পর একাদশাহে ঘৃত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন এবং যিনি প্রাণান্তেও পরস্ত্রীগমনের বাসনা ও জনকজননীর হিতার্থেও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও বিমানস্থ দেবদেব মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং তিনি হংসযুক্ত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া রূপলাবণ্যবতী অপ্সরোগণের সহিত রমণীয় রুদ্রলোকে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত অসংখ্য বৎসর পরমসুখে বিহার ও প্রতিদিন ভগবান্ রুদ্রকে নমস্কার করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল একাদশ দিন উপবাসের পর দ্বাদশ দিনে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার সর্ব্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দ্বাদশ আদিত্যসদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্যবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক মণিমুক্তাপ্রবালাদিখচিত, হংসময়ূর চক্রবাকপরিশোভিত, স্ত্রীপুরুষ সমাকীর্ণ ব্রহ্মলোকস্থ দিব্য ধামে গমন করিয়া বহুকাল বাস করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর দ্বাদশ দিন উপবাস করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার দেবদত্ত নামক যজ্ঞ ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাগণসমাকীর্ণ, নানারত্ন-বিভূষিত, সুবর্ণময় দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দিব্যগন্ধযুক্ত পবিত্র বায়ুলোকে গমন করিয়া অসংখ্যকাল ভেরী ও পণব প্রভৃতি বাদিত্রে সমুদায়ের মনোহর ধ্বনি, গন্ধর্ব্বদিগের গান ও অপ্সরোগণের শুশ্রূষা দ্বারা যাহার পর নাই প্রীতিলাভ করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর ত্রয়োদশ দিন উপবাসের পর চতুর্দ্দশ দিবসে ঘৃতভোজন করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের

ফললাভ হয় এবং তিনি অসামান্য রূপ-যৌবনসম্পন্না, দিব্যাভরণভূষিতা, মার্জ্জিত-কেয়ূরধারিণী দেবকন্যাগণের সহিত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সুরলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় অসংখ্যকাল বাস করিয়া দেব-নারীদিগের কলহংস রব সদৃশ কণ্ঠস্বর এবং মেখলা ও নূপুরনিনাদে জাগরিত হন। যে ব্যক্তি এক বৎসর চতুর্দ্দশ দিবস উপবাসের পর পঞ্চদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি দান করেন, তাঁহার সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংস ময়ূরযুক্ত, দিব্যাভরণভূষিত, দেবাঙ্গনাগণে সমাকীর্ণ, একস্তম্ভ, চতুর্দ্বার, সপ্তবেদি সমন্বিত, সহস্র পতাকাসম্পন্ন, সঙ্গীতশব্দমুখরিত, মণিমুক্তাপ্রবালাদিখচিত সেই সুবর্ণময় বিমানে আরূঢ় হইয়া দেব-লোকে গমন পূর্ব্বক সহস্রযুগ তথায় বাস করেন। ঐ স্থানে খড়্গী ও কুঞ্জরগণ তাঁহার বাহন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পঞ্চদশ দিন উপবাসের পর যোড়শদিবসে একবারমাত্র আহার করেন, তাঁহার সোমযজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি চারুদর্শনা সুরকামিনীগণের সহিত চন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক অসংখ্যকাল তাহাদের সহবাস ও দিব্যগন্ধে সমাযুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি যোড়শ দিন উপবাসের পর সপ্ত-দশ দিবসে ঘৃতভোজন ও প্রতিদিন হুতা-শনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, শুক্র ও ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। তথায় দেবকন্যাগণ আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। তিনি তথায় ভূর্ভুব নামে দেবর্ষি ও বিশ্বরূপ সন্দর্শনে সমর্থ হন এবং যত কাল গগন-মণ্ডলে চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান থাকেন, ততকাল সুধাপান করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বিধ রূপধারিণী দিব্যাভরণ-ভূষিত দেবকুমারীদিগের সহিত পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল সপ্তদশদিন উপবাসের পর অষ্টাদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি সিংহ ব্যাঘ্রাদিযুক্ত, মেঘগম্ভীরনিঃস্বন বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্তলোক পরিভ্রমণ এবং অমৃততুল্য সুধা-রস পান করিয়া সহস্র কল্প দেবকন্যাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার গমনকালে দেবকন্যাগণ বাদ্য-ঘোষ নিনাদিত, অলঙ্কার সমুজ্জ্বল রথসমু-দায়ে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল অষ্টা-দশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারও ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্তলোক দর্শন হইয়া থাকে। তিনি গন্ধর্ব্বগণের গীতশব্দে মুখরিত, সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানে আরোহণ করিয়া কেশপাশশূন্য ও দিব্যাম্বরধারী হইয়া অপ্সরোগণ সমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট লোকে গমন পূর্ব্বক দশকোটি বৎসর দেবাঙ্গনাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি মাংস পরিত্যাগী, ব্রহ্মচারী, সর্ব্বভূতহিতৈষী, সত্যবাদী ও ব্রতধারী হইয়া এক বৎসরকাল ঊনবিংশতি দিবস উপবাসের পর সাতদিবস দিবসে ভোজন করেন, তাঁহার অতি সুবি-স্তীর্ণ আদিত্যলোক লাভ হয়। দিব্যমাল্য ও দিব্যানুলেপনধারী গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ

কাঞ্চনময় দিব্য বিমান লইয়া তাঁহার অনুগমন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল বিংশতি দিবস উপবাসের পর একবিংশ দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পরম সুখে দেবাঙ্গনাদিগের সহিত বিহার করিতে করিতে শুক্র, ইন্দ্র, বায়ু ও অশ্বিনীকুমারদিগের লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি হিংসাপরিশূন্য, সত্যবাদী ঈর্ষাবিহীন হইয়া এক বৎসর কাল একবিংশতি দিবস উপবাসের পর দ্বাবিংশ দিবসে একবার ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি কামচারী হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বসুদিগের লোকে গমন করিয়া পরম সুখে সুধাভক্ষণ ও দেবকন্যাদিগের সহিত বিহার করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল দ্বাবিংশ দিবস উপবাসের পর ত্রয়োবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি কামচারী হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত শুক্র ও রুদ্রলোকে গমন করিয়া দেবকন্যাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল ত্রয়োবিংশতি দিবস উপবাসের পর চতুর্ব্বিংশ দিবসে ঘৃত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দিব্য বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য ধারণ পূর্ব্বক অনন্তকাল মহা আহ্লাদে আদিত্যলোকে অবস্থান এবং হংসসংযুক্ত সুবর্ণময় বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অযুত সহস্র দেবকন্যার সহিত পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল চতুর্ব্বিংশতি দিবস উপবাসের পর পঞ্চবিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সুরলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় সহস্র কল্প সুধাপান ও শত শত দেবাঙ্গনার সহবাসে কালাতিপাত করেন এবং তাঁহার গমনকালে দেবকন্যাগণ সিংহ ব্যাঘ্রাদিযুক্ত মেঘগম্ভীরনিঃস্বন কাঞ্চনময় দিব্য রথ আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামিনী হয়। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল পঞ্চবিংশতি দিবস উপবাসের পর ষড়্‌বিংশতি দিবসে একবার মাত্র ভোজন এবং জিতেন্দ্রিয় ও বীতস্পৃহ হইয়া প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি স্ফটিকনির্ম্মিত বিবিধ রত্ন সমলঙ্কৃত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সপ্তমরুৎ ও অষ্ট বসুর লোকে গমন করিয়া দেবপরিমাণের দ্বিসহস্রযুগ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল ষড়্‌বিংশতি দিবস উপবাসের পর সপ্তবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ফল ও দেবলোকে সম্মান লাভ হয়। তিনি দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া তথায় অসংখ্যকাল সুধাভক্ষণ ও মনোহারিণী রমণীগণের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক বৎসরকাল সপ্তবিংশতিদিবস উপবাসের পর অষ্টাবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার সূর্য্যসদৃশ

তেজস্বিতা লাভ হয়। তিনি সূর্য্যসন্নিভ দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক অযুতশত কল্প নিবিড়নিতম্বিনী, দিব্যাভরণভূষিতা, পীনপয়োধরশালিনী কামিনী কুলের সহিত পরম সুখে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ হইয়া এক বৎসর কাল অষ্টাবিংশতি দিবস উপবাসের পর একোনত্রিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার দেবতা ও রাজর্ষিপূজিত বসু, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র, ব্রহ্মা ও অশ্বিনীকুমারদিগের লোক লাভ হয়; তিনি দিব্যশরীরসম্পন্ন ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া সুবর্ণময় বিবিধ রত্নবিভূষিত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিপূর্ণ, চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল একোনত্রিংশৎ দিবস উপবাসের পর ত্রিংশৎ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজ ও অতিমনোহর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সুধারস পান, দিব্যমাল্য ধারণ, দিব্যবস্ত্র পরিধান ও দিব্যগন্ধ অনুলেপন করেন। তাঁহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। নানারূপধারিণী মধুরভাষিণী রুদ্রকন্যা ও দেবর্ষিকন্যাগণ সতত তাঁহার অর্চ্চনা করেন। তিনি অপ্সরাদিগের সহিত পশ্চাদ্ভাগে চন্দ্রসন্নিভ, বামভাগে মেঘসদৃশ, দক্ষিণভাগে রক্ত, অধোভাগে নীল ও ঊর্দ্ধভাগে বিচিত্র বর্ণে সুশোভিত সূর্য্যকান্ত ও বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। জম্বূদ্বীপে বর্ষাকালে আকাশ হইতে যে পরিমাণে জলবিন্দু নিপতিত হয়, তিনি তত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করেন। যে ব্যক্তি দমগুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া এক মাস উপবাসের পর একত্রিংশ দিবসে ভোজন এবং নিয়ত সন্ধ্যোপাসনা ও হুতাশনে আহুতি প্রদানাদি বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান করেন, তিনি দশ বৎসরের পর মহর্ষিত্ব লাভ পূর্ব্বক মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যসদৃশ কান্তিসম্পন্ন হইয়া অমরের ন্যায় অনায়াসে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় সুখসম্ভোগে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দরিদ্র ব্যক্তিরা যেরূপে নিয়মশীল, অপ্রমত্ত, শুচি, বিশুদ্ধবুদ্ধি ও দম্ভদ্রোহশূন্য হইয়া উপবাস দ্বারা যজ্ঞফল ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এ বিষয়ে কোন সংশয় করিও না।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ তীর্থ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই পৃথিবীতে যতগুলি তীর্থ আছে, সকলই ফলপ্রদ। তন্মধ্যে যাহা পরম পবিত্র, আমি অগ্রে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য শাশ্বত সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক অগাধ, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ এবং সত্যরূপ তোয় ও ধৃতিরূপ হ্রদ

সংযুক্ত মানস তীর্থে স্নান করিবে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে অনর্থিত্ব, সরলতা, সত্য, মৃদুতা, অহিংসা, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়দমনশক্তি ও শান্তিগুণ লাভ হয়। যাঁহারা নির্দ্বন্দ্ব, মমতাশূন্য, অহঙ্কারবিহীন ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা দিন পাত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত হন। যিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও অহঙ্কারশূন্য, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ। যাঁহাদিগের মনঃ হইতে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ অপনীত হইয়াছে, যাঁহারা বাহ্য শৌচ ও অশৌচে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সতত স্বধর্ম্মরক্ষণে তৎপর হন, যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও ত্যাগশীল এবং যাঁহাদিগের চরিত্র পরম পবিত্র, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যাঁহার দেহ সলিল দ্বারা ক্ষালিত হয়, তাঁহাকে স্নাত বলিয়া পরিগণিত করা যায় না; যাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদায় নিগৃহীত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ স্নাত ও বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিসম্পন্ন। যাঁহারা অতীত বিষয়ের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, যাঁহারা অর্থ প্রাপ্ত হইলেও তাহা পরিগ্রহ করেন না এবং যাঁহাদিগের বিষয়লাভে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, তাঁহারাই পরম পবিত্র। জ্ঞান, বিষয়নিস্পৃহতা, মনঃপ্রসাদ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পাপে অনাসক্তি ও তীর্থাদিস্নান বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর উভয়ই শুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু ঐ সমুদায়ের মধ্যে জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা পরম শৌচ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানসতীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সলিল দ্বারা স্নানকেই তত্ত্বদর্শীরা প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যিনি ভক্তিযুক্ত, গুণসম্পন্ন ও বিশুদ্ধস্বভাব, তিনিই যথার্থ পবিত্র।

এই আমি শরীরস্থ তীর্থের বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। শরীরস্থ তীর্থ সমুদায় যেমন পবিত্র, সেইরূপ পৃথিবীর স্থানবিশেষ ও নদীবিশেষ পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তীর্থস্থান সমুদায় কীর্ত্তন, তীর্থে স্নান ও তীর্থে পিতৃতর্পণ পাপসমুদায় বিনাশ ও স্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থানসমুদায় পৃথিবী ও সলিলের তেজঃপ্রভাবে এবং সাধুলোকের গমনাগমননিবন্ধন পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যিনি ঐ সমস্ত পার্থিব তীর্থ ও শরীরস্থ তীর্থে স্নান করেন, তাঁহার অবিলম্বেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যেমন ক্রিয়াহীন বল ও বলহীন ক্রিয়া কোন বিষয়ই সিদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ উভয় একত্র মিলিত হইলে সমুদায় বিষয় সিদ্ধ করিতে পারে, তদ্রূপ পার্থিব তীর্থ ও শারীর তীর্থ এই উভয়বিধ তীর্থের সেবা দ্বারাই মনুষ্যের আশু সিদ্ধি লাভ হয়।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সমুদায় উপবাসের মধ্যে যাহার ফল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও অসন্দিগ্ধ, আপনি এক্ষণে তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ স্বয়ম্ভু এই বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছেন, যাহা অনুষ্ঠান করিলে পরম সুখ লাভ হয়,

আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া দিবারাত্র কৃষ্ণের কেশব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন ; তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। যিনি পৌষমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের নারায়ণ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও পরম সিদ্ধি লাভ হয়। যিনি মাঘ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের মাধব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তিনি বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ ও আপনার কুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। যিনি ফাল্গুন মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের গোবিন্দ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল ও সোমলোক লাভ হয়। যিনি চৈত্র মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বিষ্ণু নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল ও দেবলোক লাভ হইয়া থাকে। যিনি বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের মধুসূদন নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল ও সোমলোক লাভ হয়। যিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের ত্রিবিক্রম নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি আষাঢ় মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বামন নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যিনি শ্রাবণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের শ্রীধর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি পঞ্চ যজ্ঞের ফল লাভ ও বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। যিনি ভাদ্রমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের হৃষীকেশ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তাহার সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল ও পবিত্রতা লাভ হয়। যিনি আশ্বিন মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের পদ্মনাভ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। যিনি কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের দামোদর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি সকল যজ্ঞের অতি পবিত্র ফল লাভে সমর্থ হন। যিনি এইরূপে সংবৎসরকাল ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের আরাধনা করেন, তাঁহার জাতিস্মরত্ব ও প্রভূত সুবর্ণ লাভ হয় এবং তিনি অনতিকাল মধ্যে বিষ্ণুভাব পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন। এই দ্বাদশ মাসিক বিষ্ণু পূজা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করান অথবা ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপবাস আর কিছুই নাই।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিজ্ঞান, রূপ, সৌভাগ্য ও প্রিয়তা কিরূপে লাভ হয় এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কামসম্পন্ন হইয়া কি প্রকারেই বা সুখভাগী হইতে পারা যায়? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অগ্রহায়ণ মাসে মূলানক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইলে চান্দ্রব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তৎকালে মূলানক্ষত্র চন্দ্রের চরণ, রোহিণী জঙ্ঘা, অশ্বিনী জঙ্ঘার ঊর্দ্ধভাগ, আষাঢ়া নক্ষত্র দ্বয় ঊরুযুগল, ফল্গুনী গুহ্য, কৃত্তিকা কটি. ভাদ্রপদ নাভি, রেবতী অক্ষিগোলক, ধনিষ্ঠা পৃষ্ঠ, অনুরাধা উদর, বিশাখা নক্ষত্র-দ্বয় বাহুযুগল, হস্তা হস্ত, পুনর্ব্বসু অঙ্গুলী, অশ্লেষা নখ, জ্যেষ্ঠা গ্রীবা, শ্রবণা কর্ণ, পুষ্যা মুখ, স্বাতি দন্ত ও ওষ্ঠ, শতভিষা হাস্য, মঘা নাসিকা, মৃগশিরাঃ চক্ষু, চিত্রা ললাট, ভরণী মস্তক ও আর্দ্রা কেশ নিচয়রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে। পূজা সমাপ্ত হইলে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে ঘৃত প্রদান করা কর্ত্তব্য। যিনি এই চান্দ্রব্রত প্রতিপালন করেন, তিনি সুন্দর জ্ঞানবান্ ও সৌভাগ্যশালী হন এবং পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মানবগণ কি নিমিত্ত বারংবার জন্মপরিগ্রহ করে? কি কার্য্য দ্বারা তাহাদের স্বর্গ ও কি কার্য্য দ্বারা তাহাদের নরক ভোগ হয় এবং তাহারা এই লোষ্ট্রবৎ ক্ষণভঙ্গুর কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিলে কে তাহাদিগের অনুগামী হয়। এই সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

পাণ্ডুবংশাবতংস ধর্ম্মরাজ এইরূপ প্রশ্ন করিবামাত্র মহাত্মা ভীষ্ম আকাশে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বৃহস্পতিকে আগমন করিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন. পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, উদারবুদ্ধি ভগবান্ বৃহস্পতি এই স্থানে আগমন করিতেছেন। তুমি উঁহার নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা কর। উঁহার তুল্য সদ্বক্তা আর কেহই নাই। উনি ভিন্ন অন্যে কখনই ইহার সদুত্তর প্রদানে সমর্থ হইবেন না।

ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে বিশুদ্ধাত্মা ভগবান্ বৃহস্পতি সুরলোক হইতে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তত্রত্য অন্যান্য সভাসদ্গণ তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কোন ধর্ম্ম আপনার অবিদিত নাই; অতএব মনুষ্য পরলোকে গমন করিলে পিতা, মাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রবর্গের মধ্যে .কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সহিত পাপ পুণ্য ভোগ করে এবং মনুষ্য বিনশ্বর দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে গমন করিলে

কেই বা তাহার অনুগামী হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য একাকীই জন্মমরণের বশীভূত হয় এবং একাকীই স্বর্গ নরক ভোগ করিয়া থাকে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, জ্ঞাতি সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের মধ্যে কেহই মৃত ব্যক্তির সহিত সুখ দুঃখ ভোগ করে না। মৃত ব্যক্তির পরিবারগণ কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল রোদন করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করে, ঐ সময় একমাত্র ধর্ম্মই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপরায়ণ হইলে স্বর্গ ও অধর্ম্মাক্রান্ত হইলে নরক ভোগ করিতে হয়। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ন্যায়ানুগত অর্থ দ্বারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। ধর্ম্মই পরলোকে মনুষ্যের একমাত্র সহায় হইয়া থাকে। অনেকানেক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষী অথবা লোভ, মোহ দয়া বা ভয়ের বশীভূত হইয়া অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু তাহা কোনরূপেই বিধেয় নহে। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনটী জীবনের ফলস্বরূপ। অতএব ধর্ম্মানুসারে ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার মুখে ধর্ম্মযুক্ত হিতকর বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে মৃতদেহ চক্ষুর অগোচর হইলে, ধর্ম্ম কিরূপে তাহার অনুসরণ করে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; আপনি ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতিঃ, মনঃ, যম, বুদ্ধি ও আত্মা ইঁহারা সমুদায় প্রাণীর ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ। জীব ত্বক্, অস্থি, মাংস, শুক্র ও শোণিতনির্ম্মিত দেহকে পরিত্যাগ করিলে উহারাও উহাকে পরিত্যাগ করে। তখন ধর্ম্ম উহাদের সহিত অলক্ষিত ভাবে জীবের অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। জীব পরলোকে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিলে তখন পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় উহার শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদায় দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ হন, তাঁহারা উভয় লোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্ম যেরূপে জীবাত্মার অনুগমন করেন, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যেরূপে রেত উৎপন্ন হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি ও মনঃ শরীরস্থ এই সমুদায় ইন্দ্রিয় অন্নাদি ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে রেত উৎপন্ন হয়। স্ত্রীপুরুষের সহযোগসময়ে ঐ রেত প্রভাবেই গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার মুখে গর্ভের উৎপত্তি শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সূক্ষ্ম জীব কি প্রকারে

রেতঃসম্ভূত স্থূল দেহের সহিত সাহাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! জীব রেতোমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তত্রত্য পঞ্চ ভূত উহাকে আবরণ করে, তন্নিবন্ধনই উহার পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত তাদাত্ম্য লাভ হয়। জীব ঐ পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়াই ইহলোকে বর্ত্তমান থাকে, আর উহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই পরলোকে গমন করে। কর্ম্মপ্রভাবে ঐ পরলোক হইতে পুনরায় তাহাকে ইহলোকে আগমন পূর্ব্বক পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিগ্রহ করিতে হয়। তখন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় তাহার শুভাশুভ কার্য্য দর্শন করিতে থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! জীবাত্মা পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কোন্ স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে প্রথমে রেতঃ আশ্রয় করিয়া পরিশেষে স্ত্রীদিগের গর্ভকোষে প্রবেশ পূর্ব্বক যথাকালে ইহলোকে সমাগত ও পরলোকগত হয়। এইরূপে মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে বারংবার সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া যমদূতদিগের প্রহার ও বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। সমুদায় প্রাণীকেই জন্মাবধি স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি জন্মাবধি যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সতত সুখভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি নিরন্তর অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে দেহান্তে যমলোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে। ইতিহাস, পুরাণ ও বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, যমলোকে দেবতাদিগের বাসোপযোগী স্থানের ন্যায় অতি পবিত্র স্থান এবং তির্য্যক্‌-যোনিদিগের বাসোপযোগী স্থান অপেক্ষাও অপবিত্র স্থান সমুদায় বিদ্যমান আছে। যাঁহারা ইহলোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে তথায় নিয়ত সুখভোগ এবং যাহারা ইহলোকে অধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে তথায় নিয়ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

এক্ষণে মানবগণ যে যে কর্ম্ম দ্বারা যে যে প্রকার দুর্গতি লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াও মোহপ্রযুক্ত পতিত ব্যক্তির নিকট দানগ্রহণ করেন, তিনি দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ পঞ্চদশবর্ষ খরযোনি তৎপরে তিন বৎসর গোযোনি, তৎপরে তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষস যোনি লাভ করিয়া পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণ যোনি প্রাপ্ত হন। যে ব্রাহ্মণ পতিত ব্যক্তির যাজনক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনি দেহান্তে প্রথমত পঞ্চদশ বৎসর কৃমিযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর গর্দ্দভযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শূকরযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর কুক্কুরযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শৃগালযোনি ও তৎপরে একবৎসর কুক্কুরযোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ

করেন। যে শিষ্য উপাধ্যায়ের অনিষ্টসাধন করে, সে দেহত্যাগের পর প্রথমে কুক্কুর তৎপরে রাক্ষস ও তৎপরে গর্দ্দভযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে পাপাত্মা মনে মনেও গুরুপত্নীহরণের চিন্তা করে, সে সেই অপধ্যচিন্তানিবন্ধন দেহত্যাগের পর প্রথম তিন বৎসর কুক্কুর ও এক বৎসর কৃমিযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে উপাধ্যায় কোন কারণব্যতীত পুত্রতুল্য প্রিয় শিষ্যকে প্রহার করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই হিংস্রযোনি লাভ হয়। যে পুত্র পিতামাতার অপমান করে, দেহান্তে তাহাকে দশ বৎসর গর্দ্দভ ও এক বৎসর কুম্ভীরযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। যে পুত্র পিতামাতার অনিষ্ঠসাধন করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রোধান্বিত করে, সে দেহান্তে প্রথমত দশ মাস গর্দ্দভ পরে চতুর্দ্দশ মাস কুক্কুর ও তৎপরে সাত মাস বিড়ালযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। পিতামাতাকে তিরস্কার করিলে দেহান্তে সারিকাযোনি এবং তাঁহাদিগকে তাড়না করিলে দেহান্তে প্রথমত দশ বৎসর কচ্ছপ তৎপরে তিন বৎসর শল্লকী ও তৎপরে ছয় মাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণানন্তর পরিশেষে মানবযোনি লাভ হয়। যে ব্যক্তি রাজভৃত্য হইয়া রাজার অসন্তোষকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই মোহান্ধ ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমত দশ বৎসর বানর, পরে পাঁচ বৎসর মূষিক ও তৎপরে ছয় মাস কুক্কুরযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অর্পিত ধন অপহরণ করে, তাহাকে দেহান্তে ক্রমে ক্রমে শত যোনি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনি লাভ করিয়া পঞ্চদশ বৎসর পরে স্বীয় পাপের ধ্বংস হইলে পুনরায় মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি মানবলীলা সংবরণের পর খঞ্জন পক্ষী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমত আট বৎসর মৎস্য, তৎপরে চারি মাস মৃগ, পরে একবৎসর ছাগ ও তৎপরে কিয়ৎকাল কীটযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনি লাভ করে। যে ব্যক্তি ধান্য, যব, তিল, মাস, কুলত্থ, সর্ষপ, ছোলক, কলায়, মুদ্গ, গোধূম ও অতসী প্রভৃতি শস্য অপহরণ করে, তাহার দেহান্তে প্রথমত মূষিকযোনি লাভ হয়। তৎপরে সে মৃগ হইয়া কিছুকালের পর প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বৎসর জীবিত থাকিয়া দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি পরস্ত্রী অপহরণ করে, তাহাকে ক্রমে ক্রমে বৃক, শৃগাল, কুক্কুর, গৃধ্র, সর্প, কঙ্ক ও বকযোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহিত হইয়া ভ্রাতৃপত্নীর সহিত সংসর্গ করে,

তাহাকে এক বৎসরকাল পুংস্কোকিল হইয়া থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি বন্ধুপত্নী, গুরুপত্নী বা রাজপত্নী অপহরণ করে, তাহাকে প্রথমত পাঁচ বৎসর শূকর, পরে দশ বৎসর বৃক, তৎপরে পাঁচ বৎসর বিড়াল, তৎপরে দশ বৎসর কুক্কুট, তিন মাস পিপীলিকা ও এক মাস কীটযোনিতে পরিভ্রমণের পর কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। পরিশেষে সে ঐ যোনিতে চতুর্দ্দশ মাস অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে দেহত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত বিবাহ, যজ্ঞ বা দানকার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়, সে কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া পুনরায় মানবদেহ ধারণ করে। যে ব্যক্তি প্রথমত এক পাত্রে কন্যাদান করিয়া পুনরায় সেই কন্যাকে অন্য পাত্রে দান করিতে অভিলাষ করে, তাহাকে দেহান্তে কৃমিযোনি লাভ করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাপভোগ করিতে হয়। পরে পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে। যে ব্যক্তি দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য সম্পাদন না করিয়া ভোজন করে, দেহান্তে তাহাকে কাকযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া এক শত বৎসর জীবিত থাকিতে হয়। তৎপরে সে কিয়ৎকাল কুক্কুটযোনি ও এক মাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করে, তাহার দেহান্তে দুই বৎসর বকযোনিতে অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণী গমন করিলে তাহাকে প্রথমতঃ কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, পরে সে সেই কৃমিযোনি হইতে মুক্ত হইয়া শূকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত ও কালকবলে নিপতিত হয় এবং পরিশেষে কিয়ৎকাল কুক্কুরযোনিতে অবস্থান পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণীর গর্ভে অপত্যোৎপাদন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই দেহান্তে মূষিকরূপে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি যমালয়ে গমন করিলে, যমদূতেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দণ্ড, মুদ্গর, শূল, অগ্নিকুণ্ড, খড়্গ, উত্তপ্ত বালুকা ও কণ্টকযুক্ত শাল্মলী প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশকর বস্তু দ্বারা তাহাকে ঘোরতর যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক নিপাতিত করে। তখন সে প্রথমতঃ কৃমিযোনি পরিগ্রহ পূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া বারংবার গর্ভগত ও তন্মধ্যে বিনষ্ট হয়। কৃতঘ্ন এইরূপে বহুবিধ গর্ভযন্ত্রণা ভোগের পর তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে এবং ঐ যোনিতে বহুকাল দুঃখভোগ করিয়া পরিশেষে কূর্ম্মযোনি প্রাপ্ত হয়। দধি হরণ করিলে বক, অসংস্কৃত মৎস্য হরণ করিলে বানর, মধু হরণ করিলে দংশ, ফলমূল ও পিষ্টক হরণ করিলে পিপীলিকা, রাজমাষ হরণ করিলে হলগোলক নামক কীট, পায়স হরণ করিলে তিত্তিরি পক্ষী, পিষ্টক হরণ করিলে উলূক, লৌহ হরণ করিলে বায়স, কাংস্যপাত্র হরণ

করিলে হারীত, রৌপ্য অপহরণ করিলে কপোত, সুবর্ণপাত্র অপহরণ করিলে কৃমি, ধৌত কৌষেয় বস্ত্র অপহরণ করিলে কুকর পক্ষী, কৌষেয় বস্ত্র হরণ করিলে কর্ত্তক পক্ষী, বিবিধ বস্ত্র অপহরণ করিলে শুক, পট্টবস্ত্র অপহরণ করিলে হংস, কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রৌঞ্চ, ক্ষৌম ও মেষলোমজ বস্ত্র অপহরণ করিলে শশ, বর্ণক অপহরণ করিলে ময়ূর ও রক্তবস্ত্র অপহরণ করিলে চকোরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি লোভপরায়ণ হইয়া গন্ধদ্রব্য অপহরণ করে, সে ছুছুন্দরি যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চদশ বর্ষ জীবিত থাকিয়া পাপক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ অপহরণ করিলে বকযোনি ও তৈল অপহরণ করিলে তৈলপায়িক যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। যে নরাধম সশস্ত্র হইয়া অর্থলাভ বা বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত অশস্ত্র পুরুষকে বিনাশ করে, সে দেহান্তে খরযোনি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর পরে শস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃগযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ মৃগযোনিতে তাহাকে প্রতিনিয়ত প্রাণভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইতে হয়। তৎপরে এক বৎসর অতীত হইলে সে শস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়া মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চতুর্থ মাসে জালিকদিগের জালে বদ্ধ ও নিহত হইয়া থাকে। তদনন্তর তাহাকে ব্যাঘ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দশ বৎসর ও দ্বীপিযোনিতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিতে হয়। এইরূপে বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ দ্বারা অধর্ম্ম ক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে। স্ত্রীহত্যাকারী নরাধমকে দেহান্তে যমলোকে গমন পূর্ব্বক বহুতর ক্লেশভোগ ও বিংশতিপ্রকার নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ঐ যোনিতে বিংশতি বৎসর নরক ভোগ দ্বারা পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভোজন দ্রব্য অপহারী ব্যক্তি দেহান্তে মক্ষিকা যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বহুদিন মক্ষিকাদিগের সহিত বাস করিয়া পাপক্ষয়ান্তে পুনরায় মানুষযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ধান্য অপহরণ করিলে পরজন্মে অতিশয় লোমশ হইতে হয়। যে ব্যক্তি তিলকল্ক মিশ্রিত ভোজনদ্রব্য অপহরণ করে, সে সেই অপহৃত দ্রব্য পরিমিতাকার মূষিক হইয়া জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিদিন মানবগণকে দংশন করে এবং বহুদিনের পর পাপ ক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। ঘৃত অপহরণ করিলে দাত্যূহযোনিতে, মৎস্য অপহরণ করিলে কাকযোনিতে, লবণ অপহরণ করিলে দণ্ডকাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ন্যস্ত ধন অপহরণ করে সে দেহান্তে মৎস্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই মৎস্যযোনিতে কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় মানবযোনি লাভ করিয়া নিতান্ত অল্পায়ুঃ হয়।

মানবগণ এইরূপে বিবিধ পাপানুষ্ঠান করিয়া বিবিধ তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা লোভ মোহ প্রযুক্ত

পাপানুষ্ঠান করিয়া ব্রতাদি দ্বারা তাহা নিরাকরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিরন্তর সুখ-দুঃখ যুক্ত ও ব্যাধিত হইয়া কালযাপন এবং দেহান্তে লোভমোহপরায়ণ, পাপশীল ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে সকল মহাত্মা জন্মাবধি পাপকর্ম্মে যথোচিত ঘৃণাপ্রদর্শন করেন, তাঁহারা রোগশূন্য, ধনবান্ ও রূপসম্পন্ন হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরাও পূর্ব্বোক্তরূপ পাপে আসক্ত হইলে উহাদিগকে পূর্ব্বোক্তপ্রকার যোনিপরিগ্রহ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কয়েকটী পাপ কর্ম্মের দোষ কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর তুমি কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য পাপকর্ম্মের দোষ সবিস্তরে শ্রবণ করিবে। পূর্ব্বে আমি সুরর্ষিগণের সমীপে ব্রহ্মার মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি জিজ্ঞাসা করাতে সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। তুমি আমার এই সমস্ত বাক্য অনুধাবন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি অধর্ম্মের ফল সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মের ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব লোকে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও কিরূপে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে এবং কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদিলাভে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাহারা সর্ব্বদা বুদ্ধিপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অধর্ম্মের বশীভূত হয়, তাহারা নিরয়গামী হইয়া থাকে, আর যাঁহারা অজ্ঞানবশত অধর্ম্মাচরণ করিয়া পরিশেষে মনঃসংযম পূর্ব্বক অনুতাপিত হন, তাঁহাদিগকে কখনই স্বীয় দুষ্কৃতের ফল ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তির মনঃ যে পরিমাণে স্বীয় দুষ্কৃতের নিন্দা করে, সে সেই পরিমাণে অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বীয় দুষ্কৃত ব্যক্ত করে, অবিলম্বেই তাহার অধর্ম্মকৃত অপবাদ তিরোহিত হইয়া যায়। মনুষ্য সম্যক্ রূপে স্বীয় অধর্ম্ম ব্যক্ত করিলে নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি মোহবশত পাপানুষ্ঠান করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু দান করে, তাহার পরলোকে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়।

এক্ষণে মনুষ্য পাপাচরণ করিয়াও যে যে বস্তু দান করিলে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্ন দান সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব সরল হৃদয়ে অন্নদান করা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্ন মানবগণের প্রাণস্বরূপ; অন্ন হইতেই প্রাণিগণ সমুদ্ভূত হয় এবং অন্নেই সমুদায় লোক প্রতিষ্ঠিত থাকে, সুতরাং অন্নদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। দেবতা, পিতৃ ও মানবগণ অন্নদানেরই ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। মহা-

রাজ রন্তিদেব অন্নদান করিয়াই স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। অতএব প্রহৃষ্টমনে স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণকে ন্যায়লব্ধ অন্ন প্রদান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে সহস্র ব্রাহ্মণকে অন্ন ভোজন করান, তাঁহাকে কখনই তির্য্যগ্‌-যোনি লাভ করিতে হয় না। পাপনিরত ব্যক্তিও দশ সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে অধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষালব্ধ অন্ন দান করিলে নিশ্চয়ই ইহলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হন। যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মস্বগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণকে ভুজবলার্জ্জিত অন্ন প্রদান করেন, তাঁহাকে কখনই পূর্ব্বকৃত অধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। যে বৈশ্য কৃষিলব্ধ দ্রব্য ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ব্রাহ্মণসাৎ করে, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। আর যে শূদ্র প্রাণপণে ভারবহনাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করে, তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি হিংসাবিহীন হইয়া পরিশ্রম দ্বারা অন্ন উপার্জ্জন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করে, সে কখনই দুঃখে অভিভূত হয় না। মনুষ্য ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি নিরন্তর অন্নদান করে, সে সৎপথাবলম্বী, বলশালী ও নিষ্পাপ হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরাই দানশীল ব্যক্তিদিগের পথ অবলম্বন করেন। অন্নদাতাকে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সনাতন ধর্ম্ম অন্নদাতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা সৎপাত্রে দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্নই লোকের পরম গতি। অন্নদান করিলে কখনই মনুষ্যকে নিরয়গামী হইতে হয় না। গৃহস্থ প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিবেন। অন্নদান দ্বারা দিবসকে সফল করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্ম, ন্যায় ও ইতিহাসবেত্তা সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, তাঁহাকে কখনই সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, তিনি নিশ্চয়ই পরলোকে অশেষ সুখভোগ এবং পরজন্মে রূপবান্‌, কীর্ত্তিমান্‌ ও ধনবান্‌ হইয়া পরমসুখে কাল হরণ করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় ধর্ম্ম ও দানের মূলস্বরূপ অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্‌! অহিংসা, বেদোক্তকার্য্য, ধ্যান, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই কয়েকটির মধ্যে কোন্‌টি মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃসাধন হইয়া থাকে?

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য শ্রেয়ঃসাধনোপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অহিংসাই

পুরুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমার্থসাধন বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভকে দোষের আকর জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহিংসা ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অহিংসক প্রাণিগণকে আপনার সুখোদ্দেশে নিহত করে, সে দেহান্তে কখনই সুখলাভে সমর্থ হয় না। যিনি সকল প্রাণীকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া কাহাকেও প্রহার বা কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, তিনি দেহান্তে পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সকলকেই আপনার ন্যায় সুখভোগাভিলাষী ও দুঃখভোগে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিয়া সকলের প্রতি তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন হন, দেবগণও সেই মহাপুরুষের গতি নির্দ্দেশে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। ফলত যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহা কদাচ অন্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিবে না। এই আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের সংক্ষেপ লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই মতের বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন, তাঁহার অধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। প্রত্যাখ্যান, দান, সুখদুঃখ, প্রিয়কার্য্য ও অপ্রিয়কার্য্য এই কয়েকটি হইতে যে সন্তোষ ও অসন্তোষ উৎপন্ন হয়, মনুষ্য তাহা আত্ম-পর্য্যালোচনা দ্বারা সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হইবে। মনুষ্য হিংসা করিলেই হিংসিত ও প্রতিপালন করিলেই প্রতি-পালিত হইয়া থাকে; অতএব হিংসা না করিয়া সকলের প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য। যিনি কেবল লোকের প্রতিপালনেই নিরত থাকেন, তিনি সাধূপদিষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় জীবলোকের প্রমাণস্থল হইয়া থাকেন। সুরগুরু বৃহস্পতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সুরাচার্য্য প্রস্থান করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শয়ান শান্তনুতনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ বেদপ্রমাণানুসারে অহিংসা ধর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিয়া কিরূপে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কোন জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ, মনোমধ্যে তদ্বিষয়ের আন্দোলন ও অন্যকে তদ্বিষয়ে উপ-দেশ প্রদান না করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ব্রহ্মবাদীরা এই কারণে অহিংসা ধর্ম্মকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ চারিটির মধ্যে অন্যতরের অভাব উপ-স্থিত হইলে অহিংসা ধর্ম্ম আর আস্পদলাভে সমর্থ হয় না। চতুষ্পাদ জন্তু যেমন এক পদের অভাব উপস্থিত হইলে ক্ষণকালও দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই অহিংসা ধর্ম্মের একাংশ হীন হইলে ইহার স্থায়িতার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। যেমন হস্তীর পদচিহ্নে অন্যান্য জন্তুর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই অহিংসা ধর্ম্মে অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় সম্পূর্ণ রূপে

সমাবিষ্ট হয়। মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিলে তাহাকে তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণি হিংসায় প্রবৃত্ত হন না এবং কদাপি মাংস ভক্ষণ করেন না, তিনি বিমুক্ত হইয়া থাকেন। মাংসভক্ষণাভিলাষ, মাংসভক্ষণে উপদেশ প্রদান ও মাংসভক্ষণ দ্বারা হিংসাজনিত পাপ জন্মে, এই নিমিত্ত তপঃপরায়ণ মনীষিগণ কদাপি মাংসাহার করেন না। এক্ষণে মাংসভক্ষণেরই দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি মোহপ্রভাবে পুত্রমাংসসদৃশ মাংস ভক্ষণ করে, সে অতি নীচাশয় বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীপুরুষের সংযোগ যেমন সন্তানোৎপত্তির অদ্বিতীয় কারণ, সেইরূপ হিংসাই বহুবিধ পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন জিহ্বাই রসজ্ঞানের কারণ, সেইরূপ মাংসের আস্বাদনই মাংসানুরাগের হেতু বলিয়া অভিহিত হয়। পাকের তারতম্যানুসারে মাংস মনুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করে। যাহাদিগের মাংসে অতিশয় আসক্তি জন্মে, মাংসভক্ষণে তাহাদের যেরূপ আমোদ হয়, ভেরী মৃদঙ্গ ও তন্ত্রী শ্রবণে কখনই তাদৃশ আমোদ হয় না। মাংসাভিলাষী ব্যক্তিরা মাংসের যেরূপ প্রশংসা করে, তাহা অন্যের অচিন্তিত অসংকল্পিত ও অনির্দ্দিষ্ট, সন্দেহ নাই। ফলতঃ মাংসের প্রশংসাও দোষাবহ। পূর্ব্বে অনেকানেক মহাত্মা আপনার মাংস প্রদান পূর্ব্বক অন্যের দেহ রক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট অহিংসা ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ইতিপূর্ব্বে বারংবার অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোকের উদ্দেশে বিবিধ মাংসপ্রদান করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু হিংসা না করিলে মাংস লাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং শ্রাদ্ধে কিরূপে মাংস প্রদান করা যাইতে পারে? এক্ষণে এই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মে আমার অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি ঐ সংশয় ছেদন এবং মাংস ভক্ষণ করিলে কি দোষ, ভক্ষণ না করিলে কি গুণ, আর ভক্ষণার্থ স্বয়ং পশুবিনাশ, অন্য কর্ত্তৃক নিহত পশুর মাংসভোজন, অন্যের ভোজনার্থ বিনাশ ও ক্রয় করিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মাংস ভক্ষণ না করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সমুদায় মহাত্মা রূপবান, অবিকলাঙ্গ, দীর্ঘায়ু, বলশালী ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ কহিয়াছেন, যতব্রত হইয়া প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, মধুমাংস পরিত্যাগ করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে।

সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বালখিল্য ও মরীচিপ মহর্ষিগণ মাংস পরিত্যাগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশুহিংসা ও মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে সর্ব্বভূতের মিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি মাংসভোজন না করে, সে সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, সর্ব্বজন্তুর বিশ্বাসপাত্র ও সাধুদিগের সম্মানভাজন হয়। তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত ক্লেশভোগ করিতে হয়। ভগবান্ বৃহস্পতি কহিয়াছেন, লোকে মাংসভোজনে বিরত হইলে অনায়াসে দাতা, যজ্ঞশীল ও তপস্বী হইতে পারে। যে ব্যক্তি শত বৎসর প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাঁহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি মধুপান ও মাংসভোজনে বিরত হয়, সে অনায়াসে যজ্ঞানুষ্ঠান দান ও তপশ্চরণ করিতে পারে। মনুষ্য প্রথমে মাংসভোজন করিয়া পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করিলে যেরূপ ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে, বেদাধ্যয়ন ও সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার সেরূপ ধর্ম্ম লাভের সম্ভাবনা নাই। যাহার মাংসের আস্বাদগ্রহ হইয়াছে, তাহার পক্ষে মাংসপরিত্যাগরূপ পবিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান নিতান্ত দুষ্কর। যে মহাত্মা মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় প্রাণীকে অভয় প্রদান করেন, তাঁহাকে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সন্দেহ নাই। মনীষিগণ এইরূপ অহিংসারূপ পরম ধর্ম্মেরই নিয়ত প্রশংসা করিয়া থাকেন। মনুষ্যমাত্রেরই আত্মপ্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যখন সিদ্ধিলাভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদিগেরও মৃত্যুভয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন মাংসোপজীবী দুরাত্মগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত অজ্ঞ জন্তুগণ যে মৃত্যু হইতে ভীত হইবে, তাহার বিচিত্র [illegible] মাংস ভোজন পরিত্যাগ ধর্ম্ম, স্বর্গ ও [illegible] মূলীভূত কারণ; অতএব অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট তপস্যা ও [illegible]রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাণীবধ ভিন্ন তৃণ কাষ্ঠ বা প্রস্তর প্রভৃতি হইতে মাংসলাভের সম্ভাবনা নাই, এই নিমিত্ত মাংসভোজন নিতান্ত দূষণীয় হইয়াছে। স্বধা, স্বাহা ও অমৃতভোজী দেবগণ সর্ব্বদা সত্য ও সরলতা আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা কদাচ হিংসায় প্রবৃত্ত হন না। যাহারা রসনাকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে রজোগুণের আধার রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি মাংস ভোজন পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাকে কোন কালেই দুর্গম অরণ্য, দুর্গ বা চত্বরে অথবা উদ্যতশস্ত্র ব্যক্তি, বা সর্পপ্রভৃতি হিংস্রজন্তুর নিকট ভীত হইতে হয় না। তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের শরণ্য, বিশ্বাসপাত্র ও শান্তিজনক হইয়া নিরুদ্বেগে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। যদি ইহলোকে কেহই মাংসভোজী না হয়, তাহা হইলে পশুহত্যা এক কালে তিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকেরা

কেবল মাংসভোজীর নিমিত্তই জীবহত্যা করিয়া থাকে। যদি মাংসাশী ব্যক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঘাতকেরা কখনই হত্যারূপ পাপকার্য্যে নিরত হয় না। যাহারা হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করে, তাহাদিগের আয়ুঃ ক্ষয় হয়; অতএব মাংসভোজন পরিত্যাগ করা হিতকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। হিংস্রজন্তুসদৃশ উদ্বেগজনক মাংসাশীগণ পরলোকে কিছুতেই পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না। লোভ, বুদ্ধিমোহ, বলবীর্য্য লাভ অথবা পাপাত্মাদিগের সংসর্গবশতঃ মনুষ্যদিগের পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। যে ব্যক্তি পর মাংস দ্বারা স্বীয় মাংস পরিবর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সকল জন্মেই উদ্বিগ্নচিত্তে কালহরণ করিতে হয়। যতব্রত মহর্ষিগণ মাংস পরিত্যাগকেই যশঃ, আয়ু ও স্বর্গ লাভের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে আমি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট মাংস ভোজনের যে সমুদায় দোষ শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত বা অন্য কর্ত্তৃক নিপাতিত প্রাণিগণের মাংস ভোজন করে, তাহাকে হত্যাকারী ব্যক্তির তুল্য ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোনজন্তুকে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংসভোজন করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। পণ্ডিতেরা এইরূপে তিনপ্রকার হত্যা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং মাংসভোজনে বিরত হইয়াও অন্যকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা করে, তাহাকেও বধভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলত যিনি মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ ও প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ হন, তিনি দীর্ঘায়ু, রোগবিহীন ও সর্ব্বভূতের অধৃষ্য হইয়া, পরম সুখে কালহরণ করিতে পারেন। মাংসভক্ষণ না করিলে হিরণ্যদান, গোদান ও ভূমিদান অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মলাভ হয়। যে ব্যক্তি বিধিবিবর্জ্জিত অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অনুমত্যনুসারে প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করেন, তাঁহার অতি অল্পমাত্র দোষ জন্মে। পশুঘাতক অন্যের ভোজনার্থ পশুহিংসা করিলে তাহাকে যাদৃশ ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয়; ভোক্তাকে তাদৃশ পাপভাগী হইতে হয় না। যে মাংসাশী দেবপূজা বা যজ্ঞাদির ব্যপদেশে পশুবিনাশ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। প্রথমত মাংসভোজনে নিরত থাকিয়া পরিণামে তাহা পরিত্যাগ করিলে বিপুল ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। যাহারা হত্যা করিবার নিমিত্ত পশু আহরণ, পশুবিনাশে অনুমতি প্রদান, স্বয়ং বিনাশ, ক্রয়, বিক্রয়, পাক ও ভোজন করে, তাহারা সকলেই ঘাতকের তুল্য পাতকে লিপ্ত হয়।

এক্ষণে অন্য এক ঋষিগণসমাদৃত বেদসম্মত পুরাতন প্রমাণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কেবল গৃহীদিগের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু

মোক্ষার্থীদিগের পক্ষে কখনই উহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। মহাত্মা মনু কহিয়াছেন যে, যে মাংস মন্ত্রপূত ও প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃযজ্ঞাদিতে প্রদান করা যায়, তাহাই পবিত্র ও ভক্ষ্য এবং তদ্ব্যতীত সমুদায় মাংসই বৃথামাংস ও অভক্ষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাক্ষসের ন্যায় বৃথামাংস ভক্ষণ করিলে কখনই স্বর্গ বা যশোলাভ হয় না। অতএব অনুষ্ঠানবিহীন অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি আপনার ইষ্টকামনা করে, মাংসভক্ষণে বিরত হওয়াই তাহার শ্রেয়ঃ। পূর্ব্বকালে যাজ্ঞিকগণ পুণ্যলোকলাভে অভিলাষী হইয়া ব্রীহিসমুদায়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ সময় একদা ঋষিগণ মাংসভক্ষণবিষয়ে সংশয়াবিষ্ট হইয়া চেদিরাজ বসুর নিকট গমন পূর্ব্বক মাংস অভক্ষ্য কি না, এই প্রশ্ন করিলে তিনি অভক্ষ্য মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধজন্য তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরাতলে আগমন এবং ধরাতলে আগমন পূর্ব্বক পুনরায় মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে পাতালতলে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ একেবারে আরণ্য পশুসমুদায় প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অদ্যাপি দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে আরণ্য পশুর মাংস প্রদান করিবার পূর্ব্বে উহা প্রোক্ষিত করিতে হয় না।

মাংস ভক্ষণ না করিলে সমুদায় সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার মতে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ এক শত বৎসর ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করে, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাহার তুল্য ফললাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে মধু ও মাংস পরিত্যাগ করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি বর্ষাকালীন চারিমাস মাংস পরিত্যাগ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ু, কীর্ত্তি বল ও যশঃ লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমুদায় কার্ত্তিক মাস মাংস ভোজন না করেন, তাঁহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা সমুদায় কার্ত্তিক মাস বা কার্ত্তিক মাসের একপক্ষ মাংস ভক্ষণে নিবৃত্ত ও হিংসায় বিরত হয়, তাহারা পরিণামে ব্রহ্মলোকে স্থানলাভ করে। পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী মহাত্মা নাভাগ, অম্বরীষ, গয়, আয়ু, অনরণ্য, দিলীপ, রঘু, পুরু, কার্ত্তবীর্য্য, অনিরুদ্ধ, নহুষ, যযাতি, নৃগ, বিশ্বক্সেন, শশবিন্দু, যুবনাশ্ব, শিবি, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র, শ্যনচিত্র, সোমক, বৃক, রৈবত, রন্তিদেব, বসু, সৃঞ্জয়, কৃপ, ভরত, দুষ্মন্ত, করূষ, রাম, অলর্ক, নল, বিরূপাশ্ব, নিমি, জনক, ঐল, পৃথু, বীরসেন, ইক্ষ্বাকু, শম্ভু, শ্বেত, সগর, অজ, ধুন্ধু, সুবাহু, হর্য্যশ্ব ও ক্ষুপ প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদায় কার্ত্তিক মাস ও কেহ কেহ ঐ মাসের শুক্লপক্ষে মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে। তাঁহারা সহস্র কামিনী ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া

পরম সুখে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতে-ছেন। যে মহাত্মারা এই অতি উৎকৃষ্ট অহিংসাধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অনায়াসেই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যে সকল মহাত্মা আজন্ম মধু-মাংস ও মদ্য পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই মুনি বলিয়া পরিগণিত হন। যাঁহারা এই অহিংসা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, শ্রবণ, অধ্যয়ন বা অন্যের কর্ণগোচর করেন, তাঁহারা দুরাচার হইলেও তাঁহাদিগকে নিরয়গামী হইতে হয় না। তাঁহাদিগের সমুদায় পাপ বিনাশ ও জ্ঞাতি মধ্যে প্রাধান্য লাভ হয়। এই অহিংসা ধর্ম্ম প্রভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি বিপদ্ হইতে উদ্ধৃত, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত, রোগী রোগশূন্য এবং দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে। যাহারা এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কখনই তির্য্যক্-যোনি লাভ করিতে হয় না; প্রত্যুত তাহা-দিগের বিপুল অর্থ ও কীর্ত্তিলাভ হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষিকথিত মাংসভক্ষণ ও মাংস পরিত্যাগের ফল কীর্ত্তন করিলাম।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহ-লোকে মাংসলোলুপ নৃশংসেরা রাক্ষসের ন্যায় মাংসেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে*; বিবিধ অপূপ, শাক ও খণ্ডপ্রভৃতি নানাপ্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রতি তাদৃশ প্রীতিপ্রদর্শন করে না। তাহাদিগের তাদৃশ ভাব দর্শনে আমার মনঃ মোহে অভি-ভূত হইতেছে। এক্ষণে আমার বোধ হয় যে, মাংস অপেক্ষা সুস্বাদু বস্তু আর কিছুই নাই। অতএব আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক মাংস ভক্ষণ ও অভক্ষণের দোষ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মাংস অপেক্ষা যে সুস্বাদু দ্রব্য আর কিছুই নাই, এ কথা নিতান্ত অলীক নহে। স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, কৃশ, স্ত্রীসম্ভোগপরায়ণ ও পথগমনক্লেশে ক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মাংস পুষ্টিকর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মাংস ভক্ষণ করিলে অচি-রাৎ বল ও পুষ্টি লাভ হইয়া থাকে। মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য আর কিছুই নাই; কিন্তু মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে অনেক উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়। যে ব্যক্তি অন্যের মাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাশয় নিষ্ঠুর আর নাই। এই জীবলোকে জন্তু-গণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই, অতএব মনুষ্য আপনার ন্যায় অন্যের প্রিয় প্রাণ সংহার করিতে কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না। শুক্র হইতেই মাংস উৎপন্ন হয়, অতএব উহা ভক্ষণ করা নির্ঘৃণের কর্ম্ম। মাংস ভক্ষণ করিলে সমধিক পাপ ও মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে বিপুল পুণ্য লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি বেদবিধানানুসারে মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কিছুমাত্র দোষ জন্মে না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পশু সকল যজ্ঞের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব সেই যজ্ঞব্যতীত অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে

পশুহিংসা করিলে রাক্ষসবৎ ব্যবহার করা হয়।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়দিগের পশুহিংসাবিষয়ে যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় পরাক্রমোপার্জ্জিত মাংস ভক্ষণ করিলে তাহাদিগকে কদাচ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদায় আরণ্য মৃগকে প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত মৃগয়া নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মৃগয়াশীল ব্যক্তি প্রাণপণেই মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়; হয় মৃগেরা আমাকে বিনাশ করুক, না হয় আমি উহাদিগকে সংহার করিব, মৃগয়াকারী মনুষ্যের অন্তঃকরণে এইরূপ ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে। এই কারণে মৃগয়া দোষাবহ ও পাপজনক নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ অপেক্ষা ইহলোকে ও পরলোকে উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি দয়াবান্, তাহার কদাচ ভয় উপস্থিত হয় না। দয়াবান্দিগের ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকই আয়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব মহাত্মারা সতত অহিংসাত্মক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন। যে মহাত্মা দয়াপরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন, সমস্ত প্রাণী হইতে তাঁহার আর কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। প্রাণিগণ সেই অভয়দাতা ক্ষত, স্খলিত বা আহত হউন সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। হিংস্র জন্তু, রাক্ষস বা পিশাচেরাও তাঁহাকে বিনাশ করে না। যিনি অন্যের বিপদে সাহায্য করেন, তাঁহার বিপদ্ উপস্থিত হইলে অন্যে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রাণদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান কখন হয় নাই হইবেও না। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। মৃত্যু সকল প্রাণিরই অপ্রীতিকর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইয়া থাকে। প্রাণিগণ এই সংসার মধ্যে জন্ম ও জরাজনিত দুঃখে নিরন্তর ক্লিষ্ট হয়, পরিশেষে আবার মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যার পর নাই যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা মাংসাহারনিরত, তাহারা প্রথমত কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিয়া পরিশেষে বারংবার তির্য্যক্ জাতির গর্ভে অবস্থান পূর্ব্বক ক্ষার, অম্ল ও কটুরস এবং মূত্র, শ্লেষ্মা ও পুরীষ দ্বারা সিক্ত ও ক্লিষ্ট হয়। তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্যের বশীভূত এবং পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ও পতিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে বারংবার অন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইতে হয়। পৃথিবীতে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই; অতএব সমুদায় প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান্ হওয়া সকলেরই উচিত। যিনি যাবজ্জীবন কোন পশুর মাংস ভোজন করেন না, স্বর্গে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ স্থান লাভ হইয়া থাকে। যে দুরাত্মারা জীবিতপ্রিয় পশুগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে সেই সমস্ত নিহত পশু কর্ত্তৃক

আবার ভক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা পশু বিনাশ করে, পরজন্মে তাহারা অগ্রে এবং যাহারা সেই বিনষ্ট পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই পশু-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহাকে পরজন্মে অন্য কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট ও যে অন্যের প্রতি দ্বেষপ্রকাশ করে, তাহাকে তৎকর্ত্তৃক দ্বিষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই অবস্থাতেই সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলত অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপঃ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য ও পরম জ্ঞান। অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞে দান ও সমস্ত তীর্থ স্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুদানের ফলও অহিংসার ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। অহিংসক ব্যক্তিরা সকলের পিতা মাতা স্বরূপ। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সামান্যত অহিংসার ফল কীর্ত্তন করিলাম; ইহার সমগ্র ফল শত বৎসরেও বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করা যে নিতান্ত দুষ্কর, তাহা আপনার অবিদিত নাই। ইহলোকে কি ধনবান্, কি নির্দ্ধন, কি পুণ্যবান্, কি পাপাত্মা সকলেরই মৃত্যু হইতে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব আপনি উহার কারণ এবং সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে কিরূপ গতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি বেদব্যাস-কীটসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তনচ্ছলে ইহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একদা সর্ব্বজন্তুর ভাষাভিজ্ঞ ও গতিজ্ঞ বেদবেত্তা বেদব্যাস কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কীটকে শকটমার্গে ধাবমান হইতে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কীট! তোমাকে নিতান্ত ভীত ও ত্বরান্বিত দেখিতেছি; অতএব তুমি স্বীয় ভয়ের কারণ আমার নিকট ব্যক্ত কর।

তখন কীট কহিল, ভগবন্! ঐ অদূরবর্ত্তী শকটের যেরূপ ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং শকটবাহী বৃষগণ সারথির কশাঘাতে তাড়িত হইয়া যেরূপ ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, মাদৃশ ক্ষুদ্র কীট কখনই উহা শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। আমি ঐ শব্দ শ্রবণে নিতান্ত আকুলিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি, ইহলোকে সমুদায় প্রাণীরই জীবন সুদুর্লভ এবং মৃত্যু নিতান্ত দুঃখজনক। এই নিমিত্ত মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

কীট এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কীট! তুমি যখন তীর্য্যক্‌যোনিতে জন্ম

গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার সুখলাভের প্রত্যাশা কি? তুমি রূপরসাদি বিষয় সমুদায়ের সম্যক্ রূপে আস্বাদগ্রহ করিতে সমর্থ হও না, সুতরাং আমার মতে তোমার মরণই শ্রেয়স্কর।

তখন কীট কহিল, ভগবন্! জীবমাত্রেই ইহলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত আমি এই নিকৃষ্ট জন্মেও সুখলাভের প্রত্যাশা করিয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছি। কি মনুষ্য, কি তির্য্যক্‌যোনিগত প্রাণিগণ সকলেই জন্মাবধি পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ভোগের অধিকারী হয়। পূর্ব্বজন্মে আমি এক বিপুল ধনশালী শূদ্র ছিলাম। ঐ জন্মে আমি সতত ব্রাহ্মণের দ্বেষ করিতাম। আমার তুল্য নৃশংস কদর্য্যস্বভাব, বৃদ্ধিজীবী, দুর্ম্মুখ, ছলগ্রাহী, হিংসাপরতন্ত্র, বঞ্চক ও পরস্বাপহারী প্রায় কেহই ছিল না। আমি ভৃত্য ও অতিথিদিগকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং স্বাদু বস্তু ভোজন করিতাম। অর্থলালসানিবন্ধন দেবপূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কখন অন্নদান করি নাই। যাহারা ভীত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইত, আমি তাহাদিগকে পরিত্রাণ না করিয়া অকারণে পরিত্যাগ করিতাম। লোকের ধনধান্য, উৎকৃষ্ট স্ত্রী, যান ও বস্ত্র প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেই আমার অসূয়া উপস্থিত হইত। আমি কদাপি অন্যের সুখ বা ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতাম না। সর্ব্বদাই আত্মকামনা পরিপূর্ণ এবং অন্যের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। এক্ষণে আমাকে সেই পূর্ব্বকৃত নৃশংস ব্যবহার সমুদায় স্মরণ করিয়া যার পর নাই অনুতাপ করিতে হইতেছে। আমি এইরূপে পূর্ব্বজন্মে সৎকার্য্যের ফল পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া কদাচ কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই। কেবল বৃদ্ধা জননীর সেবা ও এক দিন এক কুলশীলসম্পন্ন অতিথি আমার গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার যথোচিত সৎকার করিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত অদ্যাপি জন্মান্তরীণ কার্য্য সমুদায় আমার স্মৃতিপথে রহিয়াছে। এক্ষণে আমি সৎকর্ম্ম দ্বারা পুনরায় সুখলাভের বাসনা করিতেছি; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সময়োচিত হিতোপদেশ প্রদান করুন।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

তখন মহর্ষি বেদব্যাস সেই কীটকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কীট! তুমি তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিয়াও কেবল আমার দর্শনলাভনিবন্ধনই একবারে মুগ্ধ হইতেছ না। আমি তপোবলে দর্শনমাত্রেই সকলকে পরিত্রাণ করিতে পারি। তপোবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবল আর কিছুই নাই। আমি তপোবলে বিলক্ষণ অবগত হইতেছি যে, তুমি স্বীয় পূর্ব্বকৃত পাপপ্রভাবে কীটত্ব লাভ করিয়াছ। যদি তুমি এক্ষণে ধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুনরায় ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। কি দেবতা, কি তির্য্যক্‌যোনি, কি মনুষ্য সকলকেই এই কর্ম্মভূমিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ

করিতে হয়। মনুষ্য বিদ্বান্ হউক বা মূঢ়ই হউক, দেহান্তে কর্ম্মফল কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। যাহা হউক, যে ব্রাহ্মণ জীবিত থাকিয়া চন্দ্র সূর্য্যের পূজা করে, অতঃপর তুমি সেই ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অনায়াসে রূপরসাদি বিষয় সমুদায় উপভোগ করিতে পারিবে। ঐ সময় আমি তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিব এবং তুমি যে লোকে গমন করিতে বাসনা করিবে, তথায় লইয়া যাইব। মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে কীট তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া পথিমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই শটক তথায় সমুপস্থিত হইলে তাহার চক্রাঘাতে উহার প্রাণবিয়োগ হইল। তখন সে ক্রমে ক্রমে শল্লকী, গোধা, বরাহ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, শূদ্র ও বৈশ্যযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিল। শল্লকী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সমুদায় যোনিতেই সে বেদব্যাসের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সে পূর্ব্বের ন্যায় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদবলে কীটত্ব হইতে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া রাজা হইয়াছি। এক্ষণে আমি সুবর্ণমাল্যধারী মহাবলপরাক্রান্ত কুঞ্জরগণের পৃষ্ঠে এবং কাম্বোজদেশীয় অশ্ব, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণযুক্ত বিবিধ যানে আরোহণ করিতেছি। প্রতিদিন বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত একত্র পলান্ন ভোজন করিয়া থাকি। নির্ব্বাত গৃহমধ্যে অতি উৎকৃষ্ট মহার্হ শয্যায় শয়ন করিয়া পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করি। রজনী শেষে দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করেন, তদ্রূপ সূত, মাগধ ও বন্দিগণ আমার স্তব পাঠ করিয়া থাকে। হে ভগবন্! আমি এইরূপে আপনার তপোবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া পরম সুখসম্ভোগ করিতেছি; অতএব আপনাকে নমস্কার। এক্ষণে আমি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা আদেশ করুন।

তখন বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আজি তুমি বিবিধ বাক্য বিন্যাস দ্বারা আমাকে স্তব করিলে। পূর্ব্বে কীটযোনিতে তোমার স্মরণশক্তি কলুষিত হইয়াছিল। যাহা হউক, তুমি পূর্ব্বে শূদ্রযোনিতে আততায়ী ও অতি নৃশংস হইয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলে, অদ্যাপি তোমার সে পাপের ধ্বংস হয় নাই। পূর্ব্বজন্মে তোমার যৎকিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় ছিল বলিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎকার এবং আমার অর্চ্চনা দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হইয়াছে। অতঃপর তুমি গোধন ও ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভে সমর্থ হইবে এবং পরিশেষে সদক্ষিণ যজ্ঞসমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরলোকে অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অনন্তকাল পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে।

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই রাজা আপনার জন্মান্তরীণ ভাব সমুদায় স্মরণ পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস সেই ধর্ম্মার্থবেত্তা ভূপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার কঠোর তপস্যা দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। অতএব তুমি জিতেন্দ্রিয়, শুভাশুভবিচারক ও স্বধর্ম্মনিরত হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন কর, তাহা হইলেই পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ভূপতি তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অতি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে সমুৎপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বেদব্যাস ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণকুমার! তুমি পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইও না। ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে উৎকৃষ্টযোনিতে এবং যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব তুমি মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া যাহাতে ধর্ম্মলোপ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদেই আমার দুর্লভ জন্ম লাভ হইয়াছে। আজি আমি ধর্ম্মমূল উৎকৃষ্ট জাতি লাভ করিয়া সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতাসহকারে মহর্ষি বেদব্যাসের স্তব করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার আদেশানুসারে বহুসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই কীট ভগবান্ বেদব্যাসের প্রসাদে দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিল। সে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। অতএব যাহারা সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদের নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। যে সমস্ত ক্ষত্রকুলোদ্ভব মহাত্মা এই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিদ্যা, তপস্যা ও দান এই তিনটীর মধ্যে কোন্‌টী অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই

উপলক্ষে মৈত্রেয়বেদব্যাসসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি বেদব্যাস ছদ্মবেশে বারাণসীমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মুনিবংশসম্ভূত মৈত্রেয়ের নিকট সমুপস্থিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে, মুনিবর মৈত্রেয় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া অতি উৎকৃষ্ট আহার দ্রব্য প্রদান করিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সেই উৎকৃষ্ট সামগ্রী সমুদায় ভোজন পূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিবার সময় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মৈত্রেয় তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি অতি বিনীতভাবে আপনাকে অভিবাদন করিয়া এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি তপস্বী ও ধৈর্য্যশীল হইয়াও এরূপ আহ্লাদিত চিত্তে হাস্য করিতেছেন কেন? এক্ষণে আপনাকে এরূপ আহ্লাদিত দেখিয়া নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আপনি জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে আমার তপস্যার মহাফল দর্শন করিয়াছেন। আপনি জীবন্মুক্ত ও আমি সামান্য তপস্বী; কিন্তু এক্ষণে আপনাকে এতাদৃশ হৃষ্ট দেখিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে যে, আপনার সহিত আমার অধিক বিভিন্নতা নাই।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, মহাত্মন্! বেদপ্রমাণানুসারে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে গতি লাভ হয়; তুমি সামান্য অন্নাদি দান করিয়াই সেই গতি লাভ করিবে বিবেচনা করিয়া আমি এতাদৃশ আহ্লাদিত হইয়াছি। বেদে অদ্রোহ, দান ও সত্যবাক্য প্রয়োগ এই তিন কার্য্যই পুরুষের অতি উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বতন ঋষিগণ এই বেদোক্ত বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়াছেন; এক্ষণে আমাদিগেরও এই বাক্যানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে ভোজন দান করা অপেক্ষা মহাফলপ্রদ কার্য্য অতি অল্পই আছে। তুমি অকপট হৃদয়ে আমাকে এই উৎকৃষ্ট ভোজন দ্রব্য প্রদান করিয়া মহাযজ্ঞসাধ্য লোক সমুদায় জয় করিয়াছ। আমি তোমার পবিত্র দান ও তপস্যায় পরম প্রীত হইয়াছি। কেবল দানপ্রভাবেই তোমার শরীর ও গাত্রগন্ধ অতি পবিত্র হইয়াছে। তোমাকে দর্শন করিলেও পুণ্য জন্মে। দান তীর্থস্নান ও তীর্থমৃত্তিকা লেপন প্রভৃতি সমুদায় পবিত্র কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও শুভফলপ্রদ। বেদে যে সকল কার্য্যের প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে, দান সে সমুদায় অপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই। পণ্ডিতগণ দাতাদিগের পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। দাতা ব্যক্তিরাই যথার্থ প্রাণদাতা; তাঁহাদিগের উপরেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দান সুন্দর রূপে বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম ও সর্ব্বত্যাগের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য। হে বৎস! তুমি এই দানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অসাধারণ বুদ্ধিমানের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ। অতঃপর তুমি সমধিক সুখলাভে সমর্থ হইবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই যে দান, যজ্ঞ, সম্পত্তি

অশেষ সুখলাভে অধিকারী হয়, ইহা আমরা অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে ব্যক্তি বিষয়সুখে আসক্ত হয়, সে নিশ্চয়ই পরিণামে দুঃখ এবং যে ব্যক্তি তপস্যাদি কষ্টসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সে নিশ্চয়ই পরিণামে সুখভোগ করিয়া থাকে। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পুণ্যশীল, কতকগুলি পাপপরায়ণ ও কতকগুলি পাপপুণ্য বিবর্জ্জিত। যাঁহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পুণ্যশীল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যাহারা অন্যের বিদ্রোহাচরণ প্রভৃতি অসৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পাপপরায়ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং যাঁহারা যজ্ঞাদি সৎকার্য্য ও পরদ্রোহাদি অসৎকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানে যত্নবান্ হন, তাঁহাদিগকেই পাপপুণ্যবিব-র্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কতক-গুলি লোক পাপপুণ্য নাই মনে করিয়া অনা-য়াসে পরদ্রব্য হরণাদি পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগকে কখনই পাপপুণ্য বর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। ঐ দুরাত্মারা নিতান্ত পাপপরায়ণ। উহাদিগকে নিশ্চয়ই দেহান্তে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পুণ্য লাভে অধিকারী হইয়াছ; অতএব পরমা-হ্লাদিতচিত্তে যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা পুণ্য বৃদ্ধি কর।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহামতি মৈত্রেয় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা কহিতে-ছেন তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমিও এই বিষয়ে কিছু কহিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাস কহিলেন, মৈত্রেয়! এই বিষয়ে তোমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রকাশ কর। তোমার বাক্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভি-লাষ হইয়াছে।

তখন মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিদ্বান্ ও তপঃপরায়ণ। আপনি যে দান-সংক্রান্ত কথা কহিয়াছিলেন, উহা নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ। আপনি অতি সদাশয় ও পবিত্র-স্বভাব। আপনি আমার আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমি বুদ্ধিবলে আপনাকে সিদ্ধ তপস্বী বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। আপনার দর্শনমাত্রেই যে আমাদিগের অভ্যুদয় লাভ হয়, কেবল আপনার অনুগ্রহই তাহার কারণ। আর আমার প্রতি আপনার যে অনুগ্রহ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে, তাহাও আমার কর্ম্মফলনিবন্ধন, সন্দেহ নাই। যিনি তপোনিরত, বেদজ্ঞানসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে সমুদ্ভূত তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মণের তৃপ্তি উৎপাদন করিতে পারিলেই দেবতা ও

পিতৃগণ তুষ্টিলাভ করেন। ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে জ্ঞানবান্‌দিগের আরাধ্য আর কেহই নাই। ব্রাহ্মণ না থাকিলে সমুদায় জগৎ অন্ধকারময় হইয়া থাকে এবং বর্ণচতুষ্টয়ের বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সত্যাসত্য কিছুই বিদ্যমান থাকে না। যেমন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে কৃষক উৎকৃষ্ট ফল লাভ করে, সেইরূপ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে, দাতা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সচ্চরিত্র ও দানগ্রহণের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যমান না থাকিতেন, তাহা হইলে ধনীদিগের ধন নিতান্ত নিরর্থক হইত। অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে অন্ন প্রদান করিলে সেই অন্ন দ্বারা দাতার কিছুমাত্র ধর্ম্ম লাভ হয় না, প্রত্যুত উহা দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই অধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের অন্ন ভোজন করিলে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, এই নিমিত্ত উঁহারা গৃহস্থের অন্ন ভক্ষণ করিবেন। কিন্তু গৃহস্থের পরান্ন ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। কারণ গৃহস্থ যাহার অন্ন ভোজন করিয়া যে সন্তান উৎপাদন করে, সে সন্তান সেই অন্নদাতারই হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। গৃহীতা অন্নগ্রহণ না করিলে অন্নের বৃদ্ধি হয় না এবং অন্নের বৃদ্ধি না হইলে দাতারও দানে প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং দাতা ও গৃহীতা উভয়েই উভয়ের উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণদিগকে অন্নাদি দান করিলেই উহা ইহলোক ও পরলোকে পবিত্র ফল প্রসব করিয়া থাকে। যাঁহারা সদ্বংশজাত, তপোনিরত, দাতা ও অধ্যয়নশীল, তাঁহারাই সকলের পূজ্য। যাঁহারা সেই সমস্ত স্বর্গপ্রদ সাধুদিগের নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কদাচই মোহিত হইতে হয় না।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহামতি মৈত্রেয় এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মৈত্রেয়! ভাগ্যবলে তোমার এইরূপ জ্ঞান ও বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। সাধুলোক উৎকৃষ্ট গুণেরই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। রূপ, বয়স ও সম্পত্তি যে তোমাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহার কারণ দৈব অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক্ষণে তুমি দান অপেক্ষা যাহা অধিক ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচনা কর, আমি তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসমুদায় বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি সেই বেদপ্রমাণানুসারে দানের প্রশংসা করিতেছি, তুমিও বৈদিক মত অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ। ফলতঃ তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান যে দান অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাহার সন্দেহ নাই। তপস্যা পরম পবিত্র ও বেদজ্ঞানের সাধন। তপঃপ্রভাবে স্বর্গলাভ করা যায়। তপঃ ও শাস্ত্রজ্ঞান হইতেই মনুষ্যের মহত্ত্ব লাভ হয়। মনুষ্য যা কিছু অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তপস্যা দ্বারা তৎসমুদায়ই নিরাকৃত হইয়া থাকে।

যে কোন অভিসন্ধিতে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পূর্ণ হইতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। এই জীবলোকে যা কিছু দুষ্প্রাপ্য ও দুরতিক্রমণীয় আছে, শাস্ত্রজ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে তৎসমুদায়ই উপলব্ধ ও অতিক্রমণীয় হয়, সন্দেহ নাই। তপস্যার বল অতি আশ্চর্য্য। মদ্যপায়ী, চৌর্য্যনিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরাও তপঃপ্রভাবে পাপ বিমুক্ত হইয়া অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি সকল বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি যথার্থ চক্ষুষ্মান্, আর তপস্বী যেরূপ হউক না কেন, তাঁহাকেও চক্ষুষ্মান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, অতএব সর্ব্বজ্ঞ ও তপস্বী উভয়কেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সতত দানে অনুরক্ত, তাঁহারা পরলোকে সুখ ও ইহলোকে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। হিতানুষ্ঠান তৎপর মহাত্মারা অন্নদান করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হন। পূজিত ব্যক্তিরা সতত অন্নদাতার পূজা ও সম্মানিত ব্যক্তিরা সতত তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন। অদাতা ব্যক্তি সর্ব্বত্রই হতাদর হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার সেইরূপ ফললাভ হয়। জীব আকাশে বা পাতালেই অবস্থান করুক, তাহার অবশ্যই স্বকর্ম্মানুরূপ লোক লাভ হইবে। তুমি মেধাবী, সদ্বংশজাত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, অনৃশংস, ব্রহ্মচারী ও ব্রতপরায়ণ; অতএব তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া অভিলাষানুরূপ অন্নপান লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে আমি তোমাকে গৃহস্থদিগের প্রশস্ত কার্য্যে উপদেশ দিতেছি, তুমি তাহা প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হও। যে গৃহে ভর্ত্তা স্বীয় গৃহিণীতেই আসক্ত থাকে এবং গৃহিণী আপনার ভর্ত্তার প্রতিই যথোচিত প্রীতি প্রদর্শন করে, সেই গৃহে নিরন্তর কল্যাণই উৎপন্ন হয়। যেমন সলিল দ্বারা দেহের মল ক্ষালিত এবং অগ্নিপ্রভা দ্বারা অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেইরূপ দান ও তপস্যা দ্বারা সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি চলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, তাহা তুমি বিস্মৃত হইও না। আমার উপদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তোমার নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভ হইবে। মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে মহামতি মৈত্রেয় তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাধ্বী স্ত্রীদিগের ব্যবহার পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞা পতিপরায়ণা শাণ্ডিলী স্বর্গে আরূঢ় হইলে, দেবলোকবাসিনী সুমনাঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন, দেবি! তুমি কিরূপ সুশীলতা ও সদাচার দ্বারা সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অগ্নিশিখা ও চন্দ্রপ্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বল কলেবরে এই সুরলোকে সমুপস্থিত হইলে? তোমাকে দিব্যবস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে বিমানোপরি অসাধারণ তেজঃপ্রকাশ করিতে দেখিয়া বোধ হইতেছে, সমধিক তপস্যা, দান বা নিয়ম দ্বারা তোমার এই লোক লাভ হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্বীয় সৎকার্য্য কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।

তখন চারুহাসিনী শাণ্ডিলী সুমনার সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আমি শিরোমুণ্ডন, জটাধারণ অথবা কাষায় বস্ত্র বা বল্কল পরিধান করিয়া এই লোক লাভ করিয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। আমি কখন ভর্ত্তার প্রতি অহিতকর বা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই। সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও যতব্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতাম; আমার মনে কখনই কুটিলভাবের আবির্ভাব হয় নাই; আমি কদাপি বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোন ব্যক্তির সহিত অধিক ক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম না; কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য কোন হাস্যজনক ও অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কখনই আমার প্রবৃত্তি হয় নাই; আমার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে, আমি সমাহিতচিত্তে তাঁহাকে আসনপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত পূজা করিতাম, যে সমুদায় ভক্ষ্য বস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হইত, আমি কদাচ তৎসমুদায় ভক্ষণ করিতাম না। পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনদিগের নিমিত্ত যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং ও অন্য দ্বারা তৎসমুদায় সম্পাদন করিতাম; আমার পতি কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে আমি কেশসংস্কার এবং গন্ধ, মাল্য, অঞ্জন ও গোরোচনা দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্যসাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া সতত সংযত চিত্তে বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম। যখন তিনি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না; পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইতাম না; গুপ্ত বিষয় কদাপি প্রকাশ করিতাম না এবং নিরন্তর গৃহসমুদায় পরিষ্কার করিয়া রাখিতাম। হে দেবি! যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখসম্ভোগে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! মহানুভাবা শাণ্ডিলী সুমনার নিকট এইরূপ পতিব্রতা ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। যে ব্যক্তি প্রতি পর্ব্বে এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি দেবলোক লাভ করিয়া নন্দনবনে অতুল সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাম ও দান এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ইহলোকে কেহ সাম এবং কেহ বা দান দ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকে; অতএব লোকের প্রকৃতি পরিজ্ঞাত হইয়া সাম অথবা দান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমার মতে ঐ দুইটীর মধ্যে সামই উৎকৃষ্ট। সাম দ্বারা দুর্দ্দান্ত প্রাণিগণকে বশীভূত করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ অরণ্যমধ্যে সাম দ্বারা এক রাক্ষসের হস্ত হইতে যেরূপ মুক্ত হইয়াছিলেন, আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক বুদ্ধিমান্ সদ্বক্তা ব্রাহ্মণ কোন নির্জ্জন বনের মধ্যদিয়া গমন করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর নিশাচর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল। ব্রাহ্মণ রাক্ষসের ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত বা মুগ্ধ না হইয়া শান্তবাদ দ্বারা বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন নিশাচর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ব্রাহ্মণকুমার! আমার শরীর এরূপ পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইল কেন? যদি তুমি আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

রাক্ষস এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নিশাচর! আমার বোধ হয়, কোন বিদেশস্থ উদাসীন ব্যক্তি তোমার সমক্ষেই তোমার অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতেছে। তোমার মিত্রগণ তোমা কর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়াও আপনাদের দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে। তুমি গুণবান্, বিনীত ও বিজ্ঞ হইয়াও নির্গুণ মূঢ়দিগের সৎকার লাভ করিতে দেখিতেছ। নীচ ব্যক্তিরা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছে। তুমি গৌরবনিবন্ধন প্রতিগ্রহাদি নীচকার্য্যে বিরত হইয়া অতি কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছ। তুমি স্বীয় মহানুভাবতানিবন্ধন স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যাহার উপকার করিয়াছিলে, সে তোমাকে পরাজিত জ্ঞান করিতেছে। কামক্রোধপরতন্ত্র কুপথগামী মূঢ়দিগকে ক্লেশভোগ করিতে দেখিয়া তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। তুমি জ্ঞানবান্ হইয়াও প্রজ্ঞাবিহীন দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছ। কোন শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তি মিত্রভাবে তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক তোমাকে বঞ্চনা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তুমি অর্থফলজ্ঞ, শাস্ত্রকুশল ও কৃতী হইয়াও তোমার গুণজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট সম্মানিত হইতেছ না। তুমি অসৎসমাজে স্বীয় গুণ সমুদায় ব্যক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হও নাই। বলবুদ্ধি ও বেদজ্ঞানবিহীন হইয়া কেবল তেজস্বিতানিবন্ধন মহৎ পদ লাভের বাসনা করিতেছ। তুমি বনবাসী হইয়া

তপস্যা করিতে ইচ্ছা করিলেও তোমার বান্ধবগণ ঐ কার্য্যে অনুমোদন করিতেছে না। তোমার একজন ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন যুবা কামবিমোহিত প্রতিবাসী আছে; সে পাছে তোমার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করে, এই আশঙ্কা প্রতিনিয়ত তোমার মনে জাগরূক রহিয়াছে। তুমি ধনবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট যথাসময়ে উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্ত্তন করিলেও ঐ বাক্য গৌরববিহীন হইয়া থাকে। তোমার একজন পরমাত্মীয় স্বীয় মূর্খতানিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তুমি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হইতেছ না। কোন ব্যক্তি তোমাকে প্রথমে তোমার অভিলষিত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ সতত কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করিতেছে। তুমি স্বীয়গুণ প্রভাবে লোকসমাজে পূজিত হইলেও তোমার বান্ধবগণ তাহাদিগেরই প্রভাবে তোমাকে পূজিত জ্ঞান করিয়া থাকে। তুমি লালসা বশতঃ স্বীয় অন্তর্গত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে শিথিলপ্রযত্ন হইয়াছ। তুমি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন লোক সমুদায়কে স্বীয় গুণ দ্বারা বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। স্বয়ং অবিদ্বান্ ও অল্প ধন হইয়াও বিদ্যাবিক্রম ও দানলভ্য যশোলাভে তোমার বাসনা হইয়াছে। কখন তুমি চিরাভিলষিত ফললাভে সমর্থ হও নাই। যখন তুমি কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার চেষ্টা কর, তখন অন্যে তোমার সেই বিষয়ের বিঘ্ন করিয়া থাকে। তুমি নিরপরাধী হইয়াও অকারণে অন্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছ। তুমি গুণবিহীন ও নির্দ্ধন হইয়া স্বীয় সুহৃদ্বর্গের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হইতেছ না। তুমি সাধুদিগকে গৃহস্থ, অসাধুদিগকে বনচারী ও মুক্ত পুরুষদিগকে গৃহবাসে আসক্ত দেখিয়াছ। তোমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও সময়োচিত বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তুমি মনীষী হইয়া কৃপণের দত্ত অর্থদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ। পাপাত্মাদিগের উন্নতি ও পুণ্যবান্দিগের অবসাদ দর্শন করিয়া তোমার মনে সর্ব্বদা অনুতাপ হইতেছে। তুমি সুহৃদ্বর্গের অনুরোধে পরস্পারবিরোধী ব্যক্তিদিগের প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ। অথবা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে কুমার্গগামী ও জ্ঞানবান্দিগকে অজিতেন্দ্রিয় দেখিয়া তোমাকে অতিশয় অনুতাপ করিতে হইতেছে। হে নিশাচর! এই সমুদায়ের অন্যতর কারণবশতই তোমার শরীর এরূপ কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে।

বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, রাক্ষস তাঁহার বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সৎকার ও অতুল সম্পত্তি প্রদান করিয়া বিদায় করিল।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শ্রেয়োলাভার্থী দরিদ্র এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবে? উৎকৃষ্ট দান কি? কোন্ স্থলে কিরূপ দান করা

কর্ত্তব্য, আর কাহাদিগকেই বা সম্মান করিতে হয়? আপনি এই সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি ব্যাস আমাকে এই সমস্ত বিষয় যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তোমার সমক্ষে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। মহাত্মা যম নিয়মপরতন্ত্র ও যোগযুক্ত হইয়া তপস্যার মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে কার্য্য দ্বারা দেবগণ, পিতৃলোক, ঋষি, প্রমথ ও দিগ্গজগণ এবং লক্ষ্মী ও চিত্রগুপ্ত প্রীতিলাভ করেন এবং যে শাস্ত্রে সরহস্য মহাফলজনক ঋষিধর্ম্ম, মহাদানফল ও সর্ব্বযজ্ঞফল কীর্ত্তিত হইয়াছে; যাঁহারা সেই কার্য্য ও সেই শাস্ত্র অবগত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দোষশূন্য ও গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন। একটি তৈলিক দশ পশুঘাতকের তুল্য, একটি শৌণ্ডিক দশটি তৈলিকের তুল্য, একটি বেশ্যা দশটি শৌণ্ডিকের সদৃশ ও একটি ক্ষুদ্র রাজা দশটি বেশ্যার অনুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র রাজা দশ সহস্র পশুঘাতীর তুল্য হইল। সুতরাং যে রাজা প্রধান, তিনি পঞ্চ সহস্র পশুঘাতকের সদৃশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। অতএব ইঁহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। সাধু ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত অপবিত্র লোকের নিকট প্রতিগ্রহ না করিয়া ত্রিবর্গ শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং যে শাস্ত্রে পিতৃ ও দেবরহস্য কীর্ত্তিত আছে, সেই দেবরচিত শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন। যে শাস্ত্রে মহাফলজনক সরহস্য ঋষিধর্ম্ম, মহাযজ্ঞফল ও সর্ব্বদানফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন, উত্তমরূপে ধারণ ও অন্যের নিকট ব্যাখ্যা করেন, তিনি নারায়ণস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন। যে মহাত্মা ভক্তিসহকারে অতিথিসেবা করেন, তাঁহার গোদান, তীর্থযাত্রা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করেন ও যাঁহাদিগের মনঃ পরম পবিত্র, সেই সমস্ত সাধু ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় অধিকার ও ধর্ম্মজনিত বিবিধ সুখভোগ করিয়া থাকে।

একদা এক দেবদূত মহর্ষি, দেবতা ও পিতৃগণ-পরিবেষ্টিত সুররাজ ইন্দ্রের সভায় অলক্ষিতভাবে গমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, সুররাজ! আমি অভীষ্টগুণসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিদেশানুসারে মহর্ষি দেবতা ও পিতৃগণের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার মনোমধ্যে তিনটি সন্দেহ জন্মিয়াছে, উঁহারা অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা ভঞ্জন করুন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা কি নিমিত্ত শ্রাদ্ধ দিবসে স্ত্রীসম্ভোগে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন? কি নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তিনটি পিণ্ড প্রদান করিতে হয়, আর ঐ তিন পিণ্ড কাহার কাহার উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে? ইহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় ঔৎসুক্য হইয়াছে।

পিতৃগণ কহিলেন, দেবদূত! তুমি যে আমাদিগের নিকট তিনটি প্রশ্ন করিলে,

আমরা তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। যে পুরুষ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া স্ত্রী-সম্ভোগ করে, তাহার পিতৃগণ সেই শ্রাদ্ধাহ অবধি এক মাস কাল তাহার শুক্রে শয়ন করিয়া থাকেন। আর শ্রাদ্ধকালে অনুক্রমে যে তিনটি পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে প্রথমটি জলে নিক্ষেপ, দ্বিতীয়টি প্রধান ভার্য্যাকে আহারার্থ প্রদান ও তৃতীয়টি হুতাশনে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধবিধি এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি ইহা প্রতিপালন করেন, পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাঁহার বংশ ও ধনসমৃদ্ধির সমধিক বৃদ্ধি হয়।

দেবদূত কহিলেন, পিতৃগণ! আপনারা জল, পত্নী ও বহ্নিতে পিণ্ড সংস্থাপনের কল্পনা করিলেন; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে পিণ্ড সলিলে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা কোন্ দেবতাকে পরিতৃপ্ত করে ও কিরূপেই বা পিতৃগণের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হয়? প্রধানা ভার্য্যা যে পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্ত্তার নিদেশানুসারে ভক্ষণ করে, পিতৃগণ তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার কি শুভকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন এবং যে পিণ্ডটি অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায় তাহা কাহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে? আপনারা এই কয়েকটি বিষয় কীর্ত্তন করুন।

তখন পিতৃগণ কহিলেন, দেবদূত! তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিলে, উহা অতিশয় বিস্ময়কর। আমরা তোমার এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। দেবতা ও মহর্ষিগণ পিতৃকার্য্যের সতত প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু উঁহাদের মধ্যে চিরজীবী, পিতৃভক্তিপরায়ণ, স্বয়ম্ভু-প্রতিম, লব্ধবর মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ব্যতীত পিতৃকার্য্যের বিধি আর কেহই অবগত নহেন। যে পিণ্ডটি সলিলে নিক্ষেপ করিতে হয়, তদ্দ্বারা ভগবান্ চন্দ্রের প্রীতি জন্মে। চন্দ্র ঐ পিণ্ড দ্বারা স্বয়ং প্রীত হইয়া দেবতা ও পিতৃগণকে প্রীত করিয়া থাকেন। যে পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্ত্তার পত্নী তাহার নিদেশানুসারে ভক্ষণ করে, তদ্দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার সেই পত্নীর গর্ভে পুত্র প্রদান করেন। আর যে পিণ্ডটি অগ্নিতে প্রদান করিতে হয়, তদ্দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধ কর্ত্তার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে দেবদূত! তিন পিণ্ড দ্বারা যেরূপ ফল লাভ হয়, আমরা তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে শ্রাদ্ধ দিবসে শ্রাদ্ধ-ভোক্তার যে নিমিত্ত মৈথুন প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রাদ্ধ দিবসে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃ-স্বরূপ হইয়া শ্রাদ্ধ ভোজন করেন, ঐ দিবস তাঁহার স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করা এবং স্নাত, ক্ষমাশীল ও শুচি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যিনি এইরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান, তাঁহার নিশ্চয়ই বংশ বৃদ্ধি হয়।

পিতৃগণ এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, বিদ্যুৎপ্রভ নামে আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী এক মহর্ষি ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ!

মনুষ্যেরা বিমোহিত হইয়া কীট, পিপীলিকা-সর্প, মেষ, মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্-যোনিগত প্রাণিগণের বিনাশসাধন পূর্ব্বক যে বিপুল পাপ সঞ্চয় করে, তাহাদিগের সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি? মহর্ষি বিদ্যুৎপ্রভ এইরূপ প্রশ্ন করিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! যিনি তিন দিন কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্করতীর্থ স্মরণপূর্ব্বক স্নান করিয়া গোপৃষ্ঠ স্পর্শ, গোপুচ্ছে নমস্কার ও আহার পরিত্যাগ করেন, তিনি রাহুবদনবিমুক্ত শশধরের ন্যায় তির্য্যক্‌যোনিবধজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন, সন্দেহ নাই।

দেবরাজ এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, বিদ্যুৎপ্রভ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! আমি এক্ষণে সূক্ষ্মতর ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বটকষায় ও প্রিয়ঙ্গু দ্বারা অঙ্গলিপ্ত ও সুবাসিত হইয়া ক্ষীরের সহিত ষষ্টিক ধান্যের অন্ন ভোজন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। একদা বৃহস্পতি ভগবান্ স্থাণুর নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মনুষ্য পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক নিরাহার, ঊর্দ্ধবাহু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্নিদর্শন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি গ্রীষ্ম ও শীতকালে সূর্য্যের রশ্মিজালে সন্তপ্ত হয়, তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হয়, সন্দেহ নাই। মহাত্মা বিদ্যুৎপ্রভ এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সুরগণের মধ্যে অবস্থিত সুরগুরু বৃহস্পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যে ধর্ম্ম মনুষ্যের সুখাবহ এবং যাহা মনুষ্যের প্রকৃত দোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন বৃহস্পতি কহিলেন, সুররাজ! যাহারা সূর্য্যাভিমুখী হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করে, যাহারা বায়ুর প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে, যাহারা দুগ্ধ পানের অভিলাষে বালবৎসা ধেনুর দুগ্ধ দোহনে প্রবৃত্ত হয় এবং যাহারা হুতাশনে আহুতি প্রদান না করে, তাহাদিগের যে দোষ জন্মে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সূর্য্য, অনিল, অগ্নি ও লোকমাতা ধেনু সমুদায় স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। ইঁহারা মনুষ্যগণের দেবতা। ইঁহারাই মনুষ্যগণকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে সমস্ত স্ত্রী বা পুরুষ সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে ষড়শীতিবৎসর দুর্ব্বৃত্ত ও কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া কালযাপন করিতে হয়। যাহারা বায়ুর দ্বেষ করে, তাহাদিগের সন্তান গর্ভাবস্থাবস্থাতেই বিনষ্ট হয়। যাহারা প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান না করে, তাহাদিগের অগ্নিকার্য্য সময়ে হুতাশন হব্য ভোজন করেন না এবং যাহারা বালবৎসা ধেনুর দুগ্ধ পান করে, তাহাদিগের বংশে পুত্র

উৎপন্ন হয় না। কুলবৃদ্ধ দ্বিজাতিগণ এই সমস্ত পাপের এইরূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যাহা নিষিদ্ধ, তাহার অনুষ্ঠান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, আর যাহা কর্ত্তব্য, প্রাণপণে তাহার অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হওয়া উচিত। এক্ষণে আমি যাহা কহিলাম, ইহাতে যেন আপনাদিগের কদাচ কোন সংশয় না জন্মে।

শাস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাত্মা সুরাচার্য্য এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে দেবতা ও ঋষিগণ পিতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ! অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের কোন্ কার্য্য দ্বারা আপনারা তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন?

তখন পিতৃগণ কহিলেন, হে মহাভাগগণ! সৎকর্ম্মশীল মনুষ্যগণের প্রতি আমরা যে কার্য্য দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। নীলবর্ণ বৃষের বন্ধনমোচন, বর্ষাকালে দীপদান ও অমাবস্যাতে তিলোদকপ্রদান দ্বারা আমাদের নিকট আনৃণ্য লাভ হইয়া থাকে। ঐরূপ দান অক্ষয় ও মহৎ ফলজনক, সন্দেহ নাই। আমরা ঐরূপ দান দ্বারাই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকি। যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সন্তানোৎপাদন করে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনাদিগের পিতৃপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগকে দুর্গম নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

পিতৃগণ এই কথা কহিলে, বৃদ্ধ মহর্ষি গার্গ তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ! নীলবর্ণ বৃষের বন্ধনমোচন করিলে কিরূপ ফলোদয় হয় এবং অমাবস্যাতে তিলোদক ও বর্ষাকালে দীপদান করিলেই বা কি ফল লাভ হইয়া থাকে?

পিতৃগণ কহিলেন, তপোধন! যদি নীলবর্ণ বৃষ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক মুক্তবন্ধন হইয়া লাঙ্গুল দ্বারা সরোবর হইতে সলিল সমুদ্ধৃত করে, তাহা হইলে সেই সলিল দ্বারা বন্ধনমোচয়িতার পিতৃলোক ষষ্টি সহস্র বৎসর তুষ্টিলাভে সমর্থ হন। আর যদি ঐ বৃষ শৃঙ্গ দ্বারা নদ্যাদির কূল হইতে পঙ্ক সমুদ্ধৃত করে, তাহা হইলে উহার বন্ধনমোচয়িতার পিতৃগণ সোমলোক লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য বর্ষাকালে দীপ দান করিলে চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হয় এবং কদাচ তমোগুণে অভিভূত হয় না। যে সমস্ত মনুষ্য অমাবস্যাতে পিতৃলোকের উদ্দেশে তাম্র পাত্রে করিয়া মধুমিশ্রিত তিলোদক দান করে, তাহাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়। তাহাদের সন্তানগণ সতত হৃষ্টমনে কালযাপন করে, এবং তাহাদের বংশ সন্তান সন্ততিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিশ্চয়ই পিতৃলোকের নিকট আনৃণ্য লাভে সমর্থ হন।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

পিতৃগণ এই কথা কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কোন্

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, পুরন্দর! ব্রাহ্মণের নিন্দা আমার নিতান্ত অসহ্য। ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেই আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হই। যাহারা নিয়ত ব্রাহ্মণদিগের অভিবাদন, ভোজনান্তে আমার পাদদ্বয় বন্দন ও চক্র পূজা করে, আমি তাহাদিগের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। যাহারা উৎখাত মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ এবং বামন ব্রাহ্মণ ও সলিলোত্থিত বরাহ দর্শন করিয়া নমস্কার করে, তাহাদিগের অমঙ্গল বা পাপের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা অশ্বত্থ বৃক্ষ, গোরোচনা ও গাভীকে পূজা করে, তাহাদিগের জগৎসংসার পূজা করা হয়। আমি ঐ সমুদায় পদার্থেই অধিষ্ঠান করিয়া পূজা গ্রহণ করি। যতদিন জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তত দিন অবধি আমি ঐ প্রকার পূজাতেই প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। যাহারা অশ্বত্থ বৃক্ষ, গোরোচনা ও গাভীর পূজায় পরাঙ্মুখ হইয়া অন্য প্রকারে আমার পূজা করে, আমি কখনই তাহাদিগের পূজা গ্রহণ করি না। সুতরাং তাহাদের কিছুমাত্র ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রজাবর্গের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। আপনি সমুদায় ভূতের প্রকৃতিস্বরূপ। তবে কি নিমিত্ত কেবল বামন ব্রাহ্মণ, সলিলোত্থিত বরাহ, চক্র, উৎখাত মৃত্তিকা ও পাদদ্বয়ের প্রশংসা করিলেন?

তখন ভগবান্ বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আমি চক্র দ্বারা দৈত্যগণের সংহার, চরণ দ্বারা পৃথিবী আক্রমণ, বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্য কশিপুকে বিনাশ এবং বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিকে পরাজয় করিয়াছি; এই নিমিত্ত ঐ সমুদায়ের সৎকার করিলে আমি পূজিত ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। যাহারা ঐরূপে আমার পূজা করে, কুত্রাপি তাহাদিগের পরাভব নাই। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে অগ্রভাগ প্রদান পূর্ব্বক ভোজন করিলে অমৃতভোজন করা হয়। যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিয়া সূর্য্যাভিমুখে অবস্থান করে, তাহার সমুদায় তীর্থ স্নানের ফল লাভ হয় এবং পাপের লেশমাত্রও থাকে না। এই আমি পরম গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে আর কি কহিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন কর।

বিষ্ণু এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, বলদেব কহিলেন, এক্ষণে মানবগণের এক সুখাবহ রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ঐ রহস্য অবগত না হইয়া নিতান্ত ক্লেশে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গাভী, ঘৃত, দধি, সর্ষপ ও প্রিয়ঙ্গু স্পর্শ করে, তাহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত ভূতগণের অপসারণ করা এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট স্পর্শন না করা তপোধনগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দেবগণ কহিলেন, যে ব্যক্তি উদকপূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া উপবাস ও ব্রতের

সঙ্কল্প করে, আমরা তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকি এবং তাহার সমুদায় কামনা সফল হয়। অল্পবুদ্ধি মানবগণই ইহার অন্যথাচরণ করিয়া ফললাভে বঞ্চিত হয়। উপবাসের সংকল্প এবং বলি প্রদানবিষয়ে তাম্রপাত্রই প্রশস্ত। তাম্রপাত্রে করিয়াই বলি, ভিক্ষা, অর্ঘ্য ও পিতৃলোকের উদ্দেশে তিলোদক দান করা কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথাচরণ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্পফল লাভ হয়। আমরা যাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

ধর্ম্ম কহিলেন, ব্রাহ্মণ রাজপুরুষ, স্তুতিপাঠক, পরিচারক, গোরক্ষক, বণিক্, শিল্পী, নট, মিত্রদ্রোহী, বেদাধ্যয়নবিমুখ বা শূদ্রাপতি হইলে তাহাকে হব্য কব্য প্রদান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় অন্ন প্রদান করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণ কখনই পরিতৃপ্ত হন না; প্রত্যুত তাহার বংশনাশ হইয়া থাকে। যাহার গৃহ হইতে অতিথি পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করে, তাহার গৃহ হইতে অগ্নি, দেবতা ও পিতৃগণও নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। যে ব্যক্তি অতিথির সমাদর না করে, তাহাকে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নীহরণ ও কৃতঘ্নতাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

অগ্নি কহিলেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলের উপর পদাঘাত করিলে যে দোষ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলে পদাঘাত করে, তাহার অযশের পরিসীমা থাকে না। তাহার পিতৃগণ ভীত এবং দেবগণ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকেন। হুতাশন কখনই তাহার আহুতি গ্রহণ করেন না। তাহাকে শতজন্ম নরকভোগ করিতে হয় এবং কিছুতেই তাহার নিষ্কৃতি লাভ হয় না। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলে পদাঘাত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় মঘা ত্রয়োদশীতে গজচ্ছায়াযোগে মধ্যাহ্নকালে দক্ষিণাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পিতৃগণকে পরমান্ন প্রদান করে, তাহার ত্রয়োদশবৎসরকৃত শ্রাদ্ধের ফললাভ হয়।

গাভীগণ কহিল, যে ব্যক্তি "হে সমঙ্গে! হে অকুতোভয়ে! হে ক্ষেমে! হে সখি! হে ভূয়সি! তুমি বৎসের সহিত বিদ্যমান হইয়া ব্রহ্মপুরে ইন্দ্রের যজ্ঞস্থলে অবস্থান করিয়াছিলে; তুমি আকাশপথ ও অগ্নিপথে অবস্থান করিলে, দেবগণ নারদের সহিত একত্র হইয়া তোমাকে সর্ব্বসহা নাম প্রদান করিয়াছেন" এই বলিয়া গাভীর অর্চ্চনা করে, তাহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। সে ইন্দ্রলোক, গোলোক ও চন্দ্রসদৃশ কান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি পর্ব্বসময়ে গোষ্ঠমধ্যে ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্য উচ্চারণ করে, তাহার পাপ, ভয় ও শোকের লেশমাত্রও থাকে না এবং সে অনায়াসে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। গাভীগণ এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইল।

ঐ সময়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত সপ্তমহর্ষি কমলযোনি ব্রহ্মাকে পরিবেষ্টন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতেছিলেন। তন্মধ্যে দ্বিজবর বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি সচ্চরিত্র, অথচ দরিদ্র, তাহাদিগের কিরূপে যজ্ঞফল লাভ হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধনগণ! তোমরা মানবগণের শ্রেয়স্কর অতি উৎকৃষ্ট গূঢ় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এক্ষণে মানবগণ যেরূপে যজ্ঞফল লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পৌষ মাসে শুক্লপক্ষে রোহিণী নক্ষত্রে স্নাত ও পবিত্র হইয়া একবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অনাবৃত প্রদেশে নির্ম্মিত মঞ্চাদির উপর শয়ন করিয়া সমাহিতচিত্তে চন্দ্রের কিরণ পান করে, তাহার নিশ্চয়ই মহাযজ্ঞের ফললাভ হয়। হে তপোধনগণ! তোমরা আমাকে যে পরম রহস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূর্য্য কহিলেন, পূর্ণিমাতে চন্দ্রোদয় হইলে যে ব্যক্তি ভগবান্ নিশানাথের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল ও ঘৃতমিশ্রিত আতপতণ্ডুল প্রদান করে, তাহার গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে আহুতি প্রদানের ফল লাভ হয়। অমাবস্যাতে ফলপুষ্পপরিশোভিত পাদপের কথা দূরে থাকুক, একটীমাত্র পত্রসম্পন্ন বৃক্ষ ছেদন করিলেও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অমাবস্যায় দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিলে চন্দ্রমার হিংসা করা হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করে, পিতৃগণ তাহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন, দেবগণ পর্ব্বকালে তাহার প্রদত্ত হবি পরিগ্রহ করেন না এবং তাহার বংশ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া যায়।

শ্রী কহিলেন, যে ব্যক্তির গৃহে মহিলাগণ প্রহারযন্ত্রণা ভোগ করে এবং পান ভোজন পাত্র ও আসন সমুদায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া থাকে, দেবতা ও পিতৃগণ পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে তাহার সেই পাপময় গৃহে কদাচ হব্য কব্য ভোজন করেন না।

অঙ্গিরাঃ কহিলেন, যে ব্যক্তি সংবৎসর কাল সুবর্চ্চলা লতার মূল হস্তে ধারণ পূর্ব্বক করঞ্জক বৃক্ষের মূলে দীপ প্রদান করেন, তাঁহার প্রজাগণ পরিবর্দ্ধিত হয়।

গার্গ্য কহিলেন, অতিথি সৎকার, যজ্ঞশালায় দীপদান, পুষ্করতীর্থের নাম কীর্ত্তন এবং দিবানিদ্রা, মাংসভোজন ও গোব্রাহ্মণের হিংসা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা ঐ সমুদায় কার্য্যকে মহাফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তৎসমুদায়ের ফল ক্ষীণ হইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত অতিথিসৎকারাদি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে তাহার ফল কদাচ ক্ষয়

প্রাপ্ত হয় না। কোন ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, দৈবকার্য্য, তীর্থযাত্রা বা পর্ব্ব উপলক্ষে হবনীয় দ্রব্য আহরণ করিলে, যদি রজস্বলা, শ্বিত্ররোগগ্রস্তা বা পুত্রবিহীনা স্ত্রী উহা দর্শন করে, তাহা হইলে দেবগণ নিশ্চয়ই তাহার ঐ দ্রব্য ভোজনে পরাঙ্মুখ হন এবং পিতৃগণ ত্রয়োদশ বর্ষ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পবিত্র মনে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও ভারত পাঠ করাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

ধৌম্য কহিলেন, ভগ্নভাণ্ড, ভগ্নখট্টা, কুক্কুট, কুক্কুর ও আবাস মধ্যে সঞ্জাত বৃক্ষ নিতান্ত অমঙ্গল জনক। যে ব্যক্তির গৃহে ভগ্ন ভাণ্ড থাকে তাহাকে সতত কলহে কালাতিপাত করিতে হয়; যাহার গৃহে ভগ্নখট্টা থাকে, তাহার ধনক্ষয় হয় এবং যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহে কুক্কুট ও কুক্কুরদিগকে পোষণ করে, দেবগণ তাহার হবনীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব ভগ্নভাণ্ড ও ভগ্নখট্টা পরিত্যাগ করা এবং কুক্কুর ও কুক্কুটদিগের পোষণ না করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় আর বৃক্ষমূলে সর্প ও বৃশ্চিকাদির বাস করিবার সম্ভাবনা সুতরাং আবাস মধ্যে বৃক্ষরোপণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

যমদগ্নি কহিলেন, যে ব্যক্তির হৃদয় অপবিত্র, সে এক অশ্বমেধ, শত বাজপেয় ও অন্যান্য নানাবিধ কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান অথবা অধঃশিরাঃ হইয়া তপস্যা করিলেও তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। মনের শুদ্ধি, যজ্ঞ ও সত্যের সমান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধমনে ব্রাহ্মণকে এক প্রস্থ শক্তু দান করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, আমি এক্ষণে মানবগণের সুখাবহ ধর্ম্ম এবং দোষের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি, সকলে সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক বর্ষাকালীন চারি মাস পিতৃগণের উদ্দেশে দীপ ও তিলোদক দান, সাধ্যানুসারে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণকে আহারার্থ পরমান্ন প্রদান ও হোমানুষ্ঠান করে, তাহার একশত পশুবন্ধ যাগের ফল লাভ হয়। এক্ষণে আর এক রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি, শূদ্র যজ্ঞাগ্নি আহরণ করিলে এবং স্ত্রীলোক ভ্রমবশত যজ্ঞীয় ও যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্যজাত মিশ্রিত করিলে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দোষের আশঙ্কা না করিয়া সেই অগ্নি ও দ্রব্যজাত দ্বারা হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়; অগ্নিত্রয় তাহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন; দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না এবং চরমে তাহাকে শূদ্রযোনি লাভ করিতে হয়। এক্ষণে মানবগণ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপ হইতে

মুক্ত ও সুখী হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। উপবাস করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তিন দিন গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এক বৎসর পরে দেবগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণ করেন এবং শ্রাদ্ধকালেও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হন। এই আমি স্বর্গাভিলাষী মানবদিগের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, যাহারা দারপরিগ্রহ না করিয়া পরস্ত্রী সংসর্গে একান্ত আসক্ত হয়, শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোক কখনই তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। পরস্ত্রী গমন, বন্ধ্যা স্ত্রীতে অনুরাগ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই ত্রিবিধ কার্য্যই তুল্য দোষাবহ। যাহারা উহার অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পিতৃগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগের প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন এবং দেবগণও তাঁহাদিগের প্রদত্ত হবনীয় দ্রব্যে সমাদর করেন না। অতএব পরস্ত্রীগমন বন্ধ্যা স্ত্রীতে অনুরাগ প্রদর্শন ও ব্রহ্মস্ব অপহরণে পরাঙ্মুখ হওয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শ্রদ্ধাসহকারে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রতিমাসে দ্বাদশী ও পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত ও আতপতণ্ডুল প্রদান করে, তাহার চন্দ্র ও মহোদধিকে পরিবর্দ্ধিত করা হয়; সে তেজস্বী ও বলবান্ হইয়া থাকে এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞফলের চতুর্থাংশ ও ভগবান্ চন্দ্রমাঃ প্রীত হইয়া তাহাকে অভিলষিত ফল প্রদান করেন। এক্ষণে কলিযুগে মনুষ্যগণের যে যে ধর্ম্ম সুখাবহ, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবগাহন ও শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণগণকে তিলপাত্র প্রদান এবং যাহারা পিতৃগণকে মধুমিশ্রিত তিলোদক দীপ ও কৃশর দান করে, তাহাদিগের অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। সুররাজ ইন্দ্র কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তিলপাত্র দান করে, তাহার গোদান, ভূমিদান ও ভূরিদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞানুষ্ঠানের তুল্য ফললাভ হয়। পিতৃগণ তিলোদক দানকে অক্ষয় দান বলিয়া পরিগণিত করেন। দীপ ও কৃশর প্রদান করিলে তাঁহাদিগের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। এই আমি দেবতা ও পিতৃলোকপূজিত মহর্ষিপ্রদর্শিত পুরাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহর্ষি পিতৃলোক ও দেবগণ তপঃপরায়ণা ভগবতী অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা কহিলেন, ভগবতি! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের ন্যায় ব্রতচারিণী, সচ্চরিত্রা ও তপোবৃদ্ধা।

এই নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট ধর্ম্ম-রহস্য শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অতএব আপনি ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।

তখন অরুন্ধতী কহিলেন, মহানুভবগণ! আপনারা যে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহাতেই আমার তপঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি আপনাদিগের অনুগ্রহে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং যাঁহাদিগের মনঃ অতিশয় পবিত্র, তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মরহস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আর যাহারা অশ্রদ্ধান্বিত, অভিমানী, ব্রাহ্মণ-ঘাতক ও গুরুতল্পগামী তাহাদিগের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি দ্বাদশ বৎসর প্রতিদিন এক একটি কপিলা দান, প্রতিমাসে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে শত সহস্র গোদান করিয়া থাকেন, তিনিও অতিথির সন্তোষসম্পাদক মহাত্মার সদৃশ উৎকৃষ্ট ফলভাগী হইতে পারেন না। এক্ষণে মনুষ্যগণের সুখাবহ আর একটি ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে মনুষ্য প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সলিলের সহিত কুশ গ্রহণ পূর্ব্বক গোশৃঙ্গ অভিষিক্ত করেন এবং নিরাহারে সেই গোশৃঙ্গস্খলিত সলিল আপনার মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার ত্রিলোকমধ্যে সিদ্ধচারণ-সেবিত যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ে স্নান করা হয়, সন্দেহ নাই। অতএব পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মহানুভাবা অরুন্ধতী এই কথা কহিবামাত্র তত্রত্য যাবতীয় দেবতা, পিতৃলোক ও অন্যান্য প্রাণিগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অত্যাশ্চর্য্য ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিয়াছ। অতএব আমি প্রীতমনে বরপ্রদান করিতেছি, তোমার তপস্যা প্রতিনিয়ত পরিবর্দ্ধিত হউক।

যম কহিলেন, ভদ্রে! তুমি যে ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলে, তাহা পরম রমণীয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে চিত্রগুপ্ত যাহা কহিয়াছেন, আমার প্রীতিকর সেই সমস্ত ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ কর। মহর্ষি ও অন্যান্য মনুষ্যদিগের শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সমুদায় শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জীবলোকে মনুষ্য যে সমস্ত পাপ পুণ্য সঞ্চয় করে, তৎসমুদায়ের কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় না। ঐ সমুদায় পর্ব্বকালে সূর্য্যমণ্ডলে সংক্রামিত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। মনুষ্য লোকান্তরিত হইলে সূর্য্যদেব তাহার শুভাশুভ কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিলে মনুষ্যকে আপনার পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয়। অতঃপর যদ্দ্বারা মনুষ্যের ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য সতত পানীয়, দীপ, পাদুকাযুগল ও ছত্র প্রদান করিবে। পুষ্কর তীর্থে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কপিলা দান ও পরম

যত্নসহকারে অগ্নিহোত্র রক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য। কালক্রমে সকলকেই মৃত্যুমুখে নিপাতিত হইয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিতে হয়। তথায় অহঙ্কারপরিপূর্ণ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একান্ত নিপীড়িত হইয়া যার পর নাই ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই দুর্গতি হইতে মুক্তি হওয়া তাহাদের কোন রূপেই সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব ইহলোকে যে কার্য্য করিলে পরলোকে ঐ বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, তাহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পানীয়দানই ঐ বিপদ্ উদ্ধারের উৎকৃষ্ট উপায়। উহা অল্পব্যয়েই সম্পাদিত হইতে পারে। পানীয়দান পরলোকে সুখজনক ও উহার ফল অতি মহৎ। যাঁহারা পানীয় দান করেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত পরলোকে পবিত্রসলিলা নদী প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার জল অক্ষয়, শীতল ও অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর। পানীয়দাতা পরলোকে সেই নদীর জল পান করিয়া থাকেন। এক্ষণে প্রদীপ দান করিলে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি দীপদান করেন, তাঁহাকে আর তমোময় প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে হয় না। চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশন তাঁহাকে অত্যুৎকৃষ্ট প্রভা দান করিয়া থাকেন। দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল দর্শন করেন এবং তিনি স্বয়ং ভাস্করের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হন। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতঃপর বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কপিলাদান, বিশেষত পুষ্করতীর্থে কপিলাদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি পুষ্কর তীর্থে কপিলা দান করেন, তাঁহার বৃষের সহিত এক শত গাভী দানের ফললাভ হয়। পুষ্করতীর্থে একমাত্র কপিলাদান ব্রহ্মহত্যা সদৃশ ভীষণ পাতক সমুদায় বিলুপ্ত করিয়া থাকে। অতএব জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে কপিলা দান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যিনি সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণকে পাদুকাযুগল দান করেন, তাঁহার দুঃখ বা বিঘ্ন কিছুই থাকে না। যিনি ছত্র দান করেন, তিনি পরলোকে সুখজনক ছায়া লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ মনুষ্য পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া যাহা দান করে, তাহার ফল অবশ্যই ফলিত হয়।

তখন ভগবান্ দিবাকর যমের মুখে চিত্রগুপ্তকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ! আপনারা মহাত্মা চিত্রগুপ্তের ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিলেন। যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে এই সমস্ত বস্তু প্রদান করেন, তাঁহাদিগের আর কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। যাহারা ব্রাহ্মণঘাতী, গোঘ্ন, পরদারপরায়ণ, বেদে শ্রদ্ধাশূন্য ও জায়াজীবী, সেই সমস্ত পাপাচারনিরত পামরদিগের সহিত কথোপকথন করাও অনুচিত। তাহারা অতিশয় কদাচারী, তাহাদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে নাই। উহারা লোকান্তরিত হইয়া নিশ্চয়ই পূয়শোণিতভোজী

কৃমির ন্যায় নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। পিতৃগণ, দেবগণ, স্নাতক, ব্রাহ্মণ ও তপোধনগণ ঐরূপ দুরাচারদিগের সহিত বাক্যালাপ পরিহার করিতে সতত যত্নবান্ হইবেন।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর দেবতা, পিতৃলোক ও মহর্ষিগণ প্রমথদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নিশাচর প্রমথগণ! তোমরা কিরূপ উচ্ছিষ্ট শরীর, অপবিত্র ও নীচ ব্যক্তিদিগের হিংসা কর। লোকে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তোমাদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে এবং কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তোমরা মনুষ্যের গৃহে উপদ্রব করিতে পার না। এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তোমরা ঐ সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন প্রমথগণ কহিল, যাহারা স্ত্রীসম্ভোগের পর পবিত্র না হয় এবং যাহারা প্রধান লোকের অপমান, মোহবশত অবৈধ মাংস ভোজন, বৃক্ষমূলে শয়ন, মস্তকে আমিষসংস্থাপন, জলে শ্লেষ্মাপ্রভৃতি অপবিত্র বস্তু পরিত্যাগ অথবা মস্তকসংস্থাপনস্থানে পদ ও পদসংস্থাপন স্থানে মস্তক সংস্থাপিত করিয়া শয়ন করে, সেই সমুদায় বহুচ্ছিদ্রসম্পন্ন অপবিত্র লোকেরাই আমাদিগের বধ্য ও ভক্ষ্য। আমরা তাহাদিগকেই সর্ব্বদা নিপীড়িত করিয়া থাকি। কিন্তু যে সমুদায় মহাত্মার গাত্রে গোরোচনা ও হস্তে বচ বিদ্যমান থাকে এবং যাঁহারা মস্তকে ঘৃতমিশ্রিত আতপতণ্ডুল প্রদান ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করেন, আমরা কখনই তাঁহাদিগের হিংসা করিতে সমর্থ হই না। যে সকল গৃহে দিবারাত্রি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, আর যে সমুদায় গৃহে ব্যাঘ্রের চর্ম্ম ও দন্ত, গিরিগুহাশায়ী বৃহৎ কচ্ছপ, যজ্ঞীয় ধূম, বিড়াল অথবা পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ ছাগ বিদ্যমান থাকে, অস্মাদৃশ পিশিতাশন দারুণ নিশাচরগণ কখনই সেই সমস্ত গৃহ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। এই আমরা আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুরগণ! ঐ যে অবিদূরে রসাতলবাসী তেজস্বী মহানাগ অবস্থান করিতেছে, উহার নাম রেণুক। যদি তোমাদিগের ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে যে সমুদায় মহাবলপরাক্রান্ত মহাগজ শৈলকানন সমাকীর্ণা পৃথিবী ধারণ করিতেছে, তাহাদিগের নিকট রেণুককে প্রেরণ কর। রেণুক তাহাদের নিকট গমন করিলেই সমুদায় সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অবগত হইয়া তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ অবিলম্বে মহানাগ রেণুককে দিগ্‌গজদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন

রেণুক তাঁহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাগজগণ! আমি দেবতা ও পিতৃগণের আজ্ঞানুসারে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি; অতএব আপনারা আমার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

তখন দিগ্‌গজগণ রেণুককে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মহানাগ! কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অশ্লেষা নক্ষত্রের যোগ হইলে ক্রোধবিহীন হইয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পূর্ব্বক সায়ংকালে "অনন্ত প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত অক্ষয় নাগ সমুদায় ও তাহাদিগের বংশোদ্ভব ভুজঙ্গমগণ আমার বল ও তেজঃ বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাকে বলি প্রদান করুন এবং ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর উদ্ধার সময়ে যেরূপ বলশালী হইয়াছিলেন, আমারও সেইরূপ বল লাভ হউক" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে বল্মীকোপরি হস্তিপলাশপুষ্প, নীলবস্ত্র ও নীলানুলেপনের সহিত গুড়তণ্ডুল বলি প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে রসাতলবাসী ভূভারপীড়িত প্রাণিগণের নিতান্ত প্রীতি লাভ হয় এবং আমাদিগেরও ধরাধারণজনিত পরিশ্রম বিনষ্ট হয়। আমাদিগের মতে ঐ প্রকার বলিপ্রদানের তুল্য পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন ব্যক্তি সংবৎসরকাল ঐরূপে বলি প্রদান করেন, তাঁহার ত্রিলোকবাসী মহাবলপরাক্রান্ত নাগসমুদায়ের শত বৎসর আতিথ্য করা হয় এবং তিনি অনায়াসে প্রভূত ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন।

মহাগজ রেণুক দিগ্‌গজদিগের মুখে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ঋষিগণের নিকট গমন পূর্ব্বক উহা নিবেদন করিলে, তাঁহারা উহার যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহেশ্বর কহিলেন, হে মহানুভবগণ! তোমরা ধর্ম্মের সারাংশ কীর্ত্তন করিলে। এক্ষণে আমিও কিঞ্চিৎ ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা ধর্ম্মবুদ্ধিপরায়ণ ও শ্রদ্ধাবান্, তাঁহাদিগের নিকটই সরহস্য মহাফল ধর্ম্ম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এক মাস প্রশস্তমনে গোসমুদায়কে প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্য প্রদান ও দিবসের মধ্যে একবার মাত্র ভোজন করে, তাহার অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। গোসমুদায়ের তুল্য পরম পবিত্র আর কিছুই নাই। উহারা দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণসমাকীর্ণ ত্রিলোক রক্ষা করিতেছে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন উহাদিগের শুশ্রূষা ও উহাদিগকে ভক্ষ্যপ্রদান করেন, তাঁহার প্রতিদিনই প্রচুর ধর্ম্ম লাভ হয়। সত্যযুগে আমি গোসমুদায়কে আমার নিকটবর্ত্তী হইতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলাম এবং সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও আমার যথোচিত সৎকার করিয়া আমাকে একটী বৃষ প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই বৃষ আমার ধ্বজস্থানে অবস্থান করিতেছে।

আমি নিরন্তর গোসমুদায়ের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকি। অতএব সর্ব্বদা গোসমূহের পূজা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাসনা দ্বারা উহাদিগকে তুষ্ট করিতে পারিলে উহাদিগের নিকট উৎকৃষ্ট বরলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি গোসমুদায়কে এক দিনের আহারোপযোগী ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করে, সে সমুদায় কর্ম্মফলের চতুর্থাংশ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, এক্ষণে আমি স্বীয় অভিপ্রেত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি নীল বৃষের শৃঙ্গ হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় কলেবরে মর্দ্দন করিয়া তিন দিবস স্নান করে, তাহার কিছুমাত্র অমঙ্গল হয় না; সে সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভ করিয়া থাকে এবং যত বার সে ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে, তত বারই বীর পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এক্ষণে আর এক ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পূর্ণিমাতে তাম্রপাত্রে মধুমিশ্রিত পক্বান্ন গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রকে বলিপ্রদান করে, তাহার সেই বলিপ্রভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বদেব, বায়ু, ও বসুগণ পরম পরিতুষ্ট এবং চন্দ্র ও সমুদ্র পরিবর্দ্ধিত হন। এই আমি পরমসুখাবহ ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিলাম।

বিষ্ণু কহিলেন, যে ব্যক্তি ঈর্ষাপরিশূন্য হইয়া প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক একতানমনে দেবতা ও ঋষিদিগের ধর্ম্মরহস্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার বিঘ্ন, ভয় বা পাপের লেশমাত্র থাকে না; সে সমুদায় উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের ফললাভ করে এবং দেবতা ও পিতৃগণ চিরকাল তদ্দত্ত হব্য কব্য ভোজন করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের নিকট এই ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করেন, ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হন এবং ধর্ম্মে তাঁহার দৃঢ় ভক্তি হয়। লোকে মহাপাতক ভিন্ন অন্য যে কোন পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদায়ই ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ মাত্র বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বদেবপূজিত ব্যাসনির্দ্দিষ্ট দেবগণের ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা রত্নপূর্ণ বসুন্ধরা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ভক্তিবিহীন, নাস্তিক, ধর্ম্মভ্রষ্ট, নির্দ্দয়, হেতুবাদনিরত, গুরুদ্বেষ্টা ও আত্মম্ভরি ব্যক্তির নিকট ইহা কীর্ত্তন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ বর্ণের মধ্যে কোন্ কোন্ বর্ণের অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন; কিন্তু কুকর্ম্মান্বিত শূদ্রের অন্ন ভোজন করা কাহারও বিধেয় নহে। বৈশ্য যদি সাগ্নিক ও চাতু-

শ্রাস্যনিরত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাহার অন্ন ভোজন করিবেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহারা শূদ্রান্ন ভোজন করিলে ইঁহাদিগের পৃথিবীর, জলের ও মনুষ্যগণের মল ভক্ষণ করা হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত হইয়াও যদি শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে উঁহাদিগকে নিশ্চয়ই চরমে নরকে নিপতিত হইতে হয়। ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন ও মানবগণের স্বস্ত্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন ও বৈশ্যের কৃষ্যাদি কার্য্য দ্বারা লোকের পুষ্টিসাধন করাই প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষণাদি কর্ত্তব্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র নিন্দা নাই। কিন্তু যে বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে শূদ্রস্বরূপ। তাহার অন্ন ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ অস্ত্রজীবী, চিকিৎসক, পুরাধ্যক্ষ, দৈবজ্ঞ ও দেবল এবং যাঁহারা বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করান, তাঁহারা সকলেই শূদ্রতুল্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের মধ্যে যাঁহারা উঁহাদিগের অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই অভোজ্যভোজননিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইতে হয় এবং দেহান্তে তাঁহারা কুক্কুরের ন্যায় বীর্য্য, তেজঃ ও নিকৃষ্ট যোনি লাভ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে চিকিৎসকের অন্ন বিষ্ঠা, পুংশ্চলীর অন্ন মূত্র, বিদ্যোপজীবীর অন্ন শূদ্রান্ন এবং শিল্পজীবী ও নিন্দিত ব্যক্তির অন্ন শোণিতসদৃশ; অতএব ঐ সকল লোকের অন্ন ভক্ষণ না করা সাধু ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। খলের অন্ন ভক্ষণ করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসংস্কৃত ও অবজ্ঞাত অন্ন ভোজন করিলে সহসা তাঁহার পীড়া ও কুলক্ষয় উপস্থিত হয়; অতএব তাহা ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পুরাধ্যক্ষের অন্ন ভোজন করিলে চণ্ডালগৃহে; গোহন্তা, ব্রহ্মঘাতক, সুরাপাননিরত ও গুরুতল্পগামীর অন্ন ভোজন করিলে রাক্ষসকুলে এবং অর্পিতধনাপহারী ও কৃতঘ্নের অন্ন ভক্ষণ করিলে দেশবহিষ্কৃত শবরের গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যাহার অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য এবং যাহার অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ, তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ আছে, তাহা প্রকাশ কর।

ষটত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। আপনি ভোজ্যাভোজ্যের বিষয় নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে আমার আর একটী সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা ছেদন করুন। ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ ভোজ্য ও হব্য কব্য প্রতিগ্রহ করিলে তাঁহাদের পাপ জন্মে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ, ঘৃত ও তিল প্রতিগ্রহ করিলে সাবিত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক হুতাশনে সমিধ্ আহুতি প্রদান করিবেন। তিনি মাংস, মধু ও লবণ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রতিগ্রহের সময় অবধি সূর্য্যোদয় কাল-পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী জপ ও প্রকাশ্যে লৌহ ধারণ করিলে নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। ধন, বস্ত্র, স্ত্রী, অন্ন, পায়স ও ইক্ষুরস প্রতিগ্রহেরও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়া থাকে। ইক্ষুদণ্ড ও তৈল প্রতিগ্রহ করিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতে হয়। ধান্য, পুষ্প, ফল, পিষ্টক, জল, যাবক, দধি ও দুগ্ধ প্রতিগ্রহ করিলে শতবার সাবিত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। প্রেতোদ্দেশে পাদুকা ও বস্ত্র প্রতিগ্রহ করিলে সমাহিত চিত্তে শতবার সাবিত্রী জপ করা বিধেয়। গ্রহোদ্দেশে দত্ত জন্মা-শৌচগ্রস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত ক্ষেত্র প্রতি-গ্রহ করিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে পাপ বিনাশ [illegible]। যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপক্ষে শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করেন, তিনি সেই দিন সন্ধ্যোপাসনা, জপানুষ্ঠান ও পুনরায় ভোজন না করিলেই পবিত্র হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ অপরাহ্ণে ভোজন করিলে তাঁহার রজনীযোগে আহারে প্রবৃত্তি জন্মিবে না বলিয়াই অপরাহ্ণে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। যিনি মৃতাশৌচের তৃতীয় দিবসে মৃতাশৌচসম্পন্ন ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন, তিনি দ্বাদশাহ প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণকে হবি প্রদান পূর্ব্বক শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি মৃতাশৌচের দশ দিবস অশুচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি অশৌচান্তে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ এবং রেবতী যাগ ও কুষ্মাণ্ড হোম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যিনি মৃতাশৌচের চতুর্থ দিবসে অশুচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি সাত দিবস ত্রিকালীন স্নান করিয়া পবিত্র হন এবং তাঁহার আপদ্ বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তাঁহার শুদ্ধিলাভের আর উপায় নাই। যিনি বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি তিন রাত্রি ভিক্ষা করিলে এবং যিনি ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। শূদ্র শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার কুলক্ষয়, বৈশ্য বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার পশু ও বান্ধবনাশ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাঁহার শ্রীনাশ এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত এক-পাত্রে ভোজন করিলে তাঁহার তেজোহ্রাস হইয়া থাকে। অতএব পরস্পর একপাত্রে ভোজন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এইরূপ পরস্পর একপাত্রে ভোজন করিলে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ, রেবতী যাগ ও কুষ্মাণ্ড হোম এবং গোরোচনা দূর্ব্বা ও হরিদ্রা

প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত; তাহা হইলেই ঐ পাপের শান্তি হয়।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান ও তপস্যা এই উভয় দ্বারাই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে ইহলোকে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দান ও তপস্যা উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। এক্ষণে ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত তপঃপরায়ণ নরপতিগণ দান দ্বারা যে সমুদায় লোক লাভ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি আত্রেয় স্বীয় শিষ্যগণকে নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন। উশীনরপুত্র নরপতি শিবি ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় পুত্র প্রদান করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাশীপতি প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় তনয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহার যশোরাশি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সংকৃতিনন্দন রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন। মহাত্মা দেবাবৃধ ব্রাহ্মণকে একশত কাঞ্চনময় শলাকাসংযুক্ত ছত্র প্রদান করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন। নরপতি অম্বরীষ তেজস্বী ব্রাহ্মণকে রাজ্য প্রদান করিয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। জনমেজয় ব্রাহ্মণকে দিব্য যান এবং মহারথ কর্ণ ব্রাহ্মণকে স্বীয় কুণ্ডল প্রদান করাতে তাঁহাদিগের অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ হইয়াছে। রাজর্ষি বৃষাদর্ভি ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন ও রমণীয় বাসস্থান প্রদান করিয়া স্বর্গে সুখসম্ভোগ করিতেছেন। বিদর্ভাধিপতি নিমি মহাত্মা অগস্ত্যকে স্বীয় কন্যা ও রাজ্য প্রদান করিয়া বন্ধুবান্ধববর্গের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছেন। জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ব্রাহ্মণকে পৃথিবী দান করাতে তাঁহার প্রার্থনাধিক উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ হইয়াছে। অনাবৃষ্টি সময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ জীবগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন বলিয়া অক্ষয় সুখসম্ভোগ করিতেছেন। দশরথতনয় রাম যজ্ঞে প্রভূত অর্থ দান করিয়াছিলেন বলিয়া অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছেন এবং অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন হইতেছে। নরপতি কক্ষসেন মহাত্মা বশিষ্ঠকে ধনদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বর্গলোক লাভ হইয়াছে। করন্ধমের পৌত্র বীক্ষিতের পুত্র মহাত্মা মরুত্ত মহর্ষি অঙ্গিরাকে কন্যা প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। পাঞ্চালপুত্র পরম ধার্ম্মিক নরপতি ব্রহ্মদত্ত মহানিধি শঙ্খ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন। রাজা মিত্রসহ মহাত্মা বশিষ্ঠকে স্বীয় প্রিয়ভার্য্যা মদয়ন্তীকে সমর্পণ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মনুপুত্র মহাত্মা প্রদ্যুম্ন ধর্ম্মানুসারে লিখিতকে চৌরদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ হইয়াছে। মহাযশাঃ রাজর্ষি সহস্রচিত্য ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন

বলিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় সম্ভোগ করিতেছেন। মহীপতি শতদ্যুম্ন মহাত্মা মৌদ্গল্যকে নানাবিধ দ্রব্য পরিপূর্ণ হিরণ্ময় গৃহ, মহাত্মা ভূমন্যু শাণ্ডিল্যকে পর্ব্বতাকার রাশি রাশি ভোজ্য দ্রব্য, শল্যরাজ দ্যুতিমান্ ঋচীককে রাজ্য, রাজর্ষি মদিরাশ্ব হিরণ্যহস্তকে স্বীয় সুমধ্যমা কন্যা, নরপতি লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিলষিত অর্থ ও শান্তানাম্নী তনয়া এবং রাজর্ষি ভগীরথ কৌৎসকে হংসীনামে যশঃস্বিনী কন্যা ও কোহলকে এক লক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক মহাত্মা দান ও তপস্যাপ্রভাবে বারংবার স্বর্গে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। যে সকল গৃহস্থ দান ও তপস্যাবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় পরাজয় করিয়াছেন, যত দিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন তাঁহাদিগের কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে। এই আমি তোমার নিকট শিষ্টাচরিত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বোক্ত নরপতিগণ কেবল দান, যজ্ঞ ও সন্তানোৎপাদন দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। অতএব তুমিও সতত দানযজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। এক্ষণে সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি তোমার অন্য কোন সন্দেহ থাকে, কল্য তাহা ভঞ্জন করিব।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া রজনীযোগে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন এবং পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! দানপ্রভাবে যে সমুদায় নরপতি স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, দান কয়প্রকার? তাহার ফল কি? কাহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য এবং দান করিবার কারণই বা কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমুদায় বর্ণকে অর্থদান করিবার প্রথা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ, ভয়, কাম ও কারুণ্য এই পঞ্চবিধ কারণ নিবন্ধন দান পাঁচ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঈর্ষাপরিশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অতি উৎকৃষ্ট সুখ লাভ হয়। ইহাকেই ধর্ম্মনিমিত্তক দান কহে। আমাকে দান করিতেছেন, আমাকে দান করিবেন ও আমাকে দিয়াছেন, অর্থীদিগের নিকট এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যে দান করা যায়, তাহাকে অর্থনিমিত্তক দান কহে। উহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব ও ব্যক্তি অপমানিত হইলে ক্রোধপ্রযুক্ত আমার অনিষ্ট সাধন করিবে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূঢ় ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, তাহাকে ভয়নিমিত্তক দান কহে। উহার সহিত আমার সদ্ভাব আছে, উহাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করা কর্ত্তব্য; এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বয়স্যকে যে দান করা যায়, তাহাকে কামনিমিত্তক দান

কহে। আর ঐ ব্যক্তি দরিদ্র, উহাকে অল্পমাত্র দান করিলেই ও ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দয়াবশত যে দান করা যায়, তাহাকে কারুণ্যনিমিত্তক দান কহে।

হে ধর্ম্মরাজ! শাস্ত্রে এই পঞ্চবিধ দান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ দান করিলে পুণ্য ও কীর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। ভগবান্ প্রজাপতি কহিয়াছেন, যথাসাধ্য দান করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমাদিগের কুলপ্রদীপ। কোন শাস্ত্রই আপনার অবিদিত নাই। আমাদের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছেন; এক্ষণে আপনিই আমাদিগের একমাত্র উপদেষ্টা। অতঃপর আপনার নিকট ধর্ম্মার্থসংযুক্ত পরিণামসুখকর আশ্চর্য্য বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব যদি আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাদিগের হিতার্থ এই আপনার সম্মানকারী সর্ব্বপার্থিব-পূজিত মহাত্মা মধুসূদন ও এই সমুদায় নরপতির সমক্ষেই উহা কীর্ত্তন করুন।

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এইকথা কহিলে, মহাত্মা শান্তনুতনয় সস্নেহবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে আমি এই মহাত্মা বাসুদেব ও ভগবান্ ভবানীপতির যেরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং রুদ্র ও রুদ্রাণীর যেরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বিচিত্র উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কোন পর্ব্বতে এই ধর্ম্মপরায়ণ বাসুদেব দ্বাদশ বার্ষিক কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে নারদ, পর্ব্বত, বেদব্যাস, ধৌম্য, দেবল, কাশ্যপ ও হস্তিকাশ্যপ প্রভৃতি অসংখ্য দীক্ষাসম্পন্ন মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ স্ব স্ব শিষ্যগণসমভিব্যাহারে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হন। ইনি সেই দেবতুল্য মহর্ষিগণকে সমাগত দেখিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন তাঁহারা কেহ কেহ হরিদ্বর্ণ, কেহ কেহ সুবর্ণ বর্ণ, কেহ কেহ ময়ূরপুচ্ছযুক্ত ও কেহ কেহ বা অন্যান্য প্রকার নূতন আসনে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর প্রীত মনে ধর্ম্মবিসয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা মধুসূদনের মুখ হইতে হঠাৎ ব্রহ্মচর্য্যজনিত তেজোরাশি বিনির্গত হইয়া তত্রত্য রাজর্ষি, মহর্ষি ও দেবগণের সমক্ষেই সেই অসংখ্য মৃগপক্ষিশ্বাপদ সংবলিত বৃক্ষলতাদিসমাকীর্ণ পর্ব্বত দগ্ধ করিতে লাগিল। পর্ব্বতবাসী প্রাণিগণ দারুণ দহনদাহে বিচেতন প্রায় হইয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেই সুদারুণ বহ্নি ক্রমে ক্রমে সেই পর্ব্বতের শিখরসমুদায় ভস্মীভূত করিয়া শিষ্যের ন্যায় এই বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ইঁহার পাদদ্বয়ে অবনত হইল।

তখন ভগবান্ মধুসূদন সেই পর্ব্বতকে দগ্ধপ্রায় দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে উহার প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাসুদেব দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পর্ব্বত পূর্ব্ববৎ পুষ্পিত বৃক্ষলতাতে সমাকীর্ণ এবং পক্ষী, শ্বাপদ ও সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুসমুদায়ে পরিপূর্ণ হইল।

ঐ সময় মহর্ষিগণ সেই অচিন্তনীয় অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে রোমাঞ্চিত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে ভক্তিভাবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে তপোধনগণ! আপনারা নিঃশঙ্ক, নির্ম্মম ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও এরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন কেন?

মহর্ষিগণ কহিলেন, প্রভো! আপনা হইতেই লোকসমুদায়ের সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে, আপনিই শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাস্বরূপ এবং ইহলোকে যে সমুদায় স্থাবর জঙ্গম বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনিই তৎসমুদায়ের পিতা, মাতা, প্রভু ও উৎপত্তির কারণ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার মুখ হইতে হুতাশন নির্গত হইতে দেখিয়া আমরা নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি; অতএব আপনি অগ্রে এই বহ্নির উৎপত্তির কারণ আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন; পরে আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তৎসমুদায় আপনার নিকট নিবেদন করিব।

তখন বাসুদেব কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় যে তেজঃ আমার বদন হইতে নিঃসৃত হইয়া এই পর্ব্বতকে দগ্ধ করিল, উহা বৈষ্ণব তেজঃ। আপনারা জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় ও দেবতুল্য হইয়াও ঐ তেজোদর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। আমি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়াছি বলিয়াই আমার মুখ হইতে বহ্নি সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব আপনারা উদ্বেগ পরিত্যাগ করুন। আমি আত্মতুল্য পুত্রলাভের বাসনায় এই পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া এই কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি। আমার দেহস্থিত আত্মা অগ্নি রূপে বিনির্গত হইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার নিকট মহাদেবের তেজের অর্দ্ধাংশ আমার পুত্ররূপে পরিণত হইবে শ্রবণ করিয়া আমার সমীপে প্রত্যাগত হইয়া শিষ্যের ন্যায় আমার পাদদ্বয় বন্দন পূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। এই আমি আপনাদিগের নিকট স্বীয় নিগূঢ় তত্ত্ব সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম; আপনারা উদ্বেগ পরিত্যাগ করুন। আপনারা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রতপরায়ণ। আপনাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। অতএব এক্ষণে আপনারা আকাশে বা পৃথিবীতে যে কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি আপনাদিগের বদনবিনিঃসৃত বচনসুধা পান করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। আমি স্বীয় অপ্রতিহত প্রকৃতিপ্রভাবে কি পৃথিবীস্থ কি স্বর্গস্থ সমুদায় অদ্ভুত বিষয়ই অবগত হইতে পারি যথার্থ বটে, কিন্তু আমি আপনার প্রকৃতিপ্রভাবে যাহা অবগত হই, তাহা আমার আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান হয় না।

বিশেষতঃ সাধু ব্যক্তিরা যে সমুদায় বাক্য কীর্ত্তন করেন, তৎসমুদায় অতিশয় শ্রদ্ধেয় এবং পাষাণলিপির ন্যায় চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আপনাদিগের মুখ-বিনির্গত বাক্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আমি আপনাদিগের মুখে লোকের নির্ম্মলবুদ্ধিপ্রদ বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিয়া উহা লোকসমাজে প্রকাশ করিব, সন্দেহ নাই।

এই মহাত্মা বাসুদেব তৎকালে মুনি-গণকে এই কথা কহিলে, তাঁহারা বিস্ময়া-বিষ্ট হইয়া কেহ ইঁহার পূজা ও কেহ ইঁহার স্তব করিতে করিতে ইঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা তীর্থযাত্রাকালে হিমালয় পর্ব্বতে যে অচিন্তনীয় বিষয় দর্শন করিয়াছি, আপনি আমাদিগের হিতার্থ এই মহাত্মা বাসুদেবের নিকট তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মহর্ষিগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে, নারায়ণসুহৃৎ দেবর্ষি নারদ হরপার্ব্বতী-সংবাদ কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাধব! পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতনাথ সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ ওষধি পুষ্পসমা-যুক্ত, অতি রমণীয় পুণ্যাশ্রম হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার নিকট যে সমুদায় ভূত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিকটাকার, কেহ কেহ দিব্যমূর্ত্তি, কেহ বা অতি কদাকার, কেহ কেহ সিংহ, কেহ কেহ ব্যাঘ্র ও কেহ কেহ বা হস্তীর ন্যায় আকারসম্পন্ন এবং কেহ কেহ শৃগাল, কেহ কেহ দ্বীপি, কেহ কেহ ভল্লুক, কেহ কেহ বানর, কেহ কেহ উলূক, কেহ কেহ শুক, কেহ কেহ শ্যেন, কেহ কেহ মৃগ ও কেহ কেহ অন্যান্য পশুর ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ভগবান্ ভূতনাথ যে আশ্রমে বাস করিতেন, তাহা অসংখ্য মহোরগ, দিব্য পুষ্প, দিব্য জ্যোতি, দিব্য ধূপ, গন্ধ, অতি উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গ, পণব ও বিবিধ ভেরী শব্দে পরিপূর্ণ ছিল। উহার কোন দিকে ভৃঙ্গগণ ও কোন দিকে অপ্সরোগণ ও কোন দিকে ময়ূরগণ নৃত্যকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল এবং কোথাও বা ভ্রমরগণ মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ শব্দে গান করিতেছিল। মহাত্মা মুনিগণ, ঊর্দ্ধরেতাঃ সিদ্ধগণ এবং মরুৎ, বসু, সাধ্য, হুতাশন, বায়ু, বিশ্বেদেব, যক্ষ, নাগ, পিশাচ ও লোকপালগণ সকলেই সমাহিত-চিত্তে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সমু-দায় ঋতু সর্ব্বদা তথায় বিরাজমান ছিল। ওষধি সকল প্রজ্বলিত হইয়া একেবারে সেই বনকে আলোকময় করিয়াছিল এবং সুকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ সুমধুর অব্যক্ত ধ্বনি করিতে করিতে আহ্লাদে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে-ছিল। ফলতঃ মহাত্মা দেবদেবের তপঃ-প্রভাবে ঐ পর্ব্বতের শোভার আর পরি-সীমা ছিল না। ঐ সময় আমরা তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে একদা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া

ভগবান্ ভূতনাথকে সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তৎকালে জীবগণের অভয়দাতা, দৈত্যসংহারকর্ত্তা, হরিৎবর্ণ শ্মশ্রুমণ্ডিত, জটাজূটধারী ভগবান্ বৃষভধ্বজ ব্যাঘ্রচর্ম্মের পরিধেয়, সিংহচর্ম্মের উত্তরীয়, সর্পের যজ্ঞোপবীত ও লোহিতবর্ণ অঙ্গদ ধারণ করিয়া সেই বিচিত্র ধাতুশোভিত পর্য্যঙ্কসদৃশ গিরিতটে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তাঁহাকে দর্শনমাত্র নমস্কার করিয়া একেবারে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে শৈলসুতা পার্ব্বতী মহাদেবের ন্যায় বস্ত্রপরিধান পূর্ব্বক সমুদায় তীর্থের জলপূর্ণ স্বর্ণ কলস কক্ষে লইয়া প্রমথপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে মহাদেবের নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। আগমনকালে গিরিনদী সকল তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। এই রূপে তিনি হিমালয়ের পার্শ্ব দিয়া ক্রমে ক্রমে মহাদেবসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া পরিহাসচ্ছলে ঈষৎ হাস্যবদনে স্বীয় করতল দ্বারা সহসা প্রিয়তমের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন করিলেন। দেবদেবের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন হইবামাত্র সমুদায় জগৎ অন্ধকারময় এবং হোম ও বষট্কার শূন্য হইল। সকলেরই মনঃ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর সহসা মহাত্মা মহাদেবের ললাটদেশে এক যুগান্তকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডসদৃশ নেত্র সমুৎপন্ন হইল। ঐ নেত্র হইতে প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে সমুদায় অন্ধকার বিনাশ পূর্ব্বক হিমালয় পর্ব্বত দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন মৃগসমুদায় ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক মহাদেবের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। ক্রমে ক্রমে সেই দ্বাদশাদিবাকর সন্নিভ, যুগান্তকালীন দহনসদৃশ ভীষণ হুতাশন একেবারে গগনস্পর্শী হইয়া অচিরাৎ বিবিধ ধাতু, শিখর ও বনৌষধির সহিত হিমালয় পর্ব্বতকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। ঐ সময় শৈলরাজপুত্রী পার্ব্বতী হিমালয়কে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভূতপতি পার্ব্বতীর স্ত্রীস্বভাবসুলভ মৃদুভাব এবং পিতার দুরবস্থা দর্শননিবন্ধন কাতরভাব অবলোকন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে হিমালয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মহেশ্বর দৃষ্টিপাত করিবামাত্র হিমালয় পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ ও পরম রমণীয় হইয়া উঠিল।

তখন পতিপরায়ণা পার্ব্বতী স্বীয় পিতা হিমালয়কে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত আপনার ললাটে তৃতীয় নেত্র সমুত্থিত হইল এবং কি নিমিত্তই বা আপনি আমার পিতা হিমালয়কে বৃক্ষলতাদির সহিত দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করিলেন। এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহা আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! তুমি অজ্ঞানবশতঃ হস্তদ্বারা আমার নেত্রদ্বয় সমাবৃত করাতে, সমুদায় লোক আলোকবিহীন ও

বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ঐ সময়ে আমি উহাদের রক্ষার নিমিত্তই এই সমুজ্জ্বল তৃতীয় নেত্রের সৃষ্টি করিয়াছি। আমার এই নেত্রেরই তীক্ষ্ণতেজে তোমার পিতা হিমালয় দগ্ধ হইয়াছিলেন। আমি তোমার প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত আপনার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকের মুখ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং দক্ষিণ দিকের মুখ অতি ভীষণ হইল? আপনার জটা সমুদায় কপিল বর্ণ ও উর্দ্ধগত হইল কেন? আপনার কণ্ঠদেশ যে ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় নীলবর্ণ হইয়াছে, ইহার কারণ কি এবং আপনি কি নিমিত্তই বা পিণাকপাণি, জটিল ও ব্রহ্মচারী হইলেন? এই সমুদায় বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি; অতএব আপনি এই একান্ত অনুরক্ত সহধর্ম্মিণীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

শৈলরাজদুহিতা এই কথা কহিলে, ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদায় রত্ন হইতে তিল তিল প্রমাণ সারাংশ গ্রহণ করিয়া তিলোত্তমা নামে এক স্ত্রীরত্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একদা সেই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী রমণী আমাকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত আমার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন আমি তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইলাম; সুতরাং সে যে যে দিকে গমন করিল, যোগবলে সেই সেই দিকে আমার সুচারু বদন বিনির্গত হইল। এইরূপে সেই তিলোত্তমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত চতুর্ম্মুখ হইয়াছি। আমি পূর্ব্বমুখ দ্বারা ইন্দ্রকে শাসন, উত্তর মুখ দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া পশ্চিম মুখ দ্বারা প্রাণিগণের সুখ সমৃদ্ধি সম্পাদন ও এই ভয়ঙ্কর দক্ষিণমুখ দ্বারা প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকি। আমি লোক সমুদায়ের হিতসাধনার্থ জটিল ও ব্রহ্মচারী এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত পিনাকপাণি হইয়াছি। পূর্ব্বে দেবরাজ আমার শ্রীলাভের বাসনায় আমার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই বজ্রের তেজে আমার কণ্ঠদেশ দগ্ধ হইয়া যায়; এই নিমিত্ত আমি তদবধি নীলকণ্ঠ হইয়াছি।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অসংখ্য উৎকৃষ্ট বাহন বিদ্যমান থাকিতে, বৃষভ আপনার বাহন হইল কেন?

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পয়স্বিনী সুরভীর সৃষ্টি করিবার পর ঐ সুরভীর বংশে অসংখ্য গাভী সমুৎপন্ন হয়। তৎকালে

উঁহাদের সকলেরই বর্ণ একপ্রকার ছিল। অনন্তর একদা ঐ সুরভীর বৎসের মুখবিনির্গত ফেন সমুদায় আমার গাত্রে নিপতিত হওয়াতে, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া গোসমুদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম। তাহাতেই গোসমুদায় আমার ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া বিবিধবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময় অর্থতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক আমার বাহনের নিমিত্ত এই বৃষভ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্তই আমি অন্যান্য বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃষে আরোহণ করিয়া থাকি।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! দেবলোকে পরম রমণীয় বাসস্থান সমুদায় বিদ্যমান থাকিতেও আপনি কি নিমিত্ত কপাল, কেশ, অস্থি, মাংস, শোণিত, বসা ও অন্ত্র সমূহে সমাকীর্ণ গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কুল, চিতানলপরিব্যাপ্ত, অপবিত্র শ্মশানে বাস করেন?

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! আমি পবিত্রস্থান অন্বেষণ করিয়া অদ্যাপি সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকি; কিন্তু শ্মশান অপেক্ষা কোন স্থানই আমার পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত শ্মশানে বাস করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। বিশেষত আমার ভূতগণ ন্যগ্রোধশাখাসমাচ্ছন্ন ছিন্নমাল্যবিভূষিত শ্মশানেই বিহার করিয়া থাকে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হয় না। ফলত আমার মতে এই শ্মশান অপেক্ষা পবিত্র স্থান নিতান্ত দুর্লভ। পবিত্রস্থানলাভাকাঙ্ক্ষী মহাত্মারা এই পরম পবিত্র শ্মশানেই সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং লোকে কিরূপে উহার অনুষ্ঠান করিবে? এই সমুদায় বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি আমার ও এই সমুদায় তপোনুষ্ঠাননিরত বিবিধ বেশধারী মহর্ষির হিতসাধনের নিমিত্ত ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।

দেবী পার্ব্বতী এই প্রশ্ন করিবামাত্র আমরা বিবিধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলাম। তখন মহেশ্বর পার্ব্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! অহিংসা, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সর্ব্বভূতে দয়া, শম ও দান এই সমুদায় গৃহস্থদিগের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ গার্হস্থ ধর্ম্ম, পরদার বিরতি, অর্পিত স্ত্রীর রক্ষা, অদত্ত বস্তুর গ্রহণে অভিলাষ ও মধুমাংস পরিত্যাগ এই পঞ্চবিধ ধর্ম্ম সমুদায় ধর্ম্মের মূল। অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় এই পঞ্চবিধ ধর্ম্মের শাখাস্বরূপ। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা যত্নসহকারে এই সমুদায় ধর্ম্ম পালন করিবেন।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীতে দেবতাস্বরূপ। উপবাসই উঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। ইঁহারা ধর্ম্মার্থসম্পন্ন

হইলে ব্রহ্মের স্বরূপত্বলাভ করিতে পারেন। শাস্ত্রানুসারে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা ইঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ ভিন্ন কদাচ ব্রাহ্মণ্য লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যত্নপূর্ব্বক এই পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন।

তখন উমা কহিলেন, ভগবন্! চারিবর্ণের ধর্ম্মবিষয়ে আমার মহা সন্দেহ আছে; অতএব বিস্তারিত রূপে উহা আপনাকে কীর্ত্তন করিতে হইবে।

মহেশ্বর কহিলেন, পার্ব্বতি! ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ, হোমানুষ্ঠান, গুরুকার্য্যসাধন, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, সতত যজ্ঞোপবীত ধারণ, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করা ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে সমাবর্ত্ত স্নান করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আগমন ও স্বীয় অনুরূপ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন। শূদ্রান্ন পরিত্যাগ, সৎপথ অবলম্বন, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, সাগ্নিক হইয়া হুতাশনে আহুতিপ্রদান, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম, বিঘসান্ন ভোজন, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, অতিথিসেবা, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়রক্ষা এবং বিধিপূর্ব্বক পশুবন্ধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যজ্ঞানুষ্ঠান, একাহার ও অহিংসা অপেক্ষা ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পরিজনগণ ভোজন করিলে পর স্বয়ং ভোজন করা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভার্য্যা ও স্বামীর চরিত্র সমান হইলেই তাহাদের পরম প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। গৃহদেবতাদিগকে নিত্য পুষ্প ও বলি প্রদান এবং নিত্য গৃহে গোময় লেপন, উপবাস ও হোম করা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। এই আমি তোমার নিকট ব্রাহ্মণদিগের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞফল লাভে সমর্থ হন। যে নরপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তাঁহার সেই প্রজাপালনজনিত পুণ্যবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় অধিকৃত হয়। জিতেন্দ্রিয়তা, বেদাধ্যয়ন, হুতাশনে আহুতিপ্রদান, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞোপবীতধারণ, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, ভৃত্যগণের ভরণপোষণ, আরব্ধ কার্য্যে দৃঢ়তর অধ্যবসায়প্রকাশ, অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান, বেদানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান, সদ্বিচার, সত্যবাক্যপ্রদর্শন এবং আর্ত্ত ব্যক্তিকে সাহায্যদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয় গোব্রাহ্মণের রক্ষার্থ সংগ্রামে নিহত হন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞার্জ্জিত স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে।

এক্ষণে বৈশ্যের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সতত পশুপালন, কৃষিবাণিজ্য সম্পাদন, হুতাশনে আহুতিপ্রদান, দান, অধ্যয়ন, সৎপথে অবস্থান, অতিথিসৎকার, জিতেন্দ্রিয়তা, শান্তিগুণ অবলম্বন এবং ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনা করাই বৈশ্যের শাশ্বত ধর্ম্ম। বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া তিল, গন্ধ-

দ্রব্য ও রস বিক্রয় করা বৈশ্যের কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

অতিথিসৎকার, ধর্ম্মার্থকামের অনুশীলন ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম। যে শূদ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অতিথিসেবাতৎপর, সদাচারপরায়ণ এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজায় তৎপর হয়, তাহার তপঃসঞ্চয় ও অভিলষিত ফল লাভ হইয়া থাকে। হে গিরিনন্দিনি! এই আমি তোমার নিকট চারিবর্ণের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, তাহা কীর্ত্তন কর।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আপনি চারিবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম সমুদায় বর্ণের হিতকর, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, প্রিয়ে! সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ বিধাতা এই ভূমণ্ডলে সমুদায় লোকের পরিত্রাণার্থ ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন। উঁহারা পৃথিবীর দেবতাস্বরূপ। অতএব আমি অগ্রে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের বিষয় আর কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে সাধারণধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিব। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডলে মানবদিগের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ম্ভু বৈদিক, স্মার্ত্ত ও শিষ্টাচারসম্ভূত এই তিনপ্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিবেদপারদর্শী, যিনি দান, অধ্যয়ন ও যজনকার্য্যে সতত অনুরক্ত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভের বশবর্ত্তী ও অধ্যয়নজীবী না হন, তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণদিগের জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ঐ ছয় প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম। নিয়ত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাধ্যানুসারে দান করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ জনসমাজে প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট পুণ্যফলভাগী হইতে পারেন।

অতঃপর সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নিয়ত শান্তিগুণ অবলম্বন ও সাধুসংসর্গ অপেক্ষা গৃহস্থের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধিলাভ, সত্যবাক্য প্রয়োগ, ঈর্ষা পরিত্যাগ, দান, ব্রাহ্মণের সৎকার, পরিষ্কৃত অবাসে অবস্থান, অভিমান ও কপটতা পরিত্যাগ, প্রিয়বাক্য বিন্যাস, অতিথিসৎকারে অনুরাগ ও পরিজনদিগের ভোজনের পর ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অতিথিদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন, শয্যা, দীপ ও আশ্রয় প্রদান করেন, তিনিই পরম ধার্ম্মিক। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ও আচমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহাকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করা গৃহস্থের কর্ম্ম নহে। দিবারাত্রি ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করিলেই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম লাভ হয়। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কহে। গৃহস্থগণ ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐ ধর্ম্মপ্রভাবে সকলেরই

উপকার হইয়া থাকে। সাধ্যানুসারে দান, যজ্ঞানুষ্ঠান পুষ্টিজনক কার্য্যের সাধন ও ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মলব্ধ ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার একাংশ দ্বারা ধর্ম্ম-সঞ্চয় এক অংশ উপভোগ ও এক অংশের বৃদ্ধিসাধন করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অতঃপর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তাহাকে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কহে। এক রাত্রির অধিক কাল একগ্রামে বাস না করা এবং সমুদায় জীবের প্রতি দয়াপ্রকাশ ও আশাপাশ হইতে মুক্তি লাভ করা নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কমণ্ডলু, উদক, পরিধেয়বস্ত্র, আসন, ত্রিদণ্ড, শয্যা, অগ্নি ও গৃহে মমতা করা তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা বীতস্পৃহ, স্নেহাদিবন্ধনবিমুক্ত ও সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা বৃক্ষমূল, শূন্যগৃহ ও নদীতীর প্রভৃতি নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নিরাহার ও স্থাণুস্বরূপ হইয়া আত্মচিন্তা করিলে ঝটিতি মোক্ষলাভ হয়। এক গ্রাম বা একনদীতীরে অনেক দিন অবস্থান করা সন্ন্যাসীর কদাপি কর্ত্তব্য নহে। মোক্ষার্থী সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বেদোক্ত ধর্ম্ম অতি সৎপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি এই পথে পদার্পণ করেন, তাঁহাকে কখনই সংসারসাগরে মগ্ন হইতে হয় না। মোক্ষধর্ম্মাবলম্বীরা কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইঁহাদের মধ্যে কুটীচক অপেক্ষা বহূদক, বহূদক অপেক্ষা হংস ও হংস অপেক্ষা পরমহংস শ্রেষ্ঠ। এই নিবৃত্তিধর্ম্ম অপেক্ষা সুখ, দুঃখ, জরা ও মৃত্যু নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছুই নাই।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আপনি জীবলোকের শ্রেয়স্কর পথস্বরূপ গার্হস্থ্য, মোক্ষ ও সজ্জনাচরিত ধর্ম্ম বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ঋষিধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। মহর্ষিগণের যজ্ঞীয় ধূমের সৌরভে সমুদায় তপোবন আমোদিত হয়; আমি তদ্দর্শনে নিতান্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি; অতএব আপনি আমার নিকট উঁহাদিগের ধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! মহর্ষিগণ যেরূপ ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা সৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে পদ্মযোনি কর্ত্তৃক পীত, যজ্ঞসম্পাদক, পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন জলের ফেনপান করিয়া দিনযাপন করেন, তাঁহারাই ফেনপায়ী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিত দেহসম্পন্ন মহর্ষিদিগকে বালখিল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তপঃসিদ্ধ হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক সূর্য্যকিরণ পান ও কেহ কেহ মৃগচর্ম্ম, চীর বা বল্কল পরিধান করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ঐ সকল তপোনুষ্ঠাননিরত সমুদায় লোক আলোকিত করিয়া দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। দয়াধৰ্ম্মপরায়ণ চক্রচর, সোমলোকচারী ও পিতৃলোকনিবাসী মহর্ষিগণ চন্দ্রকিরণ পান করিয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয় সংপ্রক্ষাল, অশ্মকুট্ট ও দন্তোলূখলিক মহর্ষিগণ স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে উঞ্ছবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করেন। অগ্নিতে আহুতি প্রদান, পিতৃগণের অৰ্চ্চনা ও পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই ইঁহাদিগের পরম ধৰ্ম্ম। কাম ক্রোধ পরাজয় করিয়া আত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়া সমুদায় মহর্ষিরই কর্ত্তব্য। উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ অর্থ দ্বারা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, ধৰ্ম্মযজ্ঞ ও সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান, যজ্ঞদক্ষিণা প্রদান, নিত্যযজ্ঞ সম্পাদন, ধৰ্ম্মানুষ্ঠান, পিতৃলোক ও দেবগণের অর্চ্চনা এবং অতিথিদিগের সৎকার করা ইঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইঁহারা গোরস পানের বাসনা পরিত্যাগ, শমগুণ আশ্রয়, স্থণ্ডিলে শয়ন, যোগাবলম্বন এবং শাক, পর্ণ, ফলমূল, বায়ু, সলিল ও শৈবাল ভোজন করিবেন। এই সমুদায় নিয়ম দ্বারা ইঁহাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। যখন গৃহ ধূমবিহীন, মুষলধ্বনিবিবৰ্জ্জিত ও অঙ্গারশূন্য হইবে, পরিজনগণ ভোজন করিয়া ভোজনপাত্রসমুদায় পরিত্যাগ করিবে এবং ভিক্ষুকগণ পরিতৃপ্ত হইয়া যথাস্থানে গমন করিবে, সত্যধৰ্ম্মনিরত মহাত্মারা সেই সময়ে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন। যাঁহারা গর্ব্ব ও অভিমানবিহীন, সতত আহ্লাদিত, বিস্ময়বিবৰ্জ্জিত ও শত্রুমিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন হন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ ধৰ্ম্মবেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, নাথ! যে সমস্ত বানপ্রস্থ নদীতট, নিকুঞ্জ, বন, পৰ্ব্বত, ও ফলমূলসম্পন্ন অতি পবিত্র প্রদেশসমুদায়ে বাস করিয়া থাকেন, সেই সকল স্বশরীরোপজীবী মহাত্মাদিগের নিয়ম শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি উহা কীৰ্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! বানপ্রস্থদিগের যেরূপ ধৰ্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করিয়া ধৰ্ম্মে মনোনিবেশ কর। বনবাসী সিদ্ধ মহাত্মাদিগের ধৰ্ম্মবুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া ত্রিকালীন অভিষেক, ইঙ্গুদী ও এরণ্ড তৈল ব্যবহার, পিতৃলোক ও দেবগণের অর্চ্চনা, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, যজ্ঞসম্পাদন এবং ফলমূল ও নীবার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিরন্তর যোগানুষ্ঠান, অরণ্যমধ্যে বীরাসনে অবস্থান, মণ্ডূকযোগ সাধন, স্থণ্ডিলে শয়ন এবং শীতকালে সলিলে অবস্থান ও গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিসেবন করিবেন। উঁহাদিগের অব্ভক্ষ্য, বায়ুভক্ষ্য, শৈবালভক্ষ্য, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখলিক বা সংপ্রক্ষাল হইয়া চীরবল্কল বা মৃগচৰ্ম্ম পরিধান করিয়া ধৰ্ম্মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত। হোম, পঞ্চ-

যজ্ঞানুষ্ঠান, পোষ্যবর্গের প্রতিপালন, অষ্টক-শ্রাদ্ধ, চাতুর্ম্মাস্য যাগ, দর্শপৌর্ণমাস্য যাগ ও নিত্যযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উঁহাদের পরম ধর্ম্ম। উঁহাদের মধ্যে অনেকে দারসংযোগ-বিমুক্ত হইয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন। স্রুক্ ও ভাণ্ড ইঁহাদিগের পরম ধন। ইঁহারা নিরন্তর অগ্নিত্রয়ের আরাধনা ও সৎপথে অবস্থান করিয়া পরম গতি লাভে সমর্থ হন। ইঁহারাই শাশ্বত ব্রহ্মলোক ও পবিত্র সোমলোকে গমন করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

পার্ব্বতী কহিলেন, নাথ! বনবাসী জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বেচ্ছাচারী ও কেহ কেহ দারবিহারী হইয়া থাকেন, অতএব আপনি তাঁহাদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! যে সমস্ত তপস্বী স্বেচ্ছাচারী, মস্তক মুণ্ডন ও কষায় বস্ত্র ধারণই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। আর যাঁহারা দারসংযুক্ত, তাঁহারা রজনী উপস্থিত হইলেই গৃহে উপস্থিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় যথেষ্ট বিহার উঁহাদের ধর্ম্ম কহে। ত্রিকালীন স্নান স্বেচ্ছাচারী ও দারবিহারী উভয়েরই বিহিত আছে। কিন্তু ঋষিনির্দ্দিষ্ট হোমের অনুষ্ঠান, সমাধি, সৎপথে অবস্থান ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্যসংসাধন প্রভৃতি পূর্ব্বকথিত যে সমস্ত বনবাসীদিগের ধর্ম্ম আছে, তৎসমুদায় কেবল দারনিরত ব্যক্তিদিগেরই বিহিত হইয়াছে। তাঁহারা এই সমস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। স্বদার-নিরত ঋতুকালাভিগামী বানপ্রস্থগণ ঋষিকৃত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন। স্বেচ্ছানুসারে নিয়মাতিরিক্ত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যিনি সকলকেই অভয় প্রদান করেন, যিনি হিংসাদোষশূন্য এবং যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দয়া ও সরলতা প্রদর্শন ও সকল প্রাণীকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারই যথার্থ ধর্ম্ম লাভ হয়। সমস্ত বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক স্নান ও সমুদায় প্রাণীকে সরলতা প্রদর্শন এই উভয়ই তুল্য, বরং বেদপাঠান্তে স্নান অপেক্ষা সরলতা প্রদর্শন অধিক ফলপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সরলতাই যথার্থ ধর্ম্ম। কপটতাচরণ অপেক্ষা অধর্ম্মজনক কার্য্য অতি অল্পই বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি সরলতা অবলম্বন করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ধর্ম্মলাভ হয়। যে মহাত্মা সরলতায় সমধিক অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি দেবগণের সহিত একত্র বাস করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহার ধর্ম্মপরায়ণ হইবার অভিলাষ থাকে, সরল-স্বভাব হওয়া তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও হিংসাপরিশূন্য ব্যক্তি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে অধিকারী হন। যিনি অনলস, সৎপথাবলম্বী, সচ্চরিত্র, তিনি চরমে পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আশ্রম-প্রতিপালননিরত তাপসেরা কিরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা দীপ্তিশালী হইয়া থাকেন?

মহাধন রাজা বা নির্দ্ধন দরিদ্রগণ কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মহাফল লাভ করিতে সমর্থ হন? আর বনবাসী তাপসগণ কি কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পর লোকে দিব্যস্থান অধিকার করিয়া দিব্য চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া থাকেন? আমার এই সমস্ত বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ছেদন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! যাঁহারা উপবাসব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন এবং যাঁহারা অহিংসক ও সত্যবাদী হন, তাঁহারা সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক দেহান্তে নির্ব্বিঘ্নে গন্ধর্ব্বগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা মণ্ডূকযোগানিরত ও বিধানানুসারে নানাপ্রকার সৎকার্য্যে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা দেহান্তে নাগগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি মৃগগণের সহিত বাস করিয়া মৃগমুখোৎসৃষ্ট তৃণসমুদায় ভক্ষণ করেন, তিনি পরম আনন্দে সুরলোকে বিহার করিয়া থাকেন। যিনি শীতক্লেশসহিষ্ণু হইয়া শৈবাল ও বৃক্ষের শীর্ণপত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক কালযাপন করেন, তাঁহার চরমে পরম গতি লাভ হয়। যিনি বায়ু বা ফলমূল ভক্ষণ অথবা সলিলমাত্র পান করিয়া কালাতিপাত করেন, তিনি যক্ষলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি দ্বাদশবৎসরকাল বিধানানুসারে গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যস্থলে অবস্থান করেন, অথবা যিনি দ্বাদশবৎসর কাল পানভোজন পরিত্যাগী হন, তাঁহার পরজন্মে পৃথিবীর সাম্রাজ্য লাভ হইয়া থাকে। যিনি অনাবৃত প্রদেশস্থ স্থণ্ডিলে নিরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে দ্বাদশবর্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অনশনে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবলোকে গমন পূর্ব্বক বিবিধ যান, শয়ন ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ গৃহ সমুদায় উপভোগ করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশবার্ষিকদীক্ষাবসানে মহাসাগরে দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার বরুণলোক লাভ হয়। যিনি দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষা সমাপন পূর্ব্বক প্রস্তর দ্বারা আপনার চরণদ্বয় ভেদ করেন, তিনি গুহ্যকগণের মধ্যে বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া আত্মসমাধান পূর্ব্বক দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি দেহান্তে দেবলোকে গমন করিয়া দেবগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশবার্ষিকদীক্ষান্তে অগ্নিমধ্যে দেহত্যাগ করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আত্মাতে আত্মসমাধান পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ ও মমতাশূন্য হইয়া দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষা সমাপন করিয়া বৃক্ষে অগ্নি নিক্ষেপ পুরঃসর সর্ব্বসমক্ষে দেহত্যাগ বাসনায় গমন করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক সর্ব্বকামসম্পন্ন দিব্যপুষ্পসমাকীর্ণ ও দিব্যচন্দন চর্চ্চিত হইয়া দেবগণের সহিত পরম সুখে বাস করিয়া থাকেন। যিনি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া দেহত্যাগে উৎসুক হন, তাঁহার অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে এবং কামচারী বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক

নির্ব্বিঘ্নে দেবলোকে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আপনি সূর্য্যের নেত্র ও দন্ত উৎপাটন এবং দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছেন। আপনার তুল্য ক্ষমতাশালী আর কেহই নাই। এক্ষণে আমার এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা অপনোদন করুন। ভগবান্ ব্রহ্মাই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বৈশ্য কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া শূদ্রত্ব এবং কোন্ সুকর্ম্মবলে ক্ষত্রিত্ব লাভ করে? ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বা শূদ্রযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিবার কারণ কি? কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্ব লাভ হইয়া থাকে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রকৃতিসিদ্ধ বর্ণত্রয় কিরূপেই বা ব্রাহ্মণ্য লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! ব্রাহ্মণ্যলাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণই প্রকৃতিসিদ্ধ; ব্রাহ্মণ কেবল স্বীয় দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন ব্রহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন, অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহাদিগের পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, অথবা লোভমোহ বশতঃ বৈশ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ লোভমোহপ্রভাবে স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে অশেষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হন। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহারা পরজন্মে স্বজাতিপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের এইরূপে শূদ্রত্ব লাভ হয়। যে বিজ্ঞান সম্পন্ন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হন, তাঁহার অবশ্যই অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মপ্রার্থী সাধুদিগের আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উগ্রজাতির অন্ন, বহুজনের আহারার্থ পরিপক্ব অন্ন, আদ্যশ্রাদ্ধীয় অন্ন, অশৌচান্ন, দূষিতান্ন ও শূদ্রান্ন ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া ঐ অন্ন পরিপাক না হইতে হইতে কালকবলে নিপাতিত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণ যে যে নিকৃষ্ট বর্ণের অন্ন ভক্ষণ করিয়া সেই অন্ন উদরে থাকিতে থাকিতে মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন, তাঁহার সেই সেই যোনিতে জন্মপরিগ্রহ হইয়া থাকে। যে

ব্যক্তি সুদুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মোহবশত তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক অভোজ্য অন্ন ভোজন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন। ব্রাহ্মণ সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘ্ন, ক্ষুদ্রাশয়, তস্কর, ভগ্নব্রত, অপবিত্র বেদবর্জ্জিত, পাপাত্মা, লুব্ধ, শঠ, শূদ্রাপতি, কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী, নীচসেবানিরত, গুরুদ্বেষী ও গুরুদারাপহারী হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার ব্রহ্মণ্য বিনষ্ট হয়। বৈশ্য সদাচারনিরত হইলে পরজন্মে ক্ষত্রিয়ত্ব এবং শূদ্র সদাচারনিরত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। সতত সৎপথে অবস্থান করিয়া অবিচলিতচিত্তে ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করা শূদ্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্র যদি দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, অতিথির প্রতি সমাদর, ঋতুস্নানের পর পত্নীর সহবাস, নিয়মিত ভোজন শৌচাবলম্বন, শুচি ব্যক্তির অন্বেষণ, পরিবারবর্গের আহারান্তে ভোজন ও বৃথামাংস পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেই তাহার পরজন্মে বৈশ্যত্ব লাভ হয়। বৈশ্য যদি সত্যবাদী, অহংকার, পরিশূন্য, সুখদুঃখাদিবিহীন, শান্তিগুণাবলম্বী, যজ্ঞপরায়ণ, বেদানুরক্ত পবিত্র ব্রাহ্মণের সৎকর্ত্তা ও সমুদায় বর্ণের পুষ্টিসাধক হয় এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট দুই সময়ে সকলের ভোজনের পর স্বয়ং ভোজন, কামনা পরিত্যাগ, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, অতিথি সৎকার ও গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের উপাসনা করে, তাহা হইলেই সে অতি পবিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ বৈশ্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি জন্মাবধি সমুদায় সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ব্রত ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দান, অধ্যয়ন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের উপাসনা, আর্ত্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য দান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সত্যকার্য্যের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান, ধর্ম্ম কার্য্যে উপদেশ প্রদান, বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, প্রজাদিগের শস্যের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ, পরস্ত্রীগমনবাসনা পরিত্যাগ, ঋতুকালে পত্নীতে গমন, দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবার মাত্র আহার, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র গৃহে কুশোপরি শয়ন, সমাহিত চিত্তে ত্রিবর্ণ সেবা, শূদ্রমাত্রকে অন্নদান, পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথির তৃপ্তিসাধন, স্বীয় গৃহে অতিথির ন্যায় বাস, ত্রিকালে হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং গো ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার্থ সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সে স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে পরজন্মে অনায়াসে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান ও বেদশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হয়। হে দেবি! এইরূপে অতিহীন বর্ণোদ্ভব শূদ্রও স্বীয় সৎকর্ম্মপ্রভাবে অনায়াসে বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে এবং ব্রাহ্মণ নীচবর্ণের অন্নভক্ষণাদি অসৎকর্ম্মপ্রভাবে ব্রহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রকুলে জন্ম পরিগ্রহ করে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ আমার মতে

শূদ্র সৎস্বভাবসম্পন্ন ও সৎকর্ম্মানুরক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়। কেবল জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান ও কুল, ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে, সদাচারই ব্রাহ্মণত্বের প্রধান কারণ। সদ্ব্যবহার দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান সকলের পক্ষেই সমান। যাহার হৃদয়ে নির্ম্মল নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব প্রকাশিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা স্বয়ং কহিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ শ্রেণীবিভাগমাত্র। বেদপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞাননিরত ব্রাহ্মণ চরণবিশিষ্ট জঙ্গম ক্ষেত্রস্বরূপ; ঐ ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে পরলোকে নিশ্চয়ই তাহার ফললাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আপনার মঙ্গল বাসনা করেন, তাঁহার সাগ্নিক, বিঘসাশী, সৎপথাবলম্বী, সংহিতাধ্যায়ী ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন হওয়া উচিত। অধ্যয়নজীবী হওয়া তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণ এইরূপ গুণসম্পন্ন ও সৎপথাবলম্বী হইলেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। দুর্লভ ব্রহ্মণ্যলাভ করিয়া শূদ্রাদি নীচ জাতির সংসর্গ পরিত্যাগ, দান, প্রতিগ্রহে অস্বীকার ও বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট শূদ্র যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণ যেরূপে শূদ্রত্ব লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! মানবগণ কার্য্য, মনঃ ও বাক্য প্রভাবে কখন বন্ধনযুক্ত এবং কখন বা বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে মনুষ্য কিরূপ চরিত্র, কার্য্য ও গুণসম্পন্ন হইলে স্বর্গলাভে অধিকারী হয়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! তুমি আমার নিকট যে সর্ব্বপ্রাণিহিতকর অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা সত্যধর্ম্মনিরত ও আশ্রম সমুদায়ের লক্ষণবিহীন হইয়া ধর্ম্মলব্ধ অর্থ ভোগ করেন, তাঁহারাই স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা প্রলয়োৎপত্তিতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও সংশয়বিহীন হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে কদাচ ধর্ম্মাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। যাঁহারা বীতরাগ হইয়া কায়মনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের কোন বিষয়ে আসক্তি না জন্মে এবং যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান্, সচ্চরিত্র ও শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান সম্পন্ন হন, তাঁহারাই কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্, সকলের বিশ্বাসপাত্র, হিংসাবিহীন, সদাচারনিরত, পরধনে নিস্পৃহ, চৌর্য্যবিমুখ, স্বধনসন্তুষ্ট, স্বভাগ্যোপজীবী সংযতেন্দ্রিয়, সচ্চরিত্র ও বেদবিরুদ্ধ সুখসম্ভোগে বিরত হন, যাঁহারা ধর্ম্মলব্ধ

অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও ঋতুস্নানের পর স্ত্রীসংসর্গ করেন এবং যাঁহারা পরস্ত্রী-সংসর্গের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাতও করেন না, প্রত্যুত তাহাদিগকে মাতা ভগিনী ও কন্যার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের স্বর্গলাভ হয়। জীবিকানির্ব্বাহ বা ধর্ম্ম-লাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা এইরূপ নির্ম্মল পথ অবলম্বন করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বর্গলাভের বাসনা করেন, তাঁহারা কদাচ ইহা অতিক্রম করিবেন না।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! কিরূপ বাক্য ব্যবহার করিলে মনুষ্যের নরক ও কিরূপ বাক্য ব্যবহার করিলে স্বর্গভোগ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যাঁহারা আপনার বা অন্যের হিতসাধন দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ, ধর্ম্মলাভ ও কামবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনের নিমিত্ত অথবা পরিহাসচ্ছলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ না করেন; যাঁহারা নির্দ্দোষ, মধুর বাক্যে লোকের স্বাগত জিজ্ঞাসা ও সর্ব্বতোভাবে কপটতা পরি-ত্যাগ করেন, যাঁহারা কাহারও প্রতি কটু বা নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন না; মিত্র-ভেদকর পিশুন বাক্য প্রয়োগ করিতে যাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি জম্মে না; যাঁহারা পরদ্রোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয়বাদী ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হন; যাঁহারা শঠতা ও অসদ্বাক্য ব্যবহার না করিয়া সর্ব্বদা মধুর বাক্যে লোকের সহিত আলাপ করেন এবং যাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়াও মর্ম্মভেদী পরুষ বাক্য উচ্চারণ না করিয়া মিস্ট কথা কহেন, তাঁহারাই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব সর্ব্বদা এইরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগের বাসনা করিবেন না।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! কিরূপ মানসিক বৃত্তি অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান করিলে মানবগণের স্বর্গলাভ এবং কিরূপ মানসিক বৃত্তি অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা উহাদের নরক ভোগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা যেরূপ মনোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া স্বর্গলাভ করেন এবং কুটিলপ্রকৃতি মনু-ষ্যেরা যেরূপ মনোবৃত্তি আশ্রয় পূর্ব্বক নরক ভোগ করিয়া থাকে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা নির্জ্জন গ্রাম, গৃহ বা বিপিনমধ্যে পরধন দর্শন করিয়া উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করেন, নির্জ্জনে কামুকী পরস্ত্রী দর্শন করি-য়াও যাঁহাদিগের মনঃ বিচলিত না হয়; যাঁহারা কি শত্রু, কি মিত্র সকল লোকেরই সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করেন এবং যাঁহারা বিদ্বান্, পবিত্রস্বভাব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, স্বধন-সন্তুষ্ট, শত্রুতাবিহীন, আয়াসশূন্য, সকলের সহিত বন্ধুতাসংস্থাপনে যত্নশীল, প্রশস্তচিত্ত, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, শ্রদ্ধান্বিত, পবিত্র, পবিত্র ব্যক্তিদিগের প্রিয়, ধর্ম্মাধর্ম্মবেত্তা, শুভাশুভ কার্য্যের পরিণামদর্শী, ন্যায়পরায়ণ, গুণবান্, দেবদ্বিজভক্ত এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে

অধ্যবসায়সম্পন্ন হন, তাঁহারাই স্বর্গলাভের যথার্থ অধিকারী। এই আমি তোমার নিকট স্বর্গলাভের পথ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। ইহার বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিদিগকে নিশ্চয়ই নরক ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার বাসনা হয়, তাহা ব্যক্ত কর।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! মনুষ্য কিরূপ কার্য্য বা তপস্যা দ্বারা দীর্ঘায়ু ও কিরূপ কার্য্য দ্বারা ক্ষীণায়ু হয় এবং ইহলোকে কি নিমিত্ত কেহ ভাগ্যবান, কেহ মন্দভাগ্য, কেহ কুলীন, কেহ কুলভ্রষ্ট, কেহ প্রিয়দর্শন, কেহ অপ্রিয়দর্শন, কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত, কেহ মূর্খ এবং কেহ অল্প ক্লেশযুক্ত, কেহ বা বহু ক্লেশসম্পন্ন হইয়া কালহরণ করিয়া থাকে; এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যের যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা উগ্রস্বভাব, প্রাণিগণের প্রাণহন্তা, উদ্যতদণ্ড, শস্ত্রপ্রহারে সমুদ্যত, নির্দ্দয়, জীবগণের উদ্বেগজনক, এবং কীটপতঙ্গেরও আশ্রয়দানে বিরত হয়, তাহারাই নরকে গমন করে। আর যাঁহারা এই সমুদায় আচরণে বিরত হন, তাঁহারা সৎকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক রূপবান্ ও ধার্ম্মিক হইতে পারেন। লোকে হিংসাপরায়ণ হইলে নরক ও হিংসাবিহীন হইলেই স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে নরকে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে কোন ক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, তথাপি তাহাকে ঐ মনুষ্যজন্মে ক্ষীণায়ু হইতে হয়। যাহারা পাপকার্য্যে নিরত, হিংস্রস্বভাব ও সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হয়, তাহারাই পরজন্মে অল্পায়ু হইয়া থাকে; আর যাঁহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী, সর্ব্বভূতে দয়াশীল, হত্যাবিমুখ এবং দণ্ডবিধান ও শস্ত্রপ্রহারে পরাঙ্মুখ হইয়া কাহারও হিংসা বা পরহিংসার অনুমোদন না করেন, তাঁহারাই স্বর্গ লাভ পূর্ব্বক বিবিধ সুখভোগ ও পরিশেষে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া দীর্ঘায়ু হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সৎকার্য্যে নিরত সচ্চরিত্র মহাত্মাদিগের দীর্ঘায়ু হইবার এই প্রাণিহিংসানিবৃত্তিরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, দেব! মনুষ্য কিরূপ স্বভাবসম্পন্ন, কি প্রকার কার্য্যানুষ্ঠাননিরত ও কি প্রকার দানশীল হইলে তাহার স্বর্গ লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যিনি ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সৎকার এবং দীন, অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্নপান ও বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন; যিনি গৃহ, সভা, কূপ ও পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া দেন এবং

যিনি প্রীতমনে আসন, শয্যা, যান, রত্ন, ধন, ধেনু, ক্ষেত্র ও স্ত্রীপ্রভৃতি প্রার্থনীয় বস্তুসমুদায় অকাতরে দান করেন, তিনি দেহান্তে দেবলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় বহুকাল বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ ও অপ্সরাদিগের সহিত নন্দনকাননে বিহার করিয়া পরিশেষে পুনরায় জীবলোকে সুসমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ জন্মে তাঁহার সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ হয় এবং তিনি ধনী ও ভোগশীল হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ প্রজাপতি দানশীল মহাত্মাদিগের এইরূপ সৌভাগ্যের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যাহারা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি, তাহারাই ধনসত্ত্বে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। উহাদিগকে দানকৃপণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ সমস্ত লুব্ধস্বভাব পামরের নিকট দীন, অন্ধ, ভিক্ষুক ও অতিথি প্রভৃতি যথার্থ কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণ প্রার্থনা করিয়াও ধন, বস্ত্র, সুবর্ণ, গো ও কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্য কদাপি প্রাপ্ত হয় না। ঐ সকল দানপরাঙ্মুখ অধার্ম্মিক নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকে নিপাতিত হইয়া বিবিধ কষ্টভোগের পর পরিশেষে নির্ধন লোকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। ঐ জন্মে উহারা পৃথিবীর সকল প্রকার ভোগে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত নিকৃষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকে; উহারা ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া লোকের দ্বারে গমন করিলেও লোকে উহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। হে দেবি! অদাতা কৃপণদিগের এইরূপই দুর্গতি লাভ হয়। যাহারা ধনমদমত্ত হইয়া আসনার্হ ব্যক্তিদিগকে আসন, পাদ্যার্হ ব্যক্তিকে পাদ্য, অর্ঘার্হ ব্যক্তিকে অর্ঘ, আচমনীয়ের উপযুক্ত ব্যক্তিকে আচমনীয় ও পথপ্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথপ্রদান না করে; আর যাহারা অভ্যাগত গুরুর প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনে বিরত, অভিমানসম্ভূতলোভের একান্ত বশীভূত এবং মান্য ব্যক্তির অবমাননা ও বৃদ্ধবর্গের পরাভবে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। এই পামরেরা যদি কোন ক্রমে বহুকালের পর নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে উহাদিগকে অতি নিকৃষ্ট চণ্ডালাদির বংশে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অভিমানপরতন্ত্র নহে; যিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত অর্চ্চনা করেন, যাঁহারা লোকের পূজনীয়, বিনয়ী, মধুরভাষী ও সকল বর্ণের প্রিয়কার্য্যে নিরত, যিনি কখন কাহারও প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন না এবং যিনি সকলকে স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অভ্যর্থনা, সকলকেই যথোচিত সৎকার, পথ প্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথ প্রদান, গুরুকে যথোচিত সম্মান ও সতত অতিথিসংগ্রহে যত্নপ্রকাশ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে স্বর্গে গমন পূর্ব্বক বহুকাল সুখভোগ করিয়া পরিশেষে ভূলোকে অতি উৎকৃষ্ট কুলে সমুৎপন্ন হন। ঐ জন্মে তিনি অতিশয় ভোগশালী, ধর্ম্মপরায়ণ, সকলের নমস্য ও আদরণীয় হইয়া থাকেন এবং

দানের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে যথাচিত দান করেন। বিধাতা স্বয়ং এই ধর্ম্মফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর মনোমধ্যে ভয় উত্তেজিত করিয়া থাকে; যে নরাধম হিংসাপরবশ হইয়া হস্ত, পদ, রজ্জু, দণ্ড ও লোষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা প্রাণিগণকে যন্ত্রণা প্রদান এবং ভীষণমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক জন্তুগণকে আক্রমণ করে, সেই পাপাত্মা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। ঐ দুরাত্মা বহুকালের পর যদি কোন ক্রমে মনুষ্যযোনি পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে উহাকে বিপজ্জালপরিপূর্ণ অতি নীচ বংশে উদ্ভূত হইয়া সকলের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়। আর যিনি জিতেন্দ্রিয়, শত্রুতাবিহীন, সকলের পিতৃতুল্য ও দয়াবান্ হইয়া সকলকে স্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন; যিনি হস্তপদাদি দ্বারা কোন জন্তুকেই যন্ত্রণা প্রদান করেন না এবং যিনি সকলেরই বিশ্বাসপাত্র, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া দিব্য ভবনে দেবতার ন্যায় পরম সুখে বাস এবং পরিশেষে মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে সুখভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আর কখনই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সাধুদিগের গতির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

পার্ব্বতী কহিলেন, নাথ! এই জীবলোকে কতকগুলি তর্কবিতর্কসুনিপুণ জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ও কতকগুলি লোক প্রজ্ঞাবিহীন মূর্খ হইয়া থাকে; ইহার কারণ কি? আর কি নিমিত্তই বা কতকগুলি লোক জন্মাবধি অন্ধ, রোগার্ত্ত ও ক্লীব হইয়া থাকে? আমার এই সমস্ত বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ছেদন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যে সকল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বেদবিৎ ধর্ম্মপরায়ণ সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে অশুভ কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতত শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা উহার প্রভাবে ইহলোকে সুখ ও দেহান্তে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। ঐ সকল মহাত্মাই কর্ম্মক্ষয়ের পর পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া প্রজ্ঞাবান্ ও কল্যাণভাজন হইয়া থাকেন। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি পরস্ত্রীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহাদিগকে পরজন্মে জন্মান্ধ হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা অসৎ অভিসন্ধি করিয়া বিবসনা কামিনীকে নিরীক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে নিরন্তর রোগে নিপীড়িত হইয়া থাকে। যে সকল দুরাত্মা পশ্বাদির সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত ও নিরন্তর স্ত্রীসংসর্গে অনুরক্ত হয় এবং যাহারা গুরুদারাপহরণ ও গুরুহত্যা করে, তাহারা পরজন্মে ক্লীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে?

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! মনুষ্য কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকে।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে সতত শ্রেয়োলাভের পথ জিজ্ঞাসা করেন এবং যিনি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ও গুণাকাঙ্ক্ষী হন, তিনি দেহান্তে নিশ্চয়ই

স্বর্গে গমন পূর্ব্বক বহুকাল সুখভোগ করিয়া পরিশেষে মনুষ্যযোনিতে সমুৎপন্ন হইয়া অসাধারণ মেধাবী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মনুষ্যগণের হিতার্থ শুভফলজনক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! এই ভূমণ্ডলমধ্যে কতকগুলি মনুষ্য ধর্ম্মবিদ্বেষী, স্বল্পবিজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রতবিহীন, নিয়মভ্রষ্ট, রাক্ষসসদৃশ, হিংসাপরায়ণ ও অনাস্তিক হয়, উহারা প্রাণান্তেও বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার্থ গমন করে না। আর কতকগুলি লোক ধর্ম্মপরায়ণ, ব্রতনিরত, শ্রদ্ধাবান্ ও যাজ্ঞিক হইয়া থাকেন, ইহার কারণ কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! বেদে লোকধর্ম্মের মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা সেই বেদোক্ত ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই পরজন্মে ব্রতশীল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর যাহারা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই সমস্ত ব্রহ্মরাক্ষসসদৃশ পাপাত্মা দেহান্তে নরকভোগের পর কোন ক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া হোম বষট্কার ও ব্রতবিহীন হইয়া কালযাপন করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মনুষ্যগণের শুভাশুভ বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ভগবান্ ভূতভাবন প্রিয়তমা পার্ব্বতীকে এইরূপ কহিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইবার বাসনায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি উৎকর্ষ, অপকর্ষ ও ধর্ম্মবিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ। এই তপোবনই তোমার প্রধান বাসস্থান, তুমি সাধ্বী, সুকেশী, কার্য্যদক্ষ, দম ও শান্তিগুণযুক্ত, মমতাপরিশূন্য এবং ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত। ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী, ইন্দ্রের শচী, মার্কণ্ডেয়ের ধূমোর্ণা, কুবেরের ঋদ্ধি, বরুণের গৌরী, সূর্য্যের সুবর্চ্চলা, চন্দ্রের রোহিণী, অগ্নির স্বাহা এবং কশ্যপের পত্নী অদিতি ইঁহাদের সকলেরই সহিত তোমার সাক্ষাৎকার ও সহবাস হইয়াছে। কি ধর্ম্ম, কি শীলতা, কি ব্রত, কি সারাংশ, কি বাদ্য, কোন বিষয়েই তুমি আমা অপেক্ষা ন্যূন নহ। তুমি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি অবলাগণের একমাত্র গতি, ভূমণ্ডলস্থ ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত কামিনীগণ তোমারই চরিত্রের অনুসরণ করিয়া থাকে। তোমার অর্দ্ধশরীর দ্বারা আমার অর্দ্ধশরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তুমি দেবতা ও মনুষ্যদিগের মঙ্গল সাধন করিয়া থাক। স্ত্রীজাতির শাশ্বত ধর্ম্মবিষয় তোমার অবিদিত নাই, অতএব তুমি এক্ষণে উহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর। কারণ তুমি যাহা কীর্ত্তন করিবে, তাহা অবশ্যই এই জগতে প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ভগবান্ ভূতভাবন এই কথা কহিলে, পার্ব্বতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি সমুদায় জীবের ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। আপনার প্রসাদবলেই আমার বাক্‌শক্তি প্রতিভাসিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার স্নানার্থ সরিদ্বরা সরস্বতী, বিপাশা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, শতদ্রু, দেবিকা, সিন্ধু, কৌশিকী, গোমতী এবং স্বর্গ হইতে সমাগত সমুদায় তীর্থে পরিবেষ্টিত দেবনদী গঙ্গা, ইঁহারা সকলেই সমাগত হইয়াছেন। আমি ইঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আনুপূর্ব্বিক স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব। স্ত্রীজাতিরা স্বজাতিরই অনুধাবন করিয়া থাকে। বিশেষত আমি নদীসমুদায়ের সহিত পরামর্শ করিলে উঁহাদের সম্মান পরিবর্দ্ধিত হইবে; অতএব উঁহাদের সহিত পরামর্শ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবতী পার্ব্বতী মহাদেবকে এই কথা কহিয়া হাস্যবদনে স্ত্রীধর্ম্মকুশল সরিদ্গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নদীগণ! ভগবান্ ভূতপতি আমাকে স্ত্রীধর্ম্মবিষয়ক যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া উঁহাকে তাহার উত্তর প্রদান করিবার বাসনা করি। এই ভূমণ্ডলে বা স্বর্গমধ্যে কেহই একাকী বিজ্ঞানবিষয় স্থির করিতে পারে না। এই নিমিত্তই আমি তোমাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভগবতী পার্ব্বতী অতি পবিত্র সরিদ্গণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে স্ত্রীধর্ম্মজ্ঞা সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা আহ্লাদে পুলকিত হইয়া হাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি জগন্মান্যা হইয়াও নদীদিগকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হইয়াছি। যে ব্যক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞ হইয়াও অন্যকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সম্মাননা করেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন। যে ব্যক্তি তর্কাবতর্কপারদর্শী জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন বক্তার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাকে কখন বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি আত্মাভিমাননিবন্ধন অন্যকৃত সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া সভায় বক্তৃতা করে, সে বুদ্ধিমান্ হইলেও তাহার বাক্য দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হে দেবি! তুমি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ও স্বর্গমধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত; অতএব তুমি স্বয়ংই স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন কর।

সুরতরঙ্গিণী ভগবতী পার্ব্বতীকে সমাদর পূর্ব্বক এই কথা কহিলে, তিনি বিস্তারিত রূপে স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, আমি স্ত্রীধর্ম্ম যতদূর অবগত আছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। পিতা মাতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গের অনুমতি অনুসারে অগ্নিসমক্ষে উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীত হওয়া কামিনীগণের প্রধান ধর্ম্ম। যে স্ত্রী সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনী, সদ্ব্যবহারনিরতা ও প্রিয়দর্শনা হন এবং স্বামীর মুখদর্শনে পুত্র-

বদনদর্শনজনিত আহ্লাদের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মচারিণী ও সাধ্বী। যিনি দম্পতিধর্ম্মশ্রবণে অনুরাগিণী, ভর্তৃতুল্য ব্রহ্মচারিণী ও ধর্ম্মানুরক্তা হন এবং স্বীয় স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞান ও দেবতুল্য পরিচর্য্যা করেন; যিনি একান্তচিত্তে স্বামীর বশীভূত হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যাঁহার মনঃ স্বামিচিন্তা ভিন্ন অন্যচিন্তা হইতে নিবৃত্ত হয়; স্বামী দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বা ক্রোধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও যিনি তাঁহার নিকট প্রসন্নবদনে অবস্থান করেন; অন্য পুরুষের কথা দূরে থাকুক, যিনি চন্দ্র, সূর্য্য বা বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না; স্বামী দরিদ্র, ব্যাধিনিপীড়িত, কাতর বা পথশ্রান্ত হইলে যিনি তাঁহার প্রতি অকপট ভাবে সমাদর প্রকাশ করেন; যিনি কার্য্য-দক্ষা, প্রযতা, পতিপরায়ণা ও পুত্রবতী; যিনি অবিকৃতচিত্তে স্বামীর শুশ্রূষা করেন; যাঁহার মনঃ স্বামীর প্রতি সততই প্রসন্ন থাকে; যিনি প্রতিনিয়ত অন্নপ্রদান দ্বারা কুটুম্বগণের ভরণপোষণ করেন; যিনি বিষয়কামনা, বিষয়ভোগ, ঐশ্বর্য্য বা সুখে বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল স্বামীর প্রতি যত্ন করেন; যিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহসম্মার্জ্জন, গৃহে গোময়লেপন, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া হোমানুষ্ঠান, বলি প্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও ভৃত্য-গণকে আহার প্রদান করিয়া থাকেন; পরিবারবর্গ ভোজন করিলে পর যিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হন; যাঁহার দ্বারা লোক-সকল সন্তুষ্ট ও পরিপুষ্ট হয় এবং যিনি শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সন্তোষ সাধন, পিতামাতার প্রতি ভক্তিপ্রকাশ করেন; তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মফল লাভ হয়। যিনি ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্র-দিগকে অন্ন প্রদান করেন এবং স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও তাঁহার হিতসাধনে নিরত হন, তাঁহার পাতিব্রত্যধর্ম্মের ফল লাভ হইয়া থাকে। পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম, তপস্যা ও সনাতন স্বর্গস্বরূপ। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরম গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির প্রসন্নতা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে নাথ! আপনি অপ্রীত থাকিলে আমার কখনই স্বর্গ লাভের কামনা হয় না। পতি দরিদ্র, ব্যাধিত, বিপন্ন, রিপুর বশবর্ত্তী বা ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত হইয়া যদি প্রাণবিয়োগকর অকার্য্য বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে অবিচারিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। হে দেবাদিদেব! এই আমি আপনার নিকট স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। যে স্ত্রী এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই পাতি-ব্রত্যধর্ম্মভাগিনী হন।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবতী পার্ব্বতী এই কথা কহিলে, ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া স্বীয় অনুচর ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে তথা হইতে বিদায় করিলেন। তখন যাবতীয় গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভূত ও নদীগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহর্ষিগণ সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার নিকট মহাত্মা বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদের নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর, দশবাহু, দৈত্যনিসূদন, শ্রীবৎসাঙ্ক, সর্ব্বদেবের পূজিত, সনাতন বাসুদেব পিতামহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মস্তক হইতে আমার, উদর হইতে ব্রহ্মার, কেশ হইতে জ্যোতিঃপদার্থসমুদায়ের, রোম হইতে দেবতা ও অসুরগণের এবং দেহ হইতে মহর্ষি ও নিত্যলোক সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাকে ব্রহ্মা ও দেবগণের সাক্ষাৎ গৃহস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনিই স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় পৃথিবীর সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে দেবশ্রেষ্ঠ, দেবগণের অরাতিনিপাতন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসংশ্লিষ্ট, সর্ব্বগ, সর্ব্বতোমুখ, পরমাত্মা, সর্ব্বব্যাপী ও মহেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার তুল্য আর কেহই নাই। তিনি সনাতন, মধুনিপাতন ও গোবিন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনিই দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে অসংখ্য নরপতির বিনাশসাধন করিবেন। তিনি ভিন্ন কোন দেবতারই কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি সর্ব্বনমস্কৃত ও সর্ব্বভূতের নায়কস্বরূপ। কি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, কি আমি, কি অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই তাঁহার শরীরমধ্যে পরম সুখে বাস করিয়া থাকি। সেই শার্ঙ্গচক্রশঙ্খগদাধারী গরুড়ধ্বজ পুণ্ডরীকাক্ষ সতত লক্ষ্মীর সহিত একত্র বাস করিয়া থাকেন। তিনি শীলসম্পন্ন, শমদম ও বলবীর্য্যসমন্বিত, পরম সুন্দর, সর্ব্বোন্নত, ধৈর্য্যশীল, সরল, অনৃশংস, অলৌকিক অস্ত্রসম্প্রদায়ে সুশোভিত, যোগমায়াযুক্ত, সহস্রাক্ষ, অনিন্দনীয়, মহামনাঃ, বীর, মিত্রদিগের প্রশংসাকারী, জ্ঞাতিবন্ধুগণের প্রিয়, ক্ষমাশীল, অহঙ্কারবিহীন, ব্রাহ্মণগণের হিতকর, বেদের উদ্ধারকর্ত্তা, ভয়ার্ত্তদিগের ভয়হর্ত্তা, মিত্রদিগের আনন্দবর্দ্ধক, সর্ব্বভূতের শরণ্য, দীনগণের প্রতিপালক, বিদ্বান্, অর্থসম্পন্ন, সর্ব্বভূতনমস্কৃত, আশ্রিত শত্রুদিগেরও পরিত্রাতা, ধর্ম্মবিদ্, নীতিজ্ঞ, ব্রহ্মবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি দেবগণের মঙ্গলবিধানার্থ মহাত্মা মনুর বিশুদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে অঙ্গ, অঙ্গ হইতে অন্তর্দ্ধামা, অন্তর্দ্ধামা হইতে হবির্দ্ধামা, হবির্দ্ধামা হইতে প্রাচীনবর্হি, প্রাচীনবর্হি হইতে দশপ্রচেতা, প্রচেতা হইতে দক্ষপ্রজাপতি, দক্ষপ্রজাপতি হইতে দাক্ষায়ণী, দাক্ষায়ণী হইতে আদিত্য ও আদিত্য হইতে বৈবস্বত মনু সমুৎপন্ন হইবেন। সেই বৈবস্বত মনুর বংশে ইলা

জন্মগ্রহণ করিবেন। ঐ ইলার গর্ভে ও বুধের ঔরসে পুরূরবার উৎপত্তি হইবে। পুরূরবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহুষ, নহুষ হইতে যযাতি, যযাতি হইতে যদু, যদু হইতে ক্রোষ্টা, ক্রোষ্টা হইতে বৃজিনীবান্, বৃজিনীবান্ হইতে শ্বফল্ক ও শ্বফল্ক হইতে চিত্ররথ সমুদ্ভূত হইবে। ঐ চিত্ররথের পরম পরিশুদ্ধ বংশে শূর নামে এক বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাযশস্বী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই শূর হইতে মহাত্মা বসুদেবের এবং বসুদেব হইতে বাসুদেবের উৎপত্তি হইবে। ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ জরাসন্ধকে পরাজয় পূর্ব্বক তাঁহার প্রভাবে গিরিগহ্বরে রুদ্ধ নরপতিদিগকে মুক্ত করিয়া দিবেন এবং পরিশেষে অপ্রতিহত বলবীর্য্যপ্রভাবে সমুদায় নরপতির শাসনকর্ত্তা হইয়া দ্বারকায় অবস্থান পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিবেন। অতএব তোমরা তৎকালে শাস্ত্রানুসারে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা ব্রহ্মার ন্যায় সেই সনাতন বাসুদেবের পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিও। যে ব্যক্তি আমাকে বা সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে বাসনা করিবে, সে যেন সেই সনাতন বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎকার করে। ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন করিলেই ব্রহ্মাকে ও আমাকে দর্শন করা হইবে। ভগবান্ বাসুদেব যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, ব্রহ্মাদি সমুদায় দেবতাই তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিবেন। যে ব্যক্তি সেই মধুসূদনের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তিনি কীর্ত্তি, জয় ও স্বর্গলাভে সমর্থ এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইবেন। অতএব সৎকার্য্যনিরত ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা সর্ব্বদা সেই পরম পুরুষকে নমস্কার করিবেন। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে নিশ্চয়ই পরম ধর্ম্ম লাভ হইবে।

মহাত্মা হৃষীকেশ প্রজাগণের হিতচিকীর্ষু হইয়া সনৎকুমার প্রভৃতি যে মহর্ষিগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিয়া তপস্যা করিতেছেন। অতএব সেই ধর্ম্মপরায়ণ সনাতন হৃষীকেশকে নমস্কার করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি সজ্জনের ন্যায় বন্দিত হইলে বন্দনা, মানিত হইলে মাননা, পূজিত হইলে প্রতিপূজা, দৃষ্ট হইলে দর্শন এবং আশ্রিত হইলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। লোকপূজিত দেবগণও তাঁহাকে অর্চ্চনা করেন। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। অতএব প্রতিনিয়ত কায়মনোবাক্যে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া দর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হে মহর্ষিগণ! এই আমি তোমাদের নিকট বাসুদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তাঁহাকে দর্শন করিলেই সকল দেবতাকে দর্শন করা হয়। আমিও সেই সর্ব্বলোকপিতামহ মহাবরাহ মূর্ত্তিধর জগৎপতিকে নিয়ত নমস্কার করিয়া থাকি। তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই মূর্ত্তিত্রয়ের দর্শনলাভ হয়। আমরা সকলেই তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান

করি। ঐ মহাত্মা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অনন্তদেব অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব নামে বিখ্যাত হইবেন। সেই বলদেবের রথে ত্রিশির সুবর্ণময় তালধ্বজ বিদ্যমান থাকিবে এবং তাঁহার মস্তক মহানাগগণে পরিবেষ্টিত হইবে। তিনি চিন্তা করিবামাত্র অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় তাঁহার নিকট সমাগত হইবে। পূর্ব্বে দেবগণ কশ্যপাত্মজ বলবান্ গরুড়কে ঐ মহাত্মার অন্তদর্শনে অনুরোধ করাতে, গরুড় তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সেই অনন্তদেব স্বীয় শরীর দ্বারা বসুন্ধরা ধারণ করিয়া মহা আহ্লাদে রসাতলে অবস্থান করিতেছেন। যিনি বিষ্ণু, তিনিই অনন্তদেব এবং যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ। অতএব চক্রধারী কৃষ্ণ ও লাঙ্গলধারী বলদেব এই উভয়কে যত্ন পূর্ব্বক দর্শন ও সম্মান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হে তপোধনগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট যত্ন পূর্ব্বক যদুবংশাবতীর্ণ নারায়ণকে পূজা করিবার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, বাসুদেব! মহাত্মা মহাদেব এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইবামাত্র অকস্মাৎ নভোমণ্ডলে জলদজাল উদিত, বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত ও মেঘের অতি গভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অদৃশ্য হইল। মেঘ হইতে মুষলধারে বৃষ্টিধারা নিপাতিত হইতে লাগিল। তখন সেই পবিত্র দেবগিরিতে মহর্ষিগণ মহাদেব বা ভূতগণকে আর কেহ দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর অবিলম্বে নভোমণ্ডল হইতে জলদজাল অপসারিত হইয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন ও শঙ্করের সহিত পার্ব্বতীর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তীর্থ পর্য্যটন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হে বাসুদেব! গিরিপৃষ্ঠে ভগবান্ মহাদেব যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমিই সেই সনাতন ব্রহ্ম। পূর্ব্বে মহাদেব হিমালয় দগ্ধ করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমার তেজঃপ্রভাবে পুনরায় সেইরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার নিরীক্ষণ করিলাম। এই আমি তোমার নিকট মহাদেবের মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। দেবকীনন্দন ভগবান্ বাসুদেব নারদের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! তোমাকে দর্শন করিলে আমাদিগের যেরূপ আন্তরিক প্রীতি উৎপন্ন হয়, দেবলোকেও আমাদিগের তাদৃশ প্রীতিলাভ হয় না। অতএব তুমি আমাদিগকে বারংবার দর্শন প্রদান করিও। ভগবান্ মহাদেব তোমার মহিমা যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন,

তাহার অণুমাত্র মিথ্যা নহে। তুমি সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছ এবং আমরা তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি আমাদিগের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাক; এই নিমিত্তই আমরা তোমার প্রীতিপ্রিয় অনুষ্ঠান করিবার বাসনায় এই তোমার নিকট হরপার্ব্বতীসংবাদ বিষয়ক রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই। আমরা নিতান্ত চপলস্বভাব, কোন গোপনীয় বিষয় আমরা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারি না। তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও আমরা স্বীয় লঘুত্ব নিবন্ধনই তোমার নিকট নানাপ্রকার কহিয়া থাকি। এই বিশ্বমধ্যে তোমার অবিদিত কোন বিস্ময়কর পদার্থই বিদ্যমান নাই। কি ভূলোকে, কি দ্যুলোকে যে কোন স্থানে যে কোন পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ই তুমি অবগত আছ। এক্ষণে তোমার বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও পুষ্টিলাভ হউক, অবিলম্বেই তোমার এক মহাপ্রভাবসম্পন্ন, দীপ্তিশীল, কীর্ত্তিমান্ ও তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইবে। আমরা চলিলাম। মহর্ষিগণ এই বলিয়া দেবদেব বাসুদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর শ্রীমান্ বাসুদেব হৃষ্টমনে বিধানানুসারে ব্রত সমাপন করিয়া পুনরায় দ্বারকায় সমুপস্থিত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে দেবী রুক্মিণী গর্ভ ধারণ পূর্ব্বক দশম মাস পূর্ণ হইলে এক বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র দেবতা, অসুর, মনুষ্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্ব্বভূতের অন্তরে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। উঁহার নাম কাম।

হে যুধিষ্ঠির! এই সেই মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ বাসুদেব প্রীতি পূর্ব্বক তোমাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমরাও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ। ইনি যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানেই কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্বর্গপথ বিদ্যমান থাকে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, এই বাসুদেব ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতার সমষ্টি। ইনি দেবাদিদেব মহাদেব ও সকল ভূতের আশ্রয় স্থান। ইঁহার আদি অন্ত নাই। ইনি অব্যক্তস্বরূপ। এই বাসুদেব সুরগণের কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনি দুষ্কর কার্য্যের বক্তা ও কর্ত্তা। ইঁহারই আশ্রয়লাভ করিয়া তোমার জয়, কীর্ত্তি ও সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছে। ইনি তোমার নাথ ও পরম গতি। তুমি হোতৃস্বরূপ হইয়া যুগান্তানলকল্প কৃষ্ণরূপ স্রুব দ্বারা সমরাগ্নিতে অনেকানেক নৃপতিকে আহুতি প্রদান করিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধন যখন জ্ঞাতি, বন্ধুবান্ধব ও পুত্রগণের সহিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিতান্ত শোচনীয়, সন্দেহ নাই। যখন এই কৃষ্ণের চক্রে মহাবল মহাকায় মানবগণ দাবানলে শলভের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন হীনবল মনুষ্যেরা কি প্রকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। এই যুগান্তানলতুল্য মহাযোগী

সব্যচারী অর্জ্জুনও সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইনি নারায়ণের অংশ। এই মহাবীর স্বীয় তেজঃ প্রভাবে অনায়াসে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন। এক্ষণে হিমাচলে ভগবান্ শঙ্কর তপোধনগণের নিকট কৃষ্ণের যেরূপ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণের পুষ্টি, তেজঃ, পরাক্রম, প্রভাব ও নম্রতা অর্জ্জুন অপেক্ষা তিন গুণ অধিক। কৃষ্ণের ঐ সমুদায় গুণ অতিক্রম করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। অধিক কি কহিব, যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। আমরা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি ও পরাধীন; সেই নিমিত্তই জানিয়া শুনিয়াও মৃত্যুর পথে পাদ প্রসারণ করিয়াছি। তুমি নিতান্ত সরলস্বভাবসম্পন্ন; সেই নিমিত্তই পূর্ব্বে বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে এবং প্রিয়তর প্রাণের বিনিময়ে প্রতিজ্ঞাপালনে যত্নবান্ হইয়া এত দিন রাজ্যগ্রহণ কর নাই। যাহারা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে কালপ্রভাবেই কালকবলে নিপতিত হইতে হইয়াছে। আমিও কালপ্রভাবে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছি। কালই সকলের ঈশ্বর। তুমি সেই কালকে বিলক্ষণ অবগত আছ। অতএব কাল যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। এই কৃষ্ণই সেই লোহিতলোচন দণ্ডধর কাল। এক্ষণে তুমি জ্ঞাতিগণের নিমিত্ত শোকে কাতর হইও না।

আমি তোমার নিকট মহর্ষি ব্যাস ও দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে বাসুদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি, তুমিও বিগতশোক হইয়া তাহা শ্রবণ করিয়াছ। আমি উহা যতদূর কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহাতেই উঁহার মহিমার এক প্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। আমি তোমার নিকট অনেকানেক মহর্ষির প্রভাব বিশেষতঃ হরপার্ব্বতীসংবাদ কীর্ত্তন করিয়াছি। যিনি ঐ পবিত্র সংবাদ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধারণ করিবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভ, সমুদায় অভীষ্টসিদ্ধি ও দেহান্তে স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে, সন্দেহ নাই। যিনি আপনার মঙ্গলকামনা করেন, কৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা ইঁহাকে অক্ষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ উমাপতি যে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তুমি নিরন্তর তৎসমুদায়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবে। তুমি প্রজাপালননিরত হইয়া ধর্ম্মানুসারে জীবিতকাল অতিবাহিত করিলে দেহান্তে অবশ্যই তোমার স্বর্গলাভ হইবে। ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধানই তাঁহার পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সজ্জনসন্নিধানে আমি যে হরপার্ব্বতীসংবাদ কীর্ত্তন করিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া বা শ্রবণ করিবার অভিলাষে বিশুদ্ধমনে শঙ্করের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবর্ষি নারদ শঙ্করের আরাধনা করিবার নিমিত্ত এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেবের

পূজায় প্রবৃত্ত হও। বাসুদেব দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত বদরিকাশ্রমে দশসহস্রবৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তুমি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ, ব্যাস ও আমার নিকট ইহা সম্যক্ অবগত হইয়াছ। এই বাসুদেব বাল্যাবস্থাতেই জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণার্থ কংশের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। এই শাশ্বত পুরাণ পুরুষের অদ্ভুত কার্য্যের ইয়ত্তা করা নিতান্ত দুষ্কর। যখন বাসুদেব তোমার প্রিয় সখা, তখন অবশ্যই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। দুর্য্যোধন লোকান্তরিত হইলেও আমি তাহার নিমিত্ত নিতান্ত দুঃখিত হইতেছি। সেই দুর্ম্মতির দুর্ব্বুদ্ধিবলেই এই পৃথিবীর লোকক্ষয় হইয়াছে। তাহারই অপরাধে মহাবীর কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবগণ সমরাঙ্গনে প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে।

মহাত্মা ভীষ্ম সেই মহামান্য ব্যক্তিগণমধ্যে এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি নৃপতিগণ কৃষ্ণের অদ্ভুত মহিমা শ্রবণে মনে মনে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নারদাদি মহর্ষিগণও কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে ভীষ্মের নিকট নানাবিধ ধর্ম্ম ও পবিত্র বিষয় সমুদায় শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! এই ভূমণ্ডলে প্রধান দেবতা কে? কাহার স্তব ও কাহার অর্চ্চনা করিলে শুভফল লাভ হয়? কোন্ ধর্ম্ম সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কোন্ মন্ত্র জপ করিলে মানবগণ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই ভূমণ্ডলে দেবাদিদেব পরম পুরুষ বাসুদেবই অদ্বিতীয়। উঁহার সহস্র নাম উল্লেখ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উঁহাকে স্তব ও অর্চ্চনা করিলেই শুভ ফল লাভ হয়। সেই অনাদিনিধন ত্রিলোকাধিপতি নারায়ণকে ধ্যান, নমস্কার ও তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। তিনি ব্রাহ্মণপ্রিয়, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, লোকের কীর্ত্তিবর্দ্ধন, লোকনাথ ও সমুদায় ভূতের উৎপত্তির আদিকারণ। ভক্তিপূর্ব্বক পুণ্ডরীকাক্ষের স্তব করাই সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যিনি সমুদায় তেজঃ অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট তেজঃ, যিনি সমুদায় তপস্যা, অপেক্ষা প্রধান তপস্যা, যিনি সমুদায় ব্রত অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট ব্রত, যিনি সমুদায় পবিত্র বস্তু অপেক্ষা পবিত্র, যিনি সমুদায়

মঙ্গলের মঙ্গল, যিনি দেবতাদিদের দেবতা, যিনি সমুদায় জীবের পিতা ও পরব্রহ্মস্বরূপ এবং কল্পের আদিকালে যাঁহা হইতে সমুদায় জীব উৎপন্ন ও কল্পান্তে যাঁহাতে সমুদায় জীব বিলীন হয়; আমি এক্ষণে সেই লোকপ্রধান বিষ্ণুর সহস্রনাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে পাপ ও ভয় এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। মহর্ষিগণ ঐ বিখ্যাত নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বিশ্ব, বিষ্ণু, বষট্কার, ভূতভব্যভবৎপ্রভু, ভূতকর্ত্তা, ভূতভর্ত্তা, ভাব, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, পূতাত্মা, পরমাত্মা, মুক্ত ব্যক্তিদিগের পরম গতি, অব্যয়, পুরুষ, সাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষর, যোগ, যোগবেত্তাদিগের নায়ক, প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর, নরসিংহ, শ্রীমান্, কেশব, পুরুষোত্তম, শর্ব্ব, সর্ব্ব, শিব, স্থাণু, ভূতাদি, নিধি, অব্যয়, সম্ভাব, ভাবন, ভর্ত্তা, প্রভব, প্রভু, ঈশ্বর, স্বয়ম্ভু, শম্ভু, আদিত্য, পুষ্করাক্ষ, মহাস্বন, অনাদিনিধন, ধাতা, বিধাতা, ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, অপ্রমেয়, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, অমরপ্রভু, বিশ্বকর্ম্মা, মনু, ত্বষ্টা, স্থবিষ্ঠ, স্থবির, ধ্রুব, অগ্রাহ্য, শাশ্বত, কৃষ্ণ, লোহিতাক্ষ, প্রতর্দ্দন, প্রভূত, ত্রিককুৎ, ধাম, পবিত্র, মঙ্গল, পর, ঈশান, প্রাণদ, প্রাণ, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, ভূগর্ভ, মাধব, মধুসূদন, ঈশ্বর, বিক্রমী, ধন্বী, মেধাবী, বিক্রম, ক্রম, অনুত্তম, দুরাধর্ষ, কৃতজ্ঞ, কৃত, আত্মবান্, সুরেশ, শরণ, শর্ম্ম, বিশ্বরেতা, প্রজাভব, অহঃ, সংবৎসর, ব্যাল, প্রত্যয়, সর্ব্বদর্শন, অজ, সর্ব্বেশ্বর, সিদ্ধ, সিদ্ধি, সর্ব্বাদি, অচ্যুত, বৃষাকপি অমেয়াত্মা, সমুদায় যোগ হইতে নির্গত, বসু, বসুমনাঃ, সত্য, সমাত্মা, সম্মিত, সম, অমোঘ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বৃষকর্ম্মা, বৃষাকৃতি, রুদ্র, বহুশিরাঃ বভ্রু, বিশ্বযোনি, শুচিশ্রবা, অমৃত, শাশ্বত, স্থাণু, বরারোহ, মহাতপাঃ, সর্ব্বগ, সর্ব্বজ্ঞ, ভানু, বিশ্বক্সেন, জনার্দ্দন, বেদ, বেদজ্ঞ, অব্যঙ্গ, বেদাঙ্গ, বেদবিৎ, কবি, লোকাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, কৃতাকৃত, চতুরাত্মা, চতুর্ব্ব্যূহ, চতুর্দ্দংষ্ট্র, চতুর্ভুজ, ভ্রাজিষ্ণু, ভোজন, ভোক্তা, সহিষ্ণু, জগতের আদি, অনঘ, বিজয়, জেতা, বিশ্বযোনি, পুনর্ব্বসু, উপেন্দ্র, বামন, প্রাংশু, অমোঘ, শুচি, উর্জ্জিত, অতীন্দ্র, সংগ্রহ, সর্গ, ধৃতাত্মা, নিয়ম, যম বেদ্য, বৈদ্য, যোগী, বীরঘাতী, মাধব, মধু, অতীন্দ্রিয়, মহামায়, মহোৎসাহ, মহাবল, মহাবুদ্ধি, মহাশক্তি, মহাবীর্য্য, মহাদ্যুতি, অনির্দ্দেশ্যবপু, শ্রীমান, অমেয়াত্মা মহাপর্ব্বতধারী, মহাধনুর্দ্ধর, মহীভর্ত্তা, শ্রীনিবাস, সাধুদিগের গতি, অনিরুদ্ধ, সুরানন্দ, গোবিন্দ, ইন্দ্রিয়তত্ত্ববেত্তাদিগের পতি, মরীচি, দমন, হংস, সুপর্ণ, ভুজগোত্তম, হিরণ্যনাভ, সুতপা, পদ্মনাভ, প্রজাপতি, অমৃত্যু, সর্ব্বদৃক্, সিংহ, সন্ধাত, সন্ধিমান্, স্থির, অজ, দুর্দ্ধর্ষণ, শাস্তা, বিশ্রুতাত্মা, দৈত্যঘাতী, গুরু, গুরুতম, ধাম, সত্য, সত্যপরাক্রম, নিমিষ, অনিমিষ, স্রগ্বী, বাচস্পতি, উদারধী, অগ্রণী, গ্রামণী, শ্রীমান্, ন্যায়, নেতা, সমীরণ, সহস্রমূর্দ্ধা, বিশ্বাত্মা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, আবর্ত্তন, নিবৃত্তাত্মা, সংবৃত, সংপ্রতর্দ্দন, অহঃ, সংবর্ত্তক, বহ্নি,

অনিল, ধরণীধর, সুপ্রসাদ, প্রসন্নাত্মা, বিশ্বধারী, বিশ্বভোক্তা, বিভু, সৎকর্ত্তা, সৎকৃত, সাধু, জহ্নু, নারায়ণ, নর, অসংখ্যেয়, অপ্রমেয়াত্মা, বিশিষ্ট, শাসনকর্ত্তা, শুচি, সিদ্ধার্থ, সিদ্ধসংকল্প, সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিসাধন, বৃষাহী, বৃষভ, বিষ্ণু, বিষপর্ব্বা, বৃষোদর, বর্দ্ধন, বর্দ্ধমান, বিবিক্ত, শ্রুতিসাগর, সুভুজ, দুর্দ্ধর, বাগ্মী, মহেন্দ্র, বসুদ, বসু, বহুরূপী, বৃহদ্রূপ, শিপিবিষ্ট, প্রকাশন, ওজ, তেজঃ, দ্যুতিধর, প্রকাশাত্মা, প্রতাপন, ঋদ্ধ, স্পষ্টাক্ষর, মন্ত্র, চন্দ্রাংশু, ভাস্করদ্যুতি, অমৃতাংশূদ্ভব, ভানু, শশবিন্দু, সুরেশ্বর, ঔষধ, জগৎসেতু, সত্যধর্ম্মপরাক্রম, ভূতভব্যভবন্নাথ, পবন, পাবন, অনল, কামঘাতী, কামকারী, কান্ত, কাম, কামদাতা, প্রভু, যুগাদিকর্ত্তা, যুগাবর্ত্ত, অনেকমায়, মহাশন, অদৃশ্য, অব্যক্তরূপ, সহস্রজিৎ, অনন্তজিৎ, ইষ্ট, বিশিষ্ট, শিষ্টেষ্ট, শিখণ্ডী, নহুষ, বৃষ, ক্রোধাহা, ক্রোধকারী, কর্ত্তা, বিশ্ববাহু, মহীধর, অচ্যুত, প্রথিত, প্রাণ, প্রাণদ, বাসবানুজ, জলনিধি, অধিষ্ঠান, অপ্রমত্ত, প্রতিষ্ঠিত, স্কন্দ, স্কন্দধর, ধুর্য্য, বরদ, বায়ুবাহন, বাসুদেব, বৃহদ্ভানু, আদিদেব, পুরন্দর, অশোক, তারণ, তার, শূর, শৌরি, জনেশ্বর, অনুকূল, শতাবর্ত্ত, পদ্মী, পদ্ম নিভেক্ষণ, পদ্মনাভ, অরবিন্দাক্ষ, পদ্মগর্ভ, শরীরপোষক, মহর্দ্ধি, ঋদ্ধ, বৃদ্ধাত্মা, মহাক্ষ, গরুড়ধ্বজ, অতুল, শরভ, ভীম, সময়জ্ঞ, হরি, হবি, সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্য, লক্ষ্মীবান্ সমিতিঞ্জয়, বিক্ষর, রোহিত, মার্গ, হেতু, দামোদর, সহ, মহীধর, মহাভাগ, বেগবান্, অমিতাশন, উদ্ভব, ক্ষোভণ, দেব, শ্রীগর্ভ, পরমেশ্বর, কারণ, করণ, কর্ত্তা, বিকর্ত্তা, গহন, গুহ, ব্যবসায়, ব্যবস্থান, সংস্থান, স্থানদাতা, ধ্রুব, পরার্দ্ধি, পরমস্পষ্ট, তুষ্ট, পুষ্ট, শুভেক্ষণ, রাম, বিরাম, বিরজ, মার্গ, নেয়, নয়, অনয়, বীর, বলবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, পুরুষ, প্রাণ, প্রাণদ, প্রণব, পৃথু, হিরণ্যগর্ভ, শত্রুঘ্ন, ব্যাপ্ত, বায়ু, অধোক্ষজ, ঋতু, সুদর্শন, কাল, পরমেষ্ঠী, পরিগ্রহ, উগ্র, সংবৎসর, দক্ষ, বিশ্রাম, বিশ্বদক্ষিণ, বিস্তার, স্থাবর, স্থাণু, প্রমাণ, অব্যয়, বীজ, অর্থ, অনর্থ, মহাকোশ, মহাভোগ, মহাধন, অনির্ব্বিণ্ণ, স্থবিষ্ঠ, ধর্ম্মযূপ, মহামখ, নক্ষত্রনেমি, নক্ষত্রী, ক্ষম, ক্ষাম, সমীহন, যজ্ঞ, ইজ্য, মহেজ্য, ক্রতু, সাধুদিগের গতি, সর্ব্বদর্শী, বিমুক্তাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, উত্তম জ্ঞান, সুব্রত, সুমুখ, সূক্ষ্ম, সুঘোষ, সুখদাতা, সুহৃৎ, মনোহর, জিতক্রোধ, বীরবাহু, বিদারণ, স্বাপন, স্ববশ, ব্যাপী, অনেকাত্মা, অনেকধর্ম্মকৃৎ, বৎসর, বৎসল, বৎসী, রত্নগর্ভ, ধনেশ্বর, ধর্ম্মগোপ্তা, ধর্ম্মকর্ত্তা, ধর্ম্মী, স্থূল, সূক্ষ্ম, ক্ষর, অক্ষর, অবিজ্ঞাতা, সহস্রাংশু, বিধাতা, কৃতলক্ষণ, গভস্তিনেমি, সত্ত্বস্থ, সিংহ, ভূতমহেশ্বর, আদিদেব, মহাদেব, দেবেশ, দেবপালক, গুরু, উত্তর, গোপতি, গোপ্তা, জ্ঞানগম্য, পুরাতন, শরীরস্থিত পঞ্চভূতের পালক, ভোক্তা, কপীন্দ্র, ভূরিদক্ষিণ, সোমপ, অমৃতপ, সোম, পুরজিৎ, পুরুত্তম, বিজয়, জয়, সত্যসন্ধ, দশার্হ, সাত্বতদিগের অধিপতি, জীব, বিনয়িতা, সাক্ষী,

মুকুন্দ, অমিতবিক্রম, অম্ভোনিধি, অনন্তাত্মা, মহাসমুদ্রশায়ী, অন্তক, অজ, মহার্হ, স্বভাবস্থিত, শত্রুবিজয়ী, প্রমোদন, আনন্দ, নন্দন, নন্দ, সত্যধর্ম্মা, ত্রিবিক্রম, মহর্ষি, কপিলাচার্য্য, কৃতজ্ঞ, মেদিনীপতি, ত্রিপদ, ত্রিদশাধ্যক্ষ, মহাশৃঙ্গ, কৃতান্তঘাতী, মহাবরাহ, গোবিন্দ, সুষেণ, কনকাঙ্গদী, গুহ্য, গভীর, গহন, গুপ্ত, গদাচক্রধারী, বেধা, স্বাঙ্গ, অজিত, কৃষ্ণ, দৃঢ়, সঙ্কর্ষণ, অচ্যুত, বরুণ, বারুণ, বৃক্ষ, পুষ্করাক্ষ, মহামনাঃ, ভগবান্, ভগঘ্ন, নন্দী, বনমালী, হলায়ুধ, আদিত্য, জ্যোতিঃপ্রধান, সহিষ্ণু, গতিসত্তম, সুধন্বা, খণ্ডপরশু, দারুণ, দ্রবিণপ্রদ, দিবস্পর্শী, সর্ব্বদৃক্, ব্যাস, বাচস্পতি, অযোনিজ, ত্রিসামা, সামগ, সাম, নির্ব্বাণ, ভেষজ, ভিষক্, সন্ন্যাসকারী, শম, শান্ত, নিষ্ঠা, শান্তি, পরায়ণ, শুভাঙ্গ, শান্তিদ, স্রষ্টা, কুমুদ, কুবলেশয়, গোহিত, গোপতি, গোপ্তা, বৃষভাক্ষ, বৃষপ্রিয়, অনিবর্ত্তী, নিবৃত্তাত্মা, সংক্ষেপ্তা, ক্ষেমকৃৎ, শিব, শ্রীবৎসবক্ষা, শ্রীবাস, শ্রীপতি, শ্রীমান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীদাতা, শ্রীশ, শ্রীনিবাস, শ্রীনিধি, শ্রীবিভাবন, শ্রীধর, শ্রীকর, শ্রেয়, শ্রীমান্, ত্রিলোকের আশ্রয়, স্বক্ষ, স্বঙ্গ, শতানন্দ, নন্দি, জ্যোতি, গণেশ্বর, বিজিতাত্মা, বিধেয়াত্মা, সৎকীর্ত্তি, ছিন্নসংশয়, উদীর্ণ, সর্ব্বতশ্চক্ষু, অনীশ, শাশ্বত, স্থির, ভূশায়ী, ভূষণ, ভূতি, বিশোক, শোকনাশন, অর্চ্চিষ্মান্, অর্চ্চিতকুম্ভ, বিশুদ্ধাত্মা, বিশোধন, অনিরুদ্ধ, অপ্রতিরথ, প্রদ্যুম্ন, অমিতবিক্রম, কালনেমি, নিহন্তা, বীর, শৌরি, শূরজনেশ্বর, ত্রিলোকাত্মা, ত্রিলোকেশ, কেশব, কেশিহা, হরি, কামদেব, কামপাল, কামী, কান্ত, কৃতাগম, অনির্দ্দেশ্যবপু, বিষ্ণু, বীর, অনন্ত, ধনঞ্জয়, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মকৃৎ, ব্রহ্মা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিবর্দ্ধন, ব্রহ্মবিৎ, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মী, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণপ্রিয়, মহাক্রম, মহাকর্ম্মা, মহাতেজা, মহোরগ, মহাক্রতু, মহাযজ্বা, মহাযজ্ঞ, মহাহবি, স্তব্য, স্তবপ্রিয়, স্তোত্র, স্তুতি, স্তোতা, রণপ্রিয়, পূর্ণ, পূরয়িতা, পুণ্য, পুণ্যকীর্ত্তি, অনাময়, মনোজব, তীর্থকর, বসুরেতা, বসুপ্রিয়, বসুপ্রদ, বাসুদেব, বসু, বসুমনা, হবি, সদ্গতি, সৎকৃতি, সত্তা, সদ্ভূতি, সৎপরায়ণ, শূরসেন, যদুশ্রেষ্ঠ, সন্নিবাস, সুযামুন, ভূতবাস, বাসুদেব, সর্ব্বাসুনিলয়, অনল, দর্পহা, দর্পদ, দৃপ্ত, দুর্দ্ধর, অপরাজিত, বিশ্বমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি, দীপ্তমূর্ত্তি, অমূর্ত্তিমান্, অনেকমূর্ত্তি, অব্যক্ত, শতমূর্ত্তি, শতানন, এক, অনেক, সব, ক, কিং, যত্তদপদবাচ্য, লোকবন্ধু, লোকনাথ, মাধব, ভক্তবৎসল, সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, বীরহা, বিষম, শূন্য, ঘৃতাশী, অচল, চল, অমানী, মানদ, মান্য, লোকস্বামী, ত্রিলোককৃৎ, সুমেধা, মেধজ, ধন্য, সত্যমেধা, ধরাধর, তেজঃ, বৃষ, দ্যুতিধর, সর্ব্বশস্ত্রধরাগ্রগণ্য, প্রগ্রহ, নিগ্রহ, অব্যগ্র, অনেকশৃঙ্গ, গদাগ্রজ, চতুর্মূর্ত্তি, চতুর্ব্বাহু, চতুর্ব্যূহ, চতুর্গতি, চতুরাত্মা, চতুর্ভাব, চতুর্ব্বেদবিৎ, একপাৎ, সমাবর্ত্ত, নিবৃত্তাত্মা, দুর্জ্জয়, দুরতিক্রম, দুর্লভ, দুর্গম, দুর্গ, দুরাবাস, দুরারিহা, শুভাঙ্গ, লোকসারঙ্গ, সুতন্তু, তন্তুবর্দ্ধন, ইন্দ্রকর্ম্মা, মহাকর্ম্মা, কৃতকর্ম্মা, কৃতাগম, উদ্ভব,

সুন্দর, সুন্দ, রত্ননাভ, সুলোচন, অর্ক, বাজসন, শৃঙ্গী, জয়ন্ত, সর্ব্ববিদ্, জয়ী, সুবর্ণবিন্দু অক্ষোভ্য, সর্ব্ববাক্, ঈশ্বরেশ্বর, মহাহ্রদ, মহাগর্ত্ত, মহাভূত, মহানিধি, কুমুদ, কুন্দর, কুন্দ, পর্জ্জন্য, পবন, অনিল, অমৃতাশ, অমৃতবপু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতোমুখ, সুলভ, সুব্রত, সিদ্ধ, শত্রুজিৎ, শত্রুতাপন, ন্যগ্রোধ, উদুম্বর, অশ্বত্থ, চানূরান্ধ্র-নিসূদন, সহস্রার্চ্চি, সপ্তজিহ্ব, সপ্তধা, সপ্তবাহন, অমূর্ত্তি, অনঘ, অচিন্ত্য, ভয়কৃৎ, ভয়নাশন, অণু, বৃহৎ, কৃশ, স্থূল, গুণভৃৎ, নির্গুণ, মহান্, অধৃত, স্বধৃত, স্বার্থ, প্রাদ্ধংশ বংশবর্দ্ধন, ভারভৃৎ, যোগী, যোগীশ, সর্ব্বকামদ, আশ্রম, শ্রমণ, ক্ষাম, সুপর্ণ, বায়ুবাহন, ধনুর্দ্ধর, ধনুর্ব্বেদ, দণ্ড, দময়িতা, দম, অপরাজিত, সর্ব্বসহ, নিয়ন্তা, নিয়ম, যম, সত্ত্ববান্, সাত্ত্বিক, সত্য, সত্যধর্ম্মপরায়ণ, অভিপ্রায়, প্রিয়ার্হ, অর্হ, প্রিয়কৃৎ, প্রীতিবর্দ্ধন, বিহায়সগতি, জ্যোতি, সুরুচি, হুতভুক্, বিভু, রবি, বিরোচন, সূর্য্য, সবিতা, রবিলোচন, অনন্ত, হুতভুক্, ভোক্তা, সুখদ, অনেকজ, অগ্রজ, অনির্ব্বিণ্ণ, সদামর্ষী, লোকাধিষ্ঠান, অদ্ভুত, সনৎকুমার, সনাতন, কপিল, কপি, অব্যয়, স্বস্তিদ, স্বস্তিকৃৎ, স্বস্তি, স্বস্তিভুক্, স্বস্তিদক্ষিণ, অরৌদ্র, কুণ্ডলী, চক্রী, বিক্রমী, ঊর্জ্জিতশাসন, শব্দাতিগ, শব্দসহ, শিশির, শর্ব্বরীকর, অক্রূর, পেশল, দক্ষ, দক্ষিণ, ক্ষমাবান্‌দিগের অগ্রগণ্য, বিদ্বত্তম, বীতভয়, পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন, উত্তারণ, দুষ্কৃতিহা, পুণ্য, দুঃস্বপ্ননাশন, বীরহা, রক্ষণ, শান্ত, জীবন, পর্য্যবস্থিত, অনন্তরূপ, অনন্তশ্রী, জিতমন্যু, ভয়াবহ, চতুরস্র, গভীরাত্মা, বিদিশো, ব্যাদিশো, দিশ, অনাদি, ভূলোক ও ভুবলোকের ঐশ্বর্য্য, সুবীর, রুচিরাঙ্গদ, জনন, জনজন্মাদি, ভীম, ভীমপরাক্রম, আধারনিলয়, ধাতা, পুষ্পহাস, প্রজাগর, ঊর্দ্ধগ, সৎপথাচার, প্রাণদ, প্রণব, পণ, প্রমাণ, প্রাণনিলয়, প্রাণভৃৎ, প্রাণজীবন তত্ত্ব, তত্ত্ববিদ্, একাত্মা, জন্মমৃত্যুজরাতিগ, ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, তরু, প্রণব, পিতা, পিতামহ, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি যজ্বা, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞবাহন, যজ্ঞভৃৎ, যজ্ঞকৃৎ, যজ্ঞী, যজ্ঞভুক্, যজ্ঞসাধন, যজ্ঞান্তকৃৎ, যজ্ঞগুহ্য, অন্ন, অন্নাদি, আত্মযোনি, স্বয়ঞ্জাত, বৈখান, সামগায়ন, দেবকী-নন্দন, স্রষ্টা, ক্ষিতীশ, পাপনাশন, শঙ্খভৃৎ, নন্দকী, চক্রী, শার্ঙ্গধন্বা, গদাধর, রথাঙ্গপাণি, অক্ষোভ্য ও সর্ব্বপ্রহরণায়ুধ, এই আমি তোমার নিকট ভূতভাবন ভগবান্ বাসুদেবের সহস্রনাম কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই সহস্র নাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, তাঁহার কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি কিছুমাত্র অমঙ্গল হয় না। উহা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণের বেদান্তে পাণ্ডিত্য, ক্ষত্রিয়ের বিজয়, বৈশ্যের অতুল সম্পদ্, শূদ্রের সুখ, ধর্ম্মার্থীদিগের ধর্ম্ম, ধনার্থীদিগের ধন, কামীদিগের কামনা ও পুত্রার্থীদিগের পুত্র লাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন পবিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া সমাহিত চিত্তে বাসুদেবের এই সহস্র নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার বিপুল যশঃ, জ্ঞাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্য, অচলা লক্ষ্মী, বলবীর্য্য ও শ্রেয়োলাভ হয় এবং তিনি রোগবিহীন, দ্যুতিমান্

ও রূপগুণে বিভূষিত হইয়া অকুতোভয়ে কালহরণ করিতে পারেন। প্রতিদিন ভক্তি পূর্ব্বক এই সহস্র নাম কীর্ত্তন করিলে রোগার্ত্তদিগের রোগ হইতে, বদ্ধদিগের বন্ধন হইতে, ভীতদিগের ভয় হইতে ও বিপন্নদিগের বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ ও তাঁহার আশ্রিত হয়, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করে। বাসুদেবের ভক্তদিগকে কদাচ জন্মমৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হইতে ভীত হইতে হয় না। যাঁহারা ভক্তিমান্ হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান্ বাসুদেবের এই স্তব পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, শ্রীমান্, ধৈর্য্যশালী, স্মরণশক্তিসম্পন্ন, কীর্ত্তিমান্ ও সুখী হইতে পারেন। যাঁহারা নারায়ণের প্রতি দৃঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করেন, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, লোভ ও দুর্ব্বুদ্ধি সেই পুণ্যবান্দিগকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। ভগবান্ বাসুদেবই স্বীয় বীর্য্যবলে চন্দ্রসূর্য্য ও নক্ষত্রগণে সমলঙ্কৃত নভোমণ্ডল, দিক্ সমুদায়, পৃথিবী ও সমুদ্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণ সংবলিত সমুদায় জগৎ তাঁহারই বশে অবস্থান করিতেছে। তিনিই ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, সত্ত্ব, তেজ, বল, ধৈর্য্য, দেহ ও জীবাত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদায় শাস্ত্র অপেক্ষা আচার শ্রেষ্ঠ। আচার হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ বাসুদেব ঐ ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি মহর্ষি, পিতৃলোক, দেবতা ও মহাভূত সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। যোগ, জ্ঞান, সাংখ্য, বিদ্যা, শিল্পাদিকার্য্য, বেদ, শাস্ত্র ও বিজ্ঞান তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি একাকী ত্রিলোকমধ্যে সমুদায় ভূতে অবস্থান করিতেছেন। যে ব্যক্তি শ্রেয় ও সুখলাভের বাসনা করেন, ভগবান্ বাসুদেবের এই ব্যাসোক্ত স্তব পাঠ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা সর্ব্বদা ভূতভাবন ভগবান্ কেশবের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে কখনই পরাভূত হইতে হয় না।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্রপারদর্শী ও বিজ্ঞতম। অতএব কোন্ মন্ত্র জপ করিলে ধর্ম্মফল লাভ হয়? যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, কার্য্যারম্ভ ও শ্রাদ্ধকালে কোন্ মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ মন্ত্র জপ করিলে শান্তি, পুষ্টি, রক্ষা, শত্রুবিনাশ ও ভয়নাশ হয়? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! আমি বেদব্যাসকীর্ত্তিত মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। সাবিত্রী দেবী ঐ মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি দিবাভাগে ও রাত্রিকালে ঐ মন্ত্র জপ করেন, তিনি নিষ্পাপ এবং যিনি ঐ মন্ত্র শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘজীবী, কৃতার্থ ও উভয় লোকে সুখী হন। সত্যধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত রাজর্ষিগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঐ মন্ত্রপাঠ করিলে অতি উৎকৃষ্ট

শ্রীলাভ করিয়া থাকেন। ঐ মন্ত্র এই "মহাব্রতধারী বশিষ্ঠদেব, বেদনিধি পরাশর, মহাসর্প অনন্ত, অক্ষয় সিদ্ধগণ, ঋষিগণ এবং দেবাদিদেব বরদাতা সহস্রশীর্ষ ও সহস্রনামধারী জনার্দ্দনকে নমস্কার। অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশ রুদ্র; ইঁহারাই আবার শতরুদ্র নামে কীর্ত্তিত হন। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য; ইঁহারা সকলেই কশ্যপতনয়। ধর, ধ্রুব, সোম, সাবিত্র, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস এই আট মহাত্মা বসুনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নাসত্য ও দস্র ইঁহারা উভয়ে অশ্বিনীকুমার। উঁহারা সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অশ্বরূপধারিণী সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার নাসা হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সর্ব্বভূতের অধীশ্বর।

অতঃপর লোকদিগের যজ্ঞ দান প্রভৃতি সৎকর্ম্ম ও চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মের সাক্ষ্যদাতা মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ মহাত্মারা জীবমণ্ডলে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া লোকের শুভাশুভ কার্য্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করেন। মৃত্যু, কাল এবং বিশ্বেদেব, পিতৃলোক, তপোধন ও সিদ্ধমহর্ষিগণ ইঁহারাই কার্য্যের সাক্ষ্যদাতা। ইঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ইঁহারা শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রযতভাবে বিধাতৃবিহিত দিব্য লোক সমুদায়ে অবস্থান করেন। নিত্য এই মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ত্রিবর্গ ও পুণ্যলোক সমুদায় লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা, নন্দীশ্বর, মহাকায়, গ্রামণী, বৃষভধ্বজ, গণপতি, বিনায়কগণ, সৌম্যগণ, রুদ্রগণ, ভূতগণ, জ্যোতিষ্কগণ, সরিদ্গণ, আকাশ, সুপর্ণ, পন্নগেশ্বর, সিদ্ধগণ, স্থাবর ও জঙ্গমগণ, হিমালয় পর্ব্বত, চারিসমুদ্র, মহাদেবের অনুরূপ পরাক্রমযুক্ত অনুচরগণ, বিষ্ণু, জিষ্ণু, স্কন্দ এবং অম্বিকা; ইঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না।

অতঃপর ঋষিশ্রেষ্ঠগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, কাক্ষিবান্, অঙ্গিরার পুত্র বর্হ এবং মেধাতিথির পুত্র কণ্ব এই সপ্ত মহর্ষি পূর্ব্বদিকে বাস করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মতেজোময়, ইন্দ্রের গুরু এবং রুদ্র, অনল ও বসুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন; ইঁহারা ভূমণ্ডলে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে স্বর্গে দেবগণের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন। ঐ সকল মহর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ইন্দ্রলোকে সম্মান লাভ করা যায়। উম্মুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, দৃঢ়ব্য, ঊর্দ্ধবাহু, তৃণসোমাঙ্গিরা ও মিত্রাবরুণের পুত্র প্রতাপশালী অগস্ত্য ইঁহারা দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা ধর্ম্মরাজের পুরোহিত। দৃঢ়েয়ু, ঋতেয়ু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত এবং মহর্ষি অত্রির পুত্র সারস্বত ইঁহারা পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন।

এই মহাত্মারা বরুণের পুরোহিত। অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গোতম, ভরদ্বাজ, কুশিক-বংশোদ্ভব বিশ্বামিত্র ও ঋচীকতনয় জমদগ্নি ইঁহারা উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা কুবেরের গুরু। এই সমুদায় ভিন্ন আর সাতজন মহর্ষি আছেন; তাঁহারা সমুদায় দিকে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই সমুদায় মহর্ষির নাম কীর্ত্তন করিলে মানবগণের কীর্ত্তি ও মঙ্গল লাভ হয়। ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। ইঁহারা দিক্পাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা যে যে দিকে অবস্থান করেন, সেই সেই দিকে অভিমুখীন হইয়া ইঁহাদিগের শরণাগত হওয়া উচিত। পরশু-রাম, বেদব্যাস, দ্রোণাচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা, লোমশ ও পূর্ব্বোল্লিখিত ঋষিগণ ইঁহারা সকলেই লোকপাবন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা তপঃপ্রভাবে সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিতে পারেন। সংবর্ত্ত, মেরু, সাবর্ণ, মার্কণ্ডেয়, সাঙ্খ্যযোগ, নারদ ও মহর্ষি দুর্ব্বাসা ইঁহারা তপঃপ্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই সমুদায় এবং ব্রহ্মলোক নিবাসী রুদ্রতুল্য প্রভাবশালী অন্যান্য মহর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে লোকে ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও পুত্রলাভে সমর্থ হয়।

মানবগণ প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ং-কালে পৃথিবীর পিতা বেণরাজতনয় মহারাজ পৃথু, ইলার গর্ভে বুধের ঔরসে সমুৎপন্ন সূর্য্যবংশোদ্ভব মহাত্মা পুরূরবা, ত্রিলোক-বিশ্রুত মহারাজ ভরত, সত্যযুগে গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহাত্মা রন্তিদেব, বিশ্বজিৎ যজ্ঞকর্ত্তা তপোবলসমন্বিত দ্যুতিমান্ রাজর্ষি শ্বেত, মহাদেবের প্রসাদে গঙ্গার আনয়ন-কর্ত্তা অশ্বমেধের হেতুভূত সগরবংশের উদ্ধারকারণ রাজর্ষি ভগীরথ এবং হুতা-শনের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর অন্যান্য কীর্ত্তিমান্ দেবতা, ঋষি ও ভূপতিদিগের নাম কীর্ত্তন করিবে। সাংখ্য যোগ, হব্য-কব্য ও সর্ব্বশ্রুতির আশ্রয় পরব্রহ্ম এই সমুদায় শব্দ সায়ং ও প্রাতঃকালে উচ্চারণ করিলে মনুষ্যের মঙ্গল লাভ, ব্যাধিনাশ ও সকল কার্য্যে উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা এবং বারিবর্ষণ ও বায়ুবহনের কারণ। ঐ মহাত্মারা শ্রেষ্ঠ, কার্য্যদক্ষ, ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয়। উঁহারা মনুষ্যের সমুদায় দুর-দৃষ্ট দূর করিতে পারেন। উঁহারা পাপ-পুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ। যাঁহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া উঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের পাপ অবিরুদ্ধ থাকে এবং তাঁহারা অগ্নিভয়, চৌরভয় ও দুঃস্বপ্ন দর্শন প্রভৃতি সমুদায় অমঙ্গল হইতে পরি-ত্রাণ লাভ করিয়া থাকেন। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ যজ্ঞদীক্ষাসময়ে সংযত হইয়া এই সমুদায় পবিত্র নাম পাঠ করেন, তাঁহারা ন্যায়বান্, আত্মনিরত, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, অসূয়াবিহীন, সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও স্বস্তিমান্ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হন।

রোগার্ত্ত ব্যক্তিরা উহা পাঠ করিলে সমুদায় রোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। গৃহ-মধ্যে উহা পাঠ করিলে কুলের মঙ্গল, ক্ষেত্রমধ্যে পাঠ করিলে শস্যসম্পত্তি ও বিদেশগমন সময়ে পাঠ করিলে পথিমধ্যে মঙ্গল লাভে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব স্ত্রী, পুত্র, ধন, বীজ, ঔষধী ও আপনার চিত্তের নিমিত্ত উহা পাঠ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয় সংগ্রামকালে ঐ সমুদায় নাম জপ করেন, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুবর্গকে পরাজিত করিয়া অক্ষতশরীরে স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি দৈব ও পিতৃকার্য্য উপলক্ষে উহা পাঠ করেন, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার যজ্ঞে হব্যকব্য ভোজন করিয়া পরম পরি-তৃপ্ত হন। তাঁহাকে কখনই ব্যাধি, হিংস্র-জন্তু ও তস্কর হইতে ভীত হইতে হয় না এবং তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন। যাঁহারা অর্ণবযান, যান, প্রবাস ও রাজগৃহে এই সাবিত্রী মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন; তাঁহাদের বালকগণ কখনই অকালে কাল-কবলে নিপাতিত হয় না এবং তাঁহাদিগকে ভূপতি, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস, অগ্নি, জল, পবন ও হিংস্রজন্তু হইতে কখনই ভীত হইতে হয় না। ফলত সাবিত্রী মন্ত্র পাঠ করিলে চারিবর্ণেরই শান্তিলাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা পরম পবিত্র সাবিত্রী মন্ত্র শ্রবণ করেন, তাঁহারা সমুদায় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে পরম গতি লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা গোসমূহের মধ্যে এই মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহাদিগের গাভীগণ বহুবৎসা হয়। কি বিদেশযাত্রা, কি প্রবাসে অবস্থান সমুদায় সময়েই এই মন্ত্র পাঠ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। জপ-হোমপরায়ণ প্রযতাত্মা মহর্ষিগণের উহার তুল্য পরম জপ্য মন্ত্র আর কিছুই নাই। পূর্ব্বে মহর্ষি পরাশর এই সনাতন মন্ত্র ইন্দ্রের নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন; এক্ষণে আমি উহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ঐ মন্ত্রকে সর্ব্বভূতের হৃদয় ও পুরাতন শ্রুতিস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশোদ্ভব ভূপতি-গণ পবিত্র হইয়া প্রাণিগণের পরম গতি-স্বরূপ ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা দেবগণ, সপ্তর্ষি ও মহাত্মা ধ্রুবের নাম কীর্ত্তন করিলে মনুষ্য স্বয়ং সমুদায় বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ ও অন্যের অমঙ্গল নিবারণ করিতে পারে। কাশ্যপ, গোতম, ভৃগু, আঙ্গিরা, অত্রি, শুক্র, অগস্ত্য ও বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সর্ব্বদা সাবিত্রীমন্ত্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহর্ষি ঋচীকের পুত্রগণ ভগবান্ বশিষ্ঠের নিকট ঐ মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ সাবিত্রীমন্ত্র আশ্রয় করিয়াই দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বেদবেত্তা জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ-শৃঙ্গসম্পন্ন শত গাভী প্রদান করেন, আর যিনি লোকসমাজে দিব্য ভারতকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা উভয়েই তুল্যফল লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা ভৃগুর নাম কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্মলাভ,

বশিষ্ঠকে নমস্কার করিলে শৌর্য্যবৃদ্ধি, মহারাজ রঘুকে নমস্কার করিলে সংগ্রামে জয়লাভ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম কীর্ত্তনে রোগ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সাবিত্রীমন্ত্র সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জীবলোকে কাহারা পূজনীয় এবং কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণগণকে অবমানিত করিলে দেবতাদিগকেও অবসন্ন হইতে হয়। ব্রাহ্মণগণকেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। এই জীবলোকে তাঁহারাই পূজনীয়। তাঁহাদিগের নিকট পুত্রের ন্যায় অবস্থান করা সকলেরই পক্ষে শ্রেয়স্কর। ঐ মনীষিগণ সমুদায় লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ। নিঃস্ব-ভাবই তাঁহাদিগের সুখের কারণ। তাঁহারা প্রাণিগণের প্রিয়দর্শন, সকলের আশ্রয়স্বরূপ, ব্রতধারী, লোকস্রষ্টা, শাস্ত্রপ্রণেতা ও যশস্বী। উঁহারা সংযতবাক্য হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তপস্যাই তাঁহাদের পরম ধন এবং বাক্যই তাঁহাদিগের পরম বল। তাঁহারা ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান, ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মার্থী ও সূক্ষ্মদর্শী। প্রজাগণ তাঁহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত রহিয়াছে। উঁহারা সৎপথপ্রদর্শক, যজ্ঞপ্রকাশক ও সনাতন। উঁহারা নিরন্তর পিতৃপিতামহধৃত দুর্ব্বহ ব্রাহ্মণ্যভার বহন করিয়া থাকেন; অতি দুঃসময়েও ঐ ভারবহনে অবসন্ন হন না। উঁহারা হব্যকব্যের অগ্রভাগ ভোক্তা এবং দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিগণের মুখস্বরূপ। উঁহারা ভোজন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলেই ত্রিলোককে মহাভয় হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। উঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, শ্রুতিনিষ্ঠ, সকল বিষয়ে সুনিপুণ, মোক্ষদর্শী, সকলের গতিজ্ঞানবিশারদ, অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ এবং সকল লোকের দীপ ও চক্ষুষ্মান্দিগেরও চক্ষুঃস্বরূপ। আদি, মধ্য ও অন্ত সকলই উঁহাদের বিদিত আছে। উঁহারা সংশয়বিরহিত ও উৎকর্ষাপকর্ষজ্ঞানসুনিপুণ। উঁহাদের চরমে পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। উঁহারা বিগতপাপ, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ, সম্মানের উপযুক্ত ও সম্মানিত। চন্দন ও পঙ্ক এবং ভোজন ও অভোজনে উঁহাদের সমান জ্ঞান। উঁহারা দুকুল, শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র, ক্ষৌম ও মৃগচর্ম্ম অভিন্নবোধে পরিধান করেন। উঁহারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও বেদাধ্যয়ন করিয়া অনাহারে বহু দিবস অতিক্রম পূর্ব্বক দেহ শুষ্ক করিতে পারেন। উঁহারা কুপিত হইলে দেবতার অদেবত্ব, অদেবতার দেবত্ব সম্পাদন এবং নূতন লোক সমুদায় ও লোকপালগণের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। ঐ মহাত্মাদিগের শাপপ্রভাবেই সাগরজল নিতান্ত অপেয়

হইয়াছে। উঁহাদিগের কোপানল দণ্ডকারণ্যে অদ্যাপি উপশমিত হয় নাই। উঁহারা দেবগণের দেবতা, কারণের কারণ ও প্রমাণের প্রমাণ। অতএব উঁহাদিগকে অবমানিত করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। উঁহাদিগের মধ্যে কি বৃদ্ধ, কি বালক সকলেই সম্মানের উপযুক্ত। উঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তপ ও বিদ্যায় সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা সজাতীয়দিগের নিকট সমধিক সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশূন্য, তিনিও অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন; সুতরাং যিনি বিদ্বান্ তিনি যে পরম পাবন, তাহার আর বিচিত্র কি। ফলত ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ হউন, তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। অগ্নি সংস্কৃত বা অসংস্কৃতই হউন, তাঁহার দেবত্ব কদাচই বিলুপ্ত হয় না। যেমন তেজস্বী অগ্নি শ্মশানে অবস্থান করিলেও দূষিত হয় না, প্রত্যুত যজ্ঞ ও গৃহে বিধিবৎ ব্যবহৃত হইতে পারে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ যদিও সতত অনিষ্টকর কার্য্যে নিরত থাকেন, তথাপি তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ বলিয়া সমাদর করা কর্ত্তব্য।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে কি ফল লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! এই স্থানে পবনকার্ত্তবীর্য্য সংবাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হৈহয়বংশোদ্ভব সহস্রভুজসম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্য সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া স্বয়ং সমুদায় শাসন করিয়াছিলেন। মাহিষ্মতী পুরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে বিনীতভাবে বহুদিন মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের আরাধনা ও তাঁহাকে প্রভূত ধনদান করিয়াছিলেন। একদা ঐ মহর্ষি কার্ত্তবীর্য্যের ভক্তিভাবে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনটী বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যখন সমরাঙ্গনে সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিব, তখন যেন আমার সহস্র বাহু উৎপন্ন হয়। আমি যেন স্বীয় বিক্রমবলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় ও ধর্ম্মানুসারে উহা শাসন করিতে পারি। আর আপনার নিকট আমার এই এক প্রার্থনা যে, আমি সত্যপথ হইতে বিচলিত হইলে, যেন সাধু ব্যক্তিরা আমাকে শাসন করেন।

কার্ত্তবীর্য্য এইরূপ প্রার্থনা করিলে, দ্বিজবর দত্তাত্রেয় তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। তখন ঐ মহাবীর মহর্ষির বরপ্রভাবে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়া সূর্য্য ও অনল সদৃশ রথে আরোহণ পূর্ব্বক বলদর্পে একান্ত দর্পিত হইয়া কহিলেন, ধৈর্য্য, বীর্য্য, যশ ও পরাক্রমে কেহই আমার তুল্য নাই। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে তৎক্ষণাৎ এই আকাশবাণী তাঁহার কর্ণকুহরে

প্রবিষ্ট হইল, রে মূঢ়! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয়েরা কখন প্রজাশাসন করিতে পারে নাই।

তখন কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন, আমি সন্তুষ্ট হইলে জীবগণের সৃষ্টি এবং রোষাবিষ্ট হইলে সমুদায় জীবকে বিনাশ করিতে পারি, অতএব ব্রাহ্মণ কখনই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। "ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয় কখন প্রজাপালন করিতে সমর্থ হয় না" তুমি এই হেতুনির্দ্দেশ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়কে তদপেক্ষা হীন বলিয়া কীর্ত্তন করিলে; কিন্তু আমার মতে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যজ্ঞাদিচ্ছলে ক্ষত্রিয়কে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা কখনই ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করে না। প্রজাপতিপালন করা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম। ব্রাহ্মণেরা সেই ক্ষত্রিয়কে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে; তবে ব্রাহ্মণ কিরূপে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল? তুমি আকাশ হইতে যাহা কহিলে, উহা মিথ্যা। অতঃপর আমি ভিক্ষোপজীবী আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণগণকে নিশ্চয়ই পরাজিত ও বশীভূত করিব। ত্রিলোক মধ্যে কি দেবতা কি মনুষ্য কেহই আমাকে রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে সমর্থ নহে। অতএব আমি কখনই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহি। আজি আমি নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণপ্রধান জগৎকে ক্ষত্রিয়প্রধান করিব। সমরাঙ্গনে কেহই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহে। মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য এইরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিলে, আকাশবাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী তাঁহার বাক্য শ্রবণে একান্ত শঙ্কিত হইলেন।

তখন পবনদেব অন্তরীক্ষ হইতে কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি এক্ষণে এই দূষিতভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার কর। উঁহাদিগের অপকার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তোমার রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইবে। উঁহারা তোমাকে হয় বিনষ্ট না হয় রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিবেন।

তখন কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্র! তুমি কে?

পবন কহিলেন, আমি দেবদূত বায়ু; তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতে আগমন করিয়াছি।

তখন কার্ত্তবীর্য্য পবনদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সমীরণ! আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি বিলক্ষণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। ব্রাহ্মণ, অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ, জল, পৃথিবী না আপনার সদৃশ?

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

তখন পবন কহিলেন, মূঢ়! আমি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের যৎকিঞ্চিৎ গুণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি অগ্নি, সূর্য্য ও আকাশ প্রভৃতি যাঁহার যাঁহার নাম উল্লেখ করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অঙ্গরাজের স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে না পারিয়া

পৃথিবীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলে, মহর্ষি কশ্যপ উঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরাঃ অনায়াসে পৃথিবীস্থ সমুদায় সলিল পান করিয়া পরিশেষে সমুদায় পৃথিবী সলিলপূর্ণা করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা কোন সময়ে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে আমি তাঁহার ভয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিহোত্র মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলাম। দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার পাতিব্রত্য বিনষ্ট করিলে তাঁহার পতি মহর্ষি গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, কেবল ধর্ম্মরক্ষার্থ তাঁহাকে প্রাণে বিনষ্ট করেন নাই। সমুদ্র অগাধ সলিলপূর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মণগণের অভিশাপে লবণোদক হইয়াছে। নির্ধূম হুতাশনসদৃশ তেজস্বী রূপবান্ শুক্রাচার্য্য মহর্ষি অঙ্গিরার অভিশাপে তেজোবিহীন হইয়াছেন। মহাত্মা কপিলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরমধ্যে সগরসন্তানদিগকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন। অতএব তুমি আপনাকে ব্রাহ্মণের তুল্য জ্ঞান না করিয়া আপনার শ্রেয়োলাভের উপায় চিন্তা কর। অশেষক্ষমতাশালী মহাত্মারা গর্ভস্থ ব্রাহ্মণদিগকেও নিরন্তর নমস্কার করিয়া থাকেন। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য সুবিস্তীর্ণ দণ্ডকরাজ্য এবং মহাত্মা ঔর্ব্ব ক্ষত্রকুলোদ্ভব তালজঙ্ঘকে বিনষ্ট করিয়াছেন। তুমি কেবল মহাত্মা দত্তাত্রেয়ের প্রসাদেই দুর্লভ রাজ্য, বল, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বদেবের হব্যবাহী ভগবান্ হুতাশনের উপাসনা করিয়া থাক। তিনিও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন। অতএব ব্রাহ্মণকে সর্ব্বভূতানুপালক ও জীবলোকের কর্ত্তা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াও এরূপ মুগ্ধ হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা এই স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহা হইতেই শৈল, দিক্, সলিল, পৃথিবী ও আকাশ সমুদ্ভূত হয়। অজ্ঞান ব্যক্তিরা অণ্ডজ শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুত তিনি ব্রহ্মাণ্ডজ নহেন। তিনি যখন অজ নাম ধারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম কোন রূপেই সম্ভাবিত হয় না। তিনি অণ্ড অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অণ্ডজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা সর্ব্ব প্রথমে সমুদ্ভূত হইয়া অহঙ্কারাত্মক দেহ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই সকলের আদিভূত ব্রাহ্মণ। অতএব তাঁহার তুল্য হইতে বাসনা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

তখন বায়ু পুনরায় কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে

মহীপাল অঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই পৃথিবী দান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি ব্রহ্মার কন্যা, সকল প্রাণীকেই ধারণ করিয়া আছি; এই মহীপাল আমাকে প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধে আমাকে ব্রাহ্মণসাৎ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব যাহাতে ইনি রাজ্যের সহিত উৎসন্ন হন, আমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এক্ষণে আমি এই অধিষ্ঠানভূত ভূমিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন করি। ভগবতী ধরিত্রী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অচিরাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তখন মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ব্রহ্মলোকে প্রস্থিত জানিতে পারিয়া যোগবলে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূমির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। কশ্যপ ভূমির মধ্যে প্রবেশ করাতে উহার পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধি হইল। উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে তৃণ ও ওষধি উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং ভয় ও অধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া গেল। মহর্ষি কশ্যপ ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর সেই ভূমির মধ্যে অবস্থান করিলেন। তখন পৃথিবী ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপকে নমস্কার করিয়া তাঁহার কন্যাত্ব স্বীকার করিলেন।

হে মহারাজ! মহর্ষি কশ্যপ এইরূপ তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতএব বল দেখি, কশ্যপ হইতে কোন্ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ? ভগবান্ সমীরণ কশ্যপের এইরূপ প্রভাব কীর্ত্তন করিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবন পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে অঙ্গিরার পুত্র মহর্ষি উতথ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ চন্দ্রের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা ছিল। চন্দ্র অনেক অনুসন্ধানের পর মহর্ষি উতথ্যকেই ঐ কন্যার অনুরূপ পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ঐ কন্যাও উতথ্যকে আপনার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত পরিণীত হইবার অভিলাষে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি অত্রি উতথ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক চন্দ্রের সেই কন্যাটি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। উতথ্যও বিধানানুসারে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। জলাধিপতি বরুণের পূর্ব্বাবধিই ঐ সোমকন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ ছিল। এক্ষণে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং একদা ঐ কন্যাকে যমুনাজলে অবগাহন করিতে দেখিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুরমধ্যে আনয়ন করিলেন। ঐ পুরী ছয়লক্ষ হ্রদে সুশোভিত, বিবিধ প্রাসাদসমাকীর্ণ ও সর্ব্বকাম-সম্পন্ন। উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরী আর কুত্রাপি নাই। জলেশ্বর বরুণ সেই রমণীরত্নকে সেই পুরমধ্যে সমানীত করিয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দেবর্ষি নারদ ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উতথ্যের কর্ণগোচর করিলেন। উতথ্য নারদের মুখে স্বীয় পত্নীহরণসংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি অবিলম্বে বরুণের নিকট গমন করিয়া বল যে, হে জলেশ্বর! তুমি কি নিমিত্ত উতথ্যের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছ? তুমি লোকপালক; লোকের ত বিলোপক নহ। ভগবান্ চন্দ্র উতথ্যকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন; তুমি কেন সেই কন্যা অপহরণ করিলে? যাহা হউক, তুমি শীঘ্র উতথ্যকে তাঁহার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ কর। উতথ্য এইরূপ আদেশ করিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহার বাক্যানুসারে বরুণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, জলেশ্বর! তুমি মহর্ষি উতথ্যের পত্নী অপহরণ করাতে তিনি তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তুমি কি নিমিত্ত তাঁহার ভার্য্যা অপহরণ করিলে? বরুণ তাঁহার মুখে উতথ্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি আমার বাক্যানুসারে সেই মহর্ষিকে কহিও যে, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী আমার নিতান্ত প্রিয়। আমি ইহাকে কদাচই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। জলাধিপতি এই কথা কহিলে, মহর্ষি নারদ অচিরাৎ উতথ্যের নিকট গমন পূর্ব্বক অপ্রফুল্ল মনে তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! বরুণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে তোমার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ করিতে সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম; তাহাতে সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে গলহস্ত প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিয়াছে। সে কিছুতেই তোমার ভার্য্যা তোমাকে প্রদান করিবে না। অতঃপর তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি উতথ্য বরুণের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অচিরাৎ সলিল সমুদায় স্তম্ভন পূর্ব্বক পান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় নীরাধিপতি বরুণ উতথ্য কর্ত্তৃক সলিল সমুদায় পীয়মান দেখিয়া এবং সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হইয়াও সেই সোম কন্যাকে পরিত্যাগ করিলেন না।

অনন্তর মহর্ষি উতথ্য ক্রোধভরে ভূমিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ধরিত্রি! এখন তোমার সেই ছয় লক্ষ হ্রদযুক্ত স্থান কোথায়? মহর্ষি উতথ্য এইরূপ কহিবামাত্র সমুদ্র তৎক্ষণাৎ বরুণের পুর হইতে অপসৃত হইল এবং সেই স্থান ঊষর ক্ষেত্রের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি উতথ্য সরস্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অবিলম্বে এই স্থান হইতে অপসৃত হইয়া মরুদেশে প্রবাহিত হও। এই স্থানটি তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অপবিত্র হউক। স্রোতস্বতী সরস্বতী উতথ্যের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইলেন। তখন বরুণ স্বীয় পুরী নিতান্ত জলশূন্য দেখিয়া ভীতচিত্তে সেই সোমকন্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক উতথ্যকে প্রদান করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। মহর্ষি উতথ্য ভার্য্যাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নভাব ধারণ পূর্ব্বক সমুদায় জগৎকে জলকষ্ট হইতে ও বরুণকে

এই বিপজ্জাল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি বরুণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, জলাধিরাজ! এই আমি স্বীয় তপোবলে তোমাকে নিতান্ত বিষণ্ণ করিয়া স্বীয় ভার্য্যা প্রত্যাহরণ করিলাম। অতঃপর আর তোমার ইহার নিমিত্ত রোদন করা বৃথা। মহর্ষি উতথ্য এই বলিয়া তথা হইতে আপনার আবাসে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! মহর্ষি উতথ্যের এইরূপ প্রভাব ছিল। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, নরপতি কার্ত্তবীর্য্য মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবনদেব পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অসুরগণ দেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের যজ্ঞ, পিতৃগণের স্বধা ও মানবগণের কর্ম্ম কাণ্ড সমুদায় বিলুপ্ত করিলে, দেবগণ ঐশ্বর্য্যবিহীন হইয়া ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এমন সময়ে তেজঃপুঞ্জকলেবর ভাস্করপ্রতিম মহাতপাঃ মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তখন দেবগণ ঐ মহর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কুশলপ্রশ্নান্তে কহিলেন, ভগবন্! দানবগণ আমাদিগকে পরাস্ত ও ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট করিয়াছে; অতএব আপনি আমাদিগকে এই উপস্থিত ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে, মহাতেজস্বী মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের অসুরহস্তে পরাভববৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রোধে কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহর্ষির সেই ক্রোধানলপ্রভাবে অসংখ্য দানব দগ্ধ হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে নিপতিত হইয়া শমনসদনে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় যে সকল দানব পৃথিবী ও পাতালতলে অবস্থান করিয়াছিল কেবল তাহারাই জীবিত রহিল। নরপতি বলি ঐ সময় পাতালতলে অবস্থান পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

এইরূপে অগস্ত্যের প্রভাবে স্বর্গস্থ দানবগণ দগ্ধ হইলে, দেবগণ পুনরায় স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন; মহর্ষি অগস্ত্যেরও ক্রোধানল নির্ব্বাণ হইল। অনন্তর দেবগণ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ভূমিস্থিত অসুরগণকে পরাজয় করুন। তখন মহর্ষি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমি তোমাদের অনুরোধে স্বর্গস্থ অসুরগণকে বিনষ্ট করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে আর আমি অসুরবিনাশে সম্মত নহি, কারণ বারংবার দানবদলন করিলে আমার তপোবল ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তিনি এইরূপে স্বীয় তেজঃ-

প্রভাবে দানবগণকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় অগস্ত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ?

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন বায়ু পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমি মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবতাগণ মানস সরোবর তীর্থে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে খলীনামে পর্ব্বতাকার দানব সমুদায় উহা দর্শন করিয়া যাজ্ঞিকগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ঐ দানবগণের মধ্যে যাহারা কোন ক্রমে বিনষ্ট হইত, তাহারা তাহাদের আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক ঐ মানস সরোবরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ব্রহ্মদত্ত বরপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া ভীষণাকার পর্ব্বত ও বৃক্ষ সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সেই শতযোজন সমুত্থিত সলিলরাশি বিলোড়িত করিতে করিতে তীরে গাত্রোত্থান করিত। ঐ দৈত্যগণ বলগর্ব্বে মত্ত হইয়া দেবগণের প্রতি ধাবমান হইলে তাঁহারা ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাদের পরাক্রম প্রভাবে একান্ত ব্যথিত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বশিষ্ঠদেব দেবগণকে নিতান্ত দুঃখিত বোধ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাদিগকে অভয়প্রদান এবং অবলীলা ক্রমে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই দৈত্যদিগকে এককালে ভস্মসাৎ করিলেন। ঐ সময় ঐ মহর্ষির তপঃপ্রভাবে মহানদী গঙ্গা মানস সরোবর ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ নদী দ্বারা সরোবর বিদীর্ণ হওয়াতে উহার নাম সরযূ হইয়াছে। যে স্থানে সেই খলীনামে দৈত্য সমুদায় নিহত হইয়াছিল, ঐ স্থান অদ্যাপি খলিন নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বশিষ্ঠের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তিনি এইরূপে ব্রহ্মার বরে একান্ত গর্ব্বিত দানবগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে বলদেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় বশিষ্ঠদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ?

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবনদেব পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার নিকট মহর্ষি অত্রির কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যখন অসুরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ হয়, তৎকালে রাহু চন্দ্র ও সূর্য্যকে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়াছিল; সুতরাং ঐ সময়ে সমুদায় দেবগণকে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইতে হইয়াছিল। পরাক্রান্ত দানবগণ ঐ সুযোগে অন্ধকারাবৃত দেবগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবগণ অসুরগণের শরে একান্ত কাতর হইয়া তপোধনাগ্রগণ্য

জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা অত্রির সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! চন্দ্র সূর্য্য অসুরগণের শরজালে বিদ্ধ হওয়াতে এই অন্ধকারময় প্রদেশে শত্রুবাণে বিদ্ধ হইতেছি; কোনরূপেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ করুন।

তখন অত্রি কহিলেন, দেবগণ! আমি কিরূপে তোমাদিগের রক্ষা করিব, তাহা নির্দ্দেশ কর। দেবগণ কহিলেন, ভগবন্! আপনি চন্দ্রসূর্য্যরূপী হইয়া তিমির সমুদায় ধ্বংস করিয়া আমাদিগের শত্রুগণকে নিপাতিত করুন। দেবগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে,মহাত্মা অত্রি তাঁহাদের বাক্যানুসারে প্রথমে প্রিয়দর্শন চন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া পরিশেষে স্বীয় তপোবলে দানবগণের শরনিকরে বিদ্ধ চন্দ্র ও সূর্য্যকে উদ্ভাসিত করিলেন। তখন সমুদায় জগৎ তিমিরশূন্য ও দেবগণের অস্ত্রজাল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভগবান্ অত্রি এইরূপে তিমিররাশি ধ্বংস করিয়া আপনার তেজোবলে দেবগণের প্রবল শত্রু দানবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণও অসুরদিগকে মহাত্মা অত্রির তেজে দগ্ধ হইতে দেখিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা অত্রির কার্য্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ঐ অগ্নিসহায় চর্ম্মাম্বরধারী ফলমূলভোজী মহাত্মা অত্রি হইতে এইরূপে সূর্য্যের প্রকাশ, দেবগণের রক্ষা ও অসুরগণের সংহার হইয়াছিল। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় সেই মাহাত্মা অত্রি হইতে শ্রেষ্ঠ?

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন পবন পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমি মহাত্মা চ্যবনের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাত্মা চ্যবন দেবসমাজে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপায়ী করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক করিয়াছিলেন, দেবরাজ! তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবগণের সহিত সোমরস পান করিতে অনুমতি প্রদান কর।

তখন ইন্দ্র কহিলেন, ভগবান্! উহারা আমাদিগের পরিত্যজ্য ও অসম্মানিত, সুতরাং আমরা কখনই উহাদিগের সহিত সোমরস পান করিতে পারিব না; অতএব আপনার এরূপ অনুরোধ নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনি আমাকে অন্য যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিব।

চ্যবন কহিলেন, দেবরাজ! ইঁহারা সূর্য্যের পুত্র। সুতরাং ইঁহারা অবশ্যই তোমাদিগের সহিত সোমরস পান করিতে পারেন। অতএব তোমরা আমার বাক্য রক্ষা কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে। যদি তুমি আমার বাক্য লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে তোমাদিগের বিপদের পরিসীমা থাকিবে না।

ইন্দ্র কহিলেন, মহর্ষে! আমি কখনই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান

করিব না। অন্যের যদি ইচ্ছা হয়, উহা-দিগের সহিত সোমরস পান করুক।

তখন চ্যবন কহিলেন, দেবরাজ! যদি তুমি সহজে আমার বাক্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে আমি অদ্যই তোমাকে নিপীড়িত করিয়া যজ্ঞভূমিতে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করাইব। মহর্ষি চ্যবন এই বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের হিতসাধনার্থ সহসা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মন্ত্র-বলে সুরগণকে অভিভূত করিলেন। দেব-রাজ ইন্দ্র মহর্ষি চ্যবনের সেই কার্য্যদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিপুল শৈল ও বজ্র সমু-দ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হই-লেন। তপোধনাগ্রগণ্য ভগবান্ চ্যবন ইন্দ্রকে ঐ রূপে পর্ব্বত ও বজ্রহস্তে ধাব-মান দেখিয়া সহসা জল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে বজ্র ও পর্ব্বতের সহিত স্তম্ভিত করিয়া মদ নামে এক মন্ত্রাহুতিময় ভীষণ পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। ঐ পুরুষের দন্তসমুদায় শতযোজন বিস্তৃত ও দংষ্ট্রা-সকল দ্বিশত যোজন বিস্তৃত। উহার বদনমণ্ডল দেখিতে দেখিতে অতি ভীষণ হইয়া উঠিল এবং অধর ভূমিতল ও ওষ্ঠ আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিল। তখন মহার্ণবে তিমি মৎস্যের মুখে যেমন ক্ষুদ্র মৎস্য সমুদায় বাস করে, তদ্রূপ ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার জিহ্বামূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ দেবগণের ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সকলে সম-বেত হইয়া ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-লেন, দেবরাজ! আমরা সকলেই অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করিব, এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে অসম্মত না হইয়া মহাত্মা চ্যবনকে নমস্কার পূর্ব্বক উঁহার ক্রোধ শান্তি করুন। দেবগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে, দেবরাজ অগত্যা মহাত্মা চ্যবনের চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহার অভিলষিত বিষয়ে স্বীকার করিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন সেই যজ্ঞে সমুদায় দেবতার সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করাইয়া অক্ষক্রীড়া, মৃগয়া, মদ্য ও স্ত্রীগণে সেই ভীষণমূর্ত্তি মদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এই নিমিত্ত অক্ষক্রীড়া-দিতে আসক্ত হইলে মনুষ্যমাত্রকেই অব-সন্ন হইতে হয়; অতএব ঐ সমস্ত পরি-ত্যাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা চ্যবনের মাহাত্ম্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বল দেখিব, কোন্ ক্ষত্রিয় সেই মহাত্মা চ্যবন হইতে শ্রেষ্ঠ?

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন বায়ু পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের প্রধান কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ চ্যবনের আহুতি-ময় মদের আস্যবিবরে প্রবিষ্ট হন, ঐ সময়

মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের অধিকৃত মর্ত্ত্যলোক এবং কপ নামে অসুরগণ স্বর্গ অপহরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে উভয়লোক অপহৃত হওয়াতে, দেবগণ নিতান্ত দুঃখিত মনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, পিতামহ! আমরা মদের আস্যবিবরে প্রবিষ্ট হইলে, কপগণ স্বর্গ ও মহর্ষি চ্যবন আমাদিগের অধিকৃত মর্ত্ত্যলোক অপহরণ করিয়াছেন।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা অচিরাৎ ব্রাহ্মণগণের শরাপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন কর; তাহা হইলেই অনায়াসে পূর্ব্বের ন্যায় উভয়লোক অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। কমলযোনি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে দেবতারা ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! আমরা কাহাদিগকে পরাজয় করিবার উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করিব? দেবগণ কহিলেন, আপনারা কপদিগের সংহারার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করুন। তখন দ্বিজগণ কহিলেন, আমরা অনায়াসে ঐ দুরাত্মাদিগকে মর্ত্তলোকে আনয়ন ও পরাজিত করিতে পারিব।

ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিয়া, কপদিগের বিনাশসাধনার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তখন কপগণ ঐ বিষয় অবগত হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট ধনী নামে এক জন দূতকে প্রেরণ করিল। ঐ দূত ব্রাহ্মণগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে দ্বিজগণ! কপগণ কোন অংশেই আপনাদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহেন; তবে কেন বৃথা আপনারা তাঁহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন? তাঁহারা সকলেই বেদবেত্তা, প্রাজ্ঞ, যাজ্ঞিক ও সত্যব্রতপরায়ণ। লক্ষ্মী সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের নিকট বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহারা রজস্বলাসংসর্গ, অসময়ে স্ত্রীসম্ভোগ বা বৃথামাংস ভোজন করেন না। প্রতিদিন প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান, গুরুজনের আজ্ঞা প্রতিপালন, বালকদিগকে খাদ্যসামগ্রী প্রদান, সকলে মিলিত হইয়া শকটে গমন ও শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন গর্ভবতী স্ত্রী ও বৃদ্ধ জন অভুক্ত থাকিতে ভোজন, প্রাতঃকালে ক্রীড়া ও দিবাভাগে শয়ন করেন না। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ গুণে বিভূষিত। অতএব আপনারা কেন বৃথা তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণে আপনারা এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হউন। তাহা হইলে সুখী হইতে পারিবেন।

কপগণপ্রেরিত দূত এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দূত! আমাদিগের সহিত দেবগণের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব আমরা সেই দেবগণের শত্রু কপগণকে অবশ্যই বিনাশ করিব। তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপে দূতের বাক্যে অস্বীকার করিলে, দূত কপগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে মহাশয়গণ! ব্রাহ্মণেরা কোনরূপেই আপনাদিগের হিতসাধনে

সম্মত নহেন। দূত এই কথা কহিলে, কপগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যাহার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে ধ্বজ উন্নত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রাণবিনাশার্থ প্রজ্বলিত পাবক নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ হুতাশন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কপদিগকে বিনাশ করিয়া মেঘমণ্ডলের ন্যায় আকাশমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দেবতারাও সকলে সমবেত হইয়া অন্যান্য দৈত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এ দিকে বিপ্রগণ যে কপদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অবগত হইতে পারেন নাই। অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কপগণের নিধন বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলেন। তখন দেবগণ নারদের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণগণকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া পুনরায় ত্রিলোক মধ্যে আধিপত্য লাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পবনদেব এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সমীরণ! আমি ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থই জীবন ধারণ করিয়াছি। অতঃপর প্রতিনিয়ত উঁহাদিগকে নমস্কার করিব। আমি মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের প্রসাদবলেই এইরূপ যশোলাভ ও শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, আমি যত্নপূর্ব্বক তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিয়াছি।

তখন পবনদেব কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন কর। তুমি ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছ, সেই অপরাধনিবন্ধন কালক্রমে ভৃগুবংশ হইতে তোমার ঘোরতর ভয় সমুপস্থিত হইবে।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কিরূপ ফল ও কিরূপ উন্নতি লাভের প্রত্যাশা করিয়া ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই মহামতি বাসুদেব তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে যেরূপ ফল ও উন্নতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিবেন। দেখ, অদ্য আমার বাক্য, মনঃ, চক্ষু ও কর্ণ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে এবং আমার জ্ঞানেরও তাদৃশ স্ফূর্ত্তি নাই। বোধ হইতেছে, আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। অতি অল্পদিন মধ্যেই সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইবে। অতঃপর আর আমি তোমাকে কিছুই কহিতে সমর্থ হইতেছি না। তোমার নিকট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম্ম প্রায় সমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা এই বাসুদেবের মুখে শ্রবণ কর।

আমি এই বাসুদেবকে বিলক্ষণ অবগত আছি। ইঁহার পূর্ব্বতন বলও আমার অবিদিত নাই। এক্ষণে তোমার ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে, ইনিই তাহা নিরাকরণ করিবেন। এই কৃষ্ণ স্বর্গ ও আকাশের সৃষ্টি করিয়াছেন; ইঁহার দেহ হইতে পৃথিবী সম্ভূত হয় এবং ইনিই বরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলের উদ্ধারসাধন করেন। দিঙ্মণ্ডল ও অন্তরীক্ষের উপরিভাগে ইঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত আছে। ইঁহা হইতে এই সমস্ত বিশ্ব নিঃসৃত হইয়াছে। এই বাসুদেবের নাভিমণ্ডল হইতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই পদ্মে স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া গাঢ়তর অসীম অন্ধকার নিরাকৃত করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণ সত্যযুগে ধর্ম্মস্বরূপে, ত্রেতাযুগে জ্ঞানরূপে, দ্বাপরে বলরূপে ও কলিতে অধর্ম্মরূপে আবির্ভূত হন। ইনিই দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন। ইনিই বলিরূপে দানবগণের আধিপত্য করিয়াছিলেন। এই বাসুদেব হইতে ভূত সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে। ইনি এই জগতের রক্ষক, যখন ধর্ম্মের পীড়া উপস্থিত হয়, তখনই ইনি দেবতা ও মনুষ্য রূপে আবির্ভূত ও ধর্ম্মনিরত হইয়া লোক সমুদায়কে রক্ষা করেন। ইনি অসুরসংহারার্থ কার্য্য ও অকার্য্যের হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন, করিয়াছেন ও করিবেন। ঐ অসুরগণের মধ্যে যাহারা ইঁহার শরণাপন্ন হয়, ইনি কদাচ তাহাদিগকে বিনাশ করেন, না। ইনি সাক্ষাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, রাহু ও ইন্দ্রস্বরূপ। এই বাসুদেব বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, বিশ্বজিৎ ও বিশ্বসংহারক। ইনি শূলধারী, মনুষ্যরূপী ও ভীমমূর্ত্তি। লোকে ইঁহার অদ্ভুত কর্ম্মপ্রভাব অবগত হইয়া ইঁহাকে স্তব করিয়া থাকে। রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দেবগণও প্রতিনিয়ত ইঁহার স্তব করেন। ইনি ধনের সৃষ্টিকর্ত্তা ও একমাত্র বিজিগীষু। যজ্ঞকালে ঋত্বিক্‌গণ ইঁহার স্তব করিয়া থাকেন। সামবেদ ইঁহারই স্তুতিবাদ করিতেছে এবং ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা ইঁহারই গুণানুবাদ করেন। যজ্ঞে ইঁহার নিমিত্ত হবির ভাগ কল্পনা করিতে হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ কালে ইঁহার স্তব করিয়াছিলেন। ইনি গবাদি পশুর অধিপতি। ইনি ব্রহ্মরূপ পুরাতন গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিব্যাদি মহাভূত সমুদায়ের প্রলয় দর্শন করিয়াছেন। এই বাসুদেব অসুরগণকে বিক্ষোভিত করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারসাধন করেন। লোকে ইঁহাকেই নানাপ্রকার ভোজ্য নিবেদন এবং ইঁহাকেই সমরবিজয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ ইঁহারই হস্তগত। ইনিই কুম্ভমধ্যে রেতঃসৃষ্টি করিয়া ঐ রেতঃ হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠকে উৎপন্ন করেন। ইনি বায়ু, বিভু, অশ্ব, হস্তী, প্রভামণ্ডলসম্পন্ন সূর্য্য ও আদিদেব। ইনি পাদক্ষেপে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যদিগের সমক্ষেই প্রাদুর্ভূত থাকেন। ইনিই যাজ্ঞিকদিগের যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন। ইনি সূর্য্যরূপে প্রতিদিন নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া কাল বিভাগ

করেন। ইঁহারই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। ইঁহারই করজাল ঊর্দ্ধভাগ, অধঃপ্রদেশ ও তির্য্যগ্‌ভাবে সঞ্চরণ এবং জীবলোকে আলোক প্রদান করে। বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা ইঁহার সেবা করিয়া থাকেন। সূর্য্য ইঁহারই কিরণ লাভ করিয়া ভূমণ্ডলে কিরণ বিস্তার করেন। ইনি প্রতি মাসে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ইনি বেদরূপী। বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ইঁহারই মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া থাকেন। ইনি শীত, উত্তাপ ও বৃষ্টিরূপ তিন নাভিযুক্ত সংবৎসরাত্মক কালচক্রকে বহন করিয়া শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার সৃষ্টি করিতেছেন। ইনি মহাতেজস্বী, সর্ব্বগামী ও সকলের শ্রেষ্ঠ। ইনি একাকীই সকল লোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তুমি এই সৃষ্টিকর্ত্তা বাসুদেবের শরণাপন্ন হও। ইনি একদা হুতাশনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে তৃণরাশিতে অবস্থান পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনিই উরগ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া অগ্নিতে সমুদায় বস্তু আহুতি প্রদান করেন। ইনি অর্জ্জুনকে শ্বেতবর্ণ অশ্ব প্রদান করিয়াছেন। ইনিই অশ্বগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ যে রথের চক্র, ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃপ্রদেশে যাহার গতি, কাল, অদৃষ্ট, ইচ্ছা ও সংকল্প এই চারিটি যাহার অশ্ব এবং শুক্ল, কৃষ্ণ ও রক্ত এই তিনটি যাহার বর্ণ সেই সংসার রথ ইঁহারই অধিকৃত। ইনিই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিসংহারকারক। ইনি অরণ্য ও পর্ব্বত সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বাসুদেব নদী লঙ্ঘন পূর্ব্বক বজ্রপ্রহরণোদ্যত শক্রকে পরাভব করিয়াছিলেন। ইনিই ইন্দ্রস্বরূপ। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞস্থলে ঋক্‌সহস্র দ্বারা ইঁহারই স্তব করিয়া থাকেন। ইঁহা ব্যতিরেকে আর কেহই মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে গৃহে অবস্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। ইনি একমাত্র পুরাতন ঋষি। ইনি আপনা হইতে সমুদায়ের সৃষ্টি করিতেছেন। ইনি বেদজ্ঞ। ইনি প্রাচীন বিধি সমুদায় লঙ্ঘন করেন না। ইনি বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মের ফলস্বরূপ। ইনি শুক্ল জ্যোতিঃ, তিন লোক, তিন লোকের পালক, তিন অগ্নি ও তিন ব্যাহৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ইনি সংবৎসর, ঋতু, অর্দ্ধমাস, অহোরাত্র, কলা, কাষ্ঠা, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, লব ও ক্ষণ। ইঁহা হইতেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, পর্ব্বত, পূর্ণিমা, নক্ষত্র, যোগ ও ঋতু সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, প্রজাপতিগণ, দেবমাতা অদিতি, দিতি ও সপ্তর্ষিগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি বায়ুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত বস্তু বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমুদায় দগ্ধ করিতেছেন। সলিল স্বরূপ হইয়া সমুদায় বস্তু নিমগ্ন করেন এবং ব্রহ্মা হইয়া সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ হইয়াও বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় সমুদায় জ্ঞাত হইতেছেন। ইনি বিধিস্বরূপ হইয়াও ধর্ম্ম, বেদ ও বল বিষয়ে যে

সমস্ত বিধি বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদায় অবলম্বন করেন। ইনি চরাচর বিশ্ব। ইনি জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া প্রভা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছেন। ইনি পূর্ব্বে সলিল সৃষ্টি করিয়া পরে বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি ঋতু, উৎপাত, বিবিধ অদ্ভুত পদার্থ, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঐরাবত ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূত। ইনি বিশ্বের আধারস্বরূপ। নির্গুণ জীবস্বরূপ। ইনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। ইনি সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন। ইনি এই পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিবার অভিলাষে পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি আপনার মহিমায় দেবতা, অসুর, মনুষ্য, ঋষি ও পিতৃগণকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ। ইনি প্রাণিগণের অন্তকালে মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হন। এই জীবলোকে যাহা প্রশস্ত, পবিত্র, শুভ ও অশুভ ইনিই তৎসমুদায় স্বরূপ। ইনি অচিন্তনীয়; ইঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কল্পনা জল্পনামাত্র।

ঊনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বাসুদেব! পিতামহ তোমার মাহাত্ম্য সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন; অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ব্রাহ্মণের গুণসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। একদা দ্বারাবতী নগরে প্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিল, পিতঃ! ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত ইহলোক ও পরলোকের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন এবং তাঁহাদিগের পূজা করিলেই বা কি ফল লাভ হয়, এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

প্রদ্যুম্ন এই কথা কহিলে, আমি তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, বৎস! ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিলে যে ফল লাভ হয়, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুশীলন, মোক্ষলাভের উদ্যোগ, যশ ও শ্রীলাভ, রোগশান্তি এবং দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিবার সময় ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রের ন্যায় জগতের আনন্দজনক এবং উভয় লোকে সুখদুঃখদাতা। ব্রাহ্মণগণ হইতেই সমুদায় কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। উঁহাদের অর্চ্চনা করিলে আয়ু, কীর্ত্তি, যশ ও বল পরিবর্দ্ধিত হয়। উঁহারাই সকলের আদি ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, সুতরাং আমি স্বয়ং ঈশ্বর মনে করিয়া কখনই উঁহাদিগকে অনাদর করিতে পারি না। এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রতি ক্রোধ করা তোমার কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদিগের অগোচর কিছুই নাই। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে

সমুদায় জগৎ ভস্মসাৎ করিয়া নূতনলোক ও লোকেশ্বর সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব পরম তেজস্বী জ্ঞানবান্ মহাত্মারা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের উপাসনা করিবেন।

পূর্ব্বে চীরবাসা, বিল্বদণ্ডধারী, দীর্ঘকলেবর দীর্ঘশ্মশ্রু, কৃশাঙ্গ, মহাত্মা দুর্ব্বাসা মনুষ্যলোক ও দেবলোকের সমুদায় চত্বর ও সভাতে এই কথা কহিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন যে, আমি দুর্ব্বাসা, বাসার্থী হইয়া নানাস্থান বিচরণ করিতেছি; অতএব আমাকে স্বীয় গৃহে বাস করাইতে যাহার বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর। কিন্তু অণুমাত্র অপরাধ দেখিলেই আমার ক্রোধ উপস্থিত হয়, সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় দান করিবে তাহাকে সতত সাবধানে থাকিতে হইবে। মহর্ষি দুর্ব্বাসা এইরূপ কহিয়া পরিভ্রমণ করাতে কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দান করিতে সম্মত হইল না। তখন আমি তাঁহাকে পরম যত্নসহকারে আহ্বান পূর্ব্বক আত্মগৃহে বাস করাইলাম। ঐ মহাত্মা কোনদিন বহু সহস্র ব্যক্তির ভোজ্য কোনদিন অতি অল্পমাত্র ভক্ষ্য ভোজন করিতেন এবং কোনদিন বা আমার আবাস হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক আর প্রত্যাগমনও করিতেন না। তিনি অকস্মাৎ হাস্য ও অকস্মাৎ রোদন করিতেন। একদা তিনি স্বীয় শয়নমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক শয্যা, আস্তরণ ও নানালঙ্কার সমলঙ্কৃত কন্যাগণকে দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তথা হইতে বিনির্গত হইয়া আমাকে কহিলেন, বাসুদেব! আমি পরমান্ন ভোজন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি; অতএব অবিলম্বে আমাকে উহা প্রদান কর। আমি ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার মনোবৃত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া পরিজনদিগের দ্বারা বিবিধ ভোজ্য ও পানীয় বস্তু প্রস্তুত করাইয়াছিলাম; এক্ষণে তাঁহার আজ্ঞামাত্র উত্তপ্ত পায়স আনয়ন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তখন তিনি সেই পায়স ভোজন করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি অবিলম্বে আপনার সর্ব্বাঙ্গে এই পায়স লেপন কর। দুর্ব্বাসা ঐ রূপ আজ্ঞা করিবামাত্র আমি অবিচারিত চিত্তে সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে তাঁহার উচ্ছিষ্ট উত্তপ্ত পায়স লেপন করিলাম। ঐ সময়ে তোমার জননী রুক্মিণী সেই স্থানে সমুপস্থিত ছিলেন, মহর্ষি তাঁহাকে দর্শন করিয়া সহাস্য বদনে তাঁহার গাত্রে পায়স লেপন পূর্ব্বক তাঁহাকে রথে নিয়োজিত করিয়া আমার আবাস হইতে বহির্গত হইলেন এবং সারথি যেমন বাহনদিগকে প্রহার করে, তদ্রূপ আমার সমক্ষেই প্রতোদ দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহর্ষি এইরূপে রুক্মিণীকে কষ্ট প্রদান করিলেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হইল না। অনন্তর মহর্ষি সেই রথে সমারূঢ় হইয়া রাজমার্গে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় কতিপয় যদুবংশীয় ব্যক্তি সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই ভূমণ্ডলে যেন ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য কোন বর্ণ জন্মগ্রহণ না করে। ব্রাহ্মণের অতি অদ্ভুত প্রভাব।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি মহানুভাবা রুক্মিণীকে রথে যোজিত করিয়া জীবিত থাকিতে পারে ? আশীবিষের বিষ অতিশয় তীক্ষ্ণ; কিন্তু ব্রাহ্মণকে তাহা অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণরূপ আশীবিষ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়, তাহার চিকিৎসক কেহই নাই। পরম দুর্দ্ধর্ষ মহর্ষি দুর্ব্বাসা এইরূপে রথারূঢ় হইয়া রাজমার্গে ধাবমান হইলে তোমার জননী পথিমধ্যে বারংবার স্খলিত পদ হইতে লাগিলেন। মহর্ষি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তাহাকে পুনঃপুনঃ কশাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে যখন রুক্মিনী কোন রূপেই গমন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কুৎসিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে ধাবমান হইলেন। আমিও পায়সদিগ্ধ কলেবরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কহিতে লাগিলাম, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। তখন সেই মহাত্মা প্রসন্নচিত্তে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি ক্রোধকে একবারে পরাজিত করিয়াছ; তোমার কোন বিষয়েই কিছুমাত্র অপরাধ লক্ষিত হইল না, এক্ষণে আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, অন্ন যেমন দেবতা ও মনুষ্যদিগের প্রিয়, তুমিও তদ্রূপ সমুদায় লোকের প্রিয়পাত্র হইবে। কোন লোকে তোমার পবিত্র কীর্ত্তি অপ্রচারিত থাকিবে না এবং তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সকলের প্রিয় হইবে। তোমার যে সমুদায় বস্তু দগ্ধ ও ভগ্ন হইয়াছে, তুমি তৎসমুদায় পূর্ব্ববৎ বা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দর্শন করিতে পারিবে। ঐ পায়স লেপন করাতে তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না। তুমি যতকাল ইচ্ছা জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে। তুমি কেবল স্বীয় পদতলে পায়স লেপন না করিয়া আমার অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ।

ভগবান্ দুর্ব্বাসা প্রীত হইয়া আমাকে এইরূপ কহিলে, আমি স্বীয় শরীরকে অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন দেখিলাম। অনন্তর মহর্ষি দুর্ব্বাসা রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ইহলোকে স্ত্রীজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট যশ ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। জরা, ব্যাধি ও বিবর্ণতা তোমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। তুমি পবিত্র গন্ধবিশিষ্ট হইয়া তোমার পতি কেশবের শুশ্রূষা ও তাঁহার সালোক্য লাভ করিবে। বাসুদেব ষোড়শ সহস্র বধূর মধ্যে তোমার প্রতিই নিতান্ত অনুরক্ত হইবেন। অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাত্মা দুর্ব্বাসা রুক্মিণীকে এই কথা কহিয়া পুনর্ব্বার আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি ব্রাহ্মণগণের প্রতি এইরূপ ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরমসুখে কালহরণ কর।

ভগবান্ দুর্ব্বাসা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, আমি ব্রাহ্মণের আজ্ঞা কদাচ লঙ্ঘন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, তৎপরে তোমার জননীর সহিত মৌনব্রত

অবলম্বন পূর্ব্বক প্রীতমনে স্বীয়গৃহে আগমন করিয়া দেখিলাম, মহর্ষি দুর্ব্বাসা যে সমুদায় বস্তু দগ্ধ ও ভগ্ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। আমি তৎকালে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে ব্রাহ্মণগণকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি প্রদ্যুম্নের নিকট মহাত্মা দুর্ব্বাসার মাহাত্ম্য যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার নিকট তাহা কহিলাম। অতএব আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাদিগকে গো সমুদায় ও ধন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করুন। মহাত্মা ভীষ্ম আমার মহিমা যেরূপ কীর্ত্তন করিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ-গণের প্রসাদেই ঐ মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছি।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মধুসূদন! তুমি মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রসাদবলে যে বিজ্ঞান প্রাপ্ত এবং মহাত্মা মহাদেবের মাহাত্ম্য ও নাম সমুদায় অবগত হইয়াছ, তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

তখন বাসুদেব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি দুর্ব্বাসার প্রসাদবলে যাহা লাভ করিয়াছি এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রযতভাবে যাহা পাঠ করিয়া থাকি এক্ষণে ভগবান্ ভূতপতিকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া তাঁহার সেই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রহ্মা বহুকাল তপস্যা করিয়া ঐ মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়াছেন। ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতিই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তিনি এই ত্রিলোকের আদি কারণ। এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ কেহই নহে। তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিলে শত্রুগণ তাঁহার গাত্রগন্ধেই ভীত, কম্পিত, সংজ্ঞাহীন ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাঁহার ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণ করিলে রণস্থলে দেবগণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিকট মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব বা পন্নগগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহারা পর্ব্বতগুহামধ্যে প্রবেশ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। প্রজাপতি দক্ষ অতি সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভাগ কল্পনা না করাতে তিনি রোষভরে শরাসনে শর সংযোগ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সেই যজ্ঞ বিদ্ধ করিয়াছিলেন। সহসা দক্ষযজ্ঞ বিদ্ধ হইলে দেবগণের সুখলাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় মহাদেবের জ্যাশব্দে সমুদায় লোক সমাকুল, দেবতা ও অসুরগণ বিষণ্ণ, জল সংক্ষুব্ধ ও বসুন্ধরা বিকম্পিত

হইয়া উঠিল। পর্ব্বত সমুদায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও আকাশমণ্ডল এককালে বিনষ্ট হইল। সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রাদির কিছুমাত্র প্রভা রহিল না এবং লোকসমুদায় গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। ঐ সময় ঋষিগণ একান্ত ভীত হইয়া সমুদায় জগতের হিত-কামনায় স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রবলপরাক্রান্ত রুদ্রদেব দেবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ভগের নয়নদ্বয় উৎপাটিত ও পদাঘাত দ্বারা পূষার দন্তপংক্তি বিপাটিত করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবগণ রুদ্রের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে ভীত হইয়া কম্পিতকলেবরে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিনাকপাণি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় শরাসনে শরসংযোগ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতা ও ঋষিগণ আপনাদিগকে নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত বোধ করিয়া শতরুদ্রীয় মন্ত্র জপ এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দেবাদিদেব তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তখন দেবগণ মহাদেবকে শান্তমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিমিত্ত উত্তমরূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিলেন। ভগবান্ ভূতভাবন তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞকে পুনরায় যথা-স্থানে সংস্থাপিত করিয়া তাহার যে সমুদায় অঙ্গ অপহৃত হইয়াছিল, তৎসমুদায় যথা-স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।

পূর্ব্বে অসুরগণের লৌহ, রজত ও সুবর্ণ-ময় তিন পুরী ছিল। দেবরাজ ইন্দ্রও স্বীয় সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ঐ অসুরপুরী বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া রুদ্রদেবের শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, দেবাদিদেব! দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণ আমাদিগের সমুদায় কার্য্যেই উপদ্রব করিবে; অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দৈত্যগণের পুরত্রয়ের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ভূতপতি তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া বিষ্ণুকে উৎকৃষ্ট শর, অনলকে শল্য, সূর্য্যপুত্র যমকে পুঙ্খ, চারিবেদকে শরাসন, সাবিত্রী দেবীকে জ্যা এবং ব্রহ্মাকে সারথি করিয়া পর্ব্বত্রয় সংযুক্ত ত্রিশূল দ্বারা অসুরদিগের সহিত সেই পুরত্রয় বিদীর্ণ ও দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভূত-ভাবন পঞ্চশিখাসংযুক্ত বালকের বেশ ধারণ করিয়া সহসা পার্ব্বতীর ক্রোড়দেশে উপবেশন করিলেন। তখন পার্ব্বতী দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বালকটী কে? ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র পার্ব্বতীর ক্রোড়ে সেই বালককে উপবিষ্ট দর্শন করিবামাত্র ঈর্ষা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে বজ্র প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, ভগবান্ ভূতপতি সহসা তাঁহার সেই বজ্রসংযুক্ত পরিঘাকার বাহু স্তম্ভিত করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মাদিদেবগণ একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবলে সেই বালককে ভুবনেশ্বর বলিয়া অবধারণ করিলে, দেবগণ সকলেই তাঁহাকে ও পার্ব্বতীকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের বাহু

পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল। ঐ মহেশ্বর তেজঃপুঞ্জ কলেবর দুর্ব্বাসার রূপ পরিগ্রহ করিয়া বহুকাল আমার দ্বারকাপুরীতে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ উপদ্রব করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি অবিকৃতচিত্তে তংকৃত সমুদায় উপদ্রবই সহ্য করিয়াছিলাম। তিনি রুদ্র, শিব, অগ্নি, সর্ব্ব, সর্ব্ববিজিৎ, ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, ঈশান, কাল, অন্তক, মৃত্যু, তম, দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ঋতু, সায়ংকাল, প্রাতঃকাল, সংবৎসর, ধাতা, বিধাতা, বিশ্বকর্ম্মা, সর্ব্বজ্ঞ, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্ বিদিক্, বিশ্বমূর্ত্তি ও অমেয়াত্মা। তিনি কখন একধা, কখন দ্বিধা, কখন সহস্রধা, কখন শতসহস্রধা ও কখন বা তদপেক্ষা বহুধা বিভক্ত হইয়া থাকেন। এক শত বৎসরেও কেহ তাঁহার সমুদায় গুণকীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না।

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি বহুরূপ ও বহুনাম ধারী মহাত্মা রুদ্রদেবের মাহাত্ম্য আরও কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিগণ সেই দেবদেব মহাদেবকে অগ্নি, স্থাণু, মহেশ্বর, একাক্ষ, ত্র্যম্বক, বিশ্বরূপ ও শিব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, মহাদেবের মূর্ত্তি দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক মূর্ত্তি অতি ভীষণ ও অপর মূর্ত্তি মঙ্গলময়। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার নানাবিধ মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভীষণমূর্ত্তি অগ্নি, বিদ্যুৎ ও ভাস্কর এবং সৌম্যমূর্ত্তি, ধর্ম্ম, জল ও চন্দ্রস্বরূপ। মুনিগণ উঁহার শরীরের অর্দ্ধাংশকে অগ্নি ও অর্দ্ধাংশকে সোম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান এবং উগ্রমূর্ত্তি জগতের সংহার করিয়া থাকে। মহত্ত্ব ও ঈশ্বরত্বনিবন্ধন মহাদেবকে মহেশ্বর নামে নির্দ্দেশ করা যায়। উনি তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রবলপ্রতাপ, জগতের দহনকর্ত্তা ও শোণিতমিশ্র মজ্জামাংস ভক্ষক বলিয়া উঁহার নাম রুদ্র; উনি দেবগণের মধ্যে মহান্, উঁহার বিষয়ের পরিসীমা নাই ও উনি বিশ্বসংসারকে প্রতিপালন করেন বলিয়া উঁহার নাম মহাদেব; উনি ধূম্ররূপী বলিয়া উঁহার নাম ধূর্জ্জটি; উনি মনুষ্যগণের মঙ্গল কামনা করিয়া নিয়ত বিবিধকর্ম্ম দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করেন বলিয়া উঁহার নাম শিব; উনি স্থির, স্থিরলিঙ্গ ও স্বয়ং ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করেন বলিয়া উঁহার নাম স্থাণু; উনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বহুবিধ রূপ ধারণ করেন বলিয়া উঁহার নাম বহুরূপ এবং বিশ্বদেবগণ উঁহার শরীর মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া উঁহার নাম বিশ্বরূপ হইয়াছে। উনি কখন সহস্রাক্ষ ও কখন অযুতাক্ষ হন এবং কখন বা উঁহার শরীরের সর্ব্বত্র চক্ষুঃ বিদ্যমান থাকে। উনি পশুদিগের অধিপতি হইয়া সতত তাহাদিগের প্রতিপালন ও তাহাদিগের সহিত বিহার করেন বলিয়া পশুপতি নামে অভিহিত হন। উঁহার লিঙ্গ প্রতিনিয়ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া সকলেই উহা পূজা করিয়া থাকে। লিঙ্গ পূজায় উঁহার পরম

প্রীতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি উঁহার মূর্ত্তি এবং যে ব্যক্তি উঁহার লিঙ্গ পূজা করে, ঐ উভয়ের মধ্যে লিঙ্গ পূজয়িতারই অপেক্ষাকৃত অধিকতর উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ উঁহার ঊর্দ্ধসমাস্থিত লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন। লিঙ্গ পূজা করিলে মহেশ্বর পরমাহ্লাদিত হইয়া পূজয়িতাকে উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান করেন। শ্মশান ভূমি উঁহার আবাসস্থান। যাঁহারা ঐ স্থানে উঁহার অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা চরমে বীরলোক গমনে সমর্থ হন। ভগবান্ ভূতপতি জীবগণের মৃত্যু এবং শরীরস্থিত প্রাণ ও অপান বায়ুস্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নানাপ্রকার বিকটমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। কর্ম্ম ও চরিত্র নিবন্ধন বেদে উঁহার নানাপ্রকার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ উঁহার বেদোক্ত ও ব্যাসোক্ত শতরুদ্রীয় পাঠ করিয়া থাকেন। উনিই সমুদায় লোককে অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ঋষিগণ উঁহাকে বিশ্বরূপী, মহৎ ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উনি দেবগণের আদি। উঁহার মুখ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হইয়াছে। উনি প্রাণান্তেও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করেন না। উনি মনুষ্যদিগকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন ও বিবিধ কামনা প্রদান করেন; আবার উনিই তৎসমুদায় বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের যে সমুদায় ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে তৎসমুদায় উঁহারই ঐশ্বর্য্য। উনি প্রতিনিয়ত ত্রিলোকের শুভাশুভ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সমুদায় ভোগ্য বস্তুতে উঁহার প্রভুত্ব আছে বলিয়া উঁহাকে ঈশ্বর এবং উনি যাবতীয় মহৎবিষয়ের অধীশ্বর বলিয়া উঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উনি স্বীয় বিবিধ রূপদ্বারা এই বিশ্বসংসার ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সমুদ্র মধ্যস্থিত বড়বা মুখ উঁহারই বক্ত্র।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

দেবকীনন্দন কৃষ্ণ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয় ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষ ও আগম এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি প্রমাণ হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমার বোধ হইতেছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। যাহাই হউক তোমার যদি এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়া থাকে, আমি তাহা নিরাকরণ করিয়া দিতেছি। প্রত্যক্ষ ও আগম এই উভয় প্রমাণে অনায়াসে সংশয় জন্মিতে পারে; কিন্তু সেই সংশয়টি ছেদন করা নিতান্ত সুকঠিন। প্রজ্ঞাভিমানী হেতুবাদীরা প্রত্যক্ষ কারণ দেখিয়া অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের এককালে অসদ্ভাব স্বীকার বা তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় করিয়া থাকে। সেই সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির ঐ রূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত সন্দেহ নাই। যদি ঐ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি মূলক হইল, তাহা হইলে আগমকেই প্রধান প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ

করিতে হয়। কিন্তু অনলস, প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহে অভিনিবেশশূন্য ও তৎপর না হইলে আগম প্রমাণ স্থির করা সহজ হয় না। হেতুবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল লোকের জ্যোতিঃস্বরূপ আগম অবলম্বন করিলে বিপুল জ্ঞানলাভ করা যায়। হেতুবাদ নিতান্ত অগ্রাহ্য ও অমূলক। উহা কদাচই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রত্যক্ষ আগম ও বহুবিধ শিষ্টাচার এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি প্রমাণ হইবে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বলবান্ দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্ম ম্রিয়মাণ হইলে, যদিও যত্নসহকারে তৎকালে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়, কিন্তু তাহা কালসহকারে নিশ্চয়ই ভিন্ন হইয়া যায়। ঐ সময় তৃণ দ্বারা যেমন কূপ সমাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তখন দুষ্ট লোকেরা শিষ্টাচার উচ্ছিন্ন করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হয়। অতএব ঐ সময় ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে, ঐ সমস্ত অসচ্চরিত্র শ্রুতিত্যাগপরায়ণ ধর্ম্মবিদ্বেষী পামরের বাক্য কদাচ সপ্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা বেদপরায়ণ, সন্তুষ্টচিত্ত ও ঐ সমস্ত পামরের বিদ্বেষী; দর্প, কাম, লোভ ও মোহের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত মহাত্মার নিকট গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মসংশয় জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই সমস্ত মহাত্মার চরিত্র কদাচ দূষিত হয় না এবং উঁহারা যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন কখনই পরিত্যাগ করেন না। ফলতঃ প্রত্যক্ষ, বেদ ও শিষ্টাচার এই তিনটিকেই প্রমাণ বলিতে হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি সংশয়রূপ দুস্তর সাগরে নিপতিত হইয়াছি, উহার পার নিরীক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি বেদ, প্রত্যক্ষ ও আচার এই তিনটিই ধর্ম্মের প্রমাণ হইল, তাহা হইলে ধর্ম্মও তিনপ্রকার স্বীকার করিতে হইবে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্ম একমাত্র। ঐ তিনটি উহার প্রমাণ। ঐ তিন প্রমাণ প্রত্যেকেই যে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে তাহা নহে, উহারা সমবেত হইয়াই ধর্ম্মের বিচার করিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ তিনটি যে ধর্ম্মের প্রমাণস্থল, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে, তুমি আর কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। তুমি আপনিই ঐ তিন প্রমাণানুসারে সংশয় ছেদন করিবে। আমি যাহা কহিতেছি, তাহাতে যেন তোমার সংশয় উপস্থিত না হয়; অন্ধ ও জড়ের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে উহা অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও দান এই চারিটি সনাতন ধর্ম্ম। তুমি এই সমস্ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। তোমার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পুরুষেরা ব্রাহ্মণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তুমিও তাঁহাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার

কর। যে ব্যক্তি প্রমাণকে অপ্রমাণ বলে, সে নিতান্ত অপণ্ডিত। তাহার বাক্য কদাচ প্রমাণ হইতে পারে না; সে সকলেরই শোচনীয়। অতএব তুমি এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের সৎকার ও সমাদর কর। ব্রাহ্মণেরাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন। উঁহারাই এই তিন লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাহারা ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং যাহারা ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে, ঐ উভয়বিধ লোকদিগের মধ্যে কাহাদের কিরূপ গতি লাভ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাহারা ধর্ম্মদ্বেষী, তাহারা রজ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। আর যাঁহারা সতত ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকেন, সেই সমস্ত সত্য ও সরলতাপরায়ণ সাধুব্যক্তি অনায়াসে স্বর্গে গমন করেন। তাঁহারা নিরন্তর আচার্য্যদিগের সেবা করিয়া ধর্ম্মকেই একমাত্র গতি বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। মনুষ্যই হউক, আর দেবতাই হউক, যাঁহারা শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, সেই সমস্ত লোভ মোহ শূন্য মহাত্মারা নিশ্চয়ই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মার প্রধান পুত্র ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্মস্বরূপ। ধার্ম্মিকগণ একাগ্র চিত্তে তাহাদিগেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কাহাদিগকে সাধু ও কাহাদিগকে অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং তাহাদিগের উভয়ের কার্য্যই বা কিপ্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অসাধুরা দুরাচার ও দুর্ম্মুখ। আর সাধুব্যক্তিরা সুশীল ও শিষ্টাচার সম্পন্ন। তাঁহারা কখন রাজমার্গ, গোষ্ঠ ও ধান্য মধ্যে মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করেন না। দেবতা, পিতৃ, ভূত, অতিথি ও কুটুম্বদিগকে আহার প্রদান করিয়া পরিশেষে আপনারা আহার করেন। ভোজন কালে কথোপকথন বা আর্দ্রহস্তে শয়ন করেন না। উঁহারা সূর্য্য, বৃষ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ও চৈত্যবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ; ভারাক্রান্ত, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, নগরাধিপতি, গো, ব্রাহ্মণ ও নরপতিদিগকে পথ প্রদান এবং সমাগত অতিথি, পোষ্যবর্গ, সাধু ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই উভয় কালই ভোজনের প্রকৃত সময়। এই সময়ের মধ্যে আর আহার গ্রহণ না করিলেই উপবাস করা হয়। হোমকালে বহ্নি যেমন আজ্যপাত্রের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ স্ত্রীজাতি ঋতুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষসংসর্গের প্রত্যাশা করিয়া থাকে। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করা কর্ত্তব্য। ঋতুকাল ভিন্ন অন্যসময়ে পত্নীসংসর্গ না করিলে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। সত্যবাক্য, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিনই তুল্য পদার্থ। অতএব নিয়ত নিয়মানুসারে গো ব্রাহ্মণের পূজা করা কর্ত্তব্য। যজুর্ব্বেদানুসারে যে মাংসের সংস্কার করা হয় তাহা ভক্ষণ করা দোষাবহ নহে।

পৃষ্ঠ মাংস ও বৃথামাংস পুত্রমাংসের তুল্য। স্বদেশেই হউক, আর ভিন্নদেশেই হউক, অতিথিকে উপবাসী রাখা কদাচ বিধেয় নহে। উপাধ্যায়কে অভিবাদন করিয়া আসন প্রদান ও পাঠ সমাপনান্তে দক্ষিণা দান করা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাধ্যায়কে অর্চ্চনা করিলে দেহপুষ্টি, আয়ু ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অবমাননা, দূরদেশে প্রেরণ করা কদাচ বিধেয় নহে। উহারা দণ্ডায়মান থাকিলে উপবেশন করা নিতান্ত অনুচিত। উহা করিলে আয়ুক্ষয় হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিবস্ত্রা স্ত্রী ও উলঙ্গ পুরুষকে দর্শন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। গোপনেই স্ত্রীসম্ভোগ ও আহার করা উচিত। গুরুজন অপেক্ষা পবিত্র-তীর্থ, হৃদয় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্বেষণের বিষয় ও সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুখ আর কিছুই নাই। বৃদ্ধ জনের বাক্য শ্রবণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। বৃদ্ধগণের সেবা করিলে অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হয়। বেদাধ্যয়ন ও ভোজনকালে দক্ষিণ পাণি উত্তোলন করা বিধেয়। প্রতিনিয়ত বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংস্কৃত পায়স, যাবক, কৃশর ও হবি দ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ, গ্রহগণের পূজা, ক্ষৌরকর্ম্মে মঙ্গলাচরণ, ক্ষুতকারীকে আশীর্ব্বাদ এবং ব্যাধিত ব্যক্তিদিগকে ‘দীর্ঘায়ুরস্তু’ বলিয়া অভিনন্দন করা উচিত। বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি ‘তুমি’ এই বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। বিদ্যাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ‘তুমি’ এই বাক্য মৃত্যুতুল্য। বয়ঃকনিষ্ঠ, সমবয়স্ক বা শিষ্যদিগের প্রতি ‘তুমি’ বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। পাপাত্মাদিগের মনোমধ্যে নিয়ত পাপকার্য্যেরই উদয় হইয়া থাকে। পাপাত্মারা জ্ঞান পূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও সজ্জনসমাজে তাহা গোপন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। অসাধু ব্যক্তিরা “আমি যে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম ইহা দেবতা বা মনুষ্য কেহই জ্ঞাত হইতে পারে নাই” এই মনে করিয়া স্বকৃত পাপকার্য্যের গোপন করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু উহা নিতান্ত দোষাবহ। পাপাচরণ করিয়া গোপনে রাখিলে নিশ্চয়ই পাপের বৃদ্ধি হয়। অতএব পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক তাহা গোপনে না রাখিয়া সাধু সমাজে প্রকাশ করাই উচিত। সাধুব্যক্তিদিগের নিকট পাপকার্য্য প্রকাশ করিলে তাঁহারা কোন না কোন উপায় দ্বারা তাহার শান্তিবিধান করিতে পারেন। যেমন লবণের উপর জলসেক করিলে উহা তৎক্ষণাৎ বিলীন হয় তদ্রূপ পাপানুষ্ঠান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ অচিরাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। অধিক ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত অল্প পাপের অনুষ্ঠান করা অনুচিত নহে। আশাগ্রস্ত হইয়া দ্রব্য সঞ্চয় করিলে কালসহকারে উহা হয় বিনষ্ট, না হয় সঞ্চয়কর্ত্তার দেহনাশের পর অন্য কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কহেন যে, মনের দ্বারাই লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। অতএব অনায়াস-

সাধ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সকলেরই উচিত। একাকী ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; ধর্ম্মধ্বজী হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যাহারা ফল উপভোগের বাসনায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহাদিগকে ধর্ম্মের বণিক্ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। গর্ব্বিতভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবার্চ্চনা, অকপটভাবে গুরুজনের সেবা এবং সৎপাত্রে দান করিয়া পরলোকের হিতসাধন করা কর্ত্তব্য।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জীবলোকে হতভাগ্য মনুষ্য বলবান্ হইলেও কদাচ অর্থলাভ করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ভাগ্যবান্ সে নিতান্ত দুর্ব্বল ও বালক হইলেও অর্থলাভ করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। লাভের সময় উপস্থিত না হইলে যত্ন করিলেও অর্থ হস্তগত হয় না; কিন্তু লাভকাল উপস্থিত হইলে অনায়াসেই বিপুল বিত্ত হস্তগত হইয়া থাকে। অনেকে বহুযত্ন করিয়াও কিছুই লাভ করিতে পারে না, আবার অনেকে অনায়াসে প্রভূত ধনের আধিপত্য লাভ করে। যদি মনুষ্য যত্নবান্ হইলেই সমুদায় ফললাভ করিতে পারিত তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কখনই মূর্খের উপাসনা করিতেন না। যখন মনুষ্য যত্ন করিয়াও ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে অদৃষ্টে অর্থলাভ না থাকিলে উহা লাভ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কোন ব্যক্তি অর্জ্জনস্পৃহার অধীন হইয়া প্রভূত আয় সত্ত্বেও অর্থলাভের চেষ্টা করিয়া দুঃখভোগ করে এবং কোন ব্যক্তি অর্থান্বেষণে বিরত হইয়াও পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে। কোন কোন নির্ধন ব্যক্তি নিরন্তর অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও ধনবান্ এবং কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি সতত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও নির্ধন হইতেছে। কেহ কেহ প্রযত্নসহকারে নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও নীতিজ্ঞ হইতে পারে না আবার কেহ কেহ নীতিশাস্ত্র স্পর্শ না করিয়াও মন্ত্রিত্বলাভে সমর্থ হয়। কখন কখন বিদ্বান্ ও মূর্খ উভয়কেই ধনবান্ আবার কখন কখন ঐ উভয়কেই নির্ধন হইতে দেখা যায়। যদি বিদ্যালাভ করিলেই লোকের সুখ লাভ হইত তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কখনই মূর্খের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। জলদ্বারা যেমন লোকের পিপাসা শান্তি হয় তদ্রূপ যদি বিদ্যাবলেই লোকের সমুদায় কার্য্য সাধন হইত তাহা হইলে বোধ হয় কেহ বিদ্যোপার্জ্জনে অযত্ন করিত না। আয়ুসত্ত্বে শতবাণে বিদ্ধ হইলেও লোকের প্রাণ বিয়োগ হয় না কিন্তু আয়ুক্ষয় হইলে লোকে তৃণাগ্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং আপনার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি? এই বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি বহুযত্ন করিয়াও ধনলাভ করিতে না পারে কঠোর তপোনুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বীজ বপন না করিলে কেহই ফল ভোগের অধিকারী হয় না। মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, মনুষ্য দান দ্বারা ভোগশীল বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা দ্বারা মেধাবী ও অহিংসা দ্বারা দীর্ঘায়ু হয়। অতএব মনুষ্য সতত প্রিয়বাদী, লোকের হিতানুষ্ঠাননিরত, বিশুদ্ধস্বভাব ও হিংসাবিহীন হইয়া যাচ্ঞা পরিত্যাগ, দান ও ধার্ম্মিকগণের পূজা করিবে। দংশকীট ও পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণিগণকেও স্ব স্ব কর্ম্মরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব প্রাণিমাত্রকেই কর্ম্মের অধীন বিবেচনা করিয়া অনুতাপ পরিত্যাগ কর।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি স্বয়ং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অথবা অন্যকে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করায় তাহার ধর্ম্মলাভের আশা থাকে, আর যে ব্যক্তি স্বয়ং অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অথবা অন্যকে অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করায়, সে কখনই ধর্ম্মলাভ করিবার প্রত্যাশা করিবে না। কালই নিগ্রহ ও অনুগ্রহের কর্ত্তা। কালই প্রাণিগণের বুদ্ধিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। লোকে যখন ধর্ম্মফল প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মকেই শ্রেয়স্কর পদার্থ জ্ঞান করে, সেই সময়েই তাহার ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে। অদৃঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কখনই ধর্ম্মফলে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকাই প্রাজ্ঞব্যক্তির লক্ষণ। অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিশারদ বিজ্ঞব্যক্তিরা যত্নসহকারে সময়ানুরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন; ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা আর এই ভূমণ্ডলে রজোগুণসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না মনে করিয়াই বুদ্ধিদ্বারা আত্মার উন্নতি করিয়া থাকেন। কাল কখনই যথার্থ ধর্ম্মকে অবিশুদ্ধ ও দুঃখের হেতুভূত করিতে পারে না। অতএব ধর্ম্মচারী ব্যক্তিদিগের আত্মাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধর্ম্ম প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত, কালকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ধর্ম্মকে স্পর্শও করিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্মপ্রভাবেই লোকে বিশুদ্ধচিত্ত ও নিষ্পাপ হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মই বিজয়প্রদ ও ত্রিলোকের প্রকাশক বলিয়া অভিহিত হয়। কেহ কাহাকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। অধার্ম্মিকেরা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক উপদিষ্ট হইলে লোকভয়বশতই ছলধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। শূদ্রবংশীয় সাধুব্যক্তিরা আমাদিগের কোন আশ্রমধর্ম্মেই অধিকার নাই; এইরূপ ছলবাক্য প্রয়োগ না করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণেই পঞ্চভূতময় দেহধারণ করে বটে; কিন্তু শাস্ত্রে উঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। উঁহারা সেই সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে সকলেই একভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। যদি বল যে, ধর্ম্ম নিত্যপদার্থ; কিন্তু উহার ফল স্বর্গাদি

অনিত্য হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে, ধর্ম্ম দুই প্রকার; সকাম ও নিষ্কাম। সকাম ধর্ম্ম অনিত্য; সুতরাং তাহার ফল অনিত্য। আর নিষ্কাম ধর্ম্ম নিত্য; সুতরাং তাহার ফলও নিত্য। সমুদায় লোকেরই দেহ ও আত্মা একরূপ বটে, কিন্তু পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম বলে কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ধর্ম্মসংযুক্ত সংকল্প উদিত হইয়া গুরুর ন্যায় তাহাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ফলতঃ প্রাক্তন কার্য্যই লোকের সুখদুঃখের কারণ; সুতরাং তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণিগণেরও সুখ দুঃখ ভোগ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্যের শ্রেয়ঃ কি? কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুখলাভ হয় এবং কিপ্রকার কার্য্যদ্বারাই বা লোকের পাপ অপনীত হইয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট দেবতা, ঋষি, নদী ও পর্ব্বত সমুদায়ের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ নাম সমুদায় ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্য অবুদ্ধি পূর্ব্বক বা বুদ্ধি পূর্ব্বকই হউক ইন্দ্রিয় দ্বারা দিবা, রাত্রি ও সন্ধিক্ষণে যে পাপানুষ্ঠান করে, শুচি হইয়া এই নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিলে তৎসমুদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই নাম সমুদায় পাঠ করে তাহাকে কদাচ অন্ধ ও বধির হইতে হয় না, তাহার সতত মঙ্গল লাভ হয়; সে কদাচই তির্য্যগ্‌যোনি, সঙ্কর যোনি ও নরক প্রাপ্ত হয় না; তাহার দুঃখ ভয় এককালে তিরোহিত হইয়া যায় এবং তাহাকে মৃত্যুকালেও বিমোহিত হইতে হয় না। এক্ষণে আমি ঐ নাম সমুদায় কহিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বভূতনমস্কৃত দেবাসুরগুরু ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী, বেদসমুদায়ের উৎপাদক লোককর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু, বিরূপাক্ষ উমাপতি মহাদেব, সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, শচীপতি ইন্দ্র, যম ও তাঁহার পত্নী ধূমোর্ণা, বরুণ ও তাঁহার পত্নী গৌরী, কুবের ও তাঁহার পত্নী ঋদ্ধি, সুশীলা সুরভি, মহর্ষি বিশ্রবা, সঙ্কল্প, সাগর, গঙ্গা, মরুদ্গণ, তপঃসিদ্ধ বালখিল্যগণ, মহাত্মা বেদব্যাস, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু, হাহাহুহু, তুম্বুরু, চিত্রসেন, দেবদূত, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, পঞ্চচূড়া, তিলোত্তমা, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, পিতৃগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দীক্ষা, ব্যবসায়, পিতামহ, দিবারাত্রি, মরীচিতনয় কশ্যপ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, রাহু, শনৈশ্চর, নক্ষত্র, ঋতু, মাস, পক্ষ, সংবৎসর, গরুড়, সমুদ্র, কদ্রুপুত্র পন্নগগণ, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, দেবিকা, প্রভাস, পুষ্কর, গঙ্গা, বেণা, কাবেরী, নর্ম্মদা, কুলম্পুনা, বিশল্যা অম্বুবাহিনী, সরযূ, গণ্ডকী, মহানদ লোহিত, তাম্রা, অরুণা, বেত্রবতী,

পর্ণাশা, গৌতমী, গোদাবরী, বেণ্যা, কৃষ্ণ-বেণ্যা, অদ্রিজা, দৃষদ্বতী, কাবেরী, বঙ্কু, মন্দাকিনী, প্রয়াগ, প্রভাস, নৈমিষারণ্য বিশ্বেশ্বরস্থান, বিমল সরোবর পুণ্যতীর্থ সঙ্কুল কুরুক্ষেত্র, ক্ষীরোদসমুদ্র, তপস্যা, দান, জম্বুমার্গ, হিরণ্বতী, বিতস্তা, প্লক্ষবতী, বেদস্মৃতি বেদবতী, মালবা, অশ্ববতী, ভূমি ভাগ, গঙ্গাদ্বার, ঋষিকুল্যা, চিত্রবহা, চর্ম্মণ্বতী কৌশিকী, যমুনা, ভীমরথী, বাহুদা, মাহেন্দ্রবাণী, ত্রিদিবা, নীলিকা, সরস্বতী, নন্দা, অপরনন্দা, মহাহ্রদ, গয়া, ফল্গু, দেবগণ সংবলিত ধর্ম্মারণ্য, মন্দাকিনী, ত্রিলোক-বিশ্রুত সর্ব্বপাপ বিনাশন মানস সরোবর, দিব্যৌষধি সমন্বিত হিমালয়, বিচিত্র ধাতু-সম্পন্ন ঔষধান্বিত বিন্ধ্য, সুমেরু, মহেন্দ্র, মলয়, রজত পূর্ণ শ্বেত শৃঙ্গবান্, মন্দর, নীল, নিষধ, দর্দুর, চিত্রকূট, অঞ্জনাভ, গন্ধমাদন, সোমগিরি, দিক্, বিদিক্, পৃথিবী, বৃক্ষগণ, বিশ্বদেব, আকাশ, নক্ষত্র ও গ্রহগণের নাম উচ্চারণ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে সমুদায় দেবতার নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং মোহ বা অজ্ঞানবশত যাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলাম না, প্রার্থনা করি তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে রক্ষা করুন। যে ব্যক্তি এই সমুদায় দেবতার নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি সমুদায় পাপ ও ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

অতঃপর সর্ব্বপাপবিনাশক তপঃসিদ্ধ মহর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি যবক্রীত, রৈভ্য, কাক্ষীবান্, ঔষিজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ব, মেধাতিথি ও বর্হী ইঁহারা পূর্ব্বদিক্; মহর্ষি, উন্মুচু প্রমুচু, স্বমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য, দৃঢ়ায়ু ও ঊর্দ্ধবাহু ইঁহারা দক্ষিণ দিক্; উষদগু ও তাঁহার সহোদরগণ, পরিব্যাধ, দীর্ঘতমা, গৌতম, কশ্যপ, একত, দ্বিত, ত্রিত, দুর্ব্বাসা ও সারস্বত ইঁহারা পশ্চিম-দিক্ এবং অত্রি, বশিষ্ঠ, শক্তি, বেদব্যাস, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, ঋচীকপুত্র জমদগ্নি, পরশুরাম, উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু, কোহল, বিপুল, দেবল, দেবশর্ম্মা, ধৌম্য, হস্তি-কশ্যপ, লোমশ, নাচিকেত, লোমহর্ষণ, উগ্র-শ্রবা ও ভৃগুপুত্র চ্যবন ইঁহারা উত্তর দিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই আমি তোমার নিকট বেদবেত্তা সর্ব্বপাপ-বিনাশন মহর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর রাজর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ নৃগ, যযাতি, নহুষ, যদু, পুরু, সগর, ধুন্ধুমার, দিলীপ, কৃশাশ্ব, যৌবনাশ্ব, চিত্রাশ্ব, সত্যবান্, দুষ্মন্ত, ভরত, চ্যবন, জনক, ধৃষ্টরথ, বৃষ, দশরথ, শ্রীরাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, দৃঢ়রথ, মহোদয়, অলর্ক, ঐল, দক্ষ, অম্বরীষ, কুকুর, রৈবত, কুরু, সংবরণ, মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, জহ্নু, বেণপুত্র পৃথু, মিত্রভানু, প্রিয়ঙ্কর, ত্রসদস্যু, শ্বেত, মহাভিষ, নিমি, অষ্টক, আয়ু, ক্ষুপ, কক্ষেয়ু, প্রতর্দ্দন, দিবোদাস, সুদাস, ঐল, নল, মনু, হরিশ্র, পৃষধ্র, প্রতীপ, শান্তনু, অজ, প্রাচীন-বর্হি, ইক্ষ্বাকু, অনরণ্য, জানু, জহ্ন ও কক্ষসেন। যিনি প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও

সায়ংকালে শুচি হইয়া এই সমুদায় ও অন্যান্য রাজর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মফল লাভ করিতে সমর্থ হন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমুদায় দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষির স্তব করিয়া এই প্রার্থনা করিবেন যে, আমি যে যে মহাত্মার স্তব করিলাম, তাঁহারা আমাকে পুষ্টি, আয়ুঃ, যশঃ ও স্বর্গ-প্রদান করুন। আমাকে যেন কখন শত্রু-হস্তে নিপতিত হইতে না হয় এবং আমি যেন ইহলোকে জয় ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারি।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরব-ধুরন্ধর বীরজনোচিত শরশয্যায় শয়ান মহাবীর ভীষ্মের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র ও দানবিধি শ্রবণ-পূর্ব্বক সংশয় সমুদায় অপনোদন করিয়া পরিশেষে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর ভীষ্ম এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলে, পার্শ্বস্থিত নরপতি সকল চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঐ সময় সত্যবতী পুত্র মহর্ষি বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, গাঙ্গেয়! এক্ষণে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ, কৃষ্ণ ও অন্যান্য নরপতির সহিত তোমার সমীপে উপস্থিত রহিয়াছেন। এক্ষণে তুমি উঁহাকে হস্তিনা গমনে অনুমতি কর। ভগবান্ বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি অচিরাৎ অমাত্যগণের সহিত স্বীয় পুরমধ্যে প্রবেশ কর। আর যেন তোমার মনোমধ্যে কোন গ্লানি উপস্থিত না হয়। এক্ষণে তুমি মহাত্মা যযাতির ন্যায় শ্রদ্ধা ও দমগুণসম্পন্ন হইয়া ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মনিরত হইয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন, প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন এবং সুহৃদ্গণের যথোচিত সম্মান কর। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল লাভ হইবে। বিহঙ্গমগণ যেমন ফলবান্ চৈত্যবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তদ্রূপ তোমার সুহৃদ্গণ তোমাকেই অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করেন। এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে হস্তিনায় গমন কর; ভগবান্ ভাস্করের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও।

মহাত্মা শান্তনুতনয় এইরূপ অনুমতি করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও পতিব্রতা গান্ধারীকে অগ্রসর করিয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ, ঋষিগণ, মহাত্মা কেশব, পৌরবর্গ, জনপদবাসিগণ, অমাত্য সমুদায় ও অন্যান্য পরিবারদিগের সহিত হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন।

আনুশাসনিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

স্বর্গারোহণিক পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পৌর ও জনপদগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক গৃহ গমনে অনুমতি প্রদান করিয়া যাহাদিগের পতি পুত্রাদি যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান সহকারে সান্ত্বনা করিলেন। তৎপরে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাদিগের সম্মান বর্দ্ধন এবং ব্রাহ্মণ, বলপ্রধান ও নগরবাসীদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই হস্তিনায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে, ধর্ম্মনন্দন সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইয়াছে দেখিয়া ভীষ্মের মৃত্যুকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া যাজকগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে ভীষ্মের মৃতদেহ সংস্কার করিবার নিমিত্ত মাল্য, বিবিধ মহামূল্য রত্ন, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, ক্ষৌম, চন্দন, অগুরু ও কালীয়ক প্রেরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ ভীষ্মের সংস্কৃতাগ্নিবাহক পুরোহিত, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রথারোহণে পুর হইতে নির্গত হইলেন। ঐ সময় মহাত্মা জনার্দ্দন, ধীমান্ বিদুর, যুযুৎসু ও যুযুধান তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। রাজযোগ্য পরিচারকগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল এবং বন্দীরা তাঁহার স্তব করিতে লাগিল।

মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সেই পুরী হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে শান্তনুতনয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; মহর্ষি বেদব্যাস, দেবর্ষি নারদ ও অসিত দেবল তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া আছেন এবং নানাদেশ সমাগত হতাবশিষ্ট রাজা ও অন্যান্য রক্ষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পিতামহকে প্রণাম করিয়া দ্বৈপায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলেন। তখন দ্বৈপায়ন প্রভৃতি তত্রত্য সমুদায় মহাত্মা তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সেই ঋষিগণপরিবৃত ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! আপনার শ্রবণশক্তি ত অপ্রতিহত আছে? আমি যুধিষ্ঠির, আপনাকে নমস্কার করিতেছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে আপনার কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আমি আপনার মৃত্যু কাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিয়াছি। আর আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক্ ও আমার ভ্রাতৃগণ কুরুজঙ্গলবাসী হতাবশিষ্ট ভূপতিগণ, মহাত্মা বাসুদেব এবং আপনার পুত্রস্বরূপ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া আমাদিগের সকলকে

অবলোকন করুন। আপনার মৃত্যুর পর যে যে দ্রব্যের আবশ্যক হইবে আমি তৎসমুদায় প্রস্তুত করিয়াছি।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাত্মা ভীষ্ম চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি ধর্ম্মরাজের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে উত্তরায়ণ সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি তোমাকে অমাত্যগণের সহিত আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম। আমি অষ্টপঞ্চাশত দিবস এই সমুদায় নিশিত শরনিকরে শয়ান রহিয়াছি। ঐ অষ্টপঞ্চাশত দিবস আমার শত বর্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সৌভাগ্য বশতঃ পবিত্র মাঘমাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে। মহাত্মা ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কহিয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তোমার সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব সুনির্ণীত হইয়াছে। তুমি অনেক দিন বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়াছ। সূক্ষ্ম বেদশাস্ত্র ও ধর্ম্ম তোমার অবিদিত নাই। অতএব শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কেহই ভবিতব্যের অন্যথা করিতে পারে না। তুমি ভগবান্ বেদব্যাসের নিকট ত সমুদায় ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিয়াছ? ধর্ম্মানুসারে পাণ্ডবগণ তোমার পুত্রস্বরূপ। অতএব তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া গুরুশুশ্রূষানিরত পাণ্ডবগণকে প্রতিপালন কর। গুরুবৎসল সরলস্বভাব বিশুদ্ধচিত্ত যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন। তোমার আত্মজগণ নিতান্ত ক্রোধান্বিত, লোভপরায়ণ, ঈর্ষাভিভূত ও দুরাত্মা ছিল। অতএব তুমি তাহাদিগের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করিও না।

মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা কহিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! তুমি দেবদেবেশ, সুরাসুরনমস্কৃত ত্রিবিক্রম, শঙ্খচক্র গদাধারী, বাসুদেব, হিরণ্যাত্মা, পরম পুরুষ সবিতা, বিরাটরূপী, জীবস্বরূপ, অনুরূপ, পরমাত্মা ও সনাতন। এক্ষণে আমি একাগ্র চিত্তে তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমাকে পরিত্রাণ ও তোমার একান্ত অনুগত পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর। আমি পূর্ব্বে মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলাম। যে খানে কৃষ্ণ সেই খানেই ধর্ম্ম এবং যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়; অতএব তুমি এক্ষণে বাসুদেবের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর; সন্ধি করিবার এমন সুযোগ আর পাইবে না। হে কৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনকে ঐরূপ কথা বারংবার কহিলেও সে তৎকালে স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমার বাক্য রক্ষা করিল না; সেই নিমিত্তই এক্ষণে তাহাকে কালকবলে নিপাতিত হইতে হইল। ঐ দুরাত্মার দোষেই পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছে। আমি তোমাকে পুরাণপুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছি। আমি তপোধনাগ্রগণ্য নারদ ও বেদব্যাসের মুখে শুনিয়াছি যে, তুমি ও অর্জ্জুন তোমরা

উভয়ে পূর্ব্বে নর নারায়ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া বদর্য্যাশ্রমে বাস করিয়াছিলে। এক্ষণে আমার দেহত্যাগের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি অনুমতি কর, আমি যেন দেহান্তে পরম গতি লাভ করিতে পারি।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ অনুনয় করিলে, বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আমি আপনাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, আপনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই বসুলোক লাভ করিবেন। আপনার পাপের লেশমাত্রও নাই। আপনি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় পিতৃভক্ত। মৃত্যু ভৃত্যের ন্যায় আপনার অনুগত রহিয়াছে।

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিলে, মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ! এক্ষণে আমি প্রাণত্যাগ করিতে বাসনা করিতেছি, অতএব তোমরা আমাকে অনুজ্ঞা কর। সত্য হইতে তোমাদিগের বুদ্ধি যেন কখন বিচলিত না হয়। সত্যের তুল্য পরম বল আর কিছুই নাই। সংযতাত্মা, তপোনুষ্ঠাননিরত, ধর্ম্মশীল ও ব্রাহ্মণভক্তিপরায়ণ হওয়া তোমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শান্তনুতনয় এই বলিয়া সুহৃদ্গণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি প্রতিদিন জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ, আচার্য্য ও ঋত্বিক্গণের সবিশেষ সৎকার করিবে।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

শান্তনুনন্দন মহাত্মা ভীষ্ম তত্রত্য ব্যক্তিগণকে এইরূপ কহিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক যথাক্রমে মূলধারাদি স্থানে চিত্তকে সন্নিবেশিত করিয়া যোগাবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহার প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হওয়াতে উহা যে যে অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল, তাঁহার সেই সেই অঙ্গ শরশূন্য ও ব্রণরহিত হইতে আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ পাণ্ডবগণ ও বাসুদেব নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যে ভীষ্মের গাত্র হইতে সমুদায় শরব্রণ অপনীত এবং প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া উল্কার ন্যায় আকাশপথে উত্থিত হইল। ঐ সময় দেবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া শান্তনুনন্দনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে সেই ভীষ্মের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আকাশে সমুত্থিত তেজোরাশি সকলের সমক্ষে বিলীন হইয়া গেল।

এইরূপে ভরতকুলধুরন্ধর মহাত্মা শান্তনুনন্দন দেহ পরিত্যাগ করিলে, বিদুর ও পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়া কাষ্ঠ ও বিবিধ গন্ধদ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে যুযুৎসু ও অপরাপর লোক সমুদায় দর্শক শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও বিদুর ইঁহারা উভয়ে মহার্হ পট্টবস্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদন

করিলেন। তখন যুযুৎসু অতি উৎকৃষ্ট ছত্র ধারণ, ভীমসেন ও অর্জ্জুন চামর গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে অবস্থান ও মাদ্রী-তনয়দ্বয় তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ প্রদান করিলেন। কামিনীগণ তালবৃন্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিয়া বীজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৌরবগণ সকলে সমবেত হইয়া নিয়মানুসারে তৎকালোচিত শ্রাদ্ধ, হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং সামবেদবেত্তারা সামগান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি মহাত্মারা ভীষ্মকে চিতায় আরোপিত করিয়া চন্দন কাষ্ঠ এবং কালীয়ক ও কালাগুরু প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধদ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক চিতা প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন। কৌরবগণ এইরূপে মহাত্মা ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক চিতার বাম পার্শ্ব দিয়া ঋষিগণের সহিত ভাগীরথী তীরে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস, নারদ, বাসুদেব এবং কুলকামিনী ও পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সকলে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া ভীষ্মের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, ভগবতী ভাগীরথী সলিল হইতে উত্থিত হইয়া শোকভরে রোদন করিতে করিতে কৌরবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কৌরবগণ! আমার পুত্র রাজোচিত সদ্ব্যবহার, প্রজ্ঞা ও বিনয়াদিগুণে বিভূষিত, বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগের সৎকারনিরত, পিতৃভক্ত ও মহাব্রতপরায়ণ ছিল। পূর্ব্বে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামও বিবিধ দিব্যাস্ত্র দ্বারা ঐ মহাবল পরাক্রান্ত বীরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই; ঐ মহারথ কাশীপুরীর স্বয়ম্বর সময়ে সমুদায় নরপতিকে পরাস্ত করিয়া কন্যাগণকে আনয়ন করিয়াছিল; এই পৃথিবী মধ্যে উহার তুল্য পরাক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত বীর কুরুক্ষেত্রে অনায়াসে পরশুরামকে পরাস্ত করিয়াছিল; এক্ষণে শিখণ্ডী আমার সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে নিহত করিল। হায়! যখন আজি সেই প্রিয়পুত্রের অদর্শনেও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল না, তখন নিশ্চয়ই উহা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

মহানদী গঙ্গা এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব ও বেদব্যাস তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আর শোক করিবেন না। আপনার পুত্র অতি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। উনি অষ্টবসুর মধ্যে এক জন; মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শাপ প্রভাবে মর্ত্ত্যলোকে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার নিমিত্ত আপনার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। মহাবীর ধনঞ্জয়ই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে তাঁহাকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহাকে বিনাশ করা কখনই শিখণ্ডীর সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি অস্ত্রধারণ করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন না। এক্ষণে তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গে

গমন করিয়া পুনরায় বসুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।

ভগবান্ বাসুদেব ও মহর্ষি বেদব্যাস উভয়ে জাহ্নবীকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে, তিনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন বাসুদেবপ্রভৃতি, সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

স্বর্গারোহণিকপর্ব্ব সমাপ্ত

অনুশাসন পর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

অনুশাসনপর্ব্ব।

আনুশাসনিক পর্ব্বাধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

রাজা যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের নিকট আনুপূর্ব্বিক মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! আপনি বহুবিধ সূক্ষ্ম শমগুণের কথা কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু আমি উহা বিশেষ রূপে শ্রবণ করিয়াও শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। অজ্ঞানতানিবন্ধন পাপানুষ্ঠান করিলে তদ্বিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির শোক করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু জ্ঞান পূর্ব্বক পাপাচরণ করিলে কিরূপে শান্তিলাভ হইতে পারে? আপনার কলেবর শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সলিলধারাবাহী অচলের ন্যায় অনবরত রুধির প্রবাহ বর্ষণ করিয়া আমারই কুকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উহা দর্শন করিয়া আমি কোন ক্রমেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। আপনি যে আমার নিমিত্ত এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই? আমি আপনার এই অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ষাসলিলসিক্ত পদ্মের ন্যায় নিতান্ত মস্নণভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত মহীপাল আমারই নিমিত্ত পুত্র ও মিত্রগণের সহিত সমরশায়ী হইয়াছেন। ইঁহাদিগের এইরূপ দুরবস্থা স্মরণ করিয়া শোকাবেগে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায়! আমরা উভয় পক্ষে ক্রোধের বশীভূত হইয়া এই গর্হিতাচরণ করিয়াছি। না জানি, এই পাপপ্রভাবে আমাদিগকে কি প্রকার দুর্গতি লাভ করিতে হইবে। দুর্য্যোধন যে আপনার এই দুরবস্থা দর্শন করিল না, ইহা তাহার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আমিই আপনার ও সুহৃদ্গণের এইরূপ বিপৎপাতের প্রধান কারণ। আমি আপনাকে বিষণ্ণবদনে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া যাহার পর নাই দুঃখিত হইতেছি। দুর্য্যোধন কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াও ভ্রাতৃবর্গ ও সৈন্যগণের সহিত ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে সমরশয্যায় শয়ন করিয়া আমা অপেক্ষা সুখী হইয়াছে। আজি তাহাকে আপনার এই সমরশয্যা নিরীক্ষণ করিতে হইল না। অতএব এক্ষণে আমার প্রাণ ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু লাভ করাই শ্রেয়ঃ। যদি আমি ভ্রাতৃগণের সহিত

শত্রুশরে কলেবর পরিত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে আমায় আপনাকে এইরূপ শরনিপীড়িত ও দুঃখিত দেখিতে হইত না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, বিধাতা আমাদিগকে পাপানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যাহাতে পরলোকে এই পাপের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আপনি আমাদের হিতানুষ্ঠানবাসনায় তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের অধীন আত্মাকে কি নিমিত্ত পুণ্যপাপের কারণ বলিয়া অবগত হইতেছ? আত্মা কোন কার্য্যেরই কারণ হইতে পারে না। এই স্থলে কাল, ব্যাধ ও পন্নগের সহিত মৃত্যু ও গৌতমীর যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে গৌতমী নামে শান্তিপরায়ণা এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। অন্ধের যষ্টির ন্যায় তাঁহার একটীমাত্র পুত্র ছিল। একদা এক ভুজঙ্গ সেই পুত্রকে দংশন করাতে সে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে নিপাতিত হইল। ঐ সময় অর্জ্জুনক নামক এক ব্যাধ ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সেই সর্পকে স্নায়ুপাশে বদ্ধ করিয়া গৌতমীর নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিল, ভদ্রে! এই পন্নগাধম তোমার পুত্রকে দংশন করিয়াছে। এক্ষণে বল, ইহাকে কি প্রকারে বিনাশ করিব? এই শিশুঘাতী পাপাত্মার প্রাণ রক্ষা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; অতএব শীঘ্র বল ইহাকে হুতাশনে নিক্ষেপ করিব, না খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিব?

তখন গৌতমী কহিলেন, অর্জ্জুনক! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ; ইহাকে পরিত্যাগ কর। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট লোকলাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে পাপভরে নিপীড়িত করিয়া থাকে? যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা ভেলার ন্যায় অনায়াসেই দুঃখসাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সলিলনিক্ষিপ্ত শস্ত্রের ন্যায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। দেখ, এই ভুজঙ্গকে বধ করিলে আমার পুত্র কদাচ জীবিত হইবে না এবং ইহার জীবন রক্ষা করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব এরূপ স্থলে এই জীবিত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করিয়া কে অনন্তকালের নিমিত্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে?

ব্যাধ কহিল, দেবি! আমি তোমার গুণগ্রাম সবিশেষ অবগত আছি। গুরুলোকেরা স্বভাবতই পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যেরূপ কহিতেছ, উহা শোকশূন্য ব্যক্তির উপযুক্ত উপদেশ। এক্ষণে তুমি আমাকে আজ্ঞা কর, আমি এখনই এই দুষ্ট সর্পকে বিনাশ করিব। যাঁহারা শান্তিগুণাবলম্বী, তাঁহারাই উপস্থিত অপ্রিয় ঘটনাকে কালকৃত বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা প্রতীকারপরায়ণ, তাঁহাদিগের শোকানল শত্রুনাশ দ্বারাই নির্ব্বাণ হইয়া

যায়। আর যাহারা এই উভয় গুণবিরহিত, তাহারা মোহবশত প্রতিনিয়ত অপ্রিয়ের অনুশোচনা করিয়া থাকে। অতএব তুমি এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে পুত্রবিনাশজনিত দুঃখ পরিত্যাগ কর।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! মাদৃশ ধর্ম্মাত্মাদিগের কদাচ কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হয় না। ধর্ম্মাত্মারা সততই বিবেক অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমার এই পুত্র মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই এই সর্প ইহাকে দংশন করিয়াছে। সুতরাং আমি এক্ষণে কোন মতেই এই ভুজঙ্গের প্রাণ সংহার করিতে পারি না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে; ক্রোধ হইতে পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হয় নাই। তুমি ক্ষমা অবলম্বন পূর্ব্বক এই ভুজঙ্গকে অচিরাৎ পরিত্যাগ কর। ব্যাধ কহিল, ভদ্রে! শত্রুবিনাশ দ্বারা যে ধনকীর্ত্ত্যাদি লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। শত্রুবিনাশে কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ শত্রু সংহার করিয়া অচিরাৎ ধনকীর্ত্ত্যাদি লাভ করাই প্রশস্ত। যদি এই সর্প কালবশে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার শত্রুক্ষয়জনিত শ্রেয়োলাভ হইবে বটে, কিন্তু সেই লাভ কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া আমার কি প্রীতি ও ইহাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়াই বা আমার কি ফল লাভ হইবে। অতএব এই সর্পকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ব্যাধ কহিল, সুভগে! এই একমাত্র ভুজঙ্গকে বিনাশ করিলে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে। অতএব বহুলোকের জীবনরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করা কোন ক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব অবিলম্বেই এই পাপকে বিনাশ করা উচিত।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! এই সর্পের প্রাণ সংহার করিলে আমার পুত্র কদাচ পুনর্জ্জীবিত হইবে না। আর ঐ কার্য্য দ্বারা আমারও পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি আচরাৎ এই জীবিত সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ কহিল, ভদ্রে. সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন এবং রুদ্রদেবও যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তুমি সুরগণের অনুকরণ পূর্ব্বক অশঙ্কিত চিত্তে অবিলম্বে এই শত্রুকে বিনাশ কর।

ব্যাধ সর্পকে বিনাশ করিবার মানসে গৌতমীকে এইরূপ বারংবার কহিলেও তাঁহার মনঃ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ঐ সময় সেই পাশনিপীড়িত ভুজঙ্গম কথঞ্চিৎ দৈন্যাবলম্বন পূর্ব্বক মৃদুস্বরে মনুষ্যভাষায় ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিল,

অরে মূর্খ! এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমি পরাধীন; মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি এই শিশুকে দংশন করিয়াছি। আমি আপনার ইচ্ছানুসারে ইঁহাকে দংশন করি নাই। অতএব এই শিশুর বিনাশনিবন্ধন যদি কাহাকে দোষী হইতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুই এ বিষয়ে দোষী হইবে।

লুব্ধক কহিল, সর্প! যদিও তুমি অন্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ বটে, তথাপি তুমিও ইহার এক প্রধান কারণ বলিয়া তোমাকে দোষী হইতে হইবে। চক্র ও দণ্ডাদি যেমন মৃৎপাত্র নির্ম্মাণের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমিও এই বালকবিনাশের কারণ, অতএব যখন তুমি দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ, তখন তোমাকে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর্প কহিল, লুব্ধক! চক্রদণ্ডাদি যেমন পরবশ, আমিও তদ্রূপ। সুতরাং কিরূপে আমাকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ। আর যদিও তুমি আমাকে এ বিষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেও আমাকে একাকী অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। চক্রদণ্ডাদি যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রযোজক, তদ্রূপ আমি কাল ও মৃত্যু প্রভৃতি আমরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রেরক। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রেরকত্ব-নিবন্ধন সকলের সহিত সকলেরই কার্য্য-কারণভাব সংঘটন হইতে পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে আমি একাকী কখনই দোষী ও বধার্হ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। অতএব যদি এ বিষয়ে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই দোষ হইতে পারে।

লুব্ধক কহিল, সর্প! মৃত্যু যদিও এই কার্য্যের প্রধান কারণ বটেন, তথাপি তিনি কখনই ইহার বিনাশকর্ত্তা নহেন। তুমিই ইহার বিনাশের প্রধান হেতু; সুতরাং তোমাকে সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোক যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রসমুদায় বৃথা হইয়া যায় এবং নরপতিরাও তস্করাদির দণ্ডবিধান করিতে পারেন না।

সর্প কহিল, লুব্ধক! প্রযোজক কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও প্রযোজ্য ব্যতীত ক্রিয়া-সাধন হয় না। এই নিমিত্ত প্রযোজ্যকে আপাততঃ কার্য্যের সাধক বলিয়া বোধ করা যায়। এই শিশুবিনাশবিষয়ে আমি প্রযোজ্য বলিয়াই তুমি আমাকে দোষী বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আমাকে দোষী না বলিয়া বরং আমার প্রযোজক মৃত্যুকে দোষী বলিতে পার।

লুব্ধক কহিল, অরে পন্নগাধম! তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, নৃশংস ও শিশুঘ্ন। আমি তোকে নিশ্চয়ই বধ করিব। আর কেন বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছিস্।

সর্প কহিল, হে ব্যাধ! যেমন ঋত্বিক্‌গণ যজমান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হুতাশনে

আহুতি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহারা ফললাভে অধিকারী হন না, আমিও তদ্রূপ মৃত্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শিশুর প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়া কখনই এই পাপের ফলভাগী হইব না। মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি বালককে বিনাশ করিয়াছি; সুতরাং আমি কিনিমিত্ত দোষী হইব?

সর্প ও ব্যাধ পরস্পর এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা করিতেছে, এমন সময় মৃত্যু তথায় উপস্থিত হইয়া সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভুজঙ্গম! আমি কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সুতরাং তুমি বা আমি আমরা কেহই এই শিশুর বিনাশের কারণ নহি। জলদজাল যেমন বায়ুর বশবর্ত্তী, আমিও তদ্রূপ কালের অধীন, এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জন্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা সকলেই কালের বশবর্ত্তী। স্বর্গ বা মর্ত্ত্যভূমিতে যে সকল স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই কালের অধীন। ফলতঃ সমুদায় জগৎই কালের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এ উভয়ই কালের বশীভূত। কাল বারংবার সূর্য্য, চন্দ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র, অশ্বিনীকুমার, অদিতি, নদী, সমুদ্র, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য এ সমুদায়ের সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন। হে ভুজঙ্গম! তুমি এই সমুদায় অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাকে দোষী বলিয়া স্থির করিতেছ? এক্ষণে যদি আমাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি যে নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ কি?

সর্প কহিল, হে মৃত্যো! আমি আপনাকে দোষী বা নির্দ্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। আমি এইমাত্র কহিতেছি যে, আপনিই আমাকে ঐ শিশুবধার্থে নিদেশ করিয়াছেন। কালের দোষ থাকুক, বা না থাকুক, আমি তাহার বিচারের কর্ত্তা নহি। এক্ষণে কেবল স্বদোষ প্রক্ষালন করা এবং আপনার প্রতি দোষারোপ না করাই আমার উদ্দেশ্য।

পাশনিবদ্ধ ভুজঙ্গম মৃত্যুকে এই কথা কহিয়া ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বনেচর! তুমি মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে; অতএব নিরপরাধে আমাকে পাশবদ্ধ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ব্যাধ কহিল, সর্প! আমি তোমার ও মৃত্যুর উভয়েরই বাক্য শ্রবণ করিলাম; কিন্তু তোমার নির্দ্দোষিতা কোন রূপেই সপ্রমাণ হইতেছে না। মৃত্যু ও তুমি তোমরা উভয়েই এই বালকবধের কারণ হইয়াছ; তোমাদিগের তুল্য সাধুদিগের দুঃখকর দুরাত্মা ও ক্রূর কেহই নাই। তোমাদিগকে ধিক্! আমি তোমাকে অবশ্যই নিপাতিত করিব। মৃত্যু কহিলেন, নিষাদ! আমাদিগকে কালের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে হয়; অতএব আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ব্যাধ কহিল, মৃত্যো! যদি আমি

তোমাদিগকে কালের বশবর্ত্তী বলিয়া তোমাদের প্রতি ক্রোধ না করি, তাহা হইলে ত কোন ব্যক্তিরই উপকারীর প্রশংসা ও অপকারের নিন্দা করা বিধেয় নহে।

মৃত্যু কহিলেন, বনেচর! আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছি যে, প্রাণিগণ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কালই তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহলোকে কালপ্রভাবে সমুদায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে; অতএব উপকারীর স্তুতি ও অপকারকের নিন্দা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। আমরা কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি; সুতরাং অনর্থক আমাদিগকে অপরাধী করা তোমার কোন ক্রমেই উচিত হইতেছে না।

মৃত্যু ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় কাল সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া ব্যাধকে কহিলেন, নিষাদ! কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, আমরা কেহই এই বালক বিনাশবিষয়ে অপরাধী নহি। উহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মই আমাদিগকে উহার বিনাশসাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ফলতঃ এই বালক স্বীয় কর্ম্মবশতই অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে; অতএব কর্ম্মকেই ইহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এবং কর্ম্মই মনুষ্যের পাপপুণ্য প্রকাশ করিয়া দেয়। যেমন মনুষ্য কর্ম্মসমুদায়ের বশীভূত; কর্ম্মসমুদায়ও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘটশরাবাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনুষ্য স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী, আমাদিগের মধ্যে কাহাকেই এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই শিশু স্বয়ংই ইহার বিনাশের কারণ।

কাল এই কথা কহিলে, বৃদ্ধা গৌতমী লোকসমুদায় কর্ম্মের বশবর্ত্তী অবগত হইয়া ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অর্জ্জুনক! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান স্বীয় কর্ম্মদোষেই নিহত হইয়াছে। আমিও আপনার কর্ম্মবশত পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন এবং তুমিও ঐ সর্পকে পরিত্যাগ কর। হে ধর্ম্মরাজ! মহানুভাবা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করিলেন, অর্জ্জুনক ব্যাধ শোকবিহীন হইয়া সর্পকে পরিত্যাগ করিল এবং গৌতমীও পুত্রশোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিলেন। অতএব তুমিও এক্ষণে মনুষ্যগণকে কর্ম্মের বশীভূত বিবেচনা করিয়া শোকবিহীন হইয়া শান্তিলাভ কর। ইহলোকে সকলেই স্বকার্য্যনিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। নরপতিগণ যে সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে

তোমার অথবা দুর্য্যোধনের কিছুমাত্র দোষ নাই। স্ব স্ব কর্ম্মবশতই তাঁহাদিগকে কাল-প্রভাবে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ভীষ্ম এইরূপ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির শোকবিহীন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, পিতামহ! সমুদায় শাস্ত্রই আপনার পরিজ্ঞাত আছে, আমি আপনার নিকট এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে। অতএব গৃহস্থ কিরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, তাহা আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে প্রজাপতি মনুর পুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকু সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর একশত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মাহিষ্মতীগর্ভসম্ভূত সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ দশাশ্ব তাঁহার দশম পুত্র। দশাশ্বের ঔরসে মহারাজ মদিরাশ্বের জন্ম হয়। ঐ মহাত্মা সত্য, তপস্যা, দান, বেদ ও ধনুর্ব্বেদে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। উঁহার পুত্র মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ দ্যুতিমান্, দ্যুতিমানের পুত্র দেবরাজের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী, লোকবিশ্রুত ধর্ম্মপরায়ণ সুবীর; সুবীরের পুত্র শস্ত্রধারীদিগের অগ্রগণ্য মহাত্মা সুদুর্জ্জয় ঐ সুদুর্জ্জয়ের ঔরসে সংগ্রামনিপুণ অসামান্য বলশালী দুর্য্যোধন নামক ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যে দেবরাজ সুচারুরূপে বারি বর্ষণ করিতেন। তাঁহার নগর সর্ব্বদাই বিবিধ ধন, রত্ন, শস্য ও পশুতে পরিপূর্ণ থাকিত। ঐ মহাত্মার রাজ্যশাসন সময়ে কোন ব্যক্তিই কৃপণ, দরিদ্র, পীড়িত বা কৃশ ছিল না। সকলেই সদ্ব্যবহারনিরত, প্রিয়বাদী, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, অনৃশংস, পরাক্রান্ত, শ্লাঘাবিহীন, সাত্ত্বিক, দমগুণসম্পন্ন, মেধাবী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পরাবমানবিরত, দাতা ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ছিলেন। দেবনদী নর্ম্মদা স্বয়ং সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে দুর্য্যোধনের সুদর্শনা নামে এক পরমসুন্দরী কন্যা জন্মে। ঐ কন্যার তুল্য রূপবতী রমণী আর কখন ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই।

একদা ভগবান্ হুতাশন সেই রাজকন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষে ব্রাহ্মণবেশে মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহাকে দরিদ্র ও আপনার অসবর্ণ বিবেচনা করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন না। দুর্য্যোধন প্রত্যাখ্যান করাতে হুতাশন নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহারাজ দুর্য্যোধন

যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে অগ্নি তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিপ্রগণ! যখন অগ্নি আমার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমার অথবা আপনাদের অতি গুরুতর পাপ আছে। অতএব আপনারা বিশেষ রূপে ইহার কারণানুসন্ধান করুন। নরপতি এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ সংযত ও বাগ্‌যত হইয়া পাবকের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ হুতাশন রজনীযোগে শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ! আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের কন্যা সুদর্শনার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। যদি তিনি আমাকে কন্যাদানে সম্মত হন, তাহা হইলেই আমি তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইব। হুতাশন এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নরপতির নিকট গমন করিয়া সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক্‌গণের মুখে অনলের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগবান্ হুতাশনকে উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনাকে কন্যাদান করিব স্বীকার করিলাম, কিন্তু আপনাকে সর্ব্বদা আমার আলয়ে অবস্থান করিতে হইবে। তখন ভগবান্ হুতাশন মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাজার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন পরম আহ্লাদে স্বীয় কন্যা সুদর্শনাকে নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে সম্প্রদান করিলেন। অগ্নিও যজ্ঞকালীন বেদবিহিত বসুধারার ন্যায় সেই কন্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার রূপলাবণ্য, বয়ঃক্রম ও কুলশীলাদি দ্বারা একান্ত প্রীত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রার্থনানুসারে তাঁহার আবাসে বাস করিয়া পুত্রোৎপাদন বিষয়ে যত্ন করিতে লাগিলেন। সেই অবধি অদ্যাপি মাহিষ্মতী পুরীতে ভগবান্ হুতাশন বিদ্যমান আছেন। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব দিগ্বিজয় সময়ে মাহিষ্মতীতে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন।

কিয়দ্দিন পরে সুদর্শনা অগ্নির সহযোগে এক পূর্ণচন্দ্র সদৃশ সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমারের নাম সুদর্শন হইল। সুদর্শন বাল্যাবস্থাতেই সমুদায় বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। ঐ সময় নৃগের পিতামহ রাজা ওঘবানের ওঘবতী নামে এক কন্যা এবং ওঘরথ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। নরপতি ওঘবান্ সেই দেবকন্যাসদৃশ কন্যাকে মহাত্মা সুদর্শনের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। তখন ধীমান্ সুদর্শন গৃহস্থাশ্রমে একান্ত অনুরক্ত হইয়া ওঘবতীর সহিত পরমসুখে কুরুক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা মহাত্মা অগ্নিতনয় গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া

মৃত্যুকে পরাজয় করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ওঘবতীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি কদাচ অতিথিসেবায় পরাঙ্মুখ হইও না। অতিথি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তুমি অবিচারিত চিত্তে তাহাই করিবে। অধিক কি, অতিথিকে আত্মসমর্পণ করিতে হইলেও তাহাতে পরাঙ্মুখ হইও না। গৃহস্থদিগের পক্ষে অতিথিসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যদি আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে অবিচলিত চিত্তে ইহা প্রতিপালন কর। আমি গৃহে থাকি বা না থাকি, তুমি কদাচ অতিথির অবমাননা করিও না। তখন ওঘবতী কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আপনি যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিবেন, তাহা আমার কখনই অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবার নহে। সুদর্শন মৃত্যুজয়াভিলাষে ভার্য্যাকে এইরূপ আদেশ করিলে মৃত্যু তাঁহাকে পরাজয় করিবার মানসে রন্ধ্রান্বেষী হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা হুতাশনপুত্র কাষ্ঠ আহরণার্থ বহির্গত হইলে, ধর্ম্ম ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া ওঘবতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি বরবর্ণিনি! আজি আমি তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। যদি গৃহস্থাশ্রমধর্ম্মে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমার সেবা কর।

অতিথি ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, রাজকন্যা ওঘবতী তাঁহাকে আসন ও পাদ্যাদি প্রদান করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনাকে কি প্রদান করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন। আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজনন্দিনি! আমি তোমার সহিত সম্ভোগবাসনা করি। যদি গৃহস্থাশ্রমে তোমার যথার্থ ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তুমি আত্মপ্রদান পূর্ব্বক আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। অতিথি ঐরূপ বিসদৃশ প্রার্থনা করিলে, রাজকন্যা তাঁহাকে অন্যান্য নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ আর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন ওঘবতী স্বামীর বাক্য স্মরণ করিয়া অতি লজ্জিত ভাবে অতিথির বাক্য স্বীকার করিলেন। অতিথিও তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ঐ সময় দ্বিজবর সুদর্শন কাষ্ঠ আহরণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক "প্রিয়ে! কোথায় গমন করিলে" বলিয়া বারংবার স্বীয় পত্নীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ওঘবতী তাঁহাকে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। অতিথি তাঁহাকে কর দ্বারা স্পর্শ করাতে তিনি আপনাকে উচ্ছিষ্ট বিবেচনা করিয়া নিতান্ত লজ্জিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সুদর্শন পুনরায় পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমার প্রিয়া কোথায় গমন করিল? তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমার আর কিছুই নাই। সেই সরলহৃদয়া, পতিপ্রাণা ওঘবতী কি নিমিত্ত আজি পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যবদনে আমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছে না।

সুদর্শন পত্নীকে বারংবার এইরূপ আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলে কুটীরস্থিত অতিথি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি একজন ব্রাহ্মণ, অতিথিরূপে তোমার আলয়ে আগমন করিয়াছি। আপনার এই সহধর্ম্মিণী বিবিধ অতিথি সৎকার দ্বারা আমার তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক আমার প্রার্থনানুরূপ কার্য্যসংসাধন করিতেছেন, এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

হে ধর্ম্মরাজ!" হুতাশনতনয় যখন কাষ্ঠ লইয়া গৃহে আগমন করেন, সেই সময় মৃত্যু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি অতিথি ব্রাহ্মণের সেই কথা শুনিবামাত্র সুদর্শন ব্রতভঙ্গপাপে দূষিত হইলেই উঁহাকে বিনাশ করিব মনে করিয়া লৌহমুসল উদ্যত করিয়া রহিলেন। তখন সুদর্শন কায়মনোবাক্যে ক্রোধ ও ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাস্যমুখে অতিথিকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি পরমসুখে আমার ভার্য্যা লইয়া সম্ভোগ করুন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অসন্তোষ নাই। অতিথি-সৎকার করাই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, অতিথিকে স্বীয়, প্রাণ, ভার্য্যা ও আমার যা কিছু ধন আছে, সমুদায়ই প্রদান করিব। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতিঃ, বুদ্ধি, আত্মা, মনঃ, কাল ও দিক্ সমুদায় প্রাণিগণের দেহে আবির্ভূত হইয়া উঁহাদিগের পাপ পুণ্য সকল প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অতএব যদি আমার প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে উঁহারা আমাকে রক্ষা করুন, নচেৎ এক্ষণেই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলুন। সুদর্শন এই কথা কহিবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে, "হে ব্রহ্মন্! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে" বলিয়া দৈববাণী হইতে লাগিল।

অনন্তর সেই অতিথি ব্রাহ্মণ স্বীয় কলেবরপ্রভাবে ভূলোক ও দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া সমুত্থিত বায়ুর ন্যায় সহসা সেই কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের সন্নিহিত হইয়া গম্ভীরস্বরে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুদর্শন! আমি স্বয়ং ধর্ম্ম; তোমার চিত্ত পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সত্যে নিষ্ঠা দেখিয়া যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিলাম। তুমি এই ব্রতপালনপ্রভাবে তোমার অনুবর্ত্তী এই মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ। এই মৃত্যু সততই তোমার রন্ধ্রান্বেষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজি তুমি স্বীয় অসাধারণ ধৈর্য্যপ্রভাবে ইঁহাকে বশীভূত করিলেন। তোমার এই পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কেহই নাই। ইনি তোমার গুণগ্রাম ও স্বীয় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম দ্বারা সতত রক্ষিত হইতেছেন; ইঁহার ব্রত ভঙ্গ করা কাহার সাধ্য। অতঃপর ইনি যাহা বলিবেন, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। এই ব্রহ্মবাদিনী রমণী স্বীয় তপোবলে লোকসকলকে পবিত্র করি-

নার নিমিত্ত ওঘবতী নদী নামে প্রাদুর্ভূত হইবেন। ইঁহার অর্দ্ধশরীর নদীরূপে পরিণত ও অর্দ্ধশরীর তোমার অনুগামী হইবে। যে যে লোকে গমন করিলে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, তুমি এই দেশে ইঁহার সহিত সেই সমস্ত নিত্য লোক লাভ করিবে। তুমি গার্হস্থ ধর্ম্মপ্রভাবে কাম, ক্রোধ ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ এবং তোমার সহধর্ম্মিণীও নিরন্তর তোমাকে শুশ্রূষা করিয়া স্নেহ, অনুরাগ, তন্দ্রা ও মোহকে বশীভূত করিয়াছেন। অতএব নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার সহধর্ম্মিণীর উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য ও সূক্ষ্মভূতময় লোক সমুদায় লাভ হইবে। ধর্ম্ম তপোধন সুদর্শনকে এই কথা কহিবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র সহস্র শুক্ল অশ্বসংযোজিত রথ লইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক সুদর্শন ও তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে তাহাতে আরোপিত করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সুদর্শন অতিথিসৎকার দ্বারা গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া মৃত্যু, আত্মা, লোকসমুদায়, পঞ্চ ভূত, বুদ্ধি, কাল, মনঃ, আকাশ, কাম ও ক্রোধ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখ, গৃহস্থের পক্ষে অতিথি অপেক্ষা কোন দেবতাই শ্রেষ্ঠ নহেন। যদি অতিথি যথোপচারে অর্চ্চিত হইয়া গৃহস্থের শুভানুধ্যান করেন, তাহা হইলে উহা শত যজ্ঞ অপেক্ষাও সমধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যদি কোন গৃহস্থ সচ্চরিত্র অতিথিকে উপস্থিত দেখিয়া যথোচিত সৎকার না করে, তাহা হইলে সেই অতিথি তাহাকে আপনার সমগ্র পাপ প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট গৃহস্থ যেরূপে মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এই উপাখ্যান আয়ুষ্কর, যশস্কর ও পাপনাশক। সম্পদ্লাভার্থী ব্যক্তি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। যিনি প্রতিদিন এই সুদর্শনচরিত কীর্ত্তন করেন, তাঁহার অতি পবিত্র লোকসমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবার অধিকার নাই, তবে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব মহাত্মা বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অমিতপরাক্রম মহাত্মা বিশ্বামিত্র তপোবলে মহর্ষি বশিষ্ঠের শতপুত্রের যুগপৎ প্রাণসংহার এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমোপম অসংখ্য রাক্ষসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে ইহলোকে ব্রহ্মর্ষিগণসংকুল পবিত্র কুশিকবংশ সংস্থাপিত হইয়াছে, ঋচীকপুত্র মহাতপাঃ শুনঃশেফ মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে বধ্যরূপে পরিগণিত হইলে ঐ মহাত্মাই তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আত্মতেজঃপ্রভাবে যজ্ঞে দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়া ঐ মহাত্মার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহর্ষির পঞ্চাশৎ

পুত্র দেবরাতকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া নমস্কার না করাতে উঁহার অভিশাপে চণ্ডালত্ব লাভ করেন। ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব মহারাজ ত্রিশঙ্কু গুরু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান করিলে ঐ কুশিকবংশাবতংস মহানুভবই তাঁহাকে স্বর্গারূঢ় করেন। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও অমরগণ নিষেবিত পবিত্র কৌশিকী নদী উঁহারই তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। রম্ভা নাম্নী অপ্সরা ঐ মহাত্মার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত উঁহার তপোবনে সমুপস্থিত হইয়া উঁহার শাপে শিলাময়ী হইয়াছিল। পূর্ব্বে মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐ মহাত্মার ভয়ে আপনাকে পাশবদ্ধ করিয়া এক নদীমধ্যে নিমগ্ন ও কিয়ৎকাল পরে পাশবিমুক্ত হইয়া উহা হইতে উত্থিত হন। সেই নদী অদ্যাপি বিপাশা নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। মহাত্মা বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর যাজনক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক বশিষ্ঠপুত্রগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করিলে, তিনি প্রীত মনে তাঁহাকে শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কুশিকবংশতিলক মহাত্মা উত্তর দিক্ অবলম্বন করিয়া মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব ও ব্রহ্মর্ষিগণ মধ্যে সর্ব্বদা তারারূপে শোভা পাইতেছেন। আমি তাঁহার এই সমুদায় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যাহার পর নাই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। অতএব ঐ মহাত্মা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দেহান্তর প্রাপ্ত না হইয়াই কিরূপে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিলেন? মতঙ্গ ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া যাহার পর নাই যত্ন করিয়াও ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হন নাই; কিন্তু বিশ্বামিত্রের কিরূপে উহা লাভ হইল, তাহা আপনি আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভরতবংশে আজমীঢ় নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ যাজ্ঞিক মহীপাল ছিলেন। তাঁহার আত্মজের নাম জহ্নু। দেবী জাহ্নবী ঐ মহাত্মার দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। জহ্নুর সিন্ধুদ্বীপ নামে গুণসম্পন্ন এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সিন্ধুদ্বীপ হইতে মহাবল বলাকাশ্বের জন্ম হয়। বলাকাশ্বের বল্লভ নামে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় এক পুত্র জন্মে। দেবরাজ-সদৃশপ্রতাপ মহারাজ কুশিক সেই বল্লভের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। কুশিকের পুত্র শ্রীমান্ গাধি। গাধি নিঃসন্তান হওয়াতে সন্তানকামনায় অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই অরণ্য বাস কালে তাঁহার সত্যবতী নামে এক অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না কন্যা জন্মে। কিয়দ্দিন পরে ঐ কন্যা যৌবনবতী হইলে মহর্ষি চ্যবনের আত্মজ তপঃপরায়ণ ঋচীক গাধির নিকট সত্যবতীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু মহারাজ গাধি ঋচীককে

দরিদ্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। গাধিরাজ অসম্মত হওয়াতে, মহাত্মা ঋচীক ক্রুদ্ধ হইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করিলেন। তখন মহারাজ গাধি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! যদি আপনি আমাকে শুল্কপ্রদানে সমর্থ হন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি। তখন ঋচীক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমাকে কি শুল্ক প্রদান করিব, তাহা তুমি অবিলম্বে ব্যক্ত কর। গাধি কহিলেন, তপোধন! আপনি আমাকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় ধবল বায়ুবেগগামী শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব প্রদান করুন, তাহা হইলেই আমি আপনাকে কন্যাদান করিব।

গাধিরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা ঋচীক অচিরাৎ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জলাধিপতি বরুণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, দেব! আমি আপনার নিকট চন্দ্রকিরণের ন্যায় ধবল বায়ুবেগগামী শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব ভিক্ষা করিতেছি, আপনি অনুকম্পাপ্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে প্রদান করুন। ঋচীক এইরূপ প্রার্থনা করিবামাত্র জলেশ্বর তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিলেন, তপোধন! তুমি যে স্থলে ইচ্ছা করিবে, তথা হইতেই ঐরূপ সহস্র অশ্ব উত্থিত হইবে। তখন মহর্ষি ঋচীক বরুণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কান্যকুব্জের অদূরে জাহ্নবীতীরে গমন পূর্ব্বক এই স্থান হইতে অশ্বসমুদায় উত্থিত হউক বলিয়া চিন্তা করিলেন। তিনি চিন্তা করিবামাত্র জাহ্নবী হইতে সহস্র অশ্ব সমুত্থিত হইল। যে স্থান হইতে ঐ সমস্ত অশ্ব উত্থিত হইয়াছিল, সেই স্থান অদ্যাপি অশ্বতীর্থ নামে প্রখ্যাত রহিয়াছে।

অনন্তর মহর্ষি ঋচীক পরম প্রীত হইয়া গাধির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সকল অশ্ব শুল্ক প্রদান করিলেন। মহারাজ গাধি তদ্দর্শনে যাহার পর নাই বিস্মিত ও পাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া আপনার দুহিতাকে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া ঋচীকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহর্ষি ঋচীকও শাস্ত্রানুসারে সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সত্যবতী মহর্ষিকে পতিত্বে লাভ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

একদা ঋচীক সহধর্ম্মিণীর আচার ব্যবহারে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তোমার অচিরাৎ এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। তখন সত্যবতী মাতৃসন্নিধানে গমন করিয়া নম্রমুখে ভর্ত্তার বরপ্রদানবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। গাধিরাজমহিষী কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তোমার ভর্ত্তা আমাকেও এক পুত্ররত্ন প্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। সেই মহাতপাঃ নিশ্চয়ই আমাকে পুত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন। জননী এই কথা কহিলে, সত্যবতী দ্রুতপদসঞ্চারে স্বামিসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার নিকট মাতার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। মহর্ষি

ঋচীক পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! তোমার জননী আমার অনুকম্পায় অচিরাৎ এক গুণবান্ পুত্র প্রসব করিবেন। তুমি তোমার মাতার নিমিত্ত আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে, আমি কদাচ তাহা নিষ্ফল করিব না। আর আমি সত্যই কহিতেছি, তোমার গর্ভে আমার বংশধর এক গুণবান্ শ্রীমান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে। তোমার জননীকে ঋতুস্নাতা হইয়া অশ্বত্থ বৃক্ষ ও তোমাকে ঋতুস্নানের পর উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। আর আমি মন্ত্রপূত করিয়া এই দুই চরু প্রদান করিতেছি, এই দুইটী তোমাকে ও তোমার জননীকে ভক্ষণ করিতে হইবে। তাহা হইলে তোমাদের উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইবে, সন্দেহ নাই। মহর্ষি এই বলিয়া কাহাকে কোন্ চরুটী ভক্ষণ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

তখন সত্যবতী পরমপরিতুষ্ট হইয়া জননীর নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ ! মহর্ষি ঋচীক আমাকে এই চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগকে এই দুইটী ভক্ষণ এবং ঋতুস্নানের পর তোমায় অশ্বত্থ ও আমাকে উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। সত্যবতী এই কথা কহিলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে ! আমি তোমার স্বামী অপেক্ষা পূজ্যতর। অতএব তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর। তোমার স্বামী যে এই মন্ত্রপূত চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তোমার চরুটী আমাকে সমর্পণ ও আমার চরুটী তুমি স্বয়ং গ্রহণ কর এবং তিনি তোমাকে যে বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, আমি সেই বৃক্ষ আলিঙ্গন করিব এবং আমাকে যেটী আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, তুমি সেইটী আলিঙ্গন করিও। মহর্ষি নিশ্চয়ই স্বয়ং উৎকৃষ্ট পুত্রলাভের মানসে তোমাকে উৎকৃষ্ট চরুটী প্রদান ও উৎকৃষ্ট বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমি তোমার চরু ভক্ষণ ও তোমার বৃক্ষ আলিঙ্গন করিলে, নিশ্চয়ই আমার উৎকৃষ্ট পুত্র হইবে। তুমিও বহুদিনের পর মনোহর সহোদর সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিবে।

অনন্তর সত্যবতী ও তাঁহার মাতা উভয়ে চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করিয়া ভক্ষণ ও আলিঙ্গন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইল। অনন্তর একদা মহর্ষি ঋচীক স্বীয় পত্নীর গর্ভের লক্ষণ অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কহিলেন, প্রিয়ে ! আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তোমরা বৃক্ষ ও চরুর বিপর্য্যাস করিয়াছ। আমি চরু প্রস্তুত করিবার সময় তোমার গর্ভে ত্রৈলোক্যবিখ্যাত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তোমার জননীর গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইবে, মনে করিয়া তোমার চরুতে ব্রহ্মতেজ এবং তোমার জননীর চরুতে ক্ষত্রিয়তেজঃ নিবেশিত করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা পরস্পর চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করাতে এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোমার মাতার গর্ভে এক

শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবে, এবং তুমি অতি উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয়কুমার প্রসব করিবে। যাহা হউক, তুমি মাতৃস্নেহনিবন্ধন চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান কর নাই।

ঋচীক এই কথা কহিবামাত্র পতিপ্রাণা সত্যবতী দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া ছিন্নমূল লতার ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক ভর্ত্তার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, নাথ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করুন, যেন আমার গর্ভে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত সন্তান সমুৎপন্ন না হয়। বরং আমার পৌত্র ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উগ্রকর্ম্মা হয় ক্ষতি নাই। তখন মহাতপা ঋচীক তথাস্তু বলিয়া স্বীয় ভার্য্যাকে বর প্রদান করিলেন।

অনন্তর যথা সময়ে সত্যবতী জমদগ্নিকে এবং গাধিরাজপত্নী বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন।

হে মহারাজ! এই কারণে মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব ও বেদজ্ঞতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও বিপ্রকুলপরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদজ্ঞ ও গোত্রকর্ত্তা ছিলেন। ভগবান্ মধুচ্ছন্দ, দেবরাত, অক্ষীণ, শকুন্ত, বভ্রু, কালপথ, যাজ্ঞবল্ক্য, স্থূল, উলূক, মুদ্গল, সৈন্ধবায়ন, বল্গুজঙ্ঘ, গালব, রুচি, বজ্র, সালঙ্কায়ন, লীলাঢ্য, নারদ, কূর্চ্চামুখ, বাহুলি, মুসল, বক্ষোগ্রীব, অনেকনেত্রসম্পন্ন আঙ্ঘ্রিক, শিলাযূপ, চক্রক, মারুতন্তব্য, বাতঘ্ন, অশ্বলায়ন, শ্যামায়ন, গার্গ্য, জাবালি, সুশ্রুত, কারীষি, সংশ্রুত্য, পর, পৌরব, তন্তু, কপিল, তাড়কায়ন, উপগহন, আসুরায়ণি, শার্দ্দূলায়ন, মার্গমর্ষি, হিরণ্যাক্ষ, জঙ্ঘারি, বাভ্রবায়ণি, সূতি, বিভূতি, সূত, সুরকৃত, অরাণি, নাচিক, চাম্পেয়, উজ্জয়ন, নবতন্তু, বকনখ, শয়ন, যতি, অম্ভোরুহ, মৎস্যাশী, শিরীষী, গর্দ্দভি, ঊর্দ্ধযোনি, উদাপেক্ষী ও নারদী প্রভৃতি মহাত্মারা বিশ্বামিত্রের পুত্র। উঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ। মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কেবল মহর্ষি ঋচীকের অনুগ্রহে ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার অন্যান্য যে যে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, কীর্ত্তন কর, আমি তৎসমুদায় দূর করিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অনৃশংসতা ধর্ম্ম ও ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের গুণ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে দেবরাজ ইন্দ্র ও এক শুকপক্ষীর পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কাশীরাজের রাজ্যে এক ব্যাধ বিষলিপ্ত বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক গ্রাম হইতে বিনির্গত হইয়া মৃগয়া করিত। ঐ

ব্যাধ একদা মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অনতিদূরে একটী মৃগকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় বিষাক্ত বাণ পরিত্যাগ করিল ; কিন্তু দৈবাৎ সেই বাণ মৃগের উপরে নিপতিত না হইয়া এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপরে পতিত হইল। তরুবর বিষমিশ্রিত সুতীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হওয়াতে ক্রমে তাহার ফল ও পত্র সমুদায় ভূতলে নিপতিত হইল এবং উহা ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া গেল।

ঐ বৃক্ষের কোটরে বহুকাল এক ধর্ম্মপরায়ণ কৃতজ্ঞ শুকপক্ষী বাস করিত। ঐ পক্ষী স্বীয় আশ্রয়দাতা বনস্পতিকে শুষ্ক হইতে দেখিয়া উহাকে পরিত্যাগ না করিয়া নিরাহারে তথায় অবস্থান পূর্ব্বক তাহার সহিত শুষ্ক হইতে লাগিল। ভগবান্ সুরপতি শুকপক্ষীর অলৌকিক কার্য্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ঐ শুকপক্ষী আশ্রয়দাতা বৃক্ষের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! তির্য্যগ্‌যোনিদিগের মধ্যেও কি এরূপ অনৃশংস ব্যবহার আছে! অথবা মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিমাত্রেই সদ্‌গুণ সমুদায় বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা। দেবরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণবেশে সেই শুকপক্ষীর নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বিহগরাজ! তুমি শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার জননী দাক্ষেয়ীকে চরিতার্থ করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত এই শুষ্কবৃক্ষ পরিত্যাগ না করিয়া ইহাতে অবস্থান করিতেছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

ব্রাহ্মণরূপী সুররাজ এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ শুক তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! আমি জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা আপনাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি ; আপনি সুখে আগমন করিয়াছেন ত? তখন ভগবান্ সহস্রাক্ষ সেই শুকপক্ষীর বাক্য শ্রবণে মনে মনে তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান ও তাহার বিজ্ঞানবলের যথোচিত প্রশংসা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বিহগরাজ! এই অরণ্যে অসংখ্য বৃক্ষ বিদ্যমান আছে এবং উহাদিগের কোটর সমুদায় সতত পত্র দ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে ; অতএব তুমি কি নিমিত্ত এই ফলপল্লববিহীন শুষ্ক বৃক্ষে বাস করিতেছ? আমার মতে এই মৃতকল্প হতশ্রীক ক্ষীণসার জীর্ণ বৃক্ষ পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ শুক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল, সুররাজ! দেবতার আদেশ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি এই বৃক্ষে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বিবিধ সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া বহুকাল বাস করিতেছি। এই তরুবর আমাকে বালকের ন্যায় রক্ষা করিয়াছে। এই স্থানে শত্রুগণ কখন আমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। এই নিমিত্ত আমি এই বৃক্ষের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া

অনৃশংসতা ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি। অতএব আপনি আমার প্রতি দয়া করিয়া কি নিমিত্ত আমার অধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতেছেন। দয়ার তুল্য সাধুদিগের পরম ধর্ম্ম কিছুই নাই। দয়াই সর্ব্বদা সাধুদিগকে প্রীতি প্রদান করিয়া থাকে। ধর্ম্মবিষয়ক সংশয় উপস্থিত হইলে দেবগণ আপনাকেই উহা জিজ্ঞাসা করেন, এই নিমিত্ত আপনি দেবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; অতএব আমাকে এই বৃক্ষ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছি, আজি তাহার অসময় দেখিয়া কিরূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিব।

মহানুভব শুকপক্ষী এই কথা কহিলে, দেবরাজ অনৃশংসতা ধর্ম্ম শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তখন শুক কহিল, দেবরাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন এই বৃক্ষ অচিরাৎ পূর্ব্ববৎ ফলপুষ্পে সুশোভিত হয়। ধর্ম্মাত্মা শুক এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ পাকশাসন তাহার প্রতি সমধিক প্রীত হইয়া সেই বৃক্ষে অমৃত সেচন করিলেন। বৃক্ষও পূর্ব্বের ন্যায় মনোহর শাখা পল্লব ও ফলসমাকীর্ণ হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিল। মহাত্মা শুক পরম সুখে সেই তরুকোটরে কিয়ৎকাল অতিক্রম করিয়া পরিশেষে দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় অনৃশংসতাধর্ম্মবলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইল। হে ধর্ম্মরাজ যেমন মহাত্মা শুকপক্ষীর আশ্রয়বলে বৃক্ষের হিতসাধন হইয়াছে, তদ্রূপ লোকে ভক্তিপরায়ণ সাধুব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে অনায়াসেই সমুদায় কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী; অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ব্রহ্মবশিষ্ঠসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্ন করিলে, ভগবান্ কমলযোনি মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! বীজব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন বা কোন ফল লব্ধ হয় না। বীজ হইতে বীজ এবং বীজ হইতেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন কৃষকেরা ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে, তাহাদিগের তদনুরূপ ফল লাভ হয়, তদ্রূপ মানবগণ ধর্ম্ম্য ও অধর্ম্ম্য এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের তদনুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্র ভিন্ন স্থানান্তরে বীজ বপন করিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না, তদ্রূপ পুরুষকার ব্যতীত

দৈব কখনও সুসিদ্ধ হইবার নহে। পণ্ডিতেরা পুরুষকারকে ক্ষেত্র এবং দৈবকে বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ের একত্র সমাগম হইলেই ফল সমুৎপন্ন হয়। কর্ত্তাই অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভোগ করেন। মানবগণ যে শুভ কার্য্য বলে সুখ এবং পাপকর্ম্মপ্রভাবে দুঃখ ভোগ করে ইহলোকেই তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই তাহার ফল লাভ হয়, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কিছুমাত্র ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। কার্য্যকুশল ব্যক্তিরা অনায়াসে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে; কিন্তু অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, তপোনুষ্ঠান করিলে সৌভাগ্য ও বিবিধ রত্নাদি লাভ হয়। ফলতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে কিছুই দুর্লভ থাকে না; কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দৈববল অবলম্বন করিলে কিছুই লাভ হয় না। একমাত্র পুরুষকারপ্রভাবে স্বর্গভোগ, সদাচার ও মনীষিতা প্রভৃতি সমুদায় লাভ করিতে পারা যায়। জ্যোতির্ম্মণ্ডল, নাগগণ, যক্ষসমুদায় এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুপ্রভৃতি দেবতা সকল একমাত্র পৌরুষবলে মনুষ্যলোক অতিক্রম করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা কখনই অর্থ, মিত্রবর্গ, ঐশ্বর্য্য ও সুশ্রীকতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণগণ শৌচ, ক্ষত্রিয়গণ পরাক্রম, বৈশ্যেরা পৌরুষ এবং শূদ্রেরা সেবা দ্বারা সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। কৃপণ, অলস, নিষ্কর্ম্মা, কুকর্ম্মা, পরাক্রমহীন ও তপঃপরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই সম্পদ্ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দেখ, যে ভগবান্ বিষ্ণু দেবাসুরসঙ্কুল ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও স্বয়ং সমুদ্রে শয়ন করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। যদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলোদয় না হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার অনুষ্ঠান করিত না, সকলেই একমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল দৈবের অনুসরণ করে, কামিনীর ক্লীবপতি-সহবাসের ন্যায় তাহার সমুদায় পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। দৈব প্রতিকূল হইলে ইহলোকে নানাবিধ দুরবস্থা উপস্থিত হয়; কিন্তু পুরুষকারের হানি হইলে পরকালে অশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে। পুরুষকার প্রভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে উহা অনায়াসে দৈবের অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন দৈব স্বয়ং কখন কিছুমাত্র প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবলোকেরও স্থান সমুদায় অনিত্য বলিয়া স্থির করা যাইতেছে, তখন দেবতারা যে কর্ম্মের অধীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহলোকে দৈব প্রায়ই সহজে অনুকূল হয় না; প্রত্যুত স্বীয় পরাভবশঙ্কায় কর্ম্মের মহাবিঘ্ন উৎপাদন করে। দেবগণ মহর্ষিদিগের তপস্যায় বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু মহর্ষিগণও তপোবলে দেবগণকে পরাভূত করিয়া থাকেন। এইরূপে যদিও পুরুষকারের প্রাধান্য নির্দ্দেশ

করা যাইতেছে, তথাপি দৈবকে নিতান্ত তুচ্ছজ্ঞান করা বিধেয় নহে। দৈব লোকের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কারণ। লোকে দৈবপ্রভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট ফলভোগ করে।

যাহা হউক দৈবের উপর নির্ভর করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; আপনার সাধ্যানুরূপ পুরুষকার অবলম্বন করা সকলেরই উচিত। আত্মাই মনুষ্যগণের বন্ধু ও শত্রু। আত্মাই মানবগণের সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। যে ব্যক্তির পুণ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে স্বর্গনরকরূপ পুণ্য পাপের ফলভোগ করিতে হয় না। মনুষ্য পুণ্যবলে সমুদায় দেবলোক লাভ করিতে পারে। পুণ্যবান্ ব্যক্তির প্রভাবে দৈব প্রতিহত হইয়া যায়। দেখ, মহারাজ যযাতি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াও পুণ্যবান্ দৌহিত্রগণ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। রাজর্ষি পুরূরবা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে ঐল নামে বিখ্যাত হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। কোশলাধিপতি মহারাজ সৌদাস অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষসত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পরশুরাম স্বীয় কর্ম্মদোষে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন নাই। দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র মিথ্যাবাক্য প্রয়োগনিবন্ধন মহারাজ বসুকে রসাতলে গমন করিতে হইয়াছে। বিরোচননন্দন মহারাজ বলি বিষ্ণুর পুরুষকার বলে দেবগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া পাতালতলে নীত হইয়াছেন। মহারাজ জনমেজয় দেবরাজ ইন্দ্রকে পদাঘাত করিতে উদ্যোগ ও ব্রাহ্মণপত্নীদিগের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি বৈশম্পায়ন অজ্ঞানবশত বালকহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; তথাপি দৈব তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হন নাই। রাজর্ষি নৃগ মহাযজ্ঞে ভ্রান্তিক্রমে এক ব্রাহ্মণকে অন্যস্বামী গো প্রদান করিয়া কৃকলাশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ ধুন্ধুমার গিরিব্রজপুরে বহুকাল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক উহার ফলস্বরূপ দেবতাদিগের বর গ্রহণ না করিয়া গিরিব্রজে নিদ্রিত হইয়াছিলেন।

তপোনিয়মসম্পন্ন সংশিতব্রত মহর্ষিগণ তপোবলেই শাপ প্রদান করিয়া থাকেন; কখনই দৈববল অবলম্বন করেন না। দুর্লভ ঐশ্বর্য্যাদি পাপাত্মাদিগের অধিকৃত হইয়াও অচিরাৎ উহাদিগকে পরিত্যাগ করে। লোভমোহের বশীভূত নরাধমদিগকে দৈব কখনই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অল্পমাত্র হুতাশন বায়ুসহকারে বিপুল হইয়া উঠে, তদ্রূপ দৈব পুরুষকার দ্বারা সংযুক্ত হইলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হয়। যেমন তৈলক্ষয় হইলে দীপশিখার হ্রাস হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম ক্ষয় হইলে দৈবের হ্রাস হইয়া থাকে। ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিবিধ ভোগ্যবস্তু ও স্ত্রীসমূহ প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সমুদায় ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু উদ্‌যোগ-পরায়ণ মহাত্মারা পুরুষকারপ্রভাবে পাতালগত দেবরক্ষিত রত্নও লাভ করিতে পারেন। দান-

শীল মহাত্মারা নির্দ্ধন হইলেও দেবগণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট স্বর্গফল প্রদান করেন। দেবতারা মনুষ্যদিগের বিবিধ রত্নভূষিত গৃহও শ্মশান ভূমি সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং দেবলোক যে মনুষ্য লোক হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা দৈববলে কখনই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় না। আর যাহারা কুপথে পদার্পণ করে, দৈব পুরুষকারের সাহায্য ব্যতীত কদাচ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না; সুতরাং দৈবের প্রভুত্ব নাই। যেমন শিষ্য গুরুর অনুগমন করে, তদ্রূপ দৈবকে নিরন্তর পুরুষকারের অনুসরণ করিতে হয়। হে মহর্ষে! এই আমি যোগবলে তোমার নিকট পুরুষকারের সমুদায় ফল কীর্ত্তন করিলাম। লোকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজনিত দৈবের অনুকূলতা-প্রভাবে ঐহিক সুখ ও ইহলোককৃত শাস্ত্রানুযায়ী সৎকর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে যে সমস্ত শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, আপনি তৎসমুদায়ের ফল কীর্ত্তন করুন। উহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা মহর্ষিগণেরও গোপনীয়। এক্ষণে আমি দেহান্তে যাহার যে গতি লাভ হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য যে যে শরীরে যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পরজন্মে সেই সেই শরীরে সেই সেই অবস্থায় তৎ তৎ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ফলভোগ ব্যতীত কর্ম্ম কদাচই বিনষ্ট হয় না। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও আত্মা সেই কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। অভ্যাগত ব্যক্তির কার্য্যসাধনের নিমিত্ত চক্ষুঃ ও মনকে নিয়োগ এবং তাঁহার তুষ্টিসম্পাদনের নিমিত্ত মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ এবং তাঁহার অনুগমন ও উপাসনা করাও গৃহস্থের কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ এই পাঁচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার পঞ্চদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। পথপরিশ্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব পথিককে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিলে প্রচুর ফল লাভ হইয়া থাকে। অগ্নিত্রয়ের সন্নিধানে শয়ন এবং স্থণ্ডিলশায়ীদিগকে গৃহ ও শয্যা, চীরবল্কলপরিধায়ীদিগকে বসন ও আভরণ আর যোগনিযুক্ত তপোধনকে যান ও বাহন প্রদান করিলে রাজার পৌরুষ লাভ হয়। সমুদায় রস আস্বাদনে বিরত হইলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি এবং আমিষ পরিত্যাগ করিলে পশু ও পুত্র লাভ হইয়া থাকে। যিনি অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান হন, যিনি জলে বাস করেন এবং যিনি নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহার অভীষ্ট গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। অতিথিসৎকারের নিমিত্ত পাদ্য, আসন, প্রদীপ, অন্ন ও গৃহ প্রদান করাকেই পঞ্চযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যুদ্ধে গমন ও রণশয্যায় শয়ন করিলে, অক্ষয় লোক

লাভ হইয়া থাকে। দান দ্বারা ধন, মৌনাবলম্বন দ্বারা অপ্রতিহত আজ্ঞা, তপস্যা দ্বারা উপভোগ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জীবন, এবং অহিংসা দ্বারা রূপ, ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য লাভ করিবে। যাঁহারা কেবল ফল মূল ভক্ষণ করেন, তাঁহারা রাজ্য, যাঁহারা পত্রমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বর্গ এবং যাঁহারা আহারাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্রই সুখ লাভ করিয়া থাকেন। শাকমাত্র ভক্ষণ করিলে গোধন, তৃণমাত্র ভক্ষণ করিলে স্বর্গ, স্ত্রীপরিত্যাগ পূর্ব্বক তিন বার স্নান ও বায়ু ভক্ষণ করিলে যজ্ঞফল, সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে স্বর্গ এবং যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিলে উৎকৃষ্ট কুললাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পবিত্র হইয়া সলিলমাত্র পান ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে রাজ্য এবং অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া গায়ত্র্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে সুরলোক লাভ করিতে পারেন। দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে উপবাস, ব্রত সাধনের নিমিত্ত ক্ষীরাদি আহার ও দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিলে দুঃখ নাশ ও মানসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সুরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নির্ব্বোধেরা যাহা প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিতে পারে না, কলেবর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তকর রোগবিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই তৃষ্ণাকে অকপটে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সুখলাভ করা যায়। বৎস যেমন সহস্র সহস্র ধেনুমধ্যে আপনার জননীর নিকট গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম জন্মান্তরে কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। যেমন পুষ্প ও ফল প্রেরিত না হইয়াও যথাসময়ে বিকসিত ও সুপক্ক হয়, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমুদায় প্রকৃত সময়ে নিঃসন্দেহ পরিণত হইয়া থাকে। মনুষ্য জরাগ্রস্ত হইলে তাহার কেশকলাপ জীর্ণ ও দন্ত সমুদায় শীর্ণ এবং কর্ণ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমুদায় বিকল হইয়া যায়; কিন্তু তাঁহার বিষয়বাসনা কিছুতেই অপনীত হয় না। পিতার প্রীতি উৎপাদন করিলে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ও মাতার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিলে পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করা যায়। উপাধ্যায়কে প্রীত করিতে পারিলে ব্রহ্মের সৎকার করা হইয়া থাকে। যিনি এই তিনটী বিষয়ের সবিশেষ সমাদর করেন, তাঁহার সকল ধর্ম্মই প্রতিপালন করা হয়। আর যে ব্যক্তি এই তিন বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করে না, তাহার সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ যাহার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে ঐ বাক্যের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জয়লাভাদির নিমিত্ত মন্ত্রপ্রয়োগ, দক্ষিণাদান ব্যতিরেকে সোমযাগ অনুষ্ঠান ও মন্ত্র ব্যতীত হোম করিলে যে পাপ হয়, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে সেই পাপ জন্মিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে জনমেজয়! এই আমি মহাত্মা ব্যাসের বাক্যানুসারে

শুভাশুভ প্রাপ্তি বিষয়ে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিলাম। অতঃপর আর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয় ব্যক্ত কর।

অষ্টম অধ্যায়।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে পূজনীয় কে? আপনি কাহাকে নমস্কার করেন? আপনার প্রিয়তরই বা কে এবং বিপদে নিপতিত হইলে কাহার প্রতি আপনার মনঃ প্রধাবিত হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রহ্মই যাঁহাদিগের পরম ধন; যাঁহারা তপ ও স্বাধ্যায়লব্ধ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের কুলে বালক বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই পুরুষপরম্পরাগত কার্য্যভার অক্লেশে বহন করেন, আমি সেই ব্রাহ্মণদিগকেই যাহার পর নাই প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। বিদ্যাবিনীত, জিতেন্দ্রিয়, মৃদুভাষী, সচ্চরিত্র, ব্রহ্মজ্ঞ ও বক্তা ব্রাহ্মণগণের গম্ভীর স্বরসংযুক্ত শ্রুতিসুখকর মঙ্গলজনক বাক্য সভামধ্যে নৃপতির সমক্ষেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিলে ইহলোক ও পরলোকে সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। যাঁহারা সেই রাজসভায় আসীন হইয়া ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করেন, আমি সেই সমস্ত গুণবান্ ব্যক্তিদিগকেও প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। যিনি ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত পুতমনে সুপক্ক সুস্বাদু অন্ন প্রদান করেন, তিনিও আমার প্রেমাস্পদ। যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করা বিস্ময়ের বিষয় নহে, কিন্তু অসূয়াশূন্য হইয়া দান করাই সুকঠিন। এই জীবলোকে মহাবলপরাক্রান্ত বহুসংখ্য বীর আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে দানবীরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হে যুধিষ্ঠির! সৎকুলসম্ভূত ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাকুক, আমি যদি একজন সামান্য ব্রাহ্মণ হইতাম, তাহা হইলেও আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিতাম। অন্যান্য সর্ব্বাপেক্ষা তুমিই আমার প্রিয়; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমা অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর। অধিক কি, আমি ব্রাহ্মণকে যেরূপ প্রিয়তর জ্ঞান করি, পিতা, পিতামহ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকেও সেরূপ জ্ঞান করি না। এক্ষণে এই ব্রাহ্মণভক্তিপ্রভাবে মহারাজ শান্তনু যে সমস্ত লোকে বিরাজিত রহিয়াছেন, আমারও যেন সেই সকল লোক লাভ হয়। আমি কখন ব্রাহ্মণের কোন অপকার করি নাই। আমি ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অল্প বা অধিকই হউক, যে কিছু সৎকর্ম্ম করিয়াছি, সেই কার্য্যপ্রভাবেই আজি শরশয্যায় শয়ান হইয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র অনুতাপের সঞ্চার হইতেছে না। লোকে আমাকে যে ব্রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া আহ্বান করে, আমি সেই বাক্যে যাহার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। ফলত ব্রাহ্মণপ্রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পবিত্রতা আর কিছুই নাই। আমি ব্রাহ্মণগণের দাস;

এই নিমিত্ত অচিরাৎ অনন্তকালের নিমিত্ত পবিত্রলোক সমুদায় লাভ করিব, সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে স্ত্রীজাতির যেমন পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতিই পরম দেবতা ও পতিই পরম গতি; সেইরূপ ক্ষত্রিয়-কুলের ব্রাহ্মণসেবাই পরম ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণই পরম দেবতা ও ব্রাহ্মণই পরম গতি। যদি ক্ষত্রিয় শতবর্ষবয়স্ক আর ব্রাহ্মণ দশবর্ষীয় হন, তাহা হইলেও ঐ উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণকেই পিতা ও ক্ষত্রিয়কে পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নারী যেমন পতির অভাবে দেবরকেই পতিত্বে স্বীকার করে, সেইরূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত না হইয়াই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণকে পুত্রের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ, গুরুর ন্যায় উঁহাদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ ও অগ্নির ন্যায় উঁহাদিগের অর্চ্চনা করিবে। সরলপ্রকৃতি, সত্যপরায়ণ, সাধুশীল, সর্ব্বভূত-হিতানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণগণকে ক্রোধোদ্ধত ভুজঙ্গের ন্যায় নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের নিকট আপনার ক্রোধবল ও তেজোবল প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণের তপোবলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর ক্ষত্রিয়ের ক্রোধবলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এই উভয়বিধ বলই অতি ভয়ঙ্কর। তপস্বী ব্রাহ্মণেরা ক্রোধাবিষ্ট হইলে অনায়াসে শত্রুবিনাশাদি বিষয়ে চরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হন। ক্ষত্রিয় উপকারনিরত শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার তেজোবল প্রদর্শন করিলে, ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার ঐ উভয় বল নিঃশেষে বিনাশ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। গোপাল যেমন দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক গোসমুদায়কে রক্ষা করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয় দণ্ডধারণ পূর্ব্বক প্রাতিনিয়ত বেদ ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবেন। পিতা যেমন পুত্রগণকে প্রতি-পালন করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের রক্ষণা-বেক্ষণ ও তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহোপ-যোগী অর্থ আছে কি না তাহার অবধারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

নবম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে দুরাত্মারা ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া অর্থ প্রদান না করে, তাহাদিগের কিরূপ গতি লাভ হয়, কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অধিক হউক, বা অল্পই হউক অঙ্গীকার করিয়া প্রদান না করে, ক্লীব ব্যক্তির সন্তানকামনার ন্যায় তাহার সমুদায় আশা বিফল এবং সে জন্মাবধি তপস্যা, দান ও যজ্ঞপ্রভৃতি যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদায়ই পণ্ড হইয়া যায়। শ্যামকর্ণ এক সহস্র অশ্ব প্রদান ভিন্ন ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে শৃগাল-বানরসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা এক বানর এক শৃগালকে শ্মশান-মধ্যে পূতিগন্ধযুক্ত মাংস ভক্ষণ করিতে অবলোকন করিয়া কহিল, শৃগাল! তুমি

পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলে যে, এক্ষণে তোমাকে শ্মশানে মৃত জন্তুর মাংস ভোজন করিতে হইতেছে ?

তখন শৃগাল কহিল, কপিবর! পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া অর্থ প্রদান করি নাই। সেই কারণে আমাকে এই কুৎসিৎ শৃগালযোনি লাভ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে হইতেছে। আমি তোমার নিকট আমার শৃগালযোনি প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত বানরত্ব লাভ করিয়াছ, তাহা কীর্ত্তন কর।

তখন বানর কহিল, শৃগাল! পূর্ব্বে আমি লোভপ্রযুক্ত সতত ব্রাহ্মণের ফল অপহরণ করিতাম বলিয়া আমাকে বানরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! ঐ বানর ও শৃগাল পূর্ব্বে মনুষ্যজন্মে পরস্পর সখ্যভাবসম্পন্ন ছিল। এক্ষণে কর্ম্মদোষে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যবিশেষবশতঃ উহাদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ ছিল। আমি পূর্ব্বে স্বীয় উপাধ্যায় ও মহর্ষি বেদব্যাসের প্রমুখাৎ এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা আমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেন যে, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত ক্ষমা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বালক, দরিদ্র বা কৃপণ হইলেও উঁহাকে অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণের নিকট যাহা অঙ্গীকার করিবে, তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অর্পণ করা উচিত। ব্রাহ্মণকে নিরাশ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। প্রথমে আশা প্রদান করিয়া পরিশেষে হতাশ করিলে, ব্রাহ্মণ পাবকের ন্যায় ক্রোধে উজ্জলিত হইয়া উঠেন। তিনি একবার ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই কাষ্ঠ দহনের ন্যায় আশাবিঘাতককে এককালে ভস্মসাৎ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট রাখিলে তিনি সর্ব্বদা মহা আহ্লাদ প্রকাশ করেন, এবং সর্ব্বদা সমুদায় বিষয়ে চিকিৎসকের ন্যায় হিতকর হন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রীত করিতে পারে, তাহার পুত্র, পৌত্র, বন্ধুবান্ধব, অমাত্য, পশু, নগর ও জনপদ প্রভৃতি সমুদায় নিরাপদে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণের তেজঃ সূর্য্যকিরণের ন্যায় তীব্র। অতএব ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে দান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হয়। দান অপেক্ষা মহৎ কার্য্য আর কিছুই নাই। ইহলোকে ব্রাহ্মণকে দান করিলে পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তিসাধন করা হয়। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণই দানের প্রধান পাত্র। যে কোন সময়ে হউক না কেন, ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে পূজা না করিয়া বিদায় করা কদাপি বিধেয় নহে।

দশম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম; মানবগণ সর্ব্বদাই ধর্ম্মবিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে মনুষ্য নীচজাতিকে সুহৃদ্ভাবে উপদেশ প্রদান

করিলে দোষভাগী হয় কি না, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে আমি মহর্ষিদিগের মুখে এই বিষয়সংক্রান্ত যে কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হীনজাতিকে উপদেশ প্রদান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি নীচকে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই অপরাধী হইতে হয়। পূর্ব্বে হিমালয়পার্শ্ববর্ত্তী ভগবান্ ব্রহ্মার আশ্রমসন্নিধানে সিদ্ধচারণসেবিত, পুষ্পোদ্যানসমলঙ্কৃত, বিবিধ তরুলতায় সমাকীর্ণ এক পবিত্র আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন নিয়মব্রতধারী মহাত্মা ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী, সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী ও বালখিল্য মহর্ষিগণ অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর বেদপাঠ করিতেন। একদা এক পরম দয়াবান্ শূদ্র ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া মুনিগণকে বিবিধ নিয়মসম্পন্ন, দেবতুল্য ও অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন দর্শন করিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই আশ্রমবাসী কুলপতির চরণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি শূদ্রবংশসম্ভূত হইয়া ধর্ম্মশিক্ষার মানসে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া চরিতার্থ করুন। আমি নিরন্তর আপনার শুশ্রূষায় অনুরক্ত থাকিব।

তখন কুলপতি কহিলেন, বৎস! শূদ্রজাতির সন্ন্যাসধর্ম্মে অধিকার নাই। যদি তোমার নিতান্তই ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগের শুশ্রূষা কর, পরিণামে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট লোকলাভ করিতে সমর্থ হইবে। কুলপতি এই কথা কহিলে, শূদ্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতেই আমার বাসনা। অতঃপর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা আমার কর্ত্তব্য কি না, তাহা কিয়দ্দিন বিশেষরূপ বিবেচনা করি, পরিশেষে যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই করিব। ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্র মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই আশ্রমের অনতিদূরে এক পর্ণশালা এবং তন্মধ্যে বেদি, শয়নস্থান ও দেবস্থান সমুদায় প্রস্তুত করিলেন, এবং স্বয়ং নিয়মধারী, ফলাহারনিয়ত, জিতেন্দ্রিয় ও তপঃপরায়ণ হইয়া বহুকাল দেবস্থানে ত্রিকালীন জলসেক, বলিপ্রদান, হোম, দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও ফলমূলাদি দ্বারা সমাগত অতিথিদিগের যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, একদা এক মহর্ষি ঐ শূদ্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। শূদ্র মহর্ষিকে দেখিবামাত্র তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। মহর্ষি শূদ্রের ভক্তি দর্শনে যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত

মিষ্টালাপ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। এবং অতি অল্পদিনমধ্যে পুনরায় ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ক্রমে ঐ শূদ্রের সহিত মহর্ষির বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। তখন তিনি প্রতিদিন উঁহার আশ্রমে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা শূদ্র সেই তপোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি পিতৃ কার্য্য করিতে বাসনা করিয়াছি, আপনাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। শূদ্র এইরূপ অনুরোধ করিলে, মহর্ষি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিলেন। তখন ঐ শূদ্র পবিত্র হইয়া তাঁহাকে পাদোদক প্রদান পুরঃসর ওষধি, দর্ভ, পবিত্র ও আসন আনয়ন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের আসন দক্ষিণ দিকে পশ্চিমশীর্ষ করিয়া সংস্থাপন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ব্রাহ্মণের আসনসংস্থাপন অশাস্ত্রীয় হইয়াছে দেখিয়া শূদ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! তুমি পূর্ব্বশীর্ষ করিয়া ব্রাহ্মণের আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন কর। মহর্ষি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, শূদ্র উত্তরাস্যে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে যথাস্থানে দর্ভ ও অর্ঘ্যাদি সংস্থাপন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিও তাঁহার পিতৃকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বিদায় লইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর শূদ্র তাপস তথায় দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পুণ্যবলে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং সেই মহর্ষিও যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পুরোহিতকুলে উৎপন্ন হইলেন।

এইরূপে সেই শূদ্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বয়ঃক্রমের সহিত বিদ্যানুরাগও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বেদসমুদায়, কল্পপ্রয়োগ, জ্যোতিষশাস্ত্র ও সাংখ্যশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। কিয়দ্দিন পরে বৃদ্ধ রাজা পরলোকে যাত্রা করিলে, প্রজাগণ মিলিত হইয়া রাজকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। রাজকুমার রাজা হইয়া সেই ব্রাহ্মণকুমারকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া পরমসুখে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকুমার পৌরহিত্যপদে নিযুক্ত হইয়া পুণ্যাহবাচন বা অন্য কোন ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান সময়ে রাজার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই ভূপতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন।

রাজা এইরূপে বারংবার হাস্য করাতে পুরোহিতের ক্রোধোদ্রেক হইল। তখন তিনি একদা রাজার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎকার ও শিষ্টালাপ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিয়াছি, যদি আপনি অকপটে আমার নিকট উহা ব্যক্ত করেন, উহা হইলে জিজ্ঞাসা করি।

তখন রাজা কহিলেন, মহাশয়! আপনি এক বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, যে যে বিষয়

আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি অবশ্যই তৎসমুদায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব। স্নেহ ও সম্মাননিবন্ধন আপনার নিকট আমার কিছুই অবক্তব্য নাই।

তখন পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ! এই বিষয়ের অধিক আমার জিজ্ঞাস্য নাই। যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার নিকট মিথ্যা কহিবেন না, অঙ্গীকার করুন।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, নরপতি তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! যদি আমি আপনার জিজ্ঞাস্যবিষয় অবগত থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই প্রকাশ করিব।

তখন পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ! স্বস্তিবাচন, শান্তি ও হোমাদি বিবিধ ধর্ম্ম-কার্য্য সময়ে আপনি যে আমার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া হাস্য করেন, তাহার কারণ কি? আপনি হাস্য করাতে আমাকে নিতান্ত লজ্জিত হইতে হয়। আপনার ঐ হাস্যের অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে। সেই কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত আমি একান্ত উৎসুক হইয়াছি; অতএব এই বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। আপনি আমার নিকট সত্য কহি-বেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে তাহার অন্যথা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

নরপতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে এই বিষয় অবক্তব্য হইলেও আপনার নিকট কীর্ত্তন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি আমার হাস্যের কারণ প্রকাশ করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আমি জাতিস্মর; আমার পূর্ব্বজন্মে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় আমি সবিশেষ অবগত আছি। পূর্ব্বজন্মে আমি তপস্যা-নিরত শূদ্র ছিলাম এবং আপনি উগ্রতর তপঃপরায়ণ মহর্ষি ছিলেন। আপনি আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার পিতৃশ্রাদ্ধে আমাকে কুশা-সন, কুশ এবং হব্যকব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কর্ম্মনিবন্ধন ইহজন্মে আপনি পুরোহিত হইয়াছেন এবং আমি রাজা হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আপনি আমাকে শ্রাদ্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াই এই ফল লাভ করিলেন। হে দ্বিজবর! আমি কেবল এই কারণবশত আপনাকে দেখিবামাত্র হাস্য করিয়া থাকি, আপনি আমার গুরু। আমি আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া হাস্য করি না। আমি শূদ্র হইয়াও জাতিস্মর হইলাম এবং আপনি মুনি হইয়াও পুরোহিত হইলেন। ইহাতে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য! একমাত্র উপদেশ প্রদান নিবন্ধন আপনার তাদৃশ কঠোর তপশ্চরণ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি পৌর-হিত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় উৎকৃষ্ট জন্মগ্রহণের নিমিত্ত যত্নবান্ হউন। আর যেন আপনাকে ইহা অপেক্ষা অধম যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে না হয়। এক্ষণে আপনি

এই ধনরাশি গ্রহণ পূর্ব্বক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।

নরপতি এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি, গ্রাম ও বিবিধ ধন প্রদান ও তাঁহাদের নিদেশানুসারে কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে বহুতর তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তথায় ব্রাহ্মণগণকে গাভী ও অন্যান্য নানাবিধ ধনদান করিয়া পরম পবিত্র হইলেন এবং পরিশেষে স্বীয় আশ্রমে গমন পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের নিকট সম্মান লাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই মহর্ষিকে এইরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল; অতএব নীচ জাতিকে উপদেশ প্রদান করা ব্রাহ্মণের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে উপদেশ প্রদান করিলে কখনই দূষিত হন না। কিন্তু শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মের গতি নিতান্ত সূক্ষ্ম, পাপাত্মারা কখনই তাহার অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। মুনিগণ দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তিপরাঙ্মুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। লোকে ধার্ম্মিক ও সত্যসরলতাদি গুণযুক্ত হইয়াও একমাত্র দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ দ্বারা ঘোরতর পাপে লিপ্ত হয়। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্যকে উপদেশ প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কারণ উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি দৈবাৎ উপদেষ্টার বাক্যানুসারে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে উপদেষ্টাকে নিশ্চয়ই সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। ধনলোভনিবন্ধন উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মক্ষয় হয়। কেহ প্রশ্ন করিলে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে ধর্ম্ম লাভ হয়, সেইরূপ উপদেশ প্রদান করাই উচিত। নীচ জাতিকে উপদেশ প্রদান করিলে মহা ক্লেশ উপস্থিত হয়; অতএব নীচজাতিকে উপদেশ প্রদান করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। এই আমি তোমার নিকট তোমার প্রশ্নানুরূপ কথা কীর্ত্তন করিলাম।

একাদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লক্ষ্মী কিরূপ স্ত্রী ও কিরূপ পুরুষের নিকট অবস্থান করেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! একদা কন্দর্পজননী রুক্মিণী অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী লক্ষ্মীকে নারায়ণের ক্রোড়ে সমাসীন সন্দর্শন করিয়া মহা আহ্লাদে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিলোকেশ্বরি! তুমি কোন্ কোন্ স্থান ও কিরূপ ব্যক্তির নিকট অবস্থান করিয়া থাক, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর। তখন চন্দ্রাননা কমলা নারায়ণের সমক্ষে মধুর বাক্যে রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! আমি সত্যবাদী, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধবিহীন, দৈবপরায়ণ, কৃতজ্ঞ,

জিতেন্দ্রিয় ও উদারচিত্ত ব্যক্তিদিগের নিকট অবস্থান করিয়া থাকি। যাহারা অকর্ম্মণ্য, নাস্তিক, লম্পট, কৃতঘ্ন, আচারভ্রষ্ট, নৃশংস, তস্কর, গুরুদ্বেষ্টা, মূঢ়স্বভাব, কপট এবং বলবীর্য্য, বুদ্ধি ও সারাংশবিহীন; যাহাদিগের ক্রোধ ও হর্ষের পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই, যাহারা কিছুমাত্র অর্থলাভের প্রত্যাশা করে না এবং অল্পমাত্র অর্থলাভ হইলেই পরিতুষ্ট হয়, আমি সেই সমুদায় ক্ষুদ্রচিত্ত মানবগণের নিকট কখনই অবস্থান করি না। যাহারা স্বধর্ম্মনিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, বৃদ্ধদিগের সেবায় একান্ত আসক্ত, পুণ্যাত্মা, ক্ষমাশীল ও বুদ্ধিমান্, আমি তাহাদিগের নিকটই সতত অবস্থান করিয়া থাকি। যে কামিনীগণ গৃহোপকরণ সমুদায় ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা থাকে না, যাহারা সতত স্বামীর প্রতিকূল বাক্য বিন্যাশ করে, পরভবনে অবস্থান করিতে যাহারা একান্ত অনুরক্ত, যাহাদিগের ধৈর্য্য ও লজ্জার লেশমাত্র নাই এবং যাহারা নির্দ্দয়, অশুচি, বিরক্তচিত্ত, কলহপ্রিয় ও নিদ্রাপরায়ণ, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি। যে কামিনীগণ পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত, ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যসরলতাদি গুণসম্পন্ন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও সৌন্দর্য্যযুক্ত আমি সতত তাহাদিগের নিকটেই অবস্থান করি। যান, কন্যা, ভূষণ, যজ্ঞ, সলিলসংযুক্ত মেঘ, প্রফুল্ল পদ্মবন, শারদীয় নক্ষত্রমণ্ডল, হস্তী, গোষ্ঠ, আসন, বিকসিত পঙ্কজপরিপূর্ণ সরোবর, হংস বকাদির স্বরে নিনাদিত দ্রুমবিভূষিত, করিকরসমালোড়িত, সিদ্ধতাপসসেবিত নদী, মত্তহস্তী, বৃষভ, নরপতি, সিংহাসন, সৎপুরুষ, স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ, প্রজাপালননিরত ক্ষত্রিয়, কৃষিকার্য্যপরায়ণ বৈশ্য, সেবানিরত শূদ্র আমার প্রধান আবাসস্থান। যে গৃহে প্রতিনিয়ত হোম, এবং দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা সম্পাদিত হয়, আমি কদাচ সেই গৃহ পরিত্যাগ করি না। ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্যতা এবং লোকানুরাগের একমাত্র আধার, এই নিমিত্ত আমি একতানমনে অভিন্নদেহে উঁহার শরীরে অবস্থান করি। নারায়ণভিন্ন আর কুত্রাপি আমি সশরীরে অবস্থান করি করি না। আমি সদয়ভাবে যাহার নিকট অবস্থান করি, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশঃ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকালে, ঐ উভয়ের মধ্যে কাহার স্পর্শসুখ অধিক হয়, এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে ভঙ্গাস্বন রাজার পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভঙ্গাস্বন নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল ছিলেন, তিনি নিঃসন্তান হওয়াতে ইন্দ্রবিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুত নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করেন। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার এক শত পুত্র উৎপন্ন হয়। সুররাজ ইন্দ্র রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনকে পুত্র কামনায় অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিরন্তর তাঁহার রন্ধ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন রূপেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা মহারাজ ভঙ্গাস্বন মৃগয়া করিবার নিমিত্ত নিজ রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ সময় প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হইয়া মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে বিমোহিত করিলেন। রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন ইন্দ্রের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইলেন, এবং ক্ষুৎপিপাসায় যাহার পর নাই কাতর হইয়া সেই অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক বারিপরিপূর্ণ পরম রমণীয় সরোবর তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তিনি সেই সরোবর দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র অশ্ব হইতে অবরূঢ় হইলেন এবং অচিরাৎ অশ্বকে জলপান করাইয়া এক বৃক্ষে বন্ধন পূর্ব্বক স্বয়ং সেই সরোবরসলিলে অবগাহন ও স্নান করিলেন। সরোবরে স্নান করিবামাত্র তাঁহার স্ত্রীত্ব লাভ হইল। তখন তিনি আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া ব্যাকুলিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এক্ষণে কিরূপে অশ্বে আরোহণ ও কিরূপেই বা রাজধানীতে গমন করি। আমি অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে আমার ঔরসে মহাবল পরাক্রান্ত এক শত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি গিয়া তাহাদিগকে কি বলিব এবং আমার ভার্য্যা, পুরবাসী ও গ্রাম্য লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেই বা তাহাদিগকে কি বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। ধর্ম্মার্থদর্শী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, মৃদুত্ব, কোমলত্ব, ও কাতরত্ব এই তিনটী স্ত্রীলোকের এবং ব্যায়ামসহিষ্ণুতা ও বীর্য্যবত্তা এই দুইটী পুরুষের প্রধান গুণ। এক্ষণে আমার পুরুষত্ববিনাশ ও স্ত্রীলোকের গুণ লাভ হইয়াছে; সুতরাং কিরূপে পুরুষের ন্যায় অশ্বে আরোহণ করিব।

রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বহুযত্নসহকারে কৌশলক্রমে অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি সমাগত হইবামাত্র তাঁহার পুত্রকলত্র, ভৃত্য ও নগরবাসিগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই বিস্মিত হইলেন। মহারাজ ভঙ্গাস্বন তাঁহাদিগকে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, আমি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া মোহবশতঃ এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তথায় সৈন্যগণ পরিশূন্য হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে একাকী শুষ্ককণ্ঠে পরিভ্রমণ করিতে করিতে হংসসারসকুলসঙ্কুল পরম রমণীয় এক সরোবর নিরীক্ষণ করিলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিবামাত্র আমার পুরুষত্ব বিনাশ ও স্ত্রীত্ব লাভ হইয়াছে। মহারাজ ভঙ্গাস্বন এই বলিয়া মন্ত্রী ও পুত্রগণের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত আপনার

নাম গোত্র কীর্ত্তন করিয়া আত্মজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, পুত্রগণ! তোমরা এক্ষণে পরস্পর সৌভ্রাত্র সংস্থাপন পূর্ব্বক এই রাজ্য উপভোগ কর। আমি নিশ্চয়ই অরণ্যে প্রস্থান করিব।

স্ত্রীরূপী নরপতি ভঙ্গাস্বন পুত্রগণকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ অরণ্যমধ্যে গমন পূর্ব্বক এক তাপসের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার সংসর্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঐ তাপসের ঔরসে তথায় তাঁহার এক শত পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই সমস্ত পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা ভঙ্গাস্বন তাঁহাদিগকে লইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন পুত্রগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, আত্মজগণ! তোমরা আমার পুরুষাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আর ইহারা আমার অঙ্গনাবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তোমরা উভয়পক্ষ মিলিত হইয়া সৌভ্রাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক এই রাজ্য উপভোগ কর। ভঙ্গাস্বন এইরূপ আদেশ করিলে তাঁহার পূর্ব্বপুত্রগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত ও তাঁহার অপর পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনের স্ত্রীত্ব বিধান দ্বারা উহার অপকার না করিয়া প্রত্যুত উপকারই করিয়াছি। যাহাই হউক, এক্ষণে যাহাতে উহার বিশেষ অনিষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইল। দেবরাজ এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণবেশে ভঙ্গাস্বনের পূর্ব্বপুত্রগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজকুমারগণ! ভ্রাতৃগণ এক পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাদিগের পরস্পর কদাচ সৌভ্রাত্র থাকে না। দেখ, সুরাসুরগণ একমাত্র মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াও রাজ্যলাভের নিমিত্ত পরস্পর ঘোরতর বিতণ্ডা করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা এক শত জন ভঙ্গাস্বনের ঔরসে জন্মিয়াছ, আর তোমাদের অপর এক শত ভ্রাতা একজন তাপসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তথাপি তোমাদের উভয় পক্ষের এরূপ সৌভ্রাত্র থাকিবার কারণ কি? যাহা হউক, তোমাদের অপর ভ্রাতারা যে তাপসের ঔরসজাত হইয়াও তোমাদিগের পৈত্রিক রাজ্যের অংশ অধিকার করিয়াছে, ইহা অতিশয় নিন্দার বিষয়, সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভঙ্গাস্বনের ঔরসপুত্রগণ তাঁহার উত্তেজনায় অপর ভ্রাতাদিগের উপর যাহার পর নাই ঈর্ষাপরবশ হইয়া অচিরাৎ তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঐ যুদ্ধে ক্রমে ক্রমে উভয়পক্ষই নিঃশেষিত হইয়া গেল। স্ত্রীভাবাপন্ন রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন অরণ্যমধ্যে পুত্রগণের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া অবিরল বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সকাশে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি দুঃখে দুঃখিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছ? ভঙ্গাস্বন ব্রাহ্মণকে সমক্ষে

নিরীক্ষণ ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক করুণবাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মন্! কালপ্রভাবে আমার দুই শত পুত্র কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে পুরুষ ও রাজা ছিলাম। সেই অবস্থায় আমার ঔরসে এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা আমি মৃগয়ায় গমন করিয়া উদ্ভ্রান্ত চিত্তে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে একটী সরোবর অবলোকন পূর্ব্বক তাহাতে অবগাহন করিয়াছিলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিয়া অবধি আমার এই স্ত্রীত্ব লাভ হইয়াছে। দৈবপ্রতিকূলতাবশত এইরূপ অসম্ভাবিত নারীরূপ লাভ হওয়াতে আমি যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া নিজ রাজধানীতে আগমন ও ঔরসপুত্রগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক এই তপোবনে আগমন করিলাম। এই স্থানে এক তাপসের ঔরসে আমার গর্ভে আর এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সকল পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমি তাহাদিগকে সেই ঔরসপুত্রগণের সহিত একত্র রাজ্যভোগ করাইবার নিমিত্ত আমার পূর্ব্বতন পুরমধ্যে সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহারা কালপ্রভাবে পরস্পর বৈর উৎপাদন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি সেই নিমিত্তই নিতান্ত কাতর হইয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছি।

ভঙ্গাস্বন করুণস্বরে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে পরুষবাক্যে কহিলেন, আমি সুররাজ ইন্দ্র। তুমি পূর্ব্বে আমাকে অনাদর করিয়া আমার বিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমাকে যাহার পর নাই দুঃখিত করিয়াছিলে। আমি তন্নিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমার পুত্রগণের বিনাশসম্পাদন পূর্ব্বক তোমার অপকার করিয়াছি। সুররাজ এই কথা কহিবামাত্র রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া অবগত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, দেবরাজ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রসন্ন হউন, আমি পুত্রলাভের অভিলাষেই অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; অতএব এই বিষয়ে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, আপনাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। তখন দেবরাজ ভঙ্গাস্বনের প্রণিপাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বল, তোমার পুরুষাবস্থার ঔরসপুত্রগণ ও এক্ষণকার গর্ভজাতপুত্রগণের মধ্যে কোন্ গুলিকে জীবিত করিয়া দিব। তখন নারীরূপধারী মহারাজ ভঙ্গাস্বন কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার এই অঙ্গনাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, আপনার বরপ্রভাবে তাহারাই পুনর্জীবিত হউক।

ভঙ্গাস্বন এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পুরুষাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা কি

নিমিত্ত তোমার বিদ্বেষভাজন ও তোমার অঙ্গনাবস্থায় যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই বা কি নিমিত্ত এইরূপ স্নেহের পাত্র হইল ? ইহার কারণ অবগত হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। তখন ভঙ্গাস্বন কহিলেন, সুররাজ ! স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের স্নেহ কদাচ প্রবল হয় না। এই নিমিত্ত আমার অঙ্গনাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই আমার সমধিক স্নেহের পাত্র। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে তাহারাই পুনর্জ্জীবিত হউক।

তখন দেবরাজ ভঙ্গাস্বনের বাক্যে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তোমার সমুদায় পুত্রই জীবিত হউক। আর এক্ষণে তোমার কি পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, না তুমি এইরূপ অঙ্গনাবস্থাতেই অবস্থান করিবে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। যেরূপ অবস্থা তোমার প্রীতিকর হইবে, আমি তোমাকে সেই অবস্থাতেই অবস্থাপিত করিব, সন্দেহ নাই। দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভঙ্গাস্বন তাঁহাকে, সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুররাজ ! আমি আর পুরুষত্ব লাভে অভিলাষ করি না। আমি এক্ষণে এই স্ত্রীভাবেই সমধিক সন্তোষলাভ করিতেছি। সুররাজ কহিলেন, রাজর্ষে ! তুমি পুরুষত্বলাভে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক কি নিমিত্ত স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে অভিলাষী হইতেছ ? ভঙ্গাস্বন কহিলেন, দেবরাজ ! স্ত্রীপুরুষসংসর্গকালে স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখ লাভ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই আমি স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে বাসনা করি। আমি সত্যই কহিতেছি, স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া আমি সমধিক প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি, স্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। আপনি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করুন। ভঙ্গাস্বন এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ ! আমি সেই নিদর্শনানুসারেই স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখ লাভ হইয়া থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! লোকে কিরূপ আচারসম্পন্ন হইলে উভয় লোকে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! মনুষ্য পরহিংসা, চৌর্য্য ও পরদারাভিমর্ষণ এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ, অসৎপ্রলাপ, নিষ্ঠুর বাক্যপ্রয়োগ, পরদোষপ্রকাশ ও মিথ্যাকথন এই চতুর্ব্বিধ বাচনিক পাপ এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, পরের অনিষ্টচিন্তা ও বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ পরিত্যাগ করিলে উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে ; অতএব কায়মনোবাক্যে অন্যের অনিষ্টচিন্তা না করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ। ফলত ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শুভ ফল ও

যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সুরাসুরগুরু বিশ্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের নাম ও ঐশ্বর্য্য সমুদায় অবগত আছেন। এক্ষণে ঐ সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সেই ভগবান্ মহাদেবের গুণসমুদায় কীর্ত্তন করা আমার সাধ্য নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই ভগবান্ সর্ব্বগত হইয়াও সর্ব্বত্র লক্ষিত হন না। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতীত বলিয়া ব্রহ্মাদি পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী যোগবিদ্ মহর্ষিগণ কেবল সেই সূক্ষ্ম অথচ স্থূল অক্ষর পরব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবেরই চিন্তা করেন। ঐ দেবদেব প্রথমে আত্মতেজঃপ্রভাবে প্রকৃতি ও পুরুষকে নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। জন্ম, জরা ও মরণের বশীভূত মাদৃশ মানবগণ কখনই সেই মহাত্মা মহেশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। কেবল এই যদুকুলশ্রেষ্ঠ শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান্ বাসুদেবই দিব্য চক্ষুঃ দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। মহাত্মা বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসর কেবল সেই সনাতন মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াই তাঁহার প্রসাদে জগদ্ব্যাপ্ত ও সর্ব্বভূতের প্রিয়তম হইয়াছেন। ইনি প্রতিযুগেই অবিচলিত ভক্তিপ্রভাবে সেই চরাচরগুরু দেবদেব মহাদেবের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইনি পুত্রলাভের অভিলাষে সেই দেবদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঐ মহাত্মার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। কেবল মহাবাহু ভগবান্ বাসুদেবই সেই সনাতন দেবদেবের নাম, গুণ ও ঐশ্বর্য্য সমুদায়ের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতে পারেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভূতপতি ভগবান্ ভবানীপতির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়াছে। অতএব তুমি তাহা উঁহার নিকট কীর্ত্তন কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মযোনি মহাতপাঃ তণ্ডী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ ভূতনাথের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই বেদব্যাস প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ তোমার মুখে সেই সনাতন, আনন্দময়, জ্ঞানস্বরূপ, বিশ্বস্রষ্টা, ভগবান্ দেবদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।

বাসুদেব কহিলেন, শান্তনুতনয়! যখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও তত্ত্বদর্শী মুনিগণ সেই ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বরের কার্য্যগতি ও আদি অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন মনুষ্য কিরূপে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইবে? যাহা হউক, আমি এক্ষণে সেই অসুরনাশন ভগবান্ যজ্ঞপতির সৎ-

কিঞ্চিৎ গুণ আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া পবিত্রচিত্তে আচমন পূর্ব্বক মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাশয়গণ! পূর্ব্বে আমি শাম্বকে লাভ করিবার নিমিত্ত যোগবল আশ্রয় করিয়া যেরূপে ভগবান্ ভূতনাথের দুর্লভ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম, অগ্রে তাহা আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহার নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবীর প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শম্বর দৈত্য নিহত হইবার পর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, একদা জাম্ববতী রুক্মিণীর গর্ভজাত প্রদ্যুম্ন চারুদেষ্ণ প্রভৃতি পুত্রগণকে দর্শন পূর্ব্বক পুত্রার্থিনী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, নাথ! আপনি অবিলম্বে আমাকে একটী মহাবলপরাক্রান্ত আপনার তুল্য গুণবান্ পরমসুন্দর পুত্র প্রদান করুন। ত্রিলোকমধ্যে আপনার কিছুই অসাধ্য নাই। আপনি ইচ্ছা করিলে নূতন লোকসমুদায়েরও সৃষ্টি করিতে পারেন। পূর্ব্বে আপনি যেরূপে দ্বাদশ বর্ষ কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবান্ পশুপতির আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চারুশ্রবাঃ, চারুযশাঃ, প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু এই কয়েকটী মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমাকেও সেইরূপে একটী পুত্র প্রদান করিতে হইবে। জাম্ববতী এইরূপ অনুরোধ করিলে, আমি তাঁহাকে কহিলাম, দেবি! আমি তোমার বাক্যানুসারে মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিলাম। তুমি প্রফুল্লচিত্তে অনুমতি কর। তখন জাম্ববতী কহিলেন, নাথ! আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির আরাধনা করিতে গমন করুন। ব্রহ্মা, শিব, কাশ্যপ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, সাবিত্রী, ব্রহ্মবিদ্যা এবং নদী, ক্ষেত্র, ওষধি, যজ্ঞবাহ, বেদ, ঋষি, যজ্ঞ, সমুদ্র, দক্ষিণা, স্তোভ, নক্ষত্র, পিতৃলোক, গ্রহ, দেবপত্নী, দেবকন্যা, দেবমাতা, মন্বন্তর, গো, ঋতু, বৎসর, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, নিমেষ ও যুগসমুদায় আপনাকে রক্ষা করিবেন। কোন স্থানেই আপনার কোন বিপদ্ উপস্থিত হইবে না।

রাজপুত্রী জাম্ববতী এইরূপে প্রস্থানকালীন মঙ্গলাচরণ করিলে, আমি পিতা, মাতা ও মাতামহ উগ্রসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলাম। তৎপরে আমি গদ ও বলদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় তাঁহাদিগেরও গোচর করাতে তাঁহারা পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমরা প্রার্থনা করি, নির্ব্বিঘ্নে তোমার তপস্যার ফললাভ হউক। এইরূপে গুরুজনেরা সকলেই অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি গরুড়কে স্মরণ করিলাম। আমি স্মরণ করিবামাত্র বিহগরাজ আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া আমাকে লইয়া হিমালয় পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইল। আমি তথায় অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে অতি অদ্ভুত ভাবসমুদায় অবলোকন করিতে

করিতে মহাত্মা উপমন্যুর অতি আশ্চর্য্য আশ্রম নিরীক্ষণ করিলাম। ঐ আশ্রম বেদাধ্যয়নশব্দে প্রতিধ্বনিত, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণে সমাকীর্ণ এবং ধব, অর্জ্জুন, কদম্ব, নারিকেল, কুরুবক, কেতকী, জম্বু, পাটল, বট, বরুণ, বৎসলাভ, বিল্ব, সরল, কপিত্থ, পিয়াল, শাল, তাল, বদরী, ইঙ্গুদ, পুন্নাগ, অশোক, আম্র, মাধবীলতা, মধূক, কোবিদার, চম্পক, পনস ও ফলপুষ্পসুশোভিত অন্যান্য নানাবিধ বন্য বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কোন স্থান গুল্ম ও লতাতে, কোন স্থান কদলীবনে, কোন স্থান নানাবিধ পক্ষীর জীবনোপায়ভূত বিবিধ ফলশালী বৃক্ষে, কোন স্থান ভস্মরাশিতে, কোন স্থান দিব্য সরোবরে এবং কোন স্থান বিচিত্র কুসুমাকীর্ণ বিশাল অগ্নিকুণ্ডে পরিশোভিত রহিয়াছে। রুরু, বানর, শার্দ্দূল, সিংহ, দ্বীপি, হরিণ, ময়ূর, মার্জ্জার, ভুজঙ্গম, মহিষ, ভল্লূক, মদমত্ত হস্তী ও অন্যান্য নানাবিধ পশুগণ উহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে। বিহঙ্গমগণ বিবিধ স্বরে পরম কুতূহলে নিরন্তর কলরব করিতেছে। সমীরণ বিবিধ পুষ্পরেণু ও গজগণ্ডস্থলস্খলিত মদগন্ধে সুবাসিত হইয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতেছে। দিব্যাঙ্গনাগণ মধুর স্বরে গান করিতেছে। নির্ঝরকুলের ঝর্ঝরশব্দ, কুঞ্জরগণের বৃংহিতধ্বনি, কিন্নরদিগের সুমধুর গীতশব্দ ও সামবেদজ্ঞদিগের বেদধ্বনি ঐ আশ্রমকে সতত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পবিত্রতোয়া জহ্নুকন্যা উহাতে নিরত বিরাজমান রহিয়াছেন। চীরচর্ম্ম-বল্কলধারী অগ্নিতুল্য তেজস্বী পরম ধার্ম্মিক বাতাহারী, অম্বুপায়ী, জপ্যনিত্য, সংপ্রক্ষাল, ধ্যাননিত্য, ধূমপ্রাশ, উষ্মপ, ক্ষীরপ, গোচরী, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখল, মরীচিপ, ফেনপ, মৃগচারী, অশ্বত্থফলভক্ষ ও উদকশায়ী তাপসগণ প্রতিনিয়ত ঐ আশ্রমে তপস্যা করিতেছেন। শিবাদি দেবগণ সতত উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং মহাত্মাদিগের প্রভাবে নকুলগণ সর্পকুলের সহিত ও ব্যাঘ্রগণ মৃগসমুদায়ের সহিত মিত্রভাবে ক্রীড়া করিতেছে।

আমি এইরূপে বেদবেদাঙ্গপারগ নিয়মপরায়ণ মহর্ষিগণসেবিত পরম রমণীয় সেই আশ্রমের বিবিধ পদার্থ অবলোকন করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া জটাজূটমণ্ডিত, চীরধারী তপস্বী, তেজঃপ্রদীপ্তকলেবর, শিষ্যগণপরিবৃত, শান্তস্বভাব, যুবা উপমন্যুকে অবলোকন পূর্ব্বক অভিবাদন করিলাম। মহাত্মা উপমন্যু আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, বাসুদেব! তুমি নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ ত? তুমি স্বয়ং পূজনীয় হইয়া যে আমাকে পূজা করিতেছ এবং অন্যের দর্শনীয় হইয়াও যে আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছ, ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমার তপস্যা ফলিত হইয়াছে। তখন আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম, ভগবন্! আপনার শিষ্য এবং আশ্রমস্থ মৃগ ও পক্ষিগণ ত নির্ব্বিঘ্নে আছে? আপনার ধর্ম্ম ও অগ্নিত্রয়ের ত কুশল?

আমি এইরূপ কুশলপ্রশ্ন করিলে, মহাত্মা উপমন্যু আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান

করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি অবিলম্বেই আপনার অনুরূপ পুত্র লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। এই তপোবনে ভগবান্ ব্যোমকেশ দেবী পার্ব্বতীর সহিত নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। তুমি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন কর, তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে দেবতা ও ঋষিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা সেই দেবাদিদেবকে প্রসন্ন করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি তেজঃ ও তপস্যার নিধিস্বরূপ। সেই অচিন্ত্যস্বভাব এই স্থানে শুভাশুভ ভাবসমুদায় সৃষ্টি ও সংহার পূর্ব্বক দেবী পার্ব্বতীর সহিত অবস্থান করিয়া থাকেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানবরাজ হিরণ্যকশিপু ঐ ভগবানের বরপ্রভাবে সুররাজ্য অধিকার করিয়া দশকোটি বৎসর উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজ মন্দর ঐ দেবদেবের বরপ্রভাবে সুররাজ ইন্দ্রের সহিত দশকোটি বৎসর ঘোরতর সংগ্রাম করেন। ঐ মন্দরের কলেবরে তোমার সুদর্শন চক্র ও ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর বজ্র জীর্ণ তৃণের ন্যায় ব্যর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বে ভগবান্ উমাপতি ঐ চক্র দ্বারা সলিলমধ্যস্থ এক অসুরকে সংহার করিয়া উহা তোমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অসুরবিনাশার্থেই ঐ চক্র নির্ম্মাণ করেন। উহা জ্বলনতুল্য নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। রুদ্রদেব ভিন্ন. অন্য কোন ব্যক্তি উহা অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। ঐ চক্র অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন বলিয়া ভগবান্ উমানাথ স্বয়ং উহার নাম সুদর্শন রাখিয়াছেন এবং তদবধি উহার ঐ নাম লোকমধ্যে প্রখ্যাত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সেই অদ্ভুত চক্রও মন্দরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া নিষ্ফল হইয়াছিল। ফলতঃ মন্দর রুদ্রদেবের বরপ্রভাবে বজ্র প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রসমুদায় অনায়াসে সহ্য করিত। দেবগণ ঐ দুর্দ্দান্ত দানব কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অসুরগণের সহিত তুমুল কলহে প্রবৃত্ত হন।

ভগবান্ উমাপতি বিদ্যুৎপ্রভের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্রিলোকের আধিপত্য ও শতলক্ষ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যুৎপ্রভ তাঁহার প্রসাদে ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া লক্ষ বৎসর ভোগ করেন। উঁহারই প্রসাদে কুশদ্বীপ বিদ্যুৎপ্রভের রাজধানী হইয়াছিল। অবশেষে তিনি শঙ্করের অনুচরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা শতমুখ নামে এক অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত অসুর মহাদেবের তুষ্টিসম্পাদনের নিমিত্ত শতবৎসরেরও অধিক কাল আপনার দেহমাংস হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়াছিল। পরিশেষে ভগবান্ শূলপাণি তাহার সেই অসাধারণ ভক্তি দর্শনে তাহার প্রতি যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, শতমুখ! আমি তোমার কি উপকার সাধন করিব, তাহা প্রকাশ কর। তখন শতমুখ কহিল, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার যেন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং শাশ্বত ব্রহ্মবিদ্যা যেন আমার অন্তরে নির-

স্তর প্রতিভাত হয়। তখন শূলপাণি তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া তথাস্তু বলিয়া তাহাকে বর প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবল অবলম্বন পূর্ব্বক পুত্রলাভের নিমিত্ত তিন শত বৎসরব্যাপী এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞশীল সহস্র পুত্র প্রদান করেন। সুরগণ-প্রশংসিত পরম ধার্ম্মিক যোগেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও মহর্ষি বেদব্যাস মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে অতুল যশঃ লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র বালখিল্যগণকে মহর্ষি কশ্যপের যজ্ঞে পলাশবৃন্ত আহরণ করিতে দেখিয়া উপহাস করাতে, তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টি করিবার বাসনায় তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব বালখিল্যগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের তপোবলে অচিরাৎ এক পক্ষীন্দ্রের সৃষ্টি হইবে। সে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া অমৃত আহরণ করিবে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে মহাদেবের রোষপ্রভাবে সলিলসমুদায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দেবগণ তদ্দর্শনে ঐ দেবাদিদেবের উদ্দেশে সপ্তকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় ভূলোকমধ্যে জল প্রবর্ত্তিত করেন।

মহর্ষি অত্রির পত্নী অনসূয়া ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আর আমি ভর্ত্তার বশবর্ত্তী হইব না, স্থির করিয়া, মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তিন শত বৎসর অনাহারে মুষলে শয়ন করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব তাঁহার ভক্তিদর্শনে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! তুমি আমার বরে স্বামিসহবাসভিন্ন অনায়াসে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র তোমার নামে বিখ্যাত এবং অভিলষিত খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। মহাত্মা বিকর্ণ ভক্তবৎসল ভগবান্ ভবানীনাথকে প্রসন্ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

জিতেন্দ্রিয় শাকল্য ক্রমাগত নয় শত বৎসর একচিত্তে মহাদেবকে আরাধনা করিলে, তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া শাকল্যকে কহিলেন, বৎস! তুমি গ্রন্থকর্ত্তা হইবে। ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না। তোমার কুল মহর্ষিগণ দ্বারা উজ্জ্বল ও অক্ষয় হইবে এবং তোমার পুত্র তোমার গ্রন্থের সূত্রকর্ত্তা হইবে।

পূর্ব্বে সত্যযুগে সাবর্ণিনামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। ছয় সহস্র বৎসর তপোনুষ্ঠান করিলে, মহাদেব তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি ইহলোকে অজর, অমর ও বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা হইবে। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র বারাণসীতে ভস্মদিগ্ধাঙ্গ ভগবান্ ভূতনাথকে আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে দেবরাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে দেবর্ষি নারদ ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। দেবদেব তাঁহার ভক্তিদর্শনে

প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, নারদ! ইহলোকে তোমার তুল্য তেজস্বী, তপস্বী, ও যশস্বী আর কেহ বিদ্যমান থাকিবে না। তুমি সতত গীতবাদ্য দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিবে।

হে মাধব! এক্ষণে আমি যে নিমিত্ত যেরূপে মহাদেবকে সন্দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছি, আজি তৎসমুদায় বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে ব্যাঘ্রপদ নামে এক বেদবেদাঙ্গপারদর্শী মহাতপস্বী মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে আমি ও আমার অনুজ ধৌম্য আমরা উভয়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। একদা আমি স্বীয় অনুজ ধৌম্যের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে এক আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তথায় গাভীদোহন হইতেছে। গাভীদোহন দর্শন করিবামাত্র বালস্বভাববশতঃ আমার দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা হইল। তখন আমি ধৌম্যসমভিব্যাহারে জননীর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলাম, মাতঃ! আমাদিগকে দুগ্ধান্ন প্রদান কর, আমরা ভোজন করিব। আমি ঐ কথা কহিলে, জননী গৃহে দুগ্ধ না থাকাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জলে পিষ্ট মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ বলিয়া আমাদিগকে প্রদান করিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে যজ্ঞ উপলক্ষে পিতার সহিত এক জ্ঞাতিভবনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় সুরনন্দিনীর অমৃততুল্য সুস্বাদু দুগ্ধ পান করাতে, উহার আস্বাদ বিলক্ষণ অবগত ছিলাম; সুতরাং সেই জননী প্রদত্ত পিষ্টরস পান করিয়া আমার কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইল না। তখন আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, মাতঃ! তুমি আমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ, ইহা ত দুগ্ধান্ন নয়। আমি এই কথা কহিলে, জননী দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া স্নেহবশতঃ আমাকে আলিঙ্গন ও আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন; বৎস! আমরা বনবাসী, নিয়ত ফলমূল আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। বালখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ যে নদীতীরে অবস্থান করেন, আমরা সেই স্থানে অবস্থান করি। গাভীবিহীন বন, গিরিগহ্বর ও আশ্রমবাসী মুনিগণের দুগ্ধলাভের সম্ভাবনা কি? মুনিগণ কখন গ্রাম্য ব্যক্তিদিগের মত আহারসুখ অনুভব করেন না; ইঁহারা কেবল অরণ্যের ফলমূল ভোজন করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। নদীতীর, গিরিগহ্বর ও বিবিধ তীর্থস্থানে অবস্থান করিয়া নিয়ত জপানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করাই আমাদের প্রধান কর্ম্ম। ভগবান্ ভূতনাথই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে, আমাদিগের দুগ্ধ, অশন, বসন ও অন্যান্য সুখলাভের সম্ভাবনা কি? তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই তুমি অনায়াসে অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।

আমি জননীর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, মাতঃ! মহাদেব কে, তিনি কিরূপে প্রসন্ন হন, কোন্ স্থানে অবস্থান করেন, কিরূপে তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎকার করিতে হয়, কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন, তাঁহার রূপই বা কি প্রকার এবং তিনি প্রসন্ন হইলেই বা কি প্রকারে তাহা অবগত হওয়া যায়? তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

তখন সেই পুত্রবৎসলা জননী আমার গাত্রমার্জ্জন ও মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে কাতরবচনে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই সেই দুরারাধ্য,দুর্ব্বোধ্য,দুর্লক্ষ্য, ভগবান্ দেবদেবকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। মনীষিগণ তাঁহার অসংখ্য রূপ, বিচিত্র স্থান ও বিবিধপ্রকার প্রসন্নতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে তিনি যে সমুদায় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যেরূপে প্রসন্ন হন ও ক্রীড়া করেন, তৎসমুদায় কেহই বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সেই সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্বরূপ ভগবান্ শূলপাণি ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে সমুদায় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া করিয়া তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, বিশ্বদেব, মনুষ্য, দেবনারী, প্রেত, পিশাচ, কিরাত, শবর, কূর্ম্ম, মৎস্য, শঙ্খ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, দৈত্য, দানব, জন্তু, গর্ত্তবাসী জন্তু, জলজন্তু, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৃগ, তরক্ষু, ভল্লুক, উলুক, কুক্কুর, শৃগাল, কৃকলাশ, হংস, কাক, ময়ূর, বক, সারস, গৃধ্র, চক্রাঙ্গ, নীলকণ্ঠ, পর্ব্বত, গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ছাগ ও শার্দ্দূলের রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। কখন দণ্ডধারী, কখন ছত্রধারী, কখন কমণ্ডলুধারী, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ষণ্মুখ, কখন বহুমুখ, কখন ত্রিনেত্র ও কখন বহুশীর্ষ হন। কখন অসংখ্য কটি, পাদ, উদর, বক্ত্র, পাণি ও পার্শ্ব দ্বারা বিভূষিত ও অসংখ্য গণে পরিবৃত হইয়া থাকেন। কখন কখন ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণের রূপ ধারণ করেন। কখন ভস্মাচ্ছাদিত ও অর্দ্ধচন্দ্রে বিভূষিত হন। সেই সর্ব্বভূতাত্মক সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্ববাদী ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব এইরূপে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অসংখ্য নামে নির্দ্দেশ ও অসংখ্য প্রকারে স্তব করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি যেরূপ অভিলাষ ও যাহা প্রার্থনা করে, তিনি নিশ্চয়ই তাহা পরিজ্ঞাত হন। অতএব যদি তোমার মঙ্গললাভের বাসনা হয়, তাহা হইলে তুমি সেই ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি কখন আনন্দিত, কখন ক্রুদ্ধ ও কখন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। কখন চক্র, কখন শূল, কখন গদা, কখন মুষল, কখন খড়্গ ও কখন পট্টিশ ধারণ করেন। কখন নাগমেখলা, নাগকুণ্ডল ও নাগযজ্ঞোপবীত সম্পন্ন হন। কখন নাগচর্ম্মের উত্তরচ্ছদ ধারণ করেন। কখন প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া নৃত্য, গীত, হাস্য ও বিবিধ বাদ্য করিয়া থাকেন। কখন উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ, জৃম্ভণপরিত্যাগ ও

রোদন করেন এবং কখন বা অন্যকেও রোদন করান। কখন প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণিগণকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন। কখন বা জাগরিত থাকেন ও কখন নিদ্রিত হন। কখন স্বয়ং জপ ও তপস্যা করেন এবং কখন বা অন্যকে স্বীয় নাম জপ ও আপনার উদ্দেশে তপস্যা করান। কখন দান, গ্রহণ, যোগ ও ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। কখন বেদি, যূপ, কাষ্ঠ ও হুতাশনমধ্যে অবস্থান করেন। কখন বালক, কখন বৃদ্ধ, ও কখন যুবারূপে লক্ষিত হন। কখন মুনিপত্নী ও মুনিকন্যাদিগের সহিত ক্রীড়া করেন। কখন ঊর্দ্ধকেশ, মহালিঙ্গসম্পন্ন, নগ্ন ও বিকৃতলোচন হন। কখন গৌরবর্ণ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন পাণ্ডুবর্ণ, কখন নীললোহিতবর্ণ, কখন বিকৃতাঙ্গ ও কখন বিশালাক্ষ হইয়া থাকেন। কেহই সেই আদ্যরূপী নিরাকার পরম পুরুষের আদি ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। তিনি স্বয়ং দিগম্বর হইয়া সর্ব্বাচ্ছাদক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত যোগস্বরূপ মহাত্মা মহেশ্বর প্রাণিগণের প্রাণ, মন ও জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন বাদক, কখন গায়ক, কখন অসংখ্যনেত্র, কখন একবক্ত্র, কখন দ্বিবক্ত্র, ও কখন বহুবক্ত্র হইয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি সেই ভগবান্ শূলপাণির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার আরাধনা কর, অবশ্যই অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে।

জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহাদেবের প্রতি আমার একান্ত ভক্তির উদ্রেক হইল। তখন আমি তপস্যা অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইলাম। দেবমানের এক শত বৎসর বামাঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান ও ফলাহার, দ্বিতীয় শত বৎসর জলপান এবং তদনন্তর সাত শত বৎসর বায়ুভক্ষণ করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিলাম। এইরূপে দেবমানের সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে, ত্রিলোকেশ্বর মহাদেব আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত কি না, তাহা জানিবার মানসে দেবগণপরিবেষ্টিত ইন্দ্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক শুভ্রবর্ণ, অরুণনেত্র, সঙ্কুচিতশুণ্ড, চতুর্দ্দন্ত, বিকটাকার, মদমত্ত মাতঙ্গের উপর আরোহণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় তাঁহার শরীর হইতে তেজশ্ছটা বিনির্গত হইতেছিল। মস্তকে কিরীট, গলদেশে হার ও ভুজে কেয়ূরভূষণ শোভা পাইতেছিল। অপ্সরোগণ তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছিল এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সমক্ষে গান করিতেছিল। তিনি আমার সমীপে আগমন পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! আমি তোমার উপর পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন আমি ইন্দ্ররূপী মহাদেবের সেই বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, দেবরাজ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতার নিকট বরলাভের প্রার্থনা

করি না। মহেশ্বরের কথা ব্যতীত আমি অন্য কোন কথাতেই সন্তুষ্ট নহি। পশুপতির অনুমতি অনুসারে আমি কৃমি বা বহুশাখাসঙ্কুল বৃক্ষ হইতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু অন্যের বরপ্রভাবে ত্রিভুবনের একাধিপত্য লাভ হইলেও তাহা তৃণজ্ঞান করিয়া থাকি। মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া যদি আমার চণ্ডালগৃহে জন্মপরিগ্রহ হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া যদি স্বর্গলাভ হয়, তাহাও আমার হিতজনক নহে। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরে ভক্তিবিহীন হয়, জল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিলে তাহার দুঃখের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা কি? যাঁহারা হরচরণস্মরণ ভিন্ন ক্ষণকালও অতিবাহিত করেন না, তাঁহাদিগের নিকট অন্য ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা উল্লেখ করা নিতান্ত নিরর্থক। কলিযুগে প্রতিনিয়ত মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মহাদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলে, সংসারজন্য ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। মহাত্মা মহেশ্বর যাহাদের প্রতি প্রসন্ন না হন, তাহাদিগের কোন সময়ে তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় না। হে দেবেন্দ্র! আমি মহাদেবের আজ্ঞায় কীট, পতঙ্গ ও কুক্কুরযোনি লাভ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আপনি আমাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিলেও আমি তাহা লাভ করিতে কামনা করি না। ফলতঃ কি স্বর্গ, কি দেবরাজ্য, কি ব্রহ্মলোক, কি পূর্ণভাব, কি অন্যান্য ঐশ্বর্য্য, কিছুতেই আমার প্রার্থনা নাই, কেবল একমাত্র মহাদেবের দাসত্ব আমার প্রার্থনীয়। যে কালপর্য্যন্ত ভগবান্ চন্দ্রশেখর আমার প্রতি প্রসন্ন না হইবেন, আমি ততকাল জন্ম মৃত্যু ও জরা জন্য শত শত দুঃখসম্ভোগ করিব। ইহলোকে সেই সূর্য্য, শশধর ও অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জকলেবর, ত্রিভুবনের সারভূত, জরামৃত্যুবিহীন, অদ্বিতীয় পুরুষ রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে কেহই শান্তি লাভ করিতে পারে না। যাহা হউক, যদি স্বীয় কর্ম্মদোষে আমাকে বারংবার ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন সেই সেই জন্মে মহাদেবের প্রতি আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকে।

ইন্দ্র কহিলেন, উপমন্যো! তুমি অন্য দেবগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক একমাত্র মহাদেবের নিকটই বরলাভের অভিলাষ করিতেছ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই মহাদেব যে সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহার প্রমাণ কি?

আমি কহিলাম, দেবরাজ! ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, দেবাদিদেব মহাদেব নিত্য ও অনিত্য, ব্যক্ত ও অব্যক্ত এক ও বহু; সুতরাং তিনিই সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি ইহা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া একমাত্র তাঁহার নিকটই বর প্রার্থনা করিয়া থাকি। তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্তও নাই। তিনি অচিন্তনীয়, জ্ঞানরূপ, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও পরমাত্মা। তাঁহা হইতে নিত্যসিদ্ধ অবিনাশী ঐশ্বর্য্য সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি কোন বীজ হইতে উদ্ভূত নহেন, কিন্তু তাঁহা

হইতেই সমুদায় বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি প্রকৃতির অতীত জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার স্বরূপ বুদ্ধিপ্রভৃতি সমুদায় বৃত্তির অবিষয়ীভূত। তাঁহাকে জ্ঞাত হইলে শোক তাপ তিরোহিত হইয়া যায়। তিনি ভূতভাবন, ভূতপালক, অন্তর্যামী, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বদাতা। হেতুবাদ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। তিনি মুক্তিপ্রদ ও তত্ত্বজ্ঞানীদিগের উপাস্য। তিনি তোমারও আত্মা, সুরগণেরও অধীশ্বর ও সকল জীবের গুরু। তিনি স্বীয় মহিমায় সমুদায় ব্যাপ্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক উহার মধ্যে ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই অগ্নি, জল, অনিল, পৃথিবী, আকাশ, বুদ্ধি, মন ও মহত্তত্ত্বকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন। ভগবান্ ভূতপতি মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, রূপরসাদি বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমুদায়ের পরম আশ্রয়স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। লোকে যে পিতামহ ব্রহ্মাকে জগৎস্রষ্টা বলিয়া থাকে; তিনি ঐ দেবাদিদেবকে আরাধনা করিয়া জগৎসৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রভাবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সেই ত্রিলোকনাথ ব্যতিরেকে কোন দেবতাই দৈত্যদানবগণের আধিপত্য মোচন ও শাসন করিতে সমর্থ হন না। দিক্, কাল, বায়ু, সলিল এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি তেজঃপদার্থ সমুদায় তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। সেই মহেশ্বরই যজ্ঞ ও ত্রিপুরাসুরের উৎপত্তিবিনাশের কারণ। তিনি সকলের স্রষ্টা, সর্ব্বকামপ্রদাতা ও দৈত্যদানবগণের রাজ্যাপহারক। হে দেবরাজ! তাঁহার মহিমা আর অধিক কি কীর্ত্তন করিব; তাঁহারই অনুগ্রহে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রভাবে জীবগণের উপভোগের নিমিত্ত এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সমুদায় লোকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। সুরগণ অসুরগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যদি শিবতুল্য অন্য কোন দেবতাকে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন। তিনি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে দেব, যক্ষ, ও উরগগণের রাজ্যাদি অপহৃত হইলে পুনরায় উহা প্রদান করিয়া থাকেন। ত্রিপুর, অন্ধক, দুন্দুভি, মহিষ এবং রাক্ষস ও নিবাতকবচগণকে একবার বর প্রদান করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বহ্নিমুখে তাঁহারই রেতঃ আহুত হইয়াছিল। তাঁহারই রেতঃপ্রভাবে সুবর্ণময় গিরি উৎপন্ন হয়। তিনি ত্রিলোকমধ্যে দিগম্বর ও ঊর্দ্ধরেতাঃ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর, অথচ অনঙ্গবিজয়ী। দেবগণ তাঁহারই পরম স্থানের সবিশেষ প্রশংসা করেন। তিনিই শ্মশানে ভূতগণের সহিত ক্রীড়া ও নৃত্য করিয়া থাকেন। তিনি ব্যতিরেকে আর কাহারই ঐশ্বর্য্য অবিনশ্বর নহে। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার তুল্য বললাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া থাকে। তাঁহা ব্যতিরেকে

আর কোন্ দেবতা বারিবর্ষণ ও উত্তাপদান করিতে পারেন এবং কেই বা তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন? তাঁহা হইতেই ওষধি উৎপন্ন হয়। তিনিই সমুদায় ধনের স্থান। তাঁহা ব্যতিরেকে আর কে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া থাকেন? মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও যোগিগণ, জ্ঞান ও যজ্ঞাদি দ্বারা সেই দেবদেবেরই আরাধনা করেন। তিনি কর্ম্মফলশূন্য। আমি তাঁহাকেই এই বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, উপমাশূন্য, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, সগুণ ও নির্গুণ। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা, কালত্রয়স্বরূপ ও সকলের কারণ। তিনি ক্ষর, অক্ষর ও প্রকৃতি। তাঁহা হইতে বিদ্যা, অবিদ্যা, কার্য্য, অকার্য্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আমি সেই দেবদেবকেই সকলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। দেখুন, রুদ্রদেব সৃষ্টিবিধানার্থ আপনার লিঙ্গের সহিত শক্তিচিহ্ন সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে আমার জননী কহিয়াছেন যে, মহাদেবই লোকোৎপাদনের একমাত্র কারণ, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহই নাই। এক্ষণে যদি আপনার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে আপনি অচিরাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হউন। ব্রহ্মাদি দেবগণসমবেত এই তিন লোক তাঁহারই লিঙ্গনিঃসৃত বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবতা ও দৈত্যগণ তাঁহার প্রসাদে পূর্ণমনোরথ হইয়া তাঁহা অপেক্ষা আর কাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন না। বেদমধ্যে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত আছে। এক্ষণে আমি ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মোক্ষলাভের নিমিত্ত সেই রুদ্রদেবের উপাসনা করিতেছি। যখন সুরগণ সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন, তখন তিনি যে সকল কারণের কারণ, ইহাতে হেতুবাদ প্রদর্শন করিবার আর আবশ্যকতা নাই। দেবগণ সেই মহেশ্বরের লিঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও লিঙ্গ পূজা করেন নাই ও করিতেছেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আপনি ও অন্যান্য দেবগণ আপনারা সকলেই সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনিই সকল দেবতার অগ্রগণ্য। ব্রহ্মার চিহ্ন পদ্ম; বিষ্ণুর চিহ্ন চক্র ও আপনার চিহ্ন বজ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু প্রজারা আপনাদিগের কাহারই চিহ্নে চিহ্নিত নহে। তাহারা হরপার্ব্বতীর চিহ্নানুসারে লিঙ্গ ও যোনিচিহ্ন ধারণ করিয়াছে। সুতরাং উহারা যে শিব ও শিবা হইতে উদ্ভূত, তাহার আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পার্ব্বতীর অংশে সম্ভূত হইয়াছে বলিয়া যোনিচিহ্নে চিহ্নিত, আর পুরুষেরা মহাদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া লিঙ্গচিহ্নিত হইয়াছে; যাহারা উঁহাদের উভয়েরই চিহ্নে চিহ্নিত নহে, তাহারা ক্লীবপদবাচ্য হইয়া জনসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। এই জীবলোকে পুংলিঙ্গধারীকে শিবের ও স্ত্রীলিঙ্গধারীকে পার্ব্বতীর অংশ বলিয়া অবগত হইবে। এই চরাচর বিশ্ব হরপার্ব্বতী দ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই

দেবাদিদেব হইতে আমার উৎকৃষ্ট বর বা নিধন লাভ হউক, উভয়ই আমার প্রার্থনীয়। ফলত মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতারই প্রতি আমার আস্থা নাই। অতএব হে দেবরাজ! তুমি এই স্থানে অবস্থান বা স্বস্থানে প্রস্থান যাহা ইচ্ছা হয় কর।

আমি দেবরাজকে এই কথা কহিয়া, হায়! অদ্যাপি ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, সেই ইন্দ্রসমারূঢ় ঐরাবত ক্ষণকালমধ্যে হংস, কুন্দ, চন্দ্র, মৃণাল ও রজতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, ক্ষীরোদার্ণবসদৃশ শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণপুচ্ছ, পিঙ্গললোচন বৃষ হইয়া বজ্রসারময়, তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ ঈষৎ বক্রাগ্র, সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গ দ্বারা যেন অবনীমণ্ডল বিদারণ করিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। মুখ, নাসা, কর্ণ কটি, খুর ও পার্শ্বদেশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। স্কন্ধ এবং ককুদ বিপুল স্কন্ধদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। দেবদেব ভগবান্ শূলপাণি পার্ব্বতীর সহিত সমবেত হইয়া সেই তুষারগিরিসন্নিভ শুভ্রমেঘতুল্য বৃষের উপরিভাগে আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার তেজঃ হইতে অনল উৎপন্ন হইয়া সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুদায় জগৎ সমাচ্ছন্ন করিয়া দেদীপ্যমান হইতেছে। ঐ সময় সেই দেবাদিদেবকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন যুগান্তকালীন সম্বর্ত্তক হুতাশন প্রাণিগণকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভগবান্ মহেশ্বরের সেই জগদ্ব্যাপ্ত দুনিরীক্ষ্য তেজঃ নিরীক্ষণ করিয়া আমি নিতান্ত চিন্তাকুল ও উদ্বিগ্নহৃদয় হইলাম।

অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে সেই তেজঃ সমুদায় দিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবাদিদেবের মায়াপ্রভাবে প্রশান্তভাব ধারণ করিল। তখন আমি দেখিলাম, অতুল তেজঃসম্পন্ন ভগবান্ ভূতনাথ অষ্টাদশভুজসম্পন্ন, সর্ব্বাভরণভূষিত, শুক্লবস্ত্র ও শুক্লমাল্যে পরিশোভিত ও শুক্লযজ্ঞোপবীতধারী হইয়া নির্ধূম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। চারুদর্শনা পার্ব্বতী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার আত্মতুল্য পরাক্রান্ত অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিতেছে। তাঁহার মস্তকস্থিত শশধর সূর্য্যত্রয়ের ন্যায় দেদীপ্যমান নেত্রত্রয় দ্বারা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি রত্নবিভূষিত সুবর্ণময় পদ্মের অপূর্ব্ব মালা ও তেজোময় মূর্ত্তিমান্ অস্ত্রসমুদায় ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার এক হস্তে ইন্দ্রায়ুধ তুল্য ভীষণ পিনাক বিদ্যমান রহিয়াছে; এক সপ্তশীর্ষ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র বিষপূর্ণ বিষধর উহার জ্যাবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। অপর হস্তে পাশুপত নামক দিব্য অস্ত্র কালানলের ন্যায়, ভীষণ মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ অস্ত্র একপদ সহস্র মস্তক, সহস্র উদর, সহস্র ভুজ, সহস্র জিহ্বা ও সহস্র নেত্রসম্পন্ন; উহা দেখিলে বোধ হয়, যেন অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুদায় উদ্গীরণ করিতেছে। ঐ অস্ত্র ব্রাহ্ম্য, নারায়ণ, ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বারুণ অস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ; উহার প্রভাবে সমুদায় অস্ত্র নিরা-

কৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতভাবন ঐ অস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে নিমেষমধ্যে ঐ অস্ত্র দ্বারা ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে পারেন। ঐ অস্ত্রের অবধ্য কেহই নাই। আমি তাঁহার হস্তে আরও একটী অত্যাশ্চর্য্য দিব্যাস্ত্র দর্শন করিলাম। লোকসমাজে উহা শূল বলিয়া বিখ্যাত আছে। ঐ অস্ত্র পাশুপতের তুল্য অথবা তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ মহাদেব ঐ ত্রিলোকবিখ্যাত অস্ত্র দ্বারা অনায়াসে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিদীর্ণ, মহোদধি শুষ্ক এবং বিশ্বসংসার বিনষ্ট করিতে পারেন। পূর্ব্বে রাক্ষসকুলোদ্ভব মহাবীর লবণ উহার দ্বারা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ত্রিলোকবিজয়ী যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাকে সসৈন্যে নিহত করিয়াছে। তৎকালে ঐ শূল দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা ভ্রূকুটি বদ্ধ করিয়া তর্জ্জন করিতেছে, যেন মহাদেবের হস্তে কালসূর্য্য সমুদিত হইয়াছে এবং যেন কালান্তক পাশ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ঐ দেবাদিদেব পূর্ব্বকালে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে ক্ষত্রিয়কুলভয়ঙ্কর পরশু প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা সমরাঙ্গনে মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তবীর্য্য নিহত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করেন; প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ সেই ভয়ঙ্কর কুঠারও তৎকালে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত ছিল। হে মাধব! এতদ্ভিন্ন আর অন্যান্য অসংখ্য অস্ত্র সেই পরম পুরুষের নিকট বিদ্যমান ছিল; কেবল এই গুলি প্রধান বলিয়া বিশেষরূপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

ঐ সময় লোকপিতামহ ব্রহ্মা হংসসংযুক্ত মনোজবগামী দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সেই দেবাদিদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে, গরুড়ারূঢ় শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার বামপার্শ্বে, কার্ত্তিকেয় ময়ূরোপরি আরোহণ পূর্ব্বক শক্তি ও ঘণ্টা ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর সম্মুখে এবং তৎসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন নন্দী শূল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বায়ম্ভুবাদি মনু, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই তাঁহার নিকট সমুপস্থিত ছিলেন। প্রমথ ও মাতৃগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া নানাপ্রকার স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও নারায়ণ সামবেদ উচ্চারণ এবং দেবরাজ ইন্দ্র শতরুদ্রীয় পাঠ করিতেছিলেন। ঐ তিন মহাত্মাকে দেখিয়া তৎকালে বোধ হইল যেন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় ঐ স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং উঁহাদের মধ্যস্থলে ভগবান্ মহাদেবকে অবলোকন করিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল যেন, সূর্য্য শরৎকালীন মেঘ হইতে বিনির্গত হইয়া পরিবেশ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

হে কেশব! আমি এই জগৎপতি মহাদেবকে সন্দর্শন করিয়া এই বলিয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম। হে দেবাদিদেব মহাদেব! তুমি ইন্দ্রস্বরূপ বজ্রধারী

এবং পিঙ্গল ও অরুণবর্ণ। তুমি পিনাক, শঙ্খ ও শূল ধারণ করিয়া থাক। তোমার কেশপাশ কৃষ্ণবর্ণ ও আকুঞ্চিত, কৃষ্ণাজিন তোমার উত্তরীয়। কালীমূর্ত্তি তোমার একান্ত প্রিয়। তুমি শুক্লবর্ণ, শুক্লাম্বরধারী, শুক্লভস্মাদিগ্ধাঙ্গ এবং শুদ্ধ কর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত। তুমি রক্তবর্ণ, রক্তাম্বর, রক্তধ্বজ, রক্তপতাক ও রক্তমাল্যধারী। তুমি পীতবর্ণ, পীতাম্বর,পীতচ্ছত্র ও কিরীটধারী। তুমি গলদেশে অর্দ্ধহার, ভুজে অর্দ্ধকেয়ূর ও কর্ণে অর্দ্ধকুণ্ডল ধারণ করিতেছ। তোমার গমনবেগ পবনের ন্যায়। তুমি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও গজেন্দ্র। তুমি উৎপলমিশ্রিত পদ্মমাল্যধারী। তোমার অর্দ্ধশরীর চন্দন ও অর্দ্ধশরীর মাল্যদ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। তুমি আদিত্যবক্ত্র, আদিত্যনয়ন, আদিত্যবর্ণ ও আদিত্যপ্রতিম। তুমি সোম, সৌম্যবক্ত্র, সৌম্যমূর্ত্তি, সৌম্যদন্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তুমি শ্যাম, গৌর, অর্দ্ধপীত, অর্দ্ধপাণ্ডর। তুমি অর্দ্ধনারীশ্বর, বৃষভবাহন ও গজেন্দ্রগমন। তুমি স্বয়ং দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু তোমার অগম্য স্থান কুত্রাপি নাই। প্রমথগণ তোমার গুণগান ও অনুগমন করে। তুমি তাহাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও তাহাদিগের ব্রতস্বরূপ। তোমার বর্ণ কখন শ্বেতমেঘসদৃশ এবং সন্ধ্যারাগতুল্য হয়। তোমার নামের নিরূপণ নাই। তোমার মস্তক বিচিত্রমাল্য ও কুসুম দ্বারা এবং ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিভূষিত। তুমি অগ্নিমুখ, অগ্নিরূপী, অগ্নিনেত্র, চন্দ্রনেত্র, মনোহরমূর্ত্তি ও অতি দুষ্প্রাপ্য। তুমি খেচর, বিষয়নিরত, ভূচর, ভুবন ও স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ। তুমি দিগম্বর, দিব্যবস্ত্রধারী, জগন্নিবাস এবং জ্ঞান ও সুখস্বরূপ। তোমার মস্তকে সমুজ্জ্বল মুকুট, হস্তে অপূর্ব্ব কেয়ূর ও কণ্ঠে সর্পময় হার নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে। তুমি বিচিত্রাভরণবিভূষিত, ত্রিনেত্র, অসংখ্যলোচন, যোগী, সাঙ্খ্যশাস্ত্র এবং স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকস্বরূপ। তুমি যজ্ঞসম্পাদক দেবতা, অথর্ব্ববেদস্বরূপ। তুমি সর্ব্বতাপনাশন, শোকহর্ত্তা ও বহুমায়াধারী। তোমার স্বর মেঘের ন্যায় অতি গম্ভীর। তুমি বীজ ও ক্ষেত্রের প্রতিপালক এবং সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি দেবদেব, বিশ্বপতি, পবনের ন্যায় বেগবান্ ও পবনস্বরূপ। তুমি কাঞ্চনমাল্যধারী। দৈত্যদিগের পূজনীয় ও প্রচণ্ড বেগবান্। তুমি পর্ব্বতে ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদন করিয়াছ। তুমি মহিষঘ্ন, ত্রিরূপধারী ও সর্ব্বরূপময়। তুমি ত্রিপুরহন্তা, যজ্ঞবিঘাতক, কামনাশন ও কালদণ্ডধারী। তুমি কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, ও ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ। তুমি ভব, শর্ব্ব, বিশ্বরূপ, ঈশান, ভগঘ্ন ও অন্ধকঘাতী। তুমি চিন্ত্য, অচিন্ত্য, মায়াবী এবং আমাদিগের পরম গতি ও হৃদয়স্বরূপ। পণ্ডিতেরা তোমাকে দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত, সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মা, সাঙ্খ্যশাস্ত্রমধ্যে পরমপুরুষ, পবিত্রদিগের মধ্যে ঋষভদেব, আশ্রমীদিগের মধ্যে গৃহস্থ, ঈশ্বরগণমধ্যে মহেশ্বর, যক্ষগণমধ্যে কুবের, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু, পর্ব্বত-

মধ্যে সুমেরু ও হিমালয়, নক্ষত্রমধ্যে চন্দ্র, ঋষিগণমধ্যে বশিষ্ঠ, গ্রহমধ্যে সূর্য্য, আরণ্য পশুর মধ্যে সিংহ, গ্রাম্য পশুর মধ্যে বৃষ, আদিত্যগণমধ্যে বিষ্ণু, বসুগণমধ্যে পাবন, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, ভুজঙ্গগণ মধ্যে অনন্ত, বেদমধ্যে সামবেদ, যজুর্ব্বেদের মধ্যে রুদ্রাধ্যায়, পরমহংসমধ্যে সনৎকুমার, সাঙ্খ্যবেত্তাদিগের মধ্যে কপিল, পিতৃগণের মধ্যে ধর্ম্মরাজ, লোকসমুদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম-লোক, গতিসমুদায়ের মধ্যে মোক্ষ, সাগর-গণের মধ্যে ক্ষীরোদ, বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সর্ব্বভূতের আদি, সংহারকর্ত্তা ও কালস্বরূপ। তুমি সমুদায় তেজঃ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি ভক্ত-বৎসল ও যোগেশ্বর। আমি ঐশ্বর্য্যবিহীন ও নিতান্ত কাতর হইয়া ভক্তিভাবে তোমার আরাধনা করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। যদিও অজ্ঞান-বশত আমার অপরাধ হইয়া থাকে, আমাকে ভক্ত মনে করিয়া তোমাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। আমি তোমার বিপরীত রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলাম বলিয়া তোমাকে পাদ্য অর্ঘ প্রদান করি নাই।

আমি এইরূপে ভক্তিভাবে সেই ভূত-ভাবন ভগবান্ মহাদেবকে স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি সমুদায় নিবেদন করিলাম। ঐ সময় আমার মস্তকে শীতলাম্বুসংবলিত দিব্যগন্ধসমন্বিত পুষ্পবৃষ্টি নিপাতিত হইল। দেবকিঙ্করগণ দিব্য দুন্দুভিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। সুখাবহ সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর পার্ব্বতীসমন্বিত ভূত-ভাবন ভগবান্ পিনাকপানি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ত্রিদশগণ! ঐ দেখ, মহাত্মা উপমন্যু আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া স্তব করিতেছে। তখন দেবগণ ভগবান্ শূলপাণির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও জগৎপতি। আমরা প্রার্থনা করি, আপনার প্রসাদে মহাত্মা উপমন্যুর সমুদায় অভিলাষ পূর্ণ হউক।

দেবগণ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ভূতনাথ হাস্যমুখে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার রূপ নিরীক্ষণ কর। আমি তোমার প্রতি যাহার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। তুমি আমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট তুষ্টিলাভ করিলাম। অতএব তুমি এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমস্ত কামনাই পূর্ণ করিব।

আমি দেবাদিদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভি-হিত হইয়া পুলকপূর্ণকলেবরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন এবং ক্ষিতিতলে জানুযুগল সংস্থা-পন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া গদ্গদ বাক্যে কহিলাম, হে দেবদেব! আজি আপনি আমার সমক্ষে অবস্থান করাতে বোধ হইতেছে, যেন অদ্যই আমি জীবলোকে নূতন জন্মগ্রহণ করিলাম। আজি আমার জন্ম সার্থক হইল। দেবগণও

যে আরাধ্য, পরম পূজ্য, অমিতপরাক্রম মহাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হন, আজি আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম; সুতরাং আমার ন্যায় ধন্য ও কৃতপুণ্য লোক আর কেহই নাই। যোগিগণ যাঁহাকে পরমতত্ত্ব, নিত্য, ষড়্‌বিংশ, অজ, জ্ঞানস্বরূপ ও অবিনাশী বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের আদি দেবতা। তুমি সৃষ্টিপ্রারম্ভে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ও বামাঙ্গ হইতে লোকরক্ষার্থ বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়া থাক। প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে লোকসংহারার্থ তোমা হইতেই রুদ্রদেবের সৃষ্টি হয়। সেই মহাতেজাঃ রুদ্র কালমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত ভূত বিনাশ করিয়া থাকেন। তুমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া প্রলয়কালে প্রাণিগণের স্মৃতিশক্তির বিলোপ কর। তুমি সর্ব্বগামী, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, সকল কারণের কারণ ও অদৃশ্য। এক্ষণে যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকে। তোমার অনুগ্রহে যেন আমি ত্রিকালজ্ঞ হই এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত সতত দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে পাই। আর তুমি যেন আমাদিগের এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান কর।

তখন ত্রিলোকপূজিত চরাচরগুরু ভগবান্ ভূতনাথ আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি মৎপ্রসাদে বরপ্রভাবে অজর, অমর, যশস্বী, তেজস্বী শোকদুঃখশূন্য ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইবে। মহর্ষিগণ সতত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন। তুমি সুশীল, গুণবান্, সর্ব্বজ্ঞ ও প্রিয়দর্শন হইবে এবং স্থিরযৌবন ও অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া কালযাপন করিবে। তুমি যে স্থানে ক্ষীরসমুদ্রের সমাগম বাসনা করিবে, ঐ পয়োনিধি সেই স্থানেই প্রাদুর্ভূত হইবে। এক্ষণে তুমি বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে স্বেচ্ছানুসারে অমৃততুল্য দুগ্ধান্ন ভোজন কর। অতঃপর এক কল্প অতীত হইলে তুমি আমার নিকট সমুপস্থিত হইবে। তোমার কুল, গোত্র ও বন্ধুগণ চিরস্মরণীয় হইবে। আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকিবে। আমি তোমার এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান করিব। এক্ষণে তুমি পরম সুখে অবস্থান কর। কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না। তুমি আমাকে স্মরণ করিলেই আমি তোমার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইবে। কোটিসূর্য্যসম তেজস্বী ভগবান্ উমাপতি আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে বাসুদেব! আমি সমাধিবলে এইরূপে দেবদেব মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে যেরূপ বর প্রদান করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ ফললাভ করিয়াছি। ঐ দেখ, সিদ্ধ, মহর্ষি, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, বৃক্ষ সকল সমস্ত ঋতুর পুষ্পফলে নিরন্তর সুশোভিত রহিয়াছে এবং ভগবান্

ভূতভাবনের প্রসাদে আশ্রমস্থ সমুদায় পদার্থ দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি উপমন্যু এই কথা কহিলে, আমি বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে কহিলাম, তপোধন! আপনার আশ্রমে যখন স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব সতত বাস করিয়া থাকেন, তখন আপনার অপেক্ষা ধন্য ও কৃতপুণ্য লোক আর কেহই নাই। এক্ষণে সেই ত্রিলোকীনাথ কি আমাকে দর্শন প্রদান করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন?

তখন উপমন্যু কহিলেন, বাসুদেব! তুমি আমার ন্যায় অনতিকাল মধ্যে সেই দেবদেবকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। আমি দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে সততই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি ছয় মাস আরাধনা করিতে করিতেই তাঁহার দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইবে এবং তাঁহা হইতে আটটী ও দেবী পার্ব্বতী হইতে ষোলটী বর লাভ করিবে। আমি তাঁহারই অনুগ্রহে ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছি। তিনি যখন এই সমস্ত মহর্ষিদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিয়াছেন, তখন তোমাকে উপেক্ষা করিবেন কেন? তুমি ব্রহ্মপরায়ণ অনৃশংস ও শ্রদ্ধাশীল; সুতরাং তোমার তুল্য লোকের সহিত সমাগম দেবগণের নিতান্ত স্পৃহনীয়। এক্ষণে আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি, উহার প্রভাবে তুমি অচিরাৎ মহাদেবের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবে। তখন আমি সেই মহাত্মা উপমন্যুকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্! যখন আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই সেই অসুরকুলান্তক দেবাদিদেবের দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইব।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই মুনিবরের সহিত মহাদেববিষয়ক বাক্যালাপ করিতে করিতে মুহূর্ত্তের ন্যায় অষ্টাহ অতীত হইল। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ আমার মস্তক মুণ্ডন এবং আমাকে দণ্ড, কুশ, চীর ও মেখলা গ্রহণ করাইয়া শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত করিলেন। পরে আমি এক মাস ফলাহার ও চারি মাস জলপান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এক পদে অবস্থান করিলাম। অনন্তর ষষ্ঠ মাস উপস্থিত হইলে দেখিলাম, আকাশমণ্ডলে একেবারে সহস্র সূর্য্যের তেজঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ তেজোমণ্ডলের মধ্যস্থলে নীলপর্ব্বতের ন্যায় এক খণ্ড মেঘ আমার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ঐ মেঘ ইন্দ্রায়ুধ ও বিদ্যুন্মালায় বিভূষিত। ভগবান্ মহাদেব স্বীয় ভার্য্যা পার্ব্বতীর সহিত সেই মেঘের মধ্যে অবস্থান করিয়া যুগপৎ সমুদিত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তখন আমি পুলকিতগাত্রে বিস্ময়বিকাশিতলোচনে সেই দেবগণের একমাত্র গতি আর্ত্তপরিত্রাণকর্ত্তা ভগবান্ মহাদেবকে সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তিনি কিরীট, গদা, শূল, ব্যাঘ্রাজিন, জটা, দণ্ড, পিনাক, বজ্র, অঙ্গদ, নাগযজ্ঞোপবীত ও বিবিধ বর্ণযুক্ত দিব্যমালা ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাকে শরৎকালীন পরিবেশগত চন্দ্র ও দুর্নিরীক্ষ্য দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রমথগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্

পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। একাদশ শত রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য ও বিশ্বেদেবগণ তাঁহার স্তব এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র তাঁহার নিকট সামবেদ পাঠ করিতেছিলেন। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, যোগীশ্বর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, সংবৎসর, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, নিমেষ, যুগপর্য্যায়, বিদ্যা, বেদ, যজ্ঞ, দীক্ষা, দক্ষিণা, পাবক, হবি, যজ্ঞীয় দ্রব্য, সনৎকুমার, মরীচি, অঙ্গিরাঃ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, সপ্তমনু, সোম, বৃহস্পতি, ভৃগু, দক্ষ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, কাশ্য, প্রজাপালক, মাতৃগণ, দেবকন্যা, দেবপত্নী, বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক ও রাক্ষসগণ এবং গীতবাদ্যবিশারদ, অপ্সর ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতেছিলেন। বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক, রাক্ষস প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূতই কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রকাশ করিতেছিল। ঐ সময় ভূতভাবন ভবানীনাথ আমার সমীপে অবস্থান করাতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আমাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই দেবদেবের তেজঃপ্রভাবে তাঁহাকে অবলোকন করিতে আমার ক্ষমতা ছিল না।

অনন্তর সেই ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি আমার রূপ দর্শন করিয়া আমার নিকট স্বীয় প্রার্থনা ব্যক্ত কর। তুমি সহস্র সহস্র বার আমার আরাধনা করিয়াছ। ত্রিলোকমধ্যে তোমার তুল্য আমার পরম ভক্ত আর কেহই নাই। দেবাদিদেব মহাদেব আমাকে এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। জগন্মাতা পার্ব্বতী আমাকে ভূতপতির চরণে প্রণত দেখিয়া আমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইলেন। তখন আমি সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজনীয় দেবদেব মহেশ্বরকে ভক্তিভাবে স্তব করিয়া কহিলাম, হে সনাতন বিশ্ববিধাতঃ! মহর্ষিগণ তোমাকে বেদের অধিপতি, তপস্যা, সত্য এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মনু, ভব, ধাতা, বিধাতা ও সূর্য্যস্বরূপ। তোমা হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। তুমিই এই চরাচর ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছ। মহর্ষিগণ তোমাকে সমুদায় ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ প্রাণ ও সপ্ত অগ্নির স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও স্তবযোগ্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি সমুদায় বেদ, যজ্ঞ, সোমরস, দক্ষিণা, অগ্নি, ঘৃত, যজ্ঞোপকরণ দ্রব্য, দান, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, লজ্জা, কীর্ত্তি, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি, মোক্ষপ্রদা সিদ্ধি, কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, মদ ও মৎসরস্বরূপ। তোমা হইতেই আধি ও ব্যাধি সমুদায় সমুদ্ভূত হইয়াছে। তুমিই ক্রিয়া, হর্ষাদি চিত্তবিকার, প্রণয়, বাসনাবীজ, মনের উৎপত্তিস্থান, নিত্যসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য, অব্যক্ত পরব্রহ্ম, অচিন্ত্য, সূর্য্য, জ্যোতির্ম্ময়, গুণসমুদায়ের আদি ও জীব সমুদায়ের লয়স্থান। বেদার্থবিদ্ পণ্ডিতেরা মহত্তত্ত্ব, আত্মা, মতি, ব্রহ্মা, বিশ্ব, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, বুদ্ধি,

প্রজ্ঞা, চেতনা, জ্ঞান, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি-স্বরূপ বলিয়া ধ্যান করেন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তোমাকে ঐরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সংসারমূল অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হন। তুমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ জীবাত্মা। মহর্ষিগণ প্রতিনিয়ত তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন। তোমার হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষুঃ, কর্ণ ও মস্তক সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি সমুদায় লোক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি স্বর্গসুখ, সূর্য্যের প্রভা ও কিরণ, সর্ব্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মা, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, ঈশান, জ্যোতিঃ ও অব্যয়স্বরূপ। তোমাতে বুদ্ধি, মতি ও লোকসমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যসঙ্কল্প, জিতেন্দ্রিয়, যোগানুষ্ঠাননিরত মহাত্মারা নিরন্তর তোমারই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। যাঁহারা তোমাকে হৃদয়াকাশশায়ী, পরম পুরুষ, বিশ্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময় ও বুদ্ধিমান্দিগের পরম গতি বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান্! মনুষ্য মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাত সূক্ষ্ম গুণ ও তোমার সর্ব্বজ্ঞতাপ্রভৃতি ছয় গুণ এবং যোগবিধি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই, তোমাতে লীন হইতে পারে।

আমি এইরূপে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের স্তব করিলে জগতের সমুদায় লোক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, দেব, অসুর, নাগ, পিশাচ, পক্ষী, রাক্ষস ভূত, মহর্ষি ও পিতৃগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত ও আমার মস্তকে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। তখন ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীনাথ পার্ব্বতী ও ইন্দ্রকে অভিনন্দন পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি যে আমার পরম ভক্ত, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তোমাকে আটটী বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি; অতএব তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলাষানুরূপ আটটী বর প্রার্থনা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবাদিদেব এই কথা কহিলে, আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে কহিলাম, ভগবন্! আমি তোমার নিকট ধর্ম্মে দৃঢ়তা, রণস্থলে শত্রুনাশের ক্ষমতা, পরম যশঃ, বল, যোগ, লোকপ্রিয়তা, তোমার সন্নিকর্ষ ও অসংখ্য পুত্র প্রার্থনা করি। তখন ভগবান্ শঙ্কর আমার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তাহা অবশ্যই সফল হইবে।

অনন্তর জগন্মাতা ভবানী আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! ভগবান্ শঙ্করপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তোমার অভিলাষানুরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে; এক্ষণে তুমি আমার নিকট আটটি বর প্রার্থনা কর, আমি প্রসন্নমনে তাহা প্রদান করিব। তখন আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্ম-

ণের প্রতি প্রসন্নতা, পিতার অনুগ্রহ, শত পুত্র, উৎকৃষ্ট ভোগ, কুলানুরাগ, মাতার নিকট প্রসন্নতা, শান্তি ও কার্য্যনৈপুণ্য এই আটটী বর প্রার্থনা করিলাম। পার্ব্বতী কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। এতদ্ভিন্ন তুমি অমরতুল্য প্রভাব, সত্যানুরাগিতা, ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা, তাহাদিগের অনুরাগ, অক্ষয় ধনধান্য, বন্ধুগণের প্রীতি ও মনোহর শরীর লাভ করিবে এবং তোমার আবাসে প্রতিদিন সপ্ত সহস্র অতিথি ভোজন করিবে।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতী উভয়ে আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া প্রমথগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি আমাকে বরদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে, আমি সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর দ্বিজবর উপমন্যুর নিকট গমন পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! দেবাদিদেব মহাদেবের তুল্য দেবতা আশ্রয়দাতা ও যোদ্ধা আর কেহই নাই।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই দ্বিজবর উপমন্যু পুনরায় মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপলক্ষে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! পূর্ব্বে সত্যযুগে তণ্ডিনামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তিনি দশ সহস্র বৎসর সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবান্ পিণাকপাণির আরাধনা করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা তণ্ডি সমাধি দ্বারা দশসহস্র বৎসর পরমাত্মস্বরূপ অব্যয় মহাদেবের আরাধনা করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা যে প্রধান পুরুষ লোকপ্রতিষ্ঠাতা মহাদেবের স্তব পাঠ ও যোগিগণ যাঁহাকে মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন, যিনি সৃষ্টি ও সংহারের অদ্বিতীয় কারণ; দেবতা, অসুর ও মুনিগণের মধ্যে যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই; আমি সেই অনাদিনিধন পরমসুখী দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা তণ্ডি এই কথা বলিবামাত্র ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি অক্ষয়, অচিন্ত্য, নিত্য, পূর্ণব্রহ্ম, নির্গুণ অথচ গুণবিষয়ীভূত এবং যোগিগণের পরমানন্দ ও মোক্ষস্বরূপ। তিনি ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, ব্রহ্মা ও বিশ্বের একমাত্র গতি এবং অচল, শুদ্ধ, বুদ্ধিশক্তিগ্রাহ্য, মনঃস্বরূপ, দুর্জ্ঞেয় ও অপরিমেয়। দুরাত্মারা কখনই তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বিশ্বসংসারের উৎপত্তিস্থান ও তমোগুণাতীত।

মহাত্মা তণ্ডি বহুবর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সেই ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার স্তব করত কহিলেন, হে পরমাত্মন্! তুমি পবিত্রদিগের মধ্যে পবিত্র, গতিমান্‌দিগের

পরম গতি, তেজস্বীদিগের উৎকৃষ্ট তেজঃ ও তপস্বীদিগের পরম তপস্যাস্বরূপ। ইন্দ্র তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন। তুমি বিশ্বাবসু, হিরণ্যাক্ষ, সহস্রাংশু, মোক্ষপ্রদ, সর্ব্বসুখের আধার ও পরম সত্যস্বরূপ। তুমি জন্মমরণভীরু সন্ন্যাসীদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাক। যখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বিশ্বদেব ও মহর্ষিগণও তোমাকে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না তখন আমি কিরূপে তোমাকে পরিজ্ঞাত হইব। বিশ্বসংসার তোমা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে ও তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি কাল পুরুষ ও ব্রহ্মস্বরূপ। পুরাণজ্ঞ দেবর্ষিগণ তোমাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্রূপী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি জীব, দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বর্গাদি লোক, অনুভবাত্মক জ্ঞান এবং যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ। তুমি দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয় ও সর্ব্বান্তর্যামী। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে অনাময় পরম ভাব লাভ করিতে পারেন। যাহারা তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা না করে, তাহাদিগকে ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তুমি মোক্ষ ও স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। তোমার কৃপাবলেই লোকে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করে, আর তোমার কৃপা না থাকিলেই উহার লাভে বঞ্চিত হয়। তুমি স্বর্গ, মোক্ষ, কাম, ক্রোধ, সত্ত্ব, রজ, তম, অধ ও উর্দ্ধস্বরূপ। তুমি ব্রহ্মা, ভব, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, সবিতা, যম, বরুণ, চন্দ্র, মনু, ধাতা, বিধাতা, কুবের, পৃথিবী, বায়ু, সলিল, অগ্নি, আকাশ, বাক্য, বুদ্ধি, স্থিতি, মতি, কর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, সত্তা, অসত্তা, ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি বিষয়, প্রকৃতির অতীত, কার্য্যকারণভিন্ন এবং চিন্ত্য ও অচিন্ত্যস্বরূপ। তুমি পরব্রহ্ম, পরম পদ ও সাংখ্যমতাবলম্বী ও যোগীদিগের পরম গতি। ইহলোকে নির্ম্মলবুদ্ধিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা যে গতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আজি আমি তোমার দর্শনে সেই গতি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। হায়! তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে সনাতন পরম পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমি এত কাল তাঁহাকে পরিজ্ঞাত না হইয়া মূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়াছি। যাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়, আজি আমি বহুজন্মের পর সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ ভূতনাথের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। এই দেবাদিদেব ভগবান্ মহেশ্বরই দেব, অসুর ও মুনিগণের হৃদয়াকাশনিহিত সনাতন পরব্রহ্মস্বরূপ। ইনি সমুদায় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বভূতের আত্মা, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বত্র গমনশীল। ইঁহার মুখ সর্ব্বস্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহলোকে ইঁহার কিছুমাত্র অবিদিত নাই। ইনি দেহকর্ত্তা, দেহপোষক, দেহী, দেহের সংহারকর্ত্তা, দেহিগণের গতি, প্রাণের সৃষ্টি ও পোষণকর্ত্তা, প্রাণী, প্রাণদাতা এবং অধ্যাত্মগতিনিষ্ঠ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত যোগিগণের গতিস্বরূপ। ইনি কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণকে শুভাশুভ গতি প্রদান করিয়া থাকেন।

ইনি জীবগণের জন্মমৃত্যু বিধান ও মহর্ষিগণকে সিদ্ধি প্রদান করেন। ইনি পৃথিব্যাদি ভুবন সমুদায় উৎপাদন করিয়া অষ্টবিধ মূর্ত্তি দ্বারা এই বিশ্বসংসার ধারণ ও ইহার প্রতিপালন করিতেছেন। সমুদায় পদার্থ ইঁহা হইতে সম্ভূত, ইঁহাতেই অবস্থিত ও ইঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। ইনি অদ্বিতীয় সনাতন পুরুষ। ইনি সত্যকামীদিগের সত্যলোক, যোগীদিগের মোক্ষ ও অধ্যাত্মবেত্তাদিগের কৈবল্যস্বরূপ। ইনি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যলোক মধ্যে অপ্রকাশিত থাকিবেন বলিয়া ব্রহ্মাদি সিদ্ধগণ ইঁহাকে শাস্ত্রমধ্যে গুপ্তভাবে রাখিয়াছেন। তন্নিবন্ধন দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ অজ্ঞানান্ধকারে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন না। যাহারা একান্ত ভক্তিভাবে ইঁহার শরণাপন্ন হয়, এই অন্তর্যামী ভগবান্ স্বয়ং তাহাদিগকে আত্মপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহাকে অবগত হইতে পারিলে, জন্মমৃত্যুজনিত ভয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছুই থাকে না। পণ্ডিতগণ ইঁহাকে লাভ করিতে পারিলে আর কোন বস্তুই লব্ধব্য বলিয়া গণনা করেন না। সাঙ্খ্যশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ এই সূক্ষ্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া সমুদায় বন্ধন হইতে মুক্ত হন। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ প্রাণায়াম করিয়া ওঁঙ্কাররূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক এই বেদপ্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরে প্রবেশ করেন। ইনি দেবযানের আদিত্যরূপ দ্বার ও পিতৃযানের চন্দ্ররূপ দ্বার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি কাষ্ঠা, দিক্, সংবৎসর, যুগাদি, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়নস্বরূপ। পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত এই নীললোহিতকে নানাবিধ স্তব করিয়া ইহার নিকট বর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ঋক্‌বেদবেত্তারা ঋক্‌বেদ দ্বারা ইঁহার মহিমা কীর্ত্তন, ঋত্বিক্‌গণ এই যজুর্ব্বেদময় মহেশ্বরের উদ্দেশে আহুতিপ্রদান, বিশুদ্ধবুদ্ধি সামবেদবেত্তারা ইঁহার উদ্দেশে সামবেদগান এবং অথর্ব্ববিদ্ ব্রাহ্মণ অথর্ব্ববেদ দ্বারা এই সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে স্তব করিয়া থাকেন। ইনি যজ্ঞের আদিকারণ ও ঈশ্বর। দিবা, রাত্রি ইঁহার চক্ষু ও কর্ণস্বরূপ; পক্ষ ও মাস ইঁহার মস্তক ও বাহুস্বরূপ; ঋতু ইঁহার বীর্য্যস্বরূপ; তপস্যা ইঁহার ধৈর্য্যস্বরূপ এবং সংবৎসর ইঁহার গুহ্য, ঊরু ও পাদস্বরূপ। ইনি মৃত্যু, যম, অগ্নি, কাল, সংহারকর্ত্তা, কালের উৎপত্তিস্থান, চন্দ্র, আদিত্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, ধ্রুব, সপ্তর্ষি, সপ্তভুবন, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পৃথিবীস্বরূপ। ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমুদায় ইঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভূমি প্রভৃতি অষ্ট প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ জীব এই ভগবান্ মহাদেবের অংশ। ইনি শাশ্বত পরমানন্দস্বরূপ। ইনি বীতস্পৃহ সাধু ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি ও উৎকৃষ্ট ভাব। ইনি উদ্বেগশূন্য সনাতন ব্রহ্ম এবং বেদবেত্তাদিগের উৎকৃষ্ট ধ্যান। ইনি পরাকাষ্ঠা, শ্রেষ্ঠকলা, পরমা সিদ্ধি, পরম গতি, শান্তি, সুখ, সন্তোষ, বেদ ও স্মৃতিস্বরূপ। যোগিগণ ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। ইঁহাকে

লাভ করিলে আর তাঁহাদিগকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। আজি আমি ইঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। হে দেবাদিদেব মহাদেব! যজ্ঞশীল ব্যক্তিরা ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে স্বর্গাদি লোক লাভ করেন, তুমি সেই স্বর্গাদিলোক; শান্তি, যোগ, জপ ও কঠোর নিয়মানুষ্ঠাননিরত তাপসগণ যে নক্ষত্রলোক লাভ করিয়া থাকেন, তুমি সেই নক্ষত্রলোক; কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তুমি সেই ব্রহ্মলোক; বীতস্পৃহ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা যে মোক্ষ লাভ করেন, তুমি সেই মোক্ষ এবং তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারা যে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তুমি সেই নির্ব্বাণ। বেদ ও পুরাণশাস্ত্রে এই পাঁচ প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তুমি প্রসন্ন হইলে ঐ পাঁচপ্রকার গতি লাভ হয়, অন্যথা ঐ সমুদায় লাভে সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বিশ্বদেব এবং মহর্ষিগণ তোমার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারেন নাই।

মহর্ষি তণ্ডি এইরূপে দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করিয়া বেদপাঠ করিলে, দেবী পার্ব্বতী ও ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ভবানীপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার প্রসাদবলে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র যশস্বী, তেজস্বী, দিব্যজ্ঞানসমন্বিত, অমর ও বেদের সূত্রকর্ত্তা হইবে। এক্ষণে এতদ্ভিন্ন তোমার অন্য যাহা অভিলাষ থাকে, ব্যক্ত কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব। তখন তণ্ডি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি হয়। মহাত্মা তণ্ডি এইরূপ কহিলে, ভগবান্ ভূতনাথ তথাস্তু বলিয়া অনুচরগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা উপমন্যু এইরূপে তণ্ডিকৃত শিবারাধনা ও তাঁহার বরপ্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন কেশব! ভগবান্ ভূতনাথ এইরূপে তণ্ডিকে বর প্রদান পূর্ব্বক দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া অন্তর্হিত হইলে, মহর্ষি তণ্ডি আমার আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক আমার নিকট ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের নিকট মহাদেবের যে দশ সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রে উঁহার যে এক সহস্র নাম কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই তণ্ডিকীর্ত্তিত নাম সমুদায়ের মধ্যে কতকগুলি নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মহাত্মা উপমন্যু আমার নিকট মহাদেবের নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিতে বাসনা করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি ভগবান্ ভূতনাথের প্রধান ভক্ত। অতএব এক্ষণে আমি তোমার

সমক্ষে বেদবেদাঙ্গনির্দ্দিষ্ট, মহর্ষি তণ্ডি ও তত্ত্বদর্শী অন্যান্য সাধুগণ কর্ত্তৃক কথিত, সর্ব্বার্থসাধক, জগদ্বিখ্যাত কতকগুলি নাম দ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে সেই স্তবার্হ সর্ব্বভূত-হিতৈষী ত্রিলোকবিখ্যাত সনাতন পরম ব্রহ্মস্বরূপ মহেশ্বরকে স্তব করিব, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। লোকে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসংযুক্ত হইয়াও শত বৎসরে বিস্তারিত রূপে সেই দেবাদিদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবগণও মহাদেবের আদি, অন্ত ও মধ্য অবগত হইতে পারেন না, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি বিস্তারিত রূপে তাঁহার মহিমাকীর্ত্তনে সমর্থ হইবে? আমি তাঁহার প্রসাদবলে সাধ্যানুসারে সংক্ষেপে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিব। তিনি অনুজ্ঞা প্রদান না করিলে কেহই তাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ হয় না। তিনি যখন আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করেন, আমি তখনই তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকি। পূর্ব্বে কমলযোনি ব্রহ্মা অনাদিনিধন, জগতের আদিকারণ, বিশ্বরূপী, বরদাতা মহেশ্বরের যে দশ সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহার মধ্যে উৎকৃষ্টতর অষ্টোত্তর সহস্র নাম সংগ্রহ করিয়াছি। ঘৃত যেমন দধির, সুবর্ণ যেমন পর্ব্বতের, মধু যেমন পুষ্পের, ও মণ্ড যেমন ঘৃতের সারভূত, তদ্রূপ এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম ব্রহ্মোক্ত দশ সহস্র নামের সারস্বরূপ। ঐ সকল নাম যত্নসহকারে শ্রবণ ও ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ঐ নামসমুদায় মঙ্গলজনক, পুষ্টিকর, বিঘ্ননাশক ও পরমপবিত্রতা-সম্পাদক। শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তকেই উহা প্রদান করা কর্ত্তব্য, অজিতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবিহীন নাস্তিককে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। উহা অনুত্তম ধ্যান, যোগধ্যেয় বস্তু, জপ্য মন্ত্র, জ্ঞান ও নিগূঢ় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানবগণ অন্তকালেও ঐ পাপনাশন, যজ্ঞাদি-ফলপ্রদ, মঙ্গলময়, পরমানন্দস্বরূপ নাম সমুদায় পরিজ্ঞাত হইলে পরম গতি লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদায় দিব্য স্তবের মধ্যে ঐ নামসমুদায়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই অবধি ভগবান্ মহেশ্বরের এই দেবপূজিত উৎকৃষ্ট স্তব স্তবরাজ নামে জগতীতলে বিখ্যাত হইয়াছে। প্রথমে ঐ স্তব ব্রহ্মলোক হইতে স্বর্গলোকে আনীত হয়, তৎপরে মহাত্মা তণ্ডি উহা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ হইতে ভূলোকে সমানীত ও প্রচারিত করেন। এই নিমিত্ত উহা তণ্ডিকৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ভূতভাবন ভগবান্ বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম; যিনি সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী, পবিত্র, দ্যুতিমান্, প্রশান্ত, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্; যিনি দেবতাদিগেরও দেবতা, ঋষিদিগেরও ঋষি, শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, উৎকৃষ্ট কল্যাণ, ব্রহ্মাদির ধ্যেয় ও কারণের কারণস্বরূপ এবং যাঁহা হইতে লোকসমুদায়ের বারংবার সৃষ্টি ও সংহার হইয়া থাকে, আমি এক্ষণে সেই দেবতার অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহার প্রভাবে অনায়াসে অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবে।

তিনি স্থির, স্থাণু, প্রভু, ভীম, প্রবর,

বরদ, বর, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিখ্যাত, শর্ব্ব, সর্ব্বকর, ভব, জটাধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, শিখণ্ডী, বিরাটমূর্ত্তিধারী, বিশ্বকর্ত্তা, হর, হিরণ্যাক্ষ, সর্ব্বভূতবিনাশক, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, নিয়ত, শাশ্বত, ধ্রুব, শ্মশানবাসী, ভগবান্, খেচর, বিষয়গোচর, পাপাত্মাদিগের পীড়নকর্ত্তা, সর্ব্বনমস্য, মহাকর্ম্মা, তপস্বী, ভূতভাবন, উন্মত্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, সর্ব্বলোকপ্রজাপতি, মায়ারূপ, মায়াকায়, বৃষরূপ, মহাযশাঃ, মহাত্মা, সর্ব্বভূতাত্মা, বিশ্বরূপ, মহাহনু, লোকপাল, অন্তর্হিতাত্মা, আনন্দময়, হয়গার্দ্দভি, পবিত্র, মহান্, নিয়মাশ্রিত, নিয়ম, সর্ব্বকর্ম্মা, স্বয়ম্ভূত, আদি, আদিকর, নিধি, সহস্রাক্ষ, বিশালাক্ষ, সোমরস, নক্ষত্রসাধক, চন্দ্র, সূর্য্য, শনি, কেতু, রাহু, মঙ্গল, বৃহস্পতি, অত্রি, নমস্কর্ত্তা, মৃগধারী, শরত্যাগী, নিষ্পাপ, মহাতপাঃ, ঘোরতপাঃ,অদীন, দীনসাধক, সংবৎসরকর্ত্তা, মন্ত্র, প্রমাণ, পরমতপস্যা, যোগী, যাজ্য, মহাবীজ, মহারেতাঃ, মহাবল, সুবর্ণরেতাঃ, সর্ব্বজ্ঞ, সুবীজ, বীজবাহন, দশবাহু, অনিমেষ, নীলকণ্ঠ, উমাপতি, বিশ্বরূপ, স্বয়ংশ্রেষ্ঠ, বলবীর, বল, গণ, গণকর্ত্তা, গণপতি, দিগম্বর, কাম, মন্ত্রবিৎ, পরমমন্ত্র, জগৎকারণ, সংহারকর্ত্তা, কমণ্ডলুধারী, ধনুর্দ্ধর, বাণহস্ত, কপালধারী, অশনিধারী, শতঘ্নীধারী, খড়্গপাণি, পট্টিশহস্ত, শূলপাণি, পূজ্য, স্রুবহস্ত, সুরূপ, তেজঃ, তেজস্কর, নিধি, উষ্ণীষধারী, সুবক্ত্র, উর্জ্জিতরূপ, বিনয়াম্বিত, দীর্ঘ, হরিকেশ, সুতীর্থ, কৃষ্ণ, শৃগালরূপী, সিদ্ধার্থ, মুক্ত, সর্ব্বশুভঙ্কর, অজ, বহুরূপ, গন্ধধারী, কপর্দ্দী, ঊর্দ্ধরেতাঃ, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, ঊর্দ্ধশায়ী, নভস্থল, ত্রিজটী, চীরবাসাঃ, রুদ্র, সেনাপতি, সর্ব্বব্যাপী, অহশ্চর, রাত্রিচর, তীক্ষ্ণক্রোধ, সুবর্চ্চা, গজাসুরহন্তা, দানবঘাতী, কাল, লোকবিধাতা, গুণাকর, সিংহশার্দ্দূলরূপী, আর্দ্রচর্ম্মাবৃত, কালযোগী, মহানাদ, সর্ব্বকাম, চতুষ্পথ, নিশাচর, প্রেতচারী, ভূতচারী, মহেশ্বর, বহুভূত, বহুধন, রাহু, অনন্ত, গতি, নৃত্যপ্রিয়, নিত্যনৃত্য, নর্ত্তক, বিশ্ববন্ধু, ঘোররূপী, মহাতপাঃ, মায়াপাশধারী, ধ্বংসরহিত, পর্ব্বতারূঢ়, নিঃসঙ্গ, সহস্রহস্ত, বিজয়, ব্যবসায়, অতন্দ্রিত, অপ্রকম্প্য, ভয়স্বরূপ, যজ্ঞহন্তা, কামনাশন, দক্ষযজ্ঞাপহারী, সৌম্য, ঈষৎসৌম্য, অতিক্রূর, বলসূদন, নিত্যানন্দময়, অর্থনীয়, অজিত, অবর, গম্ভীরঘোষ, গম্ভীর, গম্ভীরবলবাহন, ন্যগ্রোধরূপী, অশ্বত্থবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষপত্রস্থিত, ভক্তবৎসল, সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র, মহাকায়, মহানল, বিঘ্নক্ষেন, সর্ব্বসংহর্ত্তা, সৃষ্টির বীজস্বরূপ, বৃষবাহন, তীক্ষ্ণচাপ, হর্য্যশ্ব, সহায়, কর্ম্মকালবেত্তা, বিষ্ণুপ্রসাদিত, যজ্ঞ, সমুদ্র, বড়বামুখ, বায়ু, প্রশান্তাত্মা, হুতাশন, উগ্রতেজাঃ, মহাতেজাঃ, সংগ্রামনিপুণ, বিজয়কালবেত্তা, জ্যোতিষ্মান্দিগের গতি প্রকাশক শাস্ত্র, সিদ্ধি, সর্ব্ববিগ্রহ, শিখী, দণ্ডী, জটাধারী, জ্বালাবৃত, মূর্ত্তিজ, মূর্দ্ধগ, বলী, বৈণবী, পণবী, তালীখলী, কালমায়ার ছেদনকর্ত্তা, নিমিত্তস্থ, নিমিত্ত, আনন্দস্বরূপ, আনন্দবিধাতা, হরি, নদীশ্বর, নন্দন; নন্দিবর্দ্ধন, কালচক্রের পরিচালক, জীবরূপী, ঈশ্বর, অচঞ্চল, প্রজাপতি, বিশ্ববাহু,

বিভাগকর্ত্তা, সর্ব্বগ, অসুখ, সংসারমোচক, সুশরণ, দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা, মেচুক, বনচারী, ভূচর, সর্ব্বস্তুত, সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী, পশুপতি, ব্যালরূপ, গুহাবাসী, গুহ, হেমমালী, বিষয়সুখের রসজ্ঞ, ত্রিদশ, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্ববন্ধবিমোচন, দৈত্যদিগের সংহারকর্ত্তা, শত্রুনাশন, সাঙ্খ্যজ্ঞানপ্রদ, দুর্ব্বাসাঃ, সর্ব্বসাধুনিষেবিত, প্রস্কন্দন, কর্ম্মফলের বিভাজক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞভাগবিৎ, সর্ব্বস্থানগত, সর্ব্বস্থানচারী, বাসবিহীন, বাসব, অমর, হিমালয়রূপী, হেমকর, নিষ্কর্ম্মা, সমুদায় কর্ম্মফলের আধার, সকলের অবলম্বন স্বরূপ, লোহিতাক্ষ, মহাক্ষ, বিজয়াক্ষ, পণ্ডিত, সংগ্রহীতা, নিগ্রহীতা, কার্য্যসম্পাদক, ভুজঙ্গাবনদ্ধবস্ত্র, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, অতিশয় পুষ্ট, কাহলবাদ্যধারী, সর্ব্বকামপ্রদ, সর্ব্বকালপ্রসন্ন, মহাবল, বলদেবরূপধারী, মোক্ষস্বরূপ, সর্ব্বপ্রদ, সর্ব্বতোমুখ আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসংহারক, অনায়ত্ত, হৃদয়াকাশগত, মহাভৈরব, সূর্য্যকিরণ, সূর্য্য, বহুরশ্মি, অতুলতেজঃসম্পন্ন, বায়ুর ন্যায় বেগবান্, মহাবেগসমন্বিত, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী, বিষয়ভোগনিরত, সর্ব্বদেহবাসী, শ্রীমান্, উপদেষ্টা, মৌনী, মুনি, জীবের শুভাশুভ বিচারকর্ত্তা, সর্ব্বসেব্য, বদান্য, গরুড়, মিত্ররূপী, অতিদীপ্ত, প্রজাপতি, উন্মাদ, মদন, কাম্যবিষয়, সংসারবৃক্ষ, অর্থের আধার, কীর্ত্তিদাতা, বামদেব, কর্ম্মফলস্বরূপ, সকলের আদি, ত্রিলোকাক্রমণসমর্থ, বামন, সিদ্ধযোগী, মহর্ষি, সিদ্ধসন্ন্যাসী, জ্ঞানবান্ সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, পরমহংস, ব্যবহারবিহীন, মৃদু, অব্যয়, মহাসেন, বিশাখ, জাগ্রদবস্থা প্রভৃতি ষষ্টিতত্ত্বের ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, বজ্রহস্ত, বিস্তৃত, দৈত্যসেনার স্তম্ভনকর্ত্তা, সমরবিজয়ী, সংসারাশ্রয়বেত্তা, বসন্ত, পিঙ্গললোচন, বৃহস্পতির আরাধ্য, যজুর্ব্বেদ, আশ্রমপূজিত, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণপ্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের গৃহচারী, সর্ব্বগত, বিচারবিৎ, ঈশান, ঈশ্বর, কাল, মহাপ্রলয়ে অবস্থিত, পিনাকধারী, সর্ব্বকারণস্থ, কারণ, সমৃদ্ধি, আনন্দকর, হরি, নন্দীশ্বর, নন্দী, আনন্দবর্দ্ধন, ঐশ্বর্য্যহর্ত্তা, হন্তা, কাল, ব্রহ্মা, পিতামহ, চতুর্ম্মুখ, মহালিঙ্গ, চারুলিঙ্গ, লিঙ্গাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, যোগাধ্যক্ষ, যুগাবহ, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্ত্তা, অধ্যাত্ম, সাধক, বলবান্, ইতিহাস, কল্প, গৌতম, চন্দ্র, দম্ভ, অদম্ভ, দম্ভবিহীন ব্যক্তির প্রাপ্য, ভক্তাধীন, বশীকরণসমর্থ, কলি, লোককর্ত্তা, পশুপতি, পৃথিবীর স্রষ্টা, ভোগবিহীন, অক্ষর, পরব্রহ্ম, বলশালী, শত্রু, নীতি, অনীতি, নির্ম্মলচিত্ত, দোষবিহীন, মান্য, সংসারস্বরূপ, প্রসাদগুণসম্পন্ন, স্বপ্নাভিমানী, পুরুষদর্পণ, শত্রুবিজয়ী, বেদকর্ত্তা, মন্ত্রকর্ত্তা, বিদ্বান্, সমরমর্দ্দন, মহামেঘনিবাসী, মহাঘোর, বশীকর, অগ্নিপ্রভ, মহাতেজস্বী, কালাগ্নি, আহুতি, হবনীয় দ্রব্য, ধর্ম্মরূপী, শঙ্কর, তেজস্বী, বহ্নিস্বরূপ, নীল, স্বলিঙ্গাবিভূত, কল্যাণহেতু, প্রতিবন্ধশূন্য, স্বস্তিদাতা, স্বস্তিভাব, যজ্ঞভাগবিশিষ্ট, বিভাজক, শীঘ্রগামী, সঙ্গবিহীন, মহালিঙ্গ, কন্দর্প, কৃষ্ণবর্ণ, সুবর্ণ, ইন্দ্রিয়, মহাপাদ,

মহাহস্ত, মহাকায়, মহাযশাঃ, মহামূর্দ্ধা, মহামাত্র, মহানেত্র, অবিদ্যানাশস্থান, মহাস্তক, মহাকর্ণ, মহোষ্ঠ, মহাহনু, মহানাশ, মহাকণ্ঠ, মহাগ্রীব, মহাবক্ষা, মহাহৃদয়, শ্মশানবাসী, অন্তরাত্মা, মৃগচিহ্নধারী, ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, লম্বিতোষ্ঠ, ক্ষীরসমুদ্র, মহাকায়, মহাদন্ত, মহাদংষ্ট্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ, মহানখ, মহারোমা, মহাকেশ, দীর্ঘজটাধারী, সুপ্রসন্ন, প্রসন্নতা, অনুভব, গিরিধন্বা, স্নেহবান্, স্নেহবিহীন, অজিত, মহামুনি, সংসারবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষকেতু, অনল, বায়ুবাহন, ক্ষুদ্রপর্ব্বতগামী, সুমেরুনিবাসী, দেবাধিপতি, অথর্ব্বশীর্ষ, সামমুখ, ঋক্‌লোচন যজুঃপাদভুজ, উপনিষদের স্বরূপ, কর্ম্মকাণ্ডবেদস্বরূপ, মনুষ্যাদিরূপ, প্রার্থনাপূরক, দয়ালু, সুখপ্রাপ্য, সুদর্শন, উপকার, প্রিয়, সর্ব্ব, সুবর্ণবর্ণ, স্বর্ণাদিধাতু, যজ্ঞ, আনন্দকর, যজ্ঞশ্রদ্ধা, ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাতা, স্থির, দ্বাদশ সূর্য্যস্বরূপ, ভয়জনক, আদ্য, যজ্ঞ, যজ্ঞলভ্য, মহামোহ, কলহ, কাল, মকর, কালপূজিত, সগণ, গণকর্ত্তা, ব্রহ্মসারথি, ভস্মশায়ী, ভস্মরক্ষক, ভস্মভূত, কল্পবৃক্ষ, গণ, লোকপাল, লোকাতীত, মহাত্মা, সর্ব্বপূজিত, শুদ্ধ, শুদ্ধদেহ, শুদ্ধান্তঃকরণ, নিত্যমুক্ত, পবিত্র, ভূতনিষেবিত, আশ্রমবাসী, ক্রিয়াবস্থিত, বিশ্বকর্ম্মার বুদ্ধি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দীর্ঘবাহু, তাম্রোষ্ঠ, অর্ণব, নিশ্চল, কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, শুক্লবর্ণ, আয়ু, প্রাচীন, অর্ব্বাচীন, গন্ধর্ব্ব, অদিতি, গরুড়, সুবিজ্ঞেয়, প্রিয়বাদী, কুঠারহস্ত, দেব, অনুকারী, সুবান্ধব, তুম্বীফলযুক্ত বীণাধারী, মহাক্রোধ, ঊর্দ্ধরেতা, জলশায়ী, উগ্র, বংশকর, বংশ, বংশনাদ, অনিন্দিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মায়াবী, সুহৃদ্, অনিল, অনল, সংসারপাশ, বন্ধনকর্ত্তা, বন্ধমোচক, যজ্ঞহন্তা, কামনাশন, মহাদংষ্ট্র, মহায়ুধ, দক্ষনিন্দিত, শর্ব্ব, শঙ্কর, সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা, নির্দ্ধন, অমরেশ, মহাদেব, বিশ্বদেব, অসুরহন্তা, অনন্তসর্পরূপী, বায়ুসদৃশ, জ্ঞানবান্, হরি, অজৈকপাৎ, কপালী, ত্রিশঙ্কু, অজিত, শিব, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, কার্ত্তিকেয়, কুবের, ধাতা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, মিত্র, বিশ্বকর্ম্মা, ধ্রুব, ধারণকর্ত্তা, প্রভাব, সর্ব্বগত, বায়ু, অর্য্যমা, সবিতা, রবি, উষ্ণকিরণ, বিধাতা, মান্ধাতা, ভূতভাবন, বিভু, চাতুর্ব্বর্ণ্যসংস্থাপক, সর্ব্বকামগুণপ্রাপক, পদ্মনাভ, মহাগর্ভ, চন্দ্রানন, অনিল, অনল, বলবান্, উপশান্ত, পুরাণ, পুণ্যজ্ঞেয়, কুরুক্ষেত্রকর্ত্তা, কুরুক্ষেত্রবাসী, কুরুক্ষেত্র, ত্রিগুণোদ্দীপক, সর্ব্বান্তঃকরণ, গর্ভধারী, সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর, দেবদেব, সুখাসক্ত, কার্য্যকারণবেত্তা, সর্ব্বরত্নবেত্তা, কৈলাসপর্ব্বতবাসী, হিমালয়নিবাসী, কূলহারী, কূলকর্ত্তা, বহুবিদ্য, বহুপ্রদ, বণিক্, কাষ্ঠচ্ছেদনকর্ত্তা, বৃক্ষ, বকুলবৃক্ষ, চন্দনবৃক্ষ, সর্ব্বাচ্ছাদক, সারগ্রীব, মহাচ্ছত্র, মহৌষধ, সিদ্ধার্থকারী, সিদ্ধার্থ, ছন্দ ও ব্যাকরণজ্ঞ, সিংহনাদ, সিংহদংষ্ট্র, সিংহগতি, সিংহবাহন, প্রভাবাত্মা, জগদ্গ্রাসকর্ত্তা, ভোজনপাত্র, লোকহিতকর, পরিত্রাণকর্ত্তা, সারঙ্গপক্ষী, নবহংস, কেতুমালী, ধর্ম্মস্থানপালক, সর্ব্বভূতাশ্রয়, ভূতপতি, অহোরাত্র, অনিন্দিত, সর্ব্বভূতবহনকর্ত্তা, সর্ব্বভূত গৃহস্বরূপ, সর্ব্বসংযোগী,

ভব, অমোঘ, সংযত, অশ্ব, অন্নদাতা, প্রাণধারণ, ধৃতিমান্, মতিমান্, দক্ষ, সংকৃত, যুগাধিপ, ইন্দ্রিয়পালক, গোপতি, গ্রাম, গোচর্ম্মবসন, ভক্তক্লেশহারী, হিরণ্যবাহু, যোগীদিগের শরীররক্ষক, শত্রুঘাতক, মহাহর্ষ, জিতকাম, জিতেন্দ্রিয়, গান্ধারস্বর, সুবাস, তপোনুষ্ঠাননিরত, প্রীতি, মনুষ্যরূপী, মহাগীত, মহানৃত্য, অপ্সরোগণসেবিত, মহাকেতু, মহাধাতা, বহুশিখরবাসী, চঞ্চল, জ্ঞানগোচর, উপদেশ, সর্ব্বগন্ধসুখাবহ, তোরণ, তারণ, বাত, খেচরেশ্বর, সংযোগ, বর্দ্ধন, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, গুণাধিক, নিত্য, আত্মা, সহায়, দেবাসুরপতি, পতি, যুক্ত, যুক্তবাহু, দেবদেব, আষাঢ়,সর্ব্বসহিষ্ণু, ধ্রুব, অচঞ্চল, হরিণ, হর, স্বর্গচ্যুত ব্যক্তিদিগের ধনদাতা, বসুশ্রেষ্ঠ, মহাপথ, ব্রহ্মশিরোহর্ত্তা, বিশেষ বিচারক্ষম, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, রথাক্ষ, রথযুক্ত, সর্ব্বসংস্পর্শী, মহাবল, বেদ, বেদভিন্ন, তীর্থ, দেব, মহারথ, নির্জ্জীব, জীবনোপায়, মন্ত্র, প্রশান্তদৃষ্টি, বহুকর্কশ, রত্নের উৎপত্তিস্থান, রক্তাঙ্গ, মহার্ণবপানকর্ত্তা, সর্ব্বকারণ, বিশাল, অমৃত, ব্যক্ত, অব্যক্ত, তপোনিধি, পরমপদারোহণে অভিলাষী, পরমপদারূঢ়, সদাচারনিরত, মহাযশাঃ, সৈন্যগণের পরাক্রম, মহাকল্প, যোগ, যুগকর্ত্তা, হরি, যুগরূপ, মহারূপ, গজাসুরহন্তা মৃত্যু, যথাযোগ্যদানশীল, শরণ্য, পণ্ডিত, অচলতুল্য, বহুমালাযুক্ত, মহামালাসম্পন্ন, চন্দ্র, হর, সুলোচন, বিস্তার, লবণরস, কূপ, ত্রিযুগ, ফলপ্রদাতা, ত্রিনেত্র, স্থিরাঙ্গ, মণিময়কুণ্ডলধারী, জটাধর, অনুস্বার, বিসর্গ, সুমুখ, শর, সর্ব্বায়ুধ, সর্ব্বসহ, নিশ্চয়জ্ঞানবান্, সুখাবিভূর্ত, গান্ধারদেশোদ্ভব, মহাচাপসম্পন্ন, সর্ব্ববাসনাময়, ভগবান্, সর্ব্বকার্য্যের আধার, বিশ্বমথনসমর্থ, বহুল, বায়ু, পূর্ণ, সর্ব্বলোচন, তল, তাল, করস্থালী, দৃঢ়শরীর, শ্রেষ্ঠ, ছত্র, সুচ্ছত্র, বিখ্যাত, লোক, সর্ব্বাশ্রয়, ত্রিবিক্রমরূপী, মুণ্ড, বিরূপ, বিকৃত, দণ্ডী, কুণ্ডধারী, বিকারযুক্ত, হর্য্যক্ষ, ককুভ, বজ্রধারী, শতজিহ্ব, সহস্রপাৎ, সহস্রমূর্দ্ধা, দেবেন্দ্র, সর্ব্বদেবময়, গুরু, সহস্রবাহু, সর্ব্বাঙ্গ, শরণ্য সর্ব্বলোককর্ত্তা, পবিত্র, বীজশক্তিকীলকরূপমন্ত্র, কণিষ্ঠ, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, ব্রহ্মদণ্ডনির্ম্মাণকর্ত্তা, শতঘ্নীপাশশক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মা, মহাগর্ভ, বেদগর্ভ, একার্ণবজলে আবিভূর্ত, রশ্মিমান্, বেদকর্ত্তা, বেদাধ্যায়ী, বেদার্থবেত্তা, ব্রাহ্মণ, সর্ব্বজনাশ্রয়, অনন্তরূপ, অনেকমূর্ত্তি, তীক্ষ্ণতেজাঃ, স্বয়ম্ভু, উপাধিশূন্য, পশুপতি, বায়ুবেগ, মনোজব, চন্দনলিপ্ত, পদ্মনালাগ্রস্বরূপ, সুরভির উদ্ধারকর্ত্তা, নরাবতার কর্ণিকারমালাসম্পন্ন, কিরীটধারী, পিনাকহস্ত, উমাপতি, উমাকান্ত, জাহ্নবীধৃক, উমাধর, বর, বরাহ, বরদ, বরেণ্য, সুমহাস্বন, মহাপ্রসাদ, দমন, শত্রুহন্তা, শ্বেতপিঙ্গলবর্ণ, সুবর্ণবর্ণ, পরমাত্মা, প্রযতাত্মা, প্রকৃতির আশ্রয়, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনয়ন, সাধারণ ধর্ম্মস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ, চরচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, নিষ্কাম, ধর্ম্মাধিপতি, সাধ্যর্ষি, বসু, আদিত্য, বিবস্বান্, সবিতা, সোমরস, বেদব্যাস, সৃষ্টি, সংক্ষেপ, বিস্তর, সর্ব্বব্যাপী, জীবরূপ, ঋতু, সংবৎসর, মাস, পক্ষ; সন্ধ্যাতীত,

কাল, কাষ্ঠা, লব, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, বিশ্বক্ষেত্র, প্রজাকর্ত্তা, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, জগতের অঙ্কুর, কার্য্য, কারণ, গ্রাহ্য, অগ্রাহ্য, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, নির্ব্বাণ, আনন্দকর, ব্রহ্মলোক, পরমগতি, দেব, দেবাসুর সৃষ্টিকর্ত্তা, দেবাসুরগতি, দেবাসুরগুরু, দেবাসুরনমস্কৃত, দেবাসুর-নিয়ন্তা, দেবাসুরাশ্রয়, দেবাসুরাধ্যক্ষ, দেবাসুরাগ্রগণ্য, দেবাদিদেব, দেবর্ষি, দেবাসুর-বরপ্রদ, দেবাসুরেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড, দেবাসুর-পূজ্য, সর্ব্বদেবময়, অচিন্ত্য, দেবতাত্মা, স্বতঃসিদ্ধ, উদ্ভিদ, ত্রিবিক্রম, বিদ্বান্, নির্ম্মল রজোগুণবিহীন, অমরস্তবনীয়, হস্তীশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, দেবশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, বিবুধ, অগ্র-স্মরণীয়, দুর্লক্ষ্য, সর্ব্বদেবময়, তপোময়, সুযুক্ত, শোভন, বজ্রধারী, প্রাসাস্ত্রের উৎ-পাদক, অব্যয়, গুহকান্ত, অসাধারণ, স্বভাব, পবিত্র, সর্ব্বপাবন, বৃষরূপ, পর্ব্বত, শিখর-প্রিয়, শনৈশ্চর, রাজরাজ, নির্দ্দোষ, অভি-রাম, দেবগণস্বরূপ, বিরাম, সর্ব্বসাধন, ললাটাক্ষ, বিশ্বদেব, হরিণ, ব্রহ্মতেজঃ, হিমা-লয়, প্রাপ্তসমাধি, নিত্যসিদ্ধি, নিত্যমুক্ত অচিন্ত্য, সত্যব্রত, শুচি, ব্রতফলদাতা, পর-ব্রহ্ম, ভক্তদিগের পরমগতি, বিমুক্ত, মুক্ত-তেজাঃ, শ্রীমান্, শ্রীবর্দ্ধন ও জগৎস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে বাসুদেব! এই আমি ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের প্রধান সহস্র নাম উচ্চা-রণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহাকে স্তব করি-লাম। ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণও যাঁহাকে বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তাঁহাকে স্তব দ্বারা পরিতুষ্ট করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি সেই জগদীশ্বরের অনু-মতি ক্রমে ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করি-লাম। যে ব্যক্তি পবিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই পুষ্টিবর্দ্ধন সহস্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতির স্তব করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরব্রহ্মে লীন হয়। দেবতা ও মহর্ষিগণ এইরূপে সেই সনাতন দেব-দেবের স্তব করিয়া থাকেন। মোক্ষপ্রদ ভূতভাবন ভগবান্ শূলপাণি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইলে পরম পরি-তুষ্ট হন। আস্তিক, শ্রদ্ধান্বিত, অতুলতেজঃ-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কি শয়ন কি জাগরণ কি প্রস্থান, কি উপবেশন, কি উন্মেষণ, কি নিমেষপরিত্যাগ সকল সময়েই ভক্তি পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সেই সনাতন দেবাদিদেবের স্তব, তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ ও অন্যের নিকট উহা কীর্ত্তন করিয়া তুষ্টি-লাভ করেন। মনুষ্য অসংখ্যজন্ম সংসার মধ্যে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পাপবিহীন হইতে পারিলে পরিশেষে শিব-ভক্তি লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সর্ব্ব-কারণ সনাতন শশিশেখরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে। দেবলোক ও মনুষ্য লোক প্রভৃতি সমুদায় লোকেই এই-রূপ নির্দ্দোষ পবিত্র ঐকান্তিক শিবভক্তি নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভূত-ভাবন ভগবান্ পিনাকপাণি প্রসন্ন হইলেই মানবগণ তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। যাহারা

একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া মহেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, দীনবৎসল ভগবান্ ভবানীপতি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত করেন। দেবদেব মহাদেব ব্যতীত আর কোন দেবতারই মনুষ্যকে সংসার হইতে বিমুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। ইন্দ্রাদি দেবগণ কেবল স্বর্গবেশ্যাপ্রেরণ প্রভৃতি অকার্য্য দ্বারা মানবগণের তপোবল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই মহাত্মা তণ্ডি অন্যান্য দেবতার উপাসনায় বিরত হইয়া এইরূপে সেই সর্ব্বময় সনাতন পশুপতির স্তব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মহাত্মা মহাদেবের নিকট এই স্তব কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ভগবান্ শঙ্করের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার এই সর্ব্বপাপনাশন স্বর্গযোগ-মোক্ষপ্রদ পরম পবিত্র স্তব পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সাংখ্যযোগোক্ত পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। শিবভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের নিকট এক বৎসর এই স্তব পাঠ করিলে অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারেন। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার এই পরম রহস্য পবিত্র স্তব ইন্দ্রকে তৎপরে ইন্দ্র মৃত্যুকে মৃত্যু রুদ্রগণকে, রুদ্রগণ মহাতপাঃ তণ্ডিকে, তণ্ডি শুক্রাচার্য্যকে, শুক্রাচার্য্য গৌতমকে, গৌতম বৈবস্বত মনুকে, বৈবস্বত মনু নারায়ণকে, নারায়ণ যমকে, যম নাচিকেতকে এবং নাচিকেত মার্কণ্ডেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে মহাত্মা মার্কণ্ডেয় আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি এই আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর বেদসম্মিত পবিত্র স্তব তোমাকে প্রদান করিতেছি। দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গুহ্যক ও ভুজগগণ কদাচ ইহার বিঘ্ন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া এক বৎসর এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে উপমন্যুকীর্ত্তিত মহাদেবের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিলে পর ভীষ্মের সমীপস্থিত অন্যান্য মহাত্মারা যুধিষ্ঠিরের নিকট মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি এই সহস্র নাম পাঠ কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল লাভ হইবে। আমি পূর্ব্বে পুত্ত্রলাভার্থ সুমেরুপর্ব্বতে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করিয়াছিলাম। ইহার প্রভাবে আমার অভীষ্ট ফল লাভ হইয়াছে। অতএব এই স্তব পাঠ করিলে তুমি অভীষ্ট ফল লাভে সমর্থ হইবে। দেবপূজিত সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা কপিল কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ভক্তিসহকারে জন্ম জন্ম মহাদেবকে আরাধনা করাতে তিনি আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সংসারবন্ধনাশক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন।

ইন্দ্রের প্রিয় সখা আনস্বায়ন নামে বিখ্যাত চারুশীর্ষ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি গোকর্ণ-

তীর্থে এক শত বৎসর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক মহাদেবের প্রভাবে লক্ষবৎসরজীবী জরা-দুঃখবিহীন ধর্ম্মজ্ঞানযুক্ত দমগুণান্বিত অযোনি-সমুদ্ভূত এক শত পুত্র লাভ করিয়াছি।

মহর্ষি বাল্মীকি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে সাগিক [illegible]র সহিত আমার বিবাদ উ[illegible] সৃষ্টিক[illegible]ওয়াতে তাঁহারা আমাকে ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, আমি সেই পাপমোচনার্থ ভগবান্ ভূতনাথের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়া 'তোমার অসাধারণ যশোলাভ হইবে' বলিয়া বর প্রদান করিয়াছেন।

প্রদীপ্ত প্রভাকরসদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষি জামদগ্ন্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়া নিতান্ত কাতর-ভাবে মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া সহস্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিয়া-ছিলাম। তিনি আমার স্তবে পরম পরি-তুষ্ট হইয়া আমাকে পরশু ও নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিয়াছেন, বৎস! তোমার পাপের লেশমাত্র থাকিবে না। তুমি অজেয়, অজর ও অমর হইবে। আমি তাঁহারই প্রসাদবলে বিবিধ দিব্যাস্ত্র, অজে-য়ত্ব, অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়াছি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম, কেবল সেই ভগবান্ ভূতনাথের প্রসাদবলে আমার এই দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ হইয়াছে।

অসিতদেবল কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের শাপপ্রভাবে আমার ধর্ম্ম-সমুদায় নষ্ট হইয়াছিল। ভগবান্ ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই ধর্ম্ম, যশঃ ও দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করিয়াছেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সখা বৃহস্পতিতুল্য মহর্ষি গৃৎসমদ কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে ইন্দ্রের সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, আমি সেই যজ্ঞে সামবেদ পাঠ করিতে-ছিলাম। ঐ সময় চাক্ষুষমনুর পুত্র ভগবান্ বরিষ্ঠ আমাকে কহিলেন, তোমার এ সাম-বেদ পাঠ সম্যক্‌রূপ হইতেছে না। এইরূপ অবজ্ঞাজনক পাঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবে-চনা করিয়া পাঠ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; যজ্ঞ দূষিত করা কখনই উচিত নহে। এই কথা কহিয়া তিনি রোষাবিষ্ট চিত্তে আমাকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক পুন-রায় কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি জলবায়ু-বিহীন মৃগাদিপশুবিবর্জ্জিত সিংহ ও রুরু-প্রভৃতি হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ অযজ্ঞীয়পাদপা-কুল কান্তারমধ্যে হিংস্র মৃগ হইয়া অতিকষ্টে একাদশ সহস্র অষ্ট শত বৎসর অবস্থান করিবে। ভগবান্ বরিষ্ঠ এই কথা কহিবামাত্র আমি মৃগরূপী হইলাম। অনন্তর আমি স্বীয় দুর্দ্দশা অপনোদনের নিমিত্ত ভগবান্ ভবানীপতির শরণাপন্ন হইলে তিনি আমাকে কহিলেন, বৎস! তুমি অজর অমর ও পরম সুখী হইবে; ইন্দ্রের সহিত তোমার সখ্যভাব সমান থাকিবে এবং তোমাদিগের উভয়ের যজ্ঞ পরিবর্দ্ধিত হইবে। হে ধর্ম্মনন্দন! ভগ-বান্ ভূতভাবন এইরূপে সকলের প্রতি সুখদুঃখের বিধাতা ধারণকর্ত্তা ও কায়মনো-

বাক্যের অগোচর, তাঁহার প্রসাদবলে আমার তুল্য পণ্ডিত আর কেহই নাই।

ঐ সময় মহামতি বাসুদেব পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ! আমি ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া মহাদেবকে পরিতুষ্ট করাতে, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছেন, বৎস! তুমি অর্থ অপেক্ষা লোকের প্রিয়, যুদ্ধে অপরাজিত ও অনলতুল্য তেজস্বী হইবে। আমি পূর্ব্বাবতারে মণিমন্থ পর্ব্বতে বহুসহস্র বৎসর ঐ দেবদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। পরিশেষে তিনি আমার ভক্তিভাবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া একদা আমাকে আত্মপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন আমি কহিলাম, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন অনন্তকাল আপনার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে। আমি এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, তিনি তথাস্তু বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

জৈগীষব্য কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতপতি স্বয়ং বারাণসীতে পরম যত্নসহকারে আমাকে অনুসন্ধান পূর্ব্বক অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন।

গর্গ কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব স্রোতস্বতী সরস্বতীর তীরে আমার মনোযজ্ঞ দ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে অত্যাশ্চর্য্য চতুঃষষ্টি কলাজ্ঞান, সহস্র ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসাদে আমার ও আমার পুত্রগণের দশ লক্ষ বৎসর পরমায়ুঃ হইয়াছে।

পরাশর কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার অনুগ্রহে আমার এক মহাতপাঃ, মহাতেজাঃ, মহাযোগী, মহাযশাঃ, বেদের বক্ত্র[illegible] ব্রহ্মনিষ্ঠ, দয়ার্দ্রস্বভাব, পরম সুপণ্ডিত, তাঁ[illegible] উৎপন্ন হউক। আমি ঐরূপ চিন্তা করিলে সেই ত্রিলোকীনাথ আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার সমক্ষে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার প্রসাদে অবশ্যই অভিলাষানুরূপ পুত্র লাভ করিবে। তোমার ঐ আত্মজ বেদবেত্তা, ইতিহাসরচয়িতা, জগতের হিতকর, কুরুবংশধর ও সাবর্ণি মন্বন্তরে সপ্তর্ষিমধ্যে পরিগণিত হইবে। তাহার সহিত সুররাজের যার পর নাই বন্ধুত্ব জন্মিবে এবং সে আমার প্রভাবে জরাবিহীন হইয়া চিরকাল জীবিত থাকিবে। ভগবান্ ভূতনাথ আমাকে এইরূপ কহিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মাণ্ডব্য কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে বৃথা চৌর্য্যাপরাধে শূলে আরোপিত হইয়া ভক্তিভাবে ভগবান্ ভূতনাথের স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার সেই স্তুতিবাদ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে আত্মপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি আমার অনুকম্পায় অবিলম্বে শূল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অর্ব্বুদ বৎসর জীবিত থাকিবে। তোমার দেহ হইতে শূলজনিত বেদনা তিরোহিত হইয়া যাইবে। কি মানসিক, কি

দৈহিক কোনরূপ পীড়াই তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার এই দেহ সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত এই জীবলোকে তোমার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই বিদ্যমান থাকিবে না। তোমার জন্ম সার্থক হইবে। তুমি নিষ্কণ্টকে সমুদায় তীর্থ পর্য্যটন ও দেহান্তে অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে। বৃষবাহন ভগবান্ মহেশ্বর আমাকে এই কথা কহিয়া প্রমথগণের সহিত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

গালব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম। পাঠ সমাপ্ত হইলে, আমি মহর্ষি কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃদর্শনার্থ আগমন করিলাম। ঐ সময় আমার পিতা পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জননী আমাকে দর্শন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, বৎস! তুমি নিতান্ত বালক অদ্যাপি তোমার পাঠসমাপ্ত হয় নাই বলিয়া তোমার পিতা এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। জননী এই কথা কহিলে আমি পিতৃদর্শনে নিতান্ত হতাশ হইয়া একান্ত মনে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলাম। ভগবান্ ভূতনাথ আমার ভক্তিদর্শনে অচিরাৎ প্রসন্নচিত্তে আমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ও তোমার পিতা মাতা তোমরা সকলেই অমর হইবে। তুমি গৃহে গমন করিলেই তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। ভগবান্ ভূতভাবন আমাকে এই কথা কহিয়া গৃহে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলে, আমি স্বীয় ভবনে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পিতা যজ্ঞান্তে আচমন করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ কুশ ও ফল গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। তখন তিনি অবিলম্বে সেই যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন, বৎস! আজি আমার পরম সৌভাগ্য যে তোমাকে কৃতবিদ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহর্ষিদিগের মুখে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের এইরূপ অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা উপমন্যু আমাকে কহিয়াছিলেন, যাহারা নিরন্তর রজ ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া অশুভ কার্য্য দ্বারা আপনাদিগকে কলুষিত করে, তাহারা কখনই ভগবান্ দেবদেবকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। একান্ত ভক্তিপরায়ণ বিশুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণগণই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিরন্তর ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া কালহরণ করেন, তাঁহাকে যোগবলসম্পন্ন অরণ্যবাসী মুনি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহাত্মা মহেশ্বর প্রসন্ন হইলে অনা-

য়াসেই ব্রহ্মত্ব, কেশবত্ব, ইন্দ্রত্ব ও ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রদান করিতে পারেন। যাঁহারা ইহলোকে মনে মনেও ভগবান্ শূলপাণির শরণাপন্ন হন, তাঁহারা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া চরমে দেবগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। লোক গৃহতড়াগাদির উচ্ছেদ ও লোকসমুদায়ের প্রাণ সংহার করিয়াও দেবদেব বিরূপাক্ষের অর্চ্চনা করিলে তাহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সুলক্ষণবিহীন পাপাত্মারাও ভগবান্ শঙ্করের উপাসনা করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। কীট পক্ষী পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণও ভূতভাবন ভবানীপতির শরণাপন্ন হইলে অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। যাহারা ইহলোকে ভগবান্ ভূতনাথের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে।

মহাত্মা বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে উপমন্যুর বাক্য কীর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, আকাশ, ভূমি, সলিল, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, ধাতা, অর্য্যমা, শুক্র, বৃহস্পতি, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বরুণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মরুদ্গণ, উপনিষদ্, সত্য, বেদসমুদায়, দক্ষিণা, বেদপাঠক, সোমরস, যজ্ঞকর্ত্তা, হব্য, রক্ষা, দীক্ষা নিয়মসমুদায়, স্বাহা, বৌষট্, ব্রাহ্মণ, সৌরভেয়ী, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কালচক্র, বল, যশ, দম, বুদ্ধিমান্দিগের স্থিতি, শুভাশুভ, সপ্তর্ষি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, উৎকৃষ্ট স্পর্শ, কার্য্যসিদ্ধি, দেবগণ, উষ্মপগণ, লোকসমুদায়, সুযাম, তুষিত, ব্রহ্মকায়, আভাস্বর, গন্ধপত্ত-দৃষ্টিপ নামক, দেবগণ, বাচংযমগণ, সংযমনা মহর্ষি সমুদায়, বিশুদ্ধকার্য্য নির্ম্মাণনিয়ত দেবতাগণ, স্পর্শাশন, দর্শপ, আজ্যপ, চিন্ত্যদ্যোত প্রভৃতি দেবগণ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, দানব, যক্ষ, চারণ ও পন্নগগণ, স্থূল, সূক্ষ্ম, অসূক্ষ্ম, মৃদু সুখ, দুঃখ, সুখান্তে দুঃখ ও দুঃখান্তে সুখ, সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, এবং অন্যান্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমুদায় পদার্থই সেই ভূতভাবন সনাতন মহেশ্বর হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। যে সমুদায় দেবতা আকাশাদি পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারাও সেই ভগবান্ ভূতপতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া এই ধরিত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা নিরন্তর তাঁহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। আমি মোক্ষলাভের নিমিত্ত সনাতন পরমেশ্বরের সেই পবিত্রতত্ত্বকে নমস্কার করিতেছি। সেই ভগবান্ দেবাদিদেব আমার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় যোগশীল ও পবিত্র হইয়া এই পবিত্র স্তব এক মাস নিয়ত পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের সমগ্র বেদার্থজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের পৃথিবীজয়, বৈশ্যের অর্থ ও নিপুণতা এবং শূদ্রের সুখ ও সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মারা এই সর্ব্বদোষবিনাশন পবিত্র স্তব পাঠ করিয়া ভগবান্ দেবদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা আপনা-

দিগের রোমকূপপরিমিত বহুসংখ্যক বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা মধুসূদন এইরূপে মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! পাণি-গ্রহণকালে বেদবাক্যানুসারে বর ও কন্যাকে 'তোমরা পরস্পর সমবেত হইয়া এক ধর্ম্ম আচরণ কর' বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বর ও কন্যাকে যে ধর্ম্ম আচরণ করিতে অনুজ্ঞা করা যায়, উহা কি যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বা সন্তা-নোৎপাদন অথবা ইন্দ্রিয়সুখসাধন। যখন প্রাণীমাত্রেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করে এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কেহ অগ্রে ও কেহ পশ্চাৎ কালগ্রাসে নিপতিত হয়, তখন ঐ ধর্ম্ম যে যাগ যজ্ঞা-দির অনুষ্ঠান তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। আর যখন কামিনীগণ পরপুরুষে অনুরক্ত হইয়া তদ্দ্বারা পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয় সুখ-সাধন করিতেছে। তখন ঐ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম যে পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয়সুখসাধন তাহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? অত-এব আমার বোধ হয়, ঐ ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম নহে। যাহা হউক, ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত দুর্ব্বোধ হওয়াতে উহাতে আমার মহাসন্দেহ উপ-স্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি সম্ভবরূপে ইহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপ-লক্ষে দিগধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত মহর্ষি অষ্টাবক্রের কথোপকথন কীর্ত্তন করি-তেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাতপাঃ অষ্টা-বক্র মহর্ষি বদান্যের সুপ্রভা নাম্নী কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া উঁহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত উহার পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া-ছিলেন। মহর্ষি বদান্য অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি একবার উত্তরদিকে গমন পূর্ব্বক এক জনের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আইস, তাহা হইলে আমি তোমাকে কন্যাদান করিব।

মহর্ষি অষ্টাবক্র কহিলেন, মহাত্মন্! আমাকে উত্তরদিকে কাহার সহিত সাক্ষাৎ-কার করিতে হইবে, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন। আপনি এক্ষণে আমাকে যাহা করিতে অনুমতি করিবেন, আমি তাহাই করিব।

মহর্ষি বদান্য কহিলেন, বৎস! তুমি অলকাপুরী ও হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক কৈলাস পর্ব্বতে ভগবান্ ভূতভাব-নের বাসস্থান অবলোকন করিবে। তথায় সিদ্ধ, চারণ, বিবিধমুখ প্রমথ ও দিব্যাঙ্গ-রাগসংযুক্ত পিশাচগণ মহাদেবের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মহা আহ্লাদে তানপ্রদান পুরঃসর নৃত্য গীত করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। কৈলাস পর্ব্বতের ঐ স্থান অতি রমণীয়। ভগবান্ ভূতনাথ স্বীয় অনু-চরগণের সহিত নিয়তকাল তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। দেবী পার্ব্বতী মহাদেবকে

লাভ করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান উঁহাদের উভয়েরই অতি সন্তোষকর হইয়াছে। উহার পূর্ব্বে ও উত্তরদিকে ছয় ঋতু, কালরাত্রি এবং দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই দেবদেবের উপাসনার নিমিত্ত নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিতে করিতে মেঘসন্নিভ অতি রমণীয় এক নীল বন অবলোকন করিবে। ঐ স্থানে এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর সহিত তোমার সাক্ষাৎকার হইবে। তুমি তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক পরম যত্নসহকারে তাঁহার সৎকার করিয়া এই স্থানে প্রত্যাগমন করিবে। তুমি তথায় সেই বর্ষীয়সীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেই, আমি তোমাকে কন্যা প্রদান করিব। এক্ষণে যদি এই নিয়ম প্রতিপালন করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ তথায় গমন কর।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন, নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।

ভগবান্ অষ্টাবক্র বদান্যকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া ক্রমে ক্রমে সিদ্ধচারণ-সেবিত হিমালয় পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মদায়িনী বাহুদা নদীর পবিত্র জলে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিয়া ঐ শোকবিহীন বিমল তীর্থে কুশশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ মহাত্মা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া যথাবিধি আহুতি প্রদান করিলেন। ঐ স্থানে এক হ্রদ ও হ্রদের অনতিদূরে হরপার্ব্বতীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবান্ অষ্টাবক্র ঐ হ্রদের তীরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া হরপার্ব্বতীর প্রতিমা দর্শন পূর্ব্বক কৈলাসপর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া মহাত্মা ধনপতির কাঞ্চনময় পুরদ্বার, মন্দাকিনী নদী ও নলিনীদলসমাচ্ছন্ন সরোবরের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ সরোবরের তত্ত্বাবধায়ক নিশাচরগণ মণিভদ্রতনয়ের সহিত তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই ভীমবিক্রম রাক্ষসগণকে অবলোকন পূর্ব্বক তাহাদের যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, নিশাচরগণ! তোমরা অবিলম্বে ধনপতির নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর। তখন নিশাচরগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার আগমনবৃত্তান্ত যক্ষরাজের অবিদিত নাই। ঐ দেখুন, তেজঃপুঞ্জকলেবর ভগবান্ কুবের স্বয়ং আপনার নিকট আগমন করিতেছেন।

রাক্ষসগণ এই কথা কহিতে কহিতেই ধনাধিপতি কুবের মহাত্মা অষ্টাবক্রের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে সম্মত আছি। এক্ষণে আপনি আমার গৃহে আগমন করুন। তথায় সৎকৃত ও বিশ্রান্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন করিবেন। মহাত্মা কুবের এই বলিয়া মহর্ষি

অষ্টাবক্রকে স্বীয় গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক আসন ও পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পুরঃসর উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মণিভদ্রপ্রমুখ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন। তখন মহাত্মা কুবের মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! অপ্সরোগণ নৃত্য করিবার মানসে সমুপস্থিত হইয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। কুবের এই কথা কহিলে, অষ্টাবক্র মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, যক্ষরাজ! অতিথিসৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করুক।

ভগবান্ অষ্টাবক্র এই রূপে অনুমতি প্রদান করিলে, নানাবেশধারিণী উর্ব্বরা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, উর্ব্বশী, অলম্বুষা, ঘৃতাচী, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা, রুচি, মনোহরা, সুকেশী, সুমুখী, হাসিনী, প্রভা, বিদ্যুতা, প্রশমী, দান্তা, বিদ্যোতা ও রতি প্রভৃতি অপ্সরোগণ নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বগণ বিবিধ বাদিত্রনিঃস্বন করিতে লাগিল। এইরূপ নৃত্য আরম্ভ হইলে, মহাতপাঃ ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই কুবেরের আবাসে দেবমানের একবৎসর পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর একদা মহাত্মা যক্ষরাজ মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! নৃত্যগীতাদি অতি মনোহর বিষয়। আপনি এই উপলক্ষে এক বৎসর আমার আলয়ে অতিবাহিত করিলেন। এক্ষণে যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে আরও কিছু দিন এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনি অতিথি ও আমাদিগের পূজনীয়। আমরা আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য এবং আমাদের গৃহ আপনার গৃহস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

যক্ষরাজ এই কথা কহিলে, ভগবান্ অষ্টাবক্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যক্ষরাজ! আমি তোমার যথোচিত সৎকার দ্বারা যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার তুল্য শিষ্টাচারপরায়ণ ব্যক্তি অতি বিরল। এক্ষণে আমাকে মহর্ষির নিয়োগক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইবে। তোমার বুদ্ধি ও সম্পত্তির বৃদ্ধি হউক। আমি চলিলাম। ভগবান্ অষ্টাবক্র এই বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া কৈলাস, মন্দর ও সুমেরু প্রভৃতি বিবিধ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন এবং পরিশেষে কিরাতরূপী মহাদেবের স্থান প্রদক্ষিণ ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পবিত্র হইয়া ধরণীতলে অবতরণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ গমন করিতে করিতে এক মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ সকলপ্রকার পুষ্পফলে পরিপূর্ণ রমণীয় কানন তাঁহার নয়নগোচর হইল। ঐ অরণ্যমধ্যে এক দিব্য আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে বিবিধ রত্ন বিভূষিত নানাপ্রকার পর্ব্বত, মণিভূমিনিখাত মনোহর সরোবর ও অন্যান্য বহুবিধ অদ্ভুত পদার্থসমুদায় যাহার পর নাই উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছিল। মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই সমুদায় পদার্থের অলৌকিক শোভা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই আশ্রমমধ্যে কুবেরপুরী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এক সর্ব্বরত্নময় অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় পুরী তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। ঐ পুরীর পার্শ্বদেশে নানাপ্রকার মণিকাঞ্চন পর্ব্বত ও সুবর্ণবিমান সমুদায় বিরাজিত ছিল; মন্দারকুসুম সমলঙ্কৃত মন্দাকিনী কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল এবং হীরক ও মণিসমুদায় চতুর্দ্দিকে প্রভাজাল বিস্তার করিতেছিল। ঐ পুরমধ্যে বিচিত্র মণিতোরণসমলঙ্কৃত মুক্তাজালখচিত হৃদয়াকর্ষক বিবিধ গৃহসমুদায় বিদ্যমান ছিল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই সমস্ত দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন, এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে অবস্থান করিব? পরিশেষে তিনি সেই পুরের দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমি অতিথি; এক্ষণে তোমরা এই পুরমধ্যে যে কেহ বিদ্যমান থাক, আমাকে আসিয়া সমুচিত সৎকার কর।

মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিবামাত্র ঐ পুরমধ্যস্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সাতটী কন্যা অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইল। ঐ সময় মহর্ষি অষ্টাবক্র ঐ সাতটী কন্যার মধ্যে যাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন, সেই তাঁহার মনোহরণ করিল।

তিনি তাহাদের রূপলাবণ্যদর্শনে কিয়ৎক্ষণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, পরিশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তবিকার পরিহার করিলেন। অনন্তর সেই কন্যাগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! আপনি এই আবাসমধ্যে প্রবেশ করুন। কন্যাগণ এই কথা কহিলে, অষ্টাবক্র উহাদিগের রূপমাধুরী ও গৃহসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথায় এক শুক্লাম্বরধারিণী, পর্য্যঙ্কে নিষণ্ণা, সর্ব্বাভরণবিভূষিতা বৃদ্ধাকে নিরীক্ষণ করিয়া, মঙ্গল হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহর্ষি গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই স্থবিরা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। তখন মহর্ষি অষ্টাবক্র তথায় উপবেশন ও বিশ্রামসুখলাভ করিয়া সেই সমস্ত নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অঙ্গনাগণ! তোমাদিগের মধ্যে যিনি অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও ধৈর্য্যশালিনী, সেই রমণী এই স্থানে অবস্থান করুন। আর সকলেই স্ব স্ব আলয়ে স্বেচ্ছানুসারে গমন করুন। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র কামিনীগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কেবল সেই বর্ষীয়সী সেই গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর দিবস অতীত ও রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন মহর্ষি এক দুগ্ধফেনধবল শয্যায় শয়ন করিয়া সেই বৃদ্ধাকে কহিলেন, ভদ্রে! রজনী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব তুমিও এক্ষণে শয়ন কর। বৃদ্ধা তপোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্য এক শয্যায় শয়ন করিল। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে ঐ বর্ষীয়সী দুরন্ত শীতব্যপদেশে কলেবর কম্পিত করিয়া মহর্ষির শয্যায় আগমন

করিল। মহর্ষি তাহাকে আপনার শয্যায় আগত দেখিয়া স্বাগতপ্রশ্ন পূর্ব্বক তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। তখন বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের শয্যায় শয়ন করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় নির্ব্বিকার হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে কহিল, ভগবন্! পুরুষস্পর্শে স্ত্রীলোকের স্বভাবতই ধৈর্য্যলোপ হইয়া থাকে। আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া অনঙ্গশরে নিতান্ত জর্জ্জরীভূত হইয়াছি; এক্ষণে আপনি আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। আমি আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া অবধি ভগবান্ কুসুমায়ুধের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি। আপনি প্রফুল্লমনে আলিঙ্গন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। আমি আপনার নিকট আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, আপনাকে আমার ইচ্ছা সফল করিতে হইবে। আপনি যে এত কাল কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমার মনোরথ পূর্ণ করাই উহার অভীষ্ট ফল। এক্ষণে আমার এই যে সমস্ত ধনরত্ন ও অন্যান্য যা কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন, আপনি তৎসমুদায়ের ও আমার অধীশ্বর হউন। আপনি আমার আশা সফল করিলে, আমিও আপনার সমুদায় ইচ্ছা পূর্ণ করিব। এই রমণীয় কাননমধ্যে আপনার একান্ত বশবর্ত্তিনী হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। আমরা এই স্থানে পরস্পর মিলিত হইলে লৌকিক ও অলৌকিক নানাপ্রকার সুখভোগ করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। পুরুষসংসর্গ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট সুখ আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোকেরা অনঙ্গশর নিপীড়িত হইলে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। তৎকালে প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণ সন্তপ্ত বালুকার উপরিভাগ দিয়া গমন করিলেও তাহাদের পদতল ব্যথিত হয় না।

বৃদ্ধা এইরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিলে, অষ্টাবক্র তাহাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি কদাচই পরনারী স্পর্শ করি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এই কার্য্যকে নিতান্ত দূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি বিষয়ভোগে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি ধর্ম্মত পুত্র লাভ করিলে আমার নিশ্চয়ই শুভ লোক সমুদায় লাভ হইবে। এক্ষণে তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া এই ব্যাপার হইতে বিরত হও।

তখন বৃদ্ধা কহিল, ভগবন্! স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই রতিপ্রিয়! পুরুষসংসর্গ উহাদিগের যেমন প্রীতিকর, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও উহাদের তাদৃশ প্রীতিপ্রদ নহেন। দেখুন, সহস্র স্ত্রীলোক মধ্যে কথঞ্চিৎ একটি পতিব্রতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি প্রবৃদ্ধ হয়, তৎকালে উহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, পুত্র ও দেবরের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না। আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। হে তপোধন! প্রজাপতি স্ত্রীজাতিসংক্রান্ত

যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই আমি আপনার নিকট তৎসমুদায় অবিকল কীর্ত্তন করিলাম।

বর্ষীয়সী এই কথা কহিলে, মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! লোকে কার্য্যের আস্বাদজ্ঞ হইলেই তদ্বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। আমি বিষয় সম্ভোগ কিছুমাত্র অবগত নহি। এই নিমিত্তই তোমার এই প্রার্থনায় সম্মত হইতেছি না। এক্ষণে এই কার্য্য ভিন্ন তোমার অন্য কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা ব্যক্ত কর। তখন স্থবিরা কহিল, ভগবন্! আপনি এই স্থানে কিছু দিন অবস্থান করুন। কালক্রমে সম্ভোগ-সুখের আস্বাদগ্রহে সমর্থ হইবেন।

বৃদ্ধা এইরূপ অনুরোধ করিলে, মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার যতদিন ইচ্ছা হইবে আমি ততদিনই এই স্থানে বাস করিব, সন্দেহ নাই। তিনি বৃদ্ধাকে এই কথা কহিয়া উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে উহার যে যে অঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেন, তাহা কিছুতেই তাঁহার চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইল না। তখন মহর্ষি ঐ নারীকে একান্ত জরাজীর্ণ বিবেচনা করিয়া দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই নারী কি এই গৃহদেবতা! এ কি শাপপ্রভাবে এইরূপ বিকৃতরূপ হইয়াছে? যাহাই হউক, ইহাকে ইহার বিরূপতার কারণ জিজ্ঞাসা করা কোনমতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন অতিক্রান্ত হইল। দিবা অবসান হইলে বৃদ্ধা মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! ঐ দেখুন, দিবাকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইয়াছেন; এক্ষণে আমি আপনার কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আজ্ঞা করুন। তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! তুমি এক্ষণে আমার স্নানার্থ সলিল আহরণ কর। আমি কৃতস্নান হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিব।

বিংশতিতম অধ্যায়।

মহর্ষি অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে, বৃদ্ধা অচিরাৎ তাঁহার নিকট দিব্য তৈল ও স্নানবস্ত্র উপস্থিত করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিল। তৈলমর্দ্দন সমাপ্ত হইলে মহর্ষি সেই বৃদ্ধার সহিত স্নানশালায় প্রবিষ্ট হইয়া অতিবিচিত্র অভিনব সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধাও তাঁহার সমীপে সমুপবিষ্ট হইয়া ঈষদুষ্ণ সলিল দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি সেই কদুষ্ণ সলিল ও বৃদ্ধার কর স্পর্শ দ্বারা পরম সুখানুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্নান করিতে করিতে যে সমুদায় রজনী অতিবাহিত হইল, তাহা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, ভগবান্ সূর্য্যদেব সমুদিত হইয়াছেন। তখন তিনি নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার

কি মোহ উপস্থিত হইল, অথবা যথার্থই প্রাতঃকাল হইয়াছে! অনন্তর অনতিকাল বিলম্বে তাঁহার সেই সন্দেহ দূরীকৃত হইলে, তিনি ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন, ভদ্রে! এক্ষণে আমি কি করিব? তখন বৃদ্ধা অমৃততুল্য সুস্বাদু অতি উৎকৃষ্ট অন্ন উপনীত করিল। মহর্ষি সেই সুস্বাদু অন্নের রসাস্বাদন করিতে করিতে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিলেন। পরে পুনরায় সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে সেই বর্ষীয়সী আপনার ও মহর্ষির নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শয্যা প্রস্তুত করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি এক্ষণে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করুন। বৃদ্ধা মহর্ষিকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইয়া স্বয়ং আপনার শয্যায় শয়ন করিল এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহার শয্যায় সমুপস্থিত হইল।

তখন অষ্টাবক্র তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! পরস্ত্রীসংসর্গ করিতে আমার কোনমতেই ইচ্ছা হয় না; অতএব তুমি অচিরাৎ এই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় শয্যায় গমন কর।

দ্বিজবর এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে বৃদ্ধা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, ভগবন্! আমি স্বতন্ত্রা; আমার সহিত সংসর্গ করিলে আপনাকে পরদারমর্ষণজন্য দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! প্রজাপতি কহিয়াছেন যে, অবলাজাতির স্বাধীনতা নাই। স্ত্রীলোক মাত্রেই পরাধীন।

তখন বৃদ্ধা কহিল, দ্বিজবর! আমি অনঙ্গপীড়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছি; অতএব আপনি যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে আপনাকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিরা কামক্রোধাদি দোষে একান্ত অভিভূত হয়। আমি ধৈর্য্যগুণবশত কামাদি রিপুসমুদায়কে বশীভূত করিয়াছি; অতএব তুমি অচিরাৎ আপনার শয্যায় শয়ন কর।

বৃদ্ধা কহিল, দ্বিজবর! আমি আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। যদি আপনি স্বীয় পত্নীভিন্ন অন্যস্ত্রীর সংসর্গ নিতান্ত দোষাবহ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি, আপনি অবিলম্বে আমার পাণিগ্রহণ করুন, তাহা হইলে আমার সংসর্গনিবন্ধন দোষের লেশমাত্রও জন্মিবে না। ফলত আমি স্বতন্ত্রা, স্বয়ং আত্মসমর্পণ করিতে পারি। অতএব আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া আমার সংস্কার সম্পাদন করুন। আমি আপনার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছি।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! ত্রিলোকমধ্যে কোন স্ত্রীরই স্বাধীনতা নাই। তুমি কিরূপে স্বাধীন হইলে? দেখ, কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্ত্রেরা স্ত্রীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং

স্ত্রীজাতির কখনই স্বাধীনতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

বৃদ্ধা কহিলেন, দ্বিজবর! আমি কুমারাবস্থা পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রতিপালন করিতেছি। আমি কন্যা; অতএব আমার প্রতি অশ্রদ্ধা না করিয়া আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন।

বৃদ্ধা এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহাকে ষোড়শবর্ষদেশীয়া কন্যার ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ। কিন্তু মহর্ষি বদান্য আমাকে পরীক্ষার্থ এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি কিরূপে তোমার সহিত সংসর্গে প্রবৃত্ত হইব? অষ্টাবক্র সেই কামিনীকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই কামিনী ইতি পূর্ব্বে অতি জীর্ণা ছিল; এক্ষণে দিব্যবস্ত্রাভরণবিভূষিত কন্যার বেশ ধারণ করিয়াছে। না জানি পরে আবার কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিবে! যাহা হউক, কামদমনশক্তি ও ধৈর্য্যগুণসত্ত্বে আমি কদাচ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আমি যে সত্য করিয়াছি, সেই সত্য প্রতিপালন পূর্ব্বক নিশ্চয়ই সেই ঋষিকন্যাকে বিবাহ করিব।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ঐ স্ত্রী যখন অষ্টাবক্রকে পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ ও উঁহার শয্যায় গমন করিল, তৎকালে উঁহার ঐ মহাতেজাঃ মহর্ষি হইতে অভিশাপের আশঙ্কা হইল না কেন? আর ভগবান্ অষ্টাবক্রই বা কিরূপে তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, আপনি এই বৃত্তান্তদ্বয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! অনন্তর মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি নিমিত্ত আপনার রূপ পরিবর্ত্তিত করিলে, তাহা আমার নিকট তোমাকে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে। মহর্ষি অষ্টাবক্র এইরূপ অনুরোধ করিলে, সেই কামিনী তাঁহাকে কহিলেন, মহর্ষে! স্বর্গ মর্ত্ত প্রভৃতি সমুদায় লোকেই স্ত্রী পুরুষগণ কামাবিষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি পরদারনিরত কি না, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হওয়াতে আমি তোমার পরীক্ষা করিলাম। তুমি আপনার নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া সমুদায় লোক পরাজয় করিয়াছ। আমি উত্তরদিক্। তোমাকে স্ত্রীলোকের চাপল্য দর্শন করাইবার নিমিত্তই আমি বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম। ইহলোকে বৃদ্ধারাও কামজ্বরে সমাক্রান্ত হইয়া থাকে। আজি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি মহাত্মা বদান্য কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কার্য্যের নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিলাম। অতঃপর তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন পূর্ব্বক বাঞ্ছিত কন্যাকে লাভ করিতে পারিবে এবং কালক্রমে ঐ কন্যা পুত্রবতীও হইবে। এই আমি তোমার

জিজ্ঞাসানুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। ত্রিলোকমধ্যে কেহই ব্রাহ্মণের অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে তোমার গৃহে গমন করাই কর্ত্তব্য। আর যদি তোমার অন্য কিছু শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে ব্যক্ত কর, আমি অবশ্যই তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। মহাত্মা বদান্য তোমার নিমিত্তই আমাকে প্রসন্ন করিয়াছেন; আমি তাঁহার সম্মান রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।

স্ত্রীবেশধারিণী উত্তরদিক্ এই কথা কহিলে, মহাত্মা অষ্টাবক্র তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং স্বজনদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মহাত্মা বদান্যের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বদান্য তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! যে যে স্থানে গমন ও যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তখন মহাত্মা অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে গন্ধমাদন পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া উহার উত্তরাংশে এক দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আপনার অভিপ্রায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে আমি তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি। মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে, মহর্ষি বদান্য তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি কন্যাদানের যোগ্য পাত্র। তোমাকে কন্যা দান করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তুমি এক্ষণে শুভনক্ষত্রে আমার কন্যার পাণি গ্রহণ কর। মহর্ষি বদান্য এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা অষ্টাবক্র বিধি পূর্ব্বক সেই কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! যখন মহাত্মা অষ্টাবক্র বদান্যের কন্যাদর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইয়াই তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন স্ত্রী-পুরুষের সহধর্ম্ম যে ইন্দ্রিয়-সুখসাধনস্বরূপ তাহার আর সন্দেহ নাই।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দণ্ডাদি চিহ্ন সম্পন্ন বা ঐ চিহ্নবিহীন ব্রাহ্মণ দানাদির উপযুক্ত পাত্র? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যাদি চিহ্নসম্পন্ন হউন বা নাই হউন স্বধর্ম্মাক্রান্ত হইলেই তাঁহাকে দান করা কর্ত্তব্য। চিহ্নিত ও অচিহ্নিত উভয়বিধ ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র।

যুধিষ্ঠির কহিলেন পিতামহ! যদি অপবিত্র ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণকে হব্য কব্য ও অর্ঘাদি দান করে, তাহা হইলে তাহার কি পাপ জন্মে?

ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেই পবিত্র হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহার পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দৈব কার্য্য অনুষ্ঠান কালে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবার রীতি নাই; কিন্তু পিতৃকার্য্য সাধন সময়ে কি নিমিত্ত উঁহাদিগের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দৈবকার্য্য দেবতার অনুগ্রহেই সুসিদ্ধ হয়; তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণের সহযোগিতার আবশ্যকতা নাই। যজমানেরা কেবল দেবগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়াই দৈবকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু পিতৃকার্য্য ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কদাচই সম্পন্ন হয় না, সুতরাং পিতৃকার্য্য সাধন কালে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য আছে কি না অগ্রে তাহা সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাঁহারা অপরিচিত, স্বসম্পর্কীয় বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী, তপঃপরায়ণ ও যজ্ঞশীল তাঁহাদিগকেই কি নিমিত্ত পাত্র বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অপরিচিত, স্বসম্পর্কীয় ও তপঃপরায়ণ ব্যক্তি সৎকুলসম্ভূত, যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পরায়ণ, বিদ্বান্, অনৃশংস, লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী এবং বিদ্বান্ ও যজ্ঞশীল ব্যক্তি কুলীন, অনৃশংস, লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী হইলেই দৈব ও পৈত্র কার্য্যের প্রকৃত পাত্র বলিয়া পরিগৃহীত হন। এই বিষয়ে পৃথিবী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় এই চারি জনের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহা শ্রবণ কর। একদা পৃথিবী প্রভৃতি চারি জন সমবেত হইয়া কথা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের সদগুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, মৃৎপিণ্ড যেমন মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হইলে অবিলম্বেই নিমগ্ন হইয়া যায় সেইরূপ যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ সম্পন্ন ব্রাহ্মণে সমুদায় দুষ্কার্য্যই বিলুপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

কাশ্যপ কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ সুশীল না হন, সাঙ্গবেদ, সাংখ্য, পুরাণ ও কৌলিন্য কখনই তাঁহার উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয় না।

অগ্নি কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল হইয়া আপনার পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার বিদ্যাবলে অন্যের যশঃ বিলুপ্ত করেন, তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট ও সত্যপ্রয়োগে অসমর্থ হন এবং তাঁহার কখনই অক্ষয় লোক লাভ হয় না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সহস্র অশ্বমেধ ও সত্যকে এক মানদণ্ডে পরিমাণ করিলে, সহস্র অশ্বমেধ সত্যের অর্দ্ধাংশ হইতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব সতত সত্যপরায়ণ হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। হে ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় ব্রাহ্মণের বিষয়ে এইরূপ স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া যথা স্থানে প্রস্থান করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি শ্রাদ্ধে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতপরায়ণ, ব্রাহ্মণ স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করেন, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধের অখণ্ড ফল লাভ হয় কি না?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণ

দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী হইয়াছেন, তিনি যদি শ্রাদ্ধকালে প্রার্থনা করিয়া পিতৃদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারই ব্রত লোপ হয়; শ্রাদ্ধের কোন অঙ্গহানি হয় না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনীষিগণ ধর্ম্মকে নিতান্ত জটিল ও দুরবগাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম কি, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ঋজুতা এই কয়েকটি ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করেন, অথচ স্বয়ং ঐ সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হন, সেই সমস্ত ধর্ম্মসঙ্করকারক পামরদিগকে যে ব্যক্তি সুবর্ণ, গো ও অশ্ব প্রদান করে, সে নিরয়গামী হইয়া দশ বৎসর মৃত গোমহিষাদির মাংস ভোজী পুক্কস, চণ্ডাল ও যাহারা রাগ মোহাদির বশীভূত হইয়া অন্যের কার্য্যাকার্য্য সমুদায় প্রকাশ করে, তাহাদিগের বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান কালে অভ্যাগত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া আহারপ্রদান না করে, তাহার অশুভ লোক সমুদায় লাভ হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য কি, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মলক্ষণ কি প্রকার ও উৎকৃষ্ট পবিত্রতাই বা কাহাকে বলে? আপনি এই সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মদ্য মাংস পরিত্যাগই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য। বেদ প্রতিপাদিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর বিষয়বৈরাগ্যই যথার্থ পবিত্রতা।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য কোন্ সময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান, কোন্ সময়ে অর্থ উপার্জ্জন ও কোন্ সময়েই বা বিষয় ভোগ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বাহ্নে অর্থোপার্জ্জন, মধ্যাহ্নে ধর্ম্ম সঞ্চয় ও অপরাহ্নে বিষয়ভোগ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে একের উপর নিরন্তর আসক্ত থাকা গৃহস্থের কখনই বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণগণের সম্মাননা, গুরুলোকের অর্চ্চনা ও সকল প্রাণীর প্রতি সরল ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অনুদ্ধতস্বভাব ও প্রিয়বাদী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, নরপতিগণের নিকট শঠতা, গুরুজন সন্নিধানে মিথ্যা ব্যবহার, অগ্নিত্যাগ, বেদ পরিত্যাগ ও ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। গোহত্যা ও নরপতিকে প্রহার করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে সাধু বলিয়া পরিগণিত হন, কিরূপ ব্রাহ্মণকে ধন প্রদান করিলে, মহাফল লাভ হয় এবং কি প্রকার

ব্রাহ্মণকে ভোজন করান কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণগণ ক্রোধ-বিহীন, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইলেই সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে এবং যাঁহারা নিরহঙ্কৃত, সহিষ্ণু, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূত-হিতৈষী, মিত্রতাপরায়ণ, লোভবিহীন, পবিত্র, বিদ্বান্, লজ্জাশীল; সত্যবাদী ও স্বকর্ম্মপরায়ণ তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ চারিবেদ ও সমুদায় বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন এবং যিনি ষড়্‌বিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই ভোজন করাইবার উপযুক্ত পাত্র। যথার্থ গুণবান্ পাত্রে দান করিলে, দাতার সহস্রগুণ ফল লাভ হয়। শাস্ত্রজ্ঞান, সদ্ব্যবহার ও সচ্চরিত্র-সম্পন্ন একমাত্র ব্রাহ্মণকে দান করিতে পারিলেই দাতার কুল পবিত্র হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্রাহ্মণকে গো, অশ্ব, ধন, অন্ন ও অন্যান্য নানাবিধ বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। উক্তরূপ পাত্রে দান করিতে পারিলে, পরকালে আর দাতাকে অনুতাপ করিতে হয় না। সদ্গুণসম্পন্ন সাধুসম্মত ব্যক্তি যদি দূরদেশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে সৎকার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সুরর্ষিগণ শ্রাদ্ধকালে দৈব ও পৈত্র কার্য্যে যাহা যাহা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মঙ্গলাচারসম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া পরম যত্নসহকারে পূর্ব্বাহ্নে দৈবকার্য্য, অপরাহ্নে পিতৃকার্য্য ও মধ্যাহ্নে মনুষ্যকার্য্য সম্পাদন করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অকালদত্ত বস্তু রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লঙ্ঘিত, অবলীঢ়, কলহকৃত, রজস্বলাস্পৃষ্ট, অনেকের উদ্দেশে সম্পাদিত, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট বা দৃষ্ট, কেশ, কীট, নেত্রজল ও ক্ষুত দ্বারা দূষিত উচ্ছিষ্ট, শ্রাদ্ধে মন্ত্র ক্রিয়া ও আহুতি প্রদান ব্যতীত পরিবিষ্ট এবং দুরাচার ও শূদ্রকে ভোজনার্থ প্রদত্ত অন্নকে রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেবতা অতিথি ও বালকাদিকে বঞ্চনা করিয়া অন্নভোজন করিলে রাক্ষসীয় ভাগ ভোজন করা হয়।

হে মহারাজ! এই আমি রাক্ষসীয় ভাগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর যেরূপ ব্রাহ্মণকে দান করা অবিধেয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ কৃতবিদ্য হইয়াও যদি পতিত, জড়, উন্মত্ত, কুষ্ঠী, ক্লীব, যক্ষ্মরোগী, অপস্মাররোগগ্রস্ত, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবল, বৃথানিয়মধারী সোমবিক্রয়ী, ক্রীড়াপরায়ণ, গায়ক, নর্ত্তক, বাদক, বৃথাভাষী, যোদ্ধা, শূদ্রযাজী, শূদ্রা-ধ্যাপক, শূদ্রদাস, শূদ্রাপতি, বেতন ভুক্ অধ্যাপক ও শিষ্য, স্মৃতি ও বেদোক্ত কর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, মৃত-নির্যাতক, তস্কর, অজ্ঞাত-কুলশীল, গ্রামণী, পুত্রিকাপুত্র, ঋণকর্ত্তা, কুসীদজীবী, প্রাণিজীবী, স্ত্রীজীবী, অস্ত্র-

জীবী ও সন্ধ্যাবন্দনাদি বিহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা কদাপি বিধেয় নহে।

অতঃপর দাতা ও প্রতিগৃহীতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র ব্রতপরায়ণ, গ্রামবাসী, চৌর্য্যবৃত্তিবিহীন, অতিথিসৎকারজ্ঞ, ত্রিকালীন সাবিত্রী জপপরায়ণ, ভিক্ষাজীবী, ক্রিয়াবান্, অহিংস্র, অল্পদোষী, অদাম্ভিক ও শুষ্কতর্ক পরাঙ্মুখ তাঁহারাই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। যাঁহারা প্রথমে ধূর্ত্ততা, চৌর্য্য, প্রাণিবিক্রয় ও বণিকৃবৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞে সোমরস পান করেন ও যাঁহারা দুষ্কর্ম্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া পরিশেষে অতিথিসাৎ করেন, তাঁহারাও শ্রাদ্ধস্থলে নিমন্ত্রিত হইতে পারেন। ব্রতপরায়ণ, গুণশালী ও সাবিত্রীজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কৃষিজীবী এবং সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা যায়। বেদবিক্রয় ও মিথ্যাশপথাদি দ্বারা অর্জ্জিত অর্থ ও স্ত্রীধন ব্রাহ্মণকে প্রদান বা উহা দ্বারা পিতৃকার্য্য সম্পাদন করা বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ সমাপন হইলে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ সমাপনোচিত স্বধাদি বাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহাকে অধর্ম্মভাগী হইতে হয়। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, দধি, ঘৃত সোমরস ও আরণ্য পশুর মাংস প্রাপ্ত হইলেই শ্রাদ্ধ করা উচিত। শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণের স্বধা, ক্ষত্রিয়ের প্রীয়ন্তাং, বৈশ্যের অক্ষয্য ও শূদ্রের স্বস্তি এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। দৈবকার্য্য অনুষ্ঠান সময়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক পুণ্যাহবাক্য, ক্ষত্রিয়ের প্রণবোচ্চারণবিহীন পুণ্যাহবাক্য, বৈশ্যের প্রীয়ন্তাং এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই জাত কর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপনয়নকালে ব্রাহ্মণের শরনির্ম্মিত মেখলা, ক্ষত্রিয়ের মৌর্ব্বী মেখলা এবং বৈশ্যের বল্বজতৃণ নির্ম্মিত মেখলা ব্যবহার করাই যথার্থ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে যে পাপ হইবে ক্ষত্রিয়ের তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ এবং বৈশ্যের আটগুণ হইবে। ব্রাহ্মণ প্রথমে স্ববর্ণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যদি অন্যত্র গমন করেন তাহা হইলে বৃথা জীব হিংসার সম্পূর্ণ পাপ, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যত্র গমন করিলে বৃথা জীবহিংসার অর্দ্ধপাপ ভাগী হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ অস্নাত বা অশৌচগ্রস্ত হইয়া লোভবশত দৈব বা পিতৃকার্য্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ভবনে গমন পূর্ব্বক ভোজন করেন, যিনি তীর্থযাত্রা বা অন্যান্য কার্য্য ব্যপদেশে দাতার নিকট ধন প্রার্থনা করেন, যিনি বেদব্রতপরায়ণ না হন এবং যিনি শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধে পরিবেশন না করেন, তাহাদিগের সকলকেই যে ব্যক্তি গোগ্রহণের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে তাহার তুল্য পাপভাগী হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দেবতা

ও পিতৃগণের তৃপ্তিলাভের উদ্দেশে কাহা-দিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাহাদিগের পত্নী-গণ সুবৃষ্টি প্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবির ন্যায় স্বামীর ভোজনপাত্রাবশিষ্ট দ্রব্যের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভোজন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমুদায় সচ্চরিত্র দুর্ব্বল ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ যাচকভাবে গৃহে উপস্থিত হন, যাঁহারা ভক্তিপরায়ণ ও আশ্রিত হইয়া থাকেন এবং কেবল আবশ্য-কের সময় অর্থ প্রার্থনা করেন, যাঁহারা তস্কর ও শত্রু হইতে ভীত হইয়া আগমন পূর্ব্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা নিতান্ত দরিদ্রতানিবন্ধন আগ্রহ পূর্ব্বক দরিদ্র ব্রাহ্মণেরও করস্থিত অন্ন প্রার্থনা করেন, যাঁহারা দেশবিপ্লব নিবন্ধন হৃতদার ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অর্থ লাভের নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন, যে সমুদায় ব্রতনিয়ম-পরায়ণ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ব্রতাদি সমাধানার্থ ধনার্থী হইয়া উপস্থিত হন, যাঁহারা পাষণ্ড-দিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও ধন কিছুমাত্র নাই, যাঁহারা পরাক্রান্ত দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া অন্ন প্রার্থনা করেন এবং যাঁহারা তপস্বীদিগের নিকট ভিক্ষার্থ গমন করেন, তাঁহাদিগকেই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে দান করিলে, মহাফল লাভ হইয়া থাকে।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট দান-বিষয়ক মহৎ ফল কীর্ত্তন করিলাম। অতঃ-পর মানবগণের যে কার্য্য দ্বারা নরক ও যে কার্য্য দ্বারা স্বর্গ ভোগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা গুরুর হিত-সাধন ও ভয় নিবারণ ব্যতীত অন্য কার্য্যের নিমিত্ত মিথ্যা কথা কহে; যাহারা পর-দারাপহরণ, পরস্ত্রীসংসর্গ, পারদারিক কার্য্যে দৌত্যকার্য্য, পরধন নাশ ও পরদোষ কীর্ত্তন করে, যাহারা উদপান, সেতু ও গৃহাদি ভগ্ন করিয়া থাকে, যাহারা বালিকা, বৃদ্ধা ও অনাথা স্ত্রীদিগের বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হয়; যাহারা বৃত্তিচ্ছেদ, গৃহচ্ছেদ, দারবিচ্ছেদ, মিত্রতাচ্ছেদ ও আশাচ্ছেদ করে, যাহারা পরদোষসূচক, সন্ধিভেদক, পরভাগ্যোপ-জীবী, মিত্রের প্রতি অকৃতজ্ঞ, বেদবিরোধী, সাধুদিগের দ্বেষ্টা, নিয়মবিধ্বংসী, পাপকার্য্য দ্বারা পতিত, বিরুদ্ধ ব্যবহারনিরত, অনুচিত বৃদ্ধিজীবী, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, কদাচারনিরত ও প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়, যাহারা আশা-গ্রস্ত, নির্দ্দিষ্টলাভাকাঙ্ক্ষী, বেতনভোগী ও কৃতশ্রম ব্যক্তিদিগকে কৌশলক্রমে স্বামীর নিকট হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে, যাহারা অগ্নি, স্ত্রী, পোষ্যবর্গ ও অতিথি-দিগকে ভোজ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, যাহারা দেবকার্য্য ও পিতৃ-কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়, যাহারা বেদ বিক্রয়, বেদদ্বেষ ও বেদে অবজ্ঞা করে, যাহারা চারি আশ্রমের বহির্ভূত ও বেদা-চারবিহীন হইয়া দুষ্ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়, কেশ বিক্রয়, বিষবিক্রয় ও ক্ষীরবিক্রয় যাহাদিগের উপজীবিকা, যাহারা গো, ব্রাহ্মণ ও কন্যাগণের কার্য্যে

বিঘ্ন উৎপাদন করে, যাহারা শাস্ত্র, শল্য ও ধনু নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করে, যাহারা শিলা-শঙ্কু ও বিবর দ্বারা পথ রুদ্ধ করে, যাহারা নিরপরাধে উপাধ্যায়, ভৃত্য ও ভক্তগণকে পরিত্যাগ করে, যাহারা অপ্রাপ্তদশায় বৃষগণকে দমিত করিয়া তাহাদিগের নাসিকা ভেদ করে, যাহারা পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে, যে সমুদায় ভূপতি প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও ধনদানে পরাঙ্মুখ হন, যাহারা স্বকার্য্যসাধন হইলেও ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্, চির-সহচর ও ভৃত্যগণকে পরিত্যাগ করে এবং যাহারা বালক, বৃদ্ধ ও ভৃত্যগণকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে ভোজন করে, তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ নরকগামী হইতে হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে নরকগামী হইতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যে সকল কার্য্যপ্রভাবে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিলে পুত্র ও পশু সমুদায় বিনষ্ট হয়; অতএব ব্রাহ্মণের অবমাননা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা প্রাণান্তেও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করেন না; যাঁহারা দান, তপ ও সত্যবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আপনার ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন; যাঁহারা গুরুশুশ্রূষা ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা বিদ্যা লাভ করিয়া প্রতিগ্রহে একান্ত পরাঙ্মুখ হন; যাঁহারা লোকসকলকে ভয়, পাপ, বিঘ্ন, দারিদ্র্য ও ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ করেন; যাঁহারা ক্ষমাশীল, ধীরস্বভাব, ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহসম্পন্ন ও শুভাচারপরায়ণ; যাঁহারা মদ্য, মাংস ও পরদারে কদাচ আসক্ত হন না; যাঁহারা কূল, আশ্রম ও গ্রাম নগরাদি সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হন; যাঁহারা অন্নপান, বস্ত্র ও আভরণ প্রদান এবং অর্থাদির সাহায্য করিয়া অন্যের বিবাহাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, যাঁহারা হিংসাদোষশূন্য, সর্ব্বসহিষ্ণু ও সকলের আশ্রয়দাতা; যাঁহারা মাতা পিতার শুশ্রূষা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি সমুচিত স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; যাঁহারা অতুল অর্থশালী, মহাবলপরাক্রান্ত ও যুবা হইয়াও সুধীর ও জিতেন্দ্রিয় হন; যাঁহারা অপরাধী ব্যক্তির প্রতিও স্নেহদৃষ্টি বিতরণ করেন, যাঁহারা স্বয়ং মৃদু ও মৃদুবৎসল; যাঁহারা শুশ্রূষা দ্বারা অন্যের সুখ সম্পাদনে যত্নবান্ হন; যাঁহারা অসংখ্য লোকের ভোজনদাতা, ধনদাতা ও রক্ষক; যাঁহারা যাচকদিগকে গো, অশ্ব, সুবর্ণ, যান, বাহন এবং বিবাহোচিত অলঙ্কার, বস্ত্র ও দাস দাসী প্রদান করিয়া থাকেন; যাঁহারা গোষ্ঠ, পান্থনিবাস, উদ্যান, কূপ, সভা, উদপান ও প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া দেন, যাঁহারা ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান করেন; যাঁহারা স্বয়ং রস, বীজ ও ধান্যাদি উৎপাদন পূর্ব্বক পাত্রসাৎ করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যে কোনরূপ কুলে হউক উৎপন্ন হইয়া বহু পুত্র ও শতায়ু হইয়া দয়াশীল ও শান্তস্বভাব হন, তাঁহারাই স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরলোকহিতকর

দৈব ও পৈত্র্যকার্য্য এবং পূর্ব্বতন ঋষি-নির্দ্দিষ্ট দান, ধর্ম্ম ও দানের বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ-বিনাশ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ কার্য্য করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি পরাশরসুত মহর্ষি ব্যাসকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং তিনি আমাকে যাহা উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। একদা আমি ব্যাসের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণবিনাশ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ কার্য্যপ্রভাবে ব্রহ্মহত্যাপাপ জন্মিতে পারে, আপনি তাহা যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করুন। আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি ব্যাস আমাকে কহিলেন, শান্তনু-তনয়! যে ব্যক্তি গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা-প্রদানার্থ স্বয়ং আহ্বান করিয়া ভিক্ষা-প্রদানোপযোগী দ্রব্য নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে; যে নির্ব্বোধ সাঙ্গবেদাধ্যায়ী উদাসীন ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ করে; যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত গোসমূহের সলিলপানের বিঘ্নসম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়; যে নরাধম অনভিজ্ঞতাদোষে শ্রুতি ও মহর্ষিপ্রণীত শাস্ত্র দূষিত করে; যে ব্যক্তি আপনার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যাকে অনুরূপ পাত্রের হস্তে সমর্পণে পরাঙ্মুখ হয়; যে অধর্ম্মপরায়ণ মূঢ় ব্রাহ্মণকে অকারণ মর্ম্মভেদী দুঃখ প্রদান করে; যে ব্যক্তি চক্ষুহীন জড় ও পঙ্গু ব্যক্তির সর্ব্বস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে নরাধম বন, আশ্রম, পুর ও গ্রামমধ্যে অগ্নি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই ব্রহ্ম-ঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! তীর্থদর্শন, তীর্থে স্নান ও তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ শ্রেয়ঃ-সাধন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এই পৃথিবীতে যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনি তৎসমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি অঙ্গিরাঃ তীর্থসমূহের বিষয় যেরূপ কহিয়া গিয়াছেন, তুমি অনন্যমনে তাহাই শ্রবণ কর, নিশ্চয়ই তোমার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ হইবে। একদা মহর্ষি গৌতম তপোধন অঙ্গিরার তপোবনে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! তীর্থসমুদায়ের পবিত্রতা-বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি তীর্থ সমুদায় পবিত্র কি না তাহা এবং যদি পবিত্র হয়, তাহা হইলে কোন্ তীর্থসমূহে স্নান করিলে পরলোকে কিরূপ শুভফল লাভ হয়, আপনি তাহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

অঙ্গিরাঃ কহিলেন, মহর্ষে! তীর্থসমুদায় পরম পবিত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। মনুষ্য উপবাস করিয়া তরঙ্গমালাসঙ্কুল চন্দ্রভাগা ও বিতস্তাতে সপ্তাহ অবগাহন করিলে পাপশূন্য ও মুনির ন্যায় পবিত্র হয়। কাশ্মীর দেশে যে সমস্ত নদ মহানদী সিন্ধুতে নিপতিত হইতেছে, সেই সমস্ত নদীতে অবগাহন করিলে সচ্চরিত্র হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। পুষ্কর, প্রভাস, নৈমিষ, সাগরোদক, দেবিকা, ইন্দ্রমার্গ ও স্বর্গবিন্দুতে অবগাহন করিলে মনুষ্য সুরলোক লাভ পূর্ব্বক অপ্সরোগণের স্তবে জাগরিত হয়। হিরণ্যবিন্দুতে অবগাহন ও পূত হইয়া উহাকে অভিবাদন এবং কুশেশয় ও দেবন্ত তীর্থে পর্য্যটন করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। মনুষ্য তিন রাত্রি উপবাস করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের সমীপস্থ ইন্দ্রতোয়া ও করতোয়া এবং কুরঙ্গতীর্থে অবগাহন করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভে সমর্থ হয়। গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, বিল্বক, নীলপর্ব্বত ও কনখলতীর্থে স্নান করিলে, নিষ্পাপ হইয়া সুরলোকে গমন করিতে পারা যায়। ব্রহ্মচারী, জিতক্রোধ, সত্যসন্ধ ও অহিংস্র হইয়া সলিলহ্রদ তীর্থে অবগাহন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে স্থানে ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরদিকে নিপতিত হইতেছেন, সেই স্থানের নাম মহাদেবের ত্রিস্থান, যিনি সেই ত্রিস্থানতীর্থে একমাস উপবাস করিয়া অবগাহন করেন, তিনি দেবগণের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হন, সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ ও ইন্দ্রমার্গে অবগাহন পূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করিলে স্বর্গ ভোগানন্তর পুনরায় জীবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া সুধার আস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায়। যে মনুষ্য অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও পবিত্র হইয়া এক মাস উপবাস পূর্ব্বক মহাশ্রম তীর্থে অবগাহন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। ভৃগুতুঙ্গ প্রদেশে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া মহাহ্রদ তীর্থে স্নান করিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বলাকা প্রদেশে কন্যাকূপে স্নান ও তর্পণ করিলে দেবগণমধ্যে যশ ও কীর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। দেবিকা, সুন্দরিকা হ্রদ ও অশ্বিনী তীর্থে অবগাহন করিলে পরলোকে অপূর্ব্ব রূপ ও তেজ লোভ হয়। মহাগঙ্গা ও কৃত্তিকাঙ্গারক তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক এক পক্ষ উপবাস করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিতে পারা যায়। কিঙ্কিনীকাশ্রম ও বৈমানিক তীর্থে অবগাহন করিলে কামচারী ও অপ্সরাদিগের দিব্য আলয়ে পূজিত হওয়া যায়। মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও জিতক্রোধ হইয়া তিন রাত্রি কালিকাশ্রম ও বিপাশা তীর্থে তর্পণ করিলে জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। কৃত্তিকাশ্রম তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ ও অর্চ্চনা দ্বারা মহাদেবের তুষ্টি সম্পাদন করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ করা যায়। মনুষ্য মহাপুর তীর্থে স্নান ও তিন রাত্রি উপবাস করিলে যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম জন্তুগণের ভয় হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। দেবদারুবন তীর্থে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া

তথায় সাত রাত্রি বাস করিলে দেবলোক লাভ হয়। শরস্তম্ব, কুশস্তম্ব ও দ্রোণশর্ম্মপদ তীর্থে নির্ঝরজলে স্নান করিলে, অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হওয়া যায়। চিত্রকূট, জনস্থান ও মন্দাকিনী তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক উপবাস করিলে রাজলক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। শ্যামাশ্রম তীর্থে গমন, অবস্থান ও স্নান করিয়া এক পক্ষ উপবাস করিলে দূরশ্রবণাদি গুণ লাভ হয়। কৌশিকী তীর্থে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া এক বিংশতি দিন বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিলে স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। মতঙ্গরূপী অনাদিষ্ম, অন্ধক ও সনাতন তীর্থে স্নান করিলে একরাত্রিমধ্যে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। নৈমিষ ও স্বর্গতীর্থে জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান ও এক মাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে নরমেধের ফল লাভ হয়। গঙ্গাহ্রদ ও উৎপলবন তীর্থে অবগাহন ও এক মাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হইয়া থাকে। গঙ্গাযমুনাসঙ্গম ও কালঞ্জরগিরি তীর্থে অবগাহন ও এক মাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে দশ অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। ষষ্টিহ্রদ তীর্থে স্নান করিলে অন্নদান অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রয়াগে মাঘী পূর্ণিমাতে তিন কোটি দশ সহস্র তীর্থের সমাগম হয়। যিনি সেই মাঘী পূর্ণিমাতে প্রয়াগে পবিত্র হইয়া স্নান করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। মরুদ্গণ ও পিতৃগণের আশ্রম এবং বিবস্বত তীর্থে স্নান করিলে তীর্থের ন্যায় পবিত্রতা লাভে সমর্থ হওয়া যায়। ব্রহ্মসর ও ভাগীরথী তীর্থে অবগাহন, পিতৃগণের তর্পণ ও তথায় এক মাস কাল উপবাস করিয়া অবস্থান করিলে চন্দ্রলোক লাভ হইয়া থাকে। উৎপাতক তীর্থে স্নান ও অষ্টাবক্র তীর্থে তর্পণ করিয়া দ্বাদশ দিন অনাহারে থাকিলে নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তিনবার ব্রহ্মহত্যা করিয়া অশ্মপৃষ্ঠ, গয়া, নিরবিন্দ পর্ব্বত ও ক্রৌঞ্চপদীতে গমন করিলে একেবারে ঐ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কালবিঙ্গ তীর্থে অবগাহন করিলে প্রায় কিছুই অবিদিত থাকে না। অগ্নিপুরে স্নান করিলে, অগ্নিকন্যাপুরে অবস্থান করা যায়। করবীরপুরে স্নান ও দেবহ্রদে স্নান এবং বিশালা তীর্থে তর্পণ ও স্নান করিতে পারিলে ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকে। আবর্ত্তনন্দা ও মহানন্দায় গমন করিলে অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নন্দনবনে পরম সুখ সম্ভোগ করিতে পারা যায়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে সমাহিতচিত্তে উর্ব্বশী তীর্থে গমন ও নিয়মানুসারে লৌহিত্য তীর্থে স্নান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রামহ্রদে স্নান ও বিপাশা তীর্থে তর্পণ করিয়া দ্বাদশ দিন অনাহারে অবস্থান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। অতি পবিত্র মনে মহাহ্রদে স্নান করিয়া এক মাস অনাহারে অবস্থান করিতে পারিলে জমদগ্নিতুল্য সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। দৃঢ়ব্রত ও হিংসাপরিশূন্য হইয়া বিন্ধ্যাচলে শরীরকে একান্ত সন্তপ্ত করিয়া এক মাস তপস্যা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ হয়। নর্ম্মদা ও সূর্পা-

রক সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক এক পক্ষ উপবাসী থাকিলে, নরপতিবংশে জন্ম লাভ হয়। সমাহিতচিত্তে তিন মাস সংযত হইয়া জম্বুমার্গে গমন করিলে, এক দিবসের মধ্যেই সিদ্ধি লাভ হয়। কোকামুখে অবগাহন এবং চাণ্ডালিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক কৌপীনধারী ও শাক ভক্ষণ করিতে পারিলে দশটী কুমারী লাভ হইয়া থাকে। যিনি কুমারিকা হ্রদের উপকূলে অবস্থান করেন, তাঁহাকে আর শমনসদনে গমন করিতে হয় না; তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোক লাভ করেন। যিনি সমাহিত চিত্তে অমাবস্যাতে প্রভাস তীর্থে অবগাহন করেন, তাঁহার সিদ্ধি ও অমরত্ব লাভ হয়। উজ্জালক তীর্থ, আর্ষ্টিসেনের আশ্রম ও পিঙ্গর আশ্রমে স্নান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। যিনি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কুল্যা তীর্থে অবগাহন ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। পিণ্ডালক তীর্থে স্নান করিয়া একরাত্রি বাস করিলে, অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মারণ্য পরিশোভিত ব্রহ্মসরোবরে গমন করিয়া অবগাহন করেন, তিনি পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভে অধিকারী হন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক মাস মৈনাক পর্ব্বতের তীর্থে অবগাহন ও সন্ধ্যোপাসনা করিলে সর্ব্বমেধজন্য ফললাভ হইয়া থাকে। ভ্রূণঘ্ন ব্যক্তি শতযোজন হইতে কালোদক, নন্দিকুণ্ড ও উত্তর মানসে গমন করিতে পারিলে, ভ্রূণহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। একবার নন্দীশ্বরের মূর্ত্তি অবলোকন করিতে পারিলে আর পাপের লেশমাত্রও থাকে না। স্বর্গমার্গ তীর্থে অবগাহন করিলেই ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত হিমালয় পর্ব্বত অতি পবিত্র, সমুদায় রত্নের আকর, সিদ্ধ-চারণগণনিষেবিত ও ভগবান্ ভূতনাথের শ্বশুর। যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দেহ অতি অসার বিবেচনা করিয়া ঐ পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য মুনি ও দেবতাদিগের অর্চ্চনায় নিরত থাকিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনিই সিদ্ধি লাভ পূর্ব্বক অনায়াসে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। যিনি কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থস্থানে অবস্থান করেন, তাঁহার কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না। যে সকল তীর্থ নিতান্ত দুর্গম, তৎসমুদায় মনোমধ্যে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এই তীর্থ গমন অপেক্ষা পবিত্র কার্য্য ও স্বর্গফলপ্রদ আর কিছুই নাই। তীর্থযাত্রা-উপাখ্যান ব্রাহ্মণ, আত্মহিতকর সাধু, সুহৃৎ ও শিষ্যগণের নিকট কীর্ত্তন করা বিধেয়। এই তীর্থযাত্রাউপাখ্যান মহর্ষি কাশ্যপ অঙ্গিরার নিকট এবং অঙ্গিরা গৌতমের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান মহর্ষিগণের জপ্য, রহস্য ও পরম পবিত্র। লোকে ইহা প্রত্যহ জপ করিলে পবিত্রদেহ হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। যিনি এই অঙ্গিরাকীর্ত্তিত তীর্থযাত্রা উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট বংশে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক জাতিস্মর হন।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যৎকালে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, ব্রহ্মার ন্যায় ক্ষমাশীল, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত, সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, শরশয্যাশায়ী মহাত্মা ভীষ্মকে তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে কহেন, সেই সময় অত্রি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরাঃ, গৌতম, অগস্ত্য, সুমতি, বিশ্বামিত্র, স্থূলশিরাঃ, সম্বর্ত্ত, প্রমিতি, দম, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, ব্যাস, চ্যবন, কাশ্যপ, ধ্রুব, দুর্ব্বাসা, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, রৈভ্য, যবক্রীত, ত্রিত, স্থূলাক্ষ, শবলাক্ষ, কণ্ব, মেধাতিথি, কৃষা, নারদ, পর্ব্বত, সুধন্বা, একত, নিতম্ভু, ভুবন, ধৌম্য, শতানন্দ, অকৃতব্রণ, পরশুরাম ও কচ প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। মহর্ষিগণ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া মধুরবাক্যে মহাত্মা ভীষ্মকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। মহামতি ভীষ্ম তাঁহাদিগের মধুর বাক্য শ্রবণে আপনাকে স্বর্গস্থ জ্ঞান করিয়া যাহার পর নাই পুলকিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই মহাত্মা মহর্ষিগণ মহামতি ভীষ্মকে আমন্ত্রণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেও পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বারংবার স্তব ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাবে দিক্‌সমুদায় প্রকাশিত দেখিয়া পাণ্ডুতনয়দিগের মনঃ একবারে বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! কোন্ দেশ, কোন্ রাষ্ট্র, কোন্ আশ্রম, কোন্ নদী ও কোন্ পর্ব্বতকে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে শিলবৃত্তি ও সিদ্ধ এই দুই ব্রাহ্মণের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক সিদ্ধ মহর্ষি সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক শিলবৃত্তি ব্রাহ্মণের গৃহে সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা শিলবৃত্তি তাঁহাকে গৃহে সমাগত দেখিয়া বিধি পূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করিলেন। সিদ্ধ মহর্ষি তৎকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহার আবাসে পরম সুখে এক রাত্রি যাপন করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে মহাত্মা শিলবৃত্তি গাত্রোত্থান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া তত্ত্বদর্শী মহাত্মা সিদ্ধের নিকট সমাগত হইয়া তাঁহার সহিত বেদ ও উপনিষদের বিষয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা শিলবৃত্তি সিদ্ধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ দেশ, রাষ্ট্র, আশ্রম, পর্ব্বত ও নদীকে

পরম পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন সিদ্ধ শিলবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! ভাগীরথী গঙ্গা যে সমুদায় দেশ, রাজ্য, আশ্রম ও পর্ব্বতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তৎসমুদায়কেই পরম পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রাণিগণ ভগবতী ভাগীরথীর আরাধনা করিয়া যে গতি লাভ করিতে পারে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ ও দান দ্বারা তাহা লাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা গঙ্গাজলে অবগাহন করে, তাহাদিগকে কখনই স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না। গঙ্গাসলিল দ্বারা যাহাদিগের সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারা দেহান্তে অনন্তকাল স্বর্গসুখ অনুভব করে। যাহারা প্রথমে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ গঙ্গার আরাধনা করে, তাহাদিগের নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। ভাগীরথীর পবিত্র জলে স্নান করিলে যেরূপ পুণ্য লাভ হয়, শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও সেইরূপ পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তির যতগুলি অস্থি গঙ্গাজলে নিপাতিত হয়, সে তত সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারে। দিবাকর যেমন উদয়কালে গাঢ়তর অন্ধকার তিরোহিত করিয়া সুশোভিত হন, সেইরূপ মনুষ্য গঙ্গাসলিলপ্রভাবে পাপশূন্য হইয়া বিরাজিত হইয়া থাকে। যে প্রদেশে পবিত্র গঙ্গাজল প্রবাহিত না হয়, সেই প্রদেশ শশধরশূন্য বিভাবরী, পুষ্পহীন তরু, ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট বর্ণ ও আশ্রম, সোমরসপরিশূন্য যজ্ঞ, দিবাকরবিরহিত অন্তরীক্ষ, পর্ব্বতহীন পৃথিবী ও বায়ুশূন্য আকাশের ন্যায় নিতান্ত হতশ্রী হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। এই ত্রিলোকমধ্যস্থ সমুদায় প্রাণীই পবিত্র গঙ্গাসলিল দ্বারা তর্পিত হইলে, যাহার পর নাই তৃপ্তিলাভ করে। সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত গঙ্গাজল গোময়ান্তর্গত যাবক অপেক্ষা শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে। লোকে পবিত্রতাসম্পাদক সহস্র চান্দ্রায়ণব্রত অনুষ্ঠান করিলেও গঙ্গাসলিলপায়ীর তুল্য ফললাভে সমর্থ হয় কি না, সন্দেহ। অন্যত্র সহস্রযুগ একপদে দণ্ডায়মান থাকিলে যে ফললাভ হয়, গঙ্গাতে একমাস ঐরূপে অবস্থান করিলে তদপেক্ষা সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অযুতযুগ অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান থাকে, আর যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে ইচ্ছানুরূপ বাস করে, ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে গঙ্গাতীরবাসীই পূর্ব্বোক্ত কঠোর তপস্বী অপেক্ষা সমধিক ফলভাগী হয়, সন্দেহ নাই। যেমন তূলরাশি হুতাশনে নিক্ষেপ করিলে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ লোকে গঙ্গায় স্নান করিলে তাহার সমুদায় পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে সমস্ত মনুষ্য শোকদুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া আশ্রয়লাভের অভিলাষ করে, ভগবতী ভাগীরথীই তাহাদিগের পরম আশ্রয় হইয়া থাকেন। বিহগরাজ গরুড়কে দর্শন করিলে, ভুজঙ্গেরা যেমন বিষশূন্য হয়, সেইরূপ গঙ্গাদর্শন করিবামাত্রই মনুষ্যগণ পাপবিহীন হইয়া থাকে। যাহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক ও মর্য্যাদাশূন্য, একমাত্র গঙ্গাই তাহাদিগের মর্য্যাদা, আশ্রয় ও শুভ

কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। যে নরাধম বিবিধ পাপে বিলিপ্ত হইয়া নরকে পতনোন্মুখ হয়, সে ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই সমুদায় পাপবিমুক্ত হইয়া থাকে। যে মহাত্মা সতত ভাগীরথীর সেবা করেন, তিনি পরলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মহর্ষিদিগের সমকক্ষ হন। যাহারা বিনয়াচারহীন ও অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, তাহারাও ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সদাচারপরায়ণ হইতে পারে। সুরগণের অমৃত, পিতৃগণের স্বধা ও নাগদিগের সুধা যেরূপ প্রীতিকর, গঙ্গাজল মনুষ্যদিগের সেইরূপ প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। বালকেরা যেমন ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া মাতার উপাসনা করে, সেইরূপ মনুষ্যেরা শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া ভাগীরথীর আরাধনা করিয়া থাকে। ব্রহ্মলোক যেমন সকল লোক হইতে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্নানার্থীদিগের পক্ষে জাহ্নবী সমুদায় স্রোতস্বতী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পৃথিবী ও ধেনু যেমন দেবগন্ধর্ব্বাদির উপজীব্য, সেইরূপ গঙ্গা পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রাণীর উপজীবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। সুরগণ যেমন চন্দ্রসূর্য্যসংস্থিত অমৃত পান করেন, মনুষ্যেরা সেইরূপ গঙ্গাসলিল পান করিয়া থাকেন। জাহ্নবীর পুলিন হইতে বালুকা লইয়া কলেবরে লিপ্ত করিলে মনুষ্য দেবতার ন্যায় হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। মস্তকে গঙ্গামৃত্তিকা ধারণ করিলে সুনির্ম্মল সূর্য্যের ন্যায় রূপ হয়। বায়ু গঙ্গাসলিলসংযুক্ত হইয়া যাহাকে স্পর্শ করে, সে অচিরাৎ সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। মানবগণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়াও যদি গঙ্গাদর্শন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের সমুদায় দুঃখ দূরীভূত হইয়া যায়। ভাগীরথী হংস ও কোকপ্রভৃতি বিহঙ্গমগণের গীত শব্দে গন্ধর্ব্বদিগকে এবং স্বীয় উত্তুঙ্গ তীরভূমি দ্বারা পর্ব্বতসমুদায়কে পরাস্ত করিয়াছেন। হংসাদি বিবিধ বিহঙ্গমাকীর্ণ গোকুলপরিপূর্ণ গঙ্গাকে অবলোকন করিলে স্বর্গভূমি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয়। গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া যাদৃশ প্রীতি লাভ হয়, স্বর্গ লোকে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ সুখভোগ করিলেও তাদৃশ প্রীতি লাভের সম্ভাবনা নাই। মানবগণ কায়মনোবাক্যে পাপাচরণ করিয়াও একবার গঙ্গাসন্দর্শন করিলেই পবিত্রতা লাভে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। মনুষ্য গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজলস্পর্শন ও গঙ্গায় অবগাহন করিলে তাহার ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পুরুষের সদগতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ, গঙ্গাদর্শনাভিলাষ, গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাসলিলস্পর্শ, গঙ্গাজলপান ও গঙ্গাসলিলে অবগাহন করে, ভগবতী ভাগীরথী তাহার উভয়কুল পবিত্র করেন। গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজলস্পর্শ ও গঙ্গার নাম কীর্ত্তন করিয়া শত শত পাপাত্মা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতেছে। যিনি স্বীয় জন্ম, জীবন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন সার্থক করিতে বাসনা করেন, গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গাতীরে গমন করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়; পুত্র, ধন ও যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা

তাদৃশ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা সমর্থ হইয়াও মঙ্গলদায়িনী পবিত্রতোয়া জাহ্নবীকে অবলোকন না করে, পঙ্গু, মৃত, জন্মান্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত তাহাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহাকে উপাসনা করেন, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতী ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমবাসীরা যাঁহাকে আশ্রয় করেন, সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করা সমুদায় ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে মনোমধ্যে ভাগীরথীকে চিন্তা করে, তাহার নিশ্চয়ই পরম গতি লাভ হয়। গঙ্গার উপাসনা করিলে যাবজ্জীবন ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু, রাজা ও পাপ হইতে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। পুণ্যদায়িনী গঙ্গা গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইলে, ভগবান্ ভূতভাবন তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। দেবগণ সতত তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। ত্রিপথগামিনী ভাগীরথীর দ্বারা ত্রিলোক সমলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। যিনি সেই গঙ্গার সলিল সেবা করেন, তিনি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হন। যেমন দেবগণের মধ্যে সূর্য্য, পিতৃগণের মধ্যে চন্দ্র ও মনুষ্যদিগের মধ্যে রাজা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমুদায় নদীর মধ্যে গঙ্গাই উৎকৃষ্ট। গঙ্গাবিহীন হইলে মানবদিগের যেরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও ধননাশ হইলেও তাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হয় না। গঙ্গাদর্শন করিলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। অরণ্য সন্দর্শন এবং অভিলষিত বিষয়, পুত্র ও ধনলাভ হইলেও গঙ্গাদর্শনের তুল্য প্রীতিলাভ হয় না। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নয়নপ্রীতিকর। যিনি গঙ্গার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ত তাঁহার অনুগত হন, গঙ্গা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কি ভূচর, কি খেচর, কি দেবতা, কি অন্যান্য প্রাণী গঙ্গাসলিলে অবগাহন করা সকলেরই প্রধান কার্য্য। গঙ্গা ভস্মীভূত সগরসন্ততিসমুদায়কে পবিত্র করিয়া স্বর্গে নীত করিয়াছেন বলিয়া উঁহার যশঃসৌরভে বিশ্বসংসার পরিপূর্ণ হইয়াছে। যাহাদিগের কলেবর ভাগীরথীর পবনোদ্ধূত বেগবান্ পবিত্র তরঙ্গে অভিষিক্ত হয়, তাহারা সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হইয়া থাকে, যে মহাত্মারা সমৃদ্ধিদায়িনী দুরবগাহা বেগবতী গঙ্গাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই দেবগণের সারূপ্য লাভ হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবতা, মহর্ষি ও অন্যান্য মনুষ্যগণনিষেবিত বিশ্বরূপা সুরধুনী অন্ধ, জড় ও দরিদ্রদিগের সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। যে পুণ্যাত্মারা অন্নপ্রদা, কর্ম্মফলদায়িনী, ত্রিলোকপাবনী ত্রিপথগার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইয়াছে। যাঁহারা গঙ্গাতীর আশ্রয়, গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাজল পান করেন, দেবগণ তাঁহাদিগকে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা পতিতোদ্ধারিণী, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, বিষ্ণুমাতা, ভগবতী ভাগীরথীর তীরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। যাঁহার

খ্যাতি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, পাতালতল ও সমুদায় দিগ্বিদিক পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, মানবগণ সেই গঙ্গার জল সেবন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বয়ং গঙ্গাদর্শন করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে গঙ্গাদর্শন করান, কার্ত্তিকেয়-জননী, সুবর্ণগর্ভা, ধর্ম্মার্থকামপ্রদা ভাগীরথী তাঁহাদিগকে মোক্ষপদ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রতিনিয়ত গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই ত্রিবর্গ লাভ হয়। পৃথিবী ও আকাশের অলঙ্কারস্বরূপা, হিমালয়দুহিতা, শিবগেহিনী গঙ্গা ত্রিলোক পবিত্র করিয়াছেন। তরঙ্গমালা সমলঙ্কৃত বিশ্বদর্শিনী ভাগীরথী প্রথমে স্বর্গ হইতে দেবাদিদেব মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হইয়া তৎপরে হিমালয়ে ও পরিশেষে হিমালয় হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহারা জাহ্নবীজলে অবগাহন করেন, বিশ্বত্রাণকারিণী নির্ম্মলতোয়া জাহ্নবী তাঁহাদিগের পথস্বরূপ হন। যিনি ক্ষমা, ধারণ ও রক্ষণবিষয়ে পৃথিবীর তুল্য, যাঁহার তেজঃ সূর্য্য ও অনলের ন্যায়, ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর সেই জহ্নুতনয়ার উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা মনে মনেও বিষ্ণুপাদসম্ভূতা, মহর্ষিগণপূজ্যা, পতিতপাবনী গঙ্গার শরণাপন্ন হন, তাঁহাদিগেরও ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। ভাগীরথী জননীর ন্যায় লোকসমুদায়কে ইষ্টগতি প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব মোক্ষলাভার্থী মহাত্মাদিগের পক্ষে গঙ্গার উপাসনাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত বিশ্বভোগপ্রদা, জগন্মাতা, ভগবতী ভাগীরথীকে আশ্রয় করিবেন। মহাত্মা ভগীরথ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া ভগবতী জাহ্নবীকে পৃথিবীতে সমানীত করিয়াছেন, মানবগণ নিরন্তর সেই ভাগীরথীর শরণাপন্ন হইলে উভয়লোকে নির্ভয়ে কালহরণ করিতে পারে।

এই আমি তোমার নিকট স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যানুসারে ভাগীরথীর গুণের কিয়দংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম। মাদৃশ ব্যক্তি কখনই গঙ্গার গুণসমুদায় পরিমাণ ও কীর্ত্তন করিতে পারে না। যদিও সুমেরুর রত্নসমুদায় ও সমুদ্রের অগাধ জলরাশির পরিমাণ করা যায়, তথাপি গঙ্গাজলের গুণসমুদায় পরিমাণ করা যায় না; অতএব ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর কায়মনোবাক্যে জাহ্নবীর এই সমুদায় গুণের সমাদর করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি ভগবতী ভাগীরথীর আরাধনা করিলে, ত্রিলোকে স্বীয় যশঃ বিস্তৃত করিয়া অচিরাৎ পরম সিদ্ধি লাভ পূর্ব্বক অভীষ্ট লোকে গমন করিতে পারিবে। ভক্তবৎসলা ভাগীরথী ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব প্রার্থনা করি, তোমার ও আমার বুদ্ধি যেন গঙ্গাদর্শনমাত্রেই প্রসন্ন ও ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! মহামতি সিদ্ধ মহাত্মা শিলবৃত্তির নিকট এইরূপে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্বর্গমার্গে অধিরূঢ় হইলেন। মহাত্মা শিলবৃত্তিও ঐ মহাপুরুষের উপ-

দেশানুসারে যথাবিধি গঙ্গার আরাধনা করিয়া অচিরাৎ দুর্লভ গতি লাভ করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও ভক্তিপরায়ণ হইয়া জহ্নুকন্যার উপাসনা করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীষ্মের মুখে এইরূপ গঙ্গামাহাত্ম্যযুক্ত অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন। যে ব্যক্তি এই গঙ্গাস্তব সংবলিত পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! আপনি বৃদ্ধ এবং প্রজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান, সচ্চরিত্র ও বিবিধ সদ্গুণসম্পন্ন। এই নিমিত্ত আমি আপনাকে ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কাহারই নিকট ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্ন করা যায় না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন্ কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হয়? তপস্যা, সৎকার্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই কয়েকটীর মধ্যে কোন্‌টী ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভের উপযোগী, তাহা আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীব বারংবার জন্মমৃত্যু লাভ ও বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই স্থলে আমি মতঙ্গ গর্দ্দভী-সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রের নাম মতঙ্গ। মতঙ্গ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে আপনার ঔরসজাত বিবেচনা করিয়া উহার জাতকর্ম্মাদি সমুদায় অনুষ্ঠান করেন। একদা ঐ ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি দেবগণের উদ্দেশে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব; তুমি অবিলম্বে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ কর। মতঙ্গ ব্রাহ্মণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র বেগগামী গর্দ্দভশিশুযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণার্থ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, রথযোজিত গর্দ্দভশিশু সেই দিকে গমন না করিয়া স্বীয় জননীর অভিমুখেই গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মতঙ্গ রোষাবিষ্ট হইয়া বারংবার উহার নাসিকায় কষাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন পুত্রবৎসলা গর্দ্দভী পুত্রের নাসায় অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া করুণভাবে তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি দুঃখিত হইও না। এক্ষণে এক চণ্ডাল তোমাকে সঞ্চালিত করিতেছে। ব্রাহ্মণ কদাচ এইরূপ নিষ্ঠুরস্বভাব হন না। ব্রাহ্মণ জগতের মিত্র। তিনি সকল ভূতের

আচার্য্য ও শাসনকর্ত্তা; এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে কি তোমাকে এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে পারিত? এই দুরাত্মা অতিশয় পাপস্বভাব, শিশুর প্রতি উহার কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইতেছে না। এই নির্দ্দয় যেমন ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুরূপ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার জাতিসুলভ অসৎভাব ইহাকে তোমার প্রতি সদ্ভাবপ্রদর্শনে একান্ত পরাঙ্মুখ করিতেছে।

গর্দ্দভী এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মতঙ্গ তাহা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে রথ হইতে অবরোহণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! আমার জননী যেরূপে দূষিত হইয়াছেন, আমি যে নিমিত্ত চাণ্ডাল হইয়াছি এবং যে কারণে আমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়াছে, তুমি তৎসমুদায় অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

তখন গর্দ্দভী কহিল, তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাপিতের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। এই নিমিত্ত তোমার ব্রাহ্মণত্ব তিরোহিত হইয়াছে ও তুমি চাণ্ডাল হইয়াছ।

মতঙ্গ গর্দ্দভীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণের অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচিরাৎ গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণরূপ গুরুতর কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তুমি তাহা সুসিদ্ধ না করিয়া কি নিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তোমার কোন অমঙ্গল হয় নাই ত?

তখন মতঙ্গ কহিলেন, পিতঃ! যে ব্যক্তি চাণ্ডালজাতি বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার আর মঙ্গল কি? যাহার জননী দুঃশীলা, সে কিরূপে কুশলী হইবে? সেই গর্দ্দভী কহিতেছে যে, তুমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। ইহার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। অতএব আমি এক্ষণে ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিব। মতঙ্গ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের অভিলাষে যত্নসহকারে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ তাঁহার সেই দুষ্কর তপস্যা দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যে সুররাজ ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র তথায় আগমন পূর্ব্বক তপস্বী মতঙ্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মতঙ্গ! তুমি বিবিধ পার্থিব ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করিতেছ? এক্ষণে আমি তোমাকে বরপ্রদান করিতে আসিয়াছি; তুমি আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। মতঙ্গ কহিলেন, ভগবন্! আমি ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত এই তপোনুষ্ঠান করিতেছি। ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন অন্য কোন বরই প্রার্থনা করি না। ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলেই আমি গৃহে প্রতিগমন করিব। তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র

মতঙ্গের সেই অসঙ্গত প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মতঙ্গ! তুমি যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, উহা নিতান্ত দুর্লভ। তুমি এই অসুলভ বিষয় লাভের চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তপস্যা দ্বারা কোন ক্রমেই উহা অধিকার করা যাইতে পারে না। অতএব তুমি অবিলম্বে এই দুরাশা পরিত্যাগ কর। ত্রিলোকমধ্যে যাহা পরম পবিত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে, তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে তাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে?

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলে, ব্রতধারী মতঙ্গ তাঁহার বাক্যে তপস্যায় বিরত না হইয়া, এক শত বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন পুরন্দর পুনরায় তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! ব্রহ্মণ্য নিতান্ত দুর্লভ। তুমি উহা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই কালকবলে নিপাতিত হইবে। তথাপি আমি তোমাকে বারংবার নিষেধ করিতেছি, তুমি ব্রহ্মণ্য লাভের বাসনা করিও না। তুমি সহস্র চেষ্টা করিলেও কোন ক্রমেই উহা লাভ করিতে পারিবে না। জীব তীর্য্যক্‌যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমত পুক্কশ বা চাণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হইয়া সহস্র বৎসর সেই নিকৃষ্টযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শূদ্রতা লাভ করে। তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাহার বৈশ্যতা; বৈশ্যতা লাভের পর এক লক্ষ অশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্ষত্রিয়ত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের পর এক শত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশত ষোড়শ কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণের কুলে, তৎপরে চতুঃষষ্টি সহস্র অষ্ট শত কোটি বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রীসেবী ব্রাহ্মণবংশে এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুই শত ঊনষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রিয় গৃহে জন্মপরিগ্রহ করে। ঐ শ্রোত্রিয়বংশে পরিভ্রমণের সময় হর্ষ, শোক, কাম, দ্বেষ, অভিমান ও বৃথা বাগ্বিতণ্ডা তাহাকে আক্রমণ করে। ঐ সময় যদি সে হর্ষশোকাদি শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সদ্গতি লাভ হয়; আর যদি সে ঐ সকল শত্রুর বশীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার এককালে অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। হে মতঙ্গ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট যে কথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্য অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ্যলাভের লোভ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলেও মতঙ্গ তপস্যায় নিরত না হইয়া

সংযতচিত্তে পুনরায় সহস্র বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। অনন্তর সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে, বৃত্রাসুরনিপাতী পুরন্দর পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমুদায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক মতঙ্গকে তপোনুষ্ঠানে নিষেধ করিলেন।

তখন মতঙ্গ কহিলেন, হে পুরন্দর! আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে সহস্র বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান রহিয়াছি; তথাপি কি নিমিত্ত আমার ব্রহ্মণ্য লাভ হইতেছে না?

দেবরাজ কহিলেন, বৎস! তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; অতএব কোনরূপেই ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আর তোমার বৃথা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি অন্য অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন মতঙ্গ ইন্দ্রবাক্য শ্রবণে একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া গয়াতীর্থে গমন পূর্ব্বক এক বৎসর অঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐরূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করাতে তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট ও শিরা সমুদায়ে পরিব্যাপ্ত হইল। অনন্তর একদা তিনি সেই ঘোরতর নিয়মানুষ্ঠান করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বভূতহিতৈষী বরদাতা বাসব তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণত্ব লাভ তোমার পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে, ফলতঃ ব্রাহ্মণ্য লাভ নিতান্ত সুকঠিন; উহার লাভচেষ্টা করিলে অশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ব্রাহ্মণকে পূজা না করিলে অশেষ দুঃখ এবং পূজা করিলে বিবিধ সুখ লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সমুদায় প্রাণীর মঙ্গলদাতা। ব্রাহ্মণ হইতেই দেবতা ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। ব্রাহ্মণগণ যখন যাহা বাসনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারেন। জীব পর্য্যায়ক্রমে বহুতর যোনি পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণ্য লাভ করে। অতএব তুমি সেই দুর্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা কর। কখনই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে না।

মতঙ্গ কহিলেন, দেবেন্দ্র! আপনি আর কি নিমিত্ত আমাকে তিরস্কার করিয়া পীড়িতপীড়ন ও মৃত ব্যক্তির উপর প্রহার করিতেছেন। আমি তপোবলে ব্রাহ্মণ্যলাভের উপযুক্ত হইলেও আপনি কি নিমিত্ত আমাকে উহা প্রদান করিতেছেন না। অনেকে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও নিয়মিতরূপে তাহা প্রতিপালন করিতেছে না। যাহারা দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তাহা প্রতিপালন না করে, তাহারা নিতান্ত পাপাত্মা ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধম। কিন্তু জনসমাজে তাদৃশ ব্যক্তিগণ ত ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব যখন অনেকে অহিংসা শমদমাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরি-

গণিত হইতেছে, তখন আমি আত্মারাম, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ, অহিংসাদি ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও কি নিমিত্ত ব্রহ্মণ্য লাভে বঞ্চিত হইব? হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! আমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কেবল একমাত্র মাতৃদোষে এতাদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। যখন আমি এতাদৃশ যত্নবান্ হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভে অসমর্থ হইলাম, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে পুরুষকারপ্রভাবে দৈবকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, অতঃপর অগত্যা আমাকে ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহবুদ্ধি হইয়া থাকে, অথবা আমার যদি কিছুমাত্র সুকৃত থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে অন্য অভিলষিত বর প্রদান করুন।

মহাত্মা মতঙ্গ এই কথা কহিবামাত্র বৃত্রাসুরনিপাতী সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন মতঙ্গ কহিলেন, দেবরাজ! আমি যেন আপনার বরপ্রভাবে কামচারী ও কামরূপী বিহঙ্গম হই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদায় বর্ণই যেন আমার পূজা করে এবং আমার কীর্ত্তি যেন অক্ষয় হয়। তখন ইন্দ্র মতঙ্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ছন্দোদেব নামে বিখ্যাত হইয়া কামিনীগণের পূজ্য হইবে এবং ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না।

হে ধর্ম্মরাজ! ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র মতঙ্গকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। মহাত্মা মতঙ্গও অচিরাৎ প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন। অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমার নিকট এই মহৎ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ্যের দুর্লভত্ব প্রতিপাদন করিলেন। কিন্তু আমি শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয়জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যে কারণে ব্রহ্মণ্য লাভ হইয়াছিল, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে মহাত্মা বীতহব্য কিরূপে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহারাজ বীতহব্য যেরূপে লোকসৎকৃত দুর্লভ ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে প্রজাপালননিরত মনুর ঔরসে শর্য্যাতি নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শর্য্যাতির বংশে মহারাজ বৎসের জন্ম হয়। তিনি হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামে দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন। লোকে সেই হৈহয়কেই বীতহব্য নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। মহারাজ বীতহব্য দশ স্ত্রীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত বুদ্ধিবিশারদ এক শত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ রাজপুত্রগণ সকলেই বেদজ্ঞ ও ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ ছিলেন।

ঐ সময় বারাণসীতে হর্য্যশ্ব নামে এক বিখ্যাত ভূপতি ছিলেন। মহারাজ বীতহব্যের মহাবলপরাক্রান্ত পুত্রগণ গঙ্গাযমুনার মধ্যভাগে তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার প্রাণসংহার পূর্ব্বক অকুতোভয়ে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। হর্য্যশ্ব নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ মহাত্মা সুদেব কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের পুত্রগণ পুনর্ব্বার তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকেও সংহার পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে সুদেবসন্তান মহাত্মা দিবোদাস সেই গঙ্গার উত্তর ও গোমতী নদীর দক্ষিণ কূলে সংস্থাপিত বর্ণচতুষ্টয়সমাকীর্ণ অমরাবতীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালিনী বারাণসীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, পরাক্রান্ত শত্রুদিগের ভয়ে ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে স্বীয় রাজধানী সুদৃঢ় ও সমধিক শোভাসম্পন্ন করিলেন। তখন বীতহব্যের পুত্রগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থী হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ দিবোদাসও সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সহস্র বৎসর তাঁহাদিগের সহিত দেবাসুরসংগ্রামসদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে হতবাহন, হতযোগ ও ক্ষীণকোষ হইয়া নিতান্ত দৈন্যদশায় নিপতিত হইতে হইল। তখন তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক মহর্ষি ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। বৃহস্পতিতনয় মহাত্মা ভরদ্বাজ কাশিরাজ দিবোদাসকে আশ্রমে সমাগত দেখিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি কি নিমিত্ত এস্থানে উপস্থিত হইলে, তাহা বিশেষ রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আমি অবশ্যই তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব।

দিবোদাস কহিলেন, ভগবন্! বীতহব্যের আত্মজেরা রণস্থলে আমার বংশনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি একাকী বংশবিনাশশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি শিষ্যস্নেহনিবন্ধন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। সেই পাপাত্মারা আমার বংশে আমা ভিন্ন আর কাহাকেই অবশিষ্ট রাখে নাই। তখন প্রবলপ্রতাপ মহাভাগ ভরদ্বাজ দিবোদাসের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি এক্ষণে আর ভীত হইও না। আমি তোমার পুত্রলাভের নিমিত্ত এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। তুমি সেই পুত্রের বলবীর্য্যপ্রভাবে বীতহব্যের বংশধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে। মহর্ষি ভরদ্বাজ এই বলিয়া দিবোদাসকে বিদায় করিয়া, তাঁহার পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞপ্রভাবে মহীপাল দিবোদাসের প্রতর্দ্দন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। প্রতর্দ্দন জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইলেন এবং সমগ্র বেদ ও ধনুর্ব্বেদ আয়ত্ত করিলেন। অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে যোগে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই যোগ

প্রভাবে প্রতর্দ্দনের দেহে ত্রিলোকমধ্যস্থ সমস্ত তেজঃ প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি সুরর্ষি ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর সেই মহাবলপরাক্রান্ত দিবোদাস-তনয় শরাসন, খড়্গ, চর্ম্ম ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পিতার নিকট গমন করিলেন। সুদেবতনয় দিবোদাস স্বীয় পুত্র প্রতর্দ্দনকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বীতহব্যের আত্মজেরা যে তাঁহার শরনিকরে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তদ্বিষয়ে এককালে নিঃসংশয় হইয়া পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে মহীপাল দিবোদাস যুবরাজ প্রতর্দ্দনকে বীতহব্যের আত্মজগণের বিনাশসাধনার্থ অনুমতি করিলেন। প্রতর্দ্দন পিতৃআজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক গঙ্গাপার হইয়া বীতহব্যের নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের আত্মজগণ প্রতর্দ্দনের রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া, নগরাকার রথসমুদায়ে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রতর্দ্দনের সন্নিহিত হইয়া জলধর যেমন হিমাচলের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত প্রতর্দ্দন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক বীতহব্যতনয়গণের নিক্ষিপ্ত শরসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া, অচিরাৎ বজ্রানলসন্নিভ শরসমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক ছেদন করিলেন। বীতহব্যের আত্মজগণ প্রতর্দ্দননিক্ষিপ্ত শরনিকরে ছিন্নমস্তক হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে কুঠারকর্ত্তিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত হইলেন।

অনন্তর মহারাজ বীতহব্য পুত্রগণকে সমর শয্যায় শয়ন দেখিয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি ভৃগুও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। মহারাজ বীতহব্য রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে, দিবোদাসতনয় প্রতর্দ্দন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন। তিনি বীতহব্যের গমনের অনতিবিলম্বেই মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, মহাত্মা ভৃগুর শিষ্যগণমধ্যে এই আশ্রমে কে উপস্থিত আছেন, তিনি অবিলম্বে মহর্ষিকে আমার আগমনসংবাদ প্রদান করুন। আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। মহাবীর দিবোদাসতনয় উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু তৎক্ষণাৎ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বিধানানুসারে সৎকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব? তখন প্রতর্দ্দন কহিলেন, ভগবন্! আপনার আশ্রমে বীতহব্য অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করুন। তাঁহার আত্মজগণ আমার বংশ বিলুপ্ত

এবং আমার কাশীরাজ্য ও সমুদায় ধনরত্ন উচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমি বীতহব্যের সেই বলমদমত্ত শত পুত্র বিনাশ করিয়াছি, এক্ষণে তাহাকে বিনাশ করিলেই পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি ভৃগু বীতহব্যের প্রতি একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া প্রতর্দ্দনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার এই আশ্রমমধ্যে কেহই ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই ব্রাহ্মণ। মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে, প্রতর্দ্দন তাঁহার পাদবন্দন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে কহিলেন, ভগবন্! সেই দুরাত্মা বীতহব্য ক্ষত্রিয়; সে এক্ষণে ভীত হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করাতে, আপনি তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব তিরোহিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রখ্যাপন করিতেছেন, সুতরাং আমারই বলবীর্য্যপ্রভাবে সে জাতিচ্যুত হইল। আমি ইহা দ্বারাই আপনাকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিতেছি। এক্ষণে আপনি আমার শুভানুধ্যান ও গমনে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজ প্রতর্দ্দন এইরূপে উরগ যেমন মনুষ্যের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বীতহব্যের প্রতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মহর্ষি ভৃগুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ বীতহব্যও ভৃগুর বাক্যপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে মহারাজ বীতহব্য মহর্ষি ভৃগুর বাঙ্‌নিষ্পত্তিমাত্রেই ব্রহ্মর্ষিত্ব ও ব্রহ্মবাদিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃৎসমদ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাত্মা গৃৎসমদের রূপ অবিকল ইন্দ্রের ন্যায় ছিল। একদা দৈত্যগণ উঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বোধ করিয়া একান্ত নিপীড়িত করে। ঋগ্বেদমধ্যে উঁহার গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা উঁহার সবিশেষ শ্লাঘা করিয়া থাকেন। তাঁহার সুচেতাঃ নামে এক পুত্র জন্মে। সুচেতার পুত্র বর্চ্চা। বর্চ্চার পুত্র বিহব্য। বিহব্যের পুত্র বিতত্য। বিতত্যের পুত্র সত্য। সত্যের পুত্র সন্ত। সন্তের পুত্র শ্রবা। শ্রবার পুত্র তম। তমের পুত্র প্রকাশ। প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র। বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমতি। প্রমতি ঘৃতাচীর গর্ভে রুরু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে শুনকের জন্ম হয়। মহাত্মা শৌনক সেই শুনকের পুত্র। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এইরূপে মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও মহর্ষি ভৃগুর অনুগ্রহে সবংশে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট বীতহব্যের বংশপরম্পরা ও তাঁহার ব্রাহ্মণত্বলাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ কর।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই ত্রিলোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি পূজ্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে নারদ বাসুদেবসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ

কর। একদা মহাত্মা কেশব নারদকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতে দেখিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ভক্তিপূর্ব্বক কাহাকে নমস্কার করিতেছেন? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে উহা কীর্ত্তন করুন।

নারদ কহিলেন, কেশব! আমি যাঁহাদিগকে পূজা করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে তোমার তুল্য শ্রোতা আর কেহই নাই। যাঁহারা বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, পর্ব্বত, অগ্নি, মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, চন্দ্র, জল, পৃথিবী ও সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদপারদর্শী ও বেদপরায়ণ, যাঁহারা আত্মশ্লাঘাবিহীন, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও ক্ষমাশীল হইয়া অনাহারে দেবকার্য্য সাধন করেন, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক শস্য, ধন, গাভী ও ভূমি প্রভৃতি দ্রব্যসমুদায় বিপ্রসাৎ করিয়া থাকেন, যাঁহারা বনমধ্যে ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক সঞ্চয়পরাঙ্মুখ হইয়া তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা ভৃত্যভরণনিরত ও অতিথিসেবাপরায়ণ হইয়া দেবতার অবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করেন, যাঁহারা নিয়মিত রূপে বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যাজন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, যাঁহারা সমুদায় ভূতের প্রতি দয়া প্রকাশ ও মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করেন, যাঁহারা অসূয়াশূন্য হইয়া একান্ত মনে বেদপাঠ করিয়া আচার্য্যকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হন, যাঁহারা ব্রতধারী, ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও হব্যকব্যের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, যাঁহারা মমতা, প্রয়োজন ও প্রতিদ্বন্দ্বপরিশূন্য হইয়া নিয়ত দিগম্বরবেশে অবস্থান করেন, যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, অহিংসাব্রত ও শমদমাদিগুণে বিভূষিত, যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া কপোতের ন্যায় সঞ্চয়পরাঙ্মুখ হন এবং দেবতা ও অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকেন, যে শিষ্টাচার সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ত্রিবর্গ ক্রমশ ক্ষীণ না হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও লোভপরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা বায়ু ভক্ষণ, সলিল পান ও যজ্ঞশেষ ভোজন করিয়া বিবিধ ব্রতপালনে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা দারপরিগ্রহ করেন না, যাঁহারা অগ্নিহোত্রব্রত পালন করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদের একমাত্র আধার এবং সমুদায় ভূত যাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই সমুদায় ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিতেছি। আমি প্রতিনিয়ত উঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া থাকি। উঁহারা সকলেই সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ ও সমুদায় লোকের অজ্ঞানান্ধকারনাশক। অতএব তুমিও প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর। ব্রাহ্মণগণ পূজিত হইলে উভয় লোকেই সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাদিগকে পূজা করিলে, তাঁহারা তোমাকে নিশ্চয়ই সুখ প্রদান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি সতত গো, ব্রাহ্মণ, সত্য ও অতিথিসেবায় একান্ত অনুরক্ত, যাঁহারা শান্তিগুণাবলম্বী, ঈর্ষাপরিশূন্য, বেদাধ্যয়ননিরত, যাঁহারা

শ্রদ্ধান্বিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া একমাত্র বেদ অবলম্বন পূর্ব্বক দেবগণকে নমস্কার করেন, যাঁহারা ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার পূর্ব্বক দানে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা কৌমার ব্রহ্মচারী হইয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন, যাঁহারা দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ ও পিতৃগণকে যথা নিয়মে ভোজ্য বস্তু প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা যথানিয়মে সোমযজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন এবং যাঁহারা তোমার ন্যায় পিতা, মাতা ও গুরুজনের প্রতি সতত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা অনায়াসে সমুদায় আপদ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকে এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। এক্ষণে তুমিও তদনুসারে দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ ও অতিথিদিগকে পূজা কর, তাহা হইলে অনায়াসে সদ্গতিলাভে সমর্থ হইবে।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণী শরণাপন্ন হইলে, যাঁহারা তাহাদিগকে রক্ষা করেন, তাহাদিগের কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক প্রিয়দর্শন কপোত এক শ্যেনপক্ষী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, ভয়ব্যাকুলমানসে নভোমণ্ডল হইতে মহাত্মা শিবিরাজের ক্রোড়ে নিপতিত ও শরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন বিশুদ্ধস্বভাব মহারাজ শিবি সেই নীলোৎপলসদৃশ শ্যামবর্ণ প্রিয়দর্শন কপোতকে প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বিহঙ্গম! তোমার ভয় নাই, তুমি কোথায় কি করিয়াছ এবং কাহার ভয়েই বা এরূপ ভীত ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর। ঐ দেখ, রক্ষাধ্যক্ষ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে কেহই তোমাকে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি বিশ্বস্ত ও ভয়বিহীন হও। আমি তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমুদায় কাশিরাজ্য ও জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি।

মহারাজ শিবি কপোতকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমন সময় সেই শ্যেনপক্ষী তথায় সমুপস্থিত হইয়া নরপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! এই মৃতকল্প কপোত আমার ভক্ষ্য। আমি বহু যত্নে ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব ইহাকে রক্ষা করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই কপোতের মাংস, রুধির, মজ্জা ও মেদ দ্বারা আমার বিলক্ষণ তৃপ্তিলাভ হইবে। অতএব আপনি আমার আহারের ব্যাঘাত করিবেন না। আমি

ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই কপোতকে পরিত্যাগ করুন। আমি ইহার অনুসরণ পূর্ব্বক পক্ষ ও নখর দ্বারা ইহাকে ক্ষতবিক্ষত ও মৃতপ্রায় করিয়াছি। ঐ দেখুন, ইহার কেবল এক এক বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বিনির্গত হইতেছে, এক্ষণে ইহাকে রক্ষা করা আপনার কখনই উচিত নহে। আপনি স্বীয় অধিকারস্থ মানবগণেরই প্রভু; তৃষার্ত্ত খেচরদিগের প্রতি আপনার প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা নাই; শত্রু, ভৃত্য, স্বজন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে দমন ও ব্যবহারবিষয়ে ক্ষমতা প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু আকাশচারী বিহগকুলের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করা আপনার কখনই বিধেয় নহে। আমি আপনার শত্রু নহি, তথাচ যদি আপনি আমাকে আমার ভক্ষ্য প্রদান না করেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপনাকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে।

শ্যেনপক্ষী এই কথা কহিলে, মহারাজ শিবি তাহার বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, মনে মনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, বিহঙ্গম! আজি আমি তোমাকে বৃষ, বরাহ, মৃগ বা মহিষের মাংস প্রদান করিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা ক্ষুধা শান্তি কর। আমি কখনই শরণাগত-প্রতিপালনরূপ মহাব্রত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এই দেখ, কপোত কোন মতেই আমার ক্রোড় পরিত্যাগ করিতেছে না।

তখন শ্যেন কহিল, মহারাজ! আমি বৃষ, বরাহ ও অন্যান্য জন্তু ভোজন করি না। সুতরাং ঐ সকল জন্তুর মাংসে আমার প্রয়োজন কি? দেবগণ কপোতদিগকেই আমাদের ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শ্যেনপক্ষীরা যে কপোতদিগকে ভক্ষণ করে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এক্ষণে যদি এই কপোতের প্রতি আপনার নিতান্ত স্নেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে এই কপোতপরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করুন।

শ্যেনপক্ষী এই কথা কহিবামাত্র মহারাজ শিবি তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বিহগরাজ! আজি তুমি আমাকে এই আদেশ করিয়া আমার প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে। আমি অবিলম্বেই তোমাকে কপোতপরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করিতেছি। মহাত্মা শিবি শ্যেনপক্ষীকে এই কথা কহিয়া, তুলাদণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক উহার এক দিকে কপোতকে সন্নিবেশিত করিয়া, অপর দিকে স্বীয় মাংস ছেদন পূর্ব্বক প্রদান করিতে লাগিলেন। নানারত্নবিভূষিতা অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ সেই সংবাদ শ্রবণমাত্র হাহাকার করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। তাহাদিগের এবং মন্ত্রী ও ভৃত্যবর্গের ক্রন্দনকোলাহলে রাজভবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ঐ সময় নরপতির সেই সত্যপালনপ্রভাবে নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন ও পৃথিবী বিচলিত হইল। মহারাজ শিবি ক্রমে ক্রমে পার্শ্বদ্বয়, বাহুদ্বয় ও উরুদ্বয় হইতে সমুদায় মাংস ছেদন পূর্ব্বক তুলাদণ্ডে প্রদান করি-

লেন; তথাপি উহা কপোতপরিমিত হইল না। পরিশেষে যখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অস্থি-মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন তিনি স্বয়ং রুধিরাক্ত কলেবরে তুলাদণ্ডের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন।

তিনি তুলাদণ্ডে আরোহণ করিবামাত্র দেবরাজ ত্রিলোকবাসীদিগের সহিত সম-বেত হইয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হই লেন। দেবগণ ভেরী ও দুন্দুভিধ্বনি করিয়া তাঁহার মস্তকে বারংবার অমৃত ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরো-গণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহার সন্তোষসম্পাদনার্থ নৃত্য গীত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ শিবি সেই সৎকার্য্যপ্রভাবে সুবর্ণময় অট্টালিকা, মণিকাঞ্চনময় তোরণ ও বৈদূর্য্যমণিময় স্তম্ভে সমলঙ্কৃত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি সেই মহাত্মা শিবিরাজের ন্যায় শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হও। যে ব্যক্তি ভক্ত, অনুরক্ত ও আশ্রিতদিগকে রক্ষা করে, সে পরলোকে নিশ্চয়ই অশেষ সুখ-ভোগে অধিকারী হয়। যে মহীপাল সৎ-স্বভাবসম্পন্ন ও শিষ্টাচারনিরত হইয়া কপ-টতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। সেই বিশুদ্ধ-স্বভাব সত্যপরাক্রম কাশিরাজ শিবি স্বীয় সৎকার্য্যপ্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সেই মহাত্মার ন্যায় পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মহাত্মা শিবির এই উপাখ্যান শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সে নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়, সন্দেহ নাই।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহী-পালগণের কোন্ কার্য্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁহারা কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহীপাল সুখলাভার্থী হইয়া, ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করিবেন। ব্রাহ্মণগণের আরাধনাই রাজা-দিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। বৃদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত পূজা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল ব্রাহ্মণ রাজার নগর বা জনপদবাসী হইবেন, রাজা তাঁহা-দিগকে বহুবিধ ভোগ্য বস্তু প্রদান, তাঁহা-দের প্রতি শান্তবাক্য প্রয়োগ ও তাঁহা-দিগকে প্রতিনিয়ত নমস্কার করিবেন। এই কার্য্যকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া অবধারণ করা ভূপতিদিগের শ্রেয়স্কর। আপনার দেহ ও পুত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করা রাজার পরম ধর্ম্ম। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পূজনীয়, রাজা তাঁহাদিগকে সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিবেন। ব্রাহ্মণেরা শান্তভাবে অবস্থান করিলে, রাজ্য নির্ব্বিঘ্নে থাকে। আর তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে মারণোচ্চাটনাদি বিবিধ উপায় ও তপোবললব্ধ তেজ দ্বারা

সমগ্র দগ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় পূজা ও সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদন পূর্ব্বক লোকের জীবন রক্ষা করিতেছে, সেইরূপ তাঁহাদিগের প্রসাদেও লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অভিচারাদি ক্রিয়া দ্বারা ইঁহাদিগের বিনাশসাধন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইঁহাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। অরণ্যমধ্যে অগ্নিশিখা যেমন সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে, সমুদায় ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হন। অতি সাহসিক ব্যক্তিরাও উঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া থাকে। উঁহাদিগের গুণের ইয়ত্তা নাই। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন এবং কেহ কেহ বা মেঘনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডলের ন্যায় ব্যক্তভাব ধারণ করিয়া থাকেন। কোন ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষিপ্রকারী ও কেহ কেহ বা কার্পাসের ন্যায় একান্ত মৃদু এবং কতকগুলি অতিশয় শঠ ও কতকগুলি যারপর নাই অকপট। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান ও গোরক্ষণ, কেহ কেহ ভিক্ষাচরণ, কেহ কেহ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন ও কেহ কেহ নট নর্ত্তকের কার্য্যসাধন, কেহ কেহ নিরন্তর কলহ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন এবং কেহ কেহ বা লৌকিক ও অলৌকিক উভয়বিধ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণমধ্যে এইরূপ বহুবিধ স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিরীক্ষিত হন। সেই নানাকর্ম্মনিরত বিবিধ কার্য্যোপজীবি ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মজ্ঞান সতত কীর্ত্তন করিবে। ব্রাহ্মণেরা পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও উরগগণের পূজ্য। দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর ও পিশাচগণমধ্যে কেহই উঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। উঁহারা দেবতাকে অদেবতা ও অদেবতাকে দেবতা করিয়া থাকেন। যাঁহারা উঁহাদিগের প্রিয় হন, তাঁহারা রাজা হন, আর যাহারা অপ্রিয়, তাহারা পরাভূত হইয়া থাকে। যে মূর্খেরা ব্রাহ্মণগণের অযশ ঘোষণা করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। পরের নিন্দা ও প্রশংসানিরত, কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির কারণ ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর বিদ্বেষীদিগের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা যে পুরুষের প্রশংসা করেন, তিনি অভ্যুদয়শালী হন, আর তাঁহারা যাহার নিন্দা করেন, সে অবিলম্বে পরাভূত হয়, সন্দেহ নাই। শক, যবন, কাম্বোজ, দ্রাবিড়, কলিন্দ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প ও মাহিষক প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহদৃষ্টি ব্যতিরেকে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের নিকট পরাভূত হওয়াই শ্রেয়ঃ, তাঁহাদিগকে পরাজয় করা কদাপি বিধেয় নহে। সর্ব্বজন্তুবিনাশের পাপ অপেক্ষা ব্রহ্মহত্যার পাপ গুরুতর। মহর্ষিগণ ব্রহ্মহত্যাকে মহাপাতক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের অপবাদ শ্রবণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে স্থলে উঁহাদিগের অপবাদ

কীর্ত্তিত হয়, তথায় অধোমুখে অবস্থান বা তথা হইতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্ব্বক পরমসুখে জীবিত থাকিতে পারে, এরূপ লোক জীবলোকে অদ্যাপি জন্মে নাই এবং জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই। মুষ্টি দ্বারা বায়ু গ্রহণ এবং হস্ত দ্বারা চন্দ্র স্পর্শ ও পৃথিবী ধারণ করা যেরূপ দুষ্কর, ব্রাহ্মণকে পরাজয় করাও তদ্রূপ সুকঠিন, সন্দেহ নাই।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণগণকে সতত পূজা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণগণ সকলকেই সুখ দুঃখ প্রদান করিতে পারেন। ব্রাহ্মণকে প্রার্থনানুরূপ বিবিধ ভোগ্য বস্তু ও অলঙ্কার প্রদান, নমস্কার এবং পিতার ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্র হইতে যেমন জীবগণের মঙ্গল লাভ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ হইতে রাজ্যের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। রাজ্যমধ্যে তেজঃপুঞ্জকলেবর শুদ্ধাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও শত্রুদমনসমর্থ মহারথ ক্ষত্রিয়কে সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বীয় ভবনে সৎকুলোদ্ভব ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণকে বাস প্রদান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগণকে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে, দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন। অতএব ব্রাহ্মণই সর্ব্বপ্রধান; তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, ভূমি, আকাশ ও দিক্‌সমুদায় ব্রাহ্মণশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্নগ্রহণ করিয়া থাকেন। যে পাপাত্মার গৃহে ব্রাহ্মণগণ ভোজন না করেন, দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাহার গৃহে অন্নগ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলেই দেবতা ও পিতৃগণ পরম পরিতুষ্ট হন, সন্দেহ নাই। যাহারা যজ্ঞীয় দ্রব্য ব্রাহ্মণসাৎ করে, তাহারা পরম পরিতৃপ্ত ও চরমে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণোদ্দেশে যে যে দ্রব্য প্রদত্ত হয়, দেবতা ও পিতৃগণ সেই সেই দ্রব্য দ্বারাই পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। যে যজ্ঞ হইতে প্রজাগণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণই সেই যজ্ঞের মূলকারণ। এই জগৎ যাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাতে লীন হইবে, ব্রাহ্মণগণের তাহা অবিদিত নাই; একমাত্র ব্রাহ্মণপ্রভাবে স্বর্গ ও নরক উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম ও ভূত ভবিষ্যৎ সমুদায়ই অবগত আছেন। যাহারা ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, তাহাদিগের কুত্রাপি পরাভব নাই। তাহারা চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের তেজঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয়দিগের তেজ ও বলের উপশম হইয়া থাকে। দেখ, ভৃগুবংশীয়েরা তালজঙ্ঘদিগকে, অঙ্গিরার বংশসমুৎপন্ন মহাত্মারা নীপগণকে এবং মহর্ষি ভরদ্বাজ বৈতহব্য ও ঐলদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যেমন গূঢ়ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ ইহলোকে যাহা পাঠ, যাহা শ্রবণ ও যে বিষয়ক কথোপকথন করা যায়,

তৎসমুদায়ই গূঢ়ভাবে ব্রাহ্মণে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পৃথিবীবাসুদেব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বাসুদেব সর্ব্বভূতজননী ভগবতী বসুমতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বসুন্ধরে! গৃহস্থ ব্যক্তিরা কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন পৃথিবী বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেশব! আমি নারদের মুখে শুনিয়াছি, ইহলোকে ব্রাহ্মণের সেবা করাই পরম পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের সেবা করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের মহারথিত্ব, কীর্ত্তি, বুদ্ধি ও সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। অতুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত সৎকুলসম্ভূত ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন পরম পবিত্র ব্রাহ্মণের সেবা করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ যাহাকে প্রশংসা করেন, সেই অভ্যুদয়শালী হয়। যে ব্যক্তি মোহবশত ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করে, তাহাকে মহার্ণবনিক্ষিপ্ত মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ পরাভবের হেতু। দেখ, ব্রাহ্মণশাপে ভগবান্ চন্দ্রমাঃ কলঙ্কযুক্ত ও সমুদ্র লবণোদকে পরিপূর্ণ হইয়াছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণগণপ্রভাবে প্রথমে সহস্র ভগচিহ্নে পরিব্যাপ্ত হইয়া, পরিশেষে আবার ব্রাহ্মণের প্রসাদে সহস্রনয়ন হইয়াছেন। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই বিধেয়।

হে ধর্ম্মরাজ! বসুন্ধরা দেবী এইরূপ কহিলে, মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার বাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহাকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অতএব তুমি এই দৃষ্টান্তানুসারে ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর, তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণগণ জন্মাবধি সকলের নমস্য। তাঁহারা অতিথি রূপে সুপক্ব অন্নের অগ্রভাগ ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবগণের মুখস্বরূপ। তাঁহাদিগের হইতেই ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ উৎপন্ন হয়। তাঁহারা জীবলোকের সুহৃৎ। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ পূজিত হইয়া আমাদিগের শুভানুধ্যান এবং আমাদিগের শত্রুবর্গ কর্ত্তৃক অসৎকৃত হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাহাদের অশুভানুধ্যান করুন। পূর্ব্বে বিধাতা ব্রাহ্মণদিগকে সৃষ্টি করিয়া যেরূপ নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা সুরক্ষিত হইয়া সকলকে রক্ষা করিবে। ইহাই তোমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। ইহা দ্বারাই তোমরা শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে। তোমরা আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সংসাধন করিয়া ব্রাহ্মী শ্রী লাভ করিবে। তোমরা সকলের আদর্শ ও

নিয়ামক হইবে। শূদ্রের কার্য্যাবলম্বন করা তোমাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তোমরা দাসত্ব স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে, আর স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইলে শ্রী, বুদ্ধি, তেজঃ ও বিপুল মাহাত্ম্য অধিকার করিতে পারিবে। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তোমাদের যার পর নাই সৌভাগ্য জন্মিবে। তোমরা কোন স্থলে আতিথ্য স্বীকার করিলে গৃহস্থ শিশুগণের ভোজন না হইলেও অগ্রে তোমাদিগকে ভোজন করাইবে। তোমরা অহিংসক, শ্রদ্ধাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও স্বাধ্যায়নিরত হইয়া সমুদায় ইচ্ছাই চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে। ভূলোক ও দ্যুলোকমধ্যে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ই জ্ঞান, নিয়ম ও তপস্যা দ্বারা অধিকার করা যায়। অতএব জ্ঞানোপার্জ্জন, নিয়মানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে ধর্ম্মরাজ! প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের তপোবল ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ তপস্বী, কেহ উগ্রস্বভাব, কেহ ক্ষিপ্রকারী এবং কেহ কেহ সিংহের ন্যায়, কেহ কেহ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কেহ কেহ বরাহের ন্যায়, কেহ কেহ মকরাদি জলজন্তুর ন্যায় ও কেহ কেহ সর্পের ন্যায় প্রভাবশালী। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশীবিষতুল্য উগ্র ও কেহ কেহ বা নিতান্ত মৃদু এবং কেহ কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি ও কেহ কেহ বা দর্শনমাত্রেই বিনাশ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ এইরূপ নানাপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের সকলকেই পূজা করা কর্ত্তব্য। মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোম্বশির, শৌণ্ডীক, দরদ, দর্ব্ব, চৌল, শবর, বর্ব্বর, কিরাত ও যবন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপেই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের পরাভবনিবন্ধন অসুরগণ সলিলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদবলে দেবগণ স্বর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। যেমন আকাশের স্পর্শ, হিমালয় পর্ব্বতের পরিচালন ও সেতু বন্ধন দ্বারা গঙ্গাস্রোতের প্রতিরোধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণকে পরাভূত করা নিতান্ত সুকঠিন। ব্রহ্মবিরোধ উপস্থিত করিয়া কোন নরপতিই পৃথিবী শাসনে সমর্থ হইতে পারেন না। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে ধর্ম্মরাজ! যদি তোমার সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে সতত ব্রাহ্মণদিগের পূজা ও দান দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতোষ সম্পাদন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দানগ্রহণ করিলে ব্রহ্মতেজের হ্রাস হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রতিগ্রহ স্বীকার না করেন, সতত সাবধান হইয়া সেই সকল ব্রাহ্মণ হইতে কুল রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর শক্রশম্বরসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবরাজ ইন্দ্র জটাধারী ও ভস্মাচ্ছাদিতকলেবর হইয়া ছদ্মবেশে বিরূপ রথারোহণে শম্বরাসুরের নিকট আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, দৈত্যরাজ! তুমি কিরূপ ব্যবহার দ্বারা স্বজাতীয়দিগকে অতিক্রম করিয়াছ এবং কোন্ ব্যবহারবলেই বা তাহারা তোমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।

শম্বর কহিলেন, মহাত্মন্! আমি যখন ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করি না। ব্রাহ্মণগণ যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি। তাঁহারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে আমি অনন্য মনে তাহা শ্রবণ করিয়া কদাচ তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ করি না। আমি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে সাদরসম্ভাষণ ও তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিয়া থাকি। তাঁহারাও বিশ্বস্তচিত্তে আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা ও আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। আমি কখন তাঁহাদের কোন অপরাধ করি না। তাঁহারা অসাবধানে থাকিলেও আমি সাবধান এবং তাঁহারা নিদ্রিত হইলেও আমি জাগরিত থাকি। আমি একান্ত ব্রাহ্মণানুগত বলিয়া শাস্ত্রার্থ জিজ্ঞাসা করিলে, মধুমক্ষিকা যেমন ক্ষৌদ্রপটলকে মধুধারায় অভিষিক্ত করে, তদ্রূপ তাঁহারা আমাকে অমৃততুল্য বিদ্যারসে আর্দ্র করিয়া থাকেন। তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি স্বীয় মেধাবলে তৎসমুদায়ই গ্রহণ এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠতার বিষয় অনুধ্যান করি। আমি সেই ব্রাহ্মণদিগের নিকট যুক্তিরূপ সুধাপান করিয়া থাকি বলিয়া তারাগণমধ্যস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় স্বজাতীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবে অবস্থান করিতেছি। আমার পিতা ইহা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন যে, যাহারা ব্রাহ্মণের মুখবিনির্গত অমৃতময় জ্ঞানস্বরূপ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনায়াসে জয় লাভ করিতে পারে। তিনি দেবাসুরযুদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণের মহিমা দর্শন করিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, নিশাকরকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণগণ কি প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিলেন?

তখন চন্দ্র কহিলেন, দৈত্যরাজ! ব্রাহ্মণেরা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ের ভুজবলের ন্যায় ব্রাহ্মণের বাক্যবল নিতান্ত দুঃসহ। ব্রাহ্মণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক অল্পমাত্র বেদাধ্যয়ন করিয়া ক্রোধবিহীন হইলেই নির্ব্বাণপদ লাভ করেন। আর তিনি স্বীয় গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক পিতার নিকট সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিলেও লোকে তাঁহাকে গ্রাম্য বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকে। সর্প যেমন মুষিকাদিকে গ্রাস করে, তদ্রূপ বসুমতী

রণপরাঙ্মুখ রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন অভিমানশালী ব্যক্তির অধিকৃত, ব্রাহ্মণ অপ্রবাসী ও কন্যকা গর্ভবতী হইলেই জনসমাজে দূষিত হইয়া থাকে। হে মহাত্মন্! আমার পিতা ভগবান্ চন্দ্রমার নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন, আমিও এক্ষণে পিতার ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া থাকি।

হে ধর্ম্মরাজ! পুরন্দর এইরূপে প্রচ্ছন্নভাবে শম্বরের নিকট ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও তাঁহাদের পূজায় যত্নবান্ হইয়া, অচিরাৎ দেবরাজত্ব লাভ করিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অদৃষ্টপূর্ব্ব, চিরাশ্রিত ও দূর হইতে অভ্যাগত এই ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে কাহাকে সৎপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! উঁহারা সকলেই সৎপাত্র। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ্য ও কেহ কেহ সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন। উঁহাদিগকে প্রার্থনানুরূপ দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু ভৃত্যবর্গকে কষ্ট প্রদান করিয়া দান করা নিতান্ত অনুচিত। যে ব্যক্তি ভৃত্যবর্গকে কষ্ট প্রদান করে, তাহাকে অবশ্যই ক্লেশভাগী হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণিগণের ক্লেশ ও ধর্ম্মহিংসা না করিয়া, কাহাকে দান করিলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, শিষ্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অসূয়াবিহীন ও জ্ঞানবান্ হইলেই সম্মানাস্পদ ও দানের যোগ্যপাত্র হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী ও অসূয়াবিহীন নহেন, তাঁহাদিগকে দান বা সৎকার করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব স্থিরচিত্তে মানবগণকে সবিশেষ পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি অক্রোধ, সত্যবাক্য, অহিংসা, তপস্যা, সরলতা, অদ্রোহ, লজ্জা, তিতিক্ষা, জিতেন্দ্রিয়তা ও শম এই সমুদায় গুণে অলঙ্কৃত হন এবং কখন কোন কুকার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন, তিনিই যথার্থ সম্মানের পাত্র। কি চিরাশ্রিত, কি অভ্যাগত, কি অদৃষ্টপূর্ব্ব, কি দৃষ্টপূর্ব্ব, যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন, ঐ সমুদায় গুণে সমলঙ্কৃত হইলেই তিনি সম্মানের ভাজন হইতে পারেন। বেদের অপ্রামাণ্যনির্দ্দেশ, শাস্ত্রলঙ্ঘন ও সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করিলেই মনুষ্য অসৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাভিমানী, বেদনিন্দক, শ্রুতিবিরোধী, কুতর্কে অনুরক্ত, আক্রোশনিরত, বহুভাষী, সর্ব্বাভিশঙ্কী, মূঢ়, অব্যবস্থিতচিত্ত ও কটুভাষী হয়, তাহাদিগকে স্পর্শ করাও কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতেরা ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে কুক্কুরতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন কুক্কুরগণ চীৎকার ও অন্যকে বধ করিবার চেষ্টা

করে, তদ্রূপ উহারাও কেবল বৃথা বাগ্জালবিস্তার ও সমুদায় শাস্ত্রের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ শিষ্টব্যবহার, ধর্ম্ম ও শমদমাদি গুণ আশ্রয় করেন, তাঁহারা বহুকাল উন্নতভাবে বর্ত্তমান থাকেন। যাঁহারা যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ, ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা বিপ্রঋণ ও আতিথ্য দ্বারা অতিথিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয় না।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কামিনীগণ নিতান্ত লঘুচিত্ত ও সমুদায় দোষের আকর বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছে; অতএব তাহাদের কিরূপ স্বভাব, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই নারদপঞ্চচূড়াসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ সমুদায় লোক পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি একদা ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোকের অপ্সরা পঞ্চচূড়াকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নিতম্বিনি! আমি তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে তাহার উত্তর প্রদান করিতে হইবে।

তখন পঞ্চচূড়া কহিল, মহর্ষে! যদি আপনি আমাকে আমার বক্তব্য ও সাধ্যায়ত্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই সাধ্যানুসারে আপনার জিজ্ঞাসানুরূপ উত্তর প্রদান করিব।

নারদ কহিলেন, সুন্দরি! তোমাকে অবক্তব্য বা অসাধ্য বিষয়ক প্রশ্ন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে তোমার নিকট স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

মহর্ষি নারদ এইরূপ অনুরোধ করিলে, পঞ্চচূড়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহর্ষে! আমি নারী হইয়া কি রূপে স্ত্রীজাতির নিন্দা করিব? স্ত্রীলোকের স্বভাব আপনার অবিদিত নাই; অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কামিনীকুলের নিন্দা করিতে পারিব না।

নারদ কহিলেন, সুন্দরি! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, নারী হইয়া নারীদিগের নিন্দা করা অকর্ত্তব্য বটে; কিন্তু আমার মতে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়; সত্য কহিলে কিছুমাত্র দোষের আশঙ্কা নাই। অতএব তুমি অশিঙ্কিত চিত্তে যথার্থ রূপে স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় কীর্ত্তন কর।

তখন পঞ্চচূড়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, মহর্ষে! যদি নিতান্তই আমার মুখে স্ত্রীজাতির নিন্দা শ্রবণ করিতে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ করুন। কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত, রূপসম্পন্ন ও

সধবা হইলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর। উহারা অবসর প্রাপ্ত হইলেই ধনবান্ রূপবান্ পতিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় নাই। উহারা অনায়াসে লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। পুরুষ পরস্ত্রীসম্ভোগে অভিলাষী হইয়া, তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক অল্পমাত্র চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। কামিনীগণ কেবল পরপুরুষের অভাব ও পরিজনের ভয়ে ভর্ত্তার বশীভূত হইয়া থাকে। উহারা কাহারও সংসর্গে পরাঙ্মুখ নহে। উহারা পুরুষের রূপ বা বয়ঃক্রম বিবেচনা করে না; পুরুষ প্রাপ্ত হইলেই তাহার সহিত সংসর্গ করে। উহারা ধর্ম্মভয়, কুলভয়, দয়া বা অর্থলোভে কদাচ পতির বশীভূত হয় না। কুলকামিনীগণ সতত যৌবনসম্পন্ন দিব্যাভরণভূষিত বেশ্যাদিগের ন্যায় ব্যবহার করিতে অভিলাষ করে। পতিগণ উহাদিগকে অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা কুব্জ, অন্ধ, জড়, বামন, পঙ্গুপ্রভৃতি কুৎসিত পুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। উহাদের মত কামোন্মত্ত আর কেহই নাই। উহারা পুরুষ প্রাপ্ত না হইলে, কৃত্রিম পুংচিহ্ন প্রস্তুত করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। উহারা কেবল পুরুষের অপ্রাপ্তি, পরিজনের ভয় ও বধবন্ধনের আশঙ্কায় আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষা করে। উহারা নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব। উহাদিগকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করা ও উহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা অগ্নির, অসংখ্য নদী দ্বারা সমুদ্রের ও সর্ব্বভূতসংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষসংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি জন্মে না। সুশ্রী পুরুষকে দর্শন করিবামাত্র উহাদের যোনি আর্দ্র হয়। ভর্তৃগণ সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান, প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান ও যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। সুরতক্রীড়া উহাদের যেরূপ প্রিয়, বিবিধ ভোগ্যবস্তু, দিব্য অলঙ্কার ও বিচিত্র গৃহপ্রভৃতি কোন দ্রব্যই উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহে। তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপর দিকে স্ত্রীজাতিকে সংস্থাপন করিলে, স্ত্রীজাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। বিধাতা যে সময় সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূত সমুদায় ও স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়ই স্ত্রীদিগের দোষের সৃষ্টি করিয়াছেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে পুরুষেরা মোহাবিষ্ট হইয়া সতত কামিনীদিগের প্রতি এবং কামিনীগণ পুরুষদিগের প্রতি একান্ত আসক্ত হইতেছে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমার অন্তঃ-

করণে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, যখন কামিনীগণ অশেষ দোষের আকর, তখন পুরুষেরা কি নিমিত্ত উহাদের সহিত সংসর্গ করে। উহারা যে কোন্ পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও কোন্ পুরুষের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। উহারা ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা পুরুষদিগকে বিমোহিত করে। উহাদিগের হস্তগত হইলে প্রায় কোন পুরুষই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন তৃণ ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ উহারা নিত্য নিত্য নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে। শম্বর, নমুচি, বলি ও কুম্ভীনসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছে, কামিনীগণ তৎসমুদায়ই অবগত আছে। পুরুষে রোদন করিলে, উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে, উহারা অপ্রিয় ব্যক্তিকেও প্রিয়সম্ভাষণ দ্বারা গ্রহণ করে। নীতিশাস্ত্রকর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। কামিনীরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। আমার বোধ হয়, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহাত্মারা কামিনীগণের বুদ্ধির কার্য্য সমুদায় অবলোকন করিয়াই অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহাদিগের পূজা করে, আর যে উহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, উহারা সেই উভয়বিধ পুরুষের প্রতি সমভাবে আসক্ত হইয়া থাকে। ফলত ইদানীন্তন মহিলাগণের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া, পূর্ব্বকালীন ধর্ম্মপরায়ণ কামিনীগণের পাতিব্রত্যধর্ম্মবিষয়ে আমার মহা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, উহাদিগকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব এক্ষণে কি প্রকারে কামিনীগণকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, অথবা যদি কেহ পূর্ব্বে কোন কামিনীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি স্ত্রীজাতির বিষয়ে যে যে কথা কহিলে, তৎসমুদায়ই সত্য। এক্ষণে পূর্ব্বে মহাত্মা বিপুল যেরূপে গুরুপত্নীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ও সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যে নিমিত্ত সর্ব্বজনমোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু এই সমুদায়ের সহিত উহাদিগের তুলনা করা যায়। শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে প্রজাগণ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিল। তাহারা স্বীয় পুণ্যবলে আপনারাই দেবত্ব লাভ করিত। দেবগণ তাহাদিগকে আপনা হইতে স্বর্গলাভ করিতে

দেখিয়া, শঙ্কিতমনে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের অন্তর্গত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া মানবগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত সর্ব্বজন মোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিলেন। অতি পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ পতিব্রতা ছিল; ভগবান্ প্রজাপতি কর্ত্তৃক ঐরূপ স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হওয়া অবধি স্ত্রীলোক ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইয়াছে।

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই প্রকারে ঐরূপ মহিলাগণের সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে বিষয়ভোগেচ্ছা প্রদান করিলেন। উহারাও কামলুব্ধ হইয়া সর্ব্বদা মানবগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কামের সহায়স্বরূপ ক্রোধের সৃষ্টি করিলেন। তখন মানবগণ কামক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐ সমুদায় স্ত্রীতে আসক্ত হইল। স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য্য বা ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট নাই। উহারা বীর্য্যবিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও মিথ্যাবাদিনী। প্রজাপতি উহাদিগকে শয্যা, আসন, অলঙ্কার, অন্ন, পান, অনার্য্যতা, কটুবাক্যপ্রয়োগ ও রতি এই সমুদায়ে আসক্ত করিয়া দিয়াছেন। কটুবাক্যপ্রয়োগ, প্রহার, বন্ধন অথবা বিবিধ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিলেও উহাদিগকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করা যায় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক ব্রহ্মাও উহাদিগকে স্বধর্ম্মে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট স্ত্রীজাতির সৃষ্টিবিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে মহাত্মা বিপুল যেরূপে গুরুপত্নীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে দেবশর্ম্মা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার রুচি নামে এক পরম রূপবতী ভার্য্যা ছিলেন। দেবদানব ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর সেই কামিনীর অলোকসামান্য রূপে মোহিত হইয়া, তাহার সহিত সংসর্গ করিতে সতত যত্নবান্ ছিলেন। মহাত্মা দেবশর্ম্মা স্ত্রীজাতির চরিত্র ও পুরন্দরের পারদারিকতা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া, যথোচিত যত্নসহকারে স্বীয় পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

একদা ঐ মহর্ষি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া, কিরূপে ভার্য্যাকে রক্ষা করিবেন, মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রিয়শিষ্য বিপুলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিব। ইন্দ্র সতত আমার ভার্য্যার সতীত্বভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে। সেই পাপাত্মা মায়াবলে বিবিধরূপ ধারণ করিতে পারে। অতএব তুমি সাবধান হইয়া নিরন্তর ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

মহাত্মা দেবশর্ম্মা এইরূপ আজ্ঞা করিলে, অনল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন জিতে-

ন্দ্রিয় মহাতপাঃ বিপুল তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ইন্দ্র কোন্ কোন্ রূপ ধারণ করিতে পারে এবং তাহার শরীর ও তেজই বা কিরূপ, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

তখন ভগবান্ দেবশর্ম্মা মহাত্মা বিপুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার নিকট ইন্দ্রের মায়া সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ দুরাত্মা ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সে কখন কিরীট, কখন বজ্র, কখন মুকুট ও কখন কুণ্ডল ধারণ করে; আবার মুহূর্ত্তমধ্যে চণ্ডালসদৃশ হয়। ঐ পাপাত্মা কখন শিখা, কখন জটা, কখন কৌপীন এবং কখন বৃহৎ, কখন স্থূল ও কখন বা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে, কখন গৌরাঙ্গ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন রূপবান্, কখন কুৎসিৎ, কখন বায়ুরূপী, কখন যুবা, কখন বৃদ্ধ, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ক্ষত্রিয়, কখন বৈশ্য, কখন শূদ্র, কখন প্রতিলোমজাতি, কখন অনুলোমজাতি হয় এবং কখন শুক, কখন বায়স, কখন হংস, কখন কোকিল, কখন ব্যাঘ্র, কখন সিংহ, কখন হস্তী, কখন দেবতা, কখন দৈত্য, কখন নরপতি, কখন পক্ষী, কখন চতুষ্পদ, কখন মক্ষিকা ও কখন বা মশকাদির বেশ ধারণ করিয়া থাকে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি এই বিশ্বসংসারের স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনিও ঐ পাপাত্মার রূপ নিশ্চয় করিতে সমর্থ হন না। ঐ দুরাত্মা রূপান্তর পরিগ্রহ করিলে কেবল জ্ঞানচক্ষু দ্বারা উহাকে অবলোকন করা যায়। অতএব তুমি পরম যত্নসহকারে আমার সহধর্ম্মিণী রুচিকে রক্ষা করিবে। কুক্কুর যেমন যজ্ঞীয় দ্রব্য উচ্ছিষ্ট করে, তদ্রূপ ইন্দ্র যেন উঁহাকে দূষিত করিতে না পারে।

মুনিবর দেবশর্ম্মা বিপুলকে এই কথা কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন মহাত্মা বিপুল গুরুবাক্য শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কিরূপে আমি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নীকে রক্ষা করি। দেবরাজ পরম মায়াবী ও মহাবলপরাক্রান্ত। আমি আশ্রম বা উটজদ্বাররোধ ও পৌরুষপ্রকাশ করিয়া কোন রূপেই তাহার আগমন নিবারণ করিতে পারিব না। সে অনায়াসে বায়ুরূপ ধারণ করিয়াও গুরুপত্নীকে আক্রমণ করিতে পারে। অতএব যোগবলে গুরুপত্নীর শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, উঁহাকে রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য। যদি গুরু আজি উঁহাকে ইন্দ্রোপভুক্ত বলিয়া অবগত হন, তাহা হইলে রোষবশত নিশ্চয়ই আমাকে শাপ প্রদান করিবেন। অতএব ইঁহাকে ইন্দ্র হইতে অবশ্যই রক্ষা করা উচিত। গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি আজি আমি যোগবলে গুরুপত্নীর শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, উঁহাকে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার একটী অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইবে। পদ্মপত্রস্থিত সলিলবিন্দু যেরূপ পত্রের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ

আমি নির্লিপ্তভাবে গুরুপত্নীর শরীরে অবস্থান করিলে, আমাকে কখনই দোষী হইতে হইবে না। অতএব আজি আমি এইরূপে উঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিব।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর রক্ষাবিষয়ে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, ধর্ম্ম, বেদশাস্ত্র এবং আপনার ও গুরুর তপোবল অবধারণ পূর্ব্বক গুরুপত্নীর রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন ও বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মোহ উৎপাদন করিলেন। পরে যোগবলে তাঁহার নয়নযুগল আচ্ছন্ন করিয়া, বায়ু যেমন আকাশমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বীয় অবয়ব দ্বারা তাঁহার সমুদায় শরীর স্তব্ধ করিয়া ছায়ার ন্যায় উহার মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ঐ সময় দেবরাজ এই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া রমণীজনলোভনীয় মনোহর বেশ ধারণ পূর্ব্বক মহাত্মা দেবশর্ম্মার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাতপাঃ বিপুল চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং পূর্ণেন্দুবদনা, কমলনয়না, পৃথুনিতম্বিনী রুচি তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছেন। সুররাজ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পরমসুন্দরী রুচি তাঁহার অসামান্য রূপমাধুরী দর্শনে বিস্মিত হইয়া গাত্রোত্থান এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মহাত্মা বিপুলের প্রভাবে তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। তখন দেবরাজ সেই ঋষিপত্নীকে মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মৃদুহাসিনি! আমি ইন্দ্র; অনঙ্গবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; অতএব শীঘ্র আমার মনোরথ পূর্ণ কর। দেবরাজ এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেও রুচি স্বীয় শরীরস্থিত বিপুলের প্রভাবে তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান বা গাত্রোত্থান করিতে পারিলেন না। ঐ সময় মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যোগবলে তাহার ইন্দ্রিয়সমুদায় পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তর রূপে রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ রুচিকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পুনর্ব্বার সলজ্জভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! তুমি অবিলম্বে আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তখন সুররাজ পুনরায় এই কথা কহিলে, ঋষিপত্নী তাঁহাকে মধুরবাক্যে অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দেহমধ্যস্থ মহাত্মা বিপুলের প্রভাবে হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে "হে দেবরাজ! তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছ" এই বাক্য বিনির্গত হইল। অকস্মাৎ এইরূপ কঠোর বাক্য মুখ হইতে বিনির্গত হওয়াতে রুচি নিতান্ত লজ্জিতা হইয়া রহিলেন। দেবরাজও সেই অপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইলেন। পরিশেষে সুররাজ দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণপত্নীর দেহমধ্যে অতুল

তেজঃসম্পন্ন মহাতপাঃ বিপুলকে দর্শন করিলেন। বিপুলকে অবলোকন করিবা-মাত্র অভিশাপভয়ে তাঁহার কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল।

তখন মহাতপাঃ বিপুল অবিলম্বে গুরু-পত্নীর দেহ হইতে স্বীয় কলেবরে প্রবেশ করিয়া, ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অরে পাপাত্মন্! দুর্ব্বুদ্ধে! তোর এই অজিতেন্দ্রিয়তাদোষ নিবন্ধন অতি অল্পকাল মধ্যেই দেবতা ও মনুষ্যগণ তোর অর্চ্চনায় বিরত হইবেন। একবার এইরূপ অজিতে-ন্দ্রিয়তানিবন্ধন মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে তোর সর্ব্বাঙ্গে স্ত্রীচিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা তুই বিস্মৃত হইয়াছিস্। তোর তুল্য মূর্খ, দুশ্চরিত্র ও নীচ আর কেহই নাই। আমি স্বয়ং আমার গুরুপত্নীকে রক্ষা করি তেছি। অতএব তুই অবিলম্বে স্বস্থানে প্রস্থান কর্। আজি তোর প্রতি আমার দয়া উপস্থিত না হইলে এতক্ষণ আমার তেজে তোর কলেবর দগ্ধ হইয়া যাইত। তুই অচিরাৎ এস্থান হইতে পলায়ন কর। নচেৎ আমার গুরু মহাতপাঃ দেবশর্ম্মা আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া ক্রোধোদীপ্ত চক্ষু দ্বারা তোকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ব্রাহ্মণগণকে সতত সম্মান করা তোর অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুই আর কখন এইরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিস্ না। কখন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া যেন তাঁহাদের তেজে তোকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত বিনষ্ট হইতে না হয়। তুই মনে করিতেছিস্, আমি অমর, কেহই আমার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু তপোবলের অসাধ্য কিছুই নাই।

মহাত্মা বিপুল এইরূপ তিরস্কার করিলে, দেবরাজ তাঁহার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কোন উত্তর প্রদান না করিয়াই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের মুহূর্ত্তকাল পরে মহাতপাঃ দেবশর্ম্মা যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন প্রিয়শিষ্য মহাতপাঃ বিপুল গুরুর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার ভার্য্যাপ্রদান করিয়া পূর্ব্ববৎ অশঙ্কিত চিত্তে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মহর্ষি দেবশর্ম্মা ভার্য্যার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে তাঁহাকে কহি-লেন, ভগবন্! ইন্দ্র এখানে আসিয়া গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছিল; আমি গুরুপত্নীকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি। তখন মহাতপাঃ দেবশর্ম্মা বিপু-লের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সুশীলতা, সৎস্বভাব, তপস্যা, নিয়ম, দৃঢ়তর গুরুভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠানিবন্ধন তাঁহাকে অসংখ্য সাধু-বাদ প্রদান ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি বর প্রদান করিতেছি, ধর্ম্মে তোমার স্থিরবুদ্ধি হইবে। দেবশর্ম্মা এই-রূপ বরপ্রদান, করিলে, মহাত্মা বিপুল তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক নানাস্থানে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহা-তপাঃ দেবশর্ম্মাও ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া ইন্দ্রের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই

বিজন বিপিনে পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা বিপুল ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমি সিদ্ধ হইয়াছি ও উভয় লোক পরাজয় করিয়াছি, বিবেচনা করিয়া মহাস্পর্দ্ধাসহকারে নির্ভীকচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে রুচির জ্যেষ্ঠা ভগিনী অঙ্গরাজ চিত্ররথের সহধর্ম্মিণী প্রভাবতীর ভবনে একটী মহোৎসব উপস্থিত হইল। প্রভাবতী সেই উপলক্ষে স্বীয় ভগিনী রুচিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বে এক দিব্যাঙ্গনা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতেছিল। তাহার অঙ্গ হইতে সহসা কতকগুলি দিব্যগন্ধযুক্ত কুসুম দেবশর্ম্মার আশ্রমের অনতিদূরে কানন মধ্যে নিপতিত হয়। ঋষিপত্নী রুচি স্বামীর সহিত ঐ কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ সমুদায় পুষ্প দর্শন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ভগিনীকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সেই পুষ্প মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া অঙ্গরাজভবনে গমন করিলেন। অঙ্গরাজপত্নী প্রভাবতী সেই পুষ্প দর্শন করিয়া রুচিকে কহিলেন, ভগিনি! তুমি আশ্রমে গমন পূর্ব্বক আমার নিমিত্ত এই প্রকার পুষ্প পাঠাইয়া দিবে; কোন ক্রমে বিস্মৃত হইও না। অনন্তর রুচি ভগিনীর আবাস হইতে স্বীয় আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া ভর্ত্তার নিকট ভগিনীর অনুরোধ নিবেদন করিলেন। তখন মহর্ষি দেবশর্ম্মা স্বীয় শিষ্য বিপুলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অবিলম্বে এইরূপ পুষ্প আহরণার্থে গমন কর। তখন মহাতপাঃ বিপুল গুরুবাক্য শ্রবণমাত্র যে প্রদেশে সেই দিব্য পুষ্প নিপতিত হইয়াছিল, তথায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন, ঐ স্থানে আর অনেকগুলি সেইরূপ পুষ্প নিপতিত রহিয়াছে। তৎসমুদায়ের মধ্যে একটীও ম্লান হয় নাই। মহাত্মা বিপুল সেই অপরিম্লান দিব্যগন্ধযুক্ত কুসুমগুলি প্রাপ্ত হইয়া মহা আহ্লাদে চম্পকবনাকীর্ণ চম্পানগরীতে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দূর আগমন করিয়া দেখিলেন, সেই নির্জ্জন বনে এক নরমিথুন পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে একটী ঐ সময় অপেক্ষাকৃত শীঘ্র গমন করিল। অপরটী তদ্দর্শনে তাহাকে কহিল, তুমি কি নিমিত্ত শীঘ্র গমন করিলে? সে কহিল, আমি আমার নিয়মানুসারেই গমন করিয়াছি, শীঘ্র গমন করি নাই। এইরূপে পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে করিতে তাহাদের ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইল। তখন তাহারা উভয়েই এই শপথ করিল যে, আমাদিগের মধ্যে যে মিথ্যা কথা কহিয়াছে, তাহার যেন পরলোকে দ্বিজবর বিপুলের ন্যায় দুর্গতি লাভ হয়।

নরমিথুন এইরূপ শপথ করিলে, মহাত্মা বিপুল তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ-

বদনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি অতি কষ্টে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছি; কিন্তু এই নরমিথুনের বাক্য-শ্রবণে বোধ হইতেছে, আমার নিতান্ত দুর্গতিলাভ হইবে। ঐ নরমিথুন যে আমাকে পাপকারী বলিয়া স্থির করিয়াছে, ইহার কারণ কি? আমি কি দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি! মহাত্মা বিপুল এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণমনে স্বীয় দুষ্কৃত বিষয়ের অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অন্য ছয় জন মনুষ্য তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। উহারা হর্ষলোভের বশীভূত হইয়া সুবর্ণ ও রজতময় অক্ষদ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল। উহারা ক্রীড়া করিতে করিতে শপথ করিয়া কহিল যে, আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি লোভবশত অন্যায়াচরণ করিবে, তাহার পরলোকে বিপুলের ন্যায় দুর্গতি লাভ হইবে।

ঐ ছয় ব্যক্তি ঐরূপ শপথ করিলে, মহাত্মা বিপুল আপনাকে পাপকারী স্থির করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আপনার জন্মাবধি কোন পাপই তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। পরিশেষে বহুদিবসের পর তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, আমি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নী রুচিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু গুরুর নিকট উহা ব্যক্ত করি নাই। তাহাতেই আমার ঘোরতর পাপ হইয়াছে।

মহাত্মা বিপুল মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, চম্পা নগরীতে আগমন পূর্ব্বক উপাধ্যায়কে সেই পুষ্প প্রদান এবং যথা নিয়মে তাঁহার পূজা করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

তখন মহাত্মা দেবশর্ম্মা প্রিয়শিষ্য মহর্ষি বিপুলকে সমাগত দেখিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি মহা বনে যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ, আমি তৎসমুদায় অবগত হইয়াছি। তুমি যে যে রূপে রুচিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার, রুচির এবং তুমি বনমধ্যে যাহাদিগকে দর্শন করিয়াছ, তাহাদিগের অবিদিত নাই।

বিপুল কহিলেন, ভগবন্! আমি মহাবনে যে নরমিথুন ও যে পুরুষগণকে দর্শন করিয়াছি, তাহারা কে এবং কিরূপেই বা আমার কার্য্য সমুদায় পরিজ্ঞাত হইল, আপনি তাহা আমার নিকটে সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

তখন দেবশর্ম্মা কহিলেন, বৎস! তুমি মহাবনে যে স্ত্রীপুরুষ দর্শন করিয়াছ, তাহারা দিবারাত্রি এবং যে ছয় পুরুষকে পাশক্রীড়া করিতে দেখিয়াছ, তাহারা ছয় ঋতু। তোমার পাপ তাহাদিগের অগোচর নাই। তাহারা চক্রের ন্যায় নিয়ত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব নির্জ্জনে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, 'আমার এই দুষ্কর্ম্ম কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে না' এরূপ বিবেচনা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পাপাত্মারা নির্জ্জনে যে যে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, দিবা, রাত্রি ও ছয় ঋতু তৎসমুদায়ই দর্শন করিয়া থাকে। তুমি রুচিকে

যেরূপে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর নাই বলিয়া তোমার পরলোকে অসদ্গতি লাভ হইবে। তুমি ভয়প্রযুক্ত আমার নিকট আত্মকার্য্য নিবেদন না করিয়া 'উহা কেহই অবগত হয় নাই' মনে করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত সেই বনমধ্যস্থ নরকলেবরধারী দিবা রাত্রি ও ঋতুসমুদায় তোমাকে তোমার দুষ্কৃত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। মানবগণ শুভ বা অশুভ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দিবা রাত্রি ও ঋতুসমুদায়ের কিছুই অবিদিত থাকে না। তুমি দুর্ব্বৃত্তা রুচিকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। যদি তোমার চরিত্রের দোষ থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধবশত তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতাম, সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পুরুষে ও পুরুষগণ স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে; অতএব যদি রুচিকে রক্ষা করিবার সময় তোমার মনঃ বিকৃত হইত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমাকে শাপপ্রদান করিতাম। যাহা হউক, তুমি যেরূপে আমার পত্নীকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট তোমার ব্যক্ত করা হইল। অতঃপর তুমি আমার বরে স্বর্গারূঢ় হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে পারিবে। মহর্ষি দেবশর্ম্মা মহাত্মা বিপুলকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে ও ভার্য্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বর্গে আরোহণ পূর্ব্বক পরমানন্দে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভাগীরথীতীরে উপবিষ্ট হইয়া কথা প্রসঙ্গে আমার নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্ত্রীগণকে সতত সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যক। ইহলোকে সাধ্বী ও অসাধ্বী এই দুই প্রকার স্ত্রী আছে। লোকমাতা সাধ্বী স্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। কুলঘাতিনী পাপনিরতা দুশ্চরিত্রা রমণীগণকে তাহাদের শরীরজ নষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যায়। মহাত্মারা বিপুলের ন্যায় উপায় অবলম্বন না করিলে, কখনই উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না। উহারা অতিশয় তীব্রস্বভাবসম্পন্ন, যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত কামক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, উহারা তাহাকেই প্রিয়জ্ঞান করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আর কেহই উহাদের প্রিয় নাই। এক পুরুষের সহিত বিহার করিলে উহাদিগের কখনই তৃপ্তি লাভ হয় না। উহাদিগের প্রতি স্নেহ বা ঈর্ষা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে, কেবল ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অনাসক্ত চিত্তে উহাদিগের সহিত সংসর্গ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত ঐরূপ ব্যবহার না করে, তাঁহাকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। একমাত্র মহাত্মা বিপুলই যোগবলে গুরুপত্নীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই স্ত্রীজাতির রক্ষাবিধানে সমর্থ হয় না।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কন্যার উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণয় হওয়াই দেবার্চ্চনা, পিতৃতর্পণ, অতিথিসৎকার ও স্বজনপ্রতিপালন প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মের মূল। অতএব কিরূপ পাত্রে কন্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কন্যাকর্ত্তা বরের স্বভাব, বিদ্যা, কুলমর্য্যাদা ও কার্য্যের বিষয় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে ঐ বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মবিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। বরকে ধনদানাদি দ্বারা অনুকূল করিয়া কন্যাপ্রদান করিলে ঐ বিবাহ প্রাজাপত্য বিবাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় বর্ণেরই প্রশস্ত। কেবল বর ও কন্যার মতানুসারে যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়। বর অধিক সংখ্যক ধন দ্বারা কন্যা ক্রয় অথবা তাহার পরিবারবর্গকে লোভপ্রদর্শন করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাকে আসুর বিবাহ কহে এবং পরিজনেরা কন্যাপ্রদানে অসম্মত হইলেও পরিণেতা তাহাদিগকে প্রহার বা তাহাদিগের মস্তক ছেদন পুরঃসর বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাকে রাক্ষসবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই পঞ্চবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনপ্রকার বিবাহই ধর্ম্ম্য এবং অবশিষ্ট রাক্ষস ও আসুর এই দুইপ্রকার বিবাহই নিন্দনীয়। ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব এই তিনপ্রকার বিবাহ মিশ্রিত হইলেও নিন্দনীয় হয় না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যাকে বিবাহ করিতে পারেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রেয়া পত্নী সর্ব্বপ্রধান। কেহ কেহ কহেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় কেবল উপভোগের নিমিত্ত শূদ্রাকেও গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু অনেকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, ফলতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ত্রয়ের শূদ্রাতে সন্তানোৎপাদন করা সকলের মতেই নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রের গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ত্রিংশৎবর্ষ বয়স্ক দশবর্ষীয়া এবং একবিংশতিবর্ষ বয়স্ক পাত্র সপ্তবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। যে কন্যার পিতা ও ভ্রাতা না থাকে, সে তাহার পিতার পুত্রস্থানীয় হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাকে বিবাহ করা বিধেয় নহে। কন্যা ঋতুমতী হইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বান্ধবগণের মুখাপেক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য। তিন বৎসর অতীত হইলেই সে স্বয়ং স্বামী মনোনীত করিয়া লইতে পারে। যে কন্যা এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়, তাহার পতির সহিত প্রীতি অবিচলিত থাকে ও সন্তান সন্ততি পরিবর্দ্ধিত হয়। আর যে কন্যা এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। মনুর মতে মাতামহের সপিণ্ড

ও পিতার সগোত্র কন্যাকে বিবাহ করা কদাপি বিধেয় নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমাদিগের চক্ষুঃস্বরূপ। আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণলালসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব যদি প্রথমত এক ব্যক্তি এক কন্যার পাণিগ্রহণার্থ শুল্কপ্রদান, অপর ব্যক্তি, সেই কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ পরামর্শ করিয়া তাহাকে কন্যাদান করিব বলিয়া স্থির করাতে সেই কন্যার নিমিত্ত শুল্ক প্রদান করিতে অঙ্গীকার, অন্য ব্যক্তি সেই কন্যার নিমিত্ত বলপ্রকাশ, অপর ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত ধনলোভপ্রদর্শন এবং আর এক ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যা ধর্ম্মানুসারে কাহার ভার্য্যা হইবে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ইহলোকে মানবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করে, তাহার অন্যথা করিলেই তাহাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া এক জনকে কন্যাদান করিতে স্থির করিয়া যদি অন্যকে ঐ কন্যা দান করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু যাহাকে কন্যা দান করিব বলিয়া পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল, সে কখনই ঐ কন্যার পতি হইবে না। কন্যা পূর্ব্বে এক ব্যক্তির ভার্য্যা হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া পশ্চাৎ সেই ব্যক্তি মনোনীত না হওয়াতে যদি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে ঐ কন্যা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। আর কেহ কেহ কহেন, ঐরূপ স্থলে কন্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যকতা নাই। মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি মনোনীত না হয়, তাহার সহবাস করিলে যশ ও ধর্ম্মের হানি হইবার সম্ভাবনা; অতএব অমনোনীত ব্যক্তির সহবাস না করাই শ্রেয়ঃ। কন্যার বন্ধুবান্ধবব্যতীত অন্য ব্যক্তি যদি বিধি পূর্ব্বক উহাকে এক পাত্রে সম্প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার বন্ধুগণ তাহাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিতে পারে। আর কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ যদি এক জনকে কন্যাদান করিব বলিয়া তাহার নিকট কেবল শুল্ক গ্রহণ করে, তাহা হইলেও ঐ কন্যাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করা যায়। ফলতঃ কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কন্যাদান করিলে, বর যদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, তাহা হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। বিবাহকালে বর, কন্যা ও কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করে, সেই প্রতিজ্ঞাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। লোকে পূর্ব্বতন কর্ম্মানুসারে ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকে; অতএব যে কন্যার বন্ধুবান্ধব তাহাকে পূর্ব্বে পাত্রান্তরে প্রদান করিতে স্বীকার বা তন্নিমিত্ত পাত্রান্তর হইতে শুল্কগ্রহণ করে, সেই কন্যাকে গ্রহণ করিলে গ্রহীতার কিছুমাত্র দুরদৃষ্ট বা লোকনিন্দা হইবার সম্ভাবনা নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কন্যা-

কর্ত্তা কন্যা প্রদান করিব বলিয়া অগ্রে এক ব্যক্তির নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করিলে, যদি পশ্চাৎ ঐ কন্যার গ্রহণার্থে অন্য একটি শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কন্যা-কর্ত্তা অগ্রে যাহার নিকট শুল্ক গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন কি না? এরূপ স্থলে কিরূপ কার্য্যের অনু-ষ্ঠান করিলে কন্যাকর্ত্তার শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! শুল্কই স্ত্রীত্ব-নিশ্চয়কর এই বিবেচনা করিয়া ক্রেতা শুল্ক প্রদান করে না, শুল্ক কন্যার নিষ্ক্রয় বলিয়াই তৎকালে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। অতএব এক ব্যক্তির নিকট শুল্ক গ্রহণ করিলে তাহাকে কন্যাদান করা হয় না। যদি কোন ব্যক্তি বরকে আহ্বান পূর্ব্বক 'তুমি আমার এই কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ কর;' এইরূপ অনুরোধ করে, আর যদি ঐ বর সেই কন্যাকে অলঙ্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে ঐ স্থলে অলঙ্কারাদি দানকে শুল্ক ও অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যা-দানকে কন্যাবিক্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যাদান করাও শাস্ত্রসঙ্গত। লোকে অমুককে কন্যাদান করিব, কখনই অমুককে কন্যা-দান করিব না এবং অমুককে অবশ্যই দান করিব বলিয়া যে সত্য করে, তদ্দ্বারা কখনই বিবাহ সিদ্ধ হয় না। ফলত যে পর্য্যন্ত না কন্যার পাণিগ্রহণ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তদ-বধি একজনের নিকট পণ লইয়া পাত্রান্তরে কন্যাদান করিলে কন্যাপহারকদোষে লিপ্ত হইতে হয় না। দেবগণও কন্যাপ্রদানস্থলে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহর্ষি-দিগের এইরূপ শাসন আছে যে, অনভি-লষিত ব্যক্তিকে কদাচই কন্যা প্রদান করিবে না। কারণ ঐরূপ অনভিলষিত পুরুষের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে অবশ্যই অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। কন্যাক্রয়-বিক্রয় নিবন্ধন বহুতর দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব শুল্ককে স্ত্রীত্বনিশ্চয়কর বলিয়া প্রতিপন্ন করা বিধেয় নহে।

পূর্ব্বে আমি মাগধ, কাশী ও কোশল দেশসমুদায় পরাজয় করিয়া মহারাজ বিচিত্র-বীর্য্যের নিমিত্ত দুইটী কন্যা আনয়ন করিয়া-ছিলাম। বিচিত্রবীর্য্য তাহাদের মধ্যে এক-টীর পাণিগ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয়টি বীর্য্য-নির্জ্জিত বলিয়া তাহার পাণিগ্রহণ না করি-য়াই পত্নীত্বসিদ্ধির কল্পনা করিলেন। তখন আমার পিতা বাহ্লিক তদ্বিষয়ে প্রতিষেধ করিয়া কহিলেন, পাণিগ্রহণ না করিলে পত্নীত্ব সিদ্ধ হয় না; অতএব যে কন্যাটীর পাণিগ্রহণ করা হয় নাই, তাহাকে অচিরাৎ পরিত্যাগ কর। তখন আমি পিতার বাক্যে অতিশয় সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, পিতঃ! আমি আপনার নিকট আচারের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইয়াছি। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহা-রাজ বাহ্লিক আমার বাক্য শ্রবণে আমার

অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, বৎস! যদি তোমরা পাণিগ্রহণকে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ না বলিয়া শুল্ককেই ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, পাণিগ্রহণ না করিলে কদাচই ভার্য্যাত্বসিদ্ধি হয় না। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞেরা কহিয়া থাকেন, যাহারা পাণিগ্রহণ-ব্যতীত শুল্ক প্রদানকেই ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ বলিয়া গণনা করে, তাহাদিগের বাক্য নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আর দেখ, কন্যা-দান দ্বারা ভার্য্যাত্বসিদ্ধি হয়, ইহাই লোক-প্রসিদ্ধ; কিন্তু কন্যাক্রয় বা বিক্রয় করিয়া ভার্য্যাত্বসিদ্ধ হইয়াছে, ইহা কখনই শ্রবণ করি নাই। অতএব যাহারা ক্রয় বিক্রয়কে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির নিদান বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করে, তাহাদিগকে কোন ক্রমেই ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। যাহা-দিগের এইরূপ সিদ্ধান্ত, তাহাদিগকে কন্যা-দান করা কর্ত্তব্য নহে। আর যে কন্যা অর্থাদি দ্বারা ক্রীত, তাহার পাণিগ্রহণ করাও প্রশস্ত নহে। যখন ক্রীতা কন্যার পাণি-গ্রহণ অপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তখন কন্যাক্রয় ও বিক্রয় নিতান্ত নিষিদ্ধ, সন্দেহ নাই। যাহারা দাসীক্রয় ও বিক্রয় করে, কন্যাক্রয় ও বিক্রয় করা সেই লুব্ধ-স্বভাব পামরদিগেরই কার্য্য।

একদা কএক ব্যক্তি মহারাজ সত্য-বানের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহারাজ! একজন কন্যাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত শুল্ক প্রদান করিয়া যদি কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যাকে অন্য সৎপাত্রে সমর্পণ করা যায় কি না? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা নিরাকরণ করুন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ সত্য-বান্ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি-লেন, হে সজ্জনগণ শুল্কপ্রদাতা জীবিত থাকিলেও উৎকৃষ্ট পাত্র উপস্থিত হইলে তাহাকে অবিচারিত চিত্তে কন্যা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। যখন শুল্কপ্রদাতা জীবিত থাকিতেও এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তখন তাহার মৃত্যু হইলে যে পাত্রান্তরে কন্যাদান করিবে, তাহার আর সংশয় কি? কন্যাকর্ত্তা কন্যাকে এক পাত্রে সমর্পণ করিবার অভিলাষে তাহার পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে পাণিগ্রহণার্থ অবান্তর কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও যদি অন্যের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কখনই দোষে লিপ্ত হইতে হয় না; কেবল মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগ দোষে দূষিত হইতে হয়। ফলতঃ সপ্তপদী গমন হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাহাকে জলপ্রদান পূর্ব্বক কন্যা-দান করা যায় এবং যে বিধিপূর্ব্বক কন্যার পাণিগ্রহণ করে, কন্যা তাঁহারই ভার্য্যা হয়। ব্রাহ্মণ অনুকূলা, সদৃশবংশোদ্ভবা, অগ্নিসমীপ-বর্ত্তিনী কন্যাকে সপ্তপদী গমন পূর্ব্বক বিবাহ করিবেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন ব্যক্তি কোন কন্যার পাণিগ্রহণার্থ শুল্ক

প্রদান পূর্ব্বক বিদেশে গমন করিয়া বহু কাল বাস করিলে ঐ কন্যার পিতার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যদি কন্যার পিতা বরপক্ষীয়দিগকে শুল্কপ্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অন্যকে ঐ কন্যা প্রদান করিতে পারেন না। শুল্কদাতাই তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐরূপ স্থলে ঐ কন্যা শুল্কদাতার উপকারার্থ ন্যায়ানুসারে অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করিয়া লইতে পারে; কিন্তু অন্য কেহই বিধি পূর্ব্বক উহার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। যে সকল কন্যার নিমিত্ত কেহ শুল্ক প্রদান না করে, তাহারা কোন কারণ বশত বহুদিন অনূঢ়া থাকিলে পিতার অনুমতি ক্রমে আপনারাই পতি মনোনীত করিয়া লইতে পারে; কিন্তু অনেকেই ঐ কার্য্য নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে সাবিত্রী যে, পিতার আজ্ঞানুসারে নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক স্বয়ং মনোনীত পতিকে বরণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ কার্য্যের নিন্দা করিয়া থাকেন। মহাত্মা জনকের পৌত্র সুক্রতু কহিয়া গিয়াছেন, কন্যাকে বর অন্বেষণ করিতে অনুমতি প্রদান করা পিতার অতিশয় গর্হিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম। সাধু ব্যক্তিরা ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের অস্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের খণ্ডনকেই আসুর ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত গর্হিত। পূর্ব্বকালে বিবাহকার্য্যে কেহই ঐরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই। ভার্য্যা ও পতির পরস্পর সম্বন্ধ অতিশয় সূক্ষ্ম; কিন্তু রতি স্ত্রীপুরুষমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। অতএব কেবল রতির নিমিত্ত স্বতন্ত্রা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অপুত্রক ব্যক্তির কন্যাই পুত্রস্বরূপ। অতএব কন্যা সত্ত্বে অন্যে তাহার ধনাধিকারী হইতে পারে কি না? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পুত্র আত্মাস্বরূপ ও দুহিতা পুত্র হইতে ভিন্ন নহে। অতএব দুহিতৃসত্ত্বে কখনই অন্যে অপুত্রকের ধনাধিকারী হয় না। মাতার যৌতুক ধনে কন্যারই সম্পূর্ণ অধিকার। দৌহিত্র পিতা ও মাতামহ উভয়েরই পিণ্ডদান করিতে পারে, এই নিমিত্ত অপুত্রকের ধনে দৌহিত্র ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পুত্র ও দৌহিত্র উভয়ই সমান। কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর যদি কোন ব্যক্তির পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ধন পাঁচ ভাগ করিয়া দুই ভাগ কন্যা ও তিন ভাগ পুত্র গ্রহণ করিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর দত্তক পুত্রাদি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার ধন পাঁচ অংশ করিয়া তিন অংশ কন্যা ও দুই অংশ পুত্র গ্রহণ করিবে। কারণ দত্তক পুত্রাদি অপেক্ষা ঔরসী কন্যা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কন্যা বিক্রীতা হইলে, তাহার গর্ভে

অসূয়াপরতন্ত্র, অধর্ম্মনিষ্ঠ, পরস্বাপহারী কুসন্তান সমুদায় উৎপন্ন হয়; অতএব তাহারা দৌহিত্রিকধর্ম্মানুসারে কখনই মাতামহের ধনাধিকারী হইতে পারে না; কেবল পিতৃধনেই তাহাদিগের অধিকার থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যম কহিয়াছেন, যে যে ব্যক্তি ধনলোভে স্বীয় পুত্রকে বিক্রয় করে, অথবা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত পণ লইয়া কন্যাদান করে, তাহাকে কালসূত্রাখ্য ঘোরতর সপ্তনরকে নিপাতিত হইয়া স্বেদ মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। বরের নিকট গোমিথুনরূপ শুল্কগ্রহণ করিয়া তাহাকে কন্যা ও ঐ গোমিথুন প্রদান করাই আর্ষ বিবাহের নিয়ম। কেহ কেহ ঐ গোমিথুন গ্রহণকে শুল্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না এবং কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, কন্যার পিতা বরের নিকট অল্প বা বহুধন গ্রহণ করেন, তাঁহাকে বিক্রয়জনিত পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হয়। কেহ কেহ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু ইহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। সন্তানবিক্রয়ের কথা দূরে থাকুক, পশুবিক্রয় করাও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে অধর্ম্মলব্ধ অর্থ দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করে। ঐরূপ বিবাহকে রাক্ষস বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐরূপ বিবাহ করিলে নিশ্চয়ই অন্ধতমস নরকে নিপাতিত হইতে হয়।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, দক্ষের মতে বর যদি কন্যাকে অলঙ্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তাকে শুল্কগ্রহণজন্য দোষে দূষিত হইতে হয় না। কারণ অলঙ্কারাদি দ্বারা কন্যাকে বিভূষিত করা পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর ও দেবরপ্রভৃতির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে আহ্লাদিত করা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি স্ত্রী পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও তাহার সমাগমে প্রীত না হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রীতিনিবন্ধন সে কখনই সন্তানলাভে সমর্থ হয় না। অতএব নিয়ত মহিলাগণের প্রীতিসম্পাদন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা কামিনীগণের যথার্থ সৎকার করে, দেবতারা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর যাহারা কামিনীগণের অনাদর করে, তাহাদের কোন কার্য্যই ফলোপধায়ক হয় না। কুলকামিনীগণ অনুতাপ করিলে কুল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কামিনীগণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান করে, তৎসমুদায় নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয়। মহাত্মা মনু দেবলোকে গমন করিবার সময় পুরুষদিগের হস্তে স্ত্রীলোকদিগকে সমর্পণ করিয়া কহিয়াছিলেন, মানবগণ! স্ত্রীজাতি নিতান্ত দুর্ব্বল, সত্যপরায়ণ ও প্রিয়কারী। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত ঈর্ষাপরতন্ত্র, মানলাভার্থী, প্রচণ্ডস্বভাব, অবিবে

চক ও অপ্রিয় কার্য্যে নিরত; অল্পমাত্র চেষ্টা করিলেই উহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করা যায়। অতএব তোমরা প্রযত্নসহকারে উহাদিগকে রক্ষা কর। উহারা সততই সম্মানলাভের ইচ্ছা করে; অতএব উহাদিগকে সম্মান করা অতিশয় কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতিই ধর্ম্মলাভের কারণ। উহারাই উপভোগাদি সমুদায়ের মূল। অতএব উহাদিগের পরিচর্য্যা ও সম্মান করা শ্রেয়ঃ। অপত্যোৎপাদন, অপত্য উৎপন্ন হইলে তাহার প্রতিপালন, লোকযাত্রাবিধান স্ত্রীলোক হইতেই সমাহিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সম্মান করিলে সমুদায় কার্য্য নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হয়। একদা বিদেহরাজদুহিতা কহিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উহাদিগের স্বামিশুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম। উহারা সেই ধর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গলাভ করিতে পারে। বিদেহরাজদুহিতার এই বাক্য দ্বারা স্ত্রীলোকের ভর্ত্তৃপরায়ণতা সবিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে। স্ত্রীলোককে কুমারিকাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করিবে, উহাদিগকে স্বাতন্ত্র্যপ্রদান কদাচ বিধেয় নহে। যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সৎকার করিবেন। উহারা লক্ষ্মীস্বরূপ, অতএব উহাদিগকে প্রতিপালন করিলে লক্ষ্মীকে প্রতিপালন ও উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীকে নিগ্রহ করা হয়।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্রনির্ণয়ই অবগত আছেন। ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে আপনিই তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া দেন। আমার কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা হইলে আমি আর কাহাকেই জিজ্ঞাসা করি না। এক্ষণে আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন। ব্রাহ্মণের চারিটী ভার্য্যা বিহিত আছে, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা। ঐ সমস্ত স্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণের যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে কে কি পরিমাণে পৈতৃক ধন অধিকার করিবে? আপনি তাহা শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিবাহ করাই ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। তিনি চিত্তবিভ্রম, লোভ বা সম্ভোগ বাসনায় শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু উহা শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রাসম্ভোগ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন; অতএব ঐরূপ স্থলে বিধানানুসারে পাপশান্তির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে শূদ্রাসম্ভোগবিহিত প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের মধ্যে

ব্রাহ্মণের ধন হইতে যে যেরূপ অংশ গ্রহণ করিবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অগ্রে পিতৃধন হইতে সুলক্ষণ বৃষ ও যানপ্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তুসকল শ্রেষ্ঠাংশ স্বরূপ অধিকার করিবে। তৎপরে যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দশ অংশ করিতে হইবে। সেই দশ অংশ হইতেও ব্রাহ্মণীগর্ভসমুৎপন্ন পুত্র চারি অংশ গ্রহণ করিবে; ক্ষত্রিয়ার গর্ভসঞ্জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিন অংশ গ্রহণ করিবে; বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র দুই অংশ অধিকার করিবে এবং শূদ্রার গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, সে একাংশমাত্র গ্রহণ করিবে। যদিও শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে সমুৎপন্ন পুত্র পৈতৃক ধন গ্রহণের একান্ত অনুপযুক্ত, তথাপি তাহাকে দয়া করিয়া অল্পমাত্র ধন প্রদান করা কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণের ধন দশ অংশ করিয়া সবর্ণা ও অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্রেরা এইরূপে অধিকার করিবে। যে স্থলে সকল পুত্রই সমানবর্ণা হইতে উৎপন্ন হইবে, সে স্থলে পিতৃধনের সমান অংশ কল্পনা করাই বিধেয়। শূদ্রাতনয় শম দম প্রভৃতি সদ্গুণবিরহিত বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর তিন বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই নির্দ্দিষ্ট আছে; পঞ্চম বর্ণ নাই। এই চারি বর্ণেরই মধ্যে শূদ্র নিকৃষ্ট বর্ণ। এই নিমিত্ত শূদ্রাপুত্র ব্রাহ্মণের ধন হইতে দশ অংশের একাংশমাত্র গ্রহণ করিবে। তাহাও আবার পিতা যদি স্বেচ্ছানুসারে প্রদান করেন, তাহা হইলে গ্রহণ করিতে পারিবে। নতুবা সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কদাচ তাহাতে হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তথাচ শূদ্রাপুত্রকে নিতান্ত বঞ্চিত না করিয়া পৈতৃক ধন হইতে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করা পিতার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। দয়া পরম ধর্ম্ম; দয়া যে স্থানে প্রদর্শিত হউক না কেন, বহুগুণ উৎপাদন করিয়া থাকে। দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। সুতরাং শূদ্র নিকৃষ্টজাতি হইলেও করুণাপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে পৈতৃক ধনলাভের আশা হইতে এককালে নিরাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণের ঔরসে অন্য বর্ণ হইতে পুত্র উৎপন্ন হউক, বা নাই হউক, শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রকে দশমাংশের অধিক প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যদি ব্রাহ্মণের তিন বৎসরের আহারসাধনোপযোগী ধন হইতে কিছু অতিরিক্ত থাকে, তাহা হইলে তিনি তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। ধন বৃথা ব্যয় করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। সহধর্ম্মিণীকে তিন সহস্র মুদ্রার অধিক প্রদান করা ভর্ত্তার অবিধেয়। সহধর্ম্মিণী সেই ভর্ত্তৃদত্ত ধন যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারিবে। পতি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে স্ত্রী পতিধনের উত্তরাধিকারিণী হইয়া উহা কেবল উপভোগ করিবে, উহার বিক্রয়াদি করিবার অধিকার তাহার কিছুমাত্র

নাই। ভর্ত্তৃধন অপহরণ করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। তাহার যা কিছু পিতৃদত্ত ধন থাকিবে, তাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তাহার কন্য তৎসমুদায় অধিকার করিবে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ধনবিভাগ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এই ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত হইয়া ধন বৃথা ব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে সম্ভূত পুত্রের পৈতৃক ধনে অধিকার নাই, তখন তাহাকে দশমাংশ প্রদান করিবার প্রয়োজন কি এবং ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার যে সমুদায় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন কি নিমিত্ত তাহাদিগের পৈতৃক ধনে সমান অধিকার নাই, আপনি তাহা আমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যদিও সমুদায় ভার্য্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দারানামে অভিহিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণীকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মণী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মান্য হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী বিদ্যমান থাকিতে অন্য ভার্য্যা স্বীয় গৃহে কখনই ভর্ত্তার স্নানীয় দ্রব্য, কেশসংস্কার দ্রব্য, দন্তধাবন, অঞ্জন ও হব্যকব্য প্রভৃতি বস্তু রক্ষা করিতে পারে না। ব্রাহ্মণীই ভর্ত্তাকে বস্ত্র, আভরণ, মাল্য, অন্ন ও পানীয় প্রদান করিবেন। মহাত্মা মনুর প্রণীত শাস্ত্রে এই সনাতন ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়াছে। যদি কোন ব্রাহ্মণ কামপরতন্ত্র হইয়া ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে মতঙ্গের ন্যায় চণ্ডালস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্ভূত পুত্রকে ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত পুত্রের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠবর্ণসম্ভূতা বলিয়া তাঁহার গর্ভসম্ভূত পুত্রকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণী-গর্ভসম্ভূত পুত্রই সর্ব্বপ্রধান। এই নিমিত্ত সে পিতৃধন হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু সমুদায় ও অবশিষ্ট ধন দশ ভাগ করিয়া তাহার চারি ভাগ গ্রহণ করিতে পারে। ক্ষত্রিয়া যেমন ব্রাহ্মণীর তুল্য নহে, তদ্রূপ বৈশ্যা কখনই ক্ষত্রিয়ার তুল্য সম্মানাস্পদ হইতে পারে না। রাজ্য, কোষ ও সসাগরা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের অধিকার থাকে। ক্ষত্রিয় রাজপদে অধিরূঢ় হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। ক্ষত্রিয় ভিন্ন কেহই প্রজাগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ক্ষত্রিয় ঋষিপ্রণীত সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া দেবতাদিগের মান্য ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ই সমুদায় বর্ণের রক্ষাকর্ত্তা। লোকের ধন ও স্ত্রীপুত্রাদি দস্যুগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ক্ষত্রিয়ই তৎসমুদায় রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা যে, ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ কি? অতএব ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র অপেক্ষা

অধিক পরিমাণে পৈতৃক ধন গ্রহণ করিতে পারে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণের নিয়ম সমুদায় বিধিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের নিয়মও শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণেই বিধিপূর্ব্বক বিবাহ করিবে। উঁহারা কামপরতন্ত্র হইয়া শূদ্রাদিগকেও পত্নীত্বে প্রতিগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু উহা শাস্ত্রসম্মত নহে। যে ক্ষত্রিয় সবর্ণা, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই ত্রিবিধ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিবেন, তাঁহার ধন আট ভাগে বিভক্ত হইবে। ঐ আট ভাগের মধ্যে ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত পুত্র চারি ভাগ, বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র তিন ভাগ এবং শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্র একভাগমাত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতা প্রদান না করিলে শূদ্রাগর্ভজ পুত্র ঐ ধনের কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্ষত্রিয়ের জয়লব্ধ ধনে ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত পুত্রেরই সম্পূর্ণ অধিকার।

বৈশ্যজাতি বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু শূদ্রাকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে শাস্ত্রসম্মত নহে। যে বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রা এই উভয়বিধ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিবে তাহার ধন পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র চারি ভাগ ও শূদ্রাগর্ভসম্ভূত পুত্র এক ভাগ গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতার অনুমতি ব্যতীত শূদ্রাপুত্র কখনই ঐ ধনের একভাগ গ্রহণ করিতে পারিবে না। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ শূদ্রার গর্ভে যে সমুদায় পুত্র উৎপাদন করিবেন, তাহাদিগকে পৈতৃক ধনের অল্পমাত্র অংশ প্রদান করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রজাতি কেবল সবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারে। শূদ্রের একশত পুত্র উৎপন্ন হইলেও তাহারা পৈতৃক ধন সমান অংশে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলত সমুদায় বর্ণেরই সবর্ণা গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের পৈতৃক ধনে সমান অধিকার। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যেষ্ঠাংশস্বরূপ এক ভাগ অধিক গ্রহণ করিতে পারে। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ দায়ভাগবিধি নির্ণয় করিয়াছেন। মরীচিপুত্র মহাত্মা কশ্যপ কহিয়াছেন, যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে অনেক সবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে অগ্রে প্রথমার গর্ভসম্ভূত পুত্র জ্যেষ্ঠাংশ, মধ্যমার গর্ভসম্ভূত পুত্র মধ্যমাংশ ও কনিষ্ঠার গর্ভসম্ভূত পুত্র কনিষ্ঠাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক পরিশেষে অবশিষ্ট ধন সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলতঃ সবর্ণাগর্ভসম্ভূত পুত্রই সমুদায় পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অর্থলোভ, কাম ও বর্ণের অনভিজ্ঞতানিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরুষ পরস্পর সংসর্গে প্রবৃত্ত হওয়াতে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়।

এক্ষণে আপনি সেই বর্ণসঙ্করদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম কিপ্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভগবান্ প্রজাপতি প্রথমে যজ্ঞের নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়া উঁহাদের কার্য্য সমুদায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ঐ বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ চারি বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণের ঐ চারি ভার্য্যার মধ্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদায় সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত, যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অম্বষ্ঠ ও শূদ্রার গর্ভে যাহারা জন্মে, তাহারা পারশব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আপনার বংশসম্ভূত ব্যক্তিদিগের সেবা করা শূদ্রাপুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রা পুত্র বয়ঃজ্যেষ্ঠ হইলেও বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া নষ্ট বিষয়ের উদ্ধার, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণীপুত্রাদির সেবা ও তাহাদিগকে ধনাদি দান করা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা ক্ষত্রিয়; বৈশ্যার গর্ভে যাহারা সম্ভূত হয়, তাহারা মাহিষ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা উগ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বৈশ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা করণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শূদ্র সবর্ণা কন্যা ভিন্ন আর কাহারও পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্র শূদ্র বলিয়াই অভিহিত হয়। যদি উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যার গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ সন্তান চারি বর্ণের নিন্দনীয় হইয়া থাকে। যদি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র সূত বলিয়া কথিত হয়। রাজাদির স্তব পাঠ করা সূতের প্রধান কার্য্য। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদায় সন্তান জন্মে, তাহারা বৈদেহক ও মৌদ্গাল্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্তঃপুর রক্ষণাবেক্ষণ করাই উঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। উঁহাদিগের উপনয়নাদি সংস্কার নাই। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহারা চণ্ডাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উঁহারা কুলের কলঙ্কস্বরূপ; নগরের বহির্ভাগে বাস করাই উঁহাদের উচিত। বধার্হ ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা উঁহাদিগের প্রধান কার্য্য। যাহারা বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বাক্যজীবী বন্দী এবং যাহারা শূদ্রের ঔরসে সম্ভূত হয়, তাহারা মৎস্যজীবী নিষাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে সূত্রধর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সূত্রধরের নিকট দান গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে।

অম্বষ্ঠাদি বর্ণসঙ্কর সমুদায় স্বজাতীয়

ভার্য্যাতে যে সমুদায় পুত্র উৎপন্ন করে, তাহারা তাহাদের স্বজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, আর উহারা আপনাদিগের অপেক্ষা নীচ জাতিতে সে সন্তান সমুদায় উৎপন্ন করে, তাহারা স্ব স্ব মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষ সমান জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র সমুদায় উৎপন্ন করে, তাহারা সজাতীয় ও অসমান জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন করে, তাহারা বিজাতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণীতে গমন করিলে চণ্ডালনামক অতি নিকৃষ্ট বাহ্যজাতি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ বাহ্যবর্ণ আবার ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কন্যাতে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি জন্মগ্রহণ করে।

এইরূপ ক্রমশঃ হীনজাতি হইতে পঞ্চদশবিধ হীনতর জাতির আবির্ভাব হয়। মগধ দেশীয় সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে সূত্রধরের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সৈরন্ধ্র বা আয়োগব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি রাজাদির প্রসাধনকার্য্য এবং কতকগুলি বাগুরা বন্ধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ঐ সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে মধুকর, মৈরেয়ক, নিষাদের ঔরসে নৌকাজীবী মদ্গুর, চাণ্ডালের ঔরসে মৃতদেহরক্ষক শ্বপাক, আয়োগবের ঔরসে মাংস, মৈরেয়কের ঔরসে স্বাদুকর, মদ্গুরের ঔরসে ক্ষৌদ্র ও শ্বপাকের ঔরসে সৌগন্ধ হইয়া থাকে। আয়োগবীগর্ভে বৈদেহের ঔরসে মায়াজীবী, নিষাদের ঔরসে মদ্রনাভ ও চণ্ডালের ঔরসে পুক্কস সমুৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে মায়াজীবিগণ নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও ক্রূরতাচরণ, মদ্রনাভেরা গর্দ্দভযুক্ত যানে আরোহণ এবং পুক্কসেরা মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ও ভগ্ন পাত্রে অশ্ব, গর্দ্দভ ও হস্তীর মাংস ভোজন করে। নিষাদীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে অরণ্যপশুঘাতক ক্ষুদ্র, চর্ম্মকারের ঔরসে কারাবর ও চণ্ডালের ঔরসে পাণ্ডুসৌপাক সমুৎপন্ন হয়। পাণ্ডুসৌপাকেরা বংশ দ্বারা পাত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বৈদেহীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে আহিণ্ডিকের ও চণ্ডালের ঔরসে সৌপাকের উৎপত্তি হয়। সৌপাকদিগের ব্যবহার চণ্ডালদিগের ন্যায়, নিষাদীর গর্ভে সৌপাকের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে অন্তেবসায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অন্তেবসায়িগণ সতত শ্মশানে বাস করে। চণ্ডালাদি নীচ জাতিরা উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! পিতামাতার বর্ণ ব্যতিক্রম বশত এইরূপ বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত বর্ণসঙ্করেরা প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যেই অবস্থান করুক, কর্ম্ম দ্বারা উহাদিগকে জ্ঞাত হইতে হইবে। চারি বর্ণ ব্যতীত আর কোন জাতিরই ধর্ম্ম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই। জাতির সংখ্যা করা নিতান্ত সুকঠিন। যজ্ঞহীন সজ্জনসংসর্গশূন্য চাণ্ডালাদি বাহ্যজাতি সমুদায় আপনাদের জাতিনিয়ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় স্ত্রীদিগের সহিত সংসর্গ করাতে, অশেষবিধ বাহ্যজাতি সমুৎপন্ন হয়। ঐ সমুদায় জাতি স্ব স্ব কর্ম্মানু-

সারে জাতি ও জীবিকা প্রাপ্ত হয়। উহারা চতুষ্পথ, শ্মশান, শৈল ও বৃক্ষসমূহে অবস্থান এবং লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। উহাদিগকে কখন কখন অন্যরূপ ভূষণ ধারণ করিতেও দেখা যায়। গো ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সাহায্য, দয়া, সত্য, ক্ষমা ও আপনার দেহের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যকে পরিত্রাণ এই কএকটী ইহাদিগের সিদ্ধির লক্ষণ।

বুদ্ধিমান্ মনুষ্য সবর্ণা স্ত্রীতেই পুত্র উৎপাদন করিবেন। অসবর্ণা স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করা শ্রেয়স্কর নহে। অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্র পিতাকে নিতান্ত অবসন্ন করে। রমণীগণ কি বিদ্বান্, কি মূর্খ সকলকেই কামক্রোধের বশবর্ত্তী করিয়া কুপথে নীত করে। পুরুষদূষণ স্ত্রীজাতির স্বভাব। অতএব বিচক্ষণ মনুষ্যেরা এই সমস্ত সবিশেষ অবগত হইয়া স্ত্রীলোকের প্রতি একান্ত আসক্তি প্রদর্শন করিবেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আর্য্য ব্যক্তির ন্যায় রূপবেশাদি সম্পন্ন হয়, আমরা কিরূপে তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইব?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি যোনিসঙ্কর হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহার নীচত্ব তাহার আর্য্যলোক-বিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। এই জীবলোকে অনার্য্যতা, অনাচার, ক্রূরতা ও যাগযজ্ঞাদিরাহিত্য পুরুষের নীচজাতিত্ব প্রখ্যাপিত করিয়া থাকে। যোনিসঙ্করসমুৎপন্ন মনুষ্য, পিতা বা মাতা অথবা উভয়েরই স্বভাব অধিকার করে। উহারা কোনরূপেই আপনার নীচত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। উহারা পিতা বা মাতার ন্যায় রূপপরিগ্রহ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যাঘ্রাদি তির্য্যগ্‌যোনি যেমন আপনার বীজগুণ পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ উহারা পিতা মাতার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। যোনিসঙ্কর হইতে অতি গোপনেও যাহার জন্ম হয়, সেও অল্প বা অধিকই হউক, জন্মদাতার স্বভাব অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য নীচ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্য্যের ন্যায় আচারনিরত হইলেও তাহার জাতিস্বভাব নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়। বিবিধস্বভাবসম্পন্ন নানাকার্য্যনিরত মনুষ্যমধ্যে ব্যবহার ও জাতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন নীচ জাতিতে উৎকৃষ্ট ব্যবহার ও কখন বা উৎকৃষ্ট জাতিতে নিকৃষ্ট ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না এবং নীচ আপনার অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া কদাচই ক্ষোভ প্রকাশ করে না। উৎকৃষ্ট জাতি সমুৎপন্ন ব্যক্তি যদি অসচ্চরিত্র হয়, তাহার সমাদর করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর ক্ষুদ্রও যদি ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হয়, তাহার সৎকার করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্য কুলশীল ও কার্য্য দ্বারা আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। আর তাহার কুল যদি কোন কারণবশত হীন দশায় নিপতিত হয়, তাহা

হইলে সে কার্য্য দ্বারা পুনরায় তাহা উজ্জ্বল করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে সংকীর্ণ ও অন্যরূপ জাতিতে সন্তানোৎপাদন করিতে না হয়, বিচক্ষণ মনুষ্য তদ্বিষয়ে নিরন্তর সাবধান হইবেন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কীদৃশ ভার্য্যাতে কীদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয়? পুত্র কয়প্রকার? এবং অধ্যোঢ়াদি পুত্রে কাহার অধিকার? পুত্রের নিমিত্ত মানবগণের সতত বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব আপনি ঐ সমুদায় সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ঔরসজাত পুত্র আত্মাস্বরূপ। যে স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুসারে অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, তাহার সেই পুত্র নিরুক্তজ এবং যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতিনিরপেক্ষ হইয়া জার দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে তাহার সেই পুত্র প্রসৃতিজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে ঐ পুত্র পতিতজ বলিয়া অভিহিত হয়। বিনামূল্যে অন্য হইতে যে পুত্রকে লাভ করা যায়, তাহাকে দত্তক পুত্র এবং মূল্য দ্বারা যে পুত্রকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে ক্রীত পুত্র বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রীর প্রাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে অধ্যোঢ় কহে। অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভজাত পুত্রকে কানীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সমুদায় ভিন্ন ছয় প্রকার অপধ্বংসজ পুত্র ও ছয় প্রকার অপসদ পুত্র আছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কীদৃশ পুত্রগণকে অপধ্বংসজ ও অপসদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, আপনি তাহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণজাতি ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন স্ত্রীর গর্ভে যে ত্রিবিধ পুত্র, ক্ষত্রিয়জাতি বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই স্ত্রীর গর্ভে যে দ্বিবিধ পুত্র এবং বৈশ্যজাতি শূদ্রার গর্ভে যে একবিধ পুত্র উৎপাদন করে, পণ্ডিতেরা সেই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপধ্বংসজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে ব্রাত্য এবং বৈশ্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে তাহাকে চেল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৈশ্যজাতি হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র মাগধ ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বালক বলিয়া অভিহিত হয় এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র সূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা এই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপসদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই আমি তোমার নিকট ছয়প্রকার অপধ্বংসজ ও ছয়প্রকার অপসদ পুত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি

কেহ পরস্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্রের অধিকারী কে হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্র উৎপাদকেরই হইবে; কিন্তু যদি উৎপাদক ঐ পুত্রকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র যাহার গর্ভে জন্মিবে, তাহার পাণিগ্রহীতার হইবে। আর যদি কেহ কোন গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র উৎপাদক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত না হইলেও ঐ কামিনীর পাণিগ্রহীতার হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি বাল্যাবধি অবগত আছি যে, আপনার স্ত্রীতেই হউক বা পরস্ত্রীতেই হউক যে ব্যক্তি রেতঃসেক করে, ঐ রেতোজনিত পুত্র তাহারই হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি যে এক্ষণে কহিলেন, লোক পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তাহার জননীর পাণিগ্রহীতার হইবে এবং যদি কেহ গর্ভবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভসম্ভূত পুত্র পাণিগ্রহীতার হইবে, ইহার কারণ করি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক কোন কারণবশত তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পরিত্যক্ত পুত্রে তাহার অধিকার থাকিবার সম্ভাবনা কি? আর যদি কেহ পুত্রলাভার্থী হইয়া গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র তাহার হইবে না কেন? ঐ গর্ভজাত পুত্রে যাদৃশ [illegible]র উৎপাদকের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ঐ পুত্র উহার জননীর পাণিগ্রহীতারই হইবে। ঐরূপ পুত্রকে অধ্যোঢ় পুত্র কহে। কৃতক পুত্রে উৎপাদক বা জননীর কিছুমাত্র অধিকার নাই; যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ ও ভরণ-পোষণ করে, সে তাহারই হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কৃতক পুত্র কি প্রকার? ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! যে পুত্রকে তাহার উৎপাদক বা জননী গুপ্তভাবে পরিত্যাগ করে, সেই পুত্রকে যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া গ্রহণ ও লালনপালন করে এবং ঐ সময় অনুসন্ধান করিয়াও তাহার উৎপাদক বা জননীর নির্ণয় করিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ পুত্র গ্রহীতার কৃতক পুত্র হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কৃতক পুত্রের নামকরণ বিবাহ ও অন্যান্য সংস্কার কিরূপে সম্পাদিত হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যদি ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কারের পূর্ব্বে গ্রহীতা উহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি অবগত হন, তাহা হইলে তিনি ঐ গোত্র অনুসারে তাহার নামকরণাদি সংস্কার ও ঐ বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্পাদন করিবেন। আর যদি তিনি তাহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি পরিজ্ঞাত না হন, তাহা হইলে আপনার গোত্রানুসারেই ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক আপনার বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন। অধ্যোঢ় ও কানীন এই উভয়বিধ পুত্র অতি

নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ঐ উভয়বিধ পুত্র এবং ক্ষেত্রজ ও অপসদ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার আপনাদের গোত্রানুসারে সম্পাদিত করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার প্রশ্নানুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। অতঃপর আর তোমার কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে, প্রকাশ কর।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পরপীড়া দর্শনে কিরূপ ক্লেশ হয়? যাহাদের সহিত একত্র বাস করা যায়, তাহাদের প্রতি কিরূপ স্নেহ জন্মে? এবং গোসমুদায়ের মাহাত্ম্যই বা কিরূপ? আপনি এই কয়েকটী বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে নহুষচ্যবনসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলেই তোমার এই বিষয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্ব্বে মহর্ষি চ্যবন অভিমান, ক্রোধ, হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনার জলমধ্যে বাস করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা গঙ্গাযমুনার বায়ুবেগসদৃশ প্রবল জলবেগ অনায়াসে সহ্য করিতেন। গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য স্রোতস্বতীরা ঐ মহর্ষিকে কদাচই নিপীড়িত করিতেন না, প্রত্যুত প্রদক্ষিণ দ্বারা তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন করিতেন। মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় স্থির হইয়া জলমধ্যে কখন শয়ন ও কখন বা উপবেশন করিয়া থাকিতেন। জলচর জীবজন্তুগণ তাঁহাকে নিরন্তর জলমধ্যে বাস করিতে দেখিয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি সমুচিত বিশ্বাস প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মৎস্যেরা তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহার দেহ আঘ্রাণ করিতে লাগিল। মহাত্মা চ্যবন এইরূপে সলিলবাস অবলম্বন পূর্ব্বক বহুকাল অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর একদা মহাবলপরাক্রান্ত মহাকায় মৎস্যজীবী নিষাদগণ মৎস্যসংগ্রহ করিবার মানসে প্রয়াগতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক যে স্থানে মহর্ষি চ্যবন বাস করিতেছিলেন, তথায় সুবিস্তীর্ণ নূতনসূত্রসঙ্কলিত জাল নিক্ষেপ করিল এবং অনতিবিলম্বেই এই জাল অতিভারাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া প্রফুল্লচিত্তে জলে অবতীর্ণ হইয়া মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীবজন্তুগণের সহিত মহর্ষি চ্যবনকে গ্রহণ পূর্ব্বক তীরে উত্থিত হইল। তীরে উত্থিত হইবামাত্র হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুরাজিবিরাজিত জটাজূটমণ্ডিত মহর্ষি চ্যবন তাহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। ঐ মহাত্মার কলেবর শৈবালজালে জড়িত ও শঙ্খশম্বূকপ্রভৃতি জলজন্তুগণে সমাকীর্ণ হইয়াছিল। মৎস্যজীবিগণ তাঁহাকে জলজন্তুগণের সহিত জালে বদ্ধ দেখিয়া শঙ্কিত চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে বারংবার অভিবাদন করিতে লাগিল। ঐ সময় মৎস্যগণ জলমধ্যে জাল দ্বারা আকর্ষণ, নিপীড়ন এবং তৎকালসুলভ ভয় ও স্থলস্পর্শনিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিল। মহর্ষি চ্যবন তাহাদের তাদৃশ

দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন নিষাদগণ মহর্ষিকে মৎস্যবিনাশনিবন্ধন যার পর নাই দুঃখিত দেখিয়া বিনীতভাবে কহিল, ভগবন্! আমরা অজ্ঞানতানিবন্ধন যে পাপাচরণ করিয়াছি, আমাদিগকে তদ্বিষয়ে ক্ষমা করুন এবং এক্ষণে আমরা আপনার কি প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহাও বলুন। মৎস্যজীবিগণ এইরূপে বিনয় প্রকাশ করিলে মহর্ষি চ্যবন তাহাদিগকে কহিলেন, নিষাদগণ! এক্ষণে আমার এই অভিলাষ যে, আমি হয় এই মৎস্যগণের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিব, না হয় ইহাদিগের সহিত বিক্রীত হইব। আমি ইহাদিগের সহিত বহুকাল জলে বাস করিয়াছি, এক্ষণে কদাচ ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। মহর্ষি এই কথা কহিলে নিষাদগণ নিতান্ত ভীত হইয়া দীনবদনে মহারাজ নহুষের নিকট গমন পূর্ব্বক সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! তখন নরপতি নহুষ মৎস্যজীবিগণের মুখে স্বীয় পুরোহিত মহর্ষি চ্যবনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে অমাত্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে সংযত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মহাত্মা চ্যবনও সেই দেবতুল্য সত্যব্রতপরায়ণ নরপতিকে অভ্যর্থনা করিলেন।

তখন নরপতি নহুষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! এক্ষণে আমাকে আপনার কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। আপনি আমাকে যে বিষয়ে অনুমতি করিবেন, অতি দুষ্কর হইলেও আমি তাহা সংসাধন করিব।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! মৎস্যজীবী ধীবরগণ অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে। অতএব তুমি উহাদিগকে মৎস্যগণের মূল্যের সহিত আমার মূল্য প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, মহাত্মন্! যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার বিনিময়ে ধীবরদিগকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করা যাউক।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! সহস্র মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে; অতএব তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা আমার যথার্থ মূল্য হয়, উহাদিগকে তাহা প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার মূল্য স্বরূপ উহাদিগকে একলক্ষ মুদ্রা প্রদান করা যায়।

চ্যবন কহিলেন, রাজন্ এক লক্ষ মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব তুমি অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য হয়, উহাদিগকে প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন ভগবন্! তবে উহাদিগকে কোটি মুদ্রা প্রদান করা যাউক। আর যদি উহাও আপনার উপযুক্ত মূল্য না হয়, তাহা হইলে বলুন উহাদিগকে উহা অপেক্ষা অধিক প্রদান করি।

চ্যবন কহিলেন, রাজন্! এক কোটি বা তদপেক্ষা অধিক মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার যথার্থ মূল্য হয়, তাহা প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্! তবে ধীবরদিগকে আপনার মূল্যস্বরূপ অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদায় রাজ্য প্রদান করি। আমার বোধ হয়, ইহাই আপনার উপযুক্ত মূল্য। এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা ব্যক্ত করুন।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তোমার অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদায় রাজ্য আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব তুমি ঋষিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য তাহাই প্রদান কর।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে, নরপতি নহুষ তাঁহার যথার্থ মূল্য নিরূপণে অসমর্থ এবং অমাত্য ও পুরোহিতগণের সহিত নিতান্ত দুঃখিত ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া মৎস্যজীবিগণকে কি প্রদান করিলে মহর্ষির যথার্থ মূল্য দান করা হইবে, ইহা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক গোগর্ভসম্ভূত, ফলমূলাহারী, বনচারী তপস্বী সহসা তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনাকে উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন? আপনি অবিলম্বে আপনার উৎকণ্ঠার কারণ প্রকাশ করুন, আমি অবশ্যই আপনার উৎকণ্ঠা নিবারণ ও সন্তোষসাধন করিব। আমি পরিহাসাদিস্থলেও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি না। অতএব আপনার নিকট যাহা কহিতেছি, নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।

তখন মহাত্মা নহুষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই মহর্ষি চ্যবনের মূল্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমাকে সবংশে পরিত্রাণ করুন। আমি কেবল বাহুবলশালী, আমার কিছুমাত্র তপোবল নাই। সুতরাং মহর্ষি রোষাবিষ্ট হইলে আমার কথা দূরে থাক, সমুদায় বিশ্বসংসার বিনাশ করিতে পারেন। আমি আজি মহর্ষি চ্যবনের মূল্য স্থির করিতে না পারিয়া অমাত্য ও পুরোহিতবর্গের সহিত একেবারে অগাধ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; অতএব আপনি এই মহর্ষির মূল্য নিশ্চয় করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।

নরপতি নহুষ এই কথা কহিলে সেই গোজাত মহর্ষি অমাত্যগণের সহিত তাঁহার হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ সমুদায় বর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। একমাত্র গোধনই উঁহাদিগের প্রকৃত মূল্য হইতে পারে। অতএব আপনি উহাই মহর্ষির মূল্যরূপে কল্পনা করুন। তখন নরপতি নহুষ অমাত্য ও পুরোহিতগণসমভিব্যাহারে মহা আহ্লাদিত হইয়া ভৃগুনন্দন চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনি গাত্রোত্থান করুন। আমার বোধ হয়, গোধনই আপনার প্রকৃত মূল্য; অতএব এক্ষণে আমি গোধন দ্বারা আপনাকে ক্রয় করিলাম।

মহাত্মা নহুষ এই কথা কহিবামাত্র

মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এই আমি গাত্রোত্থান করিলাম, তুমি আমাকে যথার্থ মূল্যে ক্রয় করিয়াছ। ইহলোকে গোধনতুল্য ধন আর কিছুই নাই। গোমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, গোমাহাত্ম্য শ্রবণ, গোদান ও গোদর্শন দ্বারা সমুদায় পাপনাশ ও মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। গাভী পরম পবিত্র পদার্থ। শ্রী, অন্ন, দেবগণের হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বষট্‌কার ও যজ্ঞ সমুদায়ই গাভীগণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। গাভীগণ দিব্য দুগ্ধ ধারণ ও ক্ষরণ করিয়া থাকে। উহারা সমুদায় লোকের নমস্য ও অমৃতের আধারস্বরূপ। উহাদিগের শরীরকান্তি ও তেজস্বিতা হুতাশনসদৃশ। গাভী হইতে জীবগণের যার পর নাই সুখোদয় হইয়া থাকে। গোকুল যে স্থানে অবস্থান করিয়া নির্ভয়ে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সে স্থান পরম পবিত্র ও শোভাযুক্ত হয়। গাভী স্বর্গের সোপানস্বরূপ। স্বর্গে দেবগণও উহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন। গাভীর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই লাভ করিতে পারে। গাভী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। হে মহারাজ! সম্পূর্ণরূপে গোকুলের মহিমা কীর্ত্তন করা আমার সাধ্য নহে। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা তাহাদিগের গুণের একাংশমাত্র।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, মহারাজ নহুষ ধীবরগণকে মহর্ষির মূল্যস্বরূপ একটী গাভী প্রদান করিলেন। তখন ধীবরগণ চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহর্ষে! যতক্ষণ সপ্তপদ ভূমি গমন করিতে পারা যায়, ততক্ষণ মাত্র সাধুদিগের সহিত একত্র বাস করিলেই তাঁহাদের সহিত মিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। আপনার সহিত বহুকাল আমাদিগের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছে; অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি পরম পবিত্র ও তেজস্বী। এক্ষণে আমরা প্রণতভাবে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের নিকট এই গাভী গ্রহণ করুন।

চ্যবন কহিলেন, হে ধীবরগণ! অগ্নিদাহে তৃণাদি যেমন ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ আশীবিষতুল্য মুনি ও দরিদ্রের ক্রোধ দৃষ্টিপাতে মনুষ্য সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে। তোমরা দরিদ্র, সুতরাং আমি কদাচ তোমাদের প্রার্থনা ভঙ্গ করিব না। এক্ষণে আমি তোমাদিগের গাভী গ্রহণ করিলাম। তোমরা পাপ হইতে মুক্ত হইলে, অতঃপর তোমরা এই মৎস্যগণের সহিত স্বর্গে গমন কর।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিয়া ধীবরদিগের নিকট সেই গাভী গ্রহণ করিলে, তাহারা মৎস্যসমুদায়ের সহিত স্বর্গে গমন করিল। নরপতি নহুষ তাহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় সেই গোগর্ভজাত মহর্ষি ও ভৃগুনন্দন চ্যবন উভয়ে নরপতিকে অনুরূপ বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন নরপতি মহা আহ্লাদিত

হইয়া তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যেন আমার ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাকে। নহুষ এইরূপ যুক্তি-সঙ্গত বর প্রার্থনা করিলে, ঋষিদ্বয় তথাস্তু বলিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক তৎ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন। নরপতি নহুষও বরলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরপীড়াদর্শনের ক্লেশ, অন্যসহবাসজনিত স্নেহ ও গোমাহাত্ম্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে যদি তোমার অন্য কোন বক্তব্য থাকে, প্রকাশ কর।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জমদগ্নি-নন্দন রামের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার কিরূপে জন্ম হইল এবং তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেন? আর মহারাজ কৌশিক ক্ষত্রিয় ছিলেন, বিশ্বামিত্র তাঁহার বংশে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, এই বিষয়ে আমার আরও এই একটী সংশয় হইয়াছে যে, মহর্ষি ঋচিক ও মহারাজ কুশিক স্ব স্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি ঋচিকের পুত্র জমদগ্নির ক্ষত্রিয়ত্ব না হইয়া তাঁহার পৌত্র রামের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং কুশিকের আত্মজ গাধির ব্রাহ্মণত্ব না হইয়া তাহার পৌত্র বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব হইল কেন? আপনি পুরাবৃত্তের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া-ছেন, অতএব এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার এই সংশয় ছেদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার এই সংশয় নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত কুশিকচ্যবনসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি চ্যবন কুশিকবংশ হইতেই আপনার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের সঞ্চার হইবে, ইহা অনুধাবন এবং ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চার হইলে আপনার বংশে যে সমস্ত দোষ গুণ ও বলাবল উপস্থিত হইবে, তাহা অনুমান করিয়া কুশিকের বংশ ভস্মসাৎ করিবার অভিলাষে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার সহিত অব-স্থান করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে। এক্ষণে তোমার মত কি? তখন মহারাজ কুশিক মহর্ষি চ্যবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কন্যা-সম্প্রদানকালে এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, কন্যা নিরন্তর ভর্ত্তার সহিত একত্র বাস করিবে। ফলত পত্নীই পতির সহিত সতত একত্র বাস করিতে পারে তদ্ভিন্ন আর কেহই কাহারও সহিত নিরন্তর বাস করিতে পারে না। অতএব এক্ষণে আপনি যেরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিতে-ছেন, তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। যাহা হউক, আপনার যখন আমার সহিত একত্র বাসের ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আমি অবশ্যই তদ্বিষয়ে সম্মত হইব।

মহারাজ কুশিক এই বলিয়া মহর্ষি চ্যবনকে আসন প্রদান ও ভৃঙ্গারনিঃসৃত সলিল দ্বারা তাঁহার পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহাকে মধুপর্ক প্রদান করিলেন। পরে মহিষীসমভিব্যাহারে অব্যগ্রভাবে তাঁহাকে বিধি পূর্ব্বক পূজা করিয়া পুনরায় কহিলেন, ভগবন্! আমি ও আমার এই মহিষী আমরা উভয়েই আপনার একান্ত অধীন। এক্ষণে আমরা আপনার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব, আদেশ করুন। আমার রাজ্য, ধন ও ধেনু প্রভৃতি যে যে দ্রব্যে আপনার অভিলাষ হয়, আপনি ব্যক্ত করুন, আমি অবিচারিতচিত্তে আপনাকে তৎসমুদায়ই প্রদান করিব। এই রাজপ্রসাদ, রাজ্য ও ধর্ম্মাসন আপনারই অধিকৃত। আপনিই এক্ষণে রাজা হইয়া স্বয়ং এই পৃথিবী শাসন করুন। আমি কেবল আপনার আশ্রিতমাত্র রহিলাম।

মহীপাল কুশিক এইরূপ বিনয়প্রকাশ করিলে, মহর্ষি চ্যবন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি রাজ্য, ধন, ধেনু, দেশ, যজ্ঞীয় উপকরণ বা স্ত্রীসমুদায় প্রার্থনা করি না। আমার যেরূপ অভিলাষ, ব্যক্ত করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এক্ষণে তোমার ও তোমার মহিষীর যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমি কোন একটী নিয়মের অনুষ্ঠান করি। ঐ নিয়মানুষ্ঠানকালে তোমাদের উভয়েই অকুণ্ঠিতমনে আমার পরিচর্য্যা করিতে হইবে। মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী পুলকিত মনে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমরা অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। মহীপাল কুশিক পত্নীসমভিব্যাহারে এইরূপে মহর্ষির বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে এক উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তন্মধ্যস্থ ব্যবহারোপযোগী পদার্থসমুদায় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার নিমিত্ত এই শয্যা প্রস্তুত আছে, আপনি স্বেচ্ছানুসারে ইহাতে উপবেশন করুন। আমরা উভয়ে যথাসাধ্য আপনার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিব।

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন অন্নপান আহরণার্থ কুশিককে আদেশ করিলেন। মহারাজ কুশিক তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র প্রণত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! আপনার কিরূপ অন্নপান প্রার্থনীয়, আজ্ঞা করুন, আমি তাহাই আনয়ন করিতেছি। তখন মহর্ষি চ্যবন প্রীতমনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তোমার আলয়ে যেরূপ অন্নপান প্রস্তুত আছে, তাহাই আনয়ন কর। মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গৃহমধ্যে যে সমস্ত অন্নপান প্রস্তুত ছিল, তাঁহার নিমিত্ত তৎসমুদায় আহরণ করিলেন। মহর্ষি স্বেচ্ছানুসারে ঐ সমস্ত দ্রব্য ভোজন ও পান করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, এক্ষণে আমার নিদ্রার সময় সমুপ-

স্থিত হইয়াছে ; আমি শয়ন করিব। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র রাজা মহিষীসমভিব্যাহারে তাঁহাকে শয়ন গৃহে লইয়া গেলেন। তখন মহর্ষি সেই শয়নগৃহমধ্যে সুপ্রস্তুত রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন দেখ, আমি নিদ্রিত হইলে তোমরা কদাচ আমাকে জাগরিত করিও না এবং নিরন্তর জাগরিত থাকিয়া আমার চরণ সংবাহন করিও। তখন কুশিক অবিচারিতচিত্তে যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। অনন্তর মহর্ষি একপার্শ্বে শয়ন করিয়া গাঢ়তর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, তথাচ তিনি জাগরিত হইলেন না। রাজা ও রাজমহিষীও তাঁহাকে জাগরিত করিলেন না। তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার আদেশানুসারে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে একবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইলে, তপোধন চ্যবন স্বয়ং শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়াই সেই শয়নগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন রাজা ও মহিষী একান্ত ক্ষুধাবিষ্ট ও পরিচর্য্যাজনিত পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপও করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি গমন করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা কুশিক যার পর নাই দুঃখিত হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। রাজমহিষী প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহাত্মা চ্যবন অন্তর্হিত হইলে, মহারাজ কুশিক ও তাঁহার ভার্য্যা কি করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহর্ষি চ্যবন অন্তর্হিত হইলে, মহারাজ কুশিক ভার্য্যাসমভিব্যাহারে নানাস্থানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিলেন ; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেন না। তখন উভয়ে নিতান্ত লজ্জিত, পরিশ্রান্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া স্বীয় পুরমধ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মনে মনে মহর্ষির কার্য্য চিন্তা করিতে করিতে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ভৃগুকুলোদ্ভব মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি তৎকালে সেই শয্যার আর এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া পূর্ব্ববৎ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার সেই অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা যথাস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার তাঁহার চরণসংবাহন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পুনরায় একবিংশতি দিবস অতিক্রান্ত হইলে মহর্ষি স্বয়ং প্রবোধি-

হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে বহু দিনের পর উত্থিত দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হইল না। তাঁহারা এতাবৎ কাল উপবাসী থাকিয়া তাঁহার চরণসেবা করিতেছিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার স্নান করিতে বাসনা হইয়াছে; অতএব আমার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দাও। তখন মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী উভয়ে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াও তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ শতপাকবিশুদ্ধ মহামূল্য তৈল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে, মহর্ষি চ্যবন যখন দেখিলেন যে, রাজা ও রাজ্ঞী বহুক্ষণ তৈল মর্দ্দন করিয়া দিয়া কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই, তখন তিনি স্বয়ং সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নানশালায় প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থানে রাজাদিগের স্নানের উপযুক্ত বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য প্রস্তুত ছিল। মহর্ষি তৎসমুদায় স্পর্শও না করিয়া নরপতির সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা দেখিলেন, ভগবান্ চ্যবন স্নাত হইয়া সিংহাসনে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তাঁহারা নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুমতি হইলে আমি আপনার নিমিত্ত সিদ্ধান্ন আনয়ন করি। তখন মহর্ষি চ্যবন কুশিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার আলয়ে যে যে ভক্ষ্য দ্রব্য আছে, শীঘ্র আনয়ন কর। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র নরপতি ভার্য্যাসমভিব্যাহারে সত্বরে সিদ্ধান্ন, বিবিধ মাংস, শাক, রসাল, পূপ, বিচিত্র মোদক, নানাপ্রকার রস এবং মুনিভোগ্য ও গৃহস্থভোগ্য রাশি রাশি ফল আহরণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংস্থাপিত করিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন স্বয়ং শয্যা আসন ও মহার্হ বস্ত্রসমুদায় আনয়ন পূর্ব্বক ঐ সকল ভোজ্য দ্রব্যের সহিত একত্র করিয়া তৎসমুদায়ে অগ্নি প্রদান করিলেন। মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের সমক্ষেই পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইলেন। নরপতি ও তাঁহার ভার্য্যা তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি পুনরায় রাজার সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমে পুনর্ব্বার সেই স্থানে বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য, অন্ন, শয্যা ও বস্ত্র সমাহৃত হইল। এইরূপে ঊনপঞ্চাশৎ দিবস অতিক্রান্ত হইল; কিন্তু ভগবান্ চ্যবন কোন রূপেই নরপতির কিছুমাত্র রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলেন না।

পঞ্চাশৎ দিবসে মহর্ষি চ্যবন কুশিকের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি পত্নীসমভিব্যাহারে অচিরাৎ আমাকে রথারূঢ় করিয়া বহন কর। আমি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিব, তোমাদিগকে

সেই স্থানে রথ লইয়া যাইতে হইবে। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র মহারাজ কুশিক নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার ক্রীড়ারথ ও সাংগ্রামিক রথ বিদ্যমান আছে; আজ্ঞা করুন, কোন্ রথ আনয়ন করিব? চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবিলম্বে বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন, কনকযষ্টিসমন্বিত, তোরণ-সুশোভিত, কিঙ্কিণীজালজড়িত সংগ্রামিক রথ আনয়ন কর। তখন মহারাজ কুশিক মহাত্মা চ্যবনের আজ্ঞামাত্র স্বীয় সাংগ্রামিক রথ সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলেন এবং ঐ রথের বামভাগে ভার্য্যাকে যোজিত করিয়া স্বয়ং উহার দক্ষিণ ভাগে যোজিত হইলেন।

মহারাজ কুশিক ভার্য্যার সহিত এই রূপে রথে যোজিত হইলে, মহাত্মা চ্যবন রথারূঢ় হইয়া ত্রিদণ্ডযুক্ত হীরকনির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র প্রতোদ ধারণ করিলেন। তখন নরপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে রথ লইয়া কোন্ স্থানে গমন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিবেন, আপনার রথ সেই স্থানেই উপনীত হইবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ কুশিক এই কথা কহিলে, মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি মৃদুগতি অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বজনসমক্ষে আমার রথ বহন কর। আমি যেন বিশ্রান্ত না হইয়া পরম সুখে গমন করিতে পারি। আর পথিমধ্যে যে সমুদায় পথিক আমার নিকট উপস্থিত হইবে এবং যে সমুদায় ব্রাহ্মণ আমার নিকট ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে অপরিমিত ধন রত্ন প্রদান করিব। যাহাতে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ হয়, তুমি অচিরাৎ তাহার ব্যবস্থা কর। তখন মহারাজ কুশিক ভৃত্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, এই মহর্ষি যখন যাহা প্রার্থনা করিবেন, তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবে। ভূপতি এইরূপ আদেশ করিলে, ভৃত্যগণ অবিলম্বে অসংখ্য রত্ন, স্ত্রী, বাহন, ছাগমেষাদি পশু, সুবর্ণালঙ্কার, সুবর্ণমুদ্রা ও পর্ব্বতাকার হস্তী সমুদায় লইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। অমাত্যগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন তীক্ষ্ণাগ্র প্রতোদ দ্বারা সহসা সেই দম্পতিকে প্রহার করিয়া তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ ও গণ্ডস্থল ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তদ্দর্শনে নগরের সমুদায় লোক কাতরস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে রাজা ও রাজ্ঞীর মনে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইল না। তাঁহারা পঞ্চাশৎ দিন উপবাসী থাকিয়াও মহর্ষির প্রহার সহ্য করিয়া কম্পিত কলেবরে অতিকষ্টে তাঁহাকে বহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন পুনর্ব্বার সেই প্রতোদ দ্বারা তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তাঁহারা মহর্ষির কষাঘাতে রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের মনঃ কিছুমাত্র বিকৃত হইল না।

পৌরবর্গ তাঁহাদিগের সেইরূপ দুরবস্থা-দর্শনে যাহার পর নাই শোকাকুল হইয়াও অভিশাপভয়ে মহর্ষিকে কিছুমাত্র কহিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, দেখ দেখ, মহাত্মা চ্যবনের কি আশ্চর্য্য তপোবল! আমরা ক্রুদ্ধ হইয়াও উঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইতেছি না। আর রাজা ও রাজ্ঞীর ধৈর্য্যও সামান্য নহে। উঁহারা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও মহর্ষিকে বহন করিতেছেন, কিন্তু মহর্ষি উঁহাদের কিছুমাত্র বিরক্তিভাব দর্শনে সমর্থ হইতেছেন না।

ঐ সময় ভৃগুনন্দন চ্যবন সেই রাজ-দম্পতিকে বিকারশূন্য অবলোকন করিয়া দরিদ্রদিগকে কুবেরের ন্যায় অজস্র ধনদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নরপতি কুশিক তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে পূর্ব্ববৎ রথ বহন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি যাহার পর নাই প্রীত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই দম্পতিকে রথ হইতে মুক্ত করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি তোমার ও তোমার পত্নীর কার্য্য-দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তোমাদিগকে তাহাই প্রদান করিব। মহর্ষি এই বলিয়া স্নেহভরে অমৃততুল্য করবিক্ষেপ দ্বারা তাঁহাদিগের বেদনাযুক্ত কোমল কলেবর স্পর্শ করিলেন। তখন নরপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনার প্রসাদে আমাদিগের শ্রান্তি দূর হইয়াছে, আর আমাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। নরপতি কুশিক এই কথা কহিলে, মহর্ষি চ্যবন মহা আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এই গঙ্গাতীর পরম পবিত্র ও রমণীয় স্থান। আমি ব্রত অবলম্বন করিয়া কিছুকাল এই স্থানে বাস করিব; এক্ষণে তোমরা স্ত্রীপুরুষে বিশ্রামার্থ স্বভবনে প্রতিগমন কর। কল্য এই স্থলে আগমন করিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। এক্ষণে তোমার সৌভাগ্যের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, তুমি যাহা যাহা বাসনা করিয়াছ, তৎসমুদায় পরিপূর্ণ হইবে।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে, নরপতি কুশিক মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমরা কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই। আপনার অনুগ্রহে আমরা দিব্য শরীর, অসাধারণ শক্তি ও পবিত্রতা লাভ করিয়াছি। আপনার প্রতোদপ্রহারে আমাদিগের শরীরে যে ব্রণ উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতেছি না। আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি এই দেবীকে যেরূপ অপ্সরার ন্যায় রূপ-লাবণ্যসম্পন্ন দেখিয়াছিলাম, এক্ষণেও তদ্রূপ দেখিতেছি। এই সমুদায় ঘটনা আপনার অনুগ্রহেই হইয়াছে। আপনি অনুকূল থাকিলে সকলই হইবার সম্ভাবনা।

নরপতি কুশিক এই কথা কহিলে, মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে তুমি গৃহে গমন

কর; কল্য ভার্য্যার সহিত এই স্থানে আগমন করিও।

তখন মহারাজ কুশিক মহর্ষি চ্যবনকে অভিবাদন পূর্ব্বক অমাত্য, পুরোহিত, সৈনিক পুরুষ, বন্দী, বারবিলাসিনী ও প্রজাবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর পূর্ব্বাহ্নকৃত্য ও ভোজন সমাপন পূর্ব্বক যামিনীযোগে ভার্য্যার সহিত এক শয্যায় শয়ান হইলেন। ঐ সময় আপনাদিগকে জরাবিহীন, অমরের ন্যায় শ্রীমান্ ও নবযৌবনসম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। এ দিকে ভৃগুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন মহর্ষি চ্যবন তপোবলে সেই গঙ্গাতীরস্থ রমণীয় তপোবন বিবিধ রত্নে বিভূষিত করিয়া ইন্দ্রালয় হইতেও সমধিক সমৃদ্ধিশালী করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইবামাত্র মহারাজ কুশিক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যসমুদায় সমাধান পূর্ব্বক মহিষীসমভিব্যাহারে সেই চ্যবনাধিষ্ঠিত কাননোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কোন স্থানে সুবর্ণনির্ম্মিত মণিময় স্তম্ভসুশোভিত গন্ধর্ব্বনগরাকার প্রাসাদ, কোন স্থানে রজতশিখরবিরাজিত পর্ব্বত, কোন স্থানে কমলদলসমলঙ্কৃত সরোবর, কোন স্থানে বিবিধ গৃহ ও নানাপ্রকার তোরণ এবং কোন স্থানে হরিদ্বর্ণ তৃণপরিপূর্ণ ভূমিখণ্ড ও কাঞ্চনময় কুট্টিম শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে মুকুলজাল মণ্ডিত সহকার, কেতক, উদ্দালক, ধব, অশোক, কুন্দ, পুষ্পিত অতিমুক্ত, চম্পক, তিলক, পনস, বঞ্জুল, পাণিআমলক, কর্ণিকার, শ্যাম, পলাশ ও অষ্টপাদিকপ্রভৃতি পাদপ সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে। কোন স্থানে বৃক্ষে পদ্ম ও উৎপলসমুদায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কোন স্থানে সুশীতল সলিল, কোন স্থানে উষ্ণজল, কোন স্থানে সুবর্ণনির্ম্মিত, রত্নখচিত, উৎকৃষ্ট আস্তরণশোভিত পর্য্যঙ্ক, বিচিত্র আসন ও শয্যা, কোন স্থানে বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য এবং কোন স্থানে বাণীবাদ, শুক, সারিকা, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, শতপত্র, কোযষ্টিক, কুক্কুভ, ময়ূর, কুক্কুট, দাত্যূহ, জীবঞ্জীবক, চকোর, হংস, সারস ও চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ রহিয়াছে। কোন স্থানে বানরেরা তুমুল কোলাহল করিতেছে। কোন স্থানে প্রিয়দর্শন অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বেরা সমাগত হইয়া প্রীতমনে বিহার করিতেছে। এই সমস্ত বস্তু মহারাজ কুশিকের একবার দৃশ্য ও একবার অদৃশ্য হইতে লাগিল। তিনি কখন সুমধুর গীতধ্বনি ও হংসসারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের তুমুল কোলাহল ও কখন বা অধ্যাপনধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ কুশিক এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক যাহার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি এক্ষণে স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছি!

না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে; অথবা এই ঘটনা যথার্থ। আমি কি সশরীরে পরম গতি লাভ করিলাম; কিংবা উত্তরকুরু বা অমরাবতীতে উপস্থিত হইলাম! যাহা হউক, আমি যে এক্ষণে এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সমুদায় কি? মহারাজ কুশিক এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ইত্যবসরে মণিময় স্তম্ভসমলঙ্কৃত সুবর্ণনির্ম্মিত গৃহমধ্যে মহামূল্য শয্যায় শয়ান ভৃগুনন্দন চ্যবনকে সহসা নিরীক্ষণ করিলেন। মহারাজ কুশিক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র পুলকিত হইয়া মহিষীর সহিত তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। নৃপদম্পতী সন্নিহিত হইবামাত্র মহর্ষি তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং তাঁহার সেই রমণীয় শয্যাও অন্তর্হিত হইল। তখন মহারাজ কুশিক অন্য এক কাননমধ্যে মহর্ষি চ্যবনকে কুশাসনে উপবিষ্ট ও ধ্যানপরায়ণ নিরীক্ষণ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে অপ্সরা গন্ধর্ব্ব ও বৃক্ষলতা প্রভৃতি সমস্ত অদ্ভুত পদার্থ তিরোহিত হইয়া গেল। গঙ্গার উপকূল পুনরায় পূর্ব্ববৎ কুশভূয়িষ্ঠ, বল্মীকলাঞ্ছিত ও নিঃশব্দ হইল।

মহারাজ কুশিক মহর্ষির যোগবলে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যার পর নাই বিস্মিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মহিষীকে কহিলেন, প্রিয়ে! মহর্ষির অনুগ্রহে এই সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব বিস্ময়কর পদার্থ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে? এক্ষণে বোধ হইতেছে, তপোবল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যে সমস্ত বিষয় কল্পনায় উপনীত হয়, তপোবলে তৎসমুদায় অধিকার করা যায়, সন্দেহ নাই। তপোবলপ্রাপ্তি বিশ্বরাজ্য লাভ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। তপস্যা সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তি অনায়াসেই হস্তগত হইয়া থাকে। মহর্ষি চ্যবনের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ইনি ইচ্ছা করিলেই তপোবলে অন্য লোক সমুদায় সৃষ্টি করিতে পারেন। ইঁহা অপেক্ষা এই সমস্ত কার্য্যে দক্ষতা আর কেহই প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণগণই পবিত্র বাক্য, পবিত্র বুদ্ধি ও পবিত্র কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর হইয়া থাকেন। ইহলোকে রাজ্য লাভ করা সুলভ; কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। দেখ, আমরা এক ব্রাহ্মণেরই প্রভাবে অশ্বাদির ন্যায় রথে যোজিত হইয়াছিলাম।

এইরূপে মহারাজ কুশিক মহিষীর সহিত যে সমস্ত কথা কহিলেন, মহর্ষি যোগবলে তৎসমুদায়ই অবগত হইলেন। অনন্তর তিনি নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক অদূরে মহারাজকে মহিষীর সহিত আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর। কুশিক মহর্ষির কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে ভার্য্যার সহিত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। তখন মহর্ষি তাঁহাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া তথায় উপবেশন করাইয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, মহারাজ! তুমি পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে সম্যক্ আয়ত্ত

করিয়াছ। সেই নিমিত্তই তোমার কোন দুরবস্থা ঘটে নাই। তুমি প্রাণপণে আমার সেবা করিয়াছ। তদ্বিষয়ে তোমার কোন অংশেই ত্রুটি হয় নাই। এক্ষণে তুমি আমাকে অনুজ্ঞা কর, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আর আমি তোমার পরিচর্য্যায় যাহার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, তন্নিবন্ধন তোমাকে বর প্রদান করিব। অতএব তুমি অচিরাৎ আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক তাঁহাকে যথোচিত বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আমি অগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়া যে দগ্ধ হই নাই, এই আমার পরম লাভ। আর আপনি আমার পরিচর্য্যায় যে প্রীত হইয়াছেন, এবং আপনার ক্রোধানলে আমার কুল যে নির্ম্মূল হয় নাই, এই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর এবং জীবন, রাজ্যশাসন ও তপস্যার শ্রেষ্ঠ ফল। যাহা হউক, যদি এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার যে একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করুন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

তখন মহর্ষি চ্যবন কুশিকরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা এবং তোমার মনোমধ্যে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ কর; আমি অবিলম্বেই তোমার সংশয় ছেদন ও তোমাকে বর প্রদান করিব।

তখন নরপতি কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্যক্ত করিয়া বলুন, আপনার আমার গৃহে অবস্থান, একবিংশতি দিবস একপার্শ্বে শয়ন, বাঙ্‌নিষ্পত্তিমাত্র না করিয়া বহির্গমন, অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান করিয়া পরক্ষণেই দর্শন প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় একবিংশতি দিবস শয়ন, সর্ব্বশরীর তৈলাক্ত করিয়া স্নান না করিয়াই প্রস্থান, ভোজ্য বস্তু ও শয়নীয় সামগ্রী সমুদায় লইয়া হুতাশনে দাহন, আমাদিগকে রথে সংযোজন পূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিয়া গমন, অজস্র ধনদান, তপোবনমধ্যে আমাকে কাঞ্চনময় বিবিধ প্রাসাদ ও মণিবিদ্রুমময় পর্য্যঙ্ক প্রদর্শন এবং পুনরায় সেই সমুদায়ের বিলোপ করিবারই বা কারণ কি? এই সমুদায় বিষয় চিন্তা করিয়া আমি একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারি নাই; অতএব আপনি ঐ সমুদায়ের কারণ যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করুন।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিলে, তখন প্রত্যুত্তর প্রদান না করা আমার কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমি যে নিমিত্ত ঐ সমুদায় কার্য্য করিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আমি দেবসভায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট শুনিলাম যে, তোমার বংশ হইতে আমার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সঞ্চার হইবে এবং তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। আমি ব্রহ্মার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তোমার বংশ বিনাশ বাসনায় তোমার

গৃহে আগমন করিয়াছিলাম। আমি তোমার পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই তোমাকে কহিয়াছিলাম যে, আমি কোন ব্রত অবলম্বন করিব, তুমি আমার শুশ্রূষা কর। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বহুদিন তোমার সহিত একত্রে বাস করিলে অবশ্যই তোমার কোন না কোন রন্ধ্র পাইব। কিন্তু তোমার সৌভাগ্যক্রমে আমি তোমার গৃহে আগমনাবধি তোমার কোন দুষ্কৃত দর্শন করি নাই। এই নিমিত্ত তুমি অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ; নতুবা কখনই জীবিত থাকিতে না। আমি এই অভিসন্ধি করিয়া একবিংশতি দিবস নিদ্রিত ছিলাম যে, তোমরা কেহ আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেই আমি শাপপ্রদান করিব। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমি বা তোমার পত্নী আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলে না। তৎপরে আমি এই মনে করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম যে, তোমরা কেহ 'আপনি কোথায় গমন করিতেছেন' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই শাপপ্রদান করিব। কিন্তু তোমরা আমাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিলে না। তখন আমি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া পর ক্ষণে তোমার গৃহে আগমন পূর্ব্বক এই অভিসন্ধিতে যোগাবলম্বন করিয়া পুনরায় একবিংশতি দিবস নিদ্রিত হইলাম যে, তোমরা আমার সেবানিবন্ধন একান্ত পরিশ্রান্ত ও অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমার উপর বিরক্ত হইবে; তাহা হইলেই আমি শাপপ্রদানের সূত্র পাইব; কিন্তু দেখিলাম, তাহাতেও তোমাদিগের অণুমাত্র ক্লেশবুদ্ধি হইল না। তখন আমি এই মনে করিয়া ভোজনসামগ্রী সমুদায় দগ্ধ করিলাম যে, তোমরা আমার অহঙ্কার দর্শনে রোষাবিষ্ট হইবে; কিন্তু তুমি অবিকৃত চিত্তে তাহাও সহ্য করিলে। তখন আমি রথারোহণ পূর্ব্বক তোমাকে রাজ্ঞীর সহিত রথ বহন করিতে কহিলাম। তুমি তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইলে না। তখন আমি তোমাকে ক্রুদ্ধ করিবার মানসে অজস্র ধনদান পূর্ব্বক তোমার ধনক্ষয় করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও তোমার ক্রোধের লেশমাত্রও দেখিলাম না।

হে মহারাজ! এইরূপে যখন আমি দেখিলাম তোমার ও তোমার পত্নীর কিছুতেই ক্রোধোদয় বা বিরক্তি হইতেছে না, তখন আমি তোমাদের প্রতি যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তোমাদিগের আনন্দবর্দ্ধনার্থ এই তপোবনমধ্যে তোমাদিগকে স্বর্গসন্দর্শন করাইলাম। তোমরা যে তপোবনমধ্যে বিবিধ উৎকৃষ্ট পদার্থ সন্দর্শন করিয়া ক্ষণকাল সশরীরে স্বর্গসন্দর্শনসুখ অনুভব করিয়াছ, তাহা কেবল আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তপস্যার প্রভাবেই হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে তপোনুষ্ঠান ও ধর্ম্মের বল জানাইবার নিমিত্তই ঐ সমুদায় পদার্থ প্রদর্শন করিয়াছি। ঐ সমুদায় পদার্থ দর্শনসময়ে তুমি যে ইন্দ্রত্বলাভ তৃণতুল্য বোধ করিয়া ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা করিয়াছ, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। তুমি যে ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত দুর্লভ বিবেচনা করিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ্যলাভ,

ব্রাহ্মণ্য লাভ হইলে ঋষিত্বলাভ এবং ঋষিত্ব লাভ হইলে আবার তপস্বিতালাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, তোমার অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তুমি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না বটে, কিন্তু অস্মদ্বংশীয়দিগের তেজঃপ্রভাবে তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। তোমার ঐ পৌত্র তপস্বী ও হুতাশনসদৃশ তেজস্বী হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোক শঙ্কিত করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুমি অন্য কোন অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আর কালবিলম্ব করিও না; আমি তোমাকে অচিরাৎ বরপ্রদান করিয়া তীর্থপর্য্যটনে গমন করিব।

তখন নরপতি কুশিক মহর্ষি চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনার বাক্য মিথ্যা না হইয়া যেন আমার বংশীয় ব্যক্তিগণের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। এক্ষণে কি প্রকারে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে, তাহা আপনি বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তোমার কুলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে বলিয়াই আমি তোমার কুল নির্ম্মূল করিতে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছিলাম, এক্ষণে যেরূপে তোমার কুলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের যজমান ইহা চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কোন অলৌকিক কারণবশত ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত বিবাদ করিয়া উঁহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। উহারা দৈবোপহতচিত্ত হইয়া ভৃগুবংশীয় রমণীগণের গর্ভ ভেদ করিয়া তন্মধ্যস্থ সন্তানগণকেও মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিবে। ঐ সময় কোন একটী ভৃগুবংশীয় গর্ভবতী নারী ক্ষত্রিয় হইতে আপনার গর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক পর্ব্বতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিবেন। উঁহার গর্ভে আমাদিগের বংশধর সূর্য্য ও হুতাশন সদৃশ তেজস্বী ঊর্ব্ব নামক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই ঊর্ব্ব ত্রৈলোক্য বিনাশের নিমিত্ত ক্রোধানল সৃষ্টি করিয়া এই পর্ব্বতবনসম্পন্না অবনীকে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইবে। তখন অনেকে সেই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া তাহাকে ক্রোধোপশমের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে সে সেই ক্রোধবহ্নি সমুদ্রমধ্যে বড়বামুখে নিক্ষেপ করিবে। ঊর্ব্বের ঋচীকনামে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। ক্ষত্রিয়গণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত কোন অলৌকিক উপায়ে সমগ্র ধনুর্ব্বেদ ঐ ঋচীকে সংক্রান্ত হইবে। ঋচীক আপনার বংশরক্ষার্থ তোমার আত্মজ গাধির কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। ঐ সময় তোমার আত্মজ গাধি স্বীয় বংশধর পুত্র উৎপন্ন না হওয়াতে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া কালযাপন করিবে। কিয়দ্দিন পরে ঋচীক আপনার ভার্য্যা ও শ্বশ্রূর পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র এই দুইপ্রকার চরু প্রস্তুত করিবে। কিন্তু

তোমার পুত্রবধূ উৎকৃষ্ট পুত্রলাভ করিবার অভিলাষে কন্যাকে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্ম চরু ভক্ষণ করিবে। ঋচীক এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ দুই চরুপ্রভাবে যাহার যেরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহা দিগের সমক্ষে তাহা প্রকাশ করিবে। তখন ঋচীকের ভার্য্যা ঋচীকের বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব যাহাতে আপনার পুত্রে সংক্রামিত না হইয়া পৌত্রে হয়, সেই বর প্রার্থনা করিবে। ঋচীকও তাহাতে সম্মত হইবে। পরে ঐ চরুপ্রভাবে ঋচীকের ভার্য্যা জমদগ্নি নামক এক পুত্র প্রসব করিবে। সমগ্র ধনুর্ব্বেদ ঋচীক হইতে ঐ জমদগ্নিতে সংক্রান্ত হইবে। জমদগ্নির ঔরসে রাম নামে পুত্র উৎপন্ন হইবে। সে স্বীয় পিতামহীর বরগ্রহণানুসারে ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সমগ্র ধনুর্ব্বেদ অধিকার করিবে। এ দিকে তোমার পুত্রবধূ সেই ব্রহ্মতেজমিশ্রিত চরুপ্রভাবে বিশ্বামিত্র নামে ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র প্রসব করিবে। বিশ্বামিত্র কালসহকারে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইবে। হে মহারাজ! বিধাতার অভিপ্রায়ানুসারে স্ত্রীলোকই তোমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব ও আমার বংশে ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চারের মূল হইবে। বিধাতার অভিপ্রায় কদাচ অন্যথা হইবার নহে। সুতরাং তোমার পৌত্র নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। এই ঘটনানিবন্ধন ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত তোমার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে, সন্দেহ নাই।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব সঞ্চারিত হউক। তখন মহর্ষি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব। কুশিক কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার বংশপরম্পরা সকলেই যেন ব্রাহ্মণ হয় এবং তাহাদিগের যেন ধর্ম্মে দৃঢ়তর আসক্তি থাকে। তখন মহর্ষি চ্যবন তথাস্তু বলিয়া কুশিককে অভীষ্ট বর প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত কৌশিকদিগের যেরূপে সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছিল এবং যে কারণে কুশিকের পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব ও ঋচীকের পৌত্র ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই পৃথিবী যে অসংখ্য মহাবলপরাক্রান্ত নরপতির নিধনে নিতান্ত দীনভাব ধারণ করিয়াছে, আমি বারংবার সেই বিষয় স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিমোহিত হইয়াছি। অসংখ্য ব্যক্তির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক পৃথিবীজয় ও রাজ্যলাভ করিয়া আমাকে কেবল অনুতাপ করিতে হইতেছে। হায়! যে সমুদায় সুশীলা নারীর পতি, পুত্র, মাতুল ও ভ্রাতৃ-

গণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজি তাঁহাদিগের কি গতি হইবে! যখন আমরা রাজ্যলোভে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমাদিগকে অধঃশিরাঃ হইয়া নরকে নিপতিত হইতে হইবে। আমি এই বিবেচনা করিয়া তপস্যা করিতে বাসনা করিতেছি। অতএব আপনি বিশেষ রূপে আমাকে এই সময়ের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করুন।

সূক্ষ্মবুদ্ধি ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহামতি ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! মানবগণ যেরূপ কার্য্য দ্বারা পরলোকে যেরূপ গতিলাভ করে, আমি এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য তপস্যা দ্বারা যশঃ, দীর্ঘায়ু, বিবিধ ভোগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আরোগ্য, রূপ, ধনসম্পত্তি, সৌভাগ্য ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তিনি সমুদায় লোককেই বশীভূত করিতে পারেন। দান দ্বারা উপভোগ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দীর্ঘায়ু, অহিংসা দ্বারা সৌন্দর্য্য ও দীক্ষা দ্বারা সদ্বংশে জন্ম লাভ হয়। যাঁহারা ইহলোকে ফলমূলমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারা পরলোকে রাজ্য, আর যাঁহারা ইহলোকে পর্ণাহার ও সলিলমাত্র পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। দান দ্বারা প্রভূত ধন, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা ও নিত্যশ্রাদ্ধ দ্বারা সন্তানসন্ততি লাভ হয়। যাঁহারা শাকমাত্র ভোজন করেন তাঁহারা পরজন্মে প্রভূত গোধন ও যাঁহারা তৃণমাত্র আহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হন। ইহলোকে যে সমুদায় স্ত্রী ত্রিকালীন স্নান ও বায়ু ভক্ষণ করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। যাঁহারা নিত্যস্নান এবং প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা পরলোকে দক্ষপ্রজাপতির স্বরূপত্ব, যাঁহারা মরুভূমিতে দেবগণের অর্চ্চণা করেন, তাঁহারা রাজ্য, যাঁহারা অনশনব্রত অবলম্বন করেন তাঁহারা স্বর্গ, যাঁহারা স্থণ্ডিলে শয়ন করেন তাঁহারা গৃহ ও শয্যা, যাঁহারা চীর ও বল্কল পরিধান করেন তাঁহারা বস্ত্র ও আভরণ, যাঁহারা যোগ ও তপোনুষ্ঠান করেন তাঁহারা বিবিধ শয্যা, আসন ও যান এবং যাঁহারা অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। রস সমুদায় পরিত্যাগ করিলে পরলোকে সৌভাগ্য, আমিষ পরিত্যাগ করিলে পুত্রগণের দীর্ঘ আয়ু ও জলমধ্যে বাস করিয়া তপস্যা করিলে পরলোকে স্বর্গের আধিপত্য এবং সতত সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে দেহান্তে দেবগণের সহবাস লাভ হইয়া থাকে। ধনদান দ্বারা যশ, অহিংসা দ্বারা আরোগ্য, দ্বিজশুশ্রূষা দ্বারা রাজ্য ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। পানীয় প্রদান দ্বারা অচলা কীর্ত্তি এবং অন্ন ও পানীয় এই উভয় দান দ্বারা বিবিধ ভোগজনিত তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের শান্তিপ্রদ মহাত্মাদিগকে কখনই শোকসন্তাপে লিপ্ত হইতে হয় না। দেব-

গণের আরাধনা করিলে পরলোকে রাজ্য ও দিব্য রূপ, দীপদান করিলে চক্ষুস্মত্তা, রমণীয় বস্তু প্রদান করিলে স্মৃতি ও মেধা এবং গন্ধ মাল্য প্রদান করিলে পরলোকে কীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহজন্মে যাঁহারা কেশ ও শ্মশ্রু ধারণ করেন পরজন্মে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট পুত্র লাভ হয়। যাঁহারা দ্বাদশবর্ষ সর্ব্বভোগ পরিত্যাগ, জপাদি নিয়মানুষ্ঠান ও ত্রিকালীন স্নান করেন, তাঁহারা পরলোকে বীরস্থান অপেক্ষাও উৎকৃষ্টস্থান লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্ম বিধানানুসারে কন্যাদান করিলে পরজন্মে উৎকৃষ্ট দাস, দাসী, অলঙ্কার, ক্ষেত্র ও গৃহ সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠান ও উপবাস দ্বারা স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা ফল ও পুষ্প দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলময় পবিত্র জ্ঞান লাভ হয়। দেবগণ কহিয়াছেন, সুবর্ণনির্ম্মিতশৃঙ্গসম্পন্ন সহস্র ধেনু প্রদান করিলে মানবগণ নিঃসন্দেহ দেবলোক লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ইহলোকে সুবর্ণশৃঙ্গ, ও কাংস্যক্রোড়সম্পন্ন সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে ঐ ধেনুর শরীরে যত রোম বিদ্যমান থাকে, তত বৎসর অভিলষিত সুখসম্ভোগ ও স্বীয় পুত্রপৌত্রাদি সপ্তপুরুষের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন। ইহলোকে ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণময় শৃঙ্গসম্পন্ন, কাংস্যক্রোড়বিভূষিত, কনকোত্তরীয়যুক্ত, তিলময় ধেনু প্রদান করিলে পরলোকে বসুদিগের লোক লাভ করা যায়। যেমন পবনসঞ্চালিত পোত দ্বারা মহার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ গোদান দ্বারা অন্ধকারময় নরক হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। যাঁহারা ইহলোকে ব্রাহ্মবিধানানুসারে কন্যাদান এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূমি ও অন্ন দান করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের ইন্দ্রলোক লাভ হয়। যাঁহারা স্বাধ্যায়নিরত গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে উৎকৃষ্ট গৃহসামগ্রী সমুদায় প্রদান করেন, তাঁহারা পরলোকে উত্তরকুরুতে সুখসম্ভোগ করিতে পারেন। ভারবাহক গোদান করিলে বসুলোক, হিরণ্য দান করিলে স্বর্গ, বিশুদ্ধ হিরণ্য দান করিলে স্বর্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান, ছত্র দান করিলে রমণীয় গৃহ, চর্ম্মপাদুকা প্রদান করিলে যান, বস্ত্র দান করিলে দিব্য শরীর এবং গন্ধ দান করিলে সুগন্ধযুক্ত দেহ লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ফলপ্রদান, পুষ্প ও বৃক্ষ প্রদান করেন, তাঁহারা পরজন্মে উত্তম স্ত্রী ও নানাবিধ রত্নবিভূষিত গৃহ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইহলোকে বিবিধ ভক্ষ্য, পানীয়, বস্ত্র ও আশ্রয় দান করেন, তাঁহারা পরজন্মেও ঐ সমুদায় প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণগণকে স্নানীয় ধূপ, গন্ধ ও মাল্য প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে পরম সুন্দর ও রোগবিহীন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণকে ধনধান্যপরিপূর্ণ শয্যাসমন্বিত গৃহ প্রদান করেন, পরলোকে তাঁহার ধ্রুবলোক লাভ হয়। আর যে ব্যক্তি ইহলোকে সুগন্ধযুক্ত বিচিত্র আস্তরণ ও উপাধানসংবলিত শয্যা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে সৎকুলো-

স্তুবা রূপবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, বীরশয্যায় শয়ন করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার স্বরূপত্ব লাভ করা যায়; অতএব কেহই বীরশয্যাশায়ী মহাত্মাদিগের তুল্য উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া স্বর্গকামনানিবন্ধন বনবাস বাসনা পরিহার পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা পিতামহের বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হও। তখন অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও যশস্বিনী দ্রৌপদী তাঁহার সেই বাক্যে স্বীকার করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জলাশয় খনন ও বৃক্ষরোপণ করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ইহলোকে বিবিধ ধাতুবিভূষিত, নয়নাহ্লাদকর, সর্ব্বভূতসমন্বিত উর্ব্বর ক্ষেত্রকেই শ্রেষ্ঠ ভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐরূপ প্রদেশেই জলাশয় খনন করা কর্ত্তব্য। জলাশয় খননে যে যে গুণ, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জলাশয় প্রতিষ্ঠাতা ত্রিলোকমধ্যে পূজনীয় হইয়া থাকেন। জলাশয় মিত্রের ন্যায় সর্ব্বভূতের উপকারক, সূর্য্যের প্রীতিকর, দেবগণের পুষ্টিবর্দ্ধক ও প্রতিষ্ঠাতার কীর্ত্তিপ্রদ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, জলাশয় খনন করিলে তদ্দ্বারা ত্রিবর্গের ফল লাভ হয়। অতএব জলাশয় একটী পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ। চতুর্ব্বিধ প্রাণী জলাশয় হইতে জলপান করিয়া জীবন ধারণ করে। অতএব জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিষ্ঠাতার নিশ্চয়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পিতৃলোক, দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও পৃথিবীস্থ অন্যান্য প্রাণিগণ সকলেই জলাশয় আশ্রয় করেন। এক্ষণে ঋষিগণ জলাশয় খননের যেরূপ ফল কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বর্ষাকালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের, শরৎকালে যাঁহার জলাশয়ে সলিল বিদ্যমান থাকে তিনি সহস্র গোদানের, হেমন্তকালে যাঁহার জলাশয় সলিলপূর্ণ থাকে তিনি বহুসুবর্ণ যজ্ঞের, শিশিরকালে যাঁহার জলাশয়ে সলিল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের, বসন্তকালে যাঁহার জলাশয়ে জল থাকে, তিনি অতিরাত্র যজ্ঞের এবং গ্রীষ্মকালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গাভী ও পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ের জল পান করে, তাঁহার কুল পবিত্র হয় এবং তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ে স্নান, জলপান ও বিশ্রাম করে, তাঁহাকে পরলোকে কখনই স্নান, জলপান ও বিশ্রামের নিমিত্ত ক্লেশভোগ করিতে হয় না। পরলোকে জলাঞ্জলি লাভ করা নিতান্ত

সুকঠিন। জলদান করিলে অপরিসীম প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহলোকেই তিল, জল ও দীপ প্রদান এবং জ্ঞাতিবর্গের সহিত আমোদ-প্রমোদ কর। কারণ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে আর ঐ সমুদায় কার্য্য করিতে পারিবে না। জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অতএব জলদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জলাশয় দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর বৃক্ষরোপণের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উদ্ভিদ পদার্থ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, বংশ ও তৃণ এই ছয় জাতিতে বিভক্ত। এই সমুদায় রোপণ করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি, স্বর্গে শুভফল ও পিতৃলোকে সম্মান লাভ হইয়া থাকে। বৃক্ষরোপণকর্ত্তা স্বর্গে গমন করিলেও তাহার নাম বিলুপ্ত হয় না এবং সে অনায়াসে স্বীয় ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষদিগের উদ্ধারসাধন করিতে পারে। অতএব বৃক্ষরোপণ করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃক্ষরোপণ-কর্ত্তা পরলোকে গমন করিলে নিশ্চয়ই তাহার স্বর্গলোক লাভ হয়। পাদপগণ পুত্রস্বরূপ হইয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া থাকে। বৃক্ষগণ পুষ্পদ্বারা দেবতা, ফলদ্বারা পিতৃলোক এবং ছায়াদ্বারা অতিথিদিগের সৎকার করিয়া থাকে। কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও মনুষ্যগণ উহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহারা ফল-পুষ্প দ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করে। অতএব জলাশয়তীরে বৃক্ষ সমুদায় রোপণ করিয়া পুত্রের ন্যায় তাহাদের প্রতিপালন করা শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহারা ধর্ম্মানুসারে রোপণকর্ত্তার পুত্র-স্বরূপ, সন্দেহ নাই। জলাশয় দাতা, বৃক্ষ-রোপণ কর্ত্তা, যজ্ঞানুষ্ঠান কারী ও সত্যবাদী ইঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গারোহণ করেন; অত-এব জলাশয় দান, বৃক্ষরোপণ, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সতত সত্যবাক্য প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে সমস্ত দানের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন তৎসমুদায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে? যে বস্তু প্রদত্ত হইলে দাতা উহা ইহলোক ও পরলোকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে আমার সমক্ষে আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রাণিগণকে অভয় প্রদান এবং কাহারও বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাহাকে সাহায্যদান ও প্রার্থনানুরূপ ধনদান করিলে ইহলোক ও পরলোকে তৎসমুদায় পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐরূপ দানই উৎকৃষ্ট দান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুবর্ণ, গো ও ভূমি দান অতিশয় প্রশস্ত; উহা পাপাত্মাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়। মহারাজ! তুমি সাধুব্যক্তিদিগকে নিরন্তর এই সমস্ত বস্তু প্রদান কর। দানধর্ম্ম প্রভাবে মনুষ্য নিষ্পাপ

হয়। যে ব্যক্তি দত্তবস্তু অক্ষয় করিতে অভিলাষী হন, তিনি যে যে বস্তু সকলের প্রিয়তর, গুণবান্ ব্যক্তিদিগকে সেই সেই বস্তু প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি প্রিয়বস্তু প্রদান ও প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে প্রতিনিয়ত প্রিয়বস্তু লাভ করে, এবং ইহ-লোক ও পরলোকে সকলের প্রীতিভাজন হয়। যদি দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে সমর্থ বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট আহারো-পযোগী বস্তু প্রার্থনা করে; আর ঐ ব্যক্তি যদি সমর্থ হইয়াও তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে সে নৃশংস বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যিনি শত্রুগণেরও প্রতি বিপদ্ কালে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তিনিই উৎকৃষ্ট পুরুষ। যে ব্যক্তি কৃতবিদ্য, জীবিকাশূন্য, অবসন্ন মনু-ষ্যকে জীবিকা প্রদর্শন করেন, তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যে সকল স্বধর্ম্ম-নিরত সচ্চরিত্র ব্যক্তি অন্নাভাবে পরিক্লিষ্ট হইয়াও যাচ্ঞা না করেন তাঁহাদিগকে অর্থাদি দান করিয়া প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা পূজনীয় ও নিত্য সন্তুষ্ট, যাঁহারা দেবতা ও মনুষ্যের নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না এবং যাঁহারা অযাচিতোপস্থিত বিত্ত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর। ঐ সকল ব্যক্তি যাহাতে কুপিত না হন, তুমি তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকিবে। তাঁহাদিগের আহারোপযোগী অর্থ আছে কি না প্রতিনিয়ত চর দ্বারা তাহার অনুসন্ধান করিবে এবং গৃহ নির্ম্মাণ, ভৃত্য নিয়োগ ও পরিচ্ছদ প্রদান প্রভৃতি সুখাবহ কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান্ হইবে। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সাধন করা হয়। যাঁহারা বেদ বিধানানুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যাঁহা-দিগের বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা লোকরঞ্জনার্থ অনুষ্ঠিত হয় না, সেই সমস্ত স্বদারনিরত পবিত্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণকে যাহা প্রদান করা যায় তাহা নিশ্চয়ই পরলোকে অনুগামী হইয়া থাকে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া যে ফল লাভ করেন, সংযত-চিত্ত ব্রাহ্মণকে অর্থাদি দান করিলে সেই-রূপই ফল লাভ হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি শ্রদ্ধাবান্ ও দানশীল হইয়া এই সুবিস্তীর্ণ দানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সমর্পণ, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের পূজা করিলে দেবতাদির ঋণ-জাল হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা কদাচ কুপিত ও তৃণ-গ্রহণেও লুব্ধ হন না এবং যাঁহারা সতত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহারাই আমা-দিগের পরম পূজনীয়। যাঁহারা নিস্পৃহতা-নিবন্ধন দাতাকে সমাদর করেন না, তাঁহা-দিগকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি সেই সকল মহাত্মাকে নমস্কার ও তাঁহাদিগের হইতে অভয় প্রার্থনা করি। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি তেজঃ প্রদ-

র্শন করিলে তাহা কোন ফলোপধায়ক হয় না। অতএব তুমি আপনাকে ধনবান্ রাজা ও মহাবল পরাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া কদাচ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়াদি উপভোগ করিও না। তোমার বল ও গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত যে সমস্ত অর্থ আছে, তুমি স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমুদায় ধন-দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সৎকার কর। তাঁহারা যেন পুত্রের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে তোমাকে আশ্রয় করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। নিত্যপ্রসন্ন, অল্পলাভ-সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ-গণের বৃত্তিবিধান করিতে তোমাভিন্ন আর কেহই সমর্থ নহে। যেমন স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম ও পতিই পরমগতি, সেইরূপ ব্রাহ্মণসেবাই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণই পরম গতি। যদি ব্রাহ্ম-ণেরা ক্ষত্রিয়দিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ও তাহাদিগের কর্ত্তৃক অসৎকৃত হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের বেদ ও যজ্ঞশূন্য এবং উৎকৃষ্ট লোকলাভে বঞ্চিত হইয়া জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি? ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে যেরূপ ব্যব-হার করিতেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করি-তেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়দিগের ও শূদ্রগণ বৈশ্যদিগের সেবা করিত। শূদ্রগণ তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণগণকে স্পর্শ করিয়া সেবা করিতে সমর্থ হইত না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া সেবা করিত। এক্ষণে তুমি সেই সমস্ত সত্যশীল, মৃদুস্বভাব, সত্যধর্ম্মপরায়ণ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর, সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে নিরন্তর সেবা কর। ক্ষত্রিয়গণের তেজ ও তপস্যা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অচিরাৎ পরাভূত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমার পিতা, পিতামহ ও স্বীয় জীবনও প্রিয়তর নহে। এই জীব-লোকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা তোমার প্রতিই সমধিক প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া থাকি; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমা অপেক্ষাও আমার প্রীতি-ভাজন। ধর্ম্মরাজ! আমি যাহা কহিলাম ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ করিও না; ইহা সত্যবাক্যই প্রয়োগ করিতেছি। এই সত্য প্রভাবেই, মহারাজ শান্তনু যে সমস্ত লোকে গমন করিয়াছেন, আমি সেই সেই লোকে গমন করিব। আমি এই বিপ্রভক্তি প্রভাবে সাধুদিগের গন্তব্য লোক সমুদায় নিত্য-কালের নিমিত্ত লাভ করিব, সন্দেহ নাই। ঐ সমুদায় লোক এক্ষণে আমার জ্ঞানচক্ষু-প্রভাবে প্রত্যক্ষ হইতেছে। উহা প্রত্যক্ষ হওয়াতেই আমি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছি, তদ্দ্বারা আমার যার পর নাই সন্তোষ জন্মিতেছে।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! তুল্যরূপ আচার, কুল ও বিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে যদি একজন যাচক ও একজন অযা-চক হন, তাহা হইলে উঁহাদের কাহাকে দান করিলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান করিলেই মহৎফল লাভ হইতে পারে। যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যে, অযাচক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ নাই। রক্ষা ক্ষত্রিয়ের ও অযাচ্ঞা ব্রাহ্মণের ধৈর্য্যস্বরূপ। ধৈর্য্যশালী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া দেবগণকে প্রীত করিতে পারেন। যাচক ব্রাহ্মণগণ দস্যুদিগের ন্যায় লোকদিগকে বিপদ্গ্রস্ত করে, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা যাচ্ঞাকে চৌর্য্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাচকেরা মৃতকল্প বলিয়া অভিহিত হয়। দান শীল মহাত্মাদিগকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না; প্রত্যুত তাঁহারা আপনার ও অন্যের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিয়া থাকেন। মানবগণ দয়ার অধীন হইয়া যাচক ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করেন বটে; কিন্তু যে সমুদায় ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুঃখী হইয়াও কাহার নিকট প্রার্থনা না করেন, তাঁহাদিগকে দান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি তোমার রাজ্য-মধ্যে অযাচক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাদিগকে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় জ্ঞান করিবে। ঐ তপোবলসম্পন্ন মহাত্মারা পৃথিবীকেও অনায়াসে দগ্ধ করিতে পারেন; অতএব তাঁহাদিগের সৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সতত জ্ঞান, বিজ্ঞান, তপস্যা ও যোগবল সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং অযাচক মহাত্মাদিগের সম্মুখীন হইয়া তাঁহা-দিগকে ধনদান করিবে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে যে ফল লাভ হয়, বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা বেদবিধানা-নুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং যে সমুদায় ব্রাহ্মণ প্রশংসা-লাভের নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান না করেন, তুমি গৃহনির্ম্মান, ভৃত্য নিয়োগ এবং বিবিধ পরি-চ্ছদ ও ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়া তাঁহা-দিগকে পরিতুষ্ট করিবে। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্ম সাধন করা হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণের পুত্রকলত্রাদি সুবৃষ্টিপ্রতীক্ষানিরত কৃষি-জীবির ন্যায় ভোজ্য বস্তুর প্রতীক্ষা করে, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া ভোজ্যবস্তু প্রদান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম-চারী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যাঁহার গৃহে ভোজন করেন, ভগবান্ অগ্নি তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি মধ্যাহ্নসময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে গো, হিরণ্য ও বস্ত্র প্রদান করেন, দেবরাজ তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি অপরাহ্নে অন্নাদি দানদ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তিনি বিশ্বদেবগণের প্রীতিলাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি সর্ব্বভূতে অহিংসা, পোষ্যবর্গের পোষণ, জিতেন্দ্রিয়তা, ত্যাগ, ধৈর্য্য ও সত্যগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক অবভৃথ স্নানের ফললাভ কর। এই সমুদায় অপেক্ষা সদক্ষিণ উৎ-

কৃষ্ট যজ্ঞ আর কিছুই নাই; অতএব তুমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, সতত এই সমুদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কি ইহলোকে মহাফল লাভ করা যায়, না পরলোকে ঐ কার্য্য দ্বয়ের ফল লব্ধ হইয়া থাকে? ঐ দুইটি কার্য্যের মধ্যে কোন্‌টীর ফল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট; দানের পাত্র কিরূপ; কিপ্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়? আর কোন্ সময় দান ও যজ্ঞের প্রশস্ত সময়? এবং যে ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দান করে ও যে ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া দান করে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে পারে? আপনি এই সমুদায় বিষয় অকপটে কীর্ত্তন করুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয়জাতি নিরন্তর হিংসাজনক কার্য্যেই লিপ্ত থাকে; সুতরাং দান ও যজ্ঞ ব্যতিরেকে আর কোন কার্য্যই উহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদনে সমর্থ হয় না। সাধু ব্যক্তিরা হিংসাদি পাপাচারনিরত ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ করিতে প্রায়ই পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন; অতএব প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সাধুব্যক্তিদিগকে দান করা তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যদি সাধুলোকেরা যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত দান করিবেন। ইহা অপেক্ষা ক্ষত্রিয় জাতির পবিত্রতা সম্পাদন আর কিছুই নাই। যাঁহারা বেদজ্ঞ, সচ্চরিত্র, তপোনুষ্ঠানপরায়ণ ও সকল প্রাণীর হিতানুষ্ঠাননিরত সেই সমস্ত ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র। যদি সেই সকল ব্রাহ্মণেরা তোমার অর্থ প্রতিগ্রহ না করেন, তাহা হইলে তোমার পুণ্যসঞ্চয় হইবে না; অতএব তুমি পুণ্যসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া নানাবিধ ভোজ্য ও অর্থাদি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান কর। যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণেরা দাতার নিকট ধন গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব যদি তুমি তাদৃশ ব্রাহ্মণকে ধনদান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য ফলের অংশভোগী হইবে। যাঁহারা পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে ভরণপোষণ করেন, তাঁহাদের অচিরাৎ অসংখ্য পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমস্ত সাধুলোক উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সমুদায় পরিবর্দ্ধিত করেন এবং যাঁহারা সতত পরোপকার নিরত হন, সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও তাঁহাদিগের ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, অতএব ব্রাহ্মণগণকে ধেনু, বৃষ, অন্ন, ছত্র, বস্ত্র, উপানৎ, অশ্বযুক্ত যান, গৃহ ও শয্যা প্রদান কর। যাজ্ঞিকদিগকে ঘৃতাদি যজ্ঞোপকরণ প্রদান করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কোন অংশেই

নিন্দনীয় নহেন এবং পরিবার বর্গের ভরণ-পোষণে নিতান্ত অসমর্থ, রাজসূয় ও অশ্ব-মেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক গোপনে হউক বা প্রকাশ্যেই হউক, তাঁহাদিগকে প্রতি-পালন করা নিতান্ত উচিত। তুমি এই প্রকার কার্য্য দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারিলে অবশ্যই স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে। দানাদি দ্বারা তোমার ধন-ক্ষয় হইলে যদি তুমি পুনরায় ধন সঞ্চয় করিয়া রাজ্যপালন করিতে পার, তাহা হইলে পরজন্মে তোমার নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব ও প্রচুর ধনলাভ হইবে। তুমি সতত সাব-ধান হইয়া আপনার ও অন্যের বৃত্তি রক্ষা কর। সুতনির্ব্বিশেষে ভৃত্য ও প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণ-গণের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ অর্থ আহরণ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কর। তোমার জীবিত-কাল যেন তাঁহাদিগের কার্য্য সংসাধন করিয়াই অতিবাহিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রচুর অর্থ অনর্থের মূল। উহার প্রভাবে উঁহা-দিগের অহঙ্কার ও মোহ উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণগণ মোহে অভি-ভূত হইলে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলে, প্রাণিগণ ক্ষণ-কালও জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

যে রাজা একবার রাজ্য হইতে ধন আহরণ পূর্ব্বক কোষাগারে সংস্থাপন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ পুনরায় প্রজাপীড়ন দ্বারা অর্থসঞ্চয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার যজ্ঞ প্রশংসনীয় নহে। সমৃদ্ধিশালী প্রজারা নিপীড়িত না হইয়া অনুরাগের সহিত যে ধন দান করে, সেই ধন দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করাই রাজার কর্ত্তব্য। প্রজাপীড়ন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কদাপি বিধেয় নহে। যখন রাজা প্রজারঞ্জন দ্বারা তাহাদের যথো-চিত অনুরাগভাজন হইবেন সেই সময়েই প্রভূত দক্ষিণাদান-সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার উচিত। রাজা বৃদ্ধ, বালক, অন্ধ ও দীনের ধন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। প্রজারা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন যদি কূপাদি হইতে জল সেচন দ্বারা ধান্যাদি উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই ধ্যানাদি হইতে কর গ্রহণ করা রাজার ন্যায়ানুগত কার্য্য নহে। যে স্ত্রীলোক রাজকর প্রদানে নিতান্ত কাতর, রাজা তাহার নিকট কদাচ কর গ্রহণ করিবেন না। দীন জনের অত্যল্প-মাত্র ধন হইতে কর গ্রহণ করিলে রাজার রাজ্য ও রাজশ্রী অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। সাধুদিগকে নিরন্তর ভোগ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুধা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজার রাজ্যে বালকেরা সস্পৃহ লোচনে সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু তৃপ্তি পূর্ব্বক উহা আহার করিতে পায় না, সেই রাজাকে যার পর নাই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যদি তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হন, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যার পাপ জন্মিবে। মহারাজ শিবি কহিয়াছেন যে, যে রাজার অধিকার মধ্যে প্রজাগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্ম-ণেরা আহারাভাবে অশেষবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, সে রাজার জীবনে ধিক্। যে

রাজার রাজ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় একান্ত কাতর হন সেই রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন ও প্রতিপক্ষ ভূপালগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, সন্দেহ নাই। যে রাজার রাজ্যে দুরাত্মারা রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে তাহার পতিপুত্ত্রগণের সমক্ষেই বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যায় সেই রাজা জীবন্মৃত। যে রাজা প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে একান্ত অসমর্থ; যিনি কেবল প্রজাপীড়ন পূর্ব্বক অর্থ অপহরণ করেন এবং যাঁহার সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রী নাই, প্রজারা সমবেত হইয়া সেই ধর্ম্মসংহারক নির্দ্দয় রাজকুলাঙ্গারকে বিনাশ করিবে। যে রাজা রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, উন্মাদ রোগাক্রান্ত কুক্কুরের ন্যায় তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সংহার করা কর্ত্তব্য। প্রজারা ভূপতি কর্ত্তৃক যথানিয়মে প্রতিপালিত না হইয়া যে পাপ সঞ্চয় করে রাজাকে সেই পাপের চতুর্থ ভাগ গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ কহেন প্রজারক্ষণ-পরাঙ্মুখ ভূপতিকে প্রজাদিগের পাপের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে হয় এবং কেহ কেহ কহেন অপালক রাজা প্রজাদের পাপের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করেন; কিন্তু ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণেতা মহাত্মা মনুর মতে প্রজাদের পাপের চতুর্থাংশ অপালক রাজাতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত মতই আমাদিগের অনুমোদিত। আর প্রজারা যথানিয়মে প্রতিপালিত হইয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করে সেই পুণ্যেরও চতুর্থাংশ রাজা অধিকার করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! যেমন প্রজারা পর্জ্জন্যের, পক্ষিগণ বৃক্ষের, যক্ষেরা কুবেরের ও দেবগণ দেবরাজের আশ্রয়ে কালযাপন করেন, সেইরূপ তোমার প্রজা, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করুন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূপতিদিগের যে বিবিধ দানের নিয়ম আছে, তন্মধ্যে কোন্ দান শ্রেষ্ঠ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভূমিদান সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভূমি অক্ষয় ও অচল; ভূমি কামপ্রসবিনী ধেনুর ন্যায় লোকের দায় কামনা পূর্ণ করিতে পারে। ভূমি হইতে বস্ত্র, রত্ন, পশু এবং ধান্য ও যব প্রভৃতি শস্য সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ইহলোকে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। ভূমিদাতা বহুকাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে ভূমিদান করেন, তাঁহারাই পর-জন্মে ভূমিভোগ করিতে পারেন, কারণ ইহলোকে হউক বা পরলোকে হউক, মনুষ্য মাত্রেই স্ব স্ব কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। মহাদেবী ধরিত্রী ভূমিদাতাকে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি ইহজন্মে ভূমি দক্ষিণা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে পৃথিবীর অধীশ্বর হন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ইহজন্মে যেরূপ দান করেন, তিনি পরজন্মে তদনুরূপ ফলভোগ

করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা সম্মুখযুদ্ধে দেহত্যাগ ও পৃথিবী দানকেই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ব্রহ্মঘ্ন মিথ্যাবাদী পাপাত্মাও যদি ভূমিদান করে, তাহা হইলে ঐ ভূমি তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিয়া তাহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। সাধুব্যক্তিরা পাপাত্মা রাজাদিগের নিকট সুবর্ণাদি গ্রহণ করিলে পাপভাগী হন; কিন্তু ভূমি গ্রহণ করিলে তাঁহাদের কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী ভূমিদাতা ও ভূমিগৃহীতা উভয়েরই প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন বলিয়া উঁহার প্রিয়দত্তা নাম হইয়াছে। যে রাজা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, তিনি ইহজন্মে অভিলষিত রাজ্যভোগ ও পরজন্মে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। অতএব ভূমি দান করা রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভূমি-পতি ব্যতীত অন্যের ভূমিদানের অধিকার নাই। অযোগ্য পাত্রে ভূমিদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অন্য দানের ন্যায় ভূমিদান করিয়া যে সমুদায় ভূপতি ভূমি-লাভ করিতে বাঞ্ছা করেন তাঁহাদিগের ভূমিদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা বলপূর্ব্বক সাধুদিগের ভূমি গ্রহণ করেন, তিনি পরজন্মে ভূমিলাভে বঞ্চিত হন; আর যে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি সাধুদিগকে ভূমিদান করেন তিনি ইহজন্মে ও পরজন্মে উৎকৃষ্ট ভূমি ও ফললাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা যে রাজার ভূমির প্রশংসা করেন বিপক্ষেরা কখনই তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। লোকে অর্থকৃচ্ছ্র নিবন্ধন যে কিছু পাপাচরণ করে দ্বিসহস্র একশত হস্ত পরিমিত ভূমি প্রদান করিলেই তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। অতি ঘৃণিত ও কুকর্ম্মনিরত রাজা-রাও উৎকৃষ্ট ভূমি দান করিলে পবিত্র হইতে পারে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়া-ছেন, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফললাভ হয়, সাধুদিগকে ভূমিদান করিলেও প্রায় সেই ফললাভ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফললাভ বিষয়ে সংশয় করেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট ভূমিদানের ফললাভ বিষয়ে তাঁহাদের কখনই শঙ্কা হয় না। ভূমিদান করিলে তপস্যা, যজ্ঞ, বিদ্যা, সুশীলতা, অলোভ, সত্যবাদিতা, দেবার্চ্চনা, গুরুশুশ্রূষা এবং সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র ও মণি, মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ধনদানের ফল লাভ হয়। যাঁহারা প্রভুর হিতানুষ্ঠাননিরত হইয়া সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। যেমন জননী সর্ব্বদা ক্ষীর প্রদান করিয়া স্বীয় শিশুসন্তানকে প্রতিপালন করেন, তদ্রূপ পৃথিবী সমুদায় রস প্রদান করিয়া ভূমিদাতা ভূপতিকে পালন করিয়া থাকেন। মৃত্যু, কাল, দণ্ড, তমোগুণ, সুদারুণ বহ্নি ও ভয়ঙ্কর পাপ সমুদায় ভূমিদাতাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। শান্তপ্রকৃতি হইয়া ভূমিদান করিলে দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করা হয়। কৃশ, ম্রিয়মাণ ও দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে ভূমি-

দান করিলে যজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। বৎসপ্রিয়া ধেনু যেমন ক্ষীরধারা বর্ষণ করিতে করিতে বৎসের নিকট গমন করিয়া তাহাকে দুগ্ধ প্রদান করে, তদ্রূপ পৃথিবী ভূমিদাতা ভূপতিকে উভয়লোকে বিবিধ ভোগ প্রদান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহজন্মে ব্রাহ্মণকে ফালকৃষ্ট, বীজসম্পন্ন ও ফলসমান্বিত ভূমি অথবা উৎকৃষ্ট গৃহ দান করেন, তিনি পরজন্মে সমুদায় লোকের কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। যে রাজা আহিতাগ্নি, ব্রতপরায়ণ, সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করেন, তাঁহাকে কখনই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না। চন্দ্রমাঃ যেমন দিনে দিনে বর্দ্ধিত হন, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল, প্রদত্ত ভূমিতে যতবার শস্য হয়, তত গুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই ভূমিগীতা কীর্ত্তন উপলক্ষে কহিয়া গিয়াছেন যে, ভূমি স্বয়ং কহিয়াছেন আমাকে দান ও আমাকে গ্রহণ কর। আমাকে দান করিলে পুনরায় আমাকে লাভ করিতে পারিবে। কারণ ইহলোকে যে ব্যক্তি যাহা প্রদান করে, সে পরলোকে তাহাই লাভ করিয়া থাকে। মহাত্মা জামদগ্ন্য এই ভূমিগীতা শ্রবণ করিয়া কাশ্যপকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ বেদতুল্য এই ভূমিগীতা অবগত হন, অথবা যিনি শ্রাদ্ধকালীন ইহা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। প্রবল ব্যক্তিদিগের আভিচারিক ক্রিয়া দ্বারা যে অনিষ্টাপাত হয়, ভূমিদান তাহার শান্তিকর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, তাহার দশপুরুষ পবিত্র হয়। ভূমি সমুদায় জীবের উৎপত্তির কারণ; অগ্নি ইঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। নরপতিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াই তাঁহার নিকট এই ভূমিগীতা কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ তাহা হইলে তিনি সাধুব্যক্তিদিগকে ভূমিদান করিবেন এবং তাঁহাদের ভূমিহরণ করিতে বাসনা করিবেন না। রাজার সমুদায় অর্থই ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। রাজা ধার্ম্মিক হইলেই প্রজাদিগের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয় এবং অধার্ম্মিক ও নাস্তিক হইলে তাহাদিগের সুখে কালযাপন করা দূরে থাক, দুঃখের পরিসীমা থাকে না। তাঁহার অসদাচরণে প্রজাদিগকে সতত উদ্বিগ্ন হইতে হয়। ঐরূপ ভূপতির রাজ্য কদাচ পরিবর্দ্ধিত হয় না, প্রত্যুত অচিরাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজা ধার্ম্মিক ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলে প্রজাগণ নিদ্রাদি সুখানুভব করিয়া পরম সুখে গাত্রোত্থান করে। রাজার শুভকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাগণ যাহার পর নাই সুখী ও পরিবর্দ্ধিত হয়। যে নরপতি পৃথিবী দান করেন, তিনিই কুলীন, বন্ধু, মহাপুরুষ, পুণ্যাত্মা, দাতা ও যথার্থ পরাক্রান্ত। যাঁহারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, তাঁহারা সূর্য্যের ন্যায় মহাতেজে দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন। যেমন বীজবপন করিলে তাহা হইতে শস্য সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভূমিদান করিলে সকল কামনা সফল হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বরুণ ইঁহারা সকলেই

ভূমিদাতার প্রশংসা করেন। মানবগণ ভূমি হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া আবার ভূমিতেই বিলীন হইয়া থাকে। জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীবই ভূমির বিকার। ভূমি সমুদায় জগতের পিতামাতা স্বরূপ। ভূমির তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে ইন্দ্র-বৃহস্পতি সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র ভূমিদক্ষিণ একশত যজ্ঞ সমাপনানন্তর বৃহস্পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, ভগবন্! কোন্ বস্তু দান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও কোন্ দান প্রভাবে স্বর্গে অবস্থান করিয়া অনায়াসে পরম সুখে কালযাপন করা যায় তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন দেবপুরোহিত মহাতেজস্বী বৃহস্পতি ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! সুবর্ণ, গো ও ভূমি এই সকল বস্তু দান করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিতগণের বাক্যানুসারে আমার বোধ হয়, ভূমি দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যে সকল বীর সমরাঙ্গনে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। ভূমিদাতা পূর্ব্বতন পাঁচ ও অধস্তন ছয় এই একাদশ পুরুষকে পরিত্রাণ করেন। যিনি রত্ন-সমলঙ্কৃত ভূমি প্রদান করেন, তাঁহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না; তিনি পরম সুখে স্বর্গলোকে বাস করেন। ইহজন্মে সর্ব্বগুণ-সমন্বিত অধিক পরিমাণ ভূমি প্রদান করিলে, জন্মান্তরে তাঁহার রাজাধিরাজত্ব লাভ হয়। যে রাজা সর্ব্বশস্য পরিপূর্ণ পৃথিবী দান করেন, তিনি সমুদায় পদার্থ দানের ফল লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। মধু, ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি প্রবাহিনী নদী সকল পরলোকে ভূমিদাতার তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। নরপতি ভূমিদান করিলে অনায়াসে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ফলতঃ ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যে নরপতি স্বীয় বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া সমুদায় ব্রাহ্মণসাৎ করেন, যতকাল পৃথিবী বিদ্যমান থাকে ততকাল মানবগণ তাঁহার যশঃ ঘোষণা করে। যিনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূমি প্রদান করেন, তিনি অক্ষয় স্বর্গলাভে সমর্থ হন। যে নরপতি রাজ্যসুখ অভিলাষ করেন, ভূমি দান করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মানবগণ পাপানুষ্ঠান করিয়া ভূমি দান করিলে অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হয়। একমাত্র ভূমি দান করিলেই এক কালীন সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, বন, তড়াগ, উদপান, সরোবর, স্নেহাদি বিবিধ রস, বীর্য্যবান্ ঔষধ ও পুষ্পফলসমন্বিত পাদপ সমুদায় দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করিয়া অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও ভূমিদানের তুল্য ফল লাভ করা যায় না। ভূমিদাতা ভূমি দান করিয়া তাহা প্রত্যাহরণ করিলে স্বয়ং নরকস্থ হন এবং স্বীয় দশ পুরুষকে নরকে

নিপাতিত করেন। যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে এবং যে দান করিয়া প্রত্যাহরণ করে, তাহাদিগকে মৃত্যুর নিদারুণ পাশে বদ্ধ হইতে হয়। যাঁহারা অতিথিপ্রিয়, সাগ্নিক, যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে কখনই শমনসদনে গমন করিতে হয় না। ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া প্রত্যাহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে। কারণ ঐ ক্ষেত্রহরণনিবন্ধন একান্ত অবসন্ন ব্রাহ্মণদিগের অশ্রুপাত হইলে অপহর্ত্তার তিন কুল এককালে ধ্বংস হইয়া যায়। যে ব্যক্তি রাজ্যচ্যুত নরপতিকে পুনরায় রাজ্য মধ্যে সংস্থাপিত করে, তাহার অনন্তকাল স্বর্গবাস হইয়া থাকে। ইক্ষু, যব, গোধূম, বিবিধ রত্ন, নিধিগর্ত্ত এবং গো, অশ্বাদি বিবিধ বাহনপরিপূর্ণ বাহুবলার্জ্জিত ভূমিদান করিতে পারিলে অক্ষয় লোক লাভ করিতে পারা যায়। পণ্ডিতেরা ঐ দানকে ভূমিযজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ভূমিদান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। উহা দ্বারা সাধুব্যক্তিদিগের নিকট সম্মান লাভ করা যায়। সলিলমধ্যে তৈলবিন্দু নিপতিত হইলে যেমন ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল সেই দত্ত ভূমিতে যতবার শস্য সমুৎপন্ন হয় ততই বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। ভূমিদাতা মহাবলপরাক্রান্ত সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকগত নরপতিগণের ন্যায় দিব্য মাল্য বিভূষিত নৃত্যগীত বিশারদ অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক উপাসিত এবং দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। ভূমিদান করিলে জন্মান্তরে সিংহাসন, শ্বেত ছত্র, শঙ্খ, উৎকৃষ্ট অশ্বাদি বাহন, পুষ্প, ধান্য, কুশ, বালতৃণ ও সুবর্ণরাশি লাভ হয়। ভূমিদাতার আজ্ঞা কেহই অগ্রাহ্য করে না এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি হইতে থাকে। ফলত ভূমিদানের তুল্য দান, মাতৃসদৃশ গুরু, সত্যের সমান ধর্ম্ম ও দানের সদৃশ নিধি আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ ইন্দ্র অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির নিকট এইরূপ ভূমিদানের ফল শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধনরত্ন পরিপূর্ণ এই বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধকালে এই ভূমিদানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে রাক্ষস বা অসুরগণ কখনই ঐ শ্রাদ্ধের বিঘ্ন করিতে পারে না এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে ঐ শ্রাদ্ধে যাহা প্রদত্ত হয়, তৎসমুদায়ই অক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব শ্রাদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণগণ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের নিকট ভূমিদান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভূমিদানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয় তাহা কীর্ত্তন কর।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দানশীল নরপতি গুণবান্ ব্রাহ্মণগণকে কি কি বস্তু প্রদান করিবেন? কিরূপ দান দ্বারা ব্রাহ্মণেরা আশু পরিতুষ্ট হন এবং কিরূপ দানই বা ইহলোক ও পরলোকে ফলপ্রদ হয়? এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি আমার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ আমার নিকট এই বিষয়ে যে যে কথা কহিয়াছিলেন আমি তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবতা ও ঋষিগণ অন্নেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। লোকযাত্রা ও যজ্ঞ অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অন্নদানের তুল্য দান আর কিছুই নাই। এই নিমিত্ত মানবগণ বিশেষরূপে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। অন্ন অধিক তেজস্কর। অন্ন বিনা কেহই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। অন্নই সমুদায় বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। গৃহস্থ, ভিক্ষুক ও তাপসগণ অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব অন্নকেই প্রাণের উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন তিনি পরিবারকে কষ্ট প্রদান করিয়াও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিবেন। যে ব্যক্তি লক্ষণযুক্ত যাচক ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করেন তিনি আপনার পরলোকহিতকর পরম নিধি স্থাপন করিয়া রাখেন। পথশ্রান্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করা মঙ্গলাভিলাষী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সুশীল ও মৎসরশূন্য হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্নদান করেন তিনি উভয় লোকেই পরম সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। গৃহাগত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। চণ্ডাল বা কুক্কুরকে অন্নদান করিলেও তাহা নিষ্ফল হয় না। যে মহাত্মা অকাতরে অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিশ্রান্ত পথিকদিগকে অন্নদান করেন তাঁহার পরম ধর্ম্ম লাভ হয়; যে ব্যক্তি অন্ন দ্বারা দেবতা, পিতৃলোক, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে পরিতৃপ্ত করেন তিনি উৎকৃষ্ট পুণ্যফল লাভে সমর্থ হন সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর পাপকর্ম্ম করিয়া যাচক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে তাহার সেই পাপ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিলে অক্ষয় ফল ও শূদ্রকে অন্নদান করিলে মহাফল লাভ হয়; ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে অন্নদান করিবার এইরূপ বিশেষ ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিলে তাঁহার দেশ, গোত্র, বেদ, শাখা ও বেদাধ্যয়নের বিষয় কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহাকে অন্নদান করা কর্ত্তব্য। যে রাজা ইহলোকে অন্ন দান করেন পরলোকে তাঁহার সেই অন্ন সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া থাকে, সন্দেহ

নাই। পিতৃগণ সুবৃষ্টিপ্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবির ন্যায় স্বীয় স্বীয় পুত্র ও পৌত্র হইতে সতত অন্নলাভের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ স্বয়ং অন্ন প্রার্থনা করিলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্নদান করেন তিনি ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করুন বা না করুন, অবশ্যই তাঁহার পুণ্য লাভ হয়। অতিথি ব্রাহ্মণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ যাঁহার গৃহে সর্ব্বদা অতিথিভাবে সমুপস্থিত হইয়া সৎকার লাভ পূর্ব্বক প্রতিগমন করেন, তিনি ইহজন্মে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সুখে কালহরণ করেন এবং পরজন্মে মহাভোগযুক্ত উত্তম কুলে উৎপন্ন হন। অন্নদাতার পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ হয়। মিষ্টান্নদাতা অনন্তকাল স্বর্গে সৎকৃত হইয়া বাস করিতে পারেন। অন্ন সমুদায় লোকের প্রাণস্বরূপ। সমুদায় বস্তুই অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান করেন, তিনি পশুশালী, ধনধান্য সম্পন্ন, পুত্রবান্, বলবান্ ও রূপবান্ হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন। অন্নদাতাকে প্রাণদাতা ও সর্ব্বদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি অতিথি ব্রাহ্মণকে যথাবিধি অন্নদান করেন, তিনি ইহলোকে পরম সুখ ও পরলোকে দেবগণের নিকট সমাদর লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ উর্ব্বরা ভূমি স্বরূপ; যে ব্যক্তি ঐরূপ ভূমিতে ধর্ম্মরূপ বীজ বপন করেন, তিনি অনায়াসে পুণ্যরূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হন। অন্নদান দাতা ও ভোক্তা উভয়েরই প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে, সুতরাং অন্নদান দ্বারা যেমন প্রত্যক্ষফল লাভ করা যায়, অন্য কোন দানেই সেরূপ ফল লাভ করা যায় না। অন্ন হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অন্নই রতি, ধর্ম্ম ও অর্থের উৎপাদক এবং রোগনাশের মূল। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নকে অমৃত স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশ সমুদায়ই অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্নের নাশ হইলে শরীরস্থ পঞ্চভূত বিনষ্ট হইয়া যায়। অন্নের অভাবে বলবান্দিগের বলের হানি হয়। অন্ন ব্যতীত আহার বিহার ও যজ্ঞ প্রভৃতি কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ন না থাকিলে বেদপর্য্যন্ত বিলীন হইয়া যায়। ত্রিলোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি সমুদায় পদার্থই অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব অন্নদান পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অন্নদান করেন, তাঁহার বল, তেজঃ, যশঃ ও কীর্ত্তির পরিসীমা থাকে না।

ভগবান্ সূর্য্য স্বীয় কিরণজাল দ্বারা ভূমির রস গ্রহণ করেন। ঐ রস সমুদায় মেঘরূপে পরিণত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র বায়ু দ্বারা সেই মেঘ সমুদায়কে সঞ্চালিত করিয়া পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করেন। মেঘ হইতে বারিধারা নিপাতিত হইলে বসুমতী স্নিগ্ধ হন এবং পৃথিবী স্নিগ্ধ হইলেই তাহাতে জগতের জীবনোপায় স্বরূপ শস্যাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শস্য হইতে মাংস, মেদ, অস্থি ও শুক্র সমুদ্ভূত হয় এবং শুক্র হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরস্থ

অগ্নি ও চন্দ্র শুক্রের সৃষ্টি ও পোষণ করেন। এইরূপে অন্ন দ্বারা শুক্র উৎপন্ন হইয়া শরীরস্থ সূর্য্য ও পবনের সহিত একত্র মিলিত হইয়া জন্তুগণের সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি গৃহাগত অতিথিকে অন্নদান করেন, তিনি তেজ ও প্রাণদানের ফলভোগ করিতে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি দেবর্ষি নারদের মুখে এইরূপ অন্নদানের ফল শ্রবণ করিয়া অবধি এতাবৎকাল বিধিপূর্ব্বক অন্নদান করিয়াছিলাম; অতএব এক্ষণে তুমিও অসূয়াবিহীন হইয়া অকাতরে অন্নদান কর। বিধিপূর্ব্বক সুব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করিলে নিঃসন্দেহই তোমার স্বর্গ লাভ হইবে। যে মহাত্মারা ইহলোকে অন্নদান করেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গারূঢ় হইয়া তারামণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, নানাস্তম্ভসমন্বিত, চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কিঙ্কিণীজালজড়িত, বালার্ক সদৃশ বিবিধ অচল ও সচল গৃহ, বৈদূর্য্য ও সূর্য্য-কান্তমণির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সুবর্ণ ও রজত-ময় অসংখ্য জলগৃহ, সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ বৃক্ষ সমুদায় সহস্র সহস্র বাপী, সভা, কূপ, দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, পর্ব্বতাকার ভক্ষ্য, ভোজ্য, বস্ত্র, আভরণ, ক্ষীরনদী, অন্নপর্ব্বত, পাণ্ডু ও তাম্রবর্ণ প্রাসাদ সমুদায় এবং কন-কের ন্যায় সমুজ্জ্বল বিবিধ শয্যা লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি যত্ন পূর্ব্বক অন্নদান কর। ইহলোকে অন্ন দান করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার মুখে অন্নদানের ফল শ্রবণ করি-লাম এক্ষণে কোন্ নক্ষত্রে কোন্ বস্তু দান করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে নারদদেবকীসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবকী দেবরূপী নারদকে দ্বারকায় সমাগত দেখিয়া, এক্ষণে তুমি আমাকে যেরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন নারদ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! কৃত্তিকা নক্ষত্রে ঘৃত পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন করিলে উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। রোহিণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণের আনৃণ্য লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মৃগমাংস, অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ ও বিবিধ পানীয় প্রদান করিবে। মৃগশিরা নক্ষত্রে সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে সুরলোক লাভ হয়। আর্দ্রানক্ষত্রে উপবাস করিয়া তিল মিশ্রিত কৃষর প্রদান করিলে দেহান্তে অতি দুর্গম ক্ষুরধার পর্ব্বত অনা-য়াসে অতিক্রম করা যায়। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে পিষ্টক ও অন্ন প্রদান করিলে মনুষ্য পর-জন্মে রূপসম্পন্ন ও যশস্বী হইয়া সুসমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। পুষ্যা নক্ষত্রে সুবর্ণ দান করিলে চন্দ্রের ন্যায় ভাস্কর লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। অশ্লেষা নক্ষত্রে রজত ও বৃষদান

করিলে সকল ভয় হইতে মুক্তি লাভ ও ঐশ্বর্য্য অধিকার করা যায়। মঘা নক্ষত্রে তিলপূর্ণ শরাব প্রদান করিলে ইহলোকে পুত্র ও পশু এবং পরলোকে অসীম সুখ-লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ফাণিতপ্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্যপ্রদান করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়। উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে ঘৃত ও ক্ষীরের সহিত ষষ্টিক ধান্যের তণ্ডুল প্রদান করিলে দেবলোকে সমাদর লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, এই নক্ষত্রে যে কোন বস্তু প্রদান করা যায় তাহাই অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে। হস্তা নক্ষত্রে উপবাস করিয়া হস্তী ও রথ প্রদান করিলে পবিত্র অভীষ্ট ফলপ্রদ লোক সকল লাভ হয়। চিত্রানক্ষত্রে বৃষ ও গন্ধদ্রব্য দান করিলে অপ্সরাদিগের সহিত নন্দন কাননে বিহার করিতে পারা যায়। স্বাতিনক্ষত্রে আপনার প্রিয়বস্তু প্রদান করিলে ইহলোকে খ্যাতি প্রতিপত্তি ও পরলোকে শুভলোক সমুদায় লাভ হয়। বিশাখা নক্ষত্রে বৃষ দুগ্ধ-বতী ধেনু এবং ধান্য বস্ত্র ও বৃষের সহিত শকট প্রদান করিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন এবং দেহান্তে দুর্গম নরক সমু-দায় অতিক্রম পূর্ব্বক অক্ষয় ফল এবং সুর-লোক লাভ করিতে পারা যায়। অনুরাধা নক্ষত্রে উপবাস করিয়া উত্তরীয়, পরিধেয় ও অন্ন প্রদান করিলে শতযুগ দেবলোকে বাস করা যায়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে মূলের সহিত কালশাক প্রদান করিলে ইহ-লোকে অভীষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে। মূলা নক্ষত্রে সমাহিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ফলমূল প্রদান করিলে পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন ও অভিলষিত গতি লাভে সমর্থ হওয়া যায়। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উপবাস করিয়া কুলীন সচ্চরিত্র বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণকে দধিপাত্র প্রদান করিলে, মনুষ্য দেহান্তে বহুগোধনসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ঘৃত ও ফাণিতের সহিত উদককুম্ভ ও শক্তু প্রদান করিলে অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। অভিজিৎ নক্ষত্রে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মনীষী ব্রাহ্মণগণকে মধু ঘৃতসংযুক্ত দুগ্ধ প্রদান করিলে দেবলোকে পূজিত হওয়া যায়। শ্রবণা নক্ষত্রে বস্ত্রান্তরিত কম্বল প্রদান করিলে শ্বেতবর্ণ যানে আরোহণ করিয়া প্রকাশ্য লোকে গমন করিতে পারা যায়। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সমাহিত হইয়া গোসংযুক্ত যান, বস্ত্র ও ধন প্রদান করিলে জন্মান্তরে রাজ্য লাভ হয়। শতভিষা নক্ষত্রে অগুরু চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সমুদায় দান করিলে দেহান্তে অপ্সরাদিগের সহিত একত্র বাস ও দিব্য গন্ধ সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-ভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাজমাষ প্রদান করিলে মনুষ্য দেহান্তে সুখী ও সর্ব্বভক্ষ্যসম্পন্ন হয়। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে যিনি ব্রাহ্মণকে মেষ-মাংস প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকের তৃপ্তিসম্পাদনে ও দেহান্তে অনন্ত ফল লাভে সমর্থ হন। যিনি রেবতী নক্ষত্রে কাংস্য দোহন পাত্রের সহিত ধেনুদান করেন, তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে ঐ ধেনু পুনরায় তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সমুদায়

অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে। অশ্বিনী নক্ষত্রে অশ্বের সহিত রথ প্রদান করিলে মনুষ্য পরজন্মে তেজস্বী হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথ সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভরণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে তিলধেনু প্রদান করিলে পরলোকে প্রভূত ধেনু ও যশোলাভ করিতে পারা যায়। হে ধর্ম্মরাজ! দেবী দেবকী দেবর্ষি নারদের মুখে এইরূপে যে নক্ষত্রে যে বস্তু প্রদান করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া পুত্রবধূগণের নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ অত্রি কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, তাহার সকল বিষয়ই দান করা হয়। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কহিয়াছেন যে, সুবর্ণ দান আয়ুস্কর পবিত্রতা-সম্পাদক ও পিতৃলোকের অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মহর্ষি মনু কহিয়াছেন, সকল দান অপেক্ষা জলদানই উৎকৃষ্ট; অতএব মনুষ্য প্রযত্নসহকারে কূপ, বাপী ও তড়াগাদি খনন করাইবে। সলিলপূর্ণ কূপ খননকর্ত্তার পাপের অর্দ্ধাংশ বিলুপ্ত করিয়া থাকে। যাহার জলাশয়ে ব্রাহ্মণ, সাধু মনুষ্য ও গো সমুদায় জলপান করেন, তাহার সমুদায় বংশ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে যাঁহার জলাশয়ে সকলেই অপ্রতিসিদ্ধ হইয়া জলপান করিতে পারে তিনি কদাচই বিপদে নিপতিত হন না।

ঘৃত দ্বারা ভগবান্ বৃহস্পতি, পূষ, ভগ, অশ্বিনীতনয়দ্বয় ও বহ্নির তৃপ্তি লাভ হয়। ঘৃত উৎকৃষ্ট ঔষধ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞীয় দ্রব্য, রসের মধ্যে উৎকৃষ্ট রস এবং উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি মঙ্গল, যশ ও পুষ্টিলাভার্থী হন, তিনি ব্রাহ্মণগণকে সতত ঘৃত প্রদান করিবেন। যিনি আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত দান করেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে রূপ প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত পায়স প্রদান করেন। রাক্ষসগণ তাঁহার গৃহে কদাচ উপদ্রব করে না।

যিনি পরম শ্রদ্ধা সহকারে পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে কলস প্রদান করেন, তিনি বলবতী পিপাসায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হন না। আহারাভাবে তাঁহাকে কদাচ দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয় না এবং বিপদ্ সমুদায় তাঁহাকে কখনই আক্রমণ করে না। যিনি পাকাদি কার্য্য নির্ব্বাহ ও উত্তাপ গ্রহণার্থ ব্রাহ্মণকে কাষ্ঠ প্রদান করেন, তাঁহার সংগ্রামে জয় লাভ, সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ ও শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং ভগবান্ হুতাশন তাঁহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে ছত্র প্রদান করেন, তিনি পুত্র, সম্পদ্ ও যজ্ঞভাগ লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার কদাচ চক্ষুঃ পীড়া জন্মে না। আর যিনি গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে ব্রাহ্মণকে ছত্র দান

করেন, তাঁহার কখনই মানসিক পীড়া উপস্থিত হয় না এবং তিনি বিষয় কষ্ট হইতে অচিরাৎ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন যে, শকট দান সকল দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অতএব ব্রাহ্মণকে শকট দান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উত্তপ্ত বালুকায় ব্রাহ্মণের চরণ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে পাদুকাযুগল প্রদান করে, তাহার কি ফললাভ হয় তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি তাদৃশ উত্তাপের সময় সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণকে পাদুকা প্রদান করে, তাহার সমুদায় কণ্টক নিরাকৃত হয়; গোযুক্ত শকট দানের ফল লাভ হয়; বিপদের লেশমাত্রও থাকে না; শত্রুগণ কখনই তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে না; এবং সে অচিরাৎ অশ্বতরীযুক্ত, রৌপ্যকাঞ্চন-বিভূষিত, শুভ্র যান লাভ করে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ইতিপূর্ব্বে ভূমি দানাদির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে পুনরায় ভূমিদান, গোদান, অন্নদান এবং তিলদানের ফল বিশেষ রূপে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি তিল দানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। ভগবান্ ব্রহ্মা তিলকে পিতৃলোকের প্রধান ভোজ্য বস্তু বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিল দান করিলে পিতৃলোকের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। যে ব্যক্তি মাঘমাসে ব্রাহ্মণদিগকে তিল দান করে, তাহাকে কদাপি হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ ঘোরতর নরক সন্দর্শন করিতে হয় না। তিল দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। অকামী হইয়া তিলশ্রাদ্ধ করা কদাপি বিধেয় নহে। তিল সমুদায় মহর্ষি কাশ্যপের শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দান বিষয়ে পরম পবিত্র রূপে গণনীয় হইয়াছে। তিল পুষ্টিকর, রূপবর্দ্ধক ও পাপনাশক। অতএব সমুদায় দান অপেক্ষা তিল দানই প্রশংসনীয়। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহর্ষি আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত ও গৌতম ইঁহারা সৎপথে অবস্থান পূর্ব্বক তিল দ্বারা হোম ও তিল দান করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। যাবতীয় মহাদান অপেক্ষা তিল দান অতি উৎকৃষ্ট ও অক্ষয়। পূর্ব্বকালে হবনীয় দ্রব্য সমুদায় উৎপন্ন হইলে, মহর্ষি কুশিক গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে তিলাহুতি প্রদান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যে নিমিত্ত তিলদান প্রশংসনীয় তাহা কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর অন্যান্য দানের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা দেবগণ যজ্ঞ করিবার মানসে

ভগবান্ কমলযোনির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়াছি। আপনি চরাচর বিশ্বের অধীশ্বর; আপনার নিকট ভূমি গ্রহণ না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, তাহার কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। অতএব আপনি আমাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত ভূমি প্রদান করুন।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যে স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে আমি তোমাদিগকে পৃথিবীর সেই অংশ প্রদান করিলাম।

কমলযোনি এইরূপে ভূমি প্রদান করিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা কৃতকার্য্য হইলাম, এক্ষণে দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। আপনি অনুমতি করুন, যেন মুনিগণ সর্ব্বদাই আমাদিগের যজ্ঞভূমিতে অবস্থান করেন। দেবগণ ব্রহ্মাকে এই কথা কহিয়া কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে অগস্ত্য, কণ্ব, ভৃগু, অত্রি, বৃষাকপি ও অসিতদেবল প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহাদিগের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। অনন্তর যথাকালে ঐ যজ্ঞ সমাপন হইলে সুরগণ সেই যজ্ঞভূমির ষষ্ঠাংশ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! প্রাদেশমাত্র ভূমি প্রদান করিলেও কখন দুঃখে অবসন্ন বা বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। যিনি শীত, বায়ু ও আতপজনিত ক্লেশনাশক, সুসংস্কৃত গৃহ প্রদান করেন, তিনি পুণ্যক্ষয় হইলেও স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হন না। যাগার্থে ভূমি প্রদান করিলে, পরমসমাদরে ইন্দ্রলোকে অবস্থান করা যায়। অধ্যাপকবংশজাত জিতেন্দ্রিয় শ্রোত্রিয় যাহার গৃহে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করেন, সে অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি গোকুলের অবস্থান নিমিত্ত শীতবর্ষাজনিত ক্লেশনাশক সুদৃঢ় গৃহ প্রদান করে, তাহার সাত পুরুষ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে। ক্ষেত্র দান করিলে সম্পত্তি লাভ এবং রত্নগর্ভা ভূমি দান করিলে বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঊষর, দগ্ধ, শ্মশানপরিবেষ্টিত ও পাপাত্মাদিগের পরিভুক্ত ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা কদাপি বিধেয় নহে। পরকীয় ভূমিতে পিতৃ লোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে সেই ভূম্যধিকারীর পিতৃপুরুষগণ ঐ শ্রাদ্ধ নিষ্ফল করিয়া থাকেন। অতএব অন্ততঃ অতি অল্পমাত্র ভূমি ক্রয় করিয়াও তাহাতে পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রীত ভূমিতে পিণ্ড প্রদান করিলে ঐ পিণ্ড অক্ষয় হইয়া থাকে। বন, পর্ব্বত, নদ, নদী ও তীর্থস্থান এই সমুদায়ই অস্বামিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এই সমুদায় স্থানে পিণ্ডদান করিতে হইলে মূল্য প্রদান পূর্ব্বক স্থান ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ভূমিদানের বিশেষ ফল কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর গোদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গোসমুদায় তাপসদিগের

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত ভগবান্ মহাদেব গোসমুদায়ের সহিত একত্র তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রার্থনা করেন, গোসকল চন্দ্রের সহিত সেই ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। গোসমুদায় দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, চর্ম্ম, অস্থি, শৃঙ্গ ও লোম দ্বারা লোকের মহোপকার সাধন করে। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় উহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না। উহারা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া কার্য্যসাধন করে। গো সমুদায় ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে বলিয়া পণ্ডিতগণ ঐ উভয়কে অভিন্ন রূপে নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বকালে মহাত্মা রন্তিদেব স্বীয় যজ্ঞে গোসমুদায়কে পশু রূপে কল্পিত করিয়া ছেদন করাতে উহাদিগের চর্ম্মরসে চর্ম্মণ্বতী নদী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে উহারা আর যজ্ঞীয় পশুত্বে কল্পিত হয় না। উহারা এক্ষণে দানের বিষয় হইয়াছে। যাহারা ব্রাহ্মণগণকে গোদান করে, তাহারা বিপদ্গ্রস্ত হইলেও অনায়াসে তাহা হইতে মুক্ত হয়। সহস্র গোদান করিলে পরকালে কখনই নরকগ্রস্ত হইতে হয় না এবং সর্ব্বত্রই জয়লাভ হইয়া থাকে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দুগ্ধকে অমৃত তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব ধেনুদান করিলে অমৃত দানের ফল লাভ হয়। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ গব্যকে প্রধান হবনীয় দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব গোদান করিলে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করা হয়। বৃষভ মূর্ত্তিমান্ স্বর্গ স্বরূপ; অতএব যে ব্যক্তি সদ্গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে বৃষভ প্রদান করে, সে অনায়াসে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। গো সমুদায় প্রাণীদিগের প্রাণ স্বরূপ; অতএব গোদান করিলে প্রাণদান করা হয়। গো সমুদায় জীবগণের আশ্রয় স্বরূপ; অতএব গোদান করিলেই আশ্রয় দানের ফল লাভ হয়। নাস্তিক, পশুঘাতী ও গোজীবীকে গোদান করা কদাপি বিধেয় নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে গোদান করিলে অনন্তকাল নরক ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে কৃশা, বিবৎসা, বন্ধ্যা, রোগযুক্তা, বিকলাঙ্গী ও পরিশ্রান্তা গাভী প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। দশসহস্র গোদান করিলে অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট গোদান, তিলদান ও ভূমিদানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্নদান অতি উৎকৃষ্ট দান। অন্নদান করিয়া মহাত্মা রন্তিদেব স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। যে ভূপতি ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। অন্ন দানে যেরূপ শ্রেয়োলাভ হয়, হিরণ্য, বস্ত্র বা অন্য কোন দান দ্বারা সেরূপ শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। অন্ন অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ ও লক্ষ্মীস্বরূপ। অন্ন দ্বারা পরমায়ুঃ, তেজঃ, বল ও বীর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয়। মহাত্মা পরাশর কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাগ্র মনে সাধুদিগকে অন্নদান করেন,

তাঁহাকে কদাপি কোন প্রকার বিপদে নিপতিত হইতে হয় না। যিনি যেরূপ অন্ন ভোজন করুন না কেন, শাস্ত্রানুসারে দেবগণকে তাহা নিবেদন করিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শুক্লপক্ষে অন্নদান করে, তাহার কোন প্রকার বিপদ্ থাকে না এবং সে অনায়াসে পরলোকে অনন্ত সুখ সম্ভোগে সমর্থ হয়। যিনি স্বয়ং ভোজন না করিয়া সমাহিত চিত্তে আপনার ভক্ষ্য অন্ন অতিথিকে দান করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হন, দুর্ব্বিসহ বিপদে নিপতিত হইলেও তাহা হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট অন্নদান, তিল দান, ভূমি দান ও গোদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার নিকট ভূম্যাদি দানের ফল এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্নদানের ফল শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে জল দান ইহলোকে কিরূপ মহা ফল প্রদান করিয়া থাকে, তাহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে, অতএব আপনি উহাও কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! লোকে অন্ন দান ও জল দান করিয়া যেরূপ ফল লাভ করে, আমি তাহা শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। আমার মতে অন্নদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অন্ন প্রভাবেই লোকে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অন্ন হইতেই সকলের বল ও তেজঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নদানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেবী সাবিত্রী দেবসভায় অন্নদান বিষয়ে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তুমি তাহা সম্পূর্ণ রূপে পরিজ্ঞাত আছ। অন্নদান করিলে প্রাণ দান করা হয়। প্রাণ দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। মহর্ষি লোমশ কহিয়াছেন, পূর্ব্বকালে মহারাজ শিবি কপোতকে প্রাণ দান করিয়া যেরূপ গতি লাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিয়া মনুষ্য সেই গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সলিল হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। সলিল ব্যতিরেকে কোন বস্তুই সঞ্জাত হয় না। তারাপতি চন্দ্র, অমৃত, সুধা, স্বধা, ওষধি ও তরুগুল্মাদি সমুদায়ই জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অমৃতাদি সমুদায় পদার্থই প্রাণিগণের অন্নস্বরূপ। দেবগণের অমৃত, নাগগণের সুধা, পিতৃগণের স্বধা, পশুগণের তরুগুল্মাদি ও মনুষ্যের ধান্যাদি অন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন এই সমুদায় পদার্থই জল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তখন জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যাহার মঙ্গল লাভের বাসনা থাকে, জলদান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। জলদান করিলে যশস্বী দীর্ঘজীবী ও কৃতার্থ হইতে পারা যায়। জলদাতা অনায়াসে

শক্রদিগকে অতিক্রম ও পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে; তাহার কামনা সমুদায় সিদ্ধ ও শাশ্বত কীর্ত্তি লাভ হয় এবং পরলোকে তাহার সুখের পরিসীমাও থাকে না। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন যে, জলদাতা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি পুনর্ব্বার আমার নিকট তিল, দীপ, অন্ন ও বস্ত্রদানের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে যমব্রাহ্মণ সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যদেশে যামুনগিরির নিম্নভাগে পর্ণশালা নামে এক অতি রমণীয় প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে অসংখ্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা যমরাজ কাকের ন্যায় জঙ্ঘা ও নাসিকা সম্পন্ন, কৃষ্ণবসন, ঊর্দ্ধরোমা, লোহিতাক্ষ এক পুরুষকে কহিলেন, তুমি অবিলম্বে পর্ণশালা নামক গ্রামে গমন করিয়া অগস্ত্য গোত্রসমুদ্ভূত শান্তস্বভাব অধ্যাপক মহাত্মা শর্ম্মীকে যত্নপূর্ব্বক আনয়ন কর। আমি সেই মহাত্মার যথোচিত সৎকার করিব। তাঁহার গৃহের পার্শ্বে তাঁহার তুল্য বুদ্ধি, বিদ্যা, রূপ, গুণ, গোত্র, চরিত্র, অপত্য ও বয়ঃসম্পন্ন আর এক ব্রাহ্মণ বাস করেন, দেখিও যেন ভ্রমক্রমে শর্ম্মীর পরিবর্ত্তে তাঁহাকে আনয়ন করিও না। যমদূত মহাত্মা যমকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অচিরাৎ পর্ণশালা নগরীতে গমন পূর্ব্বক যমরাজ যাঁহাকে আনয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ভ্রমক্রমে তাঁহাকেই তাঁহার সমীপে সমানীত করিল। তখন ভগবান্ যম সেই ব্রাহ্মণকে দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া দূতকে কহিলেন, দেখ, আমি যাঁহাকে আনয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি তাঁহাকেই আনয়ন করিয়াছ; অতএব শীঘ্র ইঁহাকে ইঁহার আবাসে সংস্থাপিত করিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণকে আনয়ন কর।

ভগবান্ কৃতান্ত দূতকে এইরূপ কহিলে সেই ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এস্থান হইতে গমন করিতে আমার বাসনা নাই; যতদিন আমার কাল পূর্ণ না হয়, ততদিন আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব।

তখন ভগবান্ যম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি লোকের আয়ুঃসত্ত্বে কাহাকে কদাপি আপনার আলয়ে স্থানদান করিতে পারি না। কেবল কালপ্রভাবে ক্ষীণায়ু ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম অবধারণ ও গতিবিধান করিতেই আমার ক্ষমতা আছে। সুতরাং আপনাকে এই যমলোকে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করা আমার সাধ্য নহে; অতএব অদ্যই আপনাকে স্বীয় ভবনে গমন করিতে হইবে। এক্ষণে এই স্থানে অবস্থান ভিন্ন আপনি আমার নিকট আর যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি নিশ্চয়ই আপনার সেই প্রার্থনা পূরণ করিব। ভগবান্ কৃতান্ত এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্ম-

রাজ! আপনি ত্রিলোকের সাক্ষী স্বরূপ; অতএব মর্ত্যলোকে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্য লাভ হয়, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

যম কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকট দানবিধি যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিলদানকে পরম দান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিলদান করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। অতএব যথাশক্তি তিলদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রত্যহ তিলদান করেন, তাঁহার সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়। শ্রাদ্ধে তিলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই; অতএব তুমি বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে তিলদান করিবে। বৈশাখী পৌর্ণমাসীতে ব্রাহ্মণগণকে তিলদান, তিলভক্ষণ ও তিলস্পর্শ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা সম্পূর্ণ উন্নতিলাভের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের নিত্য জলদান ও জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহলোকে পুষ্করিণী, তড়াগ ও কূপ সমুদায় অতিশয় দুর্লভ এই নিমিত্ত ঐ সমুদায় খনন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা জলদান করিলে উৎকৃষ্ট পুণ্য লাভ করা যায়। অতএব তুমি নিয়ত জলদানের নিমিত্ত জলাশয় খনন ও ভোজনাবসানে লোককে জলদান করিবে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা যম ব্রাহ্মণকে এইরূপ কহিলে, যমদূত স্বীয় প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে তাঁহার ভবনে সংস্থাপিত করিয়া মহাত্মা শর্ম্মীকে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যমলোকে উপস্থিত হইল। তখন প্রতাপান্বিত ভগবান্ যম ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা শর্ম্মীকে অবলোকন করিবামাত্র যথোচিত পূজা ও বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া দূতদ্বারা তাঁহাকে তাঁহার আলয়ে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা শর্ম্মীও স্বীয় গৃহে উপনীত হইয়া যমের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

দীপদান করিলে পিতৃলোকের সন্তোষসাধন করা হয় বলিয়া ভগবান্ যম ঐ দানের অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিত্য দীপদান করেন, তাঁহারা পিতৃলোকে নিশ্চয়ই সদ্গতিলাভে সমর্থ হন। নিয়ত দীপদান করিলে দেবতা পিতৃলোক ও আপনার চক্ষুর তেজঃ বৃদ্ধি হয়; অতএব নিত্য দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে রত্ন দান করিলে মহাপুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দাতার নিকট হইতে প্রতিগ্রহীত রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে তাহাকে কখনই বিক্রয় ও প্রতিগ্রহজনিত দোষে লিপ্ত হইতে হয় না, ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মনু কহিয়াছেন, যদি কোন ব্রাহ্মণ দাতার নিকট ধন গ্রহণ করিয়া সুব্রাহ্মণগণকে তৎসমুদায় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার ও দাতার উভয়েরই অক্ষয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। লোকে জিতেন্দ্রিয় হইয়া বস্ত্র দান করিলে পরমসুন্দর ও সুবেশসম্পন্ন হইতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট বেদপ্রমাণানুসারে গো, সুবর্ণ ও তিলাদি দানের বিষয় বারংবার কীর্ত্তন করিলাম। ইহ-

লোকে পুত্রলাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই; অতএব দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ক্ষত্রিয়ই কেবল যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিদান এবং ব্রাহ্মণ সেই দত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কাহারই ভূমিদান করিবার অধিকার নাই। এক্ষণে ফলাভিলাষী হইয়া সমুদায় বর্ণে যাহা দান করিতে পারে এবং বেদে যাহা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! গো দান, পৃথিবী দান ও বিদ্যা দান এই ত্রিবিধ দানই তুল্য ফলপ্রদ। ঐ ত্রিবিধ পদার্থই অবশ্য দেয়। যিনি শিষ্যকে ধর্ম্মার্থযুক্ত বেদবাক্যে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহার পৃথিবী ও গো দানের তুল্য ফল লাভ হয়। গো দানও সর্ব্বাধিক প্রশংসনীয়, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। গো দানের ফল অচিরাৎ লাভ হইয়া থাকে। গাভী সমুদায় জীবগণের প্রসূতিস্বরূপ এবং নানাপ্রকার সুখের নিদান। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিদিগের নিত্য গো প্রদক্ষিণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গো শরীরে পদাঘাত এবং গোকুলের মধ্যস্থল দিয়া গমন করা কদাপি বিধেয় নহে। গাভী সকল সমুদায় মঙ্গলের আয়তন স্বরূপ। অতএব ভক্তি পূর্ব্বক উহাদিগের পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ যজ্ঞ ভূমি কর্ষণ সময়ে বলীবর্দ্দদিগকে কষাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে উহাদিগকে কষাঘাত করিলে দোষাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় না; কিন্তু কৃষি কার্য্যের নিমিত্ত উহাদিগকে প্রহার করিলেই উহা দোষাবহ হইয়া উঠে। পলায়ন ও শয়ন কালে গোকুলকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। গো সমুদায় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যদি গৃহস্বামীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সবংশে বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহাদিগের বিষ্ঠায় শ্রাদ্ধভূমি ও দেবতাস্থান সর্ব্বদা পবিত্র হইয়া থাকে, তাহাদিগের অপেক্ষা আর কি অধিকতর পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে অন্যের গাভীকে ঘাসমুষ্টি প্রদান করে, তাহার পুত্র, যশ, অর্থ ও সম্পত্তি প্রভৃতি সমুদায় অভিলষিত বস্তু লাভ হয় এবং দুঃস্বপ্ন দর্শন জন্য দোষ ও অমঙ্গল এক কালে বিনষ্ট হইয়া যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপ ধেনু দেয় ও কি প্রকার ধেনু অদেয় এবং কীদৃশ ব্যক্তি গো দানের উপযুক্ত আর কীদৃশ ব্যক্তিই বা অনুপযুক্ত তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আচারভ্রষ্ট, মিথ্যাবাদী, হব্যকব্য বিবর্জ্জিত, লুব্ধস্বভাব পাপাত্মাকে গোদান করা কদাপি বিধেয় নহে। বহুপুত্র-সম্পন্ন সাগ্নিক শ্রোত্রিয়

ব্রাহ্মণকে দশ গো দান করিলে দাতার অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। গ্রহীতা প্রতিগ্রহ লব্ধ ধন দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে ফল উৎপাদন করেন, ধনদাতা তাহার অংশভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জন্মদান, যিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ এবং যিনি জীবিকা প্রদান করেন, তাঁহারা তিন জনই পিতা বলিয়া পরিগণিত হন। গুরুশুশ্রূষা করিলে পাপ, অহঙ্কার জন্মিলে যশ, তিন পুত্র উৎপন্ন হইলে অপুত্রতা এবং দশটী গাভী থাকিলে দরিদ্রতা দোষ বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ বেদান্তনিষ্ঠ, শাস্ত্রপারদর্শী, জ্ঞানবান্, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্ট, অতিথিপ্রিয়, প্রিয়বাদী ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার সম্পন্ন এবং যিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উৎকৃষ্ট পাত্রে গো দান করিলে যেরূপ উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়; ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে আবার তাদৃশ গুরুতর পাপ জন্মিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের ধন ও পত্নী অপহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়া যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে দ্বারবতী নগরীতে যদু কুলের বালকগণ জল অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ এক মহাকূপ অবলোকন করিল। ঐ কূপ তৃণ ও লতাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল। বালকগণ কূপ দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া জললাভের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অনন্তর তাহারা মহাপ্রযত্নে সেই কূপের মুখ হইতে তৃণলতাদি অপসারিত করিয়া দেখিল উহার মধ্যে এক মহাকায় কৃকলাশ অবস্থান করিতেছে। সেই পর্ব্বতাকার কৃকলাশকে দেখিবামাত্র বালকগণ রজ্জু ও চর্ম্মপট্ট দ্বারা তাহাকে বদ্ধ করিয়া তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত যাহার পর নাই যত্ন করিল, কিন্তু কোন রূপেই তাহাকে তথা হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বাসুদেব! এক মহাকূপ মধ্যে একটা ভীষণ কৃকলাশ শূন্যপথ আবরণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে, আমরা কোন রূপে তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। বালকগণ এই কথা কহিলে বাসুদেব তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ মাত্র সেই মহাকূপের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহা হইতে সেই পর্ব্বতাকার কৃকলাশের উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাহার পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কৃকলাশ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! আমি পূর্ব্বজন্মে নৃগ নামে রাজা ছিলাম। ঐ সময় আমি সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। কৃকলাশ এই কথা কহিলে, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

মহারাজ! আপনি কখন পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল পুণ্যকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; আপনি ব্রাহ্মণগণকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য গোদান করিতেন, তবে আপনার এরূপ দুর্গতি হইল কেন?

তখন সেই কৃকলাশরূপী মহারাজ নৃগ বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে এক অগ্নিহোত্রশীল কোন কার্য্যবশত প্রবাসে গমন করিলে তাঁহার একটী ধেনু যূথভ্রষ্ট হইয়া আমার গোধন মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমার পশু রক্ষকেরা আমার সহস্র ধেনুর মধ্যে তাহাকে পরিগণিত করিয়াছিল এবং আমিও পারলৌকিক ফল লাভের নিমিত্ত সেই ধেনু এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম। কিয়দ্দিন পরে সেই বিদেশগত ব্রাহ্মণ আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় গোধন অন্বেষণ করিতে করিতে আমি যে ব্রাহ্মণকে গো দান করিয়াছিলাম, তাঁহার আলয়ে সেই ধেনু দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, এই ধেনু আমার, অতএব আমি ইহাকে লইয়া স্বীয় গৃহে গমন করিব। তখন ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ নৃগ আমাকে এই ধেনু প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং আমি কখনই তোমাকে উহা প্রদান করিব না। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন; মহারাজ! তুমি দাতা হইয়া কেন অপহর্ত্তা হইলে? তখন আমি সেই গৃহীতা ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ভগবন্! আমি আপনাকে অযুত গো দান করিতেছি, আপনি সেই ধেনু এই ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। আমি এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধচিত্তে আমাকে কহিলেন, মহারাজ! সেই সুলক্ষণসম্পন্ন দুগ্ধবতী ধেনু আমার গৃহে অবস্থিত হইয়া নিত্য সুস্বাদু ক্ষীর প্রদান পূর্ব্বক আমার স্তন্যপান-বিরহিত কৃশ পুত্রের পোষণ করিতেছে। অতএব আমি কখনই তাহাকে প্রদান করিতে পারিব না। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট হইতে আপনার আবাসে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি সেই প্রবাস হইতে আগত ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ভগবন্! আমি আপনার সেই ধেনুর পরিবর্ত্তে আপনাকে লক্ষ গোদান করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ভূপতিদিগের দান গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই, আমি অনায়াসে আপনার ভরণ পোষণ করিতে পারি। অতএব আপনি শীঘ্র আমাকে আমার সেই ধেনু প্রদান করুন। তিনি এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে অসংখ্য সুবর্ণ, রজত, অশ্ব ও রথ সমুদায় প্রদান করিতে স্বীকার করিলাম; কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত না হইয়া পরিশেষে বিষণ্ণমনে আপনার আবাসে গমন করিলেন। অনন্তর অতি অল্পদিন পরেই আমি কালধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃলোক লাভ করিয়া ধর্ম্মরাজ যমের

নিকট সমুপস্থিত হইলাম। ভগবান্ কৃতান্ত আমাকে দর্শন পূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুণ্যের ইয়ত্তা নাই; কিন্তু আপনি অজ্ঞানবশতঃ এক ব্রাহ্মণের গোধন হরণ পূর্ব্বক পাপাচরণ করিয়াছেন। ঐ ব্রাহ্মণকে তাঁহার ধেনু প্রত্যর্পণ না করাতে আপনি প্রজাদিগকে রক্ষা করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপনার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে অগ্রে পাপের বা পুণ্যের ফল ভোগ করুন। মহাত্মা যম এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার নিকট প্রথমে পাপের ও পশ্চাৎ পুণ্যের ফল ভোগ করিতে প্রার্থনা করিলাম। অগ্রে পাপের ফলভোগ করিতে প্রার্থনা করিবামাত্র আমাকে তথা হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল। তখন ভগবান্ যম উচ্চৈঃস্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সহস্র বৎসর পরে দুষ্কৃত ক্ষয় হইলে, ভগবান্ বাসুদেব আপনার উদ্ধারসাধন করিবেন। তাহা হইলেই আপনি স্বীয় কর্ম্মবলে এই সনাতন লোক লাভ করিতে পারিবেন। আমি তাঁহার এইমাত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যগ্‌যোনিগত ও অধঃশিরা হইয়া এই কূপমধ্যে নিপতিত হইলাম, কিন্তু পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদায় আমার স্মৃতিপথ হইতে বহির্ভূত হইল না। আজ আপনি কৃপা করিয়া আমার পরিত্রাণ করিলেন, এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন, আমি আপনার প্রসাদে স্বর্গে আরোহণ করি। মহারাজ নৃগ এই বলিয়া বাসুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুরধামে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ নৃগ স্বর্গারোহণ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব লোকের হিতার্থ এই বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন; অতএব ব্রহ্মস্বহরণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর দেখ, সাধুসমাগমবশত মহারাজ নৃগের নরক হইতে মুক্তিলাভ হইল; অতএব সাধুসংসর্গ কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। দান করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, অপহরণ করিলে তদ্রূপ অধর্ম্ম হইয়া থাকে; অতএব গোধন হরণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! গোদানফল শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হইতেছে না, অতএব গো দান করিলে কিরূপ ফল লাভ হয়, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে আমি উদ্দানকি-নচিকেতসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহর্ষি উদ্দানকি নদীতীরে এক নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম সমাপ্ত হইলে তিনি আপনার পুত্র নচিকেতার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি স্নাননিবিষ্টচিত্তে ও

বেদপাঠে আসক্ত হইয়া নদীতীরে কাষ্ঠ, কুশ, পুষ্প, কলস ও ভোজনদ্রব্য সমুদায় বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছি; অতএব তুমি সত্বরে তথায় গমন করিয়া তৎসমুদায় আনয়ন কর। নচিকেতা পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র অবিলম্বে নদীতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা যে সমস্ত দ্রব্য তথায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, নদী-স্রোত তৎসমুদায় প্রবাহিত করিয়াছে। তখন নচিকেতা পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি আমাকে যে সমস্ত দ্রব্য আনয়নার্থ আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় তথায় প্রাপ্ত হইলাম না। মহর্ষি উদ্দালকি একান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'তোমার অচিরাৎ যমদর্শন হউক' বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। উদ্দালকি এইরূপ বাগ্বজ্র নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার পুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই কথা বলিতে বলিতেই গতায়ু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহর্ষি উদ্দালকি পুত্রকে মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম বলিয়া দুঃখাবেশ প্রভাবে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবস ও রজনী অতিক্রান্ত হইল। নচিকেতা এতাবৎকাল গতায়ু হইয়া কুশাসনে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রভাত-সময়ে জলসেক প্রভাবে শস্য যেমন সতেজ হয়, সেইরূপ পিতার অবিরল নিপতিত বাষ্পবারি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্বপ্নাপগমানন্তর উত্থিত ব্যক্তির ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ সময় তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন ও তাঁহার গাত্র হইতে দিব্য গন্ধ নির্গত হইতেছিল। তখন মহর্ষি উদ্দালকি পুত্রকে পুনঃপ্রত্যাগত দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, বৎস! তুমি আপনার কার্য্যপ্রভাবে ত শুভলোক সমুদায় দর্শন করিয়াছ? তোমার এই দেহ মানুষ দেহ নহে। যাহা হউক এক্ষণে আমার ভাগ্যবলেই তুমি পুনর্জ্জীবিত হইলে।

মহর্ষি উদ্দালকি এই কথা কহিলে, নচিকেতা অন্যান্য মহর্ষিগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত যমসদনে সমুপস্থিত হইয়া যমের সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এক সভা নিরীক্ষণ করিলাম। আমি সেই সভা দর্শন ও তথায় প্রবেশ করিবামাত্র যম আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার উপবেশনার্থ এক আসন আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন এবং আপনার প্রতি গাঢ়তর ভক্তিনিবন্ধন আমাকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি আসনে উপবিষ্ট এবং কৃতান্তের সদস্যগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত ও পরিবৃত হইয়া মৃদুবাক্যে যমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! আমি

আপনার রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে আমি যে লোকের উপযুক্ত আমাকে তথায় প্রেরণ করুন। তখন যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার মৃত্যু হয় নাই। আপনার পিতা হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আপনাকে কহিয়াছিলেন, তোমার অবিলম্বে যমদর্শন হউক। তাঁহার সেই বাক্য নিরর্থক করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এই নিমিত্ত আমি এই স্থানে আপনাকে আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাকে অবলোকন করিলেন, অতঃপর প্রতিগমন করুন। আপনার পিতা আপনার বিরহে অতিশয় শোকাকুল হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। আপনি আমার প্রিয়তর অতিথি; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা করুন, আমি অবশ্যই তাহা সফল করিব।

কৃতান্ত আমাকে এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে আপনার অধিকারে সমুপস্থিত হইয়াছি। এ স্থানে আগমন করিলে আর কাহারও প্রতিগমন করিবার ক্ষমতা থাকে না। যাহা হউক, যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে পুণ্যোপার্জ্জিত উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রদর্শন করুন। আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে, যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র এক অশ্বসংযুক্ত প্রভাসম্পন্ন রথে আমাকে আরোপিত করিয়া পুণ্যোপার্জ্জিত লোকসমুদায়ে গমন করিলেন। আমি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পুণ্যাত্মাদিগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কিঙ্কিণীজালজড়িত, সর্ব্বরত্নসংযুক্ত বৈদূর্য্যমণি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, অনেকতলযুক্ত, নানাপ্রকার সুবর্ণ ও রজতময় গৃহ প্রস্তুত রহিয়াছে। ঐ সমুদায় গৃহের মধ্যে কতগুলি এক স্থানেই অবস্থান এবং কতগুলি কি জল, কি স্থল, উভয়ত্রই তুল্য রূপে সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ সমস্ত গৃহে বিবিধ বসন, নানাপ্রকার শয্যা, ভক্ষ্য ভোজ্যময় পর্ব্বত ও সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষ সমুদায় রহিয়াছে। আমি তথায় ঐ সমুদায় দ্রব্য এবং নদী, সভা, বাপী, দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, ক্ষীরনদী ও ঘৃতহ্রদ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়া যমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে যে সমস্ত বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছি, এই সকল কাহার ভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। যম কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা দুগ্ধাদি প্রদান করেন, এই দুগ্ধাদির হ্রদ তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। যাঁহারা গোদান করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত এই সমস্ত শোকশূন্য নিত্যলোক প্রতিষ্ঠিত আছে। হে তপোধন! সামান্যত গোদান করিলেই যে এই সমস্ত শুভলোক লাভ হয় এরূপ নহে। গোদানের বিশেষ বিধি আছে। পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদানবিধি সবিশেষ অবগত হইয়া গোদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহার আবাসে থাকিলে গোসমূহকে সূর্য্য ও অনলের উত্তাপজনিত ক্লেশ

ভোগ করিতে হয় না; যিনি স্বাধ্যায়নিরত তপস্বী ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, সেই ব্রাহ্মণই গোদানের বিশিষ্ট পাত্র। যে সমস্ত ধেনু অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট তাহাদিগকে ব্রাহ্মণসাৎ করা উচিত। তিন রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন ও সলিলমাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদান করিয়া তিন রাত্রি দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে কাংস্য দোহন পাত্রের সহিত সবৎসা অপলায়িনী ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গভোগ হয়, সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণগণকে দমিত, ভারবহ, বলবান্, যুবা, সুদীর্ঘকায়, পরের অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ বৃষ দান করিলে ধেনু দানের তুল্য ফললাভ হয়। গোসমূহ কোন অপকার করিলে যাঁহারা তদ্বিষয়ে ক্ষমাপ্রদর্শন করেন, যাঁহারা উহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে সতত সযত্ন থাকেন এবং যাঁহারা কৃতজ্ঞ, বৃত্তিহীন, বৃদ্ধ ও রোগী তাঁহাদিগকেই গোদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম ও বালকপোষণার্থ গোদান করিবে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুকার্য্যসাধন এবং পুত্র উৎপন্ন হইলে তাহার কল্যাণার্থ ও শুভসম্পাদনের নিমিত্ত গোদান করা উচিত। দুগ্ধবতী, ধনক্রীত, বিদ্যালব্ধ, মেষাদি প্রাণীবিনিময়ে ক্রীত, পণলব্ধ ও যৌতুকপ্রাপ্ত গোসমুদায়ই দানবিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

যমরাজ এইরূপে ধেনুদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে আমি পুনরায় তাঁহাকে কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য গোধনের অভাবে কি বস্তু দান করিয়া গোদানের ফল লাভ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। তখন যম কহিলেন, ভগবন্! ধেনুর অভাবে ধেনুর প্রতিরূপ দান করিলে গোদানের ফললাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য গোপ্রদান না করিয়াও গোপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। যিনি ধেনুর অভাবে ঘৃতধেনু প্রদান করেন, পরলোকে ঐ ঘৃতধেনু সবৎসা ধেনু যেমন দুগ্ধ ক্ষরণ করে, সেইরূপ দাতার নিমিত্ত অমৃত ক্ষরণ করে। ঘৃতের অভাবে যিনি তিল ধেনু প্রদান করেন, তিনি সেই পুণ্যপ্রভাবে ইহকালে বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন এবং পরকালে ক্ষীরনদী উপভোগ করিতে থাকেন। তিলের অভাবে যিনি জলধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে অভীষ্ট ফল-প্রসবিনী সুশীতল স্রোতস্বতী উপভোগ করিতে সমর্থ হন।

হে পিতঃ! ধর্ম্মরাজ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এইরূপে পবিত্রলোক প্রদর্শন করাতে, আমি যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। আমি যমরাজের অনুগ্রহে ধেনুদানরূপ মহাযজ্ঞের ফল অবগত হইয়াছি, অতঃপর ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উহার ফল ভোগ করিব। আপনি আমাকে শাপপ্রদান করাতে আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। আপনি অভিসম্পাত না করিলে আমি কখনই যমকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতাম না। এক্ষণে

আমি স্বচক্ষে দানফল প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি, অতঃপর অসন্দিগ্ধরূপে দানধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব। ধর্ম্মরাজ প্রফুল্ল মনে আমাকে পুনঃপুন এই কথা কহিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের সতত অভীষ্ট বস্তু দান বিশেষত গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই দানধর্ম্ম অতিশয় পবিত্র, আপনি ইহাতে কদাচ অনাদর প্রদর্শন করিবেন না। গোদানের ফললাভে কিছুমাত্র সংশয়াপন্ন না হইয়া প্রতিনিয়ত সৎপাত্রে গোদান করিতে যত্নবান্ হউন। দানধর্ম্মনিরত প্রশান্তস্বভাব মহাত্মারা পূর্ব্বে ফললাভবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দিহান না হইয়া সাধ্যানুসারে গোদান করিয়াছিলেন। পবিত্রাত্মা শ্রদ্ধাশীল মনুষ্যেরা মৎসরশূন্য হইয়া যথাকালে শক্ত্যনুসারে গোদান পূর্ব্বক এই সমস্ত লোক লাভ করিয়া সুরলোকে বিরাজিত রহিয়াছেন। পাত্রকে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া গোষ্ঠাষ্টমীতে ন্যায়োপার্জ্জিত গোধন প্রদান করিবে। গোদান করিয়া দশ দিবস দুগ্ধ ও গোমূত্র পান এবং গোময় ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। বৃষপ্রদান করিলে দেবব্রতের ফল লাভ, দুইটী গোদান করিলে বেদলাভ, গোযুক্ত শকটাদি দান করিলে তীর্থফল প্রাপ্তি ও কপিলা প্রদান করিলে সমুদায় পাপ নাশ হয়। দুগ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পানীয় আর কিছুই নাই, এই কারণে দুগ্ধবতী গাভী দান সুপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গোসমুদায় দুগ্ধ দান করিয়া লোক সকলকে প্রতিপালন এবং জীবলোকের অন্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গোসমুহের এই সমস্ত গুণ সবিশেষ অবগত হইয়া উহাদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন না করে, সেই পাপাত্মাকে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে সহস্র শত দশ বা পাঁচ গোদান করিবার কথা দূরে থাকুক, একটিমাত্র ধেনু দান করিলেও সেই দাতাকে ধেনু পরলোকে পুণ্যতীর্থা নদীর ন্যায় ফল প্রদান করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ধেনু লোকপুষ্টি ও লোক সংরক্ষণ নিবন্ধন সূর্য্যকিরণের অনুরূপ হইয়াছে আর সূর্য্যকিরণের নাম গো এবং ধেনুর নামও গো। বিশেষত গোদাতার বংশ সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় বিস্তীর্ণ ও অবিনশ্বর হইয়া থাকে। অতএব গোদাতা সূর্য্যের সহিত উপমিত হইতে পারেন। গোদান করিবার সময় শিষ্য গুরুকে বরণ করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়। গুরুবরণ একটি প্রধান ধর্ম্ম। ইহাই আদি বিধি; অন্যান্য বিধি সমুদায় ইহার অন্তর্গত। হে নাচিকেত! দেবতা ও মনুষ্যগণ সকলেই আপনার দান ফল লাভ হউক এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব আপনি অবিচারিত চিত্তে গোদানে প্রবৃত্ত হউন। হে তাতঃ! ধর্ম্মরাজ আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, আমি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি ক্রমে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি নাচিকেত ঋষির উপাখ্যান কীর্ত্তনচ্ছলে গোমহিমা কীর্ত্তন করিলেন। আর মহাত্মা নৃগ যে অজ্ঞানকৃত একমাত্র অপরাধ-নিবন্ধন ঘোরতর দুঃখানুভব করিয়াছিলেন এবং তিনি কৃকলাশরূপী হইয়া দ্বারকানগরে কূপমধ্যে নিপতিত হইলে, ভগবান্ কৃষ্ণ যে তাঁহার উদ্ধারের হেতু হইয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে গোদাতা যে গোলোক সমুদায়ে গমন করেন, সেই সকল লোক কিপ্রকার, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে; অতএব আপনি যথার্থ রূপে ঐ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মবাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র কমলযোনি ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! গোলোকনিবাসিগণ যে স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে স্বর্গবাসীদিগের ঐশ্বর্য্যের অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে ইহার কারণ কি? গোদাতারা যে সকল লোকে অবস্থান করেন, তৎসমুদায় কিপ্রকার? ঐ সকল স্থানে কিরূপ ফললাভ হয় ঐ সমুদায় স্থানের উৎকৃষ্ট গুণ কি? গোদাতারা ঐ সকল লোকে গমন ও কত দিন ঐ সেই গোদানের ফল ভোগ করে? বহু গোদানের ফল কিরূপ এবং অল্প গোদানের ফলই বা কিপ্রকার? গোদান না করিয়াও কি রূপে গোদানের তুল্য ফললাভ হয়? বহু গোদাতা কি প্রকারে অল্প দাতার সহিত তুল্য রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে ও গোদাতা কিরূপে বহু গোদাতার তুল্য ফল লাভ করে এবং গোদান করিয়া কোন্ প্রকার দক্ষিণা দান করা প্রশস্ত? আপনি এই সমুদায় যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সুররাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সর্ব্ব-লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! তুমি গো-দানাদি বিষয়ে যে যে প্রশ্ন করিলে কেহই ঐ সমুদায় প্রশ্ন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে আমি ঐ সমুদায়ের উত্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গোলোক নানা-প্রকার; ঐ লোকসমুদায় আমার ও পতি-ব্রতা রমণীগণের দৃষ্টিগোচর হয়। তুমি কদাপি ঐ সমুদায় লোক অবলোকন করিতে সমর্থ হও না। ব্রতপরায়ণ মহর্ষি ও বিশুদ্ধ-বুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব পুণ্যবলে সশরীরে ঐ সমুদায় লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ব্রতপরায়ণ হইয়া সমাধি দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিতে পারেন, তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়া স্বপ্নের ন্যায় ঐ সমুদায় লোক দর্শন করিতে সমর্থ হন। কাল, জরা, পাপ, ব্যাধি ও ক্লম কদাপি ঐ সমুদায় লোক আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঐ সমুদায় লোকে যে সমস্ত কামচারিণী ধেনু আছে, তাহারা স্ব স্ব অভিলাষানুসারে বিবিধ

ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ লোক সমুদায়ে বিবিধ মনোহর বাপী, সরোবর, নদী, বন, পর্ব্বত, ও গৃহ সকল বিদ্যমান আছে। ফলতঃ সুবিস্তীর্ণ গোলোক সমুদায় অপেক্ষা আর কোন লোকই উৎকৃষ্ট নহে। সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, স্নেহবান্, গুরুভক্ত, অহঙ্কারবিরহিত, মাংসভক্ষণপরাঙ্মুখ, যোগযুক্ত, ধার্ম্মিক, জনকজননীর শুশ্রূষানিরত, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণসেবাতৎপর, অনিন্দনীয়, ক্রোধবিহীন, গো ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ, যাবজ্জীবন সত্যনিষ্ঠ, বদান্য, অপরাধীর প্রতি ক্ষমাবান্, মৃদুস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, দেবভক্ত, অতিথিপ্রিয় ও দয়াবান্ মহাত্মারাই ঐ সমুদায় সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকেন। পরদারনিরত, গুরুঘ্ন, মিথ্যাবাদী, পরনিন্দাপরায়ণ, ব্রাহ্মণদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, বঞ্চক, কৃতঘ্ন, শঠ, ক্রুর, ধর্ম্মদ্বেষ্টা ও ব্রহ্মহত্যাকারী দুরাত্মারা মনে মনেও সেই পবিত্রজনসেবিত লোক সমুদায় দর্শন করিতে পারে না।

এই আমি তোমার নিকট গোলোক সমুদায়ের বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে গোদাননিরত মহাত্মাদিগের ফললাভের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জিত বা পৈতৃক ধন দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহার অক্ষয়লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি দ্যূতলব্ধ ধন দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি দেবমানের অযুত বৎসর স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ন্যায়ানুসারে পৈতৃক গোধন অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহার সনাতন অক্ষয় লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি গোদান গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ মনে সেই ধেনু ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহারও অক্ষয় লোক লাভ হইতে পারে। যে ব্যক্তি জন্মাবধি জিতেন্দ্রিয় ও ক্ষমাশীল হইয়া সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং ব্রাহ্মণ ও গুরুর অপরাধ ক্ষমা করেন, তিনি পবিত্র গোলোক লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ ও গোধনের হিংসা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সতত গোসেবানিরত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক গোধন রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্রাহ্মণ সত্যধর্ম্ম নিরত হইয়া একটিমাত্র গোদান করিলে সহস্র গো দানের ফল, ক্ষত্রিয় ঐরূপ গুণসম্পন্ন হইয়া একটী গো দান করিলে পূর্ব্বোক্ত গোদাতা ব্রাহ্মণের তুল্য ফল, বৈশ্য ঐরূপ গুণযুক্ত হইয়া একটী গো দান করিলে পঞ্চশত গো দানের ফল এবং শূদ্র বিনীত হইয়া একটী গো দান করিলে একশত পঞ্চবিংশতি গোদানের ফল লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা সত্যপরায়ণ গুরুশুশ্রূষানিরত, দক্ষ, ক্ষমাশীল, দেবারাধন তৎপর, শান্তস্বভাব, অহঙ্কারবিহীন ও ধর্ম্মশীল হইয়া বিধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহাদিগের মহা ফল লাভ হয়। অতএব গোদান করা গুরুশুশ্রূষানিরত সত্য ধর্ম্মাবলম্বী পরম ভক্ত মহাত্মাদিগের অবশ্য

কর্ত্তব্য। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদাধ্যয়ন-নিরত ও গোভক্তি পরায়ণ হইয়া নিয়ত গোদর্শনে প্রীতি প্রকাশ এবং যাবজ্জীবন গো সমুদায়কে নমস্কার করেন, তাঁহারা রাজসূয় যজ্ঞ ও বিবিধ সুবর্ণ দানের তুল্য ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। পুণ্যশীল মহাত্মারা গোব্রত-পরায়ণ, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব ও অলুব্ধ হইয়া সংবৎসর আহারের পূর্ব্বে গোদিগকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি গোব্রতশীল ও গো সমূহের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া দশবৎসর প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া একেবারে আহারীয় দ্রব্য গো সমুদায়কে প্রদান করেন, তাঁহার অনন্ত স্বর্গসুখ লাভ হয়। ব্রাহ্মণগণ দিবসের মধ্যে একবার মাত্র আহার করিয়া একবারের ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহ পুরঃসর তদ্দ্বারা গোধন ক্রয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে সেই ধেনুর রোমপরিমিত বৎসর, ক্ষত্রিয়গণ ঐরূপ সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ধেনু ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পাঁচ বৎসর, বৈশ্য ঐরূপে গোদান করিলে দুই বৎসর ছয় মাস, এবং শূদ্র ঐরূপ নিয়মে গোদান করিলে এক বৎসর তিন মাস স্বর্গসুখ অনুভব করে। যে ব্যক্তি আত্মবিক্রয় দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি যতকাল গোজাতি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে, ততকাল স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হন। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, আত্মবিক্রয় দ্বারা ক্রীত গোধনের প্রতিলোমে অক্ষয় স্বর্গ সন্নিবিষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি সংগ্রামে জয়লাভ পূর্ব্বক ধেনুসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহার আত্মবিক্রয়ী গোদাতার তুল্য ফল লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি ধেনুর অভাবে যতব্রত হইয়া ব্রাহ্মণকে তিলনির্ম্মিত ধেনু প্রদান করেন, তিনি সমুদায় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরলোকে পরম সুখে ক্ষীরসমুদ্র উপভোগ করিতে পারেন। মনুষ্য সামান্যত গোদান করিলেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদানের বিধি পরিজ্ঞাত হওয়া গোদানশীল মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার আবাসে থাকিলে গোসমূহের সূর্য্য ও অনলের উত্তাপজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না এবং যিনি স্বাধ্যায়নিরত, বিশুদ্ধকুলসমুদ্ভূত, প্রশান্ত, যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, পাপভীরু, বহুজ্ঞ, শরণাগতপ্রতিপালক ও বৃত্তিহীন তিনিই গোদানের উপযুক্ত পাত্র। অতএব উৎকৃষ্ট দেশে ও উৎকৃষ্ট সময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণকেই গোদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম, গুরুসেবা ও বালক পোষণার্থ গোদান করিবে। দুগ্ধবতী, বিদ্যালব্ধ, যুদ্ধলব্ধ, মেষাদি প্রাণিবিনিময়ে ক্রীত, যৌতুকপ্রাপ্ত, অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট গোসমুদায়ই দান বিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বলান্বিত, শীলসম্পন্ন ও সুগন্ধবতী ধেনু সমুদায়ই প্রশংসনীয়। ভাগীরথী যেমন সমুদায় নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ কপিলা ধেনু গোসমুদায়ের মধ্যে প্রধান। ত্রিরাত্রি ভূমি শয্যায় শয়ন ও সলিলমাত্র পান করিয়া

ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদানের পর ত্রিরাত্রি কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে সবৎসা ধেনুদান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গ ভোগ হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বলবান্, বিনীত, লাঙ্গল-বহনে নিপুণ বৃষ দান করেন, তিনি দশ ধেনু প্রদাতার তুল্য লোক লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথে ব্রাহ্মণ ও গোসমুদায়কে রক্ষা করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ করিয়া মৃত্যুকালে যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও যেরূপ লোকলাভ করিতে বাসনা করেন, তাহাই লাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি নিস্পৃহ, সংযত, শুচি ও কামনাবিহীন হইয়া তৃণ, গোময় ও পত্র ভোজন করিয়া পরমানন্দে বনে বনে গো-সমূহের অনুগমন করেন, তিনি দেবগণের সহিত অমরলোকে অথবা স্বীয় অভিলষিত অন্য কোন উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! যে ব্যক্তি সম্যক্ অবগত হইয়াও অর্থলোভে গোহরণ বা গোবিক্রয় করে, তাহার কিরূপ গতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবরাজ! ভোজন বিক্রয় বা ব্রাহ্মণকে দান করিবার নিমিত্ত ধেনু অপহরণ করিলে যে ফল লাভ হয়। তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ এবং যে ব্যক্তি ঘাত-ককে গোবধে অনুমতি প্রদান করে, তাহা-দের সকলকেই সেই নিহত ধেনুর লোম-পরিমিত বৎসর নরকে নিমগ্ন থাকিতে হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ বিঘ্ন করিলে যে দোষ ও যে পাপ জন্মে, গোবিক্রয় বা গোহরণ করিলেও সেই দোষ ও সেই পাপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধেনু অপহরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করে, তাহার সেই দান নিবন্ধন যতকাল স্বর্গভোগ হয়, অপহরণ নিবন্ধন ততকাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা গোদান সময়ে সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। ফলত দক্ষিণা বিষয়ে সুবর্ণই প্রশস্ত। দান ও দক্ষিণা প্রদান বিষয়ে সুবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উহা পরম পবিত্র দ্রব্য। গোদান করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার হয়; আর গোদান করিয়া সুবর্ণ দক্ষিণা সম্প্রদান করিলে অষ্টাবিং-শতি পুরুষের উদ্ধার হইয়া থাকে। সুবর্ণ দান করিলে দাতার কুল পবিত্র হয়। হে দেবরাজ! এই আমি তোমার নিকট দক্ষিণাদান বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! লোকপিতা-মহ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে এই বৃত্তান্ত কহিলে, ইন্দ্র দশরথের নিকট, দশরথ স্বীয় পুত্র রামের নিকট, রাম প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণের নিকট এবং লক্ষ্মণ বনবাসী ঋষিদিগের নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ধার্ম্মিক নরপতিগণ ঋষিদিগের নিকট ইহা শ্রবণ

করেন। আমি উপাধ্যায়ের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসমাজে যজ্ঞ বা গোদান সময়ে অথবা কাহারও সহিত কথোপকথন কালে এই গোদানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন, তিনি দেবতাদিগের সহিত অক্ষয় লোক লাভে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার ধর্ম্ম সংকীর্ত্তনে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার আরও কয়েকটী বিষয়ে সন্দেহ আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা ভঞ্জন করুন। ব্রত, নিয়ম, জিতেন্দ্রিয়তা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যাপন, প্রতিগ্রহে অস্বীকার, স্বকর্ম্মানুষ্ঠান, শৌর্য্য, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া এবং পিতা, মাতা, আচার্য্য ও গুরুজনের শুশ্রূষা এই সমুদায়ের ফল কি, আপনি তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে ব্রত আরম্ভ করিয়া যথানিয়মে তাহা সমাপন করেন, তাঁহার অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে। নিয়ম প্রতিপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল তুমি স্বয়ং সম্ভোগ করিতেছ; সুতরাং উহার ফল প্রত্যক্ষই হইতেছে। উত্তম রূপে অধ্যয়ন করিলে ইহলোক ও পরকালে ব্রহ্মলোকে পরম আনন্দ অনুভব করা যায়। অতঃপর জিতেন্দ্রিয়তার ফল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই সর্ব্বত্র পরম সুখে কালযাপন করেন। তাঁহাদিগের শোকের লেশমাত্রও থাকে না, তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতে পারেন। কেহই তাঁহাদিগের শত্রুতা করে না। তাঁহারা যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের কোন কামনাই অসিদ্ধ হয় না। তপস্যা, পরাক্রম প্রকাশ, দান ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকের যেরূপ সর্ব্বসুখ সম্ভোগ হয়, একমাত্র জিতেন্দ্রিয়তাপ্রভাবে সেইরূপই সুখ লাভ হইয়া থাকে। দান অপেক্ষা জিতেন্দ্রিয়তা সমধিক প্রশংসনীয়। সময়ে সময়ে দাতা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখনই ক্রুদ্ধ হন না। যে দাতা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া দান করেন, তাঁহারই শাশ্বত লোক লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি ক্রোধ করিয়া দান করেন, তাঁহার সেই দান বিফল হয়; অতএব দান অপেক্ষা যে জিতেন্দ্রিয়তা শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া স্বর্গে যে সকল অদৃশ্য স্থানে গমন করিয়া থাকেন, জিতেন্দ্রিয়তাই তাঁহাদের তৎসমুদায় লাভের মূল কারণ।

যে ব্যক্তি যথানিয়মে হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে অক্ষয় সুখভোগ

করিতে পারেন। যিনি উপাধ্যায়ের নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বয়ং শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান এবং গুরুর কার্য্যের প্রশংসা করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে সমাদৃত হন। যে ক্ষত্রিয় যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন কার্য্যে নিরত হন এবং সমরাঙ্গনে অন্যের পরিত্রাণ করেন, তাঁহারও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। বৈশ্য স্বীয় কার্য্যানুষ্ঠান তৎপর হইয়া দান এবং শূদ্র স্বকর্ম্মনিরত হইয়া উৎকৃষ্ট বর্ণের শুশ্রূষা করিলে, নিশ্চয়ই স্বর্গলাভে অধিকারী হয়। শূর বিবিধ প্রকার। যিনি যে বিষয়ে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হন না, তিনি সেই বিষয়ে শূর বলিয়া অভিহিত হন। যিনি কদাচই যজ্ঞানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হন না। তিনি যজ্ঞশূর; যিনি কিছুতেই সত্য হইতে বিচলিত না হন, তিনি সত্যশূর এবং যিনি প্রাণান্তেও যুদ্ধ পরিত্যাগ না করেন, তিনি যুদ্ধশূর নামে বিখ্যাত হন। এইরূপ দানশূর, সাঙ্খ্যশূর, যোগশূর, অরণ্যবাসশূর, গৃহবাসশূর, ত্যাগশূর, আত্মোন্নতি-বিধানশূর, ক্ষমাশূর, আর্জ্জবশূর, নিয়মশূর, বেদাধ্যয়নশূর, গুরুশুশ্রূষাশূর, পিতৃশুশ্রূষাশূর, মাতৃশুশ্রূষাশূর, ভৈক্ষ্যশূর ও অতিথিসৎকারশূর প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যশূর ইহলোকে বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফলনিবন্ধন উৎকৃষ্টলোকে গমন করিবেন। সমুদায় বেদ অভ্যাস এবং সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিলেও সত্যবাদীর সদৃশ ফললাভ হয় কি না সন্দেহ। তুলাদণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অপরদিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইয়া উঠে। একমাত্র সত্যপ্রভাবেই সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিতেছেন এবং সত্য প্রভাবেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ফলত সমুদায় জগৎই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণ সত্যপ্রভাবেই প্রীত হইয়া থাকেন। সত্য পরম ধর্ম্ম; সত্যবাদী ব্যক্তিরা অনায়াসে স্বর্গসুখ লাভ করেন। অতএব সত্য উল্লঙ্ঘন করা কদাপি বিধেয় নহে। মহাত্মা মুনিগণ সকলেই সত্যনিরত, সত্যপরাক্রম ও সত্যশপথ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্তই সত্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দমগুণ ও সত্যের ফল বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি জন্মাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহার কিছুই দুর্লভ হয় না। সত্যনিরত দমগুণসম্পন্ন কোটি কোটি ঊর্দ্ধরেতাঃ মহর্ষি ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে ব্রহ্মলোকে বাস করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার পাপের লেশমাত্র থাকে না। ব্রাহ্মণ অগ্নিস্বরূপ। তপোনুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণগণে অগ্নি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী কুপিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্রও সে ভীত হইয়া থাকেন, ইহাই মহর্ষিদিগের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। এক্ষণে পিতা, মাতা ও গুরুজনের শুশ্রূষার ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও আচার্য্যের শুশ্রূষায় একান্ত

অনুরক্ত হয় এবং কদাপি তাঁহাদিগের দ্বেষ না করে, তাহার স্বর্গলোক লাভ হয়, গুরু-শুশ্রূষানিবন্ধন তাহাকে কদাপি নরক দর্শন করিতে হয় না।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য যদ্দ্বারা নিত্যলোক সমুদায় লাভ করে, সেই গোদান বিধি শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। ন্যায়ানুসারে অধিকৃত ধেনুদান করিবামাত্র কুল উদ্ধার হয়। পূর্ব্বকালে সাধুলোকের নিমিত্ত যে বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও তাহাই নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব সেই আদিকাল প্রবৃত্ত গোদানবিধি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহারাজ মান্ধাতা দাতব্য গোসমুদায় সমানীত হইলে গোদানবিধিবিষয়ে সন্দিহান হইয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করাতে, সুরগুরু তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! গোদানের পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মণকে সৎকার পূর্ব্বক রক্তবর্ণ ধেনু সমুদায় আহরণ করিয়া রাখিবে এবং ঐ ধেনু সকলকে সমঙ্গে! বহুলে! বলিয়া সম্বোধন করিবে। পরে রজনীযোগে সেই সমস্ত ধেনুর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক "বৃষ আমার পিতা এবং ধেনু আমার মাতা, স্বর্গ, সুখ ও আশ্রয় স্থান" এই শ্রুতি উচ্চারণপুরঃসর উহাদিগের মধ্যে ঐ রাত্রি বাস করিয়া মন্ত্রপাঠসহকারে গোপ্রদান বিষয়ে কৃতসংকল্প হইবে। ধেনু সমুদায়ের সহিত রজনীযাপন করিবার সময় উহারা শয়ন করিলে শয়ন ও উপবেশন করিলে উপবেশন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে ছায়ার ন্যায় ধেনুদিগের সহচারী হইলে অনতিবিলম্বে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। তৎপরে প্রাতঃকাল সমুপস্থিত ও দিবাকর সমুদিত হইলে বৎসের সহিত ধেনু সমুদায় দান করিবে। এইরূপ নিয়মে সবৎসা ধেনুদান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হয়। গোপ্রদান করিয়া প্রদাতা এইরূপ প্রার্থনা করিবেন যে, উৎসাহবতী, প্রজ্ঞাশালিনী, যজ্ঞীয় হবির ক্ষেত্রস্বরূপা, জগতের আশ্রয়ভূতা, ঐশ্বর্য্যপ্রদায়িনী, বংশবিস্তারকারিণী, প্রজাপতি, সূর্য্য ও চন্দ্রের অংশসম্ভূতা ধেনু সমুদায় আমার পাপ ধ্বংস, আমাকে স্বর্গ প্রদান এবং জননীর ন্যায় আমার শরীর রক্ষা করুন; আর আমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলাম না, ইঁহার প্রসাদে সেই সেই অভিলষিত বিষয় সফল হউক। হে ধেনুগণ! ক্ষয়রোগাদি নিবৃত্তি ও দেহ মুক্তিজনক কার্য্যে তোমরা সেবিত হইয়া পবিত্র নদীর ন্যায় শ্রেয় প্রদান করিয়া থাক এবং তোমরা নিরন্তর পুণ্য সমুদায় বহন করিতেছ; অতএব এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভিলষিত গতি প্রদান কর। প্রদাতা এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুনরায় কহিবেন, হে ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের সারূপ্য লাভ করিয়াছি, অতএব

জন্য তোমাদিগকে প্রদান করাতে আমার আত্মপ্রদান করা হইয়াছে। দাতা এই কথা কহিলে পর গৃহীতা কহিবেন, হে ধেনুগণ! তোমাদিগের প্রতি দাতার মমত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা আমারই অধিকৃত হইলে; অতএব আমাদিগের উভয়কেই অভীষ্ট ভোগ প্রদান কর। যিনি গোপ্রতিরূপ মূল্য, বস্ত্র ও সুবর্ণাদি প্রদান করেন, তিনি গোদাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। সেই প্রতিরূপ গোদান কালে দাতা গৃহীতাকে 'এই ঊর্দ্ধাস্যা ভাগ্যবতী ও বৈষ্ণবী ধেনু গ্রহণ কর' এই বলিয়া প্রদান করিবেন। প্রতিরূপ গোদানে বিংশতি সহস্র চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসর স্বর্গলাভ হয়। গৃহীতা গ্রহণ করিয়া আপনার গৃহাভিমুখে আটপদ গমন করিলেই প্রতিরূপ গোদাতা সমগ্র দান ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি গোদান করেন, তিনি ইহলোকে সচ্চরিত্র, যিনি গোমূল্যপ্রদান করেন, তিনি নির্ভয়, যিনি গো প্রতিরূপ বস্ত্র ও সুবর্ণ দান করেন, তিনি সুখী হন। আর পরলোকে ঐ ত্রিবিধ ব্যক্তিই বিষ্ণুলোক, চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ও অসাধারণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। গোদান করিয়া তিন রাত্রি গোব্রত-পরায়ণ হইবে, গোসমূহের সহিত এক রাত্রি বাস করিবে এবং গোষ্ঠাষ্টমী হইতে তিন রাত্রি গোময়, গোমূত্র ও দুগ্ধ দ্বারা জীবনধারণ করিবে। বৃষদান করিলে ব্রহ্মচর্য্য ও দুইটি গোপ্রদান করিলে বেদলাভ হয় এবং যে যাজ্ঞিক গোবিধি অবলম্বন পূর্ব্বক গোদান করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। যিনি গোবিধি অবগত নহেন, তাঁহার কোনরূপেই শ্রেষ্ঠ লোক লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি একটীমাত্র কামদুঘা ধেনু দান করেন, তাঁহার পৃথিবীস্থ সমুদায় পদার্থ এককালে দান করিবার ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি শিষ্য নহে, যে ব্যক্তি ব্রতানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধান্বিত এবং যাহার বুদ্ধি অতিশয় বক্র, তাহাদিগকে এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে না। এই ধর্ম্ম সকলেরই গোপনীয়; অতএব ইহা সকল স্থানে প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে। এই জীবলোকে অশ্রদ্ধান্বিত ক্ষুদ্রাশয় রাক্ষসস্বরূপ অনেক মনুষ্য আছে, এবং ইহাতে অল্পপুণ্য নাস্তিকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে; যদি তাহাদিগকে এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! যে সমস্ত মহীপাল এই বৃহস্পতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া গোদান পূর্ব্বক শুভলোক সমুদায় লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই পুণ্যশীল মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ উশীনর, বিশ্বগশ্ব, নৃগ, ভগীরথ, যৌবনাশ্ব, মান্ধাতা, মুচকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, নৈষধ, সোমক, পুরূরবা, ভরত, দাশরথি রাম, দিলীপ ও অন্যান্য রাজারা বিধি অনুসারে গোদান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মহারাজ মান্ধাতা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও গোদানে সততই নিযুক্ত ছিলেন; অতএব তুমিও কৌরব রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৃহ-

স্পতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুসারে প্রীতমনে ব্রাহ্মণগণকে গোদান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ গোপ্রদান বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া মান্ধাতার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক গোময়ের সহিত যবের কণা ভক্ষণ ও বৃষের ন্যায় ক্ষিতিতলে শয়ন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। ঐ দিন অবধি তিনি আর কখন গোসমুদায় দ্বারা যানাদি বহন করান নাই; অশ্বে বা অশ্বযোজিত যানে আরোহণ করিয়াই গমনাগমন করিতেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! আপনার অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণে আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব আপনি পুনরায় আমার নিকট গোদানের ফল বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে পুনরায় গোদানের ফল জিজ্ঞাসা করিলে কুরুকুলতিলক মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণকে গুণসম্পন্ন বস্ত্রাবৃত তরুণী গাভী প্রদান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। গোদাতাকে কখনই অন্ধকারময় নরকে নিপতিত হইতে হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি জলশূন্য তড়াগের ন্যায় দুগ্ধবিহীন, বিকলেন্দ্রিয়, জরারোগসম্পন্ন গাভী প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে নিরর্থক তাহার লালনপালন জন্য ক্লেশ ভোগ করায়, তাহাকে নিশ্চয়ই ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হয়। যে গাভী নিতান্ত দুর্দ্দান্ত, পীড়িত, বা দুর্ব্বল, অথবা যে গাভী ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য প্রদান করা হয় নাই, তাদৃশ গাভী দান করিলে দাতার অন্যান্য সৎকর্ম্ম সমুপার্জ্জিত স্বর্গাদিলোক সমুদায় নিষ্ফল হইয়া যায়। অতএব বলসম্পন্ন, তরুণবয়স্ক, নিরীহ, সুগন্ধসম্পন্ন গাভী সমুদায় দান করাই প্রশংসনীয়। যেমন সমুদায় নদী হইতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমুদায় গাভী হইতে কপিলাই শ্রেষ্ঠ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাধুব্যক্তিরা কি নিমিত্ত কপিলাদানের সমধিক প্রশংসা করেন; আপনি তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি বৃদ্ধদিগের নিকট কপিলার উৎপত্তি বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু দক্ষকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, দক্ষপ্রজাপতি প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের জীবনোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। দেবগণ যেমন অমৃত অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করেন, তদ্রূপ প্রজাগণ দক্ষনির্দ্দিষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ মধ্যে জঙ্গম এবং জঙ্গমের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ দ্বারাই যজ্ঞ নির্ব্বাহ হয়। যজ্ঞ দ্বারা অমৃত উৎপন্ন হইয়া

থাকে। ঐ অমৃত গাভীতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবগণ উহা পান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হন। প্রজাগণ সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত বালক যেমন পিতার নিকট গমন করে, তদ্রূপ জীবিকালাভের নিমিত্ত জীবিকাদাতা দক্ষের শরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন প্রজাপতি দক্ষ প্রজাগণকে জীবিকার নিমিত্ত শরণাপন্ন দেখিয়া স্বয়ং অমৃতপান করিলেন। ঐ অমৃতপাননিবন্ধন প্রজাপতির পরম পরিতৃপ্তি হওয়াতে তাঁহার মুখ হইতে সুগন্ধ উদ্গার উদ্গীর্ণ এবং সেই উদ্গার প্রভাবে সুরভী সমুৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই সুরভী প্রজাদিগের মাতৃতুল্য কপিলাগণের সৃষ্টি করিলেন। উহাদের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়; উহারা প্রজাদিগের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। যেমন স্রোতস্বতীর তরঙ্গবেগপ্রভাবে ফেন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই অমৃতবর্ণ কপিলাগণের অনবরত ক্ষরিত দুগ্ধ হইতে ফেন উত্থিত হইতে লাগিল। একদা সুরভীদিগের সেই দুগ্ধফেন তাহাদের বৎসগণের মুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হওয়াতে, তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ললাটনেত্র দ্বারা কপিলাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতে বোধ হইল যেন, কপিলাগণ দগ্ধ হইতেছে। পরিশেষে সূর্য্যকিরণে মেঘমণ্ডলে যেমন বিবিধ বর্ণ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মহাদেবের সেই ক্রোধ দৃষ্টিপ্রভাবে কপিলাগণের বর্ণ নানাপ্রকার হইল। তন্মধ্যে যাহারা তাঁহার ক্রোধদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া ভগবান্ চন্দ্রদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহারাই কেবল পূর্ব্বের ন্যায় আকারসম্পন্ন রহিল।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ ভগবান্ ভূতনাথকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবদেব! তোমার মস্তকে বৎসদিগের মুখপরিভ্রষ্ট দুগ্ধফেন নিপতিত হওয়াতে তুমি অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়াছ। গোসমুদায়ের মুখপরিভ্রষ্ট দ্রব্য কখনই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় না। শশধর যেমন অমৃত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় তাহা ক্ষরণ করেন, তদ্রূপ কপিলাগণ অমৃতসম্ভূত দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া থাকে। বায়ু, অগ্নি, সুবর্ণ ও সমুদ্র যেমন কখনই দূষিত হইবার নহে, তদ্রূপ অমৃত দেবগণ কর্ত্তৃক পীত হইলেও এবং গাভী বৎস কর্ত্তৃক দুগ্ধ পীত হইলেও কদাপি দূষিত বলিয়া পরিগণিত হয় না। কপিলাগণ ঘৃত ও দুগ্ধধারা দ্বারা এই বিশ্বসংসারের পুষ্টিসাধন করিবে। সকলেই ইহাদিগের অমৃতময় ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করে। প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে কতকগুলি গাভীর সহিত এক বৃষভ প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্ ভূতনাথ পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই বৃষভকে বাহন ও ধ্বজরূপে নির্দ্ধারিত করিলেন। এই নিমিত্ত মহাদেবের নাম বৃষভধ্বজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর ঐ সময় দেবগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে পশুদিগের অধিপতি রূপে পরিকল্পিত করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তিনি গোসমুদায়ের অধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই নিমিত্তই সমুদায়

গোদান অপেক্ষা কপিলাদানই উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গাভী সমুদায় জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ ও জীবন স্বরূপ। উহারা অমৃতময়, অমৃতসম্ভূত, পরমপবিত্র, কামপ্রদ ও রুদ্রাধিষ্ঠিত। অতএব গাভী-দান করিলে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য দান করা হয়। মানবগণ মঙ্গলকামনা করিয়া শুদ্ধাচারে এই গোসম্ভব বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহাদের সমুদায় পাপ বিনাশ এবং অনায়াসে পশু, পুত্র, ধন ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। শান্তিকর্ম্ম, তর্পণ, বৃদ্ধ ও বালকের তুষ্টিসাধন এবং হব্য, কব্য, বিবিধ যান ও বস্ত্র দান করিলে যে ফল লাভ হয়, গোদাতা একমাত্র গোদান করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশে সৌদাস নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদা সর্ব্বলোকচর স্বীয় কুলপুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ত্রিলোক মধ্যে পবিত্র কি এবং মনুষ্য সর্ব্বদা কিরূপ মন্ত্র পাঠ করিলে, উৎকৃষ্ট পুণ্য লাভ করিতে পারে, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন গোমন্ত্রবিশারদ পরম পবিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ গো সমুদায়কে নমস্কার করিয়া সৌদাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! গোসমুদায়ের গাত্র হইতে গুগ্গুলু-গন্ধ ও অন্যান্য প্রকার সুগন্ধ নিঃসৃত হয়। উহারা প্রাণিগণের স্থিতি, মঙ্গল, ভূত, ভবিষ্যৎ, সনাতন পুষ্টি ও লক্ষ্মীর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উহাদিগকে যাহা প্রদান করা যায় তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না। পণ্ডিতেরা গোসমুদায়কে লোকের অন্ন, দেবোদ্দেশে হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বষট্‌কার, যজ্ঞ ও যজ্ঞ-ফলের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গোসমুদায় প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে হোম সময়ে মহর্ষিগণকে হবিঃ প্রদান করে। অতএব যাঁহারা ধেনুদান করেন, তাঁহারা অনায়াসে সমুদায় দুষ্কৃত হইতে বিমুক্ত হন। সহস্র ধেনুর অধীশ্বর শতধেনু দান করিলে, তাহার যে ফল লাভ হয়, শতধেনুর অধিপতি দশধেনু এবং দশ ধেনুর অধিপতি একটী মাত্র ধেনু প্রদান করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারেন। যাহারা শত ধেনুর অধিপতি হইয়াও অগ্ন্যাধানে পরাঙ্মুখ, যাহারা সহস্র ধেনুর অধিপতি হইয়াও অযাজ্ঞিক এবং যাহারা সমৃদ্ধিশালী হইয়াও কৃপণ হয়, তাহাদিগের সৎকার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কাংস্যময় দোহন পাত্রের সহিত বস্ত্রসংবীত সবৎসা কপিলা ধেনু প্রদান করিলে অনায়াসে উভয়লোক জয় করা যায়। যাঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে শতযূথপতি, দীর্ঘশৃঙ্গ, বলবান্, অলঙ্কৃত বৃষ দান করেন, তাঁহারা প্রতিজন্মেই অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন। গোনাম কীর্ত্তন করিয়া শয়ন ও গাত্রোত্থান, প্রাতঃ-কাল ও সায়ংকালে গোসমুদায়কে নমস্কার, গোমূত্র ও গোময় দর্শনে অবজ্ঞা পরিহার

এবং গোমাংস ভক্ষণের বাসনা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্যই পুষ্টিলাভে সমর্থ হন। গোসমুদায়কে অশ্রদ্ধা করা কদাপি বিধেয় নহে। মনুষ্য সর্ব্বসময়ে বিশেষত দুঃস্বপ্ন দর্শনের পর গোনাম কীর্ত্তন করিবে। গোময়মিশ্রিত জলে স্নান ও গোকরীষে উপবেশন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোকরীষে শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যাঁহারা আর্দ্র গোচর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া ঘৃতভোজন পূর্ব্বক পশ্চিমদিক্ অবলোকন, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান, ঘৃত দ্বারা স্বস্তিবাচন, ঘৃতদান ও ঘৃতভোজন করেন, তাঁহাদের গোসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি গোমতী বিদ্যাদ্বারা সর্ব্বরত্নযুক্ত তিলধেনু মন্ত্রপূত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহাকে কখনই শোকতাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কি দিবা, কি রাত্রি, কি নিঃশঙ্ক প্রদেশ, কি ভয়সঙ্কীর্ণ স্থান, সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সকল মনুষ্যেরই এই বাক্য উচ্চারণ করা আবশ্যক যে, নদী সমুদায় যেমন সাগরকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্না দুগ্ধবতী সুরভী ও সৌরভেয়ী ধেনু সমুদায় আমাকে প্রাপ্ত হউন, আমি সর্ব্বদা গোসমুদায়কে দর্শন করি এবং গোসমুদায় আমাকে সতত দর্শন করুন; আমি গোসমুদায়ের আশ্রিত ও গোসমুদায়ও আমার আশ্রিত এবং গোসমূহ যে স্থানে অবস্থান করিবেন আমাকেও সেই স্থানে অবস্থান করিতে হইবে। হে মহারাজ! লোকে মহাভয়ের সময়েও এই বাক্য উচ্চারণ করিলে অনায়াসে তাহা হইতে বিমুক্ত হয়।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে গোজাতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভের নিমিত্ত লক্ষ বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। ঐ সময় তাহাদিগের মনে এই বাসনা হইয়াছিল যে, আমরা সমুদায় দক্ষিণার মধ্যে প্রধান হইব; আমাদিগকে কখন কোন দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না; লোকে আমাদিগের পুরীষমিশ্রিত জলে স্নান করিয়া পবিত্র হইবে; দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই পবিত্রতা সম্পাদনার্থ আমাদের পুরীষ ব্যবহার করিবে এবং যাঁহারা আমাদিগকে দান করিবেন, তাঁহারা অনায়াসে আমাদিগের লোকলাভ করিতে পারিবেন।

গোসমুদায় এইরূপ কামনা করিয়া লক্ষ বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, আমার বরে তোমাদের সমুদায় কামনা সফল হইবে। অতঃপর তোমরা ইহলোকে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের নিস্তার কর। গোসমূহ ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া অবধি লোক সমুদায়কে পবিত্র করিয়া আসিতেছে এবং সকল লোকের আশ্রয়, পরম পবিত্র ও সর্ব্বভূতের শিরোধার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গোসমূহকে নমস্কার করেন, তিনি নিশ্চয়ই পুষ্টিলাভে সমর্থ হন। যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও কপিল

বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী কপিলা ধেনু প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে, যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও লোহিত বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী লোহিত বর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি সূর্য্যলোকে, যিনি বস্ত্র ও বিবিধ বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী বিবিধ-বর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি চন্দ্রলোকে, যিনি বস্ত্র ও শ্বেত বর্ণ বৎসের সহিত পয়-স্বিনী শ্বেত ধেনু প্রদান করেন, তিনি ইন্দ্র-লোকে, যিনি বস্ত্র ও কৃষ্ণবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী কৃষ্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি অগ্নিলোকে এবং যিনি বস্ত্র ও ধূম্রবর্ণ বৎ-সের সহিত পয়স্বিনী ধূম্রবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি যমলোকে সকলের নিকট সম্মান লাভে অধিকারী হন। যিনি ব্রাহ্মণকে কাংস্যদোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত জলফেনের ন্যায় শুভ্রবর্ণা সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার বরুণলোক লাভ হয়। যিনি কাংস্যদোহন পাত্র ও বস্ত্রের সহিত সবৎসা বায়ুসমুত্থিত ধূলির ন্যায় ধূসরবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বায়ুলোকে পূজ্য হন। যিনি কাংস্যপাত্র ও বস্ত্রের সহিত হিরণ্যবর্ণা পিঙ্গলাক্ষী সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার কুবেরলোক লাভ হয়। যিনি কাংস্যদোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত ধূম্রবর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে কণ্ঠভূষণ ও অন্যান্য অলঙ্কারের সহিত সবৎসা স্থূলাঙ্গী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার বিশ্বদেবগণের লোক, যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও গৌরবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী গৌরবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বসুদিগের লোক লাভে অধিকারী হন এবং যিনি কাংস্যদোহন পাত্র ও বস্ত্রের সহিত শ্বেতকম্বল-বর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি সাধ্যগণের লোক লাভ পূর্ব্বক পরম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসম-লঙ্কৃত প্রশস্তপৃষ্ঠ বৃষ দান করেন, তাঁহার মরুদ্গণের লোক, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসমন্বিত নীলকলেবর যুবা বৃষ প্রদান করেন, তাঁহার গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের লোক এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত কণ্ঠাভরণযুক্ত বৃষ দান করেন, তাঁহার প্রজাপতির লোক লাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা গোদানে একান্ত নিরত হন; তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া জলদজাল ভেদ পূর্ব্বক অনায়াসে স্বর্গে গমন করিয়া বিরাজিত হন। তথায় পৃথু নিতম্বিনী সুচারুবেশা সুর-নারীগণ হাবভাবাদি দ্বারা তাঁহাকে সতত আহ্লাদিত এবং বীণা, বল্লকী ও নূপুর প্রভৃতির মধুর নিনাদ দ্বারা নিদ্রাবসানে জাগরিত করে। যে মহাত্মা বিধি পূর্ব্বক ধেনু দান করেন, তিনি সেই প্রদত্ত ধেনুর রোম পরিমিত বৎসর স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে শ্রেষ্ঠকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অতুল সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

অশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে আচমন পূর্ব্বক "ঘৃতক্ষীরপ্রদা, ঘৃতোৎপাদিকা, ঘৃতনদী ও ঘৃতাবর্ত্তস্বরূপা ধেনু সমুদায় নিরন্তর আমার আলয়ে বিরাজিত হউন; ঘৃত আমার হৃদয়ে, নাভীতে, সর্ব্বাঙ্গে, ও মনোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে; ধেনু সমুদায় আমার অগ্রে ও পশ্চাতে চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে; আমি সতত গোমধ্যে বাস করিয়া থাকি" এই মন্ত্র জপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে পুরুষ সন্ধ্যা ও প্রভাত সময়ে আচমন পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার দিবসসঞ্চিত পাপ সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। যে স্থানে সুবর্ণময় প্রাসাদ সমুদায় সুশোভিত ও সুরনদী মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, যথায় অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বেরা নিরন্তর বাস করিতেছে এবং যথায় নবনীতরূপ পঙ্কসঙ্কুল ক্ষীররূপ নীর যুক্ত, দধিরূপ শৈবাল জাল মণ্ডিত নদী সমুদায় প্রবাহিত হইতেছে, সহস্র গোদাতা দেহান্তে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিয়া থাকেন। যিনি বিধানানুসারে লক্ষ গোদান করেন, তিনি পরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়া দেবলোকে সমাদৃত হন। তাঁহার পুণ্যবলে তাঁহার পিতৃকুলের দশ পুরুষ ও মাতৃকুলের দশ পুরুষ উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন এবং তাঁহার কুল পরম পবিত্র হয়। ধেনুপ্রমাণ তিল ধেনু প্রদান করিলে যমলোকে কিছুমাত্র যাতনা হয় না। গোসমুদায় পরম পবিত্র, জগতের অবলম্বন, দেবগণের মাতা ও উপমারহিত। উহাদিগকে যজ্ঞে নিধন, যাত্রাকালে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া গমন ও উপযুক্ত কালে সৎপাত্রে প্রদান করিবে। কাংস্যদোহন পাত্র, বসন ও উত্তরীয়ের সহিত শৃঙ্গসম্পন্না সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য যমসভায় নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারা যায়। সুরূপা, বহুরূপা, বিশ্বরূপা, মাতৃস্বরূপা ধেনু সমুদায় আমার মঙ্গল বিধান করুন, প্রতিদিন এই বাক্য কীর্ত্তন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান ও গোদানফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল আর কিছুই নাই। গোদান কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য কখন হয় নাই হইবেও না। ধেনু ত্বক্, লোম, শৃঙ্গ, পুচ্ছ, দুগ্ধ ও মেদ দ্বারা যজ্ঞসাধন করিয়া থাকে, সুতরাং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি আছে। যাহা দ্বারা এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ভূত ভবিষ্যের প্রসূতি ধেনুকে নমস্কার করি। মহারাজ! এই আমি গোসমূহের গুণ সমুদায়ের কিয়দংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম। ফলতঃ গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান এবং গোসমুদায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর কিছুই নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস গোদান করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য এই চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে গোদান করিতে লাগিলেন। ঐ কার্য্য প্রভাবে তাঁহার উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ হইয়াছে।

একাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জগতে যাহা অপেক্ষা পবিত্র ও পবিত্রতা-সম্পাদক আর কিছুই নাই আপনি তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পরম পাবন মহার্থসাধন ধেনুগণ মনুষ্যদিগকে উদ্ধার এবং ঘৃতদুগ্ধ দ্বারা তাহাদের পোষণ করিয়া থাকে। এই ত্রিলোকমধ্যে গোসমুদায় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। গোসমূহ দেবগণের উপরিভাগে অবস্থান করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ গোদান করিয়া অনায়াসে সুরলোক লাভে সমর্থ হন। পূর্ব্বকালে মহারাজ মান্ধাতা, যৌবনাশ্ব, যযাতি ও নহুষ অসংখ্য গোদান করিয়া দেবদুর্লভ দিব্য স্থান সমুদায় অধিকার করিয়াছেন। অতঃপর পূর্ব্বকালে মহাত্মা ব্যাস শুকের নিকট যেরূপ গোমহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা ধীমান্ শুকদেব কৃতাহ্নিক হইয়া বিশুদ্ধ মনে মহর্ষি বেদব্যাসকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! যজ্ঞ সমুদায়ের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বোৎকৃষ্ট? কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য পরম স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়? দেবগণ কোন্ পবিত্র কার্য্যপ্রভাবে স্বর্গভোগ করিতেছেন? যজ্ঞের প্রধান সাধন কি? কোন্ দ্রব্যে যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? দেবগণের সমাদরণীয় বস্তু কি? পবিত্র পদার্থ মধ্যে কোন্ বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক পবিত্র? আপনি আমার নিকট এই সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

তখন ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস শুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ধেনুর প্রভাবে জীবগণ জীবিত রহিয়াছে; ধেনু মানবগণের উৎকৃষ্ট ব্রতস্বরূপ এবং ধেনুই পরম পবিত্র ও পবিত্রতা সম্পাদক পদার্থ। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে ধেনুগণের শৃঙ্গ না থাকাতে উহারা বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া শৃঙ্গ লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে বিস্তর স্তবস্তুতি করিয়াছিল। ভগবান্ কমলযোনি তাহাদিগকে শরণাগত সন্দর্শন করিয়া তাহাদের সকলকেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তাহাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ অভিলাষ তাহার তদনুরূপ শৃঙ্গ উদ্গত হইল। হব্যকব্যপ্রদ পরম পাবন বিবিধবর্ণ ধেনু সকল এইরূপে ব্রহ্মার বরে শৃঙ্গ লাভ পূর্ব্বক চমৎকার শোভা ধারণ করিয়াছে। গোসমুদায় দিব্য তেজঃস্বরূপ; এই নিমিত্ত গোদান সমুদায় দান অপেক্ষা প্রশস্ত। যে সকল সাধু ব্যক্তি অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া গোদান করেন, তাঁহারাই ইহলোকে কৃতী ও সর্ব্বপ্রদ বলিয়া পরিগণিত হন এবং পরলোকে পরম লোক গোলোক লাভ করিয়া থাকেন। গোলোকের বৃক্ষ সমুদায় সতত সুগন্ধ পুষ্প, সুমধুর ফল ও সুকণ্ঠ বিহঙ্গমগণে পরিপূর্ণ; ভূমি সমুদায় মণিময় ও বালুকা সকল কাঞ্চনময়। ঐ স্থানের জলাশয় সমুদায়

বালার্ক সদৃশ মণিখণ্ড ও রক্তোৎপলবনে সুশোভিত, পঙ্কবিরহিত এবং সর্ব্বর্ত্তু সুখপ্রদ; সরোবর সকল মণিময় পত্র ও সুবর্ণ সদৃশ কেশর সমন্বিত নীলপদ্ম ও অন্যান্য পদ্মে পরিপূর্ণ; নদী সমুদায়ের তীরভূমি নির্ম্মল মুক্তা, মহাপ্রভাযুক্ত মণি, সুবর্ণবিকসিত করবীর বৃক্ষ, কল্পবৃক্ষ এবং নানা রত্নময় ও সুবর্ণময় বিবিধ পাদপে সমলঙ্কৃত এবং সুবর্ণ গিরি সকল মণিরত্ন খচিত অতি মনোহর শিলাতল ও রত্নময় উন্নত শৃঙ্গে সুশোভিত। পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিরা শোক সন্তাপ বিহীন হইয়া অপ্সরোগণের সহিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পরম সুখে অহরহ তথায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

গোদাতার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কেহই নাই। ভগবান্ ভাস্কর, বলবান্ বায়ু ও বরুণদেব যে সমুদায় স্থানে আধিপত্য করেন, গোদাননিরত মহাত্মারা অনায়াসে সেই সমুদায় লোক লাভ করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ প্রজাপতি গাভীদিগের যুগন্ধরা, সুরূপা, বহুরূপা, বিশ্বরূপা ও মাতা এই কয়েকটী নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন; প্রতিনিয়ত সংযত হইয়া এই সমুদায় নাম জপ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি গোশুশ্রূষা ও গাভীর অনুগমন করে, গাভীগণ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দুর্লভ বর প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা কদাপি গোসমুদায়ের অনিষ্ট চিন্তা করে না, প্রত্যুত জিতেন্দ্রিয় হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে নমস্কারাদি দ্বারা সতত উহাদের অর্চ্চনা করে; আর যাহারা তিন দিবস উষ্ণ গোমূত্র পান, তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধ পান, তিন দিবস উষ্ণ ঘৃত পান ও তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া পরিশেষে দেবগণ যে ঘৃত প্রভাবে উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান করিতেছেন, যাহা সমুদায় পবিত্র পদার্থ অপেক্ষা পবিত্রতর, সেই ঘৃত মস্তকে বহন এবং তদ্দ্বারা হোম ও স্বস্তিবাচন করে, তাহাদের নিশ্চয়ই গোসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি এক মাস প্রতিদিন গোময় হইতে যব আহরণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যাবক প্রস্তুত করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাতক হইতে মুক্তিলাভ হয়। দেবগণ দৈত্যদিগের প্রভাবে পরাজিত হইয়া এই নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরায় দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ধেনুগণ পরম পাবন ও পবিত্র পদার্থ। ব্রাহ্মণদিগকে গোদান করিলে অনায়াসে স্বর্গ লাভ হয়। পবিত্র জলে আচমন করিয়া ধেনুমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক গোমতী মন্ত্র জপ করিলে পরম পবিত্র ও পাপপরিশূন্য হয়। অগ্নি, ধেনু ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শিষ্যগণকে গোমতী বিদ্যা অধ্যাপন করা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিন রাত্রি উপবাস পূর্ব্বক গোমতীমন্ত্র জপ করিয়া পুত্রকামনা করিলে পুত্র লাভ, অর্থ কামনা করিলে অর্থ লাভ এবং পতি কামনা করিলে পতি লাভ হয়। ফলত এই মন্ত্র প্রভাবে মানবদিগের সমুদায় কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। গোসমুদায়ের সেবা করিলে উহারা সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই অভিলষিত বর প্রদান করে। গাভীগণ যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ও সর্ব্বকাম-

প্রদ; উহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, তেজস্বী শুকদেব তাঁহার উপদেশানুসারে প্রতিনিয়ত গোপূজা করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও যত্নসহকারে নিত্য গোসমুদায়ের পূজা কর।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপে গোময়ে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইল তদ্বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে গোলক্ষ্মী সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা লক্ষ্মী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গোসমুদায় তাঁহার অলৌকিক রূপ সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, দেবি! তুমি কে? কোথা হইতে এস্থানে উপস্থিত হইলে এবং কোন্ স্থানেই বা গমন করিবে, আমরা তোমার অসামান্য রূপ দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি আমাদিগের নিকট ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন লক্ষ্মী কহিলেন, হে গোসমুদায়! আমি লোককান্তা শ্রী, দৈত্যগণ মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চিরকাল কষ্টভোগ ও দেবগণ মৎকর্ত্তৃক সমাশ্রিত হইয়া চিরকাল সুখভোগ করিতেছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং মহর্ষিগণ আমাকে আশ্রয় না করিলে কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন না। আমি যাহাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট না হই তাহাদিগকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কেবল আমারই আশ্রয় লাভ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট আপনার প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহে বাস করিতে বাসনা করিতেছি; তোমরা আমার সহিত সমবেত হইয়া পরম সুখে কালযাপন কর।

ধেনুগণ কহিলেন, দেবি! তুমি অতিশয় চঞ্চলা ও বহুজন ভোগ্যা এই নিমিত্ত তোমাকে আশ্রয় করিতে আমাদিগের অভিলাষ নাই। আমরা স্বভাবতঃ রূপসম্পন্ন রহিয়াছি সুতরাং তোমাকে আশ্রয় করা কিছুরেই আবশ্যক বোধ হইতেছে না; অতএব তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর।

ধেনুগণ এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে লক্ষ্মী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। লোকে বহু যত্নেও আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না কিন্তু তোমরা অনায়াসে অনাদর পূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। এক্ষণে বুঝিলাম, লোকে আহূত না হইয়া স্বয়ং অন্যের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে অবশ্যই পরাভূত হইতে হয় এই যে এক লোকপ্রবাদ রহিয়াছে উহা কখনই অমূলক নহে। যাহা হউক, দেব, দানব,

গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া আমার উপাসনা করেন; অতএব আমাকে গ্রহণ করা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, ত্রিলোক মধ্যে কেহই আমার অবমাননা করে না।

তখন ধেনুগণ কহিল, দেবি! তোমাকে অবমানিত বা পরাভূত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমরা কেবল তোমার চলচিত্ততানিবন্ধন তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি। যাহা হউক, আর অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই; তুমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর। যখন আমাদিগের স্বাভাবিক শরীর সৌষ্ঠব রহিয়াছে, তখন আমরা কি নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করিব?

শ্রী কহিলেন, ধেনুগণ! আমি তোমাদিগকে শরণ্য, মহাভাগ ও সর্ব্বলোকের মানদাতা জানিয়া তোমাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি; আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অপমান করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অতএব তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার সম্মান রক্ষা কর। আজি তোমরা আমার অপমান করিলে আমি সর্ব্বলোকের অবজ্ঞাত হইব। তোমাদিগের অঙ্গের মধ্যে কোন কুৎসিত প্রদেশ থাকিলেও তাহাতে বাস করিতে আমার অসম্মতি ছিল না; কিন্তু তোমাদিগের কোন অঙ্গই কুৎসিত নহে। তোমরা পরম পবিত্র ও মঙ্গলের আধার। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহের কোন্ অংশে অবস্থান করিব, তাহা আদেশ কর।

লক্ষ্মী এইরূপ বিনয় প্রদর্শন করিলে, দয়াপরায়ণ ধেনুগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! তোমার সম্মান রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমরা তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি, তুমি আমাদিগের পরম পবিত্র মূত্রপুরীষে অবস্থান কর।

গোসমুদায় এই কথা কহিলে, লক্ষ্মী যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধেনুগণ! তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে; এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক। লোকমাতা শ্রী ধেনুগণকে এই কথা কহিয়া তাহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট গোময়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে গোসমুদায়ের মাহাত্ম্য কহিতেছি, শ্রবণ কর।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

যাঁহারা গোদান ও হুতাবশিষ্ট বস্তু ভোজন করেন, তাঁহারা নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ করিতে সমর্থ হন। দধি ও ঘৃত ব্যতীত যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না। এই নিমিত্ত ধেনুগণ যজ্ঞের মূল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সমুদায় দান অপেক্ষা গোদান অতিশয় প্রশস্ত। পণ্ডিতেরা গোসমুদায়কে পরম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব পুষ্টি ও শান্তি লাভের নিমিত্ত গোসমূহের সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

গোসমুৎপন্ন দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত প্রভাবে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় এবং গোসমুদায়ের তেজঃ উভয়লোকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ গোসমুদায় অপেক্ষা পরম পবিত্র আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মবাসব সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইলে, সমুদায় প্রজা সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিল। ঐ সময় একদা মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, অসুর, সুপর্ণ ও প্রজাপতিগণ সকলেই ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু ও হাহাহূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তান লয় বিশুদ্ধ সুমধুর সঙ্গীত করিয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমীরণ দিব্য কুসুম আহরণ পূর্ব্বক মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঋতু সমুদায় বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য বাদিত্র সমুদায় বাদিত হইতে লাগিল এবং সমুদায় প্রাণী একত্র সমবেত হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! লোকপালদিগের উপরিভাগে কি নিমিত্ত গোলোক সংস্থাপিত হইল? ধেনুগণ কিরূপ তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল যে, তাহারা দেবগণের উপরিভাগে পরম সুখে কালহরণ করিতেছে? এই বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমি নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; অতএব আপনি ইহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

দেবরাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুররাজ! তুমি ধেনুগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তাহাদিগের মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই, এক্ষণে আমি তোমার নিকট গোসমুদায়ের প্রভাব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা ধেনু সমুদায়কে যজ্ঞাঙ্গ ও যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ধেনু ব্যতীত কখনই যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না। প্রজাগণ ধেনু সমুদায় হইতে সমুৎপন্ন দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। উহাদের গর্ভজাত বৃষ দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হইলে ধান্য ও বিবিধ বীজ উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা যজ্ঞ ও হব্য কব্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পরম পবিত্র গোসমুদায় হইতেই যজ্ঞসাধন দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হয়। উহারা ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াও বিবিধ ভার বহন করে এবং অমায়িক ব্যবহার ও সংকার্য্য দ্বারা মহর্ষি ও অন্যান্য প্রাণিগণকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমাদিগের উপরিভাগে উহাদিগের লোক সংস্থাপিত হইয়াছে, উহারা প্রসন্ন হইলে নিশ্চয়ই বর প্রদান করিয়া থাকে।

হে দেবরাজ! গোসমূহ যে কারণে দেবলোকের উপরিভাগে বাস করে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে

উঁহারা যে নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল, তাহা বিশেষ রূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে দানবগণ ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলে ভগবান্ বিষ্ণু পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ সময় দেবজননী অদিতি পুত্রার্থিনী হইয়া এক পদে অবস্থান পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। ধর্ম্মপরায়ণা দক্ষদুহিতা সুরভী তৎকালে অদিতির ঘোরতর তপস্যা দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া দেবগন্ধর্ব্বসেবিত পরম রমণীয় কৈলাস শিখরে গমন করিয়া এক পদে অবস্থান পূর্ব্বক একাদশ সহস্র বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। দেবতা, মহর্ষি ও মহোরগগণ তাঁহার বিস্ময়কর তপস্যায় প্রীত হইয়া সতত তাহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আমি সুরভীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, বৎসে! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর।

সুরভী কহিলেন, ভগবন্! আমার অন্য কোন বরে প্রয়োজন নাই, আপনি প্রসন্ন হওয়াতেই আমার বর লাভ হইয়াছে। সুরভী এইরূপে কোন বর প্রার্থনা না করিলে আমি তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, বৎসে! আমি তোমার তপস্যা ও নিস্পৃহতা দর্শনে যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম। তুমি আমার প্রসাদে চিরকাল সমুদায় লোকের উপরিভাগে বাস করিতে পারিবে; তোমার লোক গোলোক বলিয়া লোকসমাজে বিখ্যাত হইবে; তোমার সন্ততিগণ মানবগণের শুভকার্য্য সাধন পূর্ব্বক মনুষ্য লোকে অবস্থান করিবে এবং কি স্বর্গীয়, কি লৌকিক সকল সুখই তুমি অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। হে দেবরাজ! আমি এইরূপ বর প্রদান করাতেই গোলোক সর্ব্বকাম-সমন্বিত হইয়াছে। মৃত্যু, জরা, অনল, দুর্দ্দৈব, অশুভ কখন ঐ লোক আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ লোক দিব্য অরণ্য, দিব্য আভরণ ও কামচারী বিমান সমুদায়ে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে। লোকে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, সত্য, জিতেন্দ্রিয়তা, দান ও তীর্থ পর্য্যটন প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ঐ লোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই আমি তোমার নিকট গোসমুদায়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; অতএব গোসমূহের প্রতি অশ্রদ্ধা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপে গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে, ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার বাক্য শ্রবণে গোসমুদায়ের প্রতি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলেন। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপবিনাশন পরম পবিত্র গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সমাহিত হইয়া যজ্ঞ ও পিতৃকার্য্য সময়ে ব্রাহ্মণগণের নিকট এই পবিত্র গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তাঁহার পিতৃগণের সর্ব্বকামসম্পন্ন অক্ষয় গোলোক লাভ হয়। গোভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি পুত্রার্থী হইলে পুত্র, কন্যার্থী হইলে কন্যা, ধর্ম্মার্থী হইলে ধর্ম্ম, ধনার্থী

হইলে ধন, বিদ্যার্থী হইলে বিদ্যা ও সুখার্থী হইলে সুখ লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। ফলত গোভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের কিছুই দুর্ল্লভ হয় না।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সমুদায় লোকের বিশেষত ধর্ম্মদর্শী নরপতির পক্ষে যে গোদান সমুদায় দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অব্যবস্থিতচিত্ত নরপতিগণ বিধিপূর্ব্বক রাজ্যপালনে অক্ষম হওয়াতে অধোগতি লাভের উপযুক্ত হইয়াও যে ভূমিদান-প্রভাবে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন; পূর্ব্বে মহারাজ নৃগ ও মহর্ষি নাচিকেত গোদান প্রভাবে যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সকল কর্ম্মেই যে ভূমি, গো ও সুবর্ণ উৎকৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া পরি-গণিত হয়, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়া-ছেন। আমি আপনার মুখে ভূমি ও গোসমুদায়ের বিষয় বিশেষ রূপে শ্রবণ করি-য়াছি; কিন্তু সুবর্ণের বিষয় আপনি সবিশেষ কীর্ত্তন করেন নাই। অতএব সুবর্ণ কি? কি নিমিত্ত কোন্ স্থান হইতে উহার উৎ-পত্তি হইয়াছে? উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? উহা দান করিলে কি ফল লাভ হয়? কি নিমিত্ত উহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করে? কি কারণে উহা শ্রুতিতে যজ্ঞাদি কার্য্যের প্রশস্ত দক্ষিণা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা উহা গাভী ও ভূমি অপেক্ষা পবিত্রতাসম্পাদক উৎ-কৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া অভিহিত হয়? তৎসমু-দায় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব আপনি উহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি সুবর্ণের উৎপত্তির বিষয় যেরূপ অবগত আছি, তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করি-তেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমার পিতা মহাতেজস্বী শান্তনুর লোকা-ন্তর প্রাপ্তি হইলে, আমি গঙ্গাতীরে গমন করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম। তৎ-কালে আমার জননী জাহ্নবী বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধকালে তপঃসিদ্ধ বহুসংখ্যক ঋষি আমার সমীপে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় আমি সমাহিতচিত্তে ক্রমে ক্রমে তোয়দানাদি পূর্ব্বকৃত্য সমু-দায় সমাপন করিয়া পিণ্ডদানে প্রবৃত্ত হইলে, অকস্মাৎ এক মনোহর কেয়ূরসম্পন্ন দিব্যাভরণভূষিত বাহু বিস্তৃত কুশসমুদায় ভেদ করিয়া সমুদ্গত হইল। তদ্দর্শনে আমার পিতা স্বয়ং সাক্ষাৎকারে পিণ্ডপ্রতি-গ্রহ করিতেছেন বিবেচনা করিয়া আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তাহার পরক্ষণেই শাস্ত্রচিন্তা করাতে আমার স্মরণ হইল যে, বেদে হস্তোপরি পিণ্ডদান করিবার বিধি বিহিত হয় নাই। পিতৃগণও কখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিণ্ড প্রতিগ্রহ করেন না। বেদে কুশোপরি পিণ্ডদানের ব্যবস্থাই বিহিত হইয়াছে। অতএব পিতার হস্তে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য নহে। আমি এইরূপ শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ অনুধ্যান পূর্ব্বক পিতার হস্তে পিণ্ডদান না করিয়া দর্ভোপরি পিণ্ড-

প্রদান করিলাম। আমি পিণ্ডদান করিবা-মাত্র আমার পিতার সেই হস্ত অন্তর্হিত হইল। অনন্তর রজনীকালে আমি নিদ্রিত হইলে, পিতৃগণ স্বপ্ন যোগে আমাকে দর্শন দান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যে ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাই, ইহাতে আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি শাস্ত্র সপ্রমাণ করিয়া আত্মা, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, বেদ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, গুরু ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা সকলেরই সম্মান রক্ষা এবং যুক্তিযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে ভূমি ও গোদানের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ দান কর। তাহা হইলেই আমরা পূর্ব্বপুরুষ গণের সহিত পবিত্র হইব। স্বর্ণ সর্ব্বা-পেক্ষা পবিত্রতা সম্পাদক পদার্থ। যে ব্যক্তি স্বর্ণ দান করে, তাহার ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ পবিত্র হয়। পিতৃগণ এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি জাগ-রিত হইয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও স্বর্ণ দানে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

অতঃপর এই স্বর্ণ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপ-লক্ষে জমদগ্নিপুত্র দীর্ঘজীবী মহাত্মা পরশু-রামের পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পরশুরাম রোষাবিষ্ট চিত্তে একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সমুদায় পৃথিবী অধিকার পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ-পূজিত, সর্ব্বকাম সম্পন্ন, জীবগণের তেজোবর্দ্ধন, পরম পাবন অশ্ব-মেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞফলে সকলেই নিষ্পাপ হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি সেই ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও নিষ্পাপ হইতে পারেন নাই। তখন তিনি আপনাকে হেয়জ্ঞান করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ও দেবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পণ্ডিতগণ! নিষ্ঠুর-কার্য্য নিরত মানবগণের পবিত্র হইবার উপায় কি, তাহা আপনারা কীর্ত্তন করুন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভার্গব! তুমি বেদবিধানানু-সারে ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাহা-দিগের নিকট পবিত্র হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের আদেশানুরূপ কার্য্য কর। মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে পরশুরাম মহাত্মা বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, কাশ্যপ এবং দেবর্ষি নারদের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমার পবিত্র হই-বার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব যদি আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কোন্ কার্য্যের অনু-ষ্ঠান ও কি বস্তু দান করিলে আমি পবিত্র হইতে পারিব, তাহা কীর্ত্তন করুন।

পরশুরাম এইরূপে স্বীয় পবিত্রতা সম্পাদন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তপোধন-গণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভার্গব! আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, মনুষ্য একান্ত পাপাসক্ত হইলেও গো ভূমি ও ধন দান করিয়া অনায়াসে পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। এক্ষণে অত্যদ্ভুত পবিত্রতম আর একটি দানের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই দানের নাম স্বর্ণ দান। স্বর্ণ অগ্নির অপত্য। পূর্ব্বে উহা লোক সকলকে দগ্ধ করিয়া অগ্নির বীর্য্য হইতে

প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। উহা দান করিলে লোকে অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাম! যাহা দান করিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়, সেই অগ্নিবর্ণ সুবর্ণ যেরূপে উদ্ভূত হইয়াছে, উহা যে পদার্থ এবং যে প্রকারে উহা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুবর্ণ অগ্নিসোমাত্মক। অজদান করিলে অগ্নিলোক, মেষ দান করিলে বরুণলোক, অশ্ব দান করিলে সূর্য্যলোক, কুঞ্জর দান করিলে নাগলোক, মহিষ দান করিলে অসুরলোক, কুক্কুট ও বরাহ দান করিলে রাক্ষসতুল্যলোক এবং ভূমিদান করিলে যজ্ঞফল, গোলোক বরুণলোক ও চন্দ্রলোক লাভ হয়। কিন্তু ঐ অজমেষাদি সমুদায় পদার্থই সুবর্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পূর্ব্বে সমুদায় জগৎ মন্থন করিয়া একটি তেজঃ সমুত্থিত হইয়াছিল, সেই তেজই সুবর্ণ। সুবর্ণ সমুদায় রত্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নিমিত্তই গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচগণ যত্নপূর্ব্বক উহা ধারণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ সুবর্ণ দ্বারা মুকুট কেহ কেহ অঙ্গদ ও কেহ কেহ বা অন্যরূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া ধারণ করে। অতএব সুবর্ণ ভূমি, গো ও অন্যান্য রত্ন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ভূমিদান ও গোদান অপেক্ষা সুবর্ণ দান শ্রেয়স্কর। সুবর্ণ, অক্ষয় ও পরম পবিত্র। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান কর। দক্ষিণাদানকালে সুবর্ণই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা সুবর্ণ দান করে, তাহাদিগের সমুদায় পদার্থ প্রদান করা হয়। অগ্নি সমস্ত দেবতাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। সুবর্ণ সেই অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় দেবতা প্রদান করা হয়। ফলতঃ সুবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।

হে রাম! আমি পূর্ব্বে পুরাণগ্রন্থে প্রজাপতির বাক্য পাঠ করিয়া অবগত হইয়াছি, পার্ব্বতীর সহিত ভগবান্ শূলপাণির পরিণয়ের পর তাঁহারা গিরিবর হিমাচলে অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন দেবগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রুদ্রের নিকট গমন এবং তাঁহার ও দেবী পার্ব্বতীর পাদবন্দন পূর্ব্বক দেবদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি তপস্বী এবং দেবী পার্ব্বতীও তপস্বিনী। সুতরাং আপনাদের উভয়ের মিলন উভয়েরই প্রীতিকর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনাদের উভয়ের তেজঃ অমোঘ। আপনাদিগের যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাবল পরাক্রান্ত হইবেন এবং স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে ত্রিলোকের কিছুই অবশিষ্ট রাখিবেন না। অতএব আমরা আপনার নিকট প্রণত হইয়া এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রজাগণের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত তেজোহ্রাস করুন। আপনারা ত্রৈলোক্যের সার সুতরাং আপনাদের উভয়ের সমাগম সকলের সন্তাপের কারণ হইয়াছে, সন্দেহ

নাই। আর আপনাদিগের তেজঃ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবগণকে পরাভব করিবেন। বিশেষত আপনার তেজঃ পৃথিবী আকাশ বা স্বর্গ কেহই ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না; উহার প্রভাবে নিশ্চয়ই সমুদায় জগৎ দগ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আপনার ঔরসে দেবীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন না হয়, তাহার উপায় বিধানে মনোযোগী হউন। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আপনার প্রজ্বলিত তেজঃ সঙ্কুচিত করুন।

দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে বৃষভবাহন রুদ্র তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার পূর্ব্বক আপনার তেজ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিলেন। তদবধি তাঁহার নাম ঊর্দ্ধরেতা বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। মহাদেব এইরূপে ঊর্দ্ধরেতা হইলে দেবী পার্ব্বতী দেবগণের প্রযত্নে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুরুষবাক্যে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা আমার ভর্ত্তার সন্তানোৎপত্তি রোধ করিয়া দিলে; অতএব আমি অভিশাপ প্রদান করিতেছি, তোমাদিগের কখনই সন্তান উৎপন্ন হইবে না। হে ভার্গব! দেবগণ যখন মহাদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন, তৎকালে অগ্নি তথায় সমুপস্থিত ছিলেন না; সুতরাং পার্ব্বতীপ্রদত্ত অভিশাপ তাঁহাতে সংক্রামিত হইল না। কিন্তু অন্যান্য দেবতারা পার্ব্বতীর শাপে সন্তানলাভে এককালে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন।

যখন ভগবান্ ব্যোমকেশ তেজঃ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করেন, তৎকালে তাহা হইতে কিয়দংশ স্খলিত ও ভূতলাভিমুখী হইয়া অগ্নিতে নিপতিত হইয়াছিল। সেই রুদ্রতেজঃ অগ্নিতে নিপতিত হইবামাত্র যার পর নাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই ইন্দ্রাদি দেবতা ও সাধ্যগণ তারকাসুরের বলবীর্য্যে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগের আবাস, বিমান ও নগর সমুদায় এবং মহর্ষিদিগের আশ্রমসকল অসুরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইল।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

দুরাত্মা তারকাসুর এইরূপে দেবগণকে নিপীড়িত করিলে, তাহারা বিষণ্ণ মনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! তারকাসুর আপনার বরে দর্পিত হইয়া আমাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। আমরা তাহার ভয়ে যাহার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছি; অতএব আপনি অবিলম্বে তাহাকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ করুন। এক্ষণে আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর উপায়ান্তর নাই।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবগণ! আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী। আমার অধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই। আমি পূর্ব্বেই তারকাসুরের বিনাশের উপায় করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা শীঘ্রই সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করিবে। বেদ ও ধর্ম্ম সমুদায় কখনই বিলুপ্ত হইবে না; অতএব তোমরা নিরুদ্বেগ হও।

দেবগণ কহিলেন, ভগবন্! দুরাত্মা

তারকাসুর আপনার নিকট দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইব বলিয়া বর গ্রহণ পূর্ব্বক নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়াছে। তাহাকে বধ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর আমরা মহাদেবকে সন্তানোৎপাদনে বিরত করাতে, দেবী পার্ব্বতী আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের অপত্য জন্মিবে না বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তারকাসুর যে কিরূপে বিনষ্ট হইবে, তাহা আমরা নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছি না।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরগণ! রুদ্রাণী যে সময় তোমাদিগকে শাপপ্রদান করেন, হুতাশন তৎকালে তোমাদিগের নিকট উপস্থিত ছিলেন না। অতএব তিনি অসুরবধের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন করিলে সেই পুত্র দেব, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য ও পক্ষিগণকে অতিক্রম করিয়া অমোঘ অস্ত্র দ্বারা তোমাদিগের ভয়প্রদ দুরাত্মা তারক ও অন্যান্য অসুরগণকে নিপাতিত করিবে, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ভবানীপতির তেজের যে কিয়দংশ অনলে নিপাতিত হইয়াছে; মহাত্মা হুতাশন অসুরবধের নিমিত্ত দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় সেই শৈব তেজঃ গঙ্গাতে পরিত্যাগ করিলেই তোমাদিগের ভয়হর্ত্তা কুমার সমুৎপন্ন হইবে। অতএব তোমরা অবিলম্বে তেজোরাশি হুতাশনের অন্বেষণ কর। এই আমি তোমাদিগের নিকট তারকাসুরবধের উৎকৃষ্ট উপায় কীর্ত্তন করিলাম। পার্ব্বতীর শাপপ্রদানকালে হুতাশন তোমাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন না বলিয়া ঐ শাপ তাঁহাতে সংক্রামিত হয় নাই। আর তিনি তৎকালে তোমাদের সমভিব্যাহারে থাকিলেও ঐ শাপপ্রভাবে তাঁহার পুত্রোৎপত্তির ব্যাঘাত হইত না। হুতাশন সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী। অল্পতেজস্বীর শাপ কখন অধিক তেজস্বীর তেজের হানি করিতে পারে না। বলবান্দিগকে অপেক্ষাকৃত পরাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট পরাভূত হইতে হয়। তপস্বীরা বরদাতা অবধ্য দেবগণকেও বিনাশ করিতে পারেন। অতি তেজস্বিগণের অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে প্রার্থনা করি, ভগবান্ হুতাশন তোমাদের মঙ্গল বিধানার্থ পুত্রোৎপাদন করিতে অভিলাষ করুন। অতঃপর তোমরা অতি ত্বরায় সেই রুদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত তেজোরাশিস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ অনলের অন্বেষণ কর, তিনিই তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা মহর্ষি ও সিদ্ধগণ সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিকে হুতাশনের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ সময়ে তিনি জলমধ্যে অবস্থান করাতে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর একদা দেবগণ অগ্নির অদর্শননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও ভীত হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় এক মণ্ডূক অগ্নিতেজে নিতান্ত সন্তাপিত ও ক্লান্ত হইয়া রসাতল হইতে সমুত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে

সম্বোধন করিয়া কহিল, হে সুরগণ! ভগবান্ হুতাশন তেজঃ দ্বারা জল সমুদায় ব্যাপিত করিয়া রসাতলে অবস্থান করিতেছেন। জলচরগণ তাঁহার তাপে নিতান্ত কাতর হইয়াছে। আমি তাঁহার তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি আপনারা অনলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ রসাতলে গমন পূর্ব্বক তাঁহার অন্বেষণ করুন। আমি চলিলাম; আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমি আপনাদের নিকট আসিয়া হুতাশনের আত্ম-গোপনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি, জানিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। রসাতলবাসী মণ্ডূক দেবগণকে এই কথা কহিয়া অবিলম্বে জলমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন হুতাশন মণ্ডূকের সেই কপটতা পরিজ্ঞাত হইয়া 'তোমরা অদ্যাবধি রসনেন্দ্রিয় বিহীন হইবে' বলিয়া ভেকজাতিকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে অতিশীঘ্র অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। হুতাশন রসাতল হইতে স্থানান্তরিত হইলে দেবগণ তাঁহার প্রস্থান ও মণ্ডূকদিগের প্রতি শাপপ্রদান বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া ভেকজাতির প্রতি কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, হে মণ্ডূকগণ! তোমরা অগ্নিশাপে রসনাবিহীন ও রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়াও বিবিধ বাণী উচ্চারণ করিতে পারিবে; তোমরা অচেতন, অনাহারী, শুষ্কদেহ ও মৃতকল্প হইয়া বিলমধ্যে বাস করিলেও ভূমি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। অন্ধকারময়ী রজনীতেও তোমরা নানাস্থানে বিচরণ করিতে পারিবে।

দেবগণ মণ্ডূকদিগকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া পুনরায় অগ্নির অন্বেষণার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সন্দর্শনলাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর ঐরাবতসদৃশ এক প্রকাণ্ড হস্তী তাঁহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে দেবগণ! হুতাশন এক্ষণে অশ্বত্থবৃক্ষে অবস্থান করিতেছেন। মাতঙ্গ এই কথা কহিলে অগ্নি সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 'অদ্যাবধি তোমাদিগের রসনা বিপরীতগামিনী হইবে' বলিয়া হস্তিজাতির প্রতি শাপ প্রদান পূর্ব্বক সত্বরে অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া শমীগর্ভে প্রবেশ করিলেন। তখন দেবগণ অগ্নির প্রস্থান ও দ্বিরদদিগের প্রতি অভিসম্পাতের বিষয় অবগত হইয়া হস্তিজাতির প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মাতঙ্গগণ! তোমরা অগ্নির শাপে প্রত্যাপজিহ্ব হইয়া সমুদায় সামগ্রী আহার ও উচ্চৈঃস্বরে অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিবে।

সুরগণ এইরূপে মাতঙ্গগণকে বর প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় অগ্নির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় অগ্নি যে অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া শমীবৃক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, শুকপক্ষী তাহা তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিল। তখন হুতাশন শুক পক্ষীকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, 'তুমি অদ্যাবধি বাক্‌শক্তিবিহীন হইবে' ঐ শাপ প্রভাবে শুকপক্ষীর জিহ্বা পরি-

বর্জ্জিত হইল। হুতাশন এইরূপ শাপ প্রদান করিলে, দেবগণ শুকের প্রতি সাতিশয় দয়াবান্ হইয়া কহিলেন, হে শুক! তুমি কখনই একেবারে বাক্‌শক্তি বিহীন হইবে না। তোমার জিহ্বা পরিবর্ত্ত হইলেও বালক ও বৃদ্ধেরা যেমন অতিমধুর অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, তুমিও তদ্রূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিবে। দেবগণ শুক পক্ষীকে এই কথা কহিয়া শমীগর্ভে হুতাশনকে সন্দর্শন করিলেন। তদবধি যজ্ঞাদি সমুদায় কার্য্যে শমীকাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপাদন করিবার প্রথা প্রচলিত এবং মানবগণও উহা হইতে অগ্নির উৎপাদনের উপায় অবগত হইল। এই নিমিত্তই শমীগর্ভে অগ্নি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবান্ হুতাশন রসাতলে শয়ন করাতে তাঁহার তেজঃপ্রভাবে রসাতলস্থ যে সলিল সমুদায় সন্তপ্ত হইয়াছিল, সেই উত্তপ্ত জলরাশি পর্ব্বতপ্রস্রবণ দ্বারা অদ্যাপি নির্গত হইতেছে।

অনন্তর ভগবান্ হুতাশন দেবগণকে সন্দর্শন করিবামাত্র নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা কীর্ত্তন কর।

তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৈশ্বানর! আমরা তোমার প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ করিব, তোমাকে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে তোমার যশের পরিসীমা থাকিবে না।

তখন হুতাশন কহিলেন, হে সুরগণ! আমি তোমাদিগের আজ্ঞাবহ ভৃত্যস্বরূপ; অতএব তোমরা আমাকে যাহা আদেশ করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব।

অগ্নি এইরূপে দেবকার্য্য সাধনে অঙ্গীকার করিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অনল! তারক নামে এক মহাসুর ব্রহ্মার বরলাভে দর্পিত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিতেছে, অতএব তুমি তাহাকে বিনাশ করিয়া এই সমুদায় প্রজাপতি, ঋষি ও দেবতাদিগকে পরিত্রাণ কর। তুমি স্বয়ং মহাবলপরাক্রান্ত এক অপত্য উৎপাদন করিলেই তাহা হইতে আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ ও ভয় দূর হইবে। আমরা পার্ব্বতী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অপত্যোৎপাদনে অক্ষম হইয়াছি, সুতরাং তোমার বীর্য্য ভিন্ন আর আমাদিগের উপায়ান্তর নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

দেবগণ এই কথা কহিলে, ভগবান্ হুতাশন তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীর নিকট গমন করিলেন। তথায় তাঁহাদের পরস্পর সম্ভোগ হওয়াতে ভাগীরথীর গর্ভাধান হইল। ঐ গর্ভ কক্ষলগ্ন হুতাশনের ন্যায় ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন ভাগীরথী হুতাশনের তেজঃপ্রভাবে নিতান্ত কাতর হইলেন। ঐ সময় এক মহাসুর হঠাৎ ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল। ভগবতী ভাগীরথী সেই অলক্ষিতোপপন্ন ভীষণ শব্দে নিতান্ত ভীত ও উদ্‌ভ্রান্তনেত্র হইয়া একে-

বারে বিচেতনপ্রায় হইয়া শরীর ও গর্ভভার বহনে একান্ত অসমর্থ হইলেন। তখন তিনি কম্পিত কলেবরে হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আর আপনার তেজঃ ধারণ করিতে পারি না। ঐ তেজঃপ্রভাবে আমি একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি। আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্য নাই। আমার মনঃ নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। অতএব এক্ষণে গর্ভ পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমি ইহা ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই নাই। আমার নিতান্ত কষ্ট হওয়াতেই আমি ইহা পরিত্যাগ করিতেছি। বিশেষত আমি স্বয়ং কামনা পূর্ব্বক আপনার তেজঃ গ্রহণ করি নাই; আপনি দেবগণের কার্য্যসাধনার্থ আমাতে তেজঃ সংক্রামিত করিয়াছেন। অতএব আমি এখন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এই গর্ভ পরিত্যাগ করিলে যে দোষ গুণ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুৎপন্ন হইবে, আপনি তৎসমুদায়ের অধিকারী।

তখন ভগবান্ হুতাশন ও অন্যান্য দেবগণ গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাগীরথি! তুমি গর্ভধারণ কর। ঐ গর্ভ হইতে মহাফল উৎপন্ন হইবে। তুমি যখন সমুদায় বসুন্ধরা সন্ধারণে সমর্থ হইয়াছ, তখন অনায়াসেই এই গর্ভধারণে সমর্থ হইবে। ভগবান্ অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণ এইরূপ নিবারণ করিলেও ভাগীরথী সেই অগ্নিতেজঃসম্ভূত পাবক সদৃশ গর্ভ ধারণে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া সুমেরুপর্ব্বতে গিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ হুতাশন তথায় আগমন পূর্ব্বক গঙ্গাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাগীরথি! এক্ষণে তোমার গর্ভধারণ জন্য দুঃখ অপনীত হইয়াছে? যাহা হউক, এক্ষণে এই গর্ভ কিরূপ বর্ণ কিরূপ আকার এবং কিরূপ তেজঃসম্পন্ন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

তখন সরিদ্বরা গঙ্গা হুতাশন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার তেজঃসম্ভূত সেই গর্ভ আপনারই ন্যায় তেজস্বী এবং স্বীয় সুনির্ম্মল প্রভা প্রভাবে পর্ব্বতকেও উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার গন্ধ কদম্বের ন্যায় মধুর এবং দেহ কমলোৎপল সমলঙ্কৃত হ্রদের ন্যায় সুশীতল। উহার তেজঃ পৃথিবীর যে বস্তু স্পর্শ করিতেছে, তাহাই সুবর্ণময় হইয়া যাইতেছে। ফলত উহা এই চরাচর বিশ্বকে তেজদ্বারা উদ্ভাসিত করিয়াছে। উহার কান্তি সূর্য্য অগ্নি ও চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। দেবী গঙ্গা হুতাশনকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হুতাশনও দেবগণের কার্য্যসাধন করা হইল জানিয়া আপনার অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে জামদগ্ন্য! সুবর্ণ এইরূপে অগ্নিরই তেজে উৎপন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ অগ্নির নাম হিরণ্যরেতাঃ রাখিয়াছেন। দেবী পৃথিবী ঐ সুবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বসুমতী হইয়াছে।

অনন্তর সেই অগ্নিসম্ভূত তেজঃ হিমালয় হইতে গঙ্গা প্রবাহে প্রবাহিত ও এক শরবনে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও

বালকরূপে পরিণত হইল। ঐ সময় কৃত্তিকাগণ সেই তরুণ সূর্য্য সঙ্কাশ অদ্ভুত-দর্শন বালককে শরবনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক স্তন-নিঃসৃত দুগ্ধ দ্বারা পোষণ করিতে লাগিলেন। কৃত্তিকারা তাঁহাকে পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়, তেজঃ স্কন্ন অর্থাৎ ক্ষরিত হওয়াতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম স্কন্দ এবং গুহাবাসনিবন্ধন তাঁহার নাম গুহ হইয়াছে।

হে জামদগ্ন্য! সমুদায় সুবর্ণ বহ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে জাম্বূনদ সুবর্ণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবগণ তদ্দ্বারা ভূষণ প্রস্তুত করিয়া ধারণ করেন। অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়া রূপপরিগ্রহ করিয়াছে, এই নিমিত্ত সুবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে। এই সুবর্ণ রত্নের মধ্যে উৎকৃষ্ট রত্ন, ভূষণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং সকল বস্তু অপেক্ষা পবিত্র ও মঙ্গলজনক। ইহা অগ্নি, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর স্বরূপ। ইহা দান করিলে অগ্নি ও চন্দ্রলোক লাভ হয়।

হে রাম! আমি এই উপলক্ষে পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্র বারুণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞকালে মুনিগণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা সকল, যজ্ঞাঙ্গ সমুদায়, মূর্ত্তিমান্ বষট্কার এবং সাম, যজু ও ঋগ্বেদ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। বেদের লক্ষণ, উদাত্তাদি স্বর, স্বরের আরোহাবরোহ ক্রম, নিরুক্ত নিষাদাদি স্বরপংক্তি, ওঙ্কার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ তথায় আগমন করিয়া দেবদেবের নেত্রে বাস করিতে লাগিলেন। বেদ, উপনিষদ্, বিদ্যা, সাবিত্রী এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁহার অন্যান্য শরীর মধ্যে অবস্থিত হইল। দেবাদিদেব মহাদেব এইরূপে সর্ব্বময় হইয়া স্বয়ং আপনাকে আপনাতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেই যজ্ঞ যাহার পর নাই সুশোভিত হইল। হে রাম! এই পশুপতিই ভূলোক, দ্যুলোক, ভূপতি, গণপতি, অগ্নি, ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ ও প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহার যজ্ঞ দর্শন করিবার নিমিত্ত মূর্ত্তিমান্ তপঃ, যজ্ঞ, ব্রত, দীক্ষা, দিক্পতিগণের সহিত দিক্ সমুদায় এবং দেবপত্নী, দেবকন্যা ও দেবজননীগণ সমবেত হইয়া প্রীতমনে তথায় আগমন করিলেন। ঐ সময় ব্রহ্মা মহাদেবের বহির্যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন। দেবকন্যাগণকে দেখিবামাত্র তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন সূর্য্যদেব কর দ্বারাই সেই ভূতলনিপতিত ধূলিমিশ্রিত রেতঃ গ্রহণ করিয়া হুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতির পুনরায় রেতঃস্খলিত হইল। তখন তিনি স্বয়ং অবিলম্বে সেই শুক্র স্রুব দ্বারা গ্রহণ করিয়া হবনীয় দ্রব্যের ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ রেতঃ ত্রিগুণাত্মক। উহা হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হইবা-

মাত্র উহার রাজসিক অংশ বিবিধ জঙ্গম ও তামসিক অংশ নানাবিধ স্থাবর ভূতরূপে পরিণত হইল এবং উহার সাত্ত্বিক অংশ রাজসিক ও তামসিক ভূতের অন্তর্ভূত হইয়া রহিল। ঐ সত্ত্বগুণ বিশ্বব্যাপক এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অগ্নিতে ব্রহ্মার শুক্র আহুত হইলে প্রথমতঃ উহার শিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা ও নির্দ্ধূম অঙ্গার হইতে কবির উৎপত্তি হয়। তৎপরে সেই যজ্ঞীয় হুতাশনের প্রভা হইতে মরীচি, যজ্ঞীয় কুশ হইতে বালখিল্যগণ ও মহর্ষি অত্রি এবং যজ্ঞীয় হুতাশনের ভস্মরাশি হইতে তপোবলসম্পন্ন শ্রুতশীলসমলঙ্কৃত ব্রহ্মর্ষিগণসদৃশ বৈখানরগণ জন্মগ্রহণ করেন। পরে অগ্নির নেত্রদ্বয় হইতে সুরূপ অশ্বিনীতনয়দ্বয়, কর্ণ হইতে অন্যান্য প্রজাপতিগণ ও রোমকূপ হইতে মহর্ষিগণ, স্বেদ জল হইতে ছন্দ ও বল হইতে মনঃ প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঐ অগ্নির দাহ্য কাষ্ঠ সমুদায় মাস, কাষ্ঠের নির্য্যাস পক্ষ এবং অগ্নির তৈজস পিত্ত অহোরাত্র ও মুহূর্ত্তরূপে পরিণত হইল। পরিশেষে সেই হুতাশনের শোণিত হইতে রৌদ্র ও সুবর্ণবর্ণ মৈত্র দেবতা, ধূম হইতে বসুগণ, শিখা হইতে দ্বাদশ আদিত্য এবং অঙ্গার হইতে গ্রহ নক্ষত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলেন। এই নিমিত্ত মহর্ষিগণ অগ্নিকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা উঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে ভৃগুপ্রভৃতির সৃষ্টি হইলে বারুণীমূর্ত্তিধারী ভগবান্ ভূতনাথ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! এই যজ্ঞ আমা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমিই এই যজ্ঞের অধীশ্বর। অতএব সর্ব্বাগ্রে অগ্নি হইতে যে তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমারই পুত্র। আমি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছি, সুতরাং যজ্ঞ হইতে যাহা যাহা উৎপন্ন হইল, তৎসমুদায় আমারই অধিকৃত, সন্দেহ নাই।

তখন অগ্নি কহিলেন, হে দেবগণ! ঐ তিন অপত্য আমাকে আশ্রয় করিয়া আমারই অঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব উহারা আমার অপত্য। বরুণরূপী মহাদেব কখনই ইহাদিগের অধিকারী হইতে পারেন না। অগ্নি এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা আমারই বীর্য্য দ্বারা এই তিন অপত্যের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব ইহারা আমারই সন্তান। শাস্ত্রানুসারে বীজবপ্তাই ফলভোগের অধিকারী হইয়া থাকে।

এইরূপে তাঁহারা তিন জন পুত্র লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিলে, দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমরা আপনা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছি। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া মহাত্মা হুতাশন ও বরুণরূপী মহাদেবকে এক এক পুত্র প্রদান পূর্ব্বক উঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন। দেবগণ এইরূপ কহিলে,

ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভৃগুকে মহাদেবের ও অঙ্গিরাকে অগ্নির পুত্রত্বে পরিকল্পিত করিয়া স্বয়ং কবিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। তখন প্রজাপতি মহাত্মা ভৃগু বারুণ, শ্রীমান্ অঙ্গিরা আগ্নেয় এবং মহাযশাঃ কবি ব্রাহ্ম বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তৎপরে মহাত্মা ভৃগু চ্যবন, বজ্রশীর্ষ, শুচি, ঔর্দ্ধ, শুক্র, বিভু ও সবন এই সাতটী আত্মতুল্য পুণ্যবান্ পুত্র উৎপাদন করিলেন। তুমি সেই ভৃগুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভার্গব নাম ধারণ করিয়াছ। ভগবান্ অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি, উতথ্য, পয়স্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সম্বর্ত্ত ও সুধন্বা এবং ভগবান্ কবি হইতে কবি, কাব্য, ধৃষ্ণু, শুক্রাচার্য্য, ভৃগু, বিরজা, কাশী ও উগ্র উৎপন্ন হন। তৎপরে ঐ সমুদায় মহাত্মা হইতে বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত উঁহারা প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপে ভগবান্ ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবির বংশজাত প্রজাসমূহে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। বরুণমূর্ত্তিধারী ভগবান্ মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন এই নিমিত্ত উঁহাদিগের বংশ সমুদায়ের সাধারণ নাম বারুণ। কিন্তু ভৃগুরবংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভার্গব, অঙ্গিরার বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আঙ্গিরস এবং কবির বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কাব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

হে রাম! পূর্ব্বে দেবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা করুন, মহর্ষি ভৃগু প্রভৃতির বংশসম্ভূত এই সমুদায় মহাত্মা প্রজাপতি, বংশকর্ত্তা, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যনিরত, দেবপক্ষপরায়ণ ও প্রশান্তমূর্ত্তি হইয়া আপনার তেজঃ পরিবর্দ্ধিত করিয়া আপনার প্রসাদে লোক সমুদায়ের উদ্ধার সাধনে প্রবৃত্ত হউন। ঐ মহাত্মাগণ ও আমরা সকলেই আপনার সৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং আমরা পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিব। ঐ সমুদায় মহাত্মা প্রতি যুগে এইরূপে প্রজাগণের সৃষ্টি করিবেন। দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীতমনে তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে স্বীকৃত হইলেন এবং দেবগণও কৃতকার্য্য হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাম! বরুণরূপধারী দেবদেব মহাদেবের যজ্ঞে যে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

অগ্নি প্রজাপতি ব্রহ্মা ও পশুপতি রুদ্রস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সুবর্ণ সেই অগ্নিরই অপত্য। বেদে ও শাস্ত্রানুসারে অগ্নির অভাবে সুবর্ণই অগ্নি স্বরূপে পরিগণিত হয়। কুশস্তম্বে সুবর্ণ সন্নিবেশিত করিয়া অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। বল্মীক বিবর, ছাগ পশুর দক্ষিণ কর্ণ, সমভূমি ও তীর্থসলিলে আহুতি প্রদান করিলে, ভগবান্ অগ্নি প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। অগ্নি সর্ব্বদেবময়। সনা-

তন ব্রহ্মা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছেন। অগ্নি হইতে কাঞ্চনের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমস্ত দেবতা প্রদান করা হয়। ঐ দান জন্য পুণ্য প্রভাবে তাঁহার উজ্জ্বল লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে এবং ধনাধিপতি কুবের তাঁহাকে স্বর্গে অভিষিক্ত করেন। যিনি প্রাতঃকালে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার দুঃস্বপ্ন প্রতিহত হইয়া যায়। যিনি সূর্য্যোদয় হইবামাত্রই সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। যিনি মধ্যাহ্নে সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার অনাগত পাপ বিনষ্ট হয় এবং যিনি সায়াহ্নে সুবর্ণ দান করেন, তিনি ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্রের সলোকতা, ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা ও ইহলোকে যশোলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। ইহলোকে তাঁহার অনুরূপ আর কেহই থাকে না এবং তিনি অনায়াসে সমুদায় লোকে গমন করিতে পারেন। সুবর্ণ দান করিয়া যে সমস্ত উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। যিনি সূর্য্যোদয় হইলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কোন ব্রত উপলক্ষে সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় কামনাই সফল হয়। সুবর্ণ অগ্নিস্বরূপ, সুবর্ণ দান করিলে সুখ বৃদ্ধি, অভীষ্ট গুণ লাভ ও চিত্ত বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। হে রাম! এই আমি তোমার নিকট সুবর্ণ ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণ কর্ত্তৃক সেনাপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রের আজ্ঞায় দুর্দ্দান্ত তারক ও অন্যান্য দানবগণকে বিনাশ পূর্ব্বক লোকের হিত সাধন করিয়াছিলেন। হে জামদগ্ন্য! আমি যে সুবর্ণ দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহা শ্রবণ করিলে। অতএব তুমি পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান কর। মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে, ভগবান্ জামদগ্ন্য তাঁহার বাক্যানুসারে নিরন্তর ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান পূর্ব্বক পাপ নির্ম্মুক্ত হইলেন।

হে যুধিষ্ঠির! এই আমি তোমার নিকট সুবর্ণের উৎপত্তি ও সুবর্ণ দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম। অতএব তুমিও ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান কর। সুবর্ণ দানপ্রভাবে অনায়াসেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সুবর্ণদানের ফল ও উহার উৎপত্তি বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিলেন। আপনি ইতিপূর্ব্বে তারকাসুরকে দেবতাদিগের অবধ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাসুর কিরূপে নিপাতিত হইল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইয়াছে; অতএব আপনি বিস্তারিত রূপে তাহার নিধন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সরিদ্বরা গঙ্গা গর্ভ পরিত্যাগ করাতে, দেবতা ও ঋষিগণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সেই গর্ভ রক্ষা করিবার

নিমিত্ত ছয় কৃত্তিকাকে প্রেরণ করিলেন। ঐ কৃত্তিকাগণ ভিন্ন দেবলোকে আর কেহই হুতাশন নিহিত তেজোধারণে সমর্থ ছিলেন না। কৃত্তিকাগণ দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অগ্নির রেতঃ পান করিয়া গর্ভ ধারণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ উহা পোষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ হুতাশন তাঁহাদিগের প্রতি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর ক্রমশঃ সেই গর্ভের বৃদ্ধি নিবন্ধন তাঁহাদিগের অঙ্গ তেজঃপরিব্যাপ্ত হওয়াতে তাঁহারা কুত্রাপি সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। পরে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে একবারে সকলেই প্রসব করিলেন। তখন সেই ছয় কৃত্তিকার পুত্র একত্র মিলিত হইল। পরে বসুন্ধরা দেবী ঐ পুত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই হুতাশন সদৃশ তেজ ও দিব্যাকারসম্পন্ন কুমার শরবনে অবস্থান পূর্ব্বক পরম সুখে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর কৃত্তিকাগণ সেই বালার্কসদৃশ পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া স্নেহনিবন্ধন স্তন্য প্রদান দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দিক্ সমুদায়, দিকের ঈশ্বরগণ রুদ্রদেব, বিধাতা, বিষ্ণু, যম, পূষা, অর্য্যমা, ভগ, অংশ, মিত্র, সাধ্যগণ, ইন্দ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার, জল, বায়ু, অন্তরীক্ষ, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ এবং মূর্ত্তিমান্ সামাদি বেদ সমুদায় দ্রুতবেগে সেই অগ্নিপুত্রকে সন্দর্শন করিতে সমাগত হইলেন। ঐ সময় ঋষিগণ স্তবপাঠ এবং গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সেই ব্রাহ্মণপ্রিয়, স্থূলকলেবর, দ্বাদশবাহু, শরগুল্মশয়ান, দ্বাদশাক্ষ ষড়াননকে সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত ও তারকাসুরের বিনাশবিষয়ে বিশ্বস্ত হইলেন।

অনন্তর দেবগণ সকলেই কার্ত্তিকেয়ের নিমিত্ত প্রিয়বস্তু আহরণ করিয়া তাঁহার ক্রীড়নীয় বস্তু ও পক্ষী সমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাকে বরাহ ও মহিষ, গরুড় বিচিত্র ময়ূর, বরুণদেব হুতাশন সদৃশ কুক্কুট, চন্দ্র মেষ, সূর্য্য অতি মনোহর প্রভা, গোমাতা সুরভী একলক্ষ গাভী, অগ্নি গুণসম্পন্ন ছাগ, ইলা বহুতর ফল ও পুষ্প, সুধন্বা শকট ও অত্যুৎকৃষ্ট রথ, বরুণদেব হস্তী ও অশ্ব সমুদায় এবং দেবেন্দ্র সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী অন্যান্য পক্ষী, ভীষণাকার বহুতর শ্বাপদ ও বিবিধ ছত্র প্রদান করিলেন। রাক্ষস ও অসুরগণ তাঁহার অনুগত হইল। ঐ সময় তারকাসুর কার্ত্তিকেয়কে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর মহাবাহু কার্ত্তিকেয় পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবতারা তাঁহার নিকট তারকাসুরের উপদ্রব সমুদায় নিবেদন করিয়া তাঁহাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয়ও সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া অমোঘ শক্তিপ্রহার দ্বারা তারকাসুরকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক দেবতাধিপতি পুরন্দরকে পুনরায় ইন্দ্রত্বপদে

স্থাপিত করিলেন। মহাদেবপ্রিয় হিরণ্য-মূর্ত্তি ভগবান্ কার্ত্তিকেয় এইরূপে দেবতাদিগের সৈনিকভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুতাশন ও কার্ত্তিকেয়ের তেজঃ হইতে সুবর্ণ সমুৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত উহা মাঙ্গল্য দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট রত্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব পরশুরামের নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, ভৃগুনন্দন সুবর্ণ দানপূর্ব্বক সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছিলেন; অতএব তুমিও যত্নপূর্ব্বক সুবর্ণদানে প্রবৃত্ত হও।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার নিকট চাতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম সমুদায় শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি উহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ধন্য, যশস্য, বংশবৃদ্ধিকর ও পবিত্র শ্রাদ্ধবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কি দেবতা, কি অসুর, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি কিন্নর সকলেরই সর্ব্বদা পিতৃগণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। মহাত্মারা অগ্রে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে দেবগণের পূজা করিয়া থাকেন। অতএব মানবগণ সর্ব্বদা বিবিধ যত্নসহকারে পিতৃগণের পূজা করিবে। পণ্ডিতেরা প্রতি অমাবস্যায় পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান করাকেই শ্রাদ্ধের সামান্ত বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সমুদায় তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। এক্ষণে যে যে তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে যে যে ফল লাভ হয়, তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র-প্রসবিনী পরম সুন্দরী স্ত্রীসমুদায়, দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে কন্যা, তৃতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে বিবিধ অশ্ব, চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য ক্ষুদ্র পশু, পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বহু পুত্র, ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করিলে সৌন্দর্য্য, সপ্তমীতে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ, অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, নবমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিবিধ অখণ্ডিতখুরযুক্ত পশু, দশমীতে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে পুত্র ও সুবর্ণরজতভিন্ন ধাতুসমুদায়, দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিচিত্র সুবর্ণ ও রজত এবং ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করে, তাহাকে অচিরাৎ যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়, এবং তাহার গৃহস্থিত মানবগণ যৌবনাবস্থায় কালকবলে নিপতিত হয়। অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে সমুদায় কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে চতুর্দ্দশী ভিন্ন কৃষ্ণপক্ষীয় দশমী হইতে অমাবস্যাপর্য্যন্ত সমুদায় তিথিই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শুক্লপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ যেমন শ্রাদ্ধের

উৎকৃষ্ট কাল, তদ্রূপ পূর্ব্বাহ্ন অপেক্ষা অপরাহ্নই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পিতৃলোককে কোন্ বস্তু দান করিলে অক্ষয় হইয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রাদ্ধকালে যে সমস্ত দ্রব্য পিতৃলোককে প্রদান করিতে হয় এবং যাহা দান করিলে যেরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিল, ধান্য, যব, মাংস, জল, মূল ও ফল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। মনু কহিয়াছেন যে, সমধিক তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। শ্রাদ্ধকালে যে সমস্ত ভোজ্য প্রদান করা যায়, তন্মধ্যে তিলই সর্ব্বপ্রধান। শ্রাদ্ধে মৎস্য প্রদান করিলে পিতৃগণের দুই মাস, মেষমাংস প্রদান করিলে তিন মাস ও শশমাংস প্রদান করিলে চারি মাস, অজমাংস প্রদান করিলে পাঁচ মাস, বরাহমাংস প্রদান করিলে ছয় মাস, পক্ষীর মাংস প্রদান করিলে সাত মাস, পৃষতনামক মৃগের মাংস প্রদান করিলে আট মাস, রুরু মৃগের মাংস প্রদান করিলে নয় মাস, গবয়ের মাংস প্রদান করিলে দশ মাস, মহিষমাংস প্রদান করিলে একাদশ মাস এবং গোমাংস প্রদান করিলে এক বৎসর তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। ঘৃতপায়স গোমাংসের ন্যায় পিতৃগণের প্রীতিকর; অতএব শ্রাদ্ধে ঘৃতপায়স প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধে বাধ্রীনস ছাগের মাংস প্রদান করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর তৃপ্তিসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। গণ্ডকের মাংস কালশাক ও রক্তবর্ণ ছাগের মাংস প্রদান করিলে তাঁহাদের অনন্তকাল তৃপ্তি উৎপাদন করা যায়। আমি পূর্ব্বে সনৎকুমারের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, পিতৃগণ কহিয়া থাকেন, যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের কুলে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণায়ন কালে মঘা নক্ষত্রে ত্রয়োদশী তিথি উপলক্ষে আমাদিগকে ঘৃতপায়স প্রদান বা গজচ্ছায়াযোগে রক্তবর্ণ ছাগের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করে এবং ঐ শ্রাদ্ধ যদি ব্যজন দ্বারা বীজিত হয়, তাহা হইলে আমাদের নিশ্চয়ই অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হইবে। বহু পুত্রের কামনা করা উচিত; কারণ উহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও অক্ষয়বটসমলঙ্কৃত গয়ায় গমন করিতে পারে। অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধকালে জল, মূল, ফল, মাংস ও অন্ন মধুমিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে উহা অনন্ত তৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।

একোননবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এক্ষণে যম নরপতি শশবিন্দুকে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে যে সমুদায় কাম্য শ্রাদ্ধের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি কৃত্তিকা নক্ষত্রে

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সে শোকসন্তাপবিহীন ও পুত্রবান্ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। রোহিণী নক্ষত্রে সন্তান ও মৃগশিরাঃ নক্ষত্রে তেজঃ কামনা করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। আর্দ্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে মানবদিগের ক্রূরকার্য্যে প্রবৃত্তি ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যে উন্নতি হয়। পুষ্টিকামনা করিয়া পুষ্যা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। অশ্লেষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অতি শান্তস্বভাব-সম্পন্ন পুত্র, মঘা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সৌভাগ্য, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অপত্য, হস্তা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ইষ্টফল, চিত্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রূপবান্ পুত্র, স্বাতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, বিশাখা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র, অনুরাধা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্য, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আধিপত্য, মূলা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আরোগ্য, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে যশঃ, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে শোকরাহিত্য, অভিজিৎ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট, বিদ্যা, শ্রবণা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পরলোকে সদ্গতি, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্যভোগ, শতভিষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বৈদ্যক শাস্ত্রে পারদর্শিতা, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ছাগমেষাদি, উত্তরভাদ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, রেবতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কাংস্য পিত্তলাদিময় দ্রব্যজাত, অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বসমূহ এবং ভরণী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সুদীর্ঘ আয়ু লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! নরপতি শশবিন্দু যমের নিকট এইরূপ শ্রাদ্ধনিয়ম শ্রবণ পূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান করিয়া অনায়াসে পৃথিবী পরাজয় ও শাসন করিয়া গিয়াছেন।

নবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধভাগ প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! দানধর্ম্মবিৎ ক্ষত্রিয় দান সময়ে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিবেন না বটে, কিন্তু দৈব ও পিতৃকার্য্য-উপলক্ষে তাঁহাদিগের পরীক্ষা করা আবশ্যক। মানবগণ দৈবতেজঃসম্পন্ন হইয়া দেবগণের আরাধনা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রাদ্ধের বিধি সেরূপ নহে। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতে হয়। অতএব পণ্ডিতেরা শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের কুলশীল, বয়ঃক্রম, রূপ ও বিদ্যার পরীক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতকগুলি পংক্তিদূষক ও কতকগুলি পংক্তিপাবন আছেন। এক্ষণে আমি অগ্রে পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রতারক, ভ্রূণহত্যাকারী, যক্ষ্মরোগগ্রস্ত, পশুপালক, অধ্যয়নাদিবিহীন, শূদ্রের কিঙ্কর, বৃদ্ধিজীবী, গায়ক, সর্ব্ববিক্রয়ী, গৃহদাহকর্ত্তা, বিষদাতা, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রেতা, সামুদ্রিকবেত্তা, রাজদূত, তৈলকার, কূটকর্ত্তা, পিতৃদ্বেষ্টা

পুংশ্চলীর স্বামী, নিন্দনীয়, চৌর্য্যপরায়ণ, শিল্পজীবী, বহুরূপী, খলস্বভাব, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, শূদ্রের উপাধ্যায় শস্ত্রজীবী, মৃগয়ানিরত, কুক্কুরদষ্ট, জ্যেষ্ঠের অনূঢ়াবস্থায় দারপরিগ্রহকারী, অনাবৃতমেঢ্র, গুরুপত্নীহর্ত্তা, নট, দেবল ও গণক ব্রাহ্মণদিগকে পংক্তিদূষক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা কহিয়া থাকেন, ঐরূপ ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলে উহা রাক্ষসের ভুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে দিনে শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া বেদাধ্যয়ন বা শূদ্রাগমন করে, তাহার পিতৃগণকে সেই দিন অবধি এক মাস তাহারই পুরীষে শয়ন করিতে হয়। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সোমবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে বিষ্ঠারূপে পরিণত, চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে পূয ও শোণিত রূপে পরিগণিত, দেবলকে প্রদত্ত হইলে নিষ্ফল, বৃদ্ধিজীবীকে প্রদান করিলে পিতৃগণের অপ্রাপ্ত, বাণিজ্যকারীকে প্রদান করিলে উভয়লোকে নিষ্ফল, পৌনর্ভবকে প্রদান করিলে ভস্মাহুত ঘৃতের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক হইয়া থাকে। যাহারা প্রমাদবশত অধার্ম্মিক দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহারা পরলোকে ঐ দানের ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর যাহারা জ্ঞান পূর্ব্বক ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহাদিগের পিতৃগণকে নিশ্চয়ই পুরীষ ভোজন করিতে হয়। যাহারা শূদ্রদিগকে উপদেশ প্রদান করে, তাহারাও পংক্তিদূষক দ্বিজাধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কাণ ব্যক্তিরা যে পংক্তিতে উপবিষ্ট হয়, সেই পংক্তির ষষ্টিসংখ্যক ব্রাহ্মণ, ক্লীব যে পংক্তিতে উপবেশন করে, সেই পংক্তির শতসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং শ্বিত্ররোগাক্রান্ত ব্যক্তি পংক্তিতে উপবেশন করিয়া যে সমুদায় ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, তাঁহারা সকলেই দূষিত হইয়া থাকেন। বেষ্টিতশিরাঃ দক্ষিণাস্য ও পাদুকাধারী হইয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করিলে অসুরগণের তৃপ্তিলাভ হয়। লোকে অসূয়াপরতন্ত্র ও শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া যে সমুদায় শ্রাদ্ধীয় বস্তু দান করে, তৎসমুদায় দ্বারা অসুরগণই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। কুক্কুর ও পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়; অতএব আবৃত স্থানে তিল সমুদায় বিকীর্ণ করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যাহারা রোষপরবশ হইয়া অথবা তিল দান না করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহাদিগের সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস ও পিশাচ কর্ত্তৃক বিনস্ট হয়। পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের যে যে কার্য্য সন্দর্শন করে, শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধের সেই সেই কার্য্যের ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি যত্নপূর্ব্বক পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা সদাচারনিরত, তাঁহাদিগকেই পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাঁহারা তৃণাচিতকেত, মন্ত্রবিদ্, পঞ্চাগ্নিযুক্ত, ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রবেত্তা, ষড়ঙ্গবিদ্, বেদাধ্যায়ীর বংশোদ্ভব, সামবেদবেত্তা, সামগাতা, পিতা মাতার বশীভূত, অথর্ববেদপাঠক, ব্রহ্মচারী, যতব্রত, সত্যবাদী, ধর্ম্ম-

শীল ও স্বকর্ম্মনিরত, যাঁহাদের ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ শ্রোত্রিয়; যাঁহারা ঋতুকালে ধর্ম্ম-পত্নীতে গমন করেন, যাঁহারা অতিপবিত্র তীর্থ সমুদায়ে স্নানাদি করিয়াছেন, যাঁহারা বিধি পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞান্ত-স্নানে আপনাদিগের বিশুদ্ধি সম্পাদনে কৃত-কার্য্য হইয়াছেন এবং যাঁহারা ক্রোধশূন্য, গম্ভীরস্বভাব, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্ব-ভূতহিতনিরত শ্রাদ্ধকালে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য। ইঁহা-দিগকে যে বস্তু প্রদান করা যায়, তাহা অক্ষয় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। যতি, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ ও পরম যোগী ব্যক্তিরাও পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ইতিহাস শ্রবণ করা-ইয়া থাকেন, যাঁহারা ভাষ্য ও ব্যাকরণজ্ঞ, যাঁহারা পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহারা গুরুকুলে নিয়মিতকাল বাস করেন, যাঁহারা সত্যবাদী এবং বেদা-ধ্যয়ন ও বেদগানে সুনিপুণ, তাঁহারা পংক্তির যতদূর দর্শন করেন, ততদূর পবিত্র হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ইঁহাদিগের নাম পংক্তিপাবন হইয়াছে। যাঁহার পুরুষ পর-ম্পরা বেদাধ্যাপক তিনি একাকীই সার্দ্ধ-তৃতীয় ক্রোশ পর্য্যন্ত পবিত্র করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ঋত্বিক্ ও উপাধ্যায় নহে, সে যদি ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত না হইয়া শ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে, তাহা হইলে পংক্তিস্থ সমস্ত ব্যক্তির পাপ তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। যিনি বেদবিৎ, দোষশূন্য ও পুণ্যবান্ তিনিই পংক্তিপাবন। অতএব শ্রাদ্ধ-কালে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্বকর্ম্মনিরত কুলীন বহু ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করাই শ্রেয়-স্কর। যিনি শ্রাদ্ধকালে মিত্রকে আহ্বান করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করান, পিতৃ ও দেবগণ তৎকৃত শ্রাদ্ধে প্রীতি লাভ করেন না এবং তাঁহার স্বর্গলাভও দুর্লভ হইয়া উঠে। যিনি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রেরণ করিয়া লোকের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, তাঁহার দেব-লোক লাভ হয় না এবং কারাবদ্ধ ব্যক্তি যেমন বিষয়ভোগে বঞ্চিত হয়, সেই রূপ তিনিও কর্ম্মফল লাভে নিরাশ হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে মিত্রের সমাদর করেন না। মিত্রের সন্তোষোৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে ধন প্রদান করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্রাদ্ধকালে তাঁহাকে কোনরূপ প্রীতি চিহ্ন প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। যিনি শত্রু ও মিত্র নহেন, সেই ব্যক্তিকেই শ্রাদ্ধকালে ভোজন প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঊষর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন কোন ফলই উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ অযোগ্য ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে সেই শ্রাদ্ধ ইহকাল ও পরকালে কোন ফলই উৎপাদন করে না। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল নহেন, তিনি তৃণাগ্নির ন্যায় নিতান্ত নিস্তেজ; তাঁহাকে শ্রাদ্ধীয় বস্তু প্রদান ও ভস্মে ঘৃতাহুতি দান উভয়ই তুল্য। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য পরস্পর আদান প্রদান পিশাচোদ্দেশে প্রদত্ত দানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হয়। উহা কখনই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয়

না, উহা নষ্টবৎসা ধেনুর ন্যায় কাতরভাবে ইহলোকেই বিচরণ করিয়া থাকে। নর্ত্তক ও গায়ককে দান করিলে তাহা যেমন নিরর্থক হয়, সেইরূপ নীচ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তাহা কোন ফলোপধায়ক হয় না। নীচ ব্রাহ্মণে প্রদত্ত দ্রব্য দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না, প্রত্যুত দাতার পিতৃলোককে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট করে। যাঁহারা ঋষিনির্দ্দিষ্ট আচার নিরত সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, শাস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ। মহর্ষিগণ স্বাধ্যায়নিরত, জ্ঞাননিষ্ঠ, তপঃপরায়ণ ও স্বকর্ম্মাসক্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহাকেই শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন না, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত পামর; তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। আমি বানপ্রস্থ ঋষিদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিলে তিন পুরুষ নরকস্থ হয়। ব্রাহ্মণগণকে পরোক্ষেই পরীক্ষা করা উচিত। দোষশূন্য ব্রাহ্মণ শত্রু বা মিত্রই হউন, নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে দশ লক্ষ নীচ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে যে ফল লাভ না হয়, বেদজ্ঞ সাধু একমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

একনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ সময়ে কোন্ মহর্ষি কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ কল্পিত হইয়াছে? শ্রাদ্ধ কিরূপ এবং শ্রাদ্ধে কোন্ কার্য্য, কি কি ফল মূল ও কোন্ কোন্ ধান্য নিষিদ্ধ, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রাদ্ধ যেরূপ এবং যে সময়ে যাহা দ্বারা যেরূপে উহা কল্পিত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র অত্রিবংশে দত্তাত্রেয় নামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। দত্তাত্রেয়ের নিমি নামে এক তপোবলসম্পন্ন পুত্র ছিলেন। তাঁহার শ্রীমান্ নামে এক পরম রূপসম্পন্ন পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্র সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া কালধর্ম্মসহকারে কালকবলে নিপতিত হইলে, মহর্ষি নিমি শোকে অধীর হইয়াও শাস্ত্রানুসারে অশৌচান্তে ক্ষৌরাদি কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর তিনি চতুর্দ্দশী দিবসে দ্রব্যসামগ্রী আয়োজন করিয়া পরদিন প্রভাতে জাগরিত হইলেন এবং শোকাপনোদন পূর্ব্বক চিত্তকে বিষয়ে ব্যাপৃত করিয়া সমাহিত চিত্তে শ্রাদ্ধকার্য্য অনুধ্যান পুরঃসর পুত্রের প্রিয় ফল, মূল ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট পদার্থ সমুদায় আহরণ করিলেন। তৎপরে পূজ্যতম সাত জন ব্রাহ্মণকে আনয়ন পূর্ব্বক স্বয়ং দক্ষিণাগ্রে কুশসমুদায় সমাস্তীর্ণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে তাহাতে উপবেশন করাইয়া তাঁহা-

দের পদতলে প্রাদেশপ্রমাণ কুশ সমুদায় প্রদান পুরঃসর তাঁহাদিগকে লবণবর্জ্জিত শ্যামাকান্ন ভোজন করাইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইলে, পুত্র শ্রীমানের নাম গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক কুশোপরি পিণ্ডদান করিলেন। এইরূপে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদিত হইলে মহর্ষি নিমি আপনার ধর্ম্মসঙ্কর বিষয়ে সন্দিহান হইয়া একান্ত ব্যথিতচিত্তে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, পূর্ব্বে কোন মহর্ষিই এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। অতএব বোধ হয়, ব্রাহ্মণগণ আমার এই অপরাধনিবন্ধন আমাকে শাপ প্রদান করিবেন। মহর্ষি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া স্বীয় বংশকর্ত্তা মহর্ষি অত্রিকে স্মরণ করিলেন। নিমি স্মরণ করিবামাত্র মহাত্মা অত্রি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পুত্রশোকসন্তপ্ত মহর্ষিকে অবলোকন পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহাতে ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মা স্বয়ং ইহার বিধি বিধান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই শ্রাদ্ধবিধি বিহিত করিতে সমর্থ নহেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ব্রহ্মাবিহিত অতি উৎকৃষ্ট শ্রাদ্ধবিধি কহিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে উহার অনুষ্ঠান কর। প্রথমত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নৌকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্নি, সোম ও বরুণ দেবকে আহুতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। পিতৃলোকের সহিত যে বিশ্বদেবগণ একত্র অবস্থান করেন, ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের আধার পৃথিবী, বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও ক্ষমা দেবীকে স্তব করিতে হয়। শ্রাদ্ধোদক আনয়ন সময়ে বরুণদেবকে স্তব করিয়া তৎপরে অগ্নি ও সোমদেবের তৃপ্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা যে উষ্মপ পিতৃদেবদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেবদিগকে অর্চ্চনা করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন। অগ্নিস্বাত্তাদি সপ্তসংখ্যক পিতৃগণ স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে সমুদায় শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবের উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহাদের সমুদায় নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বল, ধৃতি, বিপাপমা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পার্ষ্ণি, ক্ষেম, সমূহ, দিব্যসানু, বিবস্বান্, বীর্য্যবান্, হ্রীমান্, কীর্ত্তিমান্, কৃত, জিতাত্মা, মুনিবীর্য্য, দীপ্তরোমা, ভয়ঙ্কর, অনুকর্ম্মা, প্রতীত, প্রদাতা, অংশুমান্, শৈলাভ, পরম, ক্রোধী, ধীরোষ্ণী, ভূপতি, স্রজ, বজ্রী, বরী, বিদ্যুদ্বর্চ্চা, সোমবর্চ্চা, সূর্য্যশ্রী, সোমপ, সূর্য্যসাবিত্র, দত্তাত্মা, পুণ্ডরীয়ক, উষ্ণীনাভ, নভোদ, বিশ্বায়ু, দীপ্তি, চমূহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শঙ্কর, ভব, ঈশ, কর্ত্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্ম্মকৃৎ, গণিত, পঞ্চবীর্য্য আদিত্য, রশ্মিবান্, সপ্তকৃৎ, সোমবর্চ্চ, বিশ্বকৃৎ, কবি, অনুগোপ্তা, সুগোপ্তা, নপ্তা ও ঈশ্বর।

এই আমি তোমার নিকট বিশ্বদেবদিগের নাম কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদায় মহাত্মা কালেরও অগোচর।

এক্ষণে যে সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ, সেই সমুদায় দ্রব্যের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। কোদ্রব ও অসম্পূর্ণ তণ্ডুলযুক্ত ধান্য, হিঙ্গু, পলাণ্ডু, লশুন, শোভাঞ্জন, কোবিদার, গৃঞ্জন, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, গ্রাম্য-বরাহমাংস, অপ্রোক্ষিত মাংস, কৃষ্ণজীরক, বিড়ঙ্গ, শীতপাকীশাক, বংশাদির অঙ্কুর, শৃঙ্গাটক, সমুদায় লবণ ও জম্বূফল এই সমুদায় শ্রাদ্ধে প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ক্ষুত দূষিত ও নেত্রজলযুক্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে সুদর্শন শাক প্রদান করিলে, পিতৃলোক ও দেবগণ কখনই তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হন না। শ্রাদ্ধকালে চণ্ডাল, শ্বপাক, কষায়িত বস্ত্রধারী, কুষ্ঠরোগী, পতিত, ব্রহ্মহত্যাকারী ও সঙ্কর ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীকৃত করা কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! মহর্ষি অত্রি স্বীয় বংশোদ্ভব নিমিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি নিমি এইরূপে সর্ব্বপ্রথমে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যতব্রত মহর্ষিগণ তাঁহার নিদর্শনানুসারে বিধিপূর্ব্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও তীর্থজল দ্বারা তাঁহাদিগের তর্পণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে চারিবর্ণের সমুদায় লোকই দেবতা ও পিতৃগণকে অন্নদান করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবতা ও পিতৃগণ অনবরত শ্রাদ্ধভোজননিবন্ধন অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভগবান্ চন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, সুধাকর! আমরা নিবাপান্ন ভোজননিবন্ধন অজীর্ণ রোগে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, অতএব আপনি ইহার উপায়বিধান করুন। দেবতা ও পিতৃগণ এইরূপে আপনাদের ক্লেশের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে, ভগবান্ চন্দ্র তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! যদি আপনাদিগের শ্রেয়োলাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে আপনারা ব্রহ্মার নিকট গমন করুন, তিনি আপনাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

ভগবান্ সুধাকর এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্যানুসারে সুমেরু শৃঙ্গে সমাসীন, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা নিবাপান্ন ভোজন করিয়া অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইতেছি, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের শ্রেয়োবিধান করুন। তখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহানুভবগণ! এই যে মহাত্মা হুতাশন আমার নিকট অবস্থান করিতেছেন, ইনিই তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করিবেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মহা-

তেজস্বী হুতাশন দেবতা ও পিতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! অতঃপর আপনারা আমার সহিত সমবেত হইয়া নিবাপান্ন ভোজন করিবেন, তাহা হইলেই আপনাদের অজীর্ণ রোগ দূরীভূত হইবে। মহাত্মা হুতাশন এইরূপে দেবতা ও পিতৃগণের রোগনাশের উপায় বিধান করিলে তাঁহারা অনলের সহিত শ্রাদ্ধভাগ ভোজন করিয়া সুস্থ হইলেন। এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধের সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিকে ভাগ প্রদান করিতে হয়। যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে হুতাশনকে শ্রাদ্ধ ভাগ প্রদান করেন, ব্রহ্মরাক্ষসগণ তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যে যজ্ঞে ভগবান্ অগ্নি অবস্থান করেন, রাক্ষসগণ সেই যজ্ঞ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। প্রথমে পিতাকে পিণ্ডদান করিয়া তৎপরে পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রতি পিণ্ডদানকালেই সাবিত্রী ও সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। রজস্বলা ও ছিন্নকর্ণা স্ত্রীকে শ্রাদ্ধ দর্শন করিতে অনুজ্ঞা ও ভিন্নগোত্রা রমণীকে শ্রাদ্ধের পাককার্য্যে নিয়োগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। নদীপার হইবার সময় পিতৃগণের তর্পণ ও নামোচ্চারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। অগ্রে স্ববংশীয় পিতৃগণের পিণ্ডদান করিয়া পরিশেষে বন্ধু ও আত্মীয়গণের পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। চিত্রিত গোযুগযুক্ত শকট অথবা নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় সমাহিত হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করা নিতান্ত আবশ্যক। অমাবস্যাই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল। অতএব ঐ দিনে শ্রাদ্ধ করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতৃভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা নিশ্চয়ই পুষ্টি, আয়ু, বীর্য্য ও শ্রীলাভ করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং মহর্ষি পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরাঃ, ক্রতু ও কশ্যপ মহাযোগেশ্বর ও পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হন। এই আমি তোমার নিকট শ্রাদ্ধের উৎপত্তি ও শ্রাদ্ধ বিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে দানের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উপবাসব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ যদি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ করা কর্ত্তব্য, কি শ্রাদ্ধ কর্ত্তার প্রার্থনা ভঙ্গ করা উচিত?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাঁহারা বেদোক্ত উপবাসব্রতপরায়ণ নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের অনুরোধে ব্রত ভঙ্গ করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা বেদোক্ত উপবাসব্রতপরায়ণ হন, তাঁহারা যদি কোন ব্যক্তির অনুরোধে আহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ব্রতভঙ্গপাপে নিশ্চয় দূষিত হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সামান্য লোকেরা উপবাসকে তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অতএব জিজ্ঞাসা

করি, উপবাস কি তপস্যা, না তপস্যা অন্যরূপ ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যেরা এক মাস ও অর্দ্ধ মাস উপবাসকেই তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু যে উপবাস দ্বারা শরীর নষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত তপস্যা নহে। লোভাদি পরিত্যাগই তপস্যা। ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা উপবাসী ও ব্রহ্মচারী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মাংসাহার করা শ্রেয়স্কর নহে। তিনি সতত পবিত্র ও সত্যবাক্য উচ্চারণ করিবেন। মুনি হইয়া বেদাধ্যয়ন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি পরিবার-পরিবৃত, দানশীল ও ধর্ম্মার্থী হইবেন এবং এককালে নিদ্রা পরিত্যাগ করিবেন। অমৃতাশী, বিঘসাশী ও অতিথি-প্রিয় হওয়া তাঁহার নিতান্ত উচিত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা উপবাসী, ব্রহ্মচারী, বিঘসাশী ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যিনি কেবল প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে আহার করেন, অন্যসময় কিছুমাত্র ভোজন করেন না, তিনিই সর্ব্বদা উপবাসী। যিনি কেবল ঋতু-কালে ভার্য্যাসম্ভোগ করেন, তিনিই ব্রহ্ম-চারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যিনি বৃথামাংস ভোজন না করেন, তিনিই অমাংসাশী। যিনি দিবানিদ্রা পরিহার করেন, তিনিই নিদ্রাত্যাগী। অতিথি ভৃত্য প্রভৃতি সক-লের আহার হইলে যিনি আহার করেন, তিনি অমৃতাশী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যিনি ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইয়া কখনই আহার করেন না, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ করেন। যিনি দেবতা, পিতৃগণ ও আশ্রিত ব্যক্তি-বর্গের ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা আপনার ক্ষুধা শান্তি করেন, তাঁহাকেই বিঘসাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সকল মহাত্মা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া ব্রহ্মলোকে অনন্তকাল বাস করেন, এবং তথায় দেবগণ ও পিতৃগণের সহিত আহার ও পুত্র পৌত্রগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু প্রদান করিয়া থাকে, এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ দাতার অর্থ প্রতিগ্রহ করা যাইতে পারে এবং কিরূপ দাতার নিকট প্রতিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! যিনি সাধু ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি অল্প দোষভাগী হন এবং যিনি অসাধুর নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি বহুদোষে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ফলত সাধুর নিকট হউক বা অসাধুর নিকট হউক, প্রতিগ্রহ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়। এই নিমিত্ত পূর্ব্ব-কালীন অনেক মহাত্মা প্রতিগ্রহে সম্পূর্ণ রূপে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে সপ্তর্ষি বৃষাদর্ভি সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাতজন মহর্ষি এবং দেবী অরুন্ধতী ইঁহারা সমাধি

দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির অভিলাষে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। ইঁহাদিগের গণ্ডা নাম্নী এক কিঙ্করী ছিল। পশুসখ নামে একজন শূদ্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়। পশুসখও ঐ মহর্ষিদিগের সন্নিহিত থাকিয়া সতত তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিত। ঐ সময় পৃথিবীতে ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হওয়াতে মনুষ্যগণ ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইতে লাগিল। পূর্ব্বে মহারাজ শৈব্য এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ঋত্বিক্গণকে আপনার এক পুত্র দক্ষিণা স্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই শৈব্যকুমার এই দুর্ভিক্ষকালে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মহর্ষিগণ বহুদিন অনাহারনিবন্ধন ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই রাজকুমারকে কালকবলে নিপাতিত দেখিয়া আপনাদের প্রাণরক্ষার্থ তাহাকে ভক্ষণ করিবার মানসে স্থালীতে পাক করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারাজ শৈব্য পৃথিবীমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে সেই মহর্ষিগণের নিকট সমুপাস্থত হইয়া তাঁহাদিগকে সেই মৃতদেহ পাক করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা যদি প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে কখনই এই অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে হয় না। আমার অতুল সম্পত্তি আছে। যদি আপনারা আমার নিকট প্রতিগ্রহ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে আমি অনায়াসে আপনাদিগকে সহস্র অশ্বতর ও সহস্র-বৎস-সমবেত সহস্র শ্বেত অশ্বতরী, গুরুভারবহনক্ষম স্থূলকায় এক লক্ষ শ্বেতবর্ণ বৃষভ, স্থূলকায় সকৃৎপ্রসূত এক লক্ষ ধেনু, উৎকৃষ্ট গ্রাম সমুদায়, ধান্য, বিবিধ সুখাদ্য দ্রব্য, যব, রত্ন ও অন্যান্য দুর্লভ পদার্থ সমুদায় প্রদান করিতে পারি। অতএব আপনারা এই অভক্ষ্য ভক্ষণের সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট প্রতিগ্রহ করুন। যে ব্রাহ্মণ আমার নিকট যাচ্ঞা করেন, আমি তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়জ্ঞান করি।

তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ! রাজার নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলে আপাততঃ অতি মধুর আস্বাদ লাভ হয়; কিন্তু পরিণামে উহা বিষতুল্য হইয়া উঠে। আপনি ইহা বিশেষ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাদিগকে প্রলোভিত করিতেছেন? দেবগণ ব্রাহ্মণদেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। তপস্বী ব্রাহ্মণগণের শরীর নিতান্ত নির্ম্মল। উঁহারা প্রীত হইলে দেবতারা প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যে দিন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার সেই দিবসের সঞ্চিত তপস্যা নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব হে মহারাজ! আপনার মঙ্গল লাভ হউক। আপনি যাচকদিগকেই ধন প্রদান করুন। ঋষিগণ শৈব্যকে এই কথা কহিয়া সেই পাচ্যমান শবমাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আহার অন্বেষণার্থ বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন।

ঋষিগণ প্রস্থান করিলে, নরপতি শৈব্য মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সেই মহর্ষি-

দিগকে প্রত্যহ উড়ুম্বর প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। মন্ত্রিগণও বনমধ্যে গমন করিয়া সেই মহর্ষিদিগকে প্রতিদিন বৃহত্তর উড়ুম্বর সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে একদা মহারাজ শৈব্য ভৃত্য দ্বারা সেই মহর্ষিদিগের নিকট সুবর্ণপূরিত বহুসংখ্যক উড়ুম্বর প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি অত্রি সেই উড়ুম্বর সমুদায় গ্রহণমাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ করিয়া তৎসমুদায় গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কহিলেন, আমরা নিতান্ত বিবেকশক্তিবিহীন, অসাবধান বা একান্ত মূর্খ নহি। এই উড়ুম্বর সমুদায়ের মধ্যে যে সুবর্ণ নিহিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছি। ইহা গ্রহণ করিলে পরিণামে আমাদের বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিবে। যাহারা ইহলোকে ও পরলোকে সুখ প্রার্থনা করে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় হইতে পারে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমরা একটী নিষ্ক গ্রহণ করিলে আমাদের শত বা সহস্র নিষ্ক গ্রহণের পাপ জন্মে। অতএব বহুনিষ্ক গ্রহণ করিলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই অধোগতি লাভ করিতে হইবে।

কশ্যপ কহিলেন, এই ভূমণ্ডলে ধান্য, পশু, স্ত্রী ও হিরণ্য প্রভৃতি যে সমুদায় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায় এক জনের হস্তগত হইলেও তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না; অতএব শান্তিগুণ অবলম্বন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মনুষ্যের আশার ইয়ত্তা নাই। রুরুমৃগের শৃঙ্গ উদ্গত হইলে সেই মৃগের সহিত শৃঙ্গ যেমন দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের আশাও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

গৌতম কহিলেন, মনুষ্যের আশা সমুদ্রতুল্য। এক ব্যক্তির পৃথিবীস্থ সমুদায় পদার্থ গ্রহণ করিলেও তাহার আশা পরিপূর্ণ হয় না।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, মনুষ্যের একটী প্রার্থনা সফল হইলেই তৎক্ষণাৎ অপর কামনা তাহাকে আক্রমণ করে।

জমদগ্নি কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারই তপস্যা অক্ষয় হয়। কিন্তু যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়।

অরুন্ধতী কহিলেন, কেহ কেহ ধর্ম্মার্থ দ্রব্য সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আমার মতে দ্রব্য সঞ্চয় অপেক্ষা তপঃসঞ্চয়ই শ্রেয়স্কর।

গণ্ডা কহিল, আমার প্রভুগণ পরম তেজস্বী হইয়াও যখন প্রতিগ্রহ করিতে ভীত হইতেছেন, তখন আমি যে উহাতে ভীত হইব, তাহার আর সন্দেহ কি।

পশুসখ কহিল, ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন আর কিছুই নাই; লোভাদির বশীভূত হইলে কখনই ঐ ধন লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণগণই ঐ ধন প্রাপ্তির উপায় অবগত আছেন। অতএব সেই ধর্ম্মরূপ ধনপ্রাপ্তির উপায় শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি ব্রাহ্মণগণেরই সেবাতে নিযুক্ত ও অনুগত হইব।

এইরূপে সকলের বাক্য সমাপ্ত হইলে, মহর্ষিগণ একবাক্য হইয়া কহিলেন, যিনি

গোপনে এই উডুম্বর সমুদায়ের মধ্যে স্বর্ণ নিহিত করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার দানের মঙ্গল হউক।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ এই কথা কহিয়া সেই স্বর্ণপূরিত উডুম্বরফল সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন।

তখন সেই মন্ত্রিগণ মহারাজ শৈব্যের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ সেই ফলসমুদায়ের মধ্যে গোপনে স্বর্ণ নিহিত হইয়াছে অবগত হইয়া, ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়াছেন। মন্ত্রিগণ এই কথা কহিলে, নরপতি শৈব্য মহর্ষিগণের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টসাধনবাসনায় গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় অতি কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণ পুরঃসর তাঁহাদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। আহুতি দান সমাপ্ত হইলে সেই হুত হুতাশন হইতে এক ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসী সমুৎপন্ন হইল। তখন নরপতি বৃষাদর্ভি তাহাকে যাতুধানী এই সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। কালরাত্রিস্বরূপা যাতুধানী হুতাশন হইতে সমুত্থিত হইয়াই নরপতিসমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ আমাকে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

তখন শৈব্য তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যাতুধানি! তুমি শীঘ্র অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি এই সাত জন ঋষি, অরুন্ধতী এবং তাঁহাদিগের দাস পশুসখ ও দাসী গণ্ডার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের নাম ও নামানুরূপ কার্য্য অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ কর। তাঁহারা সকলে বিনষ্ট হইলে তোমার যে স্থানে ইচ্ছা গমন করিও। রাজা শৈব্য এই কথা কহিলে, যাতুধানী তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া যে বনমধ্যে ঋষিগণ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তথায় গমন করিল।

ঐ সময় অত্রি প্রমুখ মহর্ষিগণ সেই বনমধ্যে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহারা ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে হঠাৎ একজন স্থূলাঙ্গ সন্ন্যাসীকে একটী পীবরতনু কুক্কুর লইয়া তথায় আগমন করিতে দেখিলেন। দেবী অরুন্ধতী তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সপ্তর্ষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! এই সন্ন্যাসী যেমন স্থূল আপনারা কখনই এরূপ হইতে পারিবেন না।

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ অরুন্ধতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে যথানিয়মে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করা আমার কর্ত্তব্য, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হওয়াতে আমি যার পর নাই দুঃখিত আছি। কিন্তু এই ব্যক্তি তাদৃশ দুঃখ অনুভব করিতেছে না, এই কারণে ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

অত্রি কহিলেন, ভদ্রে! আমার যেমন খাদ্য দ্রব্য সমুদায় নিতান্ত অসুলভ, ক্ষুধা

অতিমাত্র পরিবর্দ্ধিত এবং বেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহার সেরূপ হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভদ্রে! আমি শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইতেছি না এবং ক্ষুধাপ্রভাবে যার পর নাই কাতর, একান্ত অলস ও এককালে বিজ্ঞানশক্তিবিহীন হইয়াছি; কিন্তু এই ব্যক্তির কোন অংশে কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই, এই কারণে ইহার ও ইহার এই কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

জমদগ্নি কহিলেন, ভদ্রে! আমাকে যেমন বার্ষিক তণ্ডুল ও কাষ্ঠসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত নিরন্তর চিন্তা করিতে হয়, ইহাকে তদ্রূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

কশ্যপ কহিলেন, ভদ্রে! আমার চারি সহোদর উদরান্নের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতে, আমি যার পর নাই কষ্ট পাইতেছি, কিন্তু এই ব্যক্তিকে সেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভদ্রে! আমার যেমন ভার্য্যাপবাদনিবন্ধন যৎপরোনাস্তি শোক উপস্থিত হইয়াছে, ইহার সেরূপ হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

গৌতম কহিলেন, ভদ্রে! আমার কুশরজ্জুনির্ম্মিত ও রঙ্কুরোমপ্রস্তুত তিন খানিমাত্র বস্ত্র আছে, তাহাও আবার তিন বৎসর ব্যবহৃত হওয়াতে নিতান্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমার ন্যায় ইহার বস্ত্রের কষ্ট উপস্থিত হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে সেই স্থূলকলেবর সন্ন্যাসী কুক্কুরের সহিত তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া ন্যায়ানুসারে তাঁহাদের প্রত্যেকের করস্পর্শ করিলেন। পরে তাঁহারা সেই সন্ন্যাসীকে কহিলেন, এই বনমধ্যে আহারসামগ্রী তাদৃশ সুলভ নহে; এক্ষণে আইস, আমরা সকলে সমবেত হইয়া যাহাতে আহারদ্রব্য আহরণ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হই। তাঁহারা এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া ইতস্ততঃ ফলমূল আহরণ করিয়া সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা সেই অরণ্যে স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এই অবসরে নির্ম্মল সলিলপরিপূর্ণ, বিবিধ জলচর বিহঙ্গসমাকীর্ণ, কর্দ্দমশূন্য, তীর্থসম্পন্ন, তরুণ সূর্য্যসঙ্কাশ কমলদলে সমলঙ্কৃত, বৈদূর্য্যমণিসবর্ণ পদ্মপত্রে সুশোভিত একটী রমণীয় সরোবর তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। ঐ সরোবরে প্রবেশ করিবার একটীমাত্র পথ ছিল। শৈব্যরাজপ্রেরিতা বিকৃতদর্শনা যাতুধানী সেই পথে দণ্ডায়মানা হইয়া উহা রক্ষা করিতেছিল। মহর্ষিগণ সেই সরোবর নিরীক্ষণ করিয়া মৃণাল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসীর সহিত তথায় গমন করিলেন এবং

অচিরাৎ বিকৃতদর্শনা যাতুধানীকে দর্শন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে, কাহার কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত একাকিনী এই স্থানে অবস্থান করিতেছ?

তখন যাতুধানী কহিল, হে তপোধনগণ! আমি যে হই না কেন, আমার নাম গোত্রাদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার তোমাদিগের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি এই সরোবরের রক্ষক, আমার এইমাত্র পরিচয়ই তোমাদিগের জ্ঞাতব্য।

তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, ভদ্রে! আমরা সকলে ক্ষুধায় যার পর নাই কাতর হইয়াছি, আমাদিগের আহারদ্রব্য কিছুমাত্র নাই। এক্ষণে তোমার যদি অভিমত হয়, তাহা হইলে আমরা মৃণাল উৎপাটন করিয়া লইয়া যাই।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধনগণ! অগ্রে তোমরা তোমাদের প্রত্যেকের নাম ও নামের অর্থ কীর্ত্তন করিয়া পশ্চাৎ ইচ্ছানুসারে মৃণাল গ্রহণ কর।

তখন মহর্ষি অত্রি তাহাকে তাঁহাদের বধার্থিনী যাতুধানী বলিয়া জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, শোভনে! আমি ত্রিকালীন বেদাধ্যয়ননিবন্ধন জাগরণ করাতে রাত্রিকে অরাত্রি অর্থাৎ দিবসের ন্যায় করিয়াছি। আমি যে রাত্রিতে অধ্যয়ন করি নাই, তাহা রাত্রিই নহে এবং আমি লোক সমুদায়কে অৎ (পাপ) হইতে ত্রাণ করিয়া থাকি। এই কারণে আমার নাম অত্রি হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শোভনে! আমি বসু (অণিমাদি ঐশ্বর্য্য) সম্পন্ন ও বশীদিগের (গৃহবাসীদিগের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত আমার নাম বশিষ্ঠ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

কশ্যপ কহিলেন, শোভনে! আমি কশ্য (শরীর) রক্ষা করিয়া থাকি এবং তপঃপ্রভাবে কাশ্য (দীপ্তিমান্) হইয়াছি; এই নিমিত্ত আমার নাম কশ্যপ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না। অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

ভরদ্বাজ কহিলেন, শোভনে! দ্বাজগণের (দেবতা, ব্রাহ্মণ, শিষ্য ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পোষ্য বর্গের) অব্যাজে পোষণ করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমার নাম ভরদ্বাজ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

গৌতম কহিলেন, শোভনে! আমি জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র আমার শরীরের গো (কিরণ) দ্বারা তমঃ নিরাকৃত হইয়াছিল,

আর আমি গোসমুদায়ের (ইন্দ্রিয়গণের) দমন করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার নাম গৌতম হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, শোভনে! বিশ্বে-দেবগণ আমার মিত্র এবং আমি বিশ্বের মিত্র এই নিমিত্ত আমার নাম বিশ্বামিত্র হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

জমদগ্নি কহিলেন, শোভনে! আমি জমৎ (দেবতাদিগের যাগোপযোগী) অগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এই নিমিত্ত আমার নাম জমদগ্নি হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না, অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

অরুন্ধতী কহিলেন, শোভনে! আমি ভর্ত্তার সহিত অরু (পৃথিবী) ধারণ করি এবং ভর্ত্তার মন অনুরুদ্ধ করিয়া থাকি; এই কারণে আমার নাম অরুন্ধতী হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তাপসি! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

গণ্ডা কহিল, শোভনে! গণ্ডধাতুর অর্থ বক্তের একদেশ। আমার গণ্ড উন্নত এই নিমিত্ত আমার নাম গণ্ডা হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, ভদ্রে! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

পশুসখ কহিল, শোভনে! আমি পশুগণকে দর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকি এবং আমি পশুগণের প্রিয় সখা; এই নিমিত্ত আমার নাম পশুসখ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, ভদ্র! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

সন্ন্যাসী কহিলেন, শোভনে! এই সমস্ত মহাত্মারা যেরূপে স্ব স্ব নাম অর্থের সহিত নির্দ্দেশ করিলেন, আমি সেইরূপ কখনই সমর্থ হইব না। আমার নাম শুনঃসখ সখা।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধন! তুমি একবার নাম উল্লেখ করাতে আমি উহা অবগত হইতে পারিলাম না; অতএব তুমি পুনরায় তোমার নাম উল্লেখ কর।

তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, আমি যখন একবার আপনার নামোল্লেখ করিলে, তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে না। তখন আমি নিশ্চয়ই এই ত্রিদণ্ডাঘাত দ্বারা তোমাকে বিনষ্ট করিব। এই বলিয়া সন্ন্যাসী তাহার মস্তকে প্রহার করিবামাত্র যাতুধানী ভূতলে নিপতিত ও তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল।

মহাপ্রতাপশালী সন্ন্যাসী এইরূপে সেই রাক্ষসীকে সংহার পূর্ব্বক পৃথিবীতে ত্রিদণ্ড প্রোথিত করিয়া তৃণ সমাচ্ছন্ন প্রদেশে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষিগণ, দেবী অরুন্ধতী ও ভর্ত্তার সহিত গণ্ডা বহুপরিশ্রমে মৃণাল সমুদায় উৎপাটন পূর্ব্বক সরোবর হইতে উত্থিত হইলেন এবং সত্বরে সেই মৃণাল সমুদায় তীরে অবস্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া সলিল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিলেন।

তর্পণ সমাপ্ত হইলে মহর্ষিগণ অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখের সহিত মৃণাল ভক্ষণের বাসনায় তীরভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু তথায় সেই মৃণালসমুদায় দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উপর আশঙ্কা করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, আমরা সকলেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; অতএব ইহার মধ্যে কোন্ নৃশংস দুরাত্মা আমাদিগের সঞ্চিত মৃণাল সমুদায় অপহরণ করিল? এক্ষণে আমাদিগের সকলেরই এ বিষয়ে শপথ করা কর্ত্তব্য।

তখন অত্রি কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ ও অনধ্যায়ে অধ্যয়ন করুক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে কুক্কুরজীবী যথেচ্ছাচারী সন্ন্যাসী, শরণাগতঘাতক ও কন্যোপজীবী হউক এবং কৃপণের অর্থ যাচ্ঞা করুক।

কশ্যপ কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সর্ব্বত্র সকলপ্রকার বাক্যোচ্চারণ, ন্যস্তধন অপহরণ, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান, বৃথা মাংস ভোজন, বৃথাদান ও দিবাভাগে স্ত্রীসম্ভোগ করুক।

ভরদ্বাজ কহিলেন, যে দুরাত্মা মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে স্ত্রী গাভী ও জ্ঞাতিগণের প্রতি অধর্ম্ম ব্যবহার, যুদ্ধে ব্রাহ্মণকে পরাজয়, আচার্য্যকে অনাদর করিয়া বেদাধ্যয়ন এবং কক্ষলগ্ন হুতাশনে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হউক।

জমদগ্নি কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে জলমধ্যে পুরীষ পরিত্যাগ, গোদ্রোহ, আপৎকাল ব্যতীত আতিথ্যস্বীকার ও ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীসম্ভোগ করুক এবং সকলের দ্বেষ্য, ভার্য্যোপজীবী, বান্ধববিহীন ও শত্রুসম্পন্ন হউক।

গৌতম কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরিত্যাগ, পিতা, মাতা ও গুরুর হিংসা, ও সোমবিক্রয় করুক এবং যে গ্রামে একমাত্র কূপভিন্ন অন্য জলাশয় নাই সেই গ্রামনিবাসী শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণের সমলোকগামী হউক।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার জীবদ্দশাতেই অপর ব্যক্তি তাহার গুরুজন ও ভৃত্যাদি পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করুক; তাহার যেন সদ্গতি লাভ না হয়। সে যেন বহুপুত্রসম্পন্ন, অপবিত্র, ব্রাহ্মণাধম, ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত, কৃষক, মৎসরী ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অযাজ্য বর্ণের পুরোহিত হইয়া জনসমাজে অবস্থান করে, এবং তাহাকে যেন বেতন-

ভুক্ হইয়া প্রভুর নিকট কপটতাচরণ করিতে হয়।

অরুন্ধতী কহিলেন, যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন নিয়ত শ্বশ্রূনিন্দা, স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ, একাকী সুস্বাদু অন্ন ভোজন ও জ্ঞাতিগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক দিবাবসানে শক্তু ভক্ষণ করে এবং তাহাকে যেন পরপুরুষের উপভোগ্যা ও বীর পুত্রের মাতা হইতে হয়।

গণ্ডা কহিল, যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সতত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, বন্ধুগণের সহিত বিরোধ, শুল্কগ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদান, অন্নপাক করিয়া একাকী ভক্ষণ, চিরকাল অন্যের দাসী হইয়া জীবন ধারণ ও জারসংসর্গে গর্ভধারণ করুক।

পশুসখ কহিল, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন দাসীগর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বহুপুত্র ও দরিদ্র হইয়া দেবতাদিগকে নমস্কার না করে।

এইরূপে তাঁহাদের সকলের শপথ সমাপ্ত হইলে, সেই কুক্কুরসহায় সন্ন্যাসী কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সমস্ত ব্রহ্মচর্য্য, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে কন্যাপ্রদান এবং অথর্ব্ববেদ অধ্যয়নান্তে স্নান করুক।

সন্ন্যাসী এই কথা কহিলে, ঋষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি যাহা যাহা উল্লেখ করিয়া শপথ করিলে তৎসমুদায়ই ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনীয়; সুতরাং উহা দ্বারা তোমার শপথ করা হয় নাই। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমিই আমাদিগের মৃণাল অপহরণ করিয়াছ।

তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, মহর্ষিগণ! আপনারা আমাকে প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। আমি সুররাজ পুরন্দর, আমি আপনাদিগের মৃণাল অপহরণ করিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু উহা আত্মসাৎ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি আপনাদিগের পরীক্ষার্থ আপনাদিগের সমক্ষেই এই মৃণাল সমুদায় অন্তর্হিত করিয়াছি। আমি আপনাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই সুরলোক হইতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকটী এই সরোবরের প্রবেশ পথে দণ্ডায়মান ছিল, সে যাতুধানী নামে ভয়ঙ্করী রাক্ষসী। ঐ পাপীয়সী শৈব্যরাজের হোমাগ্নি হইতে সম্ভূত হইয়া তাহার আদেশানুসারে আপনাদিগের বিনাশ বাসনায় এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ দেখুন, আমি তাহাকে বিনাশ করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া আপনারা অক্ষয়লোক লাভে অধিকারী হইয়াছেন। অতএব শীঘ্র এস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমুদায় লোকে গমন করুন।

সুররাজ আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক এই সকল কথা কহিলে, সেই মহর্ষিগণ, অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখ যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মারা ক্ষুধার সময় ভোগসুখে প্রলোভিত হইয়াও লোভপরবশ হন নাই; এই নিমিত্তই উঁহাদের স্বর্গলাভ হইয়াছিল। অতএব সকল

অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি সভামধ্যে এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করে, তাহার নিশ্চয়ই অর্থলাভ হয়, দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না, ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম আহ্লাদিত হন এবং পরলোকেও তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশের পরিসীমা থাকে না।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে কতকগুলি মহর্ষি ও রাজর্ষি তীর্থযাত্রা করিয়া এইরূপ মৃণালের নিমিত্ত শপথ করিয়াছিলেন। আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহর্ষি শুক্র, অঙ্গিরা, কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালব, অষ্টাবক্র, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, বালখিল্যগণ এবং রাজর্ষি শিবি, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ, যযাতি, ধুন্দুমার ও পুরুপ্রভৃতি মহাত্মারা মহানুভব ভগবান্ শতক্রতুর সহিত প্রভাসতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া পৃথিবীর বহুবিধ তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসংখ্য তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া মাঘী পূর্ণিমাতে অতি পবিত্র কৌশিকী তীর্থে উপস্থিত হন। ঐ তীর্থে ব্রহ্মসর নামে পদ্মকুমুদপরিপূর্ণ একটী পবিত্র সরোবর আছে। মহাত্মা মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ ঐ সরোবরের পবিত্র জলে অবগাহন পূর্ব্বক পদ্মমৃণাল ও কুমুদমৃণাল সমুদায় উৎপাটন পূর্ব্বক ভক্ষণ ও সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহর্ষি অগস্ত্য যে সমুদায় মৃণাল উত্তোলন পূর্ব্বক তীরভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অকস্মাৎ অপহৃত হইল। কিন্তু কে অপহরণ করিলেন, তাহার কিছুই নিশ্চয় হইল না। তখন ভগবান্ অগস্ত্য মহর্ষি ও রাজর্ষিগণকে কহিলেন, আমার বোধ হইতেছে, আপনাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে। অতএব যিনি উহা লইয়াছেন, তিনি শীঘ্র আমাকে উহা প্রদান করুন। আমার বস্তু অপহরণ করা আপনাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমি শুনিয়াছি, কালক্রমে ধর্ম্মের বলক্ষয় হইবে। আমার বোধ হয়, এক্ষণে সেই ধর্ম্মদ্রোহী কালের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব যাবৎ লোকে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়; যাবৎ ব্রাহ্মণগণ গ্রামমধ্যে শূদ্রদিগকে বেদ শ্রবণ না করান; যাবৎ ভূপতিগণ অধর্ম্মনিরত হইয়া প্রজার প্রতি অত্যাচার না করেন; যাবৎ উত্তম মধ্যম ও নীচ লোকেরা পরস্পর অবজ্ঞাত না হয় এবং যাবৎ পরাক্রান্ত প্রাণিগণ দুর্ব্বল প্রাণীদিগের প্রতি অত্যাচার না করে, আমি সেই সময়ের মধ্যেই সুরলোকে প্রস্থান করিব, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ অগস্ত্য এইরূপ আক্ষেপ করিলে, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি আমাদিগের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিবেন না। আমরা কঠিন শপথ করিয়া কহিতেছি, কথ-

নই আপনার মৃণাল অপহরণ করি নাই। এই বলিয়া তাঁহারা ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে শপথ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভৃগু কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে তিরস্কৃত হইয়া তিরস্কার, তাড়িত হইয়া তাড়ন ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করুক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অস্বাধ্যায় নিরত ও কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ হউক এবং সন্ন্যাসী হইয়া রাজধানীতে অবস্থান করুক।

কশ্যপ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সর্ব্বস্থানে সমুদায় বস্তু ক্রয় বিক্রয়, ন্যস্ত ধন অপহরণ ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করুক।

গৌতম কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অহঙ্কৃত, কামক্রোধপরতন্ত্র, কৃষিকর্ম্মনিরত ও মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া জীবিত থাকুক।

অঙ্গিরা কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অশুচি, নিন্দিত, কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ, ব্রহ্মহত্যাকারী ও প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখ হউক।

ধুন্দুমার কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে সে মিত্রের নিকট অকৃতজ্ঞতাচরণ, শূদ্রার গর্ভে পুত্রোৎপাদন ও একাকী উপাদেয় বস্তু ভোজন করুক।

পুরু কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন, ভার্য্যার উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ এবং নিয়ত শ্বশুরের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করুক।

দিলীপ কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণ একটীমাত্র কূপসম্পন্ন গ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক শূদ্রাসংসর্গ করিলে তাঁহার যে লোক লাভ হয়, আপনার মৃণালহর্ত্তাকে যেন সেই লোকলাভ করিতে হয়।

শুক্র কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বৃথামাংস ভোজন, দিবসে স্ত্রীসংসর্গ ও নরপতির দৌত্যকার্য্য স্বীকার করুক।

জমদগ্নি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অনধ্যায়ে অধ্যয়ন, শূদ্রের শ্রাদ্ধে ভোজন এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া মিত্রকে ভোজন প্রদান করুক।

শিবি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অনাহিতাগ্নি হইয়া প্রাণত্যাগ, যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন ও তপস্বীদিগের সহিত বিরোধ করুক।

যযাতি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে জটাধারী ও ব্রতপরায়ণ হইয়া ঋতুকাল ব্যতীত ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন এবং বেদসমুদায়ের অনাদর করুক।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহে বাস, দীক্ষিত হইয়া যথেচ্ছাচার ও বেতন গ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান করুক।

অম্বরীষ কহিলেন, ভগবন্! যে আপ-

নার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ধর্ম্ম-পরিত্যাগ, ব্রহ্মহত্যা এবং জাতি, স্ত্রী ও গোসমূহের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করুক।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে দেবাত্মবাদী হউক এবং নিন্দিত গুরুর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন, অযথাস্বরে বেদপাঠ ও গুরুজনদিগকে অবজ্ঞা করুক।

নাভাগ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে সতত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, সাধুদিগের সহিত বিরোধ ও পণ লইয়া কন্যাদান করুক।

কবি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ ও শরণাগত ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করুক।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে ভৃত্য হইয়া প্রভুর নিকট কপটতাপ্রকাশ এবং রাজা ও অযাজ্য ব্যক্তিদিগের পৌরোহিত্য করুক।

পর্ব্বত কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গ্রামের অধ্যক্ষতা, গর্দ্দভযানে আরোহণ ও জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কুক্কুরের পরিচর্য্যা করুক।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ক্রূর ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ন্যায় অশেষ পাপে লিপ্ত হউক।

অষ্টক কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অকৃতপ্রজ্ঞ, যথেচ্ছাচারী, পাপপরায়ণ ভূপতি হইয়া অধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করুক।

গালব কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অপেক্ষা নিন্দনীয় হউক এবং সতত জ্ঞাতি-দ্রোহ ও দান করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুক।

অরুন্ধতী কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে শ্বশুর অপবাদ, ভর্ত্তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও একাকী সুস্বাদু বস্তু ভক্ষণ করুক।

বালখিল্যগণ কহিলেন, ভগবন্! যাহারা আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহারা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত গ্রামদ্বারে এক পদে অবস্থান ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপরিত্যাগ করুক।

শুনঃসখ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অগ্নিহোত্রে অনাদর করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব ও সন্ন্যাসী হইয়া যথেচ্ছাচার করুক।

সুরভি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, লোকে কেশ-নির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা তাহার পদ বদ্ধ করিয়া পরবৎসের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক কাংস্যময় দোহনপাত্রে তাহার দুগ্ধ দোহন করুক।

এইরূপে তত্রত্য সমুদায় ব্যক্তি নানাপ্রকার শপথ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সেই জাতক্রোধ মহর্ষি অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চরিতব্রহ্মচর্য্য, যজুর্ব্বেদী বা সামবেদী ব্রাহ্মণকে কন্যাদান অথর্ব্ববেদঅধ্যয়ন করিয়া স্নান, সদাযুয়,

বেদ অধ্যয়ন, পুণ্য সঞ্চয়, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মলোক লাভ করুক।

তখন অগস্ত্য কহিলেন, দেবরাজ! যখন তুমি শপথ করিবার ছলে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিলে, তখন তুমিই আমার মৃণাল অপহরণ করিয়াছ; অতএব অচিরাৎ উহা আমাকে প্রদান করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমি লোভবশত আপনার মৃণাল অপহরণ করি নাই; কেবল ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্তই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি মহর্ষিদিগের মুখে বিবিধ সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণ করিলাম; অতএব আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার মৃণাল গ্রহণ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

সুররাজ পুরন্দর এইরূপ অভিনয় করিলে, ভগবান্ অগস্ত্য প্রীতমনে স্বীয় মৃণাল গ্রহণ পূর্ব্বক মহর্ষি ও রাজর্ষিদিগের সহিত পুনর্ব্বার বিবিধ পবিত্র তীর্থে গমন ও অবগাহন করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি যথানিয়মে প্রতি পর্ব্বে এই পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করেন, তাঁহাকে কখনই মূর্খ পুত্রের পিতা, বিদ্যাবিহীন, বিপদ্‌গ্রস্ত, রোগী ও জরাতুর হইতে হয় না। তিনি রজোগুণবিহীন ও মঙ্গলযুক্ত হইয়া অনায়াসে পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি ঐ মহর্ষিদিগের প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শ্রাদ্ধ ও বিবিধ পুণ্য কর্ম্ম উপলক্ষে ছত্র ও উপানহযুগল প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব কোন্ মহাত্মা ঐ ছত্র ও উপানহযুগল প্রদানের প্রথা প্রচলিত করেন, কিরূপে ঐ দুই পদার্থ উৎপন্ন হইল এবং কি নিমিত্তই বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উহা দান করা হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যেরূপে ছত্র ও উপানহযুগলের উৎপত্তি ও দানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং যে নিমিত্ত উহা পবিত্র সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত করা যায়, তৎসমুদায় বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একদা ভগবান্ জমদগ্নি ক্রীড়ার্থ শরাসনে শরসন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার পত্নী রেণুকা সেই নিক্ষিপ্ত শরসমুদায় আহরণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই শর ও জ্যাশব্দে জমদগ্নির কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তিনি বাণনিক্ষেপে নিতান্ত আসক্ত হইয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পত্নী রেণুকাও বারংবার তৎসমুদায় আহরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন সময় সমুপস্থিত হইল, জমদগ্নি তথাপি শরনিক্ষেপে নিরস্ত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শর পরিত্যাগ করিয়া রেণুকাকে সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি শীঘ্র শরসমুদায় আনয়ন কর; আমি পুনরায় উহা পরিত্যাগ করিব। জমদগ্নি এই আজ্ঞা করিবামাত্র রেণুকা শর আনয়নার্থ ধাবমান হইলেন। একে জ্যৈষ্ঠমাস, তাহাতে আবার মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। পতিব্রতা রেণুকা সেই ভীষণ সময়ে স্বামীর নিদেশানুসারে গমন করাতে আতপতাপে তাঁহার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তাপিত হইল। তখন তিনি অগত্যা অতি অল্পকাল বৃক্ষচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া পরিশ্রমাপনোদন করিলেন এবং পরিশেষে শরসমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভর্ত্তার শাপ ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অতি সত্বরে ঘর্ম্মাক্তদেহে কম্পিত কলেবরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন জমদগ্নি তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, রেণুকে! তোমার এত বিলম্ব হইল কেন?

তখন রেণুকা স্বামীকে নিতান্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া সবিনয়ে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। সূর্য্যকিরণে আমার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তপ্ত হওয়াতে, আমি বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াছিলাম; তাহাতেই আমার বিলম্ব হইয়াছে।

রেণুকা এইরূপে আপনার দুঃখ প্রকাশ করিলে, মহাপ্রভাব জমদগ্নি সূর্য্যের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আজি আমি অস্ত্রতেজঃপ্রভাবে তোমার দুঃখদাতা প্রদীপ্তকিরণ দিবাকরকে নিপাতিত করিব। মহর্ষি এই বলিয়া শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক শর গ্রহণ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে যুদ্ধবেশ ধারণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! দিবাকর আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছেন? তিনি লোকসমুদায়ের হিতসাধনের নিমিত্তই স্বর্গে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় কিরণজাল দ্বারা ক্রমশঃ রসাকর্ষণ করিয়া বর্ষাকালে মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে সেই রস বর্ষণ করেন। তাহাতেই ওষধি ও লতা সকল পত্রপুষ্পযুক্ত এবং জীবগণের প্রাণ স্বরূপ অন্ন সমুৎপন্ন হয়। জাতকর্ম্ম, ব্রত, উপনয়ন, বিবাহ, গোদান, যজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান, সম্পত্তিলাভ ও ধনসঞ্চয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্যসমুদায় অন্ন দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমি আপনার নিকট যাহা কীর্ত্তন করিলাম, আপনি তৎসমুদায় বিশেষরূপ অবগত আছেন। অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে বিনয় করিয়া কহিতেছি, আপনি সূর্য্যকে নিপাতিত করিবেন না।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দিবাকর ব্রাহ্মণবেশে এই প্রার্থনা করিলে, তেজস্বী জমদগ্নি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দিবাকর এইরূপ প্রার্থনা করিলেও হুতাশনসমপ্রভ জমদগ্নি কিছুতেই ক্রোধ সংবরণ করিলেন না। তখন সূর্য্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া

কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে পুনরায় কহিলেন, ভগবন্! সূর্য্য অন্তরীক্ষে সততই পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন ; অতএব আপনি কিরূপে সেই চঞ্চল লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন? জমদগ্নি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে তোমাকে সূর্য্য বলিয়া অবগত হইয়াছি এবং তুমি কোন্ সময়ে পরিভ্রমণ ও কোন্ সময়েই বা স্থিরভাবে অবস্থান কর, তাহাও সবিশেষ জ্ঞাত আছি। তুমি মধ্যাহ্নকালে নিমেষার্দ্ধ নভোমণ্ডলে বিশ্রাম করিয়া থাক। আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে সেই ক্ষণে তোমাকে বিদ্ধ করিব। তখন দিবাকর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে শরদ্বারা নিশ্চয়ই বিদ্ধ করিবেন বলিয়া যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমি আপনার অপকার করিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু আপনাকে আমায় রক্ষা করিতে হইবে।

তখন ভগবান্ জমদগ্নি হাস্যমুখে সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দিবাকর! তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইলে, তখন তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সরলতা, পৃথিবীর স্থিরতা, শশাঙ্কের সৌম্যতা, বরুণের গাম্ভীর্য্য, অগ্নির উজ্জ্বলতা, সুমেরুর প্রভা ও পবনের প্রতাপ অতিক্রম করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই শরণাগত ব্যক্তির বিনাশ সাধনে সমর্থ হয়। শরণাগত ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে গুরুতল্পগমন, ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপানজনিত পাপে দূষিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক এক্ষণে যাহাতে তোমার উত্তাপপ্রভাবে পথিমধ্যে আমার পত্নীর গমনাগমনের কোন কষ্ট না হয়, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর। এই বলিয়া মহর্ষি জমদগ্নি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন দিবাকর ছত্র ও পাদুকাযুগল প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমার কঠোর কিরণ হইতে মস্তক ও চরণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই ছত্র ও পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করুন। অদ্যাবধি অক্ষয়ফলপ্রদ ছত্র ও পাদুকাযুগল পবিত্র দানকার্য্যে প্রচলিত হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! ছত্র ও পাদুকাযুগল সূর্য্যদেব হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। এই দুই বস্তু প্রদান করা ত্রিলোকমধ্যে অতি পবিত্র কার্য্য বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে ছত্র ও পাদুকা প্রদান কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ইহাতে তোমার সমধিক ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে। যিনি ব্রাহ্মণকে শতশলাকাযুক্ত শুভ্র ছত্র প্রদান করেন, তাঁহার দেহান্তে অতুল সুখ লাভ হয় এবং তিনি অপ্সরা ও দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত ভূমিতে গমননিবন্ধন দগ্ধ চরণ হন, সেই ব্রাহ্মণকে যিনি পাদুকা প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে সুরগণের প্রশংসিত লোক সমুদায় লাভ এবং পুলকিত চিত্তে গোলোকে বাস করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ছত্র ও পাদুকা দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! গৃহস্থ কি কার্য্য করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত নহি; অতএব আপনি আমার নিকট গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে বাসুদেব-বসুধাসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে একদা ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! মাদৃশ গৃহস্থ ব্যক্তি কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন পৃথিবী কহিলেন, বাসুদেব! মহর্ষি, পিতৃলোক, দেবতা ও মনুষ্যগণের অর্চ্চনা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে কিরূপে উঁহাদিগের অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গৃহস্থ যজ্ঞ দ্বারা দেবতা, আতিথ্য দ্বারা মনুষ্য ও গায়ত্র্যাদি দ্বারা বেদ সমুদায়ের উপাসনা করিয়া মহর্ষিদিগের প্রীতি উৎপাদন করিবে। দেবগণের প্রীতি লাভের নিমিত্ত ভোজন না করিয়া অগ্নির আরাধনা ও বলিকর্ম্ম সমাধান করা আবশ্যক। প্রতিদিন অন্ন, জল, দুগ্ধ ও ফলমূল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ প্রীত হইয়া থাকেন। সিদ্ধান্ন দ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি বৈশ্বদেব কার্য্য সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্নি, সোম, বিশ্বদেব, ধন্বন্তরি ও প্রজাপতির পৃথক্ পৃথক্ হোম করিয়া দিগ্বলি প্রদান করা উচিত। দক্ষিণ দিকে যমকে, পশ্চিম দিকে বরুণকে, উত্তর দিকে চন্দ্রকে, বাস্তুমধ্যে প্রজাপতিকে, উত্তর পূর্ব্ব কোণে ধন্বন্তরিকে, পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রকে, গৃহদ্বারে মনুষ্যগণকে, গৃহমধ্যে দেবতা ও মরুদ্গণকে, আকাশে বিশ্বদেবগণকে বলি প্রদান করিতে হয়, রজনীযোগে নিশাচর ও ভূতগণকে বলি প্রদান করা উচিত। মনুষ্য এইরূপে সমুদায় দেবগণকে বলি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে অন্নাদি প্রদান করিবে। যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে গৃহস্থকে অন্নাদির অগ্রভাগ হুতাশনে নিক্ষেপ করিতে হইবে। গৃহস্থ যখন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তিনি বিধি পূর্ব্বক পিতৃলোকের পূজা ও তর্পণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দেবগণকে বলি প্রদান করিবেন। তৎপরে বৈশ্বদেব কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়া বৈশ্বদেবাবশিষ্ট অন্ন দ্বারা সমাগত অতিথিদিগকে সমাদরে ভোজন করাইবে। আগন্তুক দিগের স্থিতি অনিত্য এই নিমিত্ত উঁহারা অতিথি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রথমে অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে অন্যান্য লোকের তৃপ্তিসাধন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তি আচার্য্য, পিতা, সখা ও অতিথির নিকট গৃহস্থিত কোন দ্রব্য গোপন করিবে না। সতত তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন ও সকলের অবশেষে ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজপুরোহিত, স্নাতক

ব্রাহ্মণ, গুরু ও শ্বশুর এক বৎসর গৃহে বাস করিলেও প্রতিদিন মধুপর্ক দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে বিশ্বদেবগণের তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত ভূমিতে কুক্কুর, শ্বপচ ও পক্ষিগণকে অন্নাদি প্রদান করা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি অসূয়াবিহীন হইয়া এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে মহর্ষিদিগের বর লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীর নিকট এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অবধি তাঁহার উপদেশানুসারে ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন; অতএব তোমার উহা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তুমি যথানিয়মে ঐ ধর্ম্ম পালন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আলোকদান কিরূপ, কিরূপে উহার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল এবং উহার ফলই বা কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে সুবর্ণমনু সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সুবর্ণ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ ঋষি ছিলেন। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম সুবর্ণ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিল। ঐ স্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষি স্বীয় গুণগ্রাম দ্বারা অনেকানেক সদ্বংশোদ্ভব ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। একদা ঐ মহর্ষি তপোধনাগ্রগণ্য মনুকে অবলোকন করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মহর্ষি মনু তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া সুমেরুপর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত এক রমণীয় শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। ঐ স্থানে তাঁহাদের উভয়ের ব্রহ্মর্ষি দেবদানব ও পুরাণসংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি সুবর্ণ স্বায়ম্ভুব মনুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ পুষ্প, ধূপ ও দীপ দ্বারা দেবতারা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। ঐ প্রণালী কে প্রবর্ত্তিত করিল এবং উহার ফলই বা কি? আপনি লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আমার এই প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।

মনু কহিলেন, তপোধন! আমি এই স্থলে বলিশুক্র সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ভৃগুকুলতিলক শুক্র ত্রিলোকের অধীশ্বর বিরোচননন্দন বলির নিকট গমন করিলে, দানবরাজ অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া তাঁহার সমীপে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! দেবতাদিগকে পুষ্প ও ধূপদীপ দ্বারা অর্চ্চনা করিবার ফল কি? আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

তখন শুক্র কহিলেন, দানবরাজ! প্রথমে তপস্যা তৎপরে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ঐ সময় ওষধি, লতা এবং বহুবিধ বৃক্ষ

উৎপন্ন হইয়াছে। চন্দ্র উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ সমস্ত উদ্ভিজ্জ জাতির মধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহার দর্শনমাত্রেই আন্তরিক প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাই অমৃত। আর যাহার গন্ধে মনের গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহাই বিষ। অমৃতকে মঙ্গল ও বিষকে অমঙ্গল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ওষধির মধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ আছে। যে সমুদায় নিতান্ত উগ্র তেজস্বী, তাহারাই বিষ ও যে সমুদায় সৌম্য তাহারাই অমৃত। বৃক্ষ ও লতার মধ্যে আবার ঐরূপ অমৃত ও বিষ এই দুইটী জাতি আছে। তন্মধ্যে যে বৃক্ষ ও লতার পুষ্প সমুদায় মনকে আহ্লাদিত করে, তাহাই অমৃত। মনকে আহ্লাদিত করে বলিয়াই পুষ্পের নাম সুমনা হইয়াছে। যে মনুষ্য দেবগণকে সুগন্ধি পুষ্প সমুদায় প্রদান করে, দেবগণ তাহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুষ্টিপ্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, উরগ, যক্ষ, মনুষ্য ও পিতৃগণের মাল্য এবং দেবগণের উপভোগ্য ও অনুপভোগ্য ভূমিকর্ষণানন্তর রোপিত, গ্রাম্য ও অযত্নসম্ভূত, বন্য কণ্টকাকীর্ণ ও অকণ্টক বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুষ্পের দুই প্রকার গন্ধ আছে, ইষ্ট ও অনিষ্ট। তন্মধ্যে ইষ্টগন্ধসম্পন্ন পুষ্প দেবগণের প্রীতিকর হইয়া থাকে। যে সমস্ত শ্বেতবর্ণ পুষ্প অকণ্টক বৃক্ষে পুষ্পিত হয়, তৎসমুদায় দেবগণের সবিশেষ প্রীতিপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পদ্মমাল্য সমুদায় গন্ধর্ব্ব, নাগ ও যক্ষগণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। অথর্ব্ববেদ মধ্যে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শত্রুগণের অনিষ্টসাধনোদ্দেশে প্রবৃত্ত আভিচারিক কার্য্যে কটুগন্ধসম্পন্ন কণ্টকাকীর্ণ রক্তপুষ্প এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য, কণ্টকসংযুক্ত, প্রাণিগণের একান্ত অপ্রীতিকর কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প সমুদায় প্রদান করিবে। যে সকল পুষ্প প্রিয়দর্শন ও সুমধুর গন্ধযুক্ত তৎসমুদায় মনুষ্যাদিগের ব্যবহার্য্য। বিবাহ ও ক্রীড়া সময়ে শ্মশান ও দেবতায়তনে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদায় কদাচ প্রদান করিবে না। গিরিশৃঙ্গ সমুৎপন্ন সৌম্যদর্শন পুষ্প সমুদায় প্রোক্ষিত করিয়া দেবগণকে প্রদান করা উচিত। দেবগণ পুষ্পের গন্ধ, যক্ষ ও রাক্ষসেরা উহার দর্শন, নাগগণ উহার উপভোগ এবং মনুষ্যেরা উহার গন্ধ, দর্শন ও উপভোগ দ্বারা প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দেবগণকে পুষ্প প্রদান করেন, দেবতারা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতারা মনুষ্যের কার্য্যে প্রীত হইলে তাহার প্রীতি উৎপাদন, সম্মানিত হইলে তাহার সম্মানবর্দ্ধন এবং অবজ্ঞাত হইলে তাহাকে নিঃশেষে বিনাশ করিয়া থাকেন।

অতঃপর আমি ধূপের লক্ষণ ও ধূপদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধূপ তিন প্রকার। নির্য্যাস, সারী ও কৃত্রিম। এই সমুদায় ধূপের গন্ধও ইষ্ট ও অনিষ্ট হইয়া থাকে। শল্লকীর নির্য্যাস ব্যতিরেকে

অন্যান্য বৃক্ষের নির্য্যাস সমুৎপন্ন ধূপ নির্য্যাস ধূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ ধূপ দেবগণের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এই নির্য্যাস সমুৎপন্ন ধূপ সমুদায়ের মধ্যে গুগ্গুলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে সমুদায় কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে সুগন্ধ ধূম উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম সারী ধূপ। সারী ধূপই দেবতাদিগের প্রীতিকর। অগুরু সর্ব্বপ্রকার সারী ধূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শল্লকী ও ঐরূপ বৃক্ষের নির্য্যাসসমুৎপন্ন ধূপ যক্ষ রাক্ষসাদির প্রীতি উৎপাদন করে। সর্জরস ও সুগন্ধি কাষ্ঠাদি দ্বারা যে সমুদায় প্রস্তুত করা যায়, তাহাদের নাম কৃত্রিম ধূপ। ঐরূপ ধূপ দেবতা, মনুষ্য ও দানব প্রভৃতি সকলেরই প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিহারোপযোগী বিবিধ ধূপ আছে। তৎসমুদায় কেবল মনুষ্যেরই ব্যবহার্য্য। পুষ্পপ্রদানে যে প্রকার ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ধূপ দানে সেইরূপ ফল পরিগণিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে যে সময়ে যেরূপে যে প্রকার দীপ সমুদায় প্রদান করিতে হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দীপ ঊর্দ্ধগামী তেজঃপদার্থ; অতএব দীপ দান করিলে মনুষ্যের তেজোবৃদ্ধি ও ঊর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে। অন্ধতামিস্র নরক নিবারণের নিমিত্ত উত্তরায়ণের রজনীতে দীপদান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ তেজস্বী, প্রভাসম্পন্ন ও প্রকাশশালী এবং রাক্ষসগণ অন্ধকার স্বরূপ। অতএব দেবগণের সমগুণসম্পন্ন দীপদান করিয়া তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দীপহরণ ও দীপনির্ব্বাণ পূর্ব্বক অন্ধকার উৎপাদন করা কদাপি বিধেয় নহে। আলোকদান করিলে মনুষ্য উত্তম চক্ষুষ্মান্ ও প্রভাযুক্ত হইয়া স্বর্গে দীপমালার ন্যায় প্রকাশিত থাকে, আর যে ব্যক্তি দীপ হরণ করে, সে প্রভাবিহীন অন্ধ হইয়া অনন্তকাল নরকভোগ করে। ঘৃত দ্বারা দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দান করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ঘৃতের অভাবে ওষধিরস দ্বারাও দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দান করা যাইতে পারে। কিন্তু বসা, মেদ ও অস্থিনির্য্যাস দ্বারা দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি আপনার উন্নতি লাভের বাসনা করেন, তিনি প্রতিদিন পর্ব্বত সন্নিধানে বনে, চৈত্য বৃক্ষের মূলে ও চতুষ্পথে দীপদান করিবেন। দীপদাতা মহাত্মারা ইহলোকে কুলপ্রকাশক ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া চরমে চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্‌দিগের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেবতা, যক্ষ, উরগ, মনুষ্য, ভূত ও রাক্ষসগণকে বলি প্রদান করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, অতিথি ও বালকদিগকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান না করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। অতএব প্রযত ও অতন্দ্রিত হইয়া দেবগণকে অন্নের অগ্রভাগ প্রদান ও বলিকর্ম্ম সম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবতা, পিতৃ, যক্ষ, রাক্ষস পন্নগ ও অতিথিগণ গৃহস্থ হইতেই অন্নাদি

লাভের বাসনা করিয়া থাকেন। গৃহস্থদিগের প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারাই পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন হয়। উঁহারা পরিতৃপ্ত ও প্রীত হইলেই গৃহস্থদিগের আয়ু যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। দেবগণকে পুষ্পসমন্বিত বলি, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে দধি, দুগ্ধ, রুধির ও মাংস সম্পন্ন সুগন্ধমিশ্রিত বলি, নাগগণকে সুরালাজপিস্টক, পদ্ম ও উৎপল সম্পন্ন বলি এবং ভূতগণকে গুড় তিল সম্পন্ন বলি প্রদান করিতে হয়। যে ব্যক্তি দেবগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করেন, তিনি বলবীর্য্যসমন্বিত হইয়া উৎকৃস্ট ভোগ লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। অতএব দেবগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গৃহদেবতাগণ গৃহমধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেন। অতএব যে ব্যক্তি আপনার উন্নতি লাভের বাসনা করেন, তিনি প্রতিদিন অন্নাদির অগ্রভাগ দ্বারা গৃহদেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবেন।

হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য দানবরাজ বলির নিকট এই কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাত্মা মনু সুবর্ণকে, সুবর্ণ নারদকে ও নারদ আমাকে উহা শ্রবণ করাইয়াছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট উহা কীর্ত্তন করিলাম; অতএব তুমি এইরূপ উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে যত্নবান্ হও।

নবনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পুষ্প, ধূপ ও বলি প্রদাতাদিগের যেরূপ ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে গৃহস্থগণ কি নিমিত্ত বলি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা পুনরায় শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভৃগু, অগস্ত্য এবং নরপতি নহুষের কথোপকথনপ্রসঙ্গে যে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, আমি এই উপলক্ষে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। নরপতি নহুষ স্বীয় পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় প্রথমত দৈব ও মানুষ্য ক্রিয়া সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সমিধ্ ও কুশ আহরণ করিয়া হোমানুষ্ঠান, অন্ন ও লাজ দ্বারা বলি প্রদান এবং ধূপদীপ দান, ধ্যান, জপ ও শাস্ত্রানুসারে দেবার্চ্চনা প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে আমি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি বলিয়া তাঁহার মনোমধ্যে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বচরিত ক্রিয়াকলাপেরও লোপ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি একান্ত গর্ব্বিত হইয়া ঋষিগণকে বাহক করিলেন। ঋষিগণ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার যান বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা মহর্ষি অগস্ত্যের পর্য্যায় সমাগত হইল। ঐ দিন ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য মহাতপাঃ ভৃগু ভগবান্ অগস্ত্যের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! পাপাত্মা নহুষ

আমাদিগের প্রতি যাহার পর নাই অত্যাচার করিতেছে, আমরা কোনরূপেই তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব আপনি উহা নিবারণের উপায় বিধান করুন।

তখন অগস্ত্য কহিলেন, মহর্ষে! দুরাত্মা নহুষ ব্রহ্মার নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি কি রূপে তাহাকে শাপপ্রদান করিতে সমর্থ হইব। ঐ পামর স্বর্গারোহণসময়ে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট 'আমি দৃষ্টিমাত্রে সকলের তেজোহ্রাস করিব' বলিয়া বর গ্রহণ করিয়াছে এবং ভগবান্ ব্রহ্মাও তাহাকে ঐ বর ও তাহার পানার্থ অমৃত প্রদান করিয়াছেন। এই নিমিত্তই কি আপনি কি আমি কি অন্যান্য মহর্ষিগণ আমরা কেহই এ তাবৎকাল তাহাকে দগ্ধ বা নিপাতিত করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, ঐ দুরাত্মা এক্ষণে বরদর্পিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। অতএব অদ্য আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই।

তখন ভৃগু কহিলেন, ভগবন্! আমি নিতান্ত মোহিত হইয়া নহুষকে প্রতিফল প্রদান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। পাপপরায়ণ দুরাত্মা নহুষ আজি আপনাকে রথের বাহক করিবে স্থির করিয়াছে। অতএব আজি আমি আপনার সমক্ষে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই পামরকে ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া পুরন্দরকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। আজি যখন সেই ব্রাহ্মণদ্রোহী পাপাত্মা মত্ততানিবন্ধন আত্মবিনাশের নিমিত্ত আপনাকে পদাঘাত করিবে, সেই সময় আমি রোষাবিষ্ট হইয়া আপনার সমক্ষে 'তুমি সর্প হও' বলিয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিব। এক্ষণে এ বিষয়ে আপনার মত কি, তাহা ব্যক্ত করুন। মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে, ভগবান্ অগস্ত্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে যাহার পর নাই প্রীতিযুক্ত হইলেন।

শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহারাজ নহুষ কিরূপে বিপন্ন ও ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহারাজ নহুষ ইন্দ্রত্ব লাভ পূর্ব্বক প্রথমতঃ বিবিধ দৈব ও লৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি দেবলোক, কি মনুষ্যলোক উভয় লোকেই সদাচারনিরত গৃহমেধী মহাত্মারা উন্নতিলাভে সমর্থ হন। গ্রহদিগের উদ্দেশে ধূপদীপ, সিদ্ধান্নের অগ্রভাগ ও বলি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে দেবগণ প্রীত হইয়া থাকেন। বলিকর্ম্ম সম্পাদন করিলে গৃহীদিগের যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, দেবগণ তাহার শতগুণ অধিক প্রীতি লাভ করেন, সন্দেহ নাই।

এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ মহাত্মারা গ্রহদিগের উদ্দেশে ধূপদীপ প্রদান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতা, পিতৃলোক মহর্ষি ও গৃহদেবতাগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে তাঁহাদিগের প্রীতিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেবরাজ নহুষ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্বর্গলোকে দীপদান, বলিকর্ম্ম ও অন্যান্য নানাবিধ দৈবমানুষক্রিয়া এবং উৎসবসমুদায় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী তিরোহিত হইয়া দুর্ভাগ্যের প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইল। তখন তিনি দেবগণকে পূজোপহার প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলেন। পূর্ব্ববৎ ধূপদীপ ও উদকদান প্রভৃতি কার্য্যে আর আস্থা প্রদর্শন করিলেন না। ঐ সময় রাক্ষসেরা তাঁহার যজ্ঞস্থলে নানাপ্রকার উৎপাত করিতে লাগিল।

অনন্তর একদা মহারাজ নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যকে যানে যোজিত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তপোধন! তুমি লোচনযুগল নিমীলিত কর, আমি তোমার জটামধ্যে প্রবিষ্ট হইব। তখন মহর্ষি অগস্ত্য লোচন নিমীলিত করিয়া স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তপোধনাগ্রগণ্য ভৃগুও নহুষের বিনাশসাধনের নিমিত্ত তাঁহার জটামধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে মহর্ষি অগস্ত্য নহুষকে যানে বহন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেবরাজ! তুমি শীঘ্র আমাকে যানে যোজিত করিয়া অনুমতি কর আমি তোমাকে কোন্ স্থানে লইয়া যাইব? তুমি যেখানে লইয়া যাইতে বলিবে, আমি নিঃসন্দেহই তোমাকে সেই স্থানে উপনীত করিব। তখন সুররাজ নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে যানে যোজিত করিলেন। ঐ সময় অগস্ত্যের জটামধ্যস্থ মহর্ষি ভৃগু তাঁহাকে যানে যোজিত দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং নহুষের দৃষ্টিগোচর হইবেন না বলিয়া জটামধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য নহুষের ব্রহ্মা হইতে বরপ্রাপ্তির বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার এইরূপ অত্যাচার দর্শন করিয়াও ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তখন মহারাজ নহুষ তাঁহার পৃষ্ঠে বারংবার কশাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপিত হইল না। অনন্তর নহুষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বামপাদ দ্বারা অগস্ত্যের মস্তকে আঘাত করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যের মস্তকে জটামধ্যে বাস করিতেছিলেন। তিনি নহুষ কর্তৃক বামপাদ দ্বারা প্রহৃত হইবামাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, রে দুরাচার! তুই রোষপরবশ হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করিলি; অতএব দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন অবিলম্বে ভুজঙ্গদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে গমন কর্।

মহর্ষি ভৃগু এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র নহুষ সর্পদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে নিপাতিত হইলেন। কিন্তু পূর্ব্বকৃত দান তপ ও অন্যান্য নিয়মপ্রভাবে তাঁহার স্মৃতি ভ্রংশ হইল না। যদি ভৃগু শাপপ্রদানকালে নহুষের দৃষ্টিগোচর হইতেন, তাহা হইলে নহুষের তেজঃপ্রভাবে অভিহত হইয়া তাঁহাকে কদাচ ভূতলে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইতেন না। অনন্তর ভূতলনিপতিত মহারাজ নহুষ আপনার শাপশান্তির নিমিত্ত ভৃগুকে বারংবার অনুনয় করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি অগস্ত্য একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া নহুষের শাপ শান্তি হইবার নিমিত্ত ভৃগুকে অনুরোধ করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু নহুষের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, পৃথিবীতে যুধিষ্ঠির নামে এক কুলপ্রদীপ মহীপাল উৎপন্ন হইবেন। তিনিই নহুষকে এই শাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা ভৃগু এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন মহর্ষি অগস্ত্যও পুরন্দরের হিতসাধন নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া আপনার আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। এ দিকে মহর্ষি ভৃগু নহুষকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুরগণ! নহুষ আমারই বরপ্রভাবে সুররাজ্য অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে সে মহর্ষি ভৃগু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভূতলে গমন করিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির ব্যতিরেকে তাহার এই শাপ মোচন করিয়া দেয়, এমন আর কেহই নাই। অতএব তোমরা অবিলম্বে দেবরাজ্যে ইন্দ্রকে পুনরায় অভিষিক্ত কর। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে পুলকিত মনে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ কহিতেছেন, আমরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। অনন্তর ব্রহ্মা পুরন্দরকে দেবরাজ্যে পুনরায় অভিষিক্ত করিলেন।

ধর্ম্মরাজ! রাজা নহুষ যে তোমা কর্ত্তৃক শাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই। স্বধর্ম্মব্যতিক্রমনিবন্ধন তাঁহার ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। তিনি দীপদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবেই পুনরায় ঐরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি সায়ংকালে বিশুদ্ধচিত্তে দীপদান করিবে। যে ব্যক্তি সায়ংকালে দীপদান করে, সে দেহান্তে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া থাকে এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাহার কান্তিও একান্ত উজ্জ্বল হয়। দীপদান করিলে উহা যত নিমেষ প্রজ্বলিত হয়, দীপদাতা তত বৎসর রূপবান্ ও বলবান্ হইয়া স্বর্গলোকে সুখে কাল হরণ করিয়া থাকে।

একাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে সমুদায় নৃশংস মূঢ় ব্যক্তি ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করে, তাহাদিগের কিরূপ গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে চণ্ডালক্ষত্রিয়সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক ক্ষত্রিয় এক চণ্ডালকে গাত্রলগ্ন দুগ্ধক্ষালণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে নিষাদ! আমি তোমাকে বৃদ্ধদশায় বালকের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তোমার সর্ব্বাঙ্গ কুক্কুর ও গর্দ্দভের ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, কিন্তু তুমি আপনার পবিত্রতাসম্পাদনের নিমিত্ত গাত্রলগ্ন গোদুগ্ধ ক্ষালিত করিতেছ। এখন বুঝিলাম, সাধু ব্যক্তিরা এই নিমিত্তই চণ্ডালের কার্য্য গর্হিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

তখন চণ্ডাল কহিল, মহারাজ! আমার গাত্রে ব্রাহ্মণের গাভীর দুগ্ধ লগ্ন হইয়াছে, সেই নিমিত্তই আমি উহা ক্ষালণ করিতেছি। আমার পূর্ব্বজন্মে একদা এক নরপতি এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোধন অপহরণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করিতেছিলেন। ঐ সময় গোসমুদায়ের দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া পথিমধ্যে কতকগুলি সোমলতাতে নিপতিত হয়। তৎপরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঐ সোমলতার রস পান করিয়া ঐ গোধনহর্ত্তা নরপতির যজ্ঞাদি সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠাননিবন্ধন ঐ ভূপতি ও সেই সোমপায়ী ব্রাহ্মণগণ অচিরাৎ নরকে নিপতিত হইলেন এবং রাজার পুত্রপৌত্রাদি সকলেই বিনষ্ট হইল। ঐ যজ্ঞে যে সমুদায় ব্যক্তি সেই অপহৃত গোসমুদায়ের দুগ্ধ দধি ও ঘৃত পান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিরয়গামী হইতে হইল।

যে স্থানে ঐ অপহৃত গোসমুদায়ের দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া সোমলতায় নিপতিত হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেই স্থানে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করাতে আমার ভিক্ষান্ন সমুদায় সেই দুগ্ধে আর্দ্র হইয়াছিল। আমি সেই ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়াই এই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ঐ অপহৃত গাভীর দুগ্ধে সোমলতা আর্দ্র হইয়াছিল বলিয়া সেই অবধি পণ্ডিতেরা সোমরস বিক্রয় করাও নিতান্ত গর্হিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব যাহারা সোমরস ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহারা যমলোক প্রাপ্ত হইয়া রৌরব নরকে নিপতিত হয়। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয় হইয়া সোমরস বিক্রয় করে, তাহাকে নিরয়গামী হইয়া ত্রিশত বার বিষ্ঠাভোজী কীটাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

হে মহারাজ! অভিমানই ব্রহ্মস্বাপহরণের মূল কারণ; অতএব অভিমানের তুল্য উৎকট পাপ আর কিছুই নাই। নীচসেবা, অভিমান ও মিত্রের দারাপহরণ এই তিন পাপ তুলাদণ্ডে ধারণ করিলে অভিমানই গুরুতর পাপ বলিয়া নির্ণীত হয়। পূর্ব্বজন্মে আমার এই সহচর কুক্কুর মনুষ্য ছিল; কেবল অভিমানবশতই কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া এরূপ কৃশ ও কদাকার হইয়াছে। আমি পূর্ব্বজন্মে ধনাঢ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্রেও আমার

বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। আমি অভিমানকে দোষ বলিয়া অবগত ছিলাম না এমন নহে; কিন্তু তথাপি সেই অভিমান নিবন্ধন আমি প্রাণিগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও অভক্ষ্য মাংস ভোজন করিতাম। আমি সেই সমুদায় অসদ্ব্যবহার ও অভক্ষ্য ভক্ষণনিবন্ধন এক্ষণে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। বস্ত্রান্তে অগ্নি সংলগ্ন হইলে যেমন ক্রমশঃ উহা দগ্ধ হয়, তদ্রূপ পাপপ্রভাবে আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। আমার বোধ হয়, যেন ভ্রমরে আমাকে দংশন করিতেছে। আমি সেই যন্ত্রণার নিমিত্ত ক্রোধভরে ধাবমান হইতেছি। গৃহস্থ ব্যক্তিরা বেদাধ্যয়ন ও বিবিধ দান দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ পাপী হইলে নীতসঙ্গ হইয়া আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু আমি অতি পাপ যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং কিরূপে পাপ হইতে মুক্ত হইব, তাহা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিতেছি না। আমি পূর্ব্বকৃত পুণ্যবলে জাতিস্মর হইয়াছি; এই নিমিত্ত আমার শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবার বাসনা হইতেছে। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমি এই চণ্ডালযোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।

তখন ক্ষত্রিয় কহিলেন, নিষাদ! তুমি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমরাঙ্গনে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ক্রব্যাদগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অভিলষিত গতিলাভে সমর্থ হইবে। ইহা ভিন্ন তোমার সদ্গতিলাভের উপায়ান্তর নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় এই কথা কহিলে, চণ্ডাল ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত গতিলাভ করিয়াছিল। অতএব যদি শাশ্বতী গতি লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কি এক প্রকার লোক লাভ করে, না তাহাদের নানাবিধ লোক লাভ হয়, তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মানবগণ বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নানাপ্রকার লোক লাভ করে। তন্মধ্যে পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পুণ্যলোক সমুদায় এবং পাপাত্মা ব্যক্তিরা পাপলোক সমুদায় লাভ করিয়া থাকে। আমি এই উপলক্ষে গৌতমবাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দমগুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, মৃদুস্বভাব, দ্বিজবর গৌতম অটবীমধ্যে মাতৃহীন এক হস্তিশিশুকে অবলোকন করিলেন। ঐ হস্তিশাবক অরণ্যমধ্যে নিতান্ত কষ্টভোগ করিতেছিল। মহর্ষি গৌতম তাহাকে অবলোকন করিবামাত্র একান্ত দয়ার্দ্র হইয়া আশ্রমে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ হস্তিশিশু মহাবলপরাক্রান্ত

মদস্রাবী ও পর্ব্বতাকার হইয়া উঠিলে, একদা দেবরাজ ইন্দ্র নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের রূপ ধারণ করিয়া সেই মত্ত মাতঙ্গকে অপহরণ করিলেন। মহর্ষি গৌতম ধৃতরাষ্ট্রকে সেই মাতঙ্গ অপহরণ করিতে অবলোকন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অকৃতজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! আমি অতি কষ্টে এই মাতঙ্গকে প্রতিপালন করিয়াছি, এ আমার পুত্রস্বরূপ; অতএব তুমি ইহাকে অপহরণ করিও না। তুমি আমার আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত কথোপকথন করাতে আমার সহিত তোমার মিত্রতা জন্মিয়াছে; অতএব এই হস্তী অপহরণ করিয়া মিত্রদ্রোহী হওয়া তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমি আশ্রমে না থাকিলে এই হস্তী আমার আশ্রম রক্ষা এবং কাষ্ঠ ও উদকাদি আহরণ করে। এ অতি বিনীত, কার্য্যকুশল, শিষ্ট, কৃতজ্ঞ ও আমার অত্যন্ত প্রিয়। অতএব ইহাকে অপহরণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! আমি আপনাকে সহস্র গোধন, এক শত দাসী, পঞ্চশত সুবর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য নানাবিধ ধন প্রদান করিতেছি, আপনি তৎসমুদায় লইয়া আমাকে এই হস্তীটী প্রদান করুন। আপনি ব্রাহ্মণ, হস্তী লইয়া আপনার কি হইবে?

গৌতম কহিলেন, রাজন্! গোধন, দাসী, সুবর্ণমুদ্রা ও বিবিধ রত্নে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রভূত ধন গ্রহণ করিবার আবশ্যক কি?

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণদিগের হস্তী রক্ষা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হস্তী দ্বারা ক্ষত্রিয়দিগেরই মহোপকার সাধন হইয়া থাকে। হস্তী আমাদের বাহন। অতএব স্বীয় বাহন অপহরণ করাতে আমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। এক্ষণে আপনি ইহার আশা পরিত্যাগ করুন।

গৌতম কহিলেন, রাজন্! যে যমালয়ে গমন করিয়া পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা আহ্লাদ ও পাপাত্মারা শোকসাগরে নিমগ্ন হয়, তুমি তথায় গমন করিলে আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! কর্ম্ম পরিত্যাগী ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপাত্মা নাস্তিকেরাই যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। আমি যমলোকে গমন করিব না; তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, রাজন্! যমালয়ে সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা বাক্যের ব্যবহার হয় না, যথায় দুর্ব্বল ব্যক্তিরাও বলবান্দিগকে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! যে সকল ব্যক্তিরা মদমত্ত হইয়া পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে, তাহারাই যমলোকে গমন করিয়া থাকে। অতএব আমি তথায় গমন করিব

না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে কুবের পুরীতে ভোগী ব্যক্তিরা প্রবেশ করিয়া থাকে, যথায় গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অপ্সরোগণ নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যাহারা অতিথিসেবাতৎপর ও ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে আশ্রয় প্রদান এবং প্রপমত সামগ্রী সমুদায় বিভাগ পূর্ব্বক আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অর্পণ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং অবশিষ্ট সামগ্রী ভোজন করে, তাহারাই কুবেরলোকে গমন করিয়া থাকে। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! সুমেরু-পর্ব্বতের শিখরদেশে কিন্নরীসঙ্গীতপরি-পূর্ণ, পুষ্পসমাকীর্ণ, সুদীর্ঘ জম্বুবৃক্ষসম্পন্ন যে রমণীয় উপবন বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যে ব্রাহ্মণ-গণ মৃদুস্বভাব, সত্যপরায়ণ, বহুশাস্ত্রপার-দর্শী ও সর্ব্বভূতপ্রিয় এবং যাঁহারা ইতিহাস-পাঠ, পুরাণপাঠ ও ব্রাহ্মণগণকে মধু দান করেন, তাঁহারাই সুমেরুশিখরের উপবনে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে বিবিধ পুষ্পসংযুক্ত কিন্নরগণসমাকীর্ণ নারদের প্রিয় নন্দনবনে নিরন্তর অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব-গণ অবস্থান করিতেছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যে সকল ব্যক্তি যাচ্ঞাপরাঙ্মুখ হইয়া নৃত্যগীতাদির আলোচনা করে, তাহারাই নন্দনবনে গমন করিয়া থাকে। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে উত্তর-কুরুতে মানবগণ দেবতাদিগের সহিত একত্রে আহ্লাদ অনুভব এবং অগ্নি, জল ও পর্ব্বত-সম্ভূত মানবগণ অবস্থান করেন, যথায় দেব-রাজ ইন্দ্র সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, যে স্থানে কামিনীগণ সকলেই স্বেচ্ছাচারিণী, যথায় স্ত্রী পুরুষদিগের মনো-মধ্যে কিছুমাত্র ঈর্ষা নাই; তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যাঁহারা বীতস্পৃহ, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ, দণ্ডবিধান-বিরত ও মমতা পরিশূন্য, যাঁহারা লাভালাভ ও স্তুতিনিন্দা সমান জ্ঞান করেন, এবং যাঁহারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক কোন প্রাণীরই

কিছুমাত্র হিংসা করেন না, তাঁহারাই উত্তর-কুরুতে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না; তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! সোমলোকে যে পুণ্যগন্ধসম্পন্ন, রজোগুণবিহীন, শোকশূন্য স্থান সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে; তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা দানশীল, যাঁহারা অন্যের অর্থ কদাচই প্রতিগ্রহ করেন না; পূজ্য যাচকদিগকে যাঁহাদিগের কিছুমাত্র অদেয় নাই; যাঁহারা অতিথিপ্রিয়, প্রসাদগুণসম্পন্ন, পুণ্যবান্ ও ক্ষমাশীল, যাঁহারা অন্যের প্রতি কখনই কটূক্তি প্রয়োগ করেন না, যাঁহারা সতত প্রাণিগণের রক্ষায় নিরত থাকেন, সোমলোক সেই সমস্ত মহাত্মাদিগেরই সম্যক্ উপযুক্ত। আমি কদাচই সেই লোকে গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! সূর্য্যলোকে যে রজ ও তমোগুণবিহীন শোকশূন্য স্থান সমুদায় রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা স্বাধ্যায়সম্পন্ন, গুরুশুশ্রূষানিরত তপ ও ব্রতপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, আচার্য্যগণের অনুকূলভাষী ও উদ্যোগী এবং যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গুরুর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সমস্ত বেদবিৎ বিশুদ্ধস্বভাব মহাত্মারাই সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি তথায় কদাচই গমন করিব না; আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! বরুণলোকে যে পবিত্রগন্ধসম্পন্ন শোকশূন্য রজোগুণবিহীন নিত্য স্থান সমুদায় বিরাজমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য যাগের অনুষ্ঠান, দশাধিক শতযজ্ঞ আচরণ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তিন বৎসর বেদবিধানানুসারে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান, প্রাণপণে ধর্ম্মভার বহন ও সাধুনির্দ্দিষ্ট পথে অবস্থান করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত মহাত্মাই বরুণলোকে গমন করেন, আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! ইন্দ্রলোকে যে রজোগুণশূন্য শোকবিহীন নিতান্ত দুর্গম সকলের প্রার্থনীয় স্থানসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে; তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা শতবর্ষজীবী, মহাবলপরাক্রান্ত, বেদাধ্যায়ী যাজ্ঞিক ও অপ্রমত্ত, তাঁহারাই ইন্দ্রলোকে

গমন করিয়া থাকেন, আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! স্বর্গে যে শোকশূন্য সকলের প্রার্থনীয় প্রজাপতি-লোকসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যে সমস্ত মহীপাল রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিরত থাকেন এবং যাঁহারা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক অবভৃত স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রজাপতিলোকে গমন করিয়া থাকেন, আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! প্রজাপতি-লোকের উর্দ্ধে যে পবিত্রগন্ধসম্পন্ন রজোগুণবিহীন, শোকশূন্য, নিতান্ত দুর্লভ গোলোকসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যে ব্যক্তি সহস্র গোধনের অধিপতি হইয়া প্রতি বৎসর এক শত, এক শত গোধনের অধিপতি হইয়া প্রতি বৎসর দশ অথবা দশার্দ্ধ বা পাঁচটী গোধনের অধিকারী হইয়া প্রতিবৎসর একটী গোদান করেন; যে সমস্ত তীর্থযাত্রাপরায়ণ মহাত্মা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বৈদিক রীতি নীতি প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহারা প্রভাস, মানস, পুষ্কর, নৈমিষ, বৃহৎসরোবর, বাহুদা, করতোয়া, গঙ্গা, ফল্গু, বিপাশা, কৃষ্ণা, পঞ্চনদ, মহাহ্রদ, গোমতী, কৌশিকী, পম্পা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও যমুনা প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই গোলোক লাভ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হন। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে স্থানে শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, সুখ, দুঃখ, স্নেহ, দ্বেষ, শত্রুতা, মিত্রতা, জরা, মৃত্যু ও পুণ্যপাপের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই, তুমি সেই রজোগুণবিহীন সত্ত্বগুণের আকর অতি পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও আমি তথায় উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা সর্ব্বসঙ্গবিরহিত, অধ্যাত্মযোগনিরত, কৃতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, সেই সমস্ত সাত্ত্বিক মনুষ্যেরা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিয়া এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিব যে, আপনি আমাকে কিছুতেই নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন না।

গৌতম কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! যে স্থানে সামবেদ গীত হইয়া থাকে, যে স্থানে বেদিসমুদায়ে পুণ্ডরীকযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যে স্থানে অশ্বগণসাহায্যে সোমবীথিতে গমন করা যায়, তুমি ব্রহ্মলোকমধ্যে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেও আমি তথায় গমন করিয়া

এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র। তুমি স্বেচ্ছানুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এইরূপে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাক। আমি এতক্ষণ তোমাকে জ্ঞাত হইতে পারি নাই, অতএব আমি সবিশেষ না জানিয়া তোমার প্রতি যে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

তখন ধৃতরাষ্ট্ররূপী ইন্দ্র কহিলেন, হে তপোধন! আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আমি এই হস্তী গ্রহণ করিবার নিমিত্তই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে আমি এই অপরাধনিবন্ধন তোমার নিকট প্রণত হইয়া তোমার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাকে যাহা আদেশ করিবে, আমি অবিচারিত চিত্তে তাহাই অনুষ্ঠান করিব।

তখন গৌতম কহিলেন, পুরন্দর! তুমি এই যে আমার দশমবর্ষবয়স্ক শ্বেতবর্ণ করিশাবকটীকে গ্রহণ করিয়াছ, ইহাকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছি। এক্ষণে আমি এই নির্জ্জনকাননমধ্যে কেবল উহারই সহিত নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকি। এ স্থানে এই হস্তী ব্যতীত আমার আর কেহ সহায় নাই। অতএব তুমি অবিলম্বে ইহাকে প্রত্যর্পণ কর।

ইন্দ্র কহিলেন, তপোধন! দেখ, তোমার কৃতকপুত্ত্র করিশাবক তোমাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তোমারই নিকট গমন ও নাসিকা দ্বারা তোমার চরণদ্বয় আঘ্রাণ করিতেছে। এক্ষণে তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া আমার শুভানুধ্যান কর।

গৌতম কহিলেন, ইন্দ্র! আমি নিরন্তর তোমার শুভচিন্তা ও পূজা করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি তোমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই করিশাবকটীকে পুনরায় গ্রহণ করিলাম। অতএব তুমিও আমার শুভচিন্তা কর।

ইন্দ্র কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে বেদপারগ মহাত্মাদিগের মধ্যে কেবল তোমাকর্ত্তৃকই আমি ছদ্মবেশে পরিজ্ঞাত হইলাম, এই নিমিত্ত আজি তোমার প্রতি আমার যার পর নাই সন্তোষ জন্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি তোমার এই কৃতকপুত্ত্রের সহিত আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর। তুমি চিরকালের নিমিত্ত শুভলোকসমুদায় লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র। এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই হস্তীর সহিত মহর্ষি গৌতমকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিতান্ত দুর্লভ দেবলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই উপাখ্যান শ্রবণ ও অধ্যয়ন করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাত্মা গৌতমের ন্যায় ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি বহুবিধ দান, শান্তি, সত্য, অহিংসা, স্বদারনিরতি ও দানফল যথানিয়মে কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে উৎকৃষ্ট তপস্যা কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মনুষ্য যেরূপ

তপোনুষ্ঠান করে, তদনুরূপ লোক লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহলোকে অনশনের তুল্য উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মভগীরথসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা ভগীরথ দেহান্তে দেবলোক, গোলোক ও ঋষিলোক অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। একদা সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগীরথ! কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি মনুষ্য কঠোর তপোনুষ্ঠান না করিলে কেহই এই লোক লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি কি পুণ্যে এই দুর্লভ লোক লাভ করিলে; তাহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন ভগীরথ কহিলেন, ভগবন্! আমি ব্রহ্মচর্য্যব্রত আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। দশ বার একরাত্রিনিষ্পন্ন ও পঞ্চরাত্রিনিষ্পন্ন যজ্ঞ, একাদশবার একাদশরাত্রিনিষ্পন্ন যজ্ঞ এবং শত বার জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, এক শত বৎসর জাহ্নবীতীরে বাস করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সহস্র অশ্বতরী ও অসংখ্য কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। পুষ্করতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ বার এক লক্ষ অশ্ব ও দুই লক্ষ গাভী এবং সুবর্ণচন্দ্রসমলঙ্কৃত সহস্র ও সুবর্ণাভরণবিভূষিত ষষ্টিসহস্র সুন্দরী কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। গোসব যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দশ অর্ব্বুদ দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু উৎসর্গ করিয়া এক এক ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ ও কাংস্যময় দোহনপাত্রের সহিত দশ দশ ধেনু প্রদান করিয়াছিলাম। সোমযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এক এক ব্রাহ্মণকে দশ দশ সকৃৎপ্রসূতা ধেনু ও শত শত রোহিণী গাভী প্রদান করিয়াছিলাম। ঐ যজ্ঞে আমি শত প্রভূত দুগ্ধবতী ধেনু বিপ্রসাৎ করি। আমি এক এক বার ব্রাহ্মণগণকে বাহ্লীক দেশোদ্ভব, হেমমালাবিভূষিত, শুক্লবর্ণ লক্ষ অশ্ব ও আট কোটি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। প্রভূতদক্ষিণ একটী বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সপ্তদশ কোটি সুবর্ণমালাসমলঙ্কৃত শ্যামকর্ণযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ব, সপ্তদশ সহস্র কাঞ্চনমালাবিভূষিত দীর্ঘদন্ত বৃহৎকায় হস্তী, সুবর্ণালঙ্কারসমলঙ্কৃত দশ সহস্র এবং অলঙ্কৃত অশ্বযুক্ত সপ্তসহস্র রথ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলাম। যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী সুবর্ণহারসম্পন্ন ভূপতিদিগকে পরাজিত করিয়া ব্রাহ্মণ বাক্যে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলাম। সমুদায় ভূপতিকে পরাজয় করিয়া আটটী রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে গঙ্গাস্রোত অপেক্ষাও অধিক দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলাম। এক এক ব্রাহ্মণকে তিন তিন বার নানালঙ্কার বিভূষিত দুই সহস্র অশ্ব এবং শত উৎকৃষ্ট গ্রাম দান করিয়াছিলাম। নিয়তাহার ও বাগ্যত হইয়া সুরধুনী গঙ্গার তীরে দীর্ঘকাল তপস্যায় নিরত ছিলাম। শমীক্ষেপসহকারে বেদিনির্ম্মাণ পূর্ব্বক অসংখ্য যজ্ঞ, নিযুত একাহনিষ্পন্ন

যজ্ঞ এবং ত্রয়োদশ দ্বাদশাহনিষ্পন্ন পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণগণকে অষ্টসহস্র কাঞ্চনশৃঙ্গসম্পন্ন শুক্লবর্ণ বৃষ দান ও তাঁহাদিগের বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলাম। বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ দিগকে রাশি রাশি সুবর্ণ, রত্ন, ধনধান্যপরিপূর্ণ সহস্র সহস্র গ্রাম এবং দশ সহস্র সকৃৎপ্রসূতা সবৎসা গাভী প্রদান করিয়াছিলাম। একবার একাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ, দুই বার দ্বাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ ও ষোড়শ বার আর্করিণ যজ্ঞ ও অনেক বার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণগণকে একযোজন বিস্তৃত রত্নবিভূষিত কাঞ্চনপাদপের বন প্রদান করিয়াছিলাম। ক্রোধবিহীন হইয়া ত্রিংশৎ বৎসর পবিত্র পারায়ণব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে নয় শত ধেনু প্রদান করিয়াছিলাম। একদিনও পয়স্বিনী ধেনু ও বৃষ দান করিতে বিরত হই নাই। ত্রিংশৎ অগ্নিচয়ন, আটটী সর্ব্বমেধ, সাতটী নরমেধ ও এক সহস্র অষ্টাদশ বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং সরযূ, বাহুদা, গঙ্গা ও নৈমিষ তীর্থে দশ লক্ষ গোদান করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সমুদায় পুণ্যফলে আমার এই দুর্লভ লোক লাভ হয় নাই। আমি কেবল পরম অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াই এই সুদুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঐ অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উহা গোপনে রাখিয়াছিলেন, তৎপরে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য তপোবলে উহা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত করেন। আমি যখন ঐ নিগূঢ় অনশন ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই সময় সহস্র মহর্ষি ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া প্রীতমনে 'তোমার ব্রহ্মলোক লাভ হউক' বলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি তন্নিবন্ধন এই সুদুর্লভ লোকে আগমন করিয়াছি। এই আমি আপনার নিকট আমার পবিত্র অনশন ব্রতের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে অনশন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা ভগীরথ এইরূপ কহিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন। অতএব সর্ব্বদা অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণিগণের অর্চ্চনা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কি মনুষ্য, কি দেবতা সকলেরই অন্ন বস্ত্র ও গোদান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করা উচিত। অতএব তুমি লোভবিহীন হইয়া অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের উপাসনা কর। ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে কি ইহলোক, কি পরলোক সর্ব্বত্র সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুরুষ শতায়ু ও মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তবে কি নিমিত্ত তাহারা অকালে কাল-

কবলে নিপতিত হয় ? মানবগণ যে দীর্ঘায়ু, অল্পায়ু, ধনবান্ ও যশস্বী হইয়া থাকে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, জপ, হোম, ঔষধ, কর্ম্ম, মন ও বাক্য ইহার মধ্যে কোন্‌টী তাহার মূল কারণ, তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মানবগণ যাহাতে দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু এবং যাহাতে ধনবান্ ও যশস্বী হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ কেবল সদাচারবলেই দীর্ঘায়ু, ধনবান্ ও উভয় লোকে যশস্বী হয়। দুরাচার ব্যক্তিরা কখনই দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। স্বীয় মঙ্গলকামনা করিতে হইলে সদাচারী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সদাচারবলে পাপাত্মা ব্যক্তির পাপও নিরাকৃত হয়। সদাচার ধর্ম্মের এবং সচ্চরিত্র সাধুর প্রধান লক্ষণ। সাধুদিগের আচারই সদাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, মানবগণ তাহাকে দর্শন না করিয়াও তাহার নামমাত্র শ্রবণেই তাহার হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াবর্জ্জিত, বেদপরাঙ্মুখ, শাস্ত্র পরিত্যাগী, অধার্ম্মিক, দুরাচার, ও নিয়মপরিশূন্য এবং যাহারা অসবর্ণ পরস্ত্রীতে নিরত হয়, তাহারা ইহলোকে অল্পায়ু এবং পরলোকে নরকগামী হইয়া থাকে। মনুষ্য সুলক্ষণবিহীন হইয়াও কেবল সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, ঈর্ষাপরিশূন্য, সত্যবাদী, ক্রোধবিহীন ও সরলস্বভাব হইলেই শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি অনর্থক লোষ্ট্রমর্দ্দন, তৃণচ্ছেদন ও দন্তদ্বারা নখচ্ছেদন করে এবং যে সতত অশুচি ও চঞ্চল হয়, সে কখনই দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম্মার্থচিন্তা করিয়া গাত্রোত্থান ও আচমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংকালে বাগ্‌যত হইয়া সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করা কর্ত্তব্য। উদয়, অস্তগমন, গ্রহণ ও মধ্যাহ্ন সময়ে এবং জলমধ্যে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। ঋষিগণ সতত সন্ধ্যোপাসনা করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন। অতএব বাগ্‌যত হইয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনা করা উচিত। যাহারা সন্ধ্যোপাসনায় পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদিগকে শূদ্রানুষ্ঠিত কার্য্যে নিয়োগ করা ধর্ম্মপরায়ণ নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। পরস্ত্রীগমন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পরস্ত্রীগমন অপেক্ষা আয়ুঃক্ষয়কর কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীগমন করে, তাহাকে সেই কামিনীর কলেবরে যাবৎসংখ্যক রোমকূপ থাকে, তাবৎ সংখ্যক বৎসর নরক ভোগ করিতে হয়। কেশবিন্যাস, নেত্রে কজ্জল দান, দন্তধাবন এবং দেবগণের অর্চ্চনা করা পূর্ব্বাহ্নেই কর্ত্তব্য। বিষ্ঠামূত্র দর্শন ও পাদ দ্বারা উহা স্পর্শ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অতি প্রত্যূষে, সায়ংকালে ও মধ্যাহ্ন সময়ে স্থানান্তরে গমন করা বিধেয় নহে। একাকী শূদ্র অথবা অপরিচিত ব্যক্তির সহিত গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ, গাভী, নরপতি, বৃদ্ধ, গর্ভবতী স্ত্রী এবং গুরুভারাক্রান্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে পথ প্রদান করা অবশ্য

কর্ত্তব্য। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে পরিজ্ঞাত বনস্পতি ও চতুষ্পথ সমুদায় প্রদক্ষিণ করা উচিত। প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, মধ্যাহ্নকাল, নিশাকাল ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে চতুষ্পথে গমন করা কদাপি বিধেয় নহে। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ও পাদুকা ব্যবহার করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। পাদোপরি পাদনিধান করা কর্ত্তব্য নহে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী এবং উভয়পক্ষীয় অষ্টমীতে ব্রহ্মচারী হওয়া উচিত। বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তিরস্কার, নিন্দা ও শঠতা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নীচ ব্যক্তি হইতে দান গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। যে বাক্যরূপ শর বদন হইতে নির্গত হইয়া অন্যের মর্ম্মভেদ করে, যদ্দ্বারা আহত হইলে দিবারাত্রি শোকাকুল হইতে হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা কখনই অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিবেন না। পরশু দ্বারা অরণ্য ছিন্ন হইলে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়; কিন্তু দুর্ব্বাক্য দ্বারা অন্যকে বিদ্ধ করিলে তাহা যার পর নাই অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠে। কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র শরীরে বিদ্ধ হইলে অনায়াসেই উৎপাটন করা যায়, কিন্তু বাক্যরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে উহা প্রত্যাহরণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। উহা যাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা যায়, তাহার হৃদয়ভেদী হয়, সন্দেহ নাই। হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, মূর্খ, নিন্দিত, শ্রীহীন, নিঃস্ব ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে পরিহাস করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবনিন্দা, বিদ্বেষপ্রকাশ, অভিমান ও উগ্রতা পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যের প্রতি দণ্ডবিধানে উদ্যত হওয়া বা তাহাকে প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে। পুত্র ও শিষ্যকে শাসন করিবার নিমিত্ত তাড়না করা বিধেয়। ব্রাহ্মণের নিন্দা এবং গণনা পূর্ব্বক নক্ষত্র ও তিথি নিরূপণ করা অনুচিত। মল মূত্র পরিত্যাগ ও পথপর্য্যটনের পর এবং স্বাধ্যায় ও ভোজন কালে পাদ প্রক্ষালণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দ্রব্যের অশুচিভাব অপরিজ্ঞাত, যাহা সলিল প্রক্ষালিত এবং যাহা ব্রাহ্মণের প্রশংসনীয়, দেবগণ এই তিন প্রকার বস্তুকে ব্রাহ্মণগণের ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংযাব, কৃশর, মাংস, শস্কুলী ও পায়স আপনার নিমিত্ত প্রস্তুত করিবে না; ঐ সমস্ত দ্রব্য দেবগণের নিমিত্তই প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি প্রদান, ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। সূর্য্যোদয় হইলে শয্যায় শয়ান থাকিবে না; যদি দৈবাৎ সূর্য্যোদয়ের পরেও শয়ান থাকে তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মাতা, পিতা ও আচার্য্যকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ অব্যবহার্য্য তাহা কখন ব্যবহার করিবে না। যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই ব্যবহার করিবে। পর্ব্বকালে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা উচিত নহে। উত্তরাভিমুখী হইয়া শৌচ-

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা বিধেয়। দন্তধাবন না করিয়া দেবপূজা এবং দেবপূজা না করিয়া গুরু, বৃদ্ধ, ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের নিকট গমন করিবে না। মলিন দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করা উচিত নহে। গর্ভিণী ও ঋতুমতী স্ত্রীকে সম্ভোগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উত্তর ও পশ্চিম দিকে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিবে না। পূর্ব্ব ও দক্ষিণে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া শয়ন করাই শ্রেয়স্কর। ভগ্ন বা জীর্ণ খট্টায় শয়ন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। আলোকে শয্যা পরীক্ষা ও অবক্রভাবে শয়ন করাই কর্ত্তব্য। নাস্তিকের সহিত নিয়মস্থাপন করিয়া কোন কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিবে না। চরণ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিয়া উপবেশন, বিবস্ত্র হইয়া অবগাহন, রাত্রিকালে স্নান, স্নানান্তর গাত্রমর্দ্দন, স্নান না করিয়া অনুলেপনদ্রব্যসেবন, স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্র কম্পন ও প্রতিদিন আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য নহে। স্বয়ং গলদেশ হইতে মাল্য অবতরণ ও উত্তরীয় বস্ত্রের উপর মাল্য ধারণ করিবে না। ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করাও বিধেয় নহে। ক্ষেত্র ও গ্রামের সন্নিধানে পুরীষ পরিত্যাগ এবং সলিলমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করা অতিশয় অকর্ত্তব্য। অন্ন ভোজন করিবার পূর্ব্বে তিন বার আচমন এবং অন্ন ভোজন করিয়া তিন বার জলপান ও দুই বার অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ওষ্ঠ মার্জ্জন করিবে। পূর্ব্বাস্য ও মৌনী হইয়া অন্নের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। ভোজনপাত্রস্থ সমুদায় অন্ন ভোজন না করিয়া কিঞ্চিৎ অবশেষ রক্ষা ও ভোজন করিয়া অগ্নিস্পর্শ করা কর্ত্তব্য। যিনি পূর্ব্বাস্য হইয়া ভোজন করেন তিনি দীর্ঘায়ুঃ, যিনি দক্ষিণাস্য হইয়া ভোজন করেন তিনি যশস্বী, যিনি পশ্চিমাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি ধনবান্ ও যিনি উত্তরাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি সত্যবাদী হন। ভোজনের পর অগ্নিস্পর্শ করিয়া সমস্ত গাত্র, নাভি, পাণিতল ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সলিলপ্রোক্ষিত করিবে। তুষ, ভস্ম, কেশ ও নরাস্থির উপর কদাচ উপবেশন করিবে না। অন্য ব্যক্তির অবস্নাত জল স্পর্শ করা অবিধেয়। শান্তি, হোম ও সাবিত্রীজপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করা বিধেয়। গমন করিতে করিতে কদাচ কোন বস্তু ভোজন করিবে না। দণ্ডায়মান হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। ভস্ম ও গোময়ে মূত্রত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর্দ্রপাদ হইয়া ভোজন করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু উপবেশন বা শয়ন করা কদাপি বিধেয় নহে। যিনি আর্দ্রপাদ হইয়া ভোজন করেন, তিনি শতবর্ষজীবী হন, সন্দেহ নাই। অশুচি হইয়া অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিন তেজঃপদার্থ স্পর্শ এবং সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্র এই তিন তেজঃপদার্থ নিরীক্ষণ করিবে না। আবাসমধ্যে বৃদ্ধ উপস্থিত হইলে যুবক যতক্ষণ না তাঁহার প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া থাকে এবং ঐ উপস্থিত বৃদ্ধের যথোচিত সংবর্দ্ধনা

করিলেই তাঁহার প্রাণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়। অতএব আগন্তুক বৃদ্ধকে অভিবাদন ও স্বহস্তে আসন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি উপবিষ্ট হইলে কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার নিকট অবস্থান ও গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা উচিত। ভগ্ন আসনে উপবেশন, ভগ্ন কাংস্যপাত্র ব্যবহার করা বিধেয় নহে। উত্তরীয় ধারণ না করিয়া ভোজন, নগ্ন হইয়া স্নান বা শয়ন ও অশুচি হইয়া উপবেশন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মস্তকে প্রাণসমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব অশুচি হইয়া কাহারও মস্তক স্পর্শ করিবে না। অন্যের মস্তকে প্রহার ও কেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। করদ্বয় পরস্পর সংহত করিয়া আপনার মস্তক কণ্ডুয়ন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। স্নানকালে নিরন্তর সলিলমধ্যে মস্তক নিমগ্ন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কৃতস্নান হইয়া দেহে তৈল প্রদান করিবে না। তিলমিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করা বিধেয় নহে। অশুচি হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্যাতা উপস্থিত ও পূতিগন্ধ বিস্তীর্ণ হইলে বেদ চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মা যম কহিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট হস্তে বেদ-পাঠ ও শাস্ত্রীয় আলাপ করেন, তাঁহার আয়ু ও বংশ ক্ষয় হইয়া যায়। যে ব্রাহ্মণ অনধ্যায়কালেও মোহবশত বেদ অভ্যাস করেন, তাঁহার বেদাধ্যয়ন বিফল ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া থাকে; অতএব অনধ্যায়ে বেদাধ্যয়ন করা কদাপি বিধেয় নহে। যাহারা সূর্য্য, অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণের অভি-মুখে এবং পথিমধ্যে মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অল্পায়ু হইতে হয়। দিবাভাগে উত্তরাস্য ও রাত্রিযোগে দক্ষিণাস্য হইয়া মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিলে আয়ুক্ষয় হয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও সর্প এই তিন জাতিরই সুতীক্ষ্ণ বিষ আছে, অতএব যিনি দীর্ঘায়ু হইতে বাসনা করিবেন, তিনি ঐ তিন জাতি নিতান্ত কৃশ হইলেও উঁহা-দিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। দৃষ্টিবিষ সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া দৃষ্টি দ্বারা ও ক্ষত্রিয় ক্রুদ্ধ হইয়া তেজঃ দ্বারা মনুষ্যকে দগ্ধ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধ্যান ও দৃষ্টি দ্বারা বংশনাশ করিতে সমর্থ হন; অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক এই তিন জাতির উপাসনা করিবেন। গুরুর সহিত কোন বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করা কর্ত্তব্য নহে। গুরু ক্রুদ্ধ হইলে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করা উচিত। যদি গুরু সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী হন, তথাপি তাঁহাকে অভক্তি করা বিধেয় নহে। যাঁহারা গুরু-নিন্দায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই ক্ষীণায়ু হইতে হয়। বাসগৃহের নিকট অতিথিশালা নির্ম্মাণ, পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট বস্তু নিক্ষেপ করা হিতকামী পুরুষ-দিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সর্ব্বদা শুক্ল-মাল্য ধারণ করাই উচিত। রক্তমাল্য এবং শ্বেতপদ্ম ও কুবলয়ের মাল্য ধারণ করা কখনই বিধেয় নহে। মস্তকে কুঙ্কুম ও বানেয় নামক গন্ধদ্রব্য ধারণ করা উচিত। কাঞ্চননির্ম্মিত মালা ধারণ করা

কখনই দোষাবহ নহে। প্রত্যহ স্নাত ব্যক্তিকে আর্দ্র বর্ণক দান করা আবশ্যক। বিপরীত ভাবে বস্ত্র পরিধান করা বুদ্ধিমান্-দিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অন্যের পরিহিত ও দশাবিহীন বস্ত্র পরিধান করা কদাপি বিধেয় নহে। শয়ন, চতুষ্পথাদিতে গমন ও দেবপূজার সময় পৃথক পৃথক বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক। চন্দন, প্রিয়ঙ্গু, বিল্ব, তগর ও কেশর দ্বারা গাত্র অনুলিপ্ত করা উচিত। স্নাত, পবিত্র ও অলঙ্কৃত হইয়া অনশনব্রত আশ্রয়, সমুদায় পর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সমকক্ষ ব্যক্তির সহিতও এক পাত্রে ভোজন করা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম। রজস্বলা কর্ত্তৃক সম্পাদিত অন্ন ভোজন ও উদ্ধৃতসার দুগ্ধাদি পান করা কদাপি বিধেয় নহে। যাচক ব্যক্তিদিগকে অন্নাদি প্রদান না করিয়া কদাপি ভোজন করিবে না। অশুচি ব্যক্তির নিকট উপবিষ্ট হইয়া ও সাধু ব্যক্তিদিগকে অবজ্ঞা করিয়া ভোজন করা শাস্ত্রবিহিত নহে। যে সমুদায় দ্রব্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, গোপনে তৎসমুদায় ভক্ষণ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অশ্বত্থ ও বটের ফল, শণশাক এবং উডুম্বর ভোজন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ছাগ, গো ও ময়ূরের মাংস, শুষ্ক মাংস এবং পর্য্যুষিতান্ন ভোজন করা নিতান্ত গর্হিত। দৃষ্ট লবণ এবং রাত্রিযোগে দধি ও শক্তু ভোজন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। বৃথামাংস ভোজন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সমাহিত হইয়া কেবল দিবসে একবার ও রজনীযোগে এক বার ভোজন করা উচিত। বালকের সহিত ভোজন এবং আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। একবস্ত্রধারী, শয়ান ও দণ্ডায়মান হইয়া এবং ভূমিতে খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া কখনই ভোজন করিবে না। শব্দসহকারে ভোজন করা শাস্ত্রসম্মত নহে। মহাত্মারা প্রথমে অতিথিদিগকে অন্ন পান প্রদান করিয়া পরিশেষে ভোজন করিবেন। সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত একপংক্তিতে ভোজন করাই শাস্ত্রসম্মত। সুহৃদ্বর্গকে ভোজ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিলে হলাহল বিষ ভক্ষণ করা হয়। শক্তু ভক্ষণ এবং পানীয়, পায়স, দধি, ঘৃত ও মধু পান করিয়া ঐ সমুদায় দ্রব্যের শেষভাগ অন্যকে প্রদান করা কদাচ বিধেয় নহে। শঙ্কিত মনে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজনান্তে দধিপান নিতান্ত নিষিদ্ধ। ভোজনের পর এক হস্ত দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিয়া সেই জল দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠে অর্পণ করিবে। ভোজনান্তে আচমনের পর মস্তকে হস্ত প্রদান ও সমাহিত চিত্তে অগ্নিস্পর্শ করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য লাভ করা যায়। জল দ্বারা নাভি, করতল ও নাসিকাদি প্রক্ষালন করা বিধেয়; কিন্তু আর্দ্র হস্তে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ ব্রাহ্মতীর্থ, কনিষ্ঠের অগ্রভাগ দেবতীর্থ, এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থল পিতৃতীর্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অন্যের নিন্দাসূচক ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ এবং ক্রোধ উদ্দীপন করা কদাপি বিধেয় নহে। পতিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন ও সংসর্গ

করা দূরে থাক, তাহার মুখাবলোকন করাও অকর্ত্তব্য। দিবাবিহার এবং ঋতুমতী স্ত্রী, কুমারী ও দাসীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত দূষণীয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সমুদায়ের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান দ্বারা তিন বার আচমন ও দুই বার ওষ্ঠ মার্জ্জন পূর্ব্বক নাসিকাদি ইন্দ্রিয় স্থান স্পর্শ ও তিন বার অভ্যুক্ষণ করিয়া বেদবিহিত নিয়মানুসারে দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে ব্রাহ্মণের পবিত্র ও হিতকর শৌচবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভোজনের পূর্ব্বে ও ভোজনান্তে এবং অন্যান্য সমুদায় শৌচকার্য্যে ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। নিষ্ঠীবন ও ক্ষুতকার্য্যের পরক্ষণে আচমন করিলেই পবিত্রতা লাভ হয়। বৃদ্ধ, জ্ঞাতি, দরিদ্র ও মিত্রকে স্বীয় আবাসে বাস প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পারাবত, শুক, সারিকা ও তৈলপায়িক ইহারা গৃহে থাকিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। খদ্যোত, গৃধ্র, বনকপোত, উৎক্রোশ ও ভ্রমর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্যক্তিদিগের গোপনীয় বিষয় সমুদায় ব্যক্ত করা বিধেয় নহে। রাজা, বৈদ্য, বালক, বৃদ্ধ, ভৃত্য, বন্ধু, ব্রাহ্মণ, শরণাগত ও স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তির পত্নীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে স্থপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহে বাস করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালে শয়ন, ভোজন ও বিদ্যার আলোচনা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। রাত্রিকালে পিতৃকার্য্য, স্নান ও শক্তুভোজন এবং ভোজনান্তে কেশবিন্যাসাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা একান্ত নিষিদ্ধ। পানভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য অতি উপাদেয় হইলেও তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। রাত্রিকালীন আহার সময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করান কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে আহার করা বিধেয় নহে। নিশাকালেও ভোজনান্তে কেশচ্ছেদন নিতান্ত নিষিদ্ধ। সৎকুলসম্ভূতা সুলক্ষণাক্রান্তা বয়স্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির বিধেয়। বংশরক্ষার্থ পুত্রোৎপাদন করিয়া জ্ঞান ও কুলধর্ম্মশিক্ষার্থ তাহাকে বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট সমর্পণ এবং কন্যা উৎপাদন করিয়া সৎকুলসম্ভূত ধীশক্তিসম্পন্ন পাত্রে প্রদান করিবে। সদ্বংশসম্ভূতা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন ও জীবিকাবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মস্তক নিমজ্জন পূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। জন্মনক্ষত্রে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে যে সময়ে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সেই সময়ে শ্রাদ্ধ করা অবিধেয়। পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া সমাহিত চিত্তে ক্ষৌরকার্য্য সমাধান করা উচিত। গ্লানি করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়; অতএব আপনার বা পরের গ্লানি করা কদাপি বিধেয় নহে। বিকলাঙ্গী, কুমারী, স্বগোত্রা বা মাতামহ-গোত্রসমুৎ-

পান্না, বৃদ্ধা, প্রব্রজিতা, পতিব্রতা, আপনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টবর্ণজা ও অজ্ঞাত-কুলা কামিনীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। পিঙ্গলবর্ণা, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা, অঙ্গ-হীনা, পতিতা এবং অপস্মারী ও শ্বিত্রির কুলে সম্ভূতা কন্যাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। সুলক্ষণাক্রান্তা, প্রিয়দর্শনা, মনো-হারিণী কন্যাকে বিবাহ করাই বিধেয়। আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সদৃশ কুলে বিবাহ করাই শাস্ত্রসম্মত। যত্নপূর্ব্বক বহ্নি সংস্থাপন করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণবিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। স্ত্রীলোকের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। পরম যত্নসহকারে ভার্য্যাকে রক্ষা করা উচিত। ঈর্ষা প্রদর্শন আয়ুঃক্ষয়কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্য সতত ঈর্ষা পরিত্যাগে যত্নবান্ হইবে। দিবসে নিদ্রা ও সূর্য্যোদয় হইলে শয়ন আয়ুঃক্ষয়কর হয়, সন্দেহ নাই। প্রত্যূষে শয়ন ও রাত্রিকালে অশুচি হইয়া শয়ন উভয়ই নিষিদ্ধ। পরদারে অনুরাগ প্রদর্শন করা শ্রেয়স্কর নহে। ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা-নান্তে স্নান করা বিধেয়। সন্ধ্যাকালে বেদপাঠ, বেদাভ্যাস, ভোজন ও স্নান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তৎকালে কোন বিষয় অনুষ্ঠান না করিয়া প্রযতভাবে অবস্থান করিবে। স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা, দেবগণকে নমস্কার ও গুরুলোকদিগকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। অনিমন্ত্রিত হইয়া কোন স্থলেই গমন করিবে না। যজ্ঞীয় বিধি দর্শন করিবার নিমিত্ত অনাহূত হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিতে পারা যায়; কিন্তু অন্য কোনরূপ অভিসন্ধি থাকিলে অনিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। একাকী দেশান্তরে গমন ও রজনীযোগে ভ্রমণ করা বিধেয় নহে। কোন কার্য্যানুরোধে গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিলে সন্ধ্যা উপস্থিত না হইতেই গৃহে আগমন করিয়া বাস করা কর্ত্তব্য। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের আজ্ঞা অবিচারিত চিত্তে প্রতিপালন করা উচিত। ধনুর্ব্বেদ ও বেদশিক্ষা, হস্তী ও অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ এবং রথচর্য্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতে যত্নবান্ হওয়া ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা শত্রু ভৃত্য ও স্বজন-বর্গের নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ এবং যিনি প্রজারঞ্জন-পরায়ণ তাঁহাকে কদাচ হীন হইতে হয় না। যুক্তিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র ও চতুঃ-ষষ্টি কলা শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হওয়া এবং পুরাণ, ইতিহাস, আখ্যায়িকা ও মহাত্মা-দিগের জীবন চরিত শ্রবণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋতুমতী ভার্য্যা সম্ভোগ ও তাহাকে আহ্বান করা নিতান্ত গর্হিত। ঋতুস্নান দিবসে রাত্রিকালে স্ত্রী সংসর্গ করিবে। ঋতুস্নানের পরদিবসে ভার্য্যা সম্ভোগ করিলে কন্যা ও তৎপর দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপ পঞ্চমাদি অযুগ্ম দিবসে স্ত্রী সংসর্গ করিলে কন্যা ও ষষ্ঠাদি যুগ্ম দিবসে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞাতি সম্বন্ধী ও মিত্রগণকে সতত সমাদর করিবে। প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে

যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থ এই সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক বৃদ্ধাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে।

হে যুধিষ্ঠির! যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়, আমি তোমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। যাহা অবশিষ্ট রহিল তুমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের মুখে তাহা শ্রবণ করিবে। ফলত আচার প্রভাবেই মনুষ্যের কীর্ত্তি ও আয়ু পরিবর্দ্ধিত হয়। আচার অলক্ষণ সমুদায় দূর করিয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত কার্য্য সমুদায়ের মধ্যে আচারই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আচার হইতেই ধর্ম্ম উদ্ভূত হয় এবং ধর্ম্ম প্রভাবেই আয়ু পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা আয়ুষ্কর ও মঙ্গলজনক। ইহারই প্রভাবে মনুষ্য স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা অনুকম্পা পূর্ব্বক বর্ণ সমুদায়কে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জ্যেষ্ঠভ্রাতার কনিষ্ঠের সহিত ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি ভীমসেনাদির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; অতএব গুরু শিষ্যদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন তোমারও ভীমাদির প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠভ্রাতা অকৃতজ্ঞ হইলে কনিষ্ঠ কখনই তাঁহার বশীভূত হয় না। জ্যেষ্ঠের দীর্ঘদর্শিতা থাকিলে কনিষ্ঠেরও দীর্ঘদর্শিতা লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্ঞানবান্ হইলেও কনিষ্ঠদিগের কার্য্য বিশেষে তাঁহাকে অন্ধ ও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। কনিষ্ঠেরা কুপথগামী হইলে ছলক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করা জ্যেষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রকাশ্যে কনিষ্ঠদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরশ্রীকাতর শত্রুগণ বিবিধ কুমন্ত্রণা দ্বারা তাঁহাদিগের ভেদোৎপাদন করিতে পারে; অতএব সাবধান হইয়া কৌশলক্রমে কনিষ্ঠদিগকে দমন করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল সমুজ্জ্বল থাকে; আবার জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল বিনষ্ট হইয়া যায়। যিনি জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি জ্যেষ্ঠপদবাচ্য ও জ্যেষ্ঠাংশের অধিকারী নহেন। রাজদ্বারে তাঁহার দণ্ড হওয়াই উচিত। যে ব্যক্তি অন্যকে বঞ্চনা করে তাহাকে অশেষ পাপে লিপ্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। বেতসপুষ্পের ন্যায় বঞ্চক ব্যক্তির জন্ম নিতান্ত নিরর্থক। যে কুলে পাপাত্মারা জন্মগ্রহণ করে, সেই কুলের কীর্ত্তি বিলুপ্ত ও অকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কনিষ্ঠ সহোদরগণ কুপথগামী হইলে তাহাদিগকে পৈতৃক ধনের অংশ প্রদান করা জ্যেষ্ঠের কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তাহারা সচ্চরিত্র হইলে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহাদিগকে যৌতুকলব্ধ ধনের অংশ প্রদান করিবেন। জ্যেষ্ঠ যদি

পৈতৃক ধনের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং ধন উপার্জ্জন করেন, তাহা হইলে তিনি সেই স্বোপার্জ্জিত ধন কনিষ্ঠকে প্রদান না করিলে তাঁহাকে পাপভাগী হইতে হয় না। যদি পিতা জীবিত থাকাতে ভ্রাতৃগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পৈতৃকধন বিভাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পিতা তাহাদিগকে সমান অংশে ধন বিভাগ করিয়া দিবেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পাপনিরত দুরাত্মা হইলেও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করা কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রী অথবা কনিষ্ঠ সহোদর দুশ্চরিত্র হইলে, তাহাদিগের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা শ্রেয়ঃসাধনকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আচার্য্য অপেক্ষা উপাধ্যায়ের, উপাধ্যায় অপেক্ষা পিতার এবং পিতা ও সমুদায় পৃথিবী অপেক্ষা জননীর গৌরব দশগুণ অধিক, অতএব জননীর তুল্য গুরু আর কেহই নাই। লোকে এই নিমিত্তই নিয়ত জননীর উপাসনা করিয়া থাকে। পিতার পরলোক লাভ হইলে জ্যেষ্ঠই পিতৃস্বরূপ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে প্রতিপালন করেন; অতএব পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন ও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা কনিষ্ঠদিগের পরম ধর্ম্ম। জনক জননী অচিরস্থায়ী শরীর নির্ম্মাণের হেতুমাত্র। কিন্তু আচার্য্য হইতে অজর ও অমর জ্ঞান লাভ করা যায়। অতএব আচার্য্যকে সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বাল্যকালে স্তন্য দ্বারা দেহের পুষ্টি সম্পাদন করেন তাঁহাকে এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও ভ্রাতৃভার্য্যাকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় এবং ম্লেচ্ছজাতিরাও উপবাস পরায়ণ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির ব্রতাদি নিয়ম প্রতিপালনেরই বিধি বিহিত আছে। কিন্তু উপবাস করিয়া তাঁহাদিগের কি ফল লাভ হইয়া থাকে, এক্ষণে মনুষ্য নিয়মানুষ্ঠান ও পরম পুণ্যজনক সদ্গতি লাভের একমাত্র উপায় উপবাস করিয়া কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিরূপ কার্য্য প্রভাবে সে অধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধার্ম্মিক হয়; কি রূপে তাহার স্বর্গ ও পুণ্য লাভ হইয়া থাকে; উপবাস করিয়া কোন্ বস্তু দান করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ রূপ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা মনুষ্য সুখলাভ করিতে পারে? আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! উপবাস করিলে যে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় তাহা আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে যেমন আমাকে উপবাসবিধি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এইরূপ আমি পূর্ব্বে তপোধন অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত হইয়াছে। তিন রাত্রির অধিক উপবাস করা উঁহা-

দিগের নিতান্ত অনুচিত। উঁহারা দুই রাত্রি ও এক রাত্রি উপবাস করিতে পারেন। বৈশ্য ও শূদ্রের দুই রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত আছে। তিন রাত্রি উপবাস উঁহাদিগের নিতান্ত নিষিদ্ধ। মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও পূর্ণিমাতে একবারমাত্র আহার করিলে ক্ষমা, রূপ ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হয়। সে কদাচ বংশহীন বা দরিদ্র হয় না। দেবপূজায় তাহার অনুরাগ জন্মে এবং সে সতত সংকুল সম্ভূত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া থাকে। যিনি অষ্টমী ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে উপবাস করেন, তিনি নির্ব্ব্যাধি ও বলবীর্য্য সম্পন্ন হন। যিনি অগ্রহায়ণ মাস একাহার করিয়া অতিবাহিত করেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করান তিনি ব্যাধি ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ; তাঁহার সমস্ত বিষয়েই কল্যাণ লাভ হয় এবং তিনি ধনধান্য পরিপূর্ণ ও বলবীর্য্য সম্পন্ন হন। যিনি পৌষ মাস একাহার দ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি সৌভাগ্যশালী, প্রিয়দর্শন ও যশোভাগী হইয়া থাকেন। যিনি একাহার দ্বারা মাঘ মাস অতিক্রম করেন, তিনি সুসমৃদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞাতিগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি ফাল্গুন মাস একাহার দ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি মহিলাগণের নিতান্ত প্রিয় হন এবং মহিলাগণ সতত তাঁহার বশীভূত থাকে। যিনি একাহার করিয়া চৈত্র মাস অতিবাহিত করেন, তিনি সুসমৃদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাহার দ্বারা বৈশাখ মাস অতিক্রম করেন, তিনি জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন। যিনি একাহার করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস অতিবাহিত করেন তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। যিনি একাহার করিয়া আষাঢ় মাস অতিক্রম করেন তিনি ধনধান্যসম্পন্ন ও বহুপুত্র যুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি একাহার করিয়া শ্রাবণ মাস অতিক্রম করেন, তিনি যে দেশে বাস করিয়া থাকেন, সেই দেশেই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন, এবং তাঁহা হইতেই তাঁহার জ্ঞাতিদিগের সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যিনি একাহারী হইয়া ভাদ্র মাস অতিবাহিত করেন, তাঁহার স্থিরলক্ষ্মী লাভ হয়। যিনি একাহারী হইয়া আশ্বিন মাস অতিক্রম করেন, তিনি শুদ্ধিযুক্ত বাহনাঢ্য ও বহুপুত্রসম্পন্ন হইয়া থাকেন। যিনি একাহারী হইয়া কার্ত্তিক মাস অতিক্রম করেন, তিনি শূর, বহুভার্য্যাসম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান্ হন। এই আমি তোমার নিকট মাসোপবাসের বিধি ও ফল কীর্ত্তন করিলাম ;

যিনি পক্ষান্তরে অন্ন ভোজন করেন, তিনি গো সম্পন্ন, বহুপুত্র যুক্ত ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশ বৎসর মাসে মাসে তিন রাত্রি উপবাস করেন, তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে গণাধিপত্য লাভ হয়। এক্ষণে আমি যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ করিলাম তাহা দ্বারা বৎসর প্রতিপালন করিবে। যিনি কেবল দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবার মাত্র ভোজন করেন এবং অহিংসা-

নিরত হইয়া হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি ছয় বৎসরে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়; তিনি নৃত্য গীত নিনাদিত, স্ত্রী সহস্র সঙ্কুল অপ্সরোলোকে রজোগুণ শূন্য হইয়া বিহার ও সুবর্ণবর্ণ বিমানে আরোহণ করিতে সমর্থ হন, তাঁহার সহস্র বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস হয় এবং ব্রহ্মলোক-বাসকাল অতীত হইলে, তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়া মাহাত্ম্য লাভ করেন। যিনি এক বৎসর কাল একাহারী হইয়া থাকেন, তাঁহার অচিরাৎ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মাহাত্ম্য লাভ করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসানিরত, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংবৎসর কাল ত্রিরাত্রি উপবাসের পর চতুর্থদিবসে আহার করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন। যিনি এক বৎসরকাল পাঁচদিন উপবাসের পর ষষ্ঠদিবসে আহার করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি চক্রবাকবাহিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর বাস করেন। যিনি সংবৎসর কাল সাত দিন উপবাসের পর অষ্টম দিবসে আহার করেন তাঁহার গোমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া পঞ্চশত সহস্র বৎসর বাস করেন। যিনি একবৎসর কাল পক্ষান্তে আহার করেন, তাঁহার ছয় মাস অনশনের তুল্য ফল লাভ হয় এবং তিনি ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া বীণা ও বেণুর মধুর শব্দে প্রতিবোধিত হইয়া থাকেন। যিনি সংবৎসর কাল মাসে মাসে সলিল মাত্র পান করেন তাঁহার বিশ্বজিৎ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণবাহিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া সপ্ততি সহস্র বৎসর বাস করেন। একমাসের অধিককাল উপবাস কাহারও পক্ষে বিহিত হয় নাই। যিনি ব্যাধিরহিত হইয়া অকাতরে এই সমুদায় উপবাস করেন, তাঁহার পদে পদে যজ্ঞ ফল লাভ হয়; তিনি হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া লক্ষ বৎসর বাস করেন এবং বহুসংখ্য অপ্সরা তাঁহার সহিত বিহার করিয়া থাকে। আর যিনি ব্যাধিগ্রস্ত ও কাতর হইয়াও এই সমুদায় উপবাস করেন, তিনি সহস্র হংসসংযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া লক্ষ বৎসর বাস করেন এবং তিনি নিদ্রিত হইলে স্বর্গীয় মহিলাগণ কাঞ্চী ও নূপুর শব্দে তাঁহাকে জাগরিত করে। স্বর্গার্থী ব্যক্তি ইহলোকে ক্ষীণ হইলে বলাধান, ক্ষতাঙ্গ হইলে প্রতীকার বিধান, ব্যাধিত হইলে ঔষধ সেবন, ক্রুদ্ধ হইলে প্রসাদন ও দুঃখিত হইলে অর্থাদি দ্বারা দুঃখাপনোদন প্রীতিকর জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্ত তিনি দেহান্তে দেবলোকে সুবর্ণবর্ণ স্ত্রীশতসমাকীর্ণ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং অলঙ্কৃত

বিশুদ্ধচিত্ত, সুস্থ, সফল-কাম ও পাপহীন হইয়া যার পর নাই সুখ লাভে সমর্থ হন। যিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার গাত্রে যতগুলি রোমকূপ বিদ্যমান থাকে তত সহস্র বৎসর তাঁহার স্বর্গ বাস হয় এবং তিনি তরুণসূর্য্যসঙ্কাশ, বৈদূর্য্যমুক্তাখচিত, বীণামুরজনিনাদিত, পতাকাপরিশোভিত, দিব্যঘণ্টামুখরিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। বেদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র, মাতার তুল্য গুরু, ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম লাভ, অনশন অপেক্ষা তপ, এবং ভূলোক ও দ্যুলোকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পরম পাবন আর কিছুই নাই। দেবগণ উপবাস দ্বারাই স্বর্গ লাভ এবং ঋষিগণ উপবাস করিয়াই পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র একাহারী হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। আর মহর্ষি চ্যবন, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, গৌতম ও ভৃগু এই সমস্ত ক্ষমাশীল মহাত্মারা উপবাস দ্বারাই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা অন্যান্য মহর্ষিগণকে এই উপবাসবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। যিনি অন্যকে এই উপবাসব্রতে দীক্ষিত করেন, তাঁহার কদাচই দুঃখ উপস্থিত হয় না। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি এই মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবর্ত্তিত উপবাসবিধিপাঠ শ্রবণ করে, তাঁহার সমুদায় পাপ নাশ হয়; তাঁহার মনঃ কোন দোষে অভিভূত হয় না, তিনি অনায়াসে পশু পক্ষ্যাদির শব্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং তাঁহার কীর্ত্তি লাভ হয়।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে সকল যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান দরিদ্র ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুঃসাধ্য। যজ্ঞীয় বিবিধ উপকরণ আয়োজন পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা ধনসম্পন্ন গুণবান্ রাজা বা রাজপুত্র ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব এক্ষণে দরিদ্র ব্যক্তিরা যেরূপ নিয়মের অনুষ্ঠান করিলে রাজকৃত যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে, উপবাস দ্বারা যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। যিনি হিংসাপরিশূন্য ও নিত্যহোমানুষ্ঠানে নিরত হইয়া প্রতিদিন দিবসে এক বার রজনীযোগে এক বারমাত্র ভোজন করেন, তদ্ভিন্ন আর কখন কিছুমাত্র আহার করেন না তাঁহার ছয় বৎসরের মধ্যে সিদ্ধি লাভ হয় এবং তিনি তপ্তকাঞ্চন সদৃশ বিমানে আরূঢ় হইয়া নৃত্যগীতসংযুক্ত, দেবাঙ্গনাগণপরিপূর্ণ ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক পদ্মসংখ্যক বৎসর তথায় অবস্থান করেন। যিনি ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, দানশীল, ব্রাহ্মণানুরক্ত, অসূয়াপরিশূন্য ও ধর্ম্মপত্নীনিরত হইয়া ক্রমাগত তিন বৎসর একাহারে অতিবাহিত করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম ও বহুসুবর্ণ যজ্ঞের ফল লাভ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের

প্রীতিসাধন করা হয়। তিনি হংস যুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়া দুই পদ্মপরিমিত বৎসর অপ্সরাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল এক দিন উপবাসের পর দ্বিতীয় দিবসে একাহার করেন ও প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া হুতাশনে আহুতিপ্রদানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দিব্যাঙ্গনাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল দুই দিন উপবেশনের পর তৃতীয় দিবসে এক বারমাত্র আহার ও প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংসময়ূরযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সপ্তর্ষি লোকে গমন করিয়া তিন পদ্মপরিমিত বৎসর অপ্সরাদিগের সহিত অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি একবৎসর কাল তিন দিন উপবাসের পর চতুর্থ দিনে এক বারমাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন; তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাধিষ্ঠিত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক এক কল্প পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের ক্রীড়া সন্দর্শনে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল লোভ পরিশূন্য, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণভক্ত ও হিংসা দ্বেষাদি পাপবির্জ্জিত হইয়া চারি দিন উপবাসের পর পঞ্চমদিবসে এক বারমাত্র আহার ও প্রতিদিন অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি সূর্য্যপ্রভা সদৃশ সমুজ্জ্বল, হংসযুক্ত সুবর্ণময় দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া তথায় একপঞ্চাশৎ পদ্ম বৎসর অবস্থান করেন। যে মহর্ষি এক বৎসরকাল ত্রিকালস্নায়ী, ব্রহ্মচারী ও অসূয়াশূন্য হইয়া পাঁচদিন উপবাসের পর ষষ্ঠদিবসে একবার মাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংস ময়ূরযুক্ত, অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল, সুবর্ণময় দিব্যবিমানে আরূঢ় হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় দুই মহাপদ্ম, অষ্টাদশ পদ্ম, এক সহস্র তিনশত কোটি, পঞ্চাশৎ অযুত এবং একশত ভল্লুক চর্ম্মে যে পরিমাণে লোম থাকে তাবৎ সংখ্যক বৎসর বাস করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত একশয্যায় নিদ্রিত ও তাহাদের নূপুর ও মেখলাশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বাগ্যত ব্রহ্মচারী এবং স্রক্, চন্দন ও মধু মাংসাদি পরিত্যাগী হইয়া এক বৎসরকাল ছয় দিন উপবাসের পর সপ্তম দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বহুসুবর্ণক যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবলোক ও ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া অসংখ্য বৎসর তথায় অবস্থান পূর্ব্বক দেবকন্যাগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন। যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল হইয়া এক বৎসরকাল

সাত দিন উপবাসের পর অষ্টমদিবসে আহার ও প্রতিদিন দেবকার্য্যপরায়ণ হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি পদ্মবর্ণ দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিয়া হাবভাবশালিনী নবযৌবনসম্পন্না কামিনীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসর অষ্টাহ উপবাসের পর নবম দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি পুণ্ডরীকসমপ্রভ দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ দিব্যমালাসমলঙ্কৃত রুদ্রলোকবাসিনী অপ্সরাদিগের সহিত রুদ্রলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় এক কল্প এবং এক কোটী এক লক্ষ ও অষ্টাদশ সহস্র বৎসর পরম সুখে বিহার করিতে পারেন। যে ব্যক্তি একবৎসর দশ দিন উপবাসের পর একাদশাহে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি নীল ও রক্তোৎপল সদৃশ স্ফটিকস্তম্ভযুক্ত, বেদিসম্পন্ন, বিচিত্র মণিমালাসমলঙ্কৃত, শঙ্খনিনাদনিনাদিত, হংসসারসযুক্ত দিব্যবিমানে সমারূঢ় হইয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় অর্ব্বুদ বৎসর বাস করিয়া রূপবতী অপ্সরাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি এক বৎসর কাল দশ দিন উপবাসের পর একাদশাহে ঘৃত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন এবং যিনি প্রাণান্তেও পরস্ত্রীগমনের বাসনা ও জনকজননীর হিতার্থেও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও বিমানস্থ দেবদেব মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং তিনি হংসযুক্ত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া রূপলাবণ্যবতী অপ্সরোগণের সহিত রমণীয় রুদ্রলোকে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত অসংখ্য বৎসর পরমসুখে বিহার ও প্রতিদিন ভগবান্ রুদ্রকে নমস্কার করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল একাদশ দিন উপবাসের পর দ্বাদশ দিনে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার সর্ব্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দ্বাদশ আদিত্যসদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্যবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক মণিমুক্তাপ্রবালাদিখচিত, হংসময়ূর চক্রবাকপরিশোভিত, স্ত্রীপুরুষ সমাকীর্ণ ব্রহ্মলোকস্থ দিব্য ধামে গমন করিয়া বহুকাল বাস করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর দ্বাদশ দিন উপবাস করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার দেবদত্ত নামক যজ্ঞ ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাগণসমাকীর্ণ, নানারত্ন-বিভূষিত, সুবর্ণময় দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দিব্যগন্ধযুক্ত পবিত্র বায়ুলোকে গমন করিয়া অসংখ্যকাল ভেরী ও পণব প্রভৃতি বাদিত্রে সমুদায়ের মনোহর ধ্বনি, গন্ধর্ব্বদিগের গান ও অপ্সরোগণের শুশ্রূষা দ্বারা যাহার পর নাই প্রীতিলাভ করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর ত্রয়োদশ দিন উপবাসের পর চতুর্দ্দশ দিবসে ঘৃতভোজন করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের

ফললাভ হয় এবং তিনি অসামান্য রূপ-যৌবনসম্পান্না, দিব্যাভরণভূষিতা, মার্জ্জিত-কেয়ূরধারিণী দেবকন্যাগণের সহিত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সুরলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় অসংখ্যকাল বাস করিয়া দেব-নারীদিগের কলহংস রব সদৃশ কণ্ঠস্বর এবং মেখলা ও নূপুরনিনাদে জাগরিত হন। যে ব্যক্তি এক বৎসর চতুর্দ্দশ দিবস উপবাসের পর পঞ্চদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি দান করেন, তাঁহার সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংস ময়ূরযুক্ত, দিব্যাভরণভূষিত, দেবাঙ্গনাগণে সমাকীর্ণ, একস্তম্ভ, চতুর্দ্বার, সপ্তবেদি সমন্বিত, সহস্র পতাকাসম্পন্ন, সঙ্গীতশব্দমুখরিত, মণিমুক্তাপ্রবালাদিখচিত সেই সুবর্ণময় বিমানে আরূঢ় হইয়া দেব-লোকে গমন পূর্ব্বক সহস্রযুগ তথায় বাস করেন। ঐ স্থানে খড়্গী ও কুঞ্জরগণ তাঁহার বাহন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পঞ্চদশ দিন উপবাসের পর ষোড়শদিবসে একবারমাত্র আহার করেন, তাঁহার সোমযজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি চারুদর্শনা সুরকামিনীগণের সহিত চন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক অসংখ্যকাল তাহাদের সহবাস ও দিব্যগন্ধে সমাযুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ষোড়শ দিন উপবাসের পর সপ্ত-দশ দিবসে ঘৃতভোজন ও প্রতিদিন হুতা-শনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, শুক্র ও ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। তথায় দেবকন্যাগণ আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। তিনি তথায় ভূর্ভুব নামে দেবর্ষি ও বিশ্বরূপ সন্দর্শনে সমর্থ হন এবং যত কাল গগন-মণ্ডলে চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান থাকেন, ততকাল সুধাপান করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বিধ রূপধারিণী দিব্যাভরণ-ভূষিত দেবকুমারীদিগের সহিত পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল সপ্তদশদিন উপবাসের পর অষ্টাদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি সিংহ ব্যাঘ্রাদিযুক্ত, মেঘগম্ভীরনিঃস্বন বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্তলোক পরিভ্রমণ এবং অমৃততুল্য সুধা-রস পান করিয়া সহস্র কল্প দেবকন্যাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার গমনকালে দেবকন্যাগণ বাদ্য-ঘোষ নিনাদিত, অলঙ্কার সমুজ্জ্বল রথসমু-দায়ে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল অষ্টা-দশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারও ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্তলোক দর্শন হইয়া থাকে। তিনি গন্ধর্ব্বগণের গীতশব্দে মুখরিত, সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানে আরোহণ করিয়া কেশপাশশূন্য ও দিব্যাম্বরধারী হইয়া অপ্সরোগণ সমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট লোকে গমন পূর্ব্বক দশকোটি বৎসর দেবাঙ্গনাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি মাংস পরিত্যাগী, ব্রহ্মচারী, সর্ব্বভূতহিতৈষী, সত্যবাদী ও ব্রতধারী হইয়া এক বৎসরকাল ঊনবিংশতি দিবস উপবাসের পর সাতদিবস দিবসে ভোজন করেন, তাঁহার অতি সুবি-স্তীর্ণ আদিত্যলোক লাভ হয়। দিব্যমাল্য ও দিব্যানুলেপনধারী গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ

কাঞ্চনময় দিব্য বিমান লইয়া তাঁহার অনুগমন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল বিংশতি দিবস উপবাসের পর একবিংশ দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পরম সুখে দেবাঙ্গনাদিগের সহিত বিহার করিতে করিতে শুক্র, ইন্দ্র, বায়ু ও অশ্বিনীকুমারদিগের লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি হিংসাপরিশূন্য, সত্যবাদী ঈর্ষাবিহীন হইয়া এক বৎসর কাল একবিংশতি দিবস উপবাসের পর দ্বাবিংশ দিবসে একবার ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি কামচারী হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বসুদিগের লোকে গমন করিয়া পরম সুখে সুধাভক্ষণ ও দেবকন্যাদিগের সহিত বিহার করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল দ্বাবিংশ দিবস উপবাসের পর ত্রয়োবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি কামচারী হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত শুক্র ও রুদ্রলোকে গমন করিয়া দেবকন্যাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল ত্রয়োবিংশতি দিবস উপবাসের পর চতুর্ব্বিংশ দিবসে ঘৃত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দিব্য বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য ধারণ পূর্ব্বক অনন্তকাল মহা আহ্লাদে আদিত্যলোকে অবস্থান এবং হংসসংযুক্ত সুবর্ণময় বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অযুত সহস্র দেবকন্যার সহিত পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল চতুর্ব্বিংশতি দিবস উপবাসের পর পঞ্চবিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সুরলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় সহস্র কল্প সুধাপান ও শত শত দেবাঙ্গনার সহবাসে কালাতিপাত করেন এবং তাঁহার গমনকালে দেবকন্যাগণ সিংহ ব্যাঘ্রাদিযুক্ত মেঘগম্ভীরনিঃস্বন কাঞ্চনময় দিব্য রথ আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামিনী হয়। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল পঞ্চবিংশতি দিবস উপবাসের পর ষড়্‌বিংশতি দিবসে একবার মাত্র ভোজন এবং জিতেন্দ্রিয় ও বীতস্পৃহ হইয়া প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি স্ফটিকনির্ম্মিত বিবিধ রত্ন সমলঙ্কৃত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সপ্তমরুৎ ও অষ্ট বসুর লোকে গমন করিয়া দেবপরিমাণের দ্বিসহস্রযুগ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল ষড়্‌বিংশতি দিবস উপবাসের পর সপ্তবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ফল ও দেবলোকে সম্মান লাভ হয়। তিনি দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া তথায় অসংখ্যকাল সুধাভক্ষণ ও মনোহারিণী রমণীগণের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক বৎসরকাল সপ্তবিংশতিদিবস উপবাসের পর অষ্টাবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার সূর্য্যসদৃশ

তেজস্বিতা লাভ হয়। তিনি সূর্য্যসন্নিভ দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক অযুতশত কল্প নিবিড়নিতম্বিনী, দিব্যাভরণভূষিতা, পীনপয়োধরশালিনী কামিনী কুলের সহিত পরম সুখে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ হইয়া এক বৎসর কাল অষ্টাবিংশতি দিবস উপবাসের পর একোনবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার দেবতা ও রাজর্ষিপূজিত বসু, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র, ব্রহ্মা ও অশ্বিনীকুমারদিগের লোক লাভ হয়; তিনি দিব্যশরীরসম্পন্ন ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া সুবর্ণময় বিবিধ রত্নবিভূষিত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিপূর্ণ, চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল একোনত্রিংশৎ দিবস উপবাসের পর ত্রিংশৎ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজ ও অতিমনোহর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সুধারস পান, দিব্যমাল্য ধারণ, দিব্যবস্ত্র পরিধান ও দিব্যগন্ধ অনুলেপন করেন। তাঁহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। নানারূপধারিণী মধুরভাষিণী রুদ্রকন্যা ও দেবর্ষিকন্যাগণ সতত তাঁহার অর্চ্চনা করেন। তিনি অপ্সরাদিগের সহিত পশ্চাদ্ভাগে চন্দ্রসন্নিভ, বামভাগে মেঘসদৃশ, দক্ষিণভাগে রক্ত, অধোভাগে নীল ও ঊর্দ্ধভাগে বিচিত্র বর্ণে সুশোভিত সূর্য্যকান্ত ও বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপে বর্ষাকালে আকাশ হইতে যে পরিমাণে জলবিন্দু নিপতিত হয়, তিনি তত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করেন। যে ব্যক্তি দমগুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া এক মাস উপবাসের পর একত্রিংশ দিবসে ভোজন এবং নিয়ত সন্ধ্যোপাসনা ও হুতাশনে আহুতি প্রদানাদি বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান করেন, তিনি দশ বৎসরের পর মহর্ষিত্ব লাভ পূর্ব্বক মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যসদৃশ কান্তিসম্পন্ন হইয়া অমরের ন্যায় অনায়াসে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় সুখসম্ভোগে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দরিদ্র ব্যক্তিরা যেরূপে নিয়মশীল, অপ্রমত্ত, শুচি, বিশুদ্ধবুদ্ধি ও দম্ভদ্রোহশূন্য হইয়া উপবাস দ্বারা যজ্ঞফল ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এ বিষয়ে কোন সংশয় করিও না।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ তীর্থ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই পৃথিবীতে যতগুলি তীর্থ আছে, সকলই ফলপ্রদ। তন্মধ্যে যাহা পরম পবিত্র, আমি অগ্রে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য শাশ্বত সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক অগাধ, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ এবং সত্যরূপ তোয় ও ধৃতিরূপ হ্রদ

সংযুক্ত মানস তীর্থে স্নান করিবে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে অনর্থিত্ব, সরলতা, সত্য, মৃদুতা, অহিংসা, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়দমন-শক্তি ও শান্তিগুণ লাভ হয়। যাঁহারা নির্দ্বন্দ্ব, মমতাশূন্য, অহঙ্কারবিহীন ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা দিন পাত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত হন। যিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও অহঙ্কারশূন্য, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ। যাঁহাদিগের মনঃ হইতে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ অপনীত হইয়াছে, যাঁহারা বাহ্য শৌচ ও অশৌচে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সতত স্বধর্ম্মরক্ষণে তৎপর হন, যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও ত্যাগশীল এবং যাঁহাদিগের চরিত্র পরম পবিত্র, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যাঁহার দেহ সলিল দ্বারা ক্ষালিত হয়, তাঁহাকে স্নাত বলিয়া পরিগণিত করা যায় না; যাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদায় নিগৃহীত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ স্নাত ও বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিসম্পন্ন। যাঁহারা অতীত বিষয়ের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, যাঁহারা অর্থ প্রাপ্ত হইলেও তাহা পরিগ্রহ করেন না এবং যাঁহাদিগের বিষয়-লাভে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, তাঁহারাই পরম পবিত্র। জ্ঞান, বিষয়নিস্পৃহতা, মনঃপ্রসাদ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পাপে অনাসক্তি ও তীর্থাদি-স্নান বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর উভয়ই শুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু ঐ সমুদায়ের মধ্যে জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা পরম শৌচ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানসতীর্থে ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপ সলিল দ্বারা স্নানকেই তত্ত্বদর্শীরা প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যিনি ভক্তি-যুক্ত, গুণসম্পন্ন ও বিশুদ্ধস্বভাব, তিনিই যথার্থ পবিত্র।

এই আমি শরীরস্থ তীর্থের বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। শরীরস্থ তীর্থ সমুদায় যেমন পবিত্র, সেইরূপ পৃথিবীর স্থান-বিশেষ ও নদীবিশেষ পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তীর্থস্থান সমুদায় কীর্ত্তন, তীর্থে স্নান ও তীর্থে পিতৃতর্পণ পাপসমুদায় বিনাশ ও স্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থানসমুদায় পৃথিবী ও সলিলের তেজঃপ্রভাবে এবং সাধুলোকের গমনাগমননিবন্ধন পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যিনি ঐ সমস্ত পার্থিব তীর্থ ও শরীরস্থ তীর্থে স্নান করেন, তাঁহার অবিলম্বেই সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে। যেমন ক্রিয়াহীন বল ও বলহীন ক্রিয়া কোন বিষয়ই সিদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ উভয় একত্র মিলিত হইলে সমুদায় বিষয় সিদ্ধ করিতে পারে, তদ্রূপ পার্থিব তীর্থ ও শারীর তীর্থ এই উভয়বিধ তীর্থের সেবা দ্বারাই মনুষ্যের আশু সিদ্ধি লাভ হয়।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সমুদায় উপবাসের মধ্যে যাহার ফল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও অসন্দিগ্ধ, আপনি এক্ষণে তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ স্বয়ম্ভু এই বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছেন, যাহা অনুষ্ঠান করিলে পরম সুখ লাভ হয়,

আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া দিবারাত্র কৃষ্ণের কেশব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন; তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। যিনি পৌষমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের নারায়ণ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও পরম সিদ্ধি লাভ হয়। যিনি মাঘ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের মাধব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তিনি বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ ও আপনার কুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। যিনি ফাল্গুন মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের গোবিন্দ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল ও সোমলোক লাভ হয়। যিনি চৈত্র মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বিষ্ণু নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল ও দেবলোক লাভ হইয়া থাকে। যিনি বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের মধুসূদন নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল ও সোমলোক লাভ হয়। যিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের ত্রিবিক্রম নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি আষাঢ় মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বামন নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যিনি শ্রাবণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের শ্রীধর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি পঞ্চ যজ্ঞের ফল লাভ ও বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। যিনি ভাদ্রমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের হৃষীকেশ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তাহার সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল ও পবিত্রতা লাভ হয়। যিনি আশ্বিন মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের পদ্মনাভ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। যিনি কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের দামোদর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি সকল যজ্ঞের অতি পবিত্র ফল লাভে সমর্থ হন। যিনি এইরূপে সংবৎসরকাল ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের আরাধনা করেন, তাঁহার জাতিস্মরত্ব ও প্রভূত সুবর্ণ লাভ হয় এবং তিনি অনতিকাল মধ্যে বিষ্ণুভাব পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন। এই দ্বাদশ মাসিক বিষ্ণু পূজা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করান অথবা ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপবাস আর কিছুই নাই।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিজ্ঞান, রূপ, সৌভাগ্য ও প্রিয়তা কিরূপে লাভ হয় এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কামসম্পন্ন হইয়া কি প্রকারেই বা সুখভাগী হইতে পারা যায়? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অগ্রহায়ণ মাসে মূলানক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইলে চান্দ্রব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তৎকালে মূলানক্ষত্র চন্দ্রের চরণ, রোহিণী জঙ্ঘা, অশ্বিনী জঙ্ঘার ঊর্দ্ধভাগ, আষাঢ়া নক্ষত্র দ্বয় ঊরুযুগল, ফল্গুনী গুহ্য, কৃত্তিকা কটি, ভাদ্রপদ নাভি, রেবতী অক্ষিগোলক, ধনিষ্ঠা পৃষ্ঠ, অনুরাধা উদর, বিশাখা নক্ষত্র-দ্বয় বাহুযুগল, হস্তা হস্ত, পুনর্ব্বসু অঙ্গুলী, অশ্লেষা নখ, জ্যেষ্ঠা গ্রীবা, শ্রবণা কর্ণ, পুষ্যা মুখ, স্বাতি দন্ত ও ওষ্ঠ, শতভিষা হাস্য, মঘা নাসিকা, মৃগশিরাঃ চক্ষু, চিত্রা ললাট, ভরণী মস্তক ও আর্দ্রা কেশ নিচয়রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে। পূজা সমাপ্ত হইলে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে ঘৃত প্রদান করা কর্ত্তব্য। যিনি এই চান্দ্রব্রত প্রতিপালন করেন, তিনি সুন্দর জ্ঞানবান্ ও সৌভাগ্যশালী হন এবং পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মানবগণ কি নিমিত্ত বারংবার জন্মপরিগ্রহ করে? কি কার্য্য দ্বারা তাহাদের স্বর্গ ও কি কার্য্য দ্বারা তাহাদের নরক ভোগ হয় এবং তাহারা এই লোষ্ট্রবৎ ক্ষণভঙ্গুর কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিলে কে তাহাদিগের অনুগামী হয়। এই সমু-দায় বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

পাণ্ডুবংশাবতংস ধর্ম্মরাজ এইরূপ প্রশ্ন করিবামাত্র মহাত্মা ভীষ্ম আকাশে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বৃহস্পতিকে আগমন করিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, উদারবুদ্ধি ভগবান্ বৃহ-স্পতি এই স্থানে আগমন করিতেছেন। তুমি উঁহার নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা কর। উঁহার তুল্য সদ্বক্তা আর কেহই নাই। উনি ভিন্ন অন্যে কখনই ইহার সদুত্তর প্রদানে সমর্থ হইবেন না।

ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে বিশুদ্ধাত্মা ভগবান্ বৃহস্পতি সুর-লোক হইতে সেই স্থানে সমুপস্থিত হই-লেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তত্রত্য অন্যান্য সভাসদ্গণ তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কোন ধর্ম্ম আপনার অবিদিত নাই; অতএব মনুষ্য পরলোকে গমন করিলে পিতা, মাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্র-বর্গের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সহিত পাপ পুণ্য ভোগ করে এবং মনুষ্য বিনশ্বর দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে গমন করিলে

কেই বা তাহার অনুগামী হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য একাকীই জন্মমরণের বশীভূত হয় এবং একাকীই স্বর্গ নরক ভোগ করিয়া থাকে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, জ্ঞাতি সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের মধ্যে কেহই মৃত ব্যক্তির সহিত সুখ দুঃখ ভোগ করে না। মৃত ব্যক্তির পরিবারগণ কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল রোদন করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করে, ঐ সময় একমাত্র ধর্ম্মই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপরায়ণ হইলে স্বর্গ ও অধর্ম্মাক্রান্ত হইলে নরক ভোগ করিতে হয়। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ন্যায়ানুগত অর্থ দ্বারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। ধর্ম্মই পরলোকে মনুষ্যের একমাত্র সহায় হইয়া থাকে। অনেকানেক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষী অথবা লোভ, মোহ দয়া বা ভয়ের বশীভূত হইয়া অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু তাহা কোনরূপেই বিধেয় নহে। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনটী জীবনের ফলস্বরূপ। অতএব ধর্ম্মানুসারে ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার মুখে ধর্ম্মযুক্ত হিতকর বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে মৃতদেহ চক্ষুর অগোচর হইলে, ধর্ম্ম কিরূপে তাহার অনুসরণ করে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; আপনি ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতিঃ, মনঃ, যম, বুদ্ধি ও আত্মা ইঁহারা সমুদায় প্রাণীর ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ। জীব ত্বক্, অস্থি, মাংস, শুক্র ও শোণিতনির্ম্মিত দেহকে পরিত্যাগ করিলে উহারাও উহাকে পরিত্যাগ করে। তখন ধর্ম্ম উহাদের সহিত অলক্ষিত ভাবে জীবের অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। জীব পরলোকে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিলে তখন পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় উহার শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদায় দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ হন, তাঁহারা উভয় লোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্ম যেরূপে জীবাত্মার অনুগমন করেন, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যেরূপে রেত উৎপন্ন হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি ও মনঃ শরীরস্থ এই সমুদায় ইন্দ্রিয় অন্নাদি ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে রেত উৎপন্ন হয়। স্ত্রীপুরুষের সহযোগসময়ে ঐ রেত প্রভাবেই গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার মুখে গর্ভের উৎপত্তি শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সূক্ষ্ম জীব কি প্রকারে

রেতঃসম্ভূত স্থূল দেহের সহিত মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! জীব রেতোমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তত্রত্য পঞ্চ ভূত উহাকে আবরণ করে, তন্নিবন্ধনই উহার পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত তাদাত্ম্য লাভ হয়। জীব ঐ পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়াই ইহলোকে বর্ত্তমান থাকে, আর উহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই পরলোকে গমন করে। কর্ম্মপ্রভাবে ঐ পরলোক হইতে পুনরায় তাহাকে ইহলোকে আগমন পূর্ব্বক পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিগ্রহ করিতে হয়। তখন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় তাহার শুভাশুভ কার্য্য দর্শন করিতে থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! জীবাত্মা পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কোন্ স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে প্রথমে রেতঃ আশ্রয় করিয়া পরিশেষে স্ত্রীদিগের গর্ভকোষে প্রবেশ পূর্ব্বক যথাকালে ইহলোকে সমাগত ও পরলোকগত হয়। এইরূপে মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে বারংবার সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া যমদূতদিগের প্রহার ও বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। সমুদায় প্রাণীকেই জন্মাবধি স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি জন্মাবধি যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সতত সুখভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি নিরন্তর অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে দেহান্তে যমলোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে। ইতিহাস, পুরাণ ও বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, যমলোকে দেবতাদিগের বাসোপযোগী স্থানের ন্যায় অতি পবিত্র স্থান এবং তির্য্যক্‌যোনিদিগের বাসোপযোগী স্থান অপেক্ষাও অপবিত্র স্থান সমুদায় বিদ্যমান আছে। যাঁহারা ইহলোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে তথায় নিয়ত সুখভোগ এবং যাহারা ইহলোকে অধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে তথায় নিয়ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

এক্ষণে মানবগণ যে যে কর্ম্ম দ্বারা যে যে প্রকার দুর্গতি লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াও মোহপ্রযুক্ত পতিত ব্যক্তির নিকট দানগ্রহণ করেন, তিনি দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ পঞ্চদশবর্ষ খরযোনি তৎপরে তিন বৎসর গোযোনি, তৎপরে তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষস যোনি লাভ করিয়া পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণ যোনি প্রাপ্ত হন। যে ব্রাহ্মণ পতিত ব্যক্তির যাজনক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনি দেহান্তে প্রথমত পঞ্চদশ বৎসর কৃমিযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর গর্দ্দভযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শূকরযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর কুক্কুরযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শৃগালযোনি ও তৎপরে একবৎসর কুক্কুরযোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ

করেন। যে শিষ্য উপাধ্যায়ের অনিষ্টসাধন করে, সে দেহত্যাগের পর প্রথমে কুক্কুর তৎপরে রাক্ষস ও তৎপরে গর্দ্দভযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে পাপাত্মা মনে মনেও গুরুপত্নীহরণের চিন্তা করে, সে সেই অপকৃষ্টচিন্তানিবন্ধন দেহত্যাগের পর প্রথম তিন বৎসর কুক্কুর ও এক বৎসর কৃমিযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে উপাধ্যায় কোন কারণব্যতীত পুত্রতুল্য প্রিয় শিষ্যকে প্রহার করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই হিংস্রযোনি লাভ হয়। যে পুত্র পিতামাতার অপমান করে, দেহান্তে তাহাকে দশ বৎসর গর্দ্দভ ও এক বৎসর কুম্ভীরযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। যে পুত্র পিতামাতার অনিষ্টসাধন করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রোধান্বিত করে, সে দেহান্তে প্রথমত দশ মাস গর্দ্দভ পরে চতুর্দ্দশ মাস কুক্কুর ও তৎপরে সাত মাস বিড়ালযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। পিতামাতাকে তিরস্কার করিলে দেহান্তে সারিকাযোনি এবং তাঁহাদিগকে তাড়না করিলে দেহান্তে প্রথমত দশ বৎসর কচ্ছপ তৎপরে তিন বৎসর শল্লকী ও তৎপরে ছয় মাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণানন্তর পরিশেষে মানবযোনি লাভ হয়। যে ব্যক্তি রাজভৃত্য হইয়া রাজার অসন্তোষকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই মোহান্ধ ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমত দশ বৎসর বানর, পরে পাঁচ বৎসর মূষিক ও তৎপরে ছয় মাস কুক্কুরযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অর্পিত ধন অপহরণ করে, তাহাকে দেহান্তে ক্রমে ক্রমে শত যোনি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনি লাভ করিয়া পঞ্চদশ বৎসর পরে স্বীয় পাপের ধ্বংস হইলে পুনরায় মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি মানবলীলা সংবরণের পর খঞ্জন পক্ষী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমত আট বৎসর মৎস্য, তৎপরে চারি মাস মৃগ, পরে একবৎসর ছাগ ও তৎপরে কিয়ৎকাল কীটযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনি লাভ করে। যে ব্যক্তি ধান্য, যব, তিল, মাষ, কুলত্থ, সর্ষপ, ছোলক, কলায়, মুদ্গ, গোধূম ও অতসী প্রভৃতি শস্য অপহরণ করে, তাহার দেহান্তে প্রথমত মূষিকযোনি লাভ হয়। তৎপরে সে মৃগ হইয়া কিছুকালের পর প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বৎসর জীবিত থাকিয়া দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি পরস্ত্রী অপহরণ করে, তাহাকে ক্রমে ক্রমে বৃক, শৃগাল, কুক্কুর, গৃধ্র, সর্প, কঙ্ক ও বকযোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহিত হইয়া ভ্রাতৃপত্নীর সহিত সংসর্গ করে,

তাহাকে এক বৎসরকাল পুংস্কোকিল হইয়া থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি বন্ধুপত্নী, গুরুপত্নী বা রাজপত্নী অপহরণ করে, তাহাকে প্রথমত পাঁচ বৎসর শূকর, পরে দশ বৎসর বৃক, তৎপরে পাঁচ বৎসর বিড়াল, তৎপরে দশ বৎসর কুক্কুট, তিন মাস পিপীলিকা ও এক মাস কীটযোনিতে পরিভ্রমণের পর কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। পরিশেষে সে ঐ যোনিতে চতুর্দ্দশ মাস অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে দেহত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত বিবাহ, যজ্ঞ বা দানকার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়, সে কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া পুনরায় মানবদেহ ধারণ করে। যে ব্যক্তি প্রথমত এক পাত্রে কন্যাদান করিয়া পুনরায় সেই কন্যাকে অন্য পাত্রে দান করিতে অভিলাষ করে, তাহাকে দেহান্তে কৃমিযোনি লাভ করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাপভোগ করিতে হয়। পরে পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে। যে ব্যক্তি দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য সম্পাদন না করিয়া ভোজন করে, দেহান্তে তাহাকে কাকযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া এক শত বৎসর জীবিত থাকিতে হয়। তৎপরে সে কিয়ৎকাল কুক্কুটযোনি ও এক মাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করে, তাহার দেহান্তে দুই বৎসর বকযোনিতে অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণী গমন করিলে তাহাকে প্রথমতঃ কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, পরে সে সেই কৃমিযোনি হইতে মুক্ত হইয়া শূকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত ও কালকবলে নিপতিত হয় এবং পরিশেষে কিয়ৎকাল কুক্কুরযোনিতে অবস্থান পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণীর গর্ভে অপত্যোৎপাদন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই দেহান্তে মূষিকরূপে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি যমালয়ে গমন করিলে, যমদূতেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দণ্ড, মুদ্গর, শূল, অগ্নিকুণ্ড, খড়্গ, উত্তপ্ত বালুকা ও কণ্টকযুক্ত শাল্মলী প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশকর বস্তু দ্বারা তাহাকে ঘোরতর যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক নিপাতিত করে। তখন সে প্রথমতঃ কৃমিযোনি পরিগ্রহ পূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া বারংবার গর্ভগত ও তন্মধ্যে বিনষ্ট হয়। কৃতঘ্ন এইরূপে বহুবিধ গর্ভযন্ত্রণা ভোগের পর তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে এবং ঐ যোনিতে বহুকাল দুঃখভোগ করিয়া পরিশেষে কূর্ম্মযোনি প্রাপ্ত হয়। দধি হরণ করিলে বক, অসংস্কৃত মৎস্য হরণ করিলে বানর, মধু হরণ করিলে দংশ, ফলমূল ও পিষ্টক হরণ করিলে পিপীলিকা, রাজমাষ হরণ করিলে হলগোলক নামক কীট, পায়স হরণ করিলে তিত্তিরি পক্ষী, পিষ্টক হরণ করিলে উলূক, লৌহ হরণ করিলে বায়স, কাংস্যপাত্র হরণ

করিলে হারীত, রৌপ্য অপহরণ করিলে কপোত, সুবর্ণপাত্র অপহরণ করিলে কৃমি, ধৌত কৌষেয় বস্ত্র অপহরণ করিলে কুকর পক্ষী, কৌষেয় বস্ত্র হরণ করিলে কর্ত্তক পক্ষী, বিবিধ বস্ত্র অপহরণ করিলে শুক, পট্টবস্ত্র অপহরণ করিলে হংস, কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রৌঞ্চ, ক্ষৌম ও মেষলোমজ বস্ত্র অপহরণ করিলে শশ, বর্ণক অপহরণ করিলে ময়ূর ও রক্তবস্ত্র অপহরণ করিলে চকোরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি লোভপরায়ণ হইয়া গন্ধদ্রব্য অপহরণ করে, সে ছুছুন্দরি যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চদশ বর্ষ জীবিত থাকিয়া পাপক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ অপহরণ করিলে বকযোনি ও তৈল অপহরণ করিলে তৈলপায়িক যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। যে নরাধম সশস্ত্র হইয়া অর্থলাভ বা বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত অশস্ত্র পুরুষকে বিনাশ করে, সে দেহান্তে খরযোনি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর পরে শস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃগযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ মৃগযোনিতে তাহাকে প্রতিনিয়ত প্রাণভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইতে হয়। তৎপরে এক বৎসর অতীত হইলে সে শস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়া মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চতুর্থ মাসে জালিকদিগের জালে বদ্ধ ও নিহত হইয়া থাকে। তদনন্তর তাহাকে ব্যাঘ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দশ বৎসর ও দ্বীপিযোনিতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিতে হয়। এইরূপে বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ দ্বারা অধর্ম্ম ক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে। স্ত্রীহত্যাকারী নরাধমকে দেহান্তে যমলোকে গমন পূর্ব্বক বহুতর ক্লেশভোগ ও বিংশতিপ্রকার নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ঐ যোনিতে বিংশতি বৎসর নরক ভোগ দ্বারা পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভোজন দ্রব্য অপহারী ব্যক্তি দেহান্তে মক্ষিকা যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বহুদিন মক্ষিকাদিগের সহিত বাস করিয়া পাপক্ষয়ান্তে পুনরায় মানুষযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ধান্য অপহরণ করিলে পরজন্মে অতিশয় লোমশ হইতে হয়। যে ব্যক্তি তিলকল্ক মিশ্রিত ভোজনদ্রব্য অপহরণ করে, সে সেই অপহৃত দ্রব্য পরিমিতাকার মূষিক হইয়া জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিদিন মানবগণকে দংশন করে এবং বহুদিনের পর পাপ ক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। ঘৃত অপহরণ করিলে দাত্যূহযোনিতে, মৎস্য অপহরণ করিলে কাকযোনিতে, লবণ অপহরণ করিলে দণ্ডকাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ন্যস্ত ধন অপহরণ করে সে দেহান্তে মৎস্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই মৎস্যযোনিতে কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় মানবযোনি লাভ করিয়া নিতান্ত অল্পায়ুঃ হয়।

মানবগণ এইরূপে বিবিধ পাপানুষ্ঠান করিয়া বিবিধ তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা লোভ মোহ প্রযুক্ত

পাপানুষ্ঠান করিয়া ব্রতাদি দ্বারা তাহা নিরাকরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিরন্তর সুখ-দুঃখ যুক্ত ও ব্যাধিত হইয়া কালযাপন এবং দেহান্তে লোভমোহপরায়ণ, পাপশীল ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে সকল মহাত্মা জন্মাবধি পাপকর্ম্মে যথোচিত ঘৃণাপ্রদর্শন করেন, তাঁহারা রোগশূন্য, ধনবান্ ও রূপসম্পন্ন হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরাও পূর্ব্বোক্তরূপ পাপে আসক্ত হইলে উহাদিগকে পূর্ব্বোক্তপ্রকার যোনিপরিগ্রহ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কয়েকটী পাপ কর্ম্মের দোষ কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর তুমি কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য পাপকর্ম্মের দোষ সবিস্তরে শ্রবণ করিবে। পূর্ব্বে আমি সুরর্ষিগণের সমীপে ব্রহ্মার মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি জিজ্ঞাসা করাতে সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। তুমি আমার এই সমস্ত বাক্য অনুধাবন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি অধর্ম্মের ফল সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মের ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব লোকে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও কিরূপে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে এবং কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদিলাভে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাহারা সর্ব্বদা বুদ্ধিপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অধর্ম্মের বশীভূত হয়, তাহারা নিরয়গামী হইয়া থাকে, আর যাঁহারা অজ্ঞানবশত অধর্ম্মাচরণ করিয়া পরিশেষে মনঃসংযম পূর্ব্বক অনুতাপিত হন, তাঁহাদিগকে কখনই স্বীয় দুষ্কৃতের ফল ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তির মনঃ যে পরিমাণে স্বীয় দুষ্কৃতের নিন্দা করে, সে সেই পরিমাণে অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বীয় দুষ্কৃত ব্যক্ত করে, অবিলম্বেই তাহার অধর্ম্মকৃত অপবাদ তিরোহিত হইয়া যায়। মনুষ্য সম্যক্ রূপে স্বীয় অধর্ম্ম ব্যক্ত করিলে নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি মোহবশত পাপানুষ্ঠান করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু দান করে, তাহার পরলোকে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়।

এক্ষণে মনুষ্য পাপাচরণ করিয়াও যে যে বস্তু দান করিলে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্ন দান সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব সরল হৃদয়ে অন্নদান করা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্ন মানবগণের প্রাণস্বরূপ; অন্ন হইতেই প্রাণিগণ সমুদ্ভূত হয় এবং অন্নেই সমুদায় লোক প্রতিষ্ঠিত থাকে, সুতরাং অন্নদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। দেবতা, পিতৃ ও মানবগণ অন্নদানেরই ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। মহা-

রাজ রন্তিদেব অন্নদান করিয়াই স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। অতএব প্রহৃষ্টমনে স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণকে ন্যায়লব্ধ অন্ন প্রদান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে সহস্র ব্রাহ্মণকে অন্ন ভোজন করান, তাঁহাকে কখনই তির্য্যগ্‌-যোনি লাভ করিতে হয় না। পাপনিরত ব্যক্তিও দশ সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে অধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষালব্ধ অন্ন দান করিলে নিশ্চয়ই ইহলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হন। যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মস্বগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণকে ভুজবলার্জ্জিত অন্ন প্রদান করেন, তাঁহাকে কখনই পূর্ব্বকৃত অধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। যে বৈশ্য কৃষিলব্ধ দ্রব্য ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ব্রাহ্মণসাৎ করে, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। আর যে শূদ্র প্রাণপণে ভারবহনাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করে, তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি হিংসাবিহীন হইয়া পরিশ্রম দ্বারা অন্ন উপার্জ্জন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করে, সে কখনই দুঃখে অভিভূত হয় না। মনুষ্য ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি নিরন্তর অন্নদান করে, সে সৎপথাবলম্বী, বলশালী ও নিষ্পাপ হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরাই দানশীল ব্যক্তিদিগের পথ অবলম্বন করেন। অন্নদাতাকে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সনাতন ধর্ম্ম অন্নদাতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা সৎপাত্রে দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্নই লোকের পরম গতি। অন্নদান করিলে কখনই মনুষ্যকে নিরয়গামী হইতে হয় না। গৃহস্থ প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিবেন। অন্নদান দ্বারা দিবসকে সফল করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্ম, ন্যায় ও ইতিহাসবেত্তা সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, তাঁহাকে কখনই সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, তিনি নিশ্চয়ই পরলোকে অশেষ সুখভোগ এবং পরজন্মে রূপবান্‌, কীর্ত্তিমান্‌ ও ধনবান্‌ হইয়া পরমসুখে কাল হরণ করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় ধর্ম্ম ও দানের মূলস্বরূপ অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্‌! অহিংসা, বেদোক্তকার্য্য, ধ্যান, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই কয়েকটির মধ্যে কোন্‌টি মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃসাধন হইয়া থাকে?

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য শ্রেয়ঃসাধনোপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অহিংসাই

পুরুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমার্থসাধন বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভকে দোষের আকর জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহিংসা ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অহিংসক প্রাণিগণকে আপনার সুখোদ্দেশে নিহত করে, সে দেহান্তে কখনই সুখলাভে সমর্থ হয় না। যিনি সকল প্রাণীকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া কাহাকেও প্রহার বা কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, তিনি দেহান্তে পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সকলকেই আপনার ন্যায় সুখভোগাভিলাষী ও দুঃখভোগে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিয়া সকলের প্রতি তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন হন, দেবগণও সেই মহাপুরুষের গতি নির্দ্দেশে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। ফলত যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহা কদাচ অন্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিবে না। এই আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের সংক্ষেপ লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই মতের বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন, তাঁহার অধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। প্রত্যাখ্যান, দান, সুখদুঃখ, প্রিয়কার্য্য ও অপ্রিয়কার্য্য এই কয়েকটি হইতে যে সন্তোষ ও অসন্তোষ উৎপন্ন হয়, মনুষ্য তাহা আত্ম-পর্য্যালোচনা দ্বারা সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হইবে। মনুষ্য হিংসা করিলেই হিংসিত ও প্রতিপালন করিলেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে; অতএব হিংসা না করিয়া সকলের প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য। যিনি কেবল লোকের প্রতিপালনেই নিরত থাকেন, তিনি সাধূপদিষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় জীবলোকের প্রমাণস্থল হইয়া থাকেন। সুরগুরু বৃহস্পতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সুরাচার্য্য প্রস্থান করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শয়ান শান্তনুতনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ বেদপ্রমাণানুসারে অহিংসা ধর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিয়া কিরূপে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কোন জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ, মনোমধ্যে তদ্বিষয়ের আন্দোলন ও অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান না করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ব্রহ্মবাদীরা এই কারণে অহিংসা ধর্ম্মকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ চারিটির মধ্যে অন্যতরের অভাব উপস্থিত হইলে অহিংসা ধর্ম্ম আর আস্পদলাভে সমর্থ হয় না। চতুষ্পাদ জন্তু যেমন এক পদের অভাব উপস্থিত হইলে ক্ষণকালও দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই অহিংসা ধর্ম্মের একাংশ হীন হইলে ইহার স্থায়িত্বার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। যেমন হস্তীর পদচিহ্নে অন্যান্য জন্তুর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই অহিংসা ধর্ম্মে অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় সম্পূর্ণ রূপে

সমাবিষ্ট হয়। মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিলে তাহাকে তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণি হিংসায় প্রবৃত্ত হন না এবং কদাপি মাংস ভক্ষণ করেন না, তিনি বিমুক্ত হইয়া থাকেন। মাংসভক্ষণাভিলাষ, মাংসভক্ষণে উপদেশ প্রদান ও মাংসভক্ষণ দ্বারা হিংসা-জনিত পাপ জন্মে, এই নিমিত্ত তপঃপরায়ণ মনীষিগণ কদাপি মাংসাহার করেন না। এক্ষণে মাংসভক্ষণেরই দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি মোহপ্রভাবে পুত্রমাংসসদৃশ মাংস ভক্ষণ করে, সে অতি নীচাশয় বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীপুরুষের সংযোগ যেমন সন্তানোৎপত্তির অদ্বিতীয় কারণ, সেইরূপ হিংসাই বহুবিধ পাপ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন জিহ্বাই রসজ্ঞানের কারণ, সেইরূপ মাংসের আস্বাদনই মাংসানুরাগের হেতু বলিয়া অভিহিত হয়। পাকের তারতম্যানুসারে মাংস মনুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করে। যাহাদিগের মাংসে অতিশয় আসক্তি জন্মে, মাংসভক্ষণে তাহাদের যেরূপ আমোদ হয়, ভেরী মৃদঙ্গ ও তন্ত্রী শ্রবণে কখনই তাদৃশ আমোদ হয় না। মাংসাভিলাষী ব্যক্তিরা মাংসের যেরূপ প্রশংসা করে, তাহা অন্যের অচিন্তিত অসংকল্পিত ও অনির্দ্দিষ্ট, সন্দেহ নাই। ফলতঃ মাংসের প্রশংসাও দোষাবহ। পূর্ব্বে অনেকানেক মহাত্মা আপনার মাংস প্রদান পূর্ব্বক অন্যের দেহ রক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট অহিংসা ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ইতিপূর্ব্বে বারংবার অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোকের উদ্দেশে বিবিধ মাংসপ্রদান করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু হিংসা না করিলে মাংস লাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং শ্রাদ্ধে কিরূপে মাংস প্রদান করা যাইতে পারে? এক্ষণে এই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মে আমার অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি ঐ সংশয় ছেদন এবং মাংস ভক্ষণ করিলে কি দোষ, ভক্ষণ না করিলে কি গুণ, আর ভক্ষণার্থ স্বয়ং পশুবিনাশ, অন্য কর্ত্তৃক নিহত পশুর মাংসভোজন, অন্যের ভোজনার্থ বিনাশ ও ক্রয় করিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মাংস ভক্ষণ না করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সমুদায় মহাত্মা রূপবান, অবিকলাঙ্গ, দীর্ঘায়ু, বলশালী ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ কহিয়াছেন, যতব্রত হইয়া প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, মধুমাংস পরিত্যাগ করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে।

সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বালখিল্য ও মরীচিপ মহর্ষিগণ মাংস পরিত্যাগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশুহিংসা ও মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে সর্ব্বভূতের মিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি মাংসভোজন না করে, সে সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, সর্ব্বজন্তুর বিশ্বাসপাত্র ও সাধুদিগের সম্মানভাজন হয়। তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত ক্লেশভোগ করিতে হয়। ভগবান্ বৃহস্পতি কহিয়াছেন, লোকে মাংসভোজনে বিরত হইলে অনায়াসে দাতা, যজ্ঞশীল ও তপস্বী হইতে পারে। যে ব্যক্তি শত বৎসর প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাঁহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি মধুপান ও মাংসভোজনে বিরত হয়, সে অনায়াসে যজ্ঞানুষ্ঠান দান ও তপশ্চরণ করিতে পারে। মনুষ্য প্রথমে মাংসভোজন করিয়া পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করিলে যেরূপ ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে, বেদাধ্যয়ন ও সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার সেরূপ ধর্ম্ম লাভের সম্ভাবনা নাই। যাহার মাংসের আস্বাদগ্রহ হইয়াছে, তাহার পক্ষে মাংসপরিত্যাগরূপ পবিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান নিতান্ত দুষ্কর। যে মহাত্মা মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় প্রাণীকে অভয় প্রদান করেন, তাঁহাকে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সন্দেহ নাই। মনীষিগণ এই অহিংসারূপ পরম ধর্ম্মেরই নিয়ত প্রশংসা করিয়া থাকেন। মনুষ্যমাত্রেরই আত্মপ্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যখন সিদ্ধিলাভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদিগেরও মৃত্যুভয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন মাংসোপজীবী দুরাত্মাগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত অজ্ঞ জন্তুগণ যে মৃত্যু হইতে ভীত হইবে, তাহার বিচিত্র কি? মাংস ভোজন পরিত্যাগ ধর্ম্ম, স্বর্গ ও সুখের মূলীভূত কারণ; অতএব অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট তপস্যা ও সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাণীবধ ভিন্ন তৃণ কাষ্ঠ বা প্রস্তর প্রভৃতি হইতে মাংসলাভের সম্ভাবনা নাই, এই নিমিত্ত মাংসভোজন নিতান্ত দূষণীয় হইয়াছে। স্বধা, স্বাহা ও অমৃতভোজী দেবগণ সর্ব্বদা সত্য ও সরলতা আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা কদাচ হিংসায় প্রবৃত্ত হন না। যাহারা রসনাকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে রজোগুণের আধার রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি মাংস ভোজন পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাকে কোন কালেই দুর্গম অরণ্য, দুর্গ বা চত্বরে অথবা উদ্যতশস্ত্র ব্যক্তি, বা সর্পপ্রভৃতি হিংস্রজন্তুর নিকট ভীত হইতে হয় না। তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের শরণ্য, বিশ্বাসপাত্র ও শান্তিজনক হইয়া নিরুদ্বেগে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। যদি ইহলোকে কেহই মাংসভোজী না হয়, তাহা হইলে পশুহত্যা এক কালে তিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকেরা

কেবল মাংসভোজীর নিমিত্তই জীবহত্যা করিয়া থাকে। যদি মাংসাশী ব্যক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঘাতকেরা কখনই হত্যারূপ পাপকার্য্যে নিরত হয় না। যাহারা হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করে, তাহাদিগের আয়ুঃ ক্ষয় হয়; অতএব মাংসভোজন পরিত্যাগ করা হিতকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। হিংস্রজন্তুসদৃশ উদ্বেগজনক মাংসাশীগণ পরলোকে কিছুতেই পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না। লোভ, বুদ্ধিমোহ, বলবীর্য্য লাভ অথবা পাপাত্মাদিগের সংসর্গবশতঃ মনুষ্যদিগের পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। যে ব্যক্তি পর মাংস দ্বারা স্বীয় মাংস পরিবর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সকল জন্মেই উদ্বিগ্নচিত্তে কালহরণ করিতে হয়। যতব্রত মহর্ষিগণ মাংস পরিত্যাগকেই যশঃ, আয়ু ও স্বর্গ লাভের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে আমি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট মাংস ভোজনের যে সমুদায় দোষ শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত বা অন্য কর্ত্তৃক নিপাতিত প্রাণিগণের মাংস ভোজন করে, তাহাকে হত্যাকারী ব্যক্তির তুল্য ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোনজন্তুকে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংসভোজন করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। পণ্ডিতেরা এইরূপে তিনপ্রকার হত্যা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং মাংসভোজনে বিরত হইয়াও অন্যকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা করে, তাহাকেও বধভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলত যিনি মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ ও প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ হন, তিনি দীর্ঘায়ু, রোগবিহীন ও সর্ব্বভূতের অধৃষ্য হইয়া, পরম সুখে কালহরণ করিতে পারেন। মাংসভক্ষণ না করিলে হিরণ্যদান, গোদান ও ভূমিদান অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মলাভ হয়। যে ব্যক্তি বিধিবিবর্জ্জিত অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অনুমত্যনুসারে প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করেন, তাঁহার অতি অল্পমাত্র দোষ জন্মে। পশুঘাতক অন্যের ভোজনার্থ পশুহিংসা করিলে তাহাকে যাদৃশ ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয়; ভোক্তাকে তাদৃশ পাপভাগী হইতে হয় না। যে মাংসাশী দেবপূজা বা যজ্ঞাদির ব্যপদেশে পশুবিনাশ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। প্রথমত মাংসভোজনে নিরত থাকিয়া পরিণামে তাহা পরিত্যাগ করিলে বিপুল ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। যাহারা হত্যা করিবার নিমিত্ত পশু আহরণ, পশুবিনাশে অনুমতি প্রদান, স্বয়ং বিনাশ, ক্রয়, বিক্রয়, পাক ও ভোজন করে, তাহারা সকলেই ঘাতকের তুল্য পাতকে লিপ্ত হয়।

এক্ষণে অন্য এক ঋষিগণসমাদৃত বেদসম্মত পুরাতন প্রমাণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কেবল গৃহীদিগের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু

মোক্ষার্থীদিগের পক্ষে কখনই উহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। মহাত্মা মনু কহিয়াছেন যে, যে মাংস মন্ত্রপূত ও প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃযজ্ঞাদিতে প্রদান করা যায়, তাহাই পবিত্র ও ভক্ষ্য এবং তদ্ব্যতীত সমুদায় মাংসই বৃথামাংস ও অভক্ষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাক্ষসের ন্যায় বৃথামাংস ভক্ষণ করিলে কখনই স্বর্গ বা যশোলাভ হয় না। অতএব অনুষ্ঠানবিহীন অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি আপনার ইষ্টকামনা করে, মাংসভক্ষণে বিরত হওয়াই তাহার শ্রেয়ঃ। পূর্ব্বকালে যাজ্ঞিকগণ পুণ্যলোকলাভে অভিলাষী হইয়া ব্রীহিসমুদায়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ সময় একদা ঋষিগণ মাংসভক্ষণবিষয়ে সংশয়াবিষ্ট হইয়া চেদিরাজ বসুর নিকট গমন পূর্ব্বক মাংস অভক্ষ্য কি না, এই প্রশ্ন করিলে তিনি অভক্ষ্য মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধজন্য তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরাতলে আগমন এবং ধরাতলে আগমন পূর্ব্বক পুনরায় মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে পাতালতলে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ একেবারে আরণ্য পশুসমুদায় প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অদ্যাপি দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে আরণ্য পশুর মাংস প্রদান করিবার পূর্ব্বে উহা প্রোক্ষিত করিতে হয় না।

মাংস ভক্ষণ না করিলে সমুদায় সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার মতে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ এক শত বৎসর ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করে, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাহার তুল্য ফললাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে মধু ও মাংস পরিত্যাগ করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি বর্ষাকালীন চারিমাস মাংস পরিত্যাগ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ু, কীর্ত্তি বল ও যশঃ লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমুদায় কার্ত্তিক মাস মাংস ভোজন না করেন, তাঁহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা সমুদায় কার্ত্তিক মাস বা কার্ত্তিক মাসের একপক্ষ মাংস ভক্ষণে নিবৃত্ত ও হিংসায় বিরত হয়, তাহারা পরিণামে ব্রহ্মলোকে স্থানলাভ করে। পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী মহাত্মা নাভাগ, অম্বরীষ, গয়, আয়ু, অনরণ্য, দিলীপ, রঘু, পুরু, কার্ত্তবীর্য্য, অনিরুদ্ধ, নহুষ, যযাতি, নৃগ, বিশ্বক্সেন, শশবিন্দু, যুবনাশ্ব, শিবি, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র, শ্যেনচিত্র, সোমক, বৃক, রৈবত, রন্তিদেব, বসু, সৃঞ্জয়, কৃপ, ভরত, দুষ্মন্ত, করূষ, রাম, অলক, নল, বিরূপাশ্ব, নিমি, জনক, ঐল, পৃথু, বীরসেন, ইক্ষ্বাকু, শম্ভু, শ্বেত, সগর, অজ, ধুন্ধু, সুবাহু, হর্য্যশ্ব ও ক্ষুপ প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদায় কার্ত্তিক মাস ও কেহ কেহ ঐ মাসের শুক্লপক্ষে মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে। তাঁহারা সহস্র কামিনী ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া

পরম সুখে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছেন। যে মহাত্মারা এই অতি উৎকৃষ্ট অহিংসাধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অনায়াসেই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যে সকল মহাত্মা আজন্ম মধুমাংস ও মদ্য পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই মুনি বলিয়া পরিগণিত হন। যাঁহারা এই অহিংসা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, শ্রবণ, অধ্যয়ন বা অন্যের কর্ণগোচর করেন, তাঁহারা দুরাচার হইলেও তাঁহাদিগকে নিরয়গামী হইতে হয় না। তাঁহাদিগের সমুদায় পাপ বিনাশ ও জ্ঞাতি মধ্যে প্রাধান্য লাভ হয়। এই অহিংসা ধর্ম্ম প্রভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি বিপদ্ হইতে উদ্ধৃত, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত, রোগী রোগশূন্য এবং দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে। যাহারা এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কখনই তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিতে হয় না; প্রত্যুত তাহাদিগের বিপুল অর্থ ও কীর্ত্তিলাভ হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষিকথিত মাংসভক্ষণ ও মাংস পরিত্যাগের ফল কীর্ত্তন করিলাম।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে মাংসলোলুপ নৃশংসেরা রাক্ষসের ন্যায় মাংসেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে*; বিবিধ অপূপ, শাক ও খণ্ডপ্রভৃতি নানাপ্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রতি তাদৃশ প্রীতিপ্রদর্শন করে না। তাহাদিগের তাদৃশ ভাব দর্শনে আমার মনঃ মোহে অভিভূত হইতেছে। এক্ষণে আমার বোধ হয় যে, মাংস অপেক্ষা সুস্বাদু বস্তু আর কিছুই নাই। অতএব আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক মাংস ভক্ষণ ও অভক্ষণের দোষ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মাংস অপেক্ষা যে সুস্বাদু দ্রব্য আর কিছুই নাই, এ কথা নিতান্ত অলীক নহে। স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, কৃশ, স্ত্রীসম্ভোগপরায়ণ ও পথগমনক্লেশে ক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মাংস পুষ্টিকর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মাংস ভক্ষণ করিলে অচিরাৎ বল ও পুষ্টি লাভ হইয়া থাকে। মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য আর কিছুই নাই; কিন্তু মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে অনেক উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়। যে ব্যক্তি অন্যের মাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাশয় নিষ্ঠুর আর নাই। এই জীবলোকে জন্তুগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই, অতএব মনুষ্য আপনার ন্যায় অন্যের প্রিয় প্রাণ সংহার করিতে কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না। শুক্র হইতেই মাংস উৎপন্ন হয়, অতএব উহা ভক্ষণ করা নির্ঘৃণের কর্ম্ম। মাংস ভক্ষণ করিলে সমধিক পাপ ও মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে বিপুল পুণ্য লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি বেদবিধানানুসারে মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কিছুমাত্র দোষ জন্মে না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পশু সকল যজ্ঞের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব সেই যজ্ঞব্যতীত অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে

পশুহিংসা করিলে রাক্ষসবৎ ব্যবহার করা হয়।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়দিগের পশুহিংসাবিষয়ে যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় পরাক্রমোপার্জ্জিত মাংস ভক্ষণ করিলে তাহাদিগকে কদাচ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদায় আরণ্য মৃগকে প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত মৃগয়া নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মৃগয়াশীল ব্যক্তি প্রাণপণেই মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়; হয় মৃগেরা আমাকে বিনাশ করুক, না হয় আমি উহাদিগকে সংহার করিব, মৃগয়াকারী মনুষ্যের অন্তঃকরণে এইরূপ ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে। এই কারণে মৃগয়া দোষাবহ ও পাপজনক নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ অপেক্ষা ইহলোকে ও পরলোকে উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি দয়াবান্, তাহার কদাচ ভয় উপস্থিত হয় না। দয়াবান্‌দিগের ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকই আয়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব মহাত্মারা সতত অহিংসাত্মক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন। যে মহাত্মা দয়াপরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন, সমস্ত প্রাণী হইতে তাঁহার আর কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। প্রাণিগণ সেই অভয়দাতা ক্ষত, স্খলিত বা আহত হউন সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। হিংস্র জন্তু, রাক্ষস বা পিশাচেরাও তাঁহাকে বিনাশ করে না। যিনি অন্যের বিপদে সাহায্য করেন, তাঁহার বিপদ্ উপস্থিত হইলে অন্যে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রাণদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান কখন হয় নাই হইবেও না। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। মৃত্যু সকল প্রাণিরই অপ্রীতিকর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইয়া থাকে। প্রাণিগণ এই সংসার মধ্যে জন্ম ও জরাজনিত দুঃখে নিরন্তর ক্লিষ্ট হয়, পরিশেষে আবার মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যার পর নাই যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা মাংসাহারনিরত, তাহারা প্রথমত কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিয়া পরিশেষে বারংবার তির্য্যক্ জাতির গর্ভে অবস্থান পূর্ব্বক ক্ষার, অম্ল ও কটুরস এবং মূত্র, শ্লেষ্মা ও পুরীষ দ্বারা সিক্ত ও ক্লিষ্ট হয়। তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্যের বশীভূত এবং পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ও পতিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে বারংবার অন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইতে হয়। পৃথিবীতে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই; অতএব সমুদায় প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান্ হওয়া সকলেরই উচিত। যিনি যাবজ্জীবন কোন পশুর মাংস ভোজন করেন না, স্বর্গে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ স্থান লাভ হইয়া থাকে। যে দুরাত্মারা জীবিতপ্রিয় পশুগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে সেই সমস্ত নিহত পশু কর্ত্তৃক

আবার ভক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা পশু বিনাশ করে, পরজন্মে তাহারা অগ্রে এবং যাহারা সেই বিনষ্ট পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই পশু-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহাকে পরজন্মে অন্য কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট ও যে অন্যের প্রতি দ্বেষপ্রকাশ করে, তাহাকে তৎকর্ত্তৃক দ্বিষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই অবস্থাতেই সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলত অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপঃ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য ও পরম জ্ঞান। অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞে দান ও সমস্ত তীর্থ স্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুদানের ফলও অহিংসার ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। অহিংসক ব্যক্তিরা সকলের পিতা মাতা স্বরূপ। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সামান্যত অহিংসার ফল কীর্ত্তন করিলাম; ইহার সমগ্র ফল শত বৎসরেও বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করা যে নিতান্ত দুষ্কর, তাহা আপনার অবিদিত নাই। ইহলোকে কি ধনবান্, কি নির্দ্ধন, কি পুণ্যবান্, কি পাপাত্মা সকলেরই মৃত্যু হইতে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব আপনি উহার কারণ এবং সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে কিরূপ গতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি বেদব্যাস-কীটসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তনচ্ছলে ইহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একদা সর্ব্বজন্তুর ভাষাভিজ্ঞ ও গতিজ্ঞ বেদবেত্তা বেদব্যাস কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কীটকে শকটমার্গে ধাবমান হইতে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কীট! তোমাকে নিতান্ত ভীত ও ত্বরান্বিত দেখিতেছি; অতএব তুমি স্বীয় ভয়ের কারণ আমার নিকট ব্যক্ত কর।

তখন কীট কহিল, ভগবন্! ঐ অদূরবর্ত্তী শকটের যেরূপ ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং শকটবাহী বৃষগণ সারথির কশাঘাতে তাড়িত হইয়া যেরূপ ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, মাদৃশ ক্ষুদ্র কীট কখনই উহা শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। আমি ঐ শব্দ শ্রবণে নিতান্ত আকুলিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি, ইহলোকে সমুদায় প্রাণীরই জীবন সুদুর্লভ এবং মৃত্যু নিতান্ত দুঃখজনক। এই নিমিত্ত মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

কীট এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কীট! তুমি যখন তীর্য্যক্‌যোনিতে জন্ম

গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার সুখলাভের প্রত্যাশা কি? তুমি রূপরসাদি বিষয় সমুদায়ের সম্যক্ রূপে আস্বাদগ্রহ করিতে সমর্থ হও না, সুতরাং আমার মতে তোমার মরণই শ্রেয়স্কর।

তখন কীট কহিল, ভগবন্! জীবমাত্রেই ইহলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত আমি এই নিকৃষ্ট জন্মেও সুখলাভের প্রত্যাশা করিয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছি। কি মনুষ্য, কি তির্য্যক্‌যোনিগত প্রাণিগণ সকলেই জন্মাবধি পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ভোগের অধিকারী হয়। পূর্ব্বজন্মে আমি এক বিপুল ধনশালী শূদ্র ছিলাম। ঐ জন্মে আমি সতত ব্রাহ্মণের দ্বেষ করিতাম। আমার তুল্য নৃশংস কদর্য্যস্বভাব, বৃদ্ধিজীবী, দুর্ম্মুখ, ছলগ্রাহী, হিংসাপরতন্ত্র, বঞ্চক ও পরস্বাপহারী প্রায় কেহই ছিল না। আমি ভৃত্য ও অতিথিদিগকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং স্বাদু বস্তু ভোজন করিতাম। অর্থলালসানিবন্ধন দেবপূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কখন অন্নদান করি নাই। যাহারা ভীত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইত, আমি তাহাদিগকে পরিত্রাণ না করিয়া অকারণে পরিত্যাগ করিতাম। লোকের ধনধান্য, উৎকৃষ্ট স্ত্রী, যান ও বস্ত্র প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেই আমার অসূয়া উপস্থিত হইত। আমি কদাপি অন্যের সুখ বা ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতাম না। সর্ব্বদাই আত্মকামনা পরিপূর্ণ এবং অন্যের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। এক্ষণে আমাকে সেই পূর্ব্বকৃত নৃশংস ব্যবহার সমুদায় স্মরণ করিয়া যার পর নাই অনুতাপ করিতে হইতেছে। আমি এইরূপে পূর্ব্বজন্মে সৎকার্য্যের ফল পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া কদাচ কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই। কেবল বৃদ্ধা জননীর সেবা ও এক দিন এক কুলশীলসম্পন্ন অতিথি আমার গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার যথোচিত সৎকার করিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত অদ্যাপি জন্মান্তরীণ কার্য্য সমুদায় আমার স্মৃতিপথে রহিয়াছে। এক্ষণে আমি সৎকর্ম্ম দ্বারা পুনরায় সুখলাভের বাসনা করিতেছি; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সময়োচিত হিতোপদেশ প্রদান করুন।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

তখন মহর্ষি বেদব্যাস সেই কীটকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কীট! তুমি তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিয়াও কেবল আমার দর্শনলাভনিবন্ধনই একবারে মুগ্ধ হইতেছ না। আমি তপোবলে দর্শনমাত্রেই সকলকে পরিত্রাণ করিতে পারি। তপোবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবল আর কিছুই নাই। আমি তপোবলে বিলক্ষণ অবগত হইতেছি যে, তুমি স্বীয় পূর্ব্বকৃত পাপপ্রভাবে কীটত্ব লাভ করিয়াছ। যদি তুমি এক্ষণে ধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুনরায় ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। কি দেবতা, কি তির্য্যক্‌যোনি, কি মনুষ্য সকলকেই এই কর্ম্মভূমিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ

করিতে হয়। মনুষ্য বিদ্বান্ হউক বা মূঢ়ই হউক, দেহান্তে কর্ম্মফল কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। যাহা হউক, যে ব্রাহ্মণ জীবিত থাকিয়া চন্দ্র সূর্য্যের পূজা করে, অতঃপর তুমি সেই ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অনায়াসে রূপরসাদি বিষয় সমুদায় উপভোগ করিতে পারিবে। ঐ সময় আমি তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিব এবং তুমি যে লোকে গমন করিতে বাসনা করিবে, তথায় লইয়া যাইব। মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে কীট তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া পথিমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই শটক তথায় সমুপস্থিত হইলে তাহার চক্রাঘাতে উহার প্রাণবিয়োগ হইল। তখন সে ক্রমে ক্রমে শল্লকী, গোধা, বরাহ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, শূদ্র ও বৈশ্যযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিল। শল্লকী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সমুদায় যোনিতেই সে বেদব্যাসের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সে পূর্ব্বের ন্যায় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদবলে কীটত্ব হইতে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া রাজা হইয়াছি। এক্ষণে আমি সুবর্ণমাল্যধারী মহাবলপরাক্রান্ত কুঞ্জরগণের পৃষ্ঠে এবং কাম্বোজদেশীয় অশ্ব, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণযুক্ত বিবিধ যানে আরোহণ করিতেছি। প্রতিদিন বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত একত্র পলান্ন ভোজন করিয়া থাকি। নির্ব্বাত গৃহমধ্যে অতি উৎকৃষ্ট মহার্হ শয্যায় শয়ন করিয়া পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করি। রজনী শেষে দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করেন, তদ্রূপ সূত, মাগধ ও বন্দিগণ আমার স্তব পাঠ করিয়া থাকে। হে ভগবন্! আমি এইরূপে আপনার তপোবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া পরম সুখসম্ভোগ করিতেছি; অতএব আপনাকে নমস্কার। এক্ষণে আমি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা আদেশ করুন।

তখন বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আজি তুমি বিবিধ বাক্য বিন্যাস দ্বারা আমাকে স্তব করিলে। পূর্ব্বে কীটযোনিতে তোমার স্মরণশক্তি কলুষিত হইয়াছিল। যাহা হউক, তুমি পূর্ব্বে শূদ্রযোনিতে আততায়ী ও অতি নৃশংস হইয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলে, অদ্যাপি তোমার সে পাপের ধ্বংস হয় নাই। পূর্ব্বজন্মে তোমার যৎকিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় ছিল বলিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎকার এবং আমার অর্চ্চনা দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হইয়াছে। অতঃপর তুমি গোধন ও ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভে সমর্থ হইবে এবং পরিশেষে সদক্ষিণ যজ্ঞসমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরলোকে অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অনন্তকাল পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে।

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই রাজা আপনার জন্মান্তরীণ ভাব সমুদায় স্মরণ পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস সেই ধর্ম্মার্থবেত্তা ভূপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার কঠোর তপস্যা দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। অতএব তুমি জিতেন্দ্রিয়, শুভাশুভবিচারক ও স্বধর্ম্মনিরত হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন কর, তাহা হইলেই পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ভূপতি তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অতি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে সমুৎপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বেদব্যাস ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণকুমার! তুমি পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইও না। ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে উৎকৃষ্টযোনিতে এবং যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব তুমি মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া যাহাতে ধর্ম্মলোপ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদেই আমার দুর্লভ জন্ম লাভ হইয়াছে। আজি আমি ধর্ম্মমূল উৎকৃষ্ট জাতি লাভ করিয়া সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতাসহকারে মহর্ষি বেদব্যাসের স্তব করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার আদেশানুসারে বহুসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই কীট ভগবান্ বেদব্যাসের প্রসাদে দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিল। সে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। অতএব যাহারা সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদের নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। যে সমস্ত ক্ষত্রকুলোদ্ভব মহাত্মা এই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিদ্যা, তপস্যা ও দান এই তিনটীর মধ্যে কোন্‌টী অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই

উপলক্ষে মৈত্রেয়বেদব্যাসসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি বেদব্যাস ছদ্মবেশে বারাণসীমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মুনিবংশসম্ভূত মৈত্রেয়ের নিকট সমুপস্থিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে, মুনিবর মৈত্রেয় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া অতি উৎকৃষ্ট আহার দ্রব্য প্রদান করিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সেই উৎকৃষ্ট সামগ্রী সমুদায় ভোজন পূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিবার সময় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মৈত্রেয় তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি অতি বিনীতভাবে আপনাকে অভিবাদন করিয়া এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি তপস্বী ও ধৈর্য্যশীল হইয়াও এরূপ আহ্লাদিত চিত্তে হাস্য করিতেছেন কেন? এক্ষণে আপনাকে এরূপ আহ্লাদিত দেখিয়া নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আপনি জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে আমার তপস্যার মহাফল দর্শন করিয়াছেন। আপনি জীবন্মুক্ত ও আমি সামান্য তপস্বী; কিন্তু এক্ষণে আপনাকে এতাদৃশ হৃষ্ট দেখিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে যে, আপনার সহিত আমার অধিক বিভিন্নতা নাই।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, মহাত্মন্! বেদপ্রমাণানুসারে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে গতি লাভ হয়; তুমি সামান্য অন্নাদি দান করিয়াই সেই গতি লাভ করিবে বিবেচনা করিয়া আমি এতাদৃশ আহ্লাদিত হইয়াছি। বেদে অদ্রোহ, দান ও সত্যবাক্য প্রয়োগ এই তিন কার্য্যই পুরুষের অতি উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বতন ঋষিগণ এই বেদোক্ত বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়াছেন; এক্ষণে আমাদিগেরও এই বাক্যানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে ভোজন দান করা অপেক্ষা মহাফলপ্রদ কার্য্য অতি অল্পই আছে। তুমি অকপট হৃদয়ে আমাকে এই উৎকৃষ্ট ভোজন দ্রব্য প্রদান করিয়া মহাযজ্ঞসাধ্য লোক সমুদায় জয় করিয়াছ। আমি তোমার পবিত্র দান ও তপস্যায় পরম প্রীত হইয়াছি। কেবল দানপ্রভাবেই তোমার শরীর ও গাত্রগন্ধ অতি পবিত্র হইয়াছে। তোমাকে দর্শন করিলেও পুণ্য জন্মে। দান তীর্থস্নান ও তীর্থমৃত্তিকা লেপন প্রভৃতি সমুদায় পবিত্র কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও শুভফলপ্রদ। বেদে যে সকল কার্য্যের প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে, দান সে সমুদায় অপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই। পণ্ডিতগণ দাতাদিগের পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। দাতা ব্যক্তিরাই যথার্থ প্রাণদাতা; তাঁহাদিগের উপরেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দান সুন্দর রূপে বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম ও সর্ব্বত্যাগের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য। হে বৎস! তুমি এই দানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অসাধারণ বুদ্ধিমানের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ। অতঃপর তুমি সমধিক সুখলাভে সমর্থ হইবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই যে দান, যজ্ঞ, সম্পত্তি

অশেষ সুখলাভে অধিকারী হয়, ইহা আমরা অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে ব্যক্তি বিষয়সুখে আসক্ত হয়, সে নিশ্চয়ই পরিণামে দুঃখ এবং যে ব্যক্তি তপস্যাদি কষ্টসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সে নিশ্চয়ই পরিণামে সুখভোগ করিয়া থাকে। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পুণ্যশীল, কতকগুলি পাপপরায়ণ ও কতকগুলি পাপপুণ্য বিবর্জ্জিত। যাঁহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পুণ্যশীল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যাহারা অন্যের বিদ্রোহাচরণ প্রভৃতি অসৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পাপপরায়ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং যাঁহারা যজ্ঞাদি সৎকার্য্য ও পরদ্রোহাদি অসৎকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানে যত্নবান্ হন, তাঁহাদিগকেই পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কতকগুলি লোক পাপপুণ্য নাই মনে করিয়া অনায়াসে পরদ্রব্য হরণাদি পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগকে কখনই পাপপুণ্য বর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। ঐ দুরাত্মারা নিতান্ত পাপপরায়ণ। উহাদিগকে নিশ্চয়ই দেহান্তে ঘোরতর নরকে নিপাতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পুণ্য লাভে অধিকারী হইয়াছ; অতএব পরমাহ্লাদিতচিত্তে যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা পুণ্য বৃদ্ধি কর।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহামতি মৈত্রেয় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা কহিতেছেন তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমিও এই বিষয়ে কিছু কহিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাস কহিলেন, মৈত্রেয়! এই বিষয়ে তোমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রকাশ কর। তোমার বাক্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

তখন মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিদ্বান্ ও তপঃপরায়ণ। আপনি যে দানসংক্রান্ত কথা কহিয়াছিলেন, উহা নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ। আপনি অতি সদাশয় ও পবিত্রস্বভাব। আপনি আমার আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমি বুদ্ধিবলে আপনাকে সিদ্ধ তপস্বী বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। আপনার দর্শনমাত্রেই যে আমাদিগের অভ্যুদয় লাভ হয়, কেবল আপনার অনুগ্রহই তাহার কারণ। আর আমার প্রতি আপনার যে অনুগ্রহ দৃষ্টি নিপাতিত হইয়াছে, তাহাও আমার কর্ম্মফলনিবন্ধন, সন্দেহ নাই। যিনি তপোনিরত, বেদজ্ঞানসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে সমুদ্ভূত তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মণের তৃপ্তি উৎপাদন করিতে পারিলেই দেবতা ও

পিতৃগণ তুষ্টিলাভ করেন। ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে জ্ঞানবান্‌দিগের আরাধ্য আর কেহই নাই। ব্রাহ্মণ না থাকিলে সমুদায় জগৎ অন্ধকারময় হইয়া থাকে এবং বর্ণচতুষ্টয়ের বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সত্যাসত্য কিছুই বিদ্যমান থাকে না। যেমন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে কৃষক উৎকৃষ্ট ফল লাভ করে, সেইরূপ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে, দাতা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সচ্চরিত্র ও দানগ্রহণের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যমান না থাকিতেন, তাহা হইলে ধনীদিগের ধন নিতান্ত নিরর্থক হইত। অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে অন্ন প্রদান করিলে সেই অন্ন দ্বারা দাতার কিছুমাত্র ধর্ম্ম লাভ হয় না, প্রত্যুত উহা দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই অধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের অন্ন ভোজন করিলে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, এই নিমিত্ত উঁহারা গৃহস্থের অন্ন ভক্ষণ করিবেন। কিন্তু গৃহস্থের পরান্ন ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। কারণ গৃহস্থ যাহার অন্ন ভোজন করিয়া যে সন্তান উৎপাদন করে, সে সন্তান সেই অন্নদাতারই হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। গৃহীতা অন্নগ্রহণ না করিলে অন্নের বৃদ্ধি হয় না এবং অন্নের বৃদ্ধি না হইলে দাতারও দানে প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং দাতা ও গৃহীতা উভয়েই উভয়ের উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণদিগকে অন্নাদি দান করিলেই উহা ইহলোক ও পরলোকে পবিত্র ফল প্রসব করিয়া থাকে। যাঁহারা সদ্বংশজাত, তপোনিরত, দাতা ও অধ্যয়নশীল, তাঁহারাই সকলের পূজ্য। যাঁহারা সেই সমস্ত স্বর্গপ্রদ সাধুদিগের নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কদাচই মোহিত হইতে হয় না।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহামতি মৈত্রেয় এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মৈত্রেয়! ভাগ্যবলে তোমার এইরূপ জ্ঞান ও বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। সাধুলোক উৎকৃষ্ট গুণেরই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। রূপ, বয়স ও সম্পত্তি যে তোমাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহার কারণ দৈব অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক্ষণে তুমি দান অপেক্ষা যাহা অধিক ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচনা কর, আমি তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসমুদায় বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি সেই বেদপ্রমাণানুসারে দানের প্রশংসা করিতেছি, তুমিও বৈদিক মত অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ। ফলতঃ তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান যে দান অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাহার সন্দেহ নাই। তপস্যা পরম পবিত্র ও বেদজ্ঞানের সাধন। তপঃপ্রভাবে স্বর্গলাভ করা যায়। তপঃ ও শাস্ত্রজ্ঞান হইতেই মনুষ্যের মহত্ত্ব লাভ হয়। মনুষ্য যা কিছু অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তপস্যা দ্বারা তৎসমুদায়ই নিরাকৃত হইয়া থাকে।

যে কোন অভিসন্ধিতে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পূর্ণ হইতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। এই জীবলোকে যা কিছু দুষ্প্রাপ্য ও দুরতিক্রমণীয় আছে, শাস্ত্রজ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে তৎসমুদায়ই উপলব্ধ ও অতিক্রমণীয় হয়, সন্দেহ নাই। তপস্যার বল অতি আশ্চর্য্য। মদ্যপায়ী, চৌর্য্যনিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরাও তপঃপ্রভাবে পাপ বিমুক্ত হইয়া অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি সকল বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি যথার্থ চক্ষুষ্মান্, আর তপস্বী যেরূপ হউক না কেন, তাঁহাকেও চক্ষুষ্মান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, অতএব সর্ব্বজ্ঞ ও তপস্বী উভয়কেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সতত দানে অনুরক্ত, তাঁহারা পরলোকে সুখ ও ইহলোকে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। হিতানুষ্ঠান তৎপর মহাত্মারা অন্নদান করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হন। পূজিত ব্যক্তিরা সতত অন্নদাতার পূজা ও সম্মানিত ব্যক্তিরা সতত তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন। অদাতা ব্যক্তি সর্ব্বত্রই হতাদর হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার সেইরূপ ফললাভ হয়। জীব আকাশে বা পাতালেই অবস্থান করুক, তাহার অবশ্যই স্বকর্ম্মানুরূপ লোক লাভ হইবে। তুমি মেধাবী, সদ্বংশজাত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, অনৃশংস, ব্রহ্মচারী ও ব্রতপরায়ণ ; অতএব তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া অভিলাষানুরূপ অন্নপান লাভ করিতে পারিবে। একণে আমি তোমাকে গৃহস্থদিগের প্রশস্ত কার্য্যে উপদেশ দিতেছি, তুমি তাহা প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হও। যে গৃহে ভর্ত্তা স্বীয় গৃহিণীতেই আসক্ত থাকে এবং গৃহিণী আপনার ভর্ত্তার প্রতিই যথোচিত প্রীতি প্রদর্শন করে, সেই গৃহে নিরন্তর কল্যাণই উৎপন্ন হয়। যেমন সলিল দ্বারা দেহের মল ক্ষালিত এবং অগ্নিপ্রভা দ্বারা অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেইরূপ দান ও তপস্যা দ্বারা সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। একণে আমি চলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, তাহা তুমি বিস্মৃত হইও না। আমার উপদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তোমার নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভ হইবে। মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে মহামতি মৈত্রেয় তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাধ্বী স্ত্রীদিগের ব্যবহার পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞা পতিপরায়ণা শাণ্ডিলী স্বর্গে আরূঢ় হইলে, দেবলোকবাসিনী সুমনাঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন, দেবি ! তুমি কিরূপ সুশী-লতা ও সদাচার দ্বারা সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অগ্নিশিখা ও চন্দ্রপ্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বল কলেবরে এই সুরলোকে সমুপস্থিত হইলে ? তোমাকে দিব্যবস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে বিমানোপরি অসাধারণ তেজঃ-প্রকাশ করিতে দেখিয়া বোধ হইতেছে, সমধিক তপস্যা, দান বা নিয়ম দ্বারা তোমার এই লোক লাভ হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্বীয় সৎকার্য্য কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।

তখন চারুহাসিনী শাণ্ডিলী সুমনার সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি ! আমি শিরোমুণ্ডন, জটাধারণ অথবা কাষায় বস্ত্র বা বল্কল পরি-ধান করিয়া এই লোক লাভ করিয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। আমি কখন ভর্ত্তার প্রতি অহিতকর বা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই। সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও যতব্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণ-গণের পূজা এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতাম ; আমার মনে কখনই কুটিল-ভাবের আবির্ভাব হয় নাই ; আমি কদাপি বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোন ব্যক্তির সহিত অধিক ক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম না ; কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য কোন হাস্যজনক ও অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কখনই আমার প্রবৃত্তি হয় নাই ; আমার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যা-গত হইলে, আমি সমাহিতচিত্তে তাঁহাকে আসনপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত পূজা করিতাম, যে সমুদায় ভক্ষ্য বস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হইত, আমি কদাচ তৎসমুদায় ভক্ষণ করিতাম না। পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনদিগের নিমিত্ত যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং ও অন্য দ্বারা তৎসমুদায় সম্পা-দন করিতাম ; আমার পতি কোন কার্য্যো-পলক্ষে বিদেশে গমন করিলে আমি কেশ-সংস্কার এবং গন্ধ, মাল্য, অঞ্জন ও গোরো-চনা দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্যসাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া সতত সংযত চিত্তে বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম। যখন তিনি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না ; পরিবার প্রতি-পালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হই-তাম না ; গুপ্ত বিষয় কদাপি প্রকাশ করি-তাম না এবং নিরন্তর গৃহসমুদায় পরিষ্কার করিয়া রাখিতাম। হে দেবি ! যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গ-লোকে পরম সুখসম্ভোগে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ ! মহানুভাবা শাণ্ডিলী সুম-নার নিকট এইরূপ পতিব্রতা ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। যে ব্যক্তি প্রতি পর্ব্বে এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি দেবলোক লাভ করিয়া নন্দন-বনে অতুল সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাম ও দান এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ইহলোকে কেহ সাম এবং কেহ বা দান দ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকে; অতএব লোকের প্রকৃতি পরিজ্ঞাত হইয়া সাম অথবা দান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমার মতে ঐ দুইটীর মধ্যে সামই উৎকৃষ্ট। সাম দ্বারা দুর্দ্দান্ত প্রাণিগণকে বশীভূত করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ অরণ্যমধ্যে সাম দ্বারা এক রাক্ষসের হস্ত হইতে যেরূপ মুক্ত হইয়াছিলেন, আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক বুদ্ধিমান্ সদ্বক্তা ব্রাহ্মণ কোন নির্জ্জন বনের মধ্যদিয়া গমন করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর নিশাচর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল। ব্রাহ্মণ রাক্ষসের ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত বা মুগ্ধ না হইয়া শান্তবাদ দ্বারা বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন নিশাচর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ব্রাহ্মণকুমার! আমার শরীর এরূপ পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইল কেন? যদি তুমি আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

রাক্ষস এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নিশাচর! আমার বোধ হয়, কোন বিদেশস্থ উদাসীন ব্যক্তি তোমার সমক্ষেই তোমার অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতেছে। তোমার মিত্রগণ তোমা কর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়াও আপনাদের দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে। তুমি গুণবান্, বিনীত ও বিজ্ঞ হইয়াও নির্গুণ মূঢ়দিগের সৎকার লাভ করিতে দেখিতেছ। নীচ ব্যক্তিরা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছে। তুমি গৌরবনিবন্ধন প্রতিগ্রহাদি নীচকার্য্যে বিরত হইয়া অতি কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছ। তুমি স্বীয় মহানুভাবতানিবন্ধন স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যাহার উপকার করিয়াছিলে, সে তোমাকে পরাজিত জ্ঞান করিতেছে। কামক্রোধপরতন্ত্র কুপথগামী মূঢ়দিগকে ক্লেশভোগ করিতে দেখিয়া তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। তুমি জ্ঞানবান্ হইয়াও প্রজ্ঞাবিহীন দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছ। কোন শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তি মিত্রভাবে তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক তোমাকে বঞ্চনা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তুমি অর্থফলজ্ঞ, শাস্ত্রকুশল ও কৃতী হইয়াও তোমার গুণজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট সম্মানিত হইতেছ না। তুমি অসৎসমাজে স্বীয় গুণ সমুদায় ব্যক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হও নাই। বলবুদ্ধি ও বেদজ্ঞানবিহীন হইয়া কেবল তেজস্বিতানিবন্ধন মহৎ পদ লাভের বাসনা করিতেছ। তুমি বনবাসী হইয়া

তপস্যা করিতে ইচ্ছা করিলেও তোমার বান্ধবগণ ঐ কার্য্যে অনুমোদন করিতেছে না। তোমার একজন ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন যুবা কামবিমোহিত প্রতিবাসী আছে; সে পাছে তোমার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করে, এই আশঙ্কা প্রতিনিয়ত তোমার মনে জাগরূক রহিয়াছে। তুমি ধনবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট যথাসময়ে উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্ত্তন করিলেও ঐ বাক্য গৌরববিহীন হইয়া থাকে। তোমার একজন পরমাত্মীয় স্বীয় মূর্খতানিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তুমি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হইতেছ না। কোন ব্যক্তি তোমাকে প্রথমে তোমার অভিলষিত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ সতত কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করিতেছে। তুমি স্বীয়গুণ প্রভাবে লোকসমাজে পূজিত হইলেও তোমার বান্ধবগণ তাহাদিগেরই প্রভাবে তোমাকে পূজিত জ্ঞান করিয়া থাকে। তুমি লালসা বশতঃ স্বীয় অন্তর্গত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে শিথিলপ্রযত্ন হইয়াছ। তুমি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন লোক সমুদায়কে স্বীয় গুণ দ্বারা বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। স্বয়ং অবিদ্বান্ ও অল্প ধন হইয়াও বিদ্যাবিক্রম ও দানলভ্য যশোলাভে তোমার বাসনা হইয়াছে। কখন তুমি চিরাভিলষিত ফললাভে সমর্থ হও নাই। যখন তুমি কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার চেষ্টা কর, তখন অন্যে তোমার সেই বিষয়ের বিঘ্ন করিয়া থাকে। তুমি নিরপরাধী হইয়াও অকারণে অন্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছ। তুমি গুণবিহীন ও নির্দ্ধন হইয়া স্বীয় সুহৃদ্বর্গের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হইতেছ না। তুমি সাধুদিগকে গৃহস্থ, অসাধুদিগকে বনচারী ও মুক্ত পুরুষদিগকে গৃহবাসে আসক্ত দেখিয়াছ। তোমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও সময়োচিত বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তুমি মনীষী হইয়া কৃপণের দত্ত অর্থদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ। পাপাত্মাদিগের উন্নতি ও পুণ্যবান্দিগের অবসাদ দর্শন করিয়া তোমার মনে সর্ব্বদা অনুতাপ হইতেছে। তুমি সুহৃদ্বর্গের অনুরোধে পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিদিগের প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ। অথবা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে কুমার্গগামী ও জ্ঞানবান্দিগকে অজিতেন্দ্রিয় দেখিয়া তোমাকে অতিশয় অনুতাপ করিতে হইতেছে। হে নিশাচর! এই সমুদায়ের অন্যতর কারণবশতই তোমার শরীর এরূপ কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে।

বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, রাক্ষস তাঁহার বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সৎকার ও অতুল সম্পত্তি প্রদান করিয়া বিদায় করিল।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শ্রেয়োলাভার্থী দরিদ্র এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবে? উৎকৃষ্ট দান কি? কোন্ স্থলে কিরূপ দান করা

কর্ত্তব্য, আর কাহাদিগকেই বা সম্মান করিতে হয়? আপনি এই সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি ব্যাস আমাকে এই সমস্ত বিষয় যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তোমার সমক্ষে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। মহাত্মা যম নিয়মপরতন্ত্র ও যোগযুক্ত হইয়া তপস্যার মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে কার্য্য দ্বারা দেবগণ, পিতৃলোক, ঋষি, প্রমথ ও দিগ্‌গজগণ এবং লক্ষ্মী ও চিত্রগুপ্ত প্রীতিলাভ করেন এবং যে শাস্ত্রে সরহস্য মহাফলজনক ঋষিধর্ম্ম, মহাদানফল ও সর্ব্বযজ্ঞফল কীর্ত্তিত হইয়াছে; যাঁহারা সেই কার্য্য ও সেই শাস্ত্র অবগত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দোষশূন্য ও গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন। একটি তৈলিক দশ পশুঘাতকের তুল্য, একটি শৌণ্ডিক দশটি তৈলিকের তুল্য, একটি বেশ্যা দশটি শৌণ্ডিকের সদৃশ ও একটি ক্ষুদ্র রাজা দশটি বেশ্যার অনুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র রাজা দশ সহস্র পশুঘাতীর তুল্য হইল। সুতরাং যে রাজা প্রধান, তিনি পঞ্চ সহস্র পশুঘাতকের সদৃশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। অতএব ইঁহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। সাধু ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত অপবিত্র লোকের নিকট প্রতিগ্রহ না করিয়া ত্রিবর্গ শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং যে শাস্ত্রে পিতৃ ও দেবরহস্য কীর্ত্তিত আছে, সেই দেবরচিত শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন। যে শাস্ত্রে মহাফলজনক সরহস্য ঋষিধর্ম্ম, মহাযজ্ঞফল ও সর্ব্বদানফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন, উত্তমরূপে ধারণ ও অন্যের নিকট ব্যাখ্যা করেন, তিনি নারায়ণস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন। যে মহাত্মা ভক্তিসহকারে অতিথিসেবা করেন, তাঁহার গোদান, তীর্থযাত্রা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করেন ও যাঁহাদিগের মনঃ পরম পবিত্র, সেই সমস্ত সাধু ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় অধিকার ও ধর্ম্মজনিত বিবিধ সুখভোগ করিয়া থাকে।

একদা এক দেবদূত মহর্ষি, দেবতা ও পিতৃগণ-পরিবেষ্টিত সুররাজ ইন্দ্রের সভায় অলক্ষিতভাবে গমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, সুররাজ! আমি অভীষ্টগুণসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিদেশানুসারে মহর্ষি দেবতা ও পিতৃগণের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার মনোমধ্যে তিনটি সন্দেহ জন্মিয়াছে, উঁহারা অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা ভঞ্জন করুন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা কি নিমিত্ত শ্রাদ্ধ দিবসে স্ত্রীসম্ভোগে প্রতিসিদ্ধ হইয়াছেন? কি নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তিনটি পিণ্ড প্রদান করিতে হয়, আর ঐ তিন পিণ্ড কাহার কাহার উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে? ইহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় ঔৎসুক্য হইয়াছে।

পিতৃগণ কহিলেন, দেবদূত! তুমি যে আমাদিগের নিকট তিনটি প্রশ্ন করিলে,

আমরা তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। যে পুরুষ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া স্ত্রী-সম্ভোগ করে, তাহার পিতৃগণ সেই শ্রাদ্ধাহ অবধি এক মাস কাল তাহার শুক্রে শয়ন করিয়া থাকেন। আর শ্রাদ্ধকালে অনুক্রমে যে তিনটি পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে প্রথমটি জলে নিক্ষেপ, দ্বিতীয়টি প্রধান ভার্য্যাকে আহারার্থ প্রদান ও তৃতীয়টি হুতাশনে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধবিধি এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি ইহা প্রতিপালন করেন, পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাঁহার বংশ ও ধনসমৃদ্ধির সমধিক বৃদ্ধি হয়।

দেবদূত কহিলেন, পিতৃগণ! আপনারা জল, পত্নী ও বহ্নিতে পিণ্ড সংস্থাপনের কল্পনা করিলেন; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে পিণ্ড সলিলে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা কোন্ দেবতাকে পরিতৃপ্ত করে ও কিরূপেই বা পিতৃগণের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হয়? প্রাধানা ভার্য্যা যে পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্ত্তার নিদেশানুসারে ভক্ষণ করে, পিতৃগণ তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার কি শুভকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন এবং যে পিণ্ডটি অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায় তাহা কাহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে? আপনারা এই কয়েকটি বিষয় কীর্ত্তন করুন।

তখন পিতৃগণ কহিলেন, দেবদূত! তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিলে, উহা অতিশয় বিস্ময়কর। আমরা তোমার এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। দেবতা ও মহর্ষিগণ পিতৃকার্য্যের সতত প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু উঁহাদের মধ্যে চিরজীবী, পিতৃভক্তিপরায়ণ, স্বয়ম্ভু-প্রতিম, লব্ধবর মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ব্যতীত পিতৃকার্য্যের বিধি আর কেহই অবগত নহেন। যে পিণ্ডটি সলিলে নিক্ষেপ করিতে হয়, তদ্দ্বারা ভগবান্ চন্দ্রের প্রীতি জন্মে। চন্দ্র ঐ পিণ্ড দ্বারা স্বয়ং প্রীত হইয়া দেবতা ও পিতৃগণকে প্রীত করিয়া থাকেন। যে পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্ত্তার পত্নী তাহার নিদেশানুসারে ভক্ষণ করে, তদ্দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার সেই পত্নীর গর্ভে পুত্র প্রদান করেন। আর যে পিণ্ডটি অগ্নিতে প্রদান করিতে হয়, তদ্দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধ কর্ত্তার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে দেবদূত! তিন পিণ্ড দ্বারা যেরূপ ফল লাভ হয়, আমরা তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে শ্রাদ্ধ দিবসে শ্রাদ্ধ-ভোক্তার যে নিমিত্ত মৈথুন প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রাদ্ধ দিবসে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃ-স্বরূপ হইয়া শ্রাদ্ধ ভোজন করেন, ঐ দিবস তাঁহার স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করা এবং স্নাত, ক্ষমাশীল ও শুচি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যিনি এইরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান, তাঁহার নিশ্চয়ই বংশ বৃদ্ধি হয়।

পিতৃগণ এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, বিদ্যুৎপ্রভ নামে আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী এক মহর্ষি ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ!

মনুষ্যেরা বিমোহিত হইয়া কীট, পিপীলিকা- সর্প, মেষ, মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্- যোনিগত প্রাণিগণের বিনাশসাধন পূর্ব্বক যে বিপুল পাপ সঞ্চয় করে, তাহাদিগের সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি? মহর্ষি বিদ্যুৎপ্রভ এইরূপ প্রশ্ন করিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথো- চিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! যিনি তিন দিন কুরুক্ষেত্রে, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্করতীর্থ স্মরণপূর্ব্বক স্নান করিয়া গোপৃষ্ঠ স্পর্শ, গোপুচ্ছে নমস্কার ও আহার পরি- ত্যাগ করেন, তিনি রাহুবদনবিমুক্ত শশ- ধরের ন্যায় তির্য্যক্‌যোনিবধজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন, সন্দেহ নাই।

দেবরাজ এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, বিদ্যুৎপ্রভ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি- লেন, সুররাজ! আমি এক্ষণে সূক্ষ্মতর ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বট- কষায় ও প্রিয়ঙ্গু দ্বারা অঙ্গলিপ্ত ও সুবাসিত হইয়া ক্ষীরের সহিত ষষ্টিক ধান্যের অন্ন ভোজন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। একদা বৃহস্পতি ভগবান্ স্থাণুর নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মনুষ্য পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক নিরাহার, ঊর্দ্ধবাহু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্নিদর্শন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি গ্রীষ্ম ও শীতকালে সূর্য্যের রশ্মিজালে সন্তপ্ত হয়, তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হয়, সন্দেহ নাই। মহাত্মা বিদ্যুৎপ্রভ এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সুরগণের মধ্যে অবস্থিত সুরগুরু বৃহ- স্পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগ- বন্! যে ধর্ম্ম মনুষ্যের সুখাবহ এবং যাহা মনুষ্যের প্রকৃত দোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন বৃহস্পতি কহিলেন, সুররাজ! যাহারা সূর্য্যাভিমুখী হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করে, যাহারা বায়ুর প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে, যাহারা দুগ্ধ পানের অভিলাষে বালবৎসা ধেনুর দুগ্ধ দোহনে প্রবৃত্ত হয় এবং যাহারা হুতাশনে আহুতি প্রদান না করে, তাহাদিগের যে দোষ জন্মে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সূর্য্য, অনিল, অগ্নি ও লোকমাতা ধেনু সমু- দায় স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। ইঁহারা মনুষ্যগণের দেবতা। ইঁহারাই মনুষ্য- গণকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে সমস্ত স্ত্রী বা পুরুষ সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে ষড়শীতিবৎ- সর দুর্ব্বৃত্ত ও কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া কালযাপন করিতে হয়। যাহারা বায়ুর দ্বেষ করে, তাহাদিগের সন্তান গর্ভাবস্থাব- স্থাতেই বিনষ্ট হয়। যাহারা প্রদীপ্ত হুতা- শনে আহুতি প্রদান না করে, তাহাদিগের অগ্নিকার্য্য সময়ে হুতাশন হব্য ভোজন করেন না এবং যাহারা বালবৎসা ধেনুর দুগ্ধ পান করে, তাহাদিগের বংশে পুত্র

উৎপন্ন হয় না। কুলবৃদ্ধ দ্বিজাতিগণ এই সমস্ত পাপের এইরূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যাহা নিষিদ্ধ, তাহার অনুষ্ঠান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, আর যাহা কর্ত্তব্য, প্রাণপণে তাহার অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হওয়া উচিত। এক্ষণে আমি যাহা কহিলাম, ইহাতে যেন আপনাদিগের কদাচ কোন সংশয় না জন্মে।

শাস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাত্মা সুরাচার্য্য এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে দেবতা ও ঋষিগণ পিতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ! অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের কোন্ কার্য্য দ্বারা আপনারা তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন?

তখন পিতৃগণ কহিলেন, হে মহাভাগগণ! সৎকর্ম্মশীল মনুষ্যগণের প্রতি আমরা যে কার্য্য দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। নীলবর্ণ বৃষের বন্ধনমোচন, বর্ষাকালে দীপদান ও অমাবস্যাতে তিলোদকপ্রদান দ্বারা আমাদের নিকট আনৃণ্য লাভ হইয়া থাকে। ঐরূপ দান অক্ষয় ও মহৎ ফলজনক, সন্দেহ নাই। আমরা ঐরূপ দান দ্বারাই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকি। যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সন্তানোৎপাদন করে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনাদিগের পিতৃপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগকে দুর্গম নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

পিতৃগণ এই কথা কহিলে, বৃদ্ধ মহর্ষি গার্গ তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ! নীলবর্ণ বৃষের বন্ধনমোচন করিলে কিরূপ ফলোদয় হয় এবং অমাবস্যাতে তিলোদক ও বর্ষাকালে দীপদান করিলেই বা কি ফল লাভ হইয়া থাকে?

পিতৃগণ কহিলেন, তপোধন! যদি নীলবর্ণ বৃষ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক মুক্তবন্ধন হইয়া লাঙ্গূল দ্বারা সরোবর হইতে সলিল সমুদ্ধৃত করে, তাহা হইলে সেই সলিল দ্বারা বন্ধনমোচয়িতার পিতৃলোক ষষ্টি সহস্র বৎসর তুষ্টিলাভে সমর্থ হন। আর যদি ঐ বৃষ শৃঙ্গ দ্বারা নদ্যাদির কূল হইতে পঙ্ক সমুদ্ধৃত করে, তাহা হইলে উহার বন্ধনমোচয়িতার পিতৃগণ সোমলোক লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য বর্ষাকালে দীপ দান করিলে চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হয় এবং কদাচ তমোগুণে অভিভূত হয় না। যে সমস্ত মনুষ্য অমাবস্যাতে পিতৃলোকের উদ্দেশে তাম্র পাত্রে করিয়া মধুমিশ্রিত তিলোদক দান করে, তাহাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়। তাহাদের সন্তানগণ সতত হৃষ্টমনে কালযাপন করে, এবং তাহাদের বংশ সন্তান সন্ততিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিশ্চয়ই পিতৃলোকের নিকট আনৃণ্য লাভে সমর্থ হন।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

পিতৃগণ এই কথা কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কোন্

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, পুরন্দর! ব্রাহ্মণের নিন্দা আমার নিতান্ত অসহ্য। ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেই আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হই। যাহারা নিয়ত ব্রাহ্মণদিগের অভিবাদন, ভোজনান্তে আমার পাদদ্বয় বন্দন ও চক্র পূজা করে, আমি তাহাদিগের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। যাহারা উৎখাত মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ এবং বামন ব্রাহ্মণ ও সলিলোত্থিত বরাহ দর্শন করিয়া নমস্কার করে, তাহাদিগের অমঙ্গল বা পাপের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা অশ্বত্থ বৃক্ষ, গোরোচনা ও গাভীকে পূজা করে, তাহাদিগের জগৎসংসার পূজা করা হয়। আমি ঐ সমুদায় পদার্থেই অধিষ্ঠান করিয়া পূজা গ্রহণ করি। যতদিন জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তত দিন অবধি আমি ঐ প্রকার পূজাতেই প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। যাহারা অশ্বত্থ বৃক্ষ, গোরোচনা ও গাভীর পূজায় পরাঙ্মুখ হইয়া অন্য প্রকারে আমার পূজা করে, আমি কখনই তাহাদিগের পূজা গ্রহণ করি না। সুতরাং তাহাদের কিছুমাত্র ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রজাবর্গের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। আপনি সমুদায় ভূতের প্রকৃতিস্বরূপ। তবে কি নিমিত্ত কেবল বামন ব্রাহ্মণ, সলিলোত্থিত বরাহ, চক্র, উৎখাত মৃত্তিকা ও পাদদ্বয়ের প্রশংসা করিলেন?

তখন ভগবান্ বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আমি চক্র দ্বারা দৈত্যগণের সংহার, চরণ দ্বারা পৃথিবী আক্রমণ, বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্য কশিপুকে বিনাশ এবং বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিকে পরাজয় করিয়াছি; এই নিমিত্ত ঐ সমুদায়ের সৎকার করিলে আমি পূজিত ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। যাহারা ঐরূপে আমার পূজা করে, কুত্রাপি তাহাদিগের পরাভব নাই। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে অগ্রভাগ প্রদান পূর্ব্বক ভোজন করিলে অমৃতভোজন করা হয়। যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিয়া সূর্য্যাভিমুখে অবস্থান করে, তাহার সমুদায় তীর্থ স্নানের ফল লাভ হয় এবং পাপের লেশমাত্রও থাকে না। এই আমি পরম গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে আর কি কহিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন কর।

বিষ্ণু এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, বলদেব কহিলেন, এক্ষণে মানবগণের এক সুখাবহ রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ঐ রহস্য অবগত না হইয়া নিতান্ত ক্লেশে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গাভী, ঘৃত, দধি, সর্ষপ ও প্রিয়ঙ্গু স্পর্শ করে, তাহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত ভূতগণের অপসারণ করা এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট স্পর্শন না করা তপোধনগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দেবগণ কহিলেন, যে ব্যক্তি উদকপূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া উপবাস ও ব্রতের

সঙ্কল্প করে, আমরা তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকি এবং তাহার সমুদায় কামনা সফল হয়। অল্পবুদ্ধি মানবগণই ইহার অন্যথাচরণ করিয়া ফললাভে বঞ্চিত হয়। উপবাসের সংকল্প এবং বলি প্রদানবিষয়ে তাম্রপাত্রই প্রশস্ত। তাম্রপাত্রে করিয়াই বলি, ভিক্ষা, অর্ঘ্য ও পিতৃলোকের উদ্দেশে তিলোদক দান করা কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথাচরণ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্পফল লাভ হয়। আমরা যাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

ধর্ম্ম কহিলেন, ব্রাহ্মণ রাজপুরুষ, স্তুতিপাঠক, পরিচারক, গোরক্ষক, বণিক্‌, শিল্পী, নট, মিত্রদ্রোহী, বেদাধ্যয়নবিমুখ বা শূদ্রাপতি হইলে তাহাকে হব্য কব্য প্রদান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় অন্ন প্রদান করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণ কখনই পরিতৃপ্ত হন না; প্রত্যুত তাহার বংশনাশ হইয়া থাকে। যাহার গৃহ হইতে অতিথি পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করে, তাহার গৃহ হইতে অগ্নি, দেবতা ও পিতৃগণও নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। যে ব্যক্তি অতিথির সমাদর না করে, তাহাকে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নীহরণ ও কৃতঘ্নতাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

অগ্নি কহিলেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলের উপর পদাঘাত করিলে যে দোষ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলে পদাঘাত করে, তাহার অযশের পরিসীমা থাকে না। তাহার পিতৃগণ ভীত এবং দেবগণ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকেন। হুতাশন কখনই তাহার আহুতি গ্রহণ করেন না। তাহাকে শতজন্ম নরকভোগ করিতে হয় এবং কিছুতেই তাহার নিষ্কৃতি লাভ হয় না। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলে পদাঘাত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় মঘা ত্রয়োদশীতে গজচ্ছায়াযোগে মধ্যাহ্নকালে দক্ষিণাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পিতৃগণকে পরমান্ন প্রদান করে, তাহার ত্রয়োদশবৎসরকৃত শ্রাদ্ধের ফললাভ হয়।

গাভীগণ কহিল, যে ব্যক্তি "হে সমঙ্গে! হে অকুতোভয়ে! হে ক্ষেমে! হে সখি! হে ভূয়সি! তুমি বৎসের সহিত বিদ্যমান হইয়া ব্রহ্মপুরে ইন্দ্রের বজ্রস্থলে অবস্থান করিয়াছিলে; তুমি আকাশপথ ও অগ্নিপথে অবস্থান করিলে, দেবগণ নারদের সহিত একত্র হইয়া তোমাকে সর্ব্বসহা নাম প্রদান করিয়াছেন" এই বলিয়া গাভীর অর্চ্চনা করে, তাহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। সে ইন্দ্রলোক, গোলোক ও চন্দ্রসদৃশ কান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি পর্ব্বসময়ে গোষ্ঠমধ্যে ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্য উচ্চারণ করে, তাহার পাপ, ভয় ও শোকের লেশমাত্রও থাকে না এবং সে অনায়াসে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। গাভীগণ এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইল।

ঐ সময়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত সপ্তমহর্ষি কমলযোনি ব্রহ্মাকে পরিবেষ্টন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতেছিলেন। তন্মধ্যে দ্বিজবর বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি সচ্চরিত্র, অথচ দরিদ্র, তাহাদিগের কিরূপে যজ্ঞফল লাভ হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধনগণ! তোমরা মানবগণের শ্রেয়স্কর অতি উৎকৃষ্ট গূঢ় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এক্ষণে মানবগণ যেরূপে যজ্ঞফল লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পৌষ মাসে শুক্লপক্ষে রোহিণী নক্ষত্রে স্নাত ও পবিত্র হইয়া একবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অনাবৃত প্রদেশে নির্ম্মিত মঞ্চাদির উপর শয়ন করিয়া সমাহিতচিত্তে চন্দ্রের কিরণ পান করে, তাহার নিশ্চয়ই মহাযজ্ঞের ফললাভ হয়। হে তপোধনগণ! তোমরা আমাকে যে পরম রহস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূর্য্য কহিলেন, পূর্ণিমাতে চন্দ্রোদয় হইলে যে ব্যক্তি ভগবান্ নিশানাথের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল ও ঘৃতমিশ্রিত আতপতণ্ডুল প্রদান করে, তাহার গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে আহুতি প্রদানের ফল লাভ হয়। অমাবস্যাতে ফলপুষ্পপরিশোভিত পাদপের কথা দূরে থাকুক, একটীমাত্র পত্রসম্পন্ন বৃক্ষ ছেদন করিলেও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অমাবস্যায় দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিলে চন্দ্রমার হিংসা করা হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করে, পিতৃগণ তাহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন, দেবগণ পর্ব্বকালে তাহার প্রদত্ত হবি পরিগ্রহ করেন না এবং তাহার বংশ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া যায়।

শ্রী কহিলেন, যে ব্যক্তির গৃহে মহিলাগণ প্রহারযন্ত্রণা ভোগ করে এবং পান ভোজন পাত্র ও আসন সমুদায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া থাকে, দেবতা ও পিতৃগণ পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে তাহার সেই পাপময় গৃহে কদাচ হব্য কব্য ভোজন করেন না।

অঙ্গিরাঃ কহিলেন, যে ব্যক্তি সংবৎসর কাল সুবর্চ্চলা লতার মূল হস্তে ধারণ পূর্ব্বক করঞ্জক বৃক্ষের মূলে দীপ প্রদান করেন, তাঁহার প্রজাগণ পরিবর্দ্ধিত হয়।

গার্গ্য কহিলেন, অতিথি সৎকার, যজ্ঞশালায় দীপদান, পুষ্করতীর্থের নাম কীর্ত্তন এবং দিবানিদ্রা, মাংসভোজন ও গো ব্রাহ্মণের হিংসা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা ঐ সমুদায় কার্য্যকে মহাফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তৎসমুদায়ের ফল ক্ষীণ হইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত অতিথিসৎকারাদি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে তাহার ফল কদাচ ক্ষয়

প্রাপ্ত হয় না। কোন ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, দৈবকার্য্য, তীর্থযাত্রা বা পর্ব্ব উপলক্ষে হবনীয় দ্রব্য আহরণ করিলে, যদি রজস্বলা, শ্বিত্ররোগগ্রস্তা বা পুত্রবিহীনা স্ত্রী উহা দর্শন করে, তাহা হইলে দেবগণ নিশ্চয়ই তাহার ঐ দ্রব্য ভোজনে পরাঙ্মুখ হন এবং পিতৃগণ ত্রয়োদশ বর্ষ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পবিত্র মনে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও ভারত পাঠ করাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

ধৌম্য কহিলেন, ভগ্নভাণ্ড, ভগ্নখট্টা, কুক্কুট, কুক্কুর ও আবাস মধ্যে সঞ্জাত বৃক্ষ নিতান্ত অমঙ্গল জনক। যে ব্যক্তির গৃহে ভগ্ন ভাণ্ড থাকে তাহাকে সতত কলহে কালাতিপাত করিতে হয়; যাহার গৃহে ভগ্নখট্টা থাকে, তাহার ধনক্ষয় হয় এবং যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহে কুক্কুট ও কুক্কুরদিগকে পোষণ করে, দেবগণ তাহার হবনীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব ভগ্নভাণ্ড ও ভগ্নখট্টা পরিত্যাগ করা এবং কুক্কুর ও কুক্কুটদিগের পোষণ না করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় আর বৃক্ষমূলে সর্প ও বৃশ্চিকাদির বাস করিবার সম্ভাবনা সুতরাং আবাস মধ্যে বৃক্ষরোপণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

যমদগ্নি কহিলেন, যে ব্যক্তির হৃদয় অপবিত্র, সে এক অশ্বমেধ, শত বাজপেয় ও অন্যান্য নানাবিধ কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান অথবা অধঃশিরাঃ হইয়া তপস্যা করিলেও তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। মনের শুদ্ধি, যজ্ঞ ও সত্যের সমান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধমনে ব্রাহ্মণকে এক প্রস্থ শক্তু দান করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, আমি এক্ষণে মানবগণের সুখাবহ ধর্ম্ম এবং দোষের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি, সকলে সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক বর্ষাকালীন চারি মাস পিতৃগণের উদ্দেশে দীপ ও তিলোদক দান, সাধ্যানুসারে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণকে আহারার্থ পরমান্ন প্রদান ও হোমানুষ্ঠান করে, তাহার একশত পশুবন্ধ যাগের ফল লাভ হয়। এক্ষণে আর এক রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি, শূদ্র যজ্ঞাগ্নি আহরণ করিলে এবং স্ত্রীলোক ভ্রমবশত যজ্ঞীয় ও যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্যজাত মিশ্রিত করিলে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দোষের আশঙ্কা না করিয়া সেই অগ্নি ও দ্রব্যজাত দ্বারা হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়; অগ্নিত্রয় তাহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন; দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না এবং চরমে তাহাকে শূদ্রযোনি লাভ করিতে হয়। এক্ষণে মানবগণ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপ হইতে

মুক্ত ও সুখী হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। উপবাস করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তিন দিন গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এক বৎসর পরে দেবগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণ করেন এবং শ্রাদ্ধকালেও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হন। এই আমি স্বর্গাভিলাষী মানবদিগের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, যাহারা দারপরিগ্রহ না করিয়া পরস্ত্রী সংসর্গে একান্ত আসক্ত হয়, শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোক কখনই তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। পরস্ত্রী গমন, বন্ধ্যা স্ত্রীতে অনুরাগ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই ত্রিবিধ কার্য্যই তুল্য দোষাবহ। যাহারা উহার অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পিতৃগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগের প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন এবং দেবগণও তাঁহাদিগের প্রদত্ত হবনীয় দ্রব্যে সমাদর করেন না। অতএব পরস্ত্রীগমন বন্ধ্যা স্ত্রীতে অনুরাগ প্রদর্শন ও ব্রহ্মস্ব অপহরণে পরাঙ্মুখ হওয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শ্রদ্ধা-সহকারে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রতিমাসে দ্বাদশী ও পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত ও আতপ-তণ্ডুল প্রদান করে, তাহার চন্দ্র ও মহোদধিকে পরিবর্দ্ধিত করা হয়; সে তেজস্বী ও বলবান্ হইয়া থাকে এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞফলের চতুর্থাংশ ও ভগবান্ চন্দ্রমাঃ প্রীত হইয়া তাহাকে অভিলষিত ফল প্রদান করেন। এক্ষণে কলিযুগে মনুষ্যগণের যে যে ধর্ম্ম সুখাবহ, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবগাহন ও শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণগণকে তিলপাত্র প্রদান এবং যাহারা পিতৃগণকে মধুমিশ্রিত তিলোদক দীপ ও কৃশর দান করে, তাহাদিগের অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। সুররাজ ইন্দ্র কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তিলপাত্র দান করে, তাহার গোদান, ভূমিদান ও ভূরিদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞানুষ্ঠানের তুল্য ফললাভ হয়। পিতৃগণ তিলোদক দানকে অক্ষয় দান বলিয়া পরিগণিত করেন। দীপ ও কৃশর প্রদান করিলে তাঁহাদিগের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। এই আমি দেবতা ও পিতৃলোকপূজিত মহর্ষিপ্রদর্শিত পুরাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহর্ষি পিতৃলোক ও দেবগণ তপঃপরায়ণা ভগবতী অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা কহিলেন, ভগবতি! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের ন্যায় ব্রতচারিণী, সচ্চরিত্রা ও তপোবৃদ্ধা।

এই নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট ধর্ম্ম-রহস্য শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অতএব আপনি ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।

তখন অরুন্ধতী কহিলেন, মহানুভবগণ! আপনারা যে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহাতেই আমার তপঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি আপনাদিগের অনুগ্রহে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং যাঁহাদিগের মনঃ অতিশয় পবিত্র, তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মরহস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আর যাহারা অশ্রদ্ধান্বিত, অভিমানী, ব্রাহ্মণ-ঘাতক ও গুরুতল্পগামী তাহাদিগের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি দ্বাদশ বৎসর প্রতিদিন এক একটি কপিলা দান, প্রতিমাসে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে শত সহস্র গোদান করিয়া থাকেন, তিনিও অতিথির সন্তোষসম্পাদক মহাত্মার সদৃশ উৎকৃষ্ট ফলভাগী হইতে পারেন না। এক্ষণে মনুষ্যগণের সুখাবহ আর একটি ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে মনুষ্য প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সলিলের সহিত কুশ গ্রহণ পূর্ব্বক গোশৃঙ্গ অভিষিক্ত করেন এবং নিরাহারে সেই গোশৃঙ্গস্খলিত সলিল আপনার মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার ত্রিলোকমধ্যে সিদ্ধচারণ-সেবিত যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ে স্নান করা হয়, সন্দেহ নাই। অতএব পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মহানুভাবা অরুন্ধতী এই কথা কহিবামাত্র তত্রত্য যাবতীয় দেবতা, পিতৃলোক ও অন্যান্য প্রাণিগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অত্যাশ্চর্য্য ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিয়াছ। অতএব আমি প্রীতমনে বরপ্রদান করিতেছি, তোমার তপস্যা প্রতিনিয়ত পরিবর্দ্ধিত হউক।

যম কহিলেন, ভদ্রে! তুমি যে ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলে, তাহা পরম রমণীয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে চিত্রগুপ্ত যাহা কহিয়াছেন, আমার প্রীতিকর সেই সমস্ত ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ কর। মহর্ষি ও অন্যান্য মনুষ্যদিগের শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সমুদায় শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জীবলোকে মনুষ্য যে সমস্ত পাপ পুণ্য সঞ্চয় করে, তৎসমুদায়ের কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় না। ঐ সমুদায় পর্ব্বকালে সূর্য্যমণ্ডলে সংক্রামিত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। মনুষ্য লোকান্তরিত হইলে সূর্য্যদেব তাহার শুভাশুভ কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিলে মনুষ্যকে আপনার পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয়। অতঃপর যদ্দ্বারা মনুষ্যের ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য সতত পানীয়, দীপ, পাদুকাযুগল ও ছত্র প্রদান করিবে। পুষ্কর তীর্থে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কপিলা দান ও পরম

যত্নসহকারে অগ্নিহোত্র রক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য। কালক্রমে সকলকেই মৃত্যুমুখে নিপাতিত হইয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিতে হয়। তথায় অহঙ্কারপরিপূর্ণ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একান্ত নিপীড়িত হইয়া যার পর নাই ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই দুর্গতি হইতে মুক্তি হওয়া তাহাদের কোন রূপেই সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব ইহলোকে যে কার্য্য করিলে পরলোকে ঐ বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, তাহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পানীয়দানই ঐ বিপদ্ উদ্ধারের উৎকৃষ্ট উপায়। উহা অল্পব্যয়েই সম্পাদিত হইতে পারে। পানীয়দান পরলোকে সুখজনক ও উহার ফল অতি মহৎ। যাঁহারা পানীয় দান করেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত পরলোকে পবিত্রসলিলা নদী প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার জল অক্ষয়, শীতল ও অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর। পানীয়দাতা পরলোকে সেই নদীর জল পান করিয়া থাকেন। এক্ষণে প্রদীপ দান করিলে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি দীপদান করেন, তাঁহাকে আর তমোময় প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে হয় না। চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশন তাঁহাকে অত্যুৎকৃষ্ট প্রভা দান করিয়া থাকেন। দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল দর্শন করেন এবং তিনি স্বয়ং ভাস্করের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হন। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতঃপর বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কপিলাদান, বিশেষত পুষ্করতীর্থে কপিলাদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি পুষ্কর তীর্থে কপিলা দান করেন, তাঁহার বৃষের সহিত এক শত গাভী দানের ফললাভ হয়। পুষ্করতীর্থে একমাত্র কপিলাদান ব্রহ্মহত্যা সদৃশ ভীষণ পাতক সমুদায় বিলুপ্ত করিয়া থাকে। অতএব জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে কপিলা দান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যিনি সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণকে পাদুকাযুগল দান করেন, তাঁহার দুঃখ বা বিঘ্ন কিছুই থাকে না। যিনি ছত্র দান করেন, তিনি পরলোকে সুখজনক ছায়া লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ মনুষ্য পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া যাহা দান করে, তাহার ফল অবশ্যই ফলিত হয়।

তখন ভগবান্ দিবাকর যমের মুখে চিত্রগুপ্তকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ! আপনারা মহাত্মা চিত্রগুপ্তের ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিলেন। যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে এই সমস্ত বস্তু প্রদান করেন, তাঁহাদিগের আর কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। যাহারা ব্রাহ্মণঘাতী, গোঘ্ন, পরদারপরায়ণ, বেদে শ্রদ্ধাশূন্য ও জায়াজীবী, সেই সমস্ত পাপাচারনিরত পামরদিগের সহিত কথোপকথন করাও অনুচিত। তাহারা অতিশয় কদাচারী, তাহাদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে নাই। উহারা লোকান্তরিত হইয়া নিশ্চয়ই পূয়শোণিতভোজী

কৃমির ন্যায় নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। পিতৃগণ, দেবগণ, স্নাতক, ব্রাহ্মণ ও তপোধনগণ ঐরূপ দুরাচারদিগের সহিত বাক্যালাপ পরিহার করিতে সতত যত্নবান্ হইবেন।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর দেবতা, পিতৃলোক ও মহর্ষিগণ প্রমথদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নিশাচর প্রমথগণ! তোমরা কিরূপ উচ্ছিষ্ট শরীর, অপবিত্র ও নীচ ব্যক্তিদিগের হিংসা কর। লোকে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তোমাদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে এবং কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তোমরা মনুষ্যের গৃহে উপদ্রব করিতে পার না। এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তোমরা ঐ সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন প্রমথগণ কহিল, যাহারা স্ত্রী-সম্ভোগের পর পবিত্র না হয় এবং যাহারা প্রধান লোকের অপমান, মোহবশত অবৈধ মাংস ভোজন, বৃক্ষমূলে শয়ন, মস্তকে আমিষসংস্থাপন, জলে শ্লেষ্মাপ্রভৃতি অপবিত্র বস্তু পরিত্যাগ অথবা মস্তকসংস্থাপন-স্থানে পদ ও পদসংস্থাপন স্থানে মস্তক সংস্থাপিত করিয়া শয়ন করে, সেই সমুদায় বহুচ্ছিদ্রসম্পন্ন অপবিত্র লোকেরাই আমাদিগের বধ্য ও ভক্ষ্য। আমরা তাহাদিগকেই সর্ব্বদা নিপীড়িত করিয়া থাকি। কিন্তু যে সমুদায় মহাত্মার গাত্রে গোরোচনা ও হস্তে বচ বিদ্যমান থাকে এবং যাঁহারা মস্তকে ঘৃতমিশ্রিত আতপতণ্ডুল প্রদান ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করেন, আমরা কখনই তাঁহাদিগের হিংসা করিতে সমর্থ হই না। যে সকল গৃহে দিবারাত্রি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, আর যে সমুদায় গৃহে ব্যাঘ্রের চর্ম্ম ও দন্ত, গিরিগুহাশায়ী বৃহৎ কচ্ছপ, যজ্ঞীয় ধুম, বিড়াল অথবা পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ ছাগ বিদ্যমান থাকে, অস্মাদৃশ পিশিতাশন দারুণ নিশাচরগণ কখনই সেই সমস্ত গৃহ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। এই আমরা আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুরগণ! ঐ যে অবিদূরে রসাতলবাসী তেজস্বী মহানাগ অবস্থান করিতেছে, উহার নাম রেণুক। যদি তোমাদিগের ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে যে সমুদায় মহাবলপরাক্রান্ত মহাগজ শৈলকানন সমাকীর্ণা পৃথিবী ধারণ করিতেছে, তাহাদিগের নিকট রেণুককে প্রেরণ কর। রেণুক তাহাদের নিকট গমন করিলেই সমুদায় সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অবগত হইয়া তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ অবিলম্বে মহানাগ রেণুককে দিগ্গজদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন

রেণুক তাঁহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাগজগণ! আমি দেবতা ও পিতৃগণের আজ্ঞানুসারে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি; অতএব আপনারা আমার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

তখন দিগ্‌গজগণ রেণুককে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মহানাগ! কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অশ্লেষা নক্ষত্রের যোগ হইলে ক্রোধবিহীন হইয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পূর্ব্বক সায়ংকালে "অনন্ত প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত অক্ষয় নাগ সমুদায় ও তাহাদিগের বংশোদ্ভব ভুজঙ্গমগণ আমার বল ও তেজঃ বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাকে বলি প্রদান করুন এবং ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর উদ্ধার সময়ে যেরূপ বলশালী হইয়াছিলেন, আমারও সেইরূপ বল লাভ হউক" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে বল্মীকোপরি হস্তি-পলাশপুষ্প, নীলবস্ত্র ও নীলানুলেপনের সহিত গুড়তণ্ডুল বলি প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে রসাতলবাসী ভূভারপীড়িত প্রাণিগণের নিতান্ত প্রীতি লাভ হয় এবং আমাদিগেরও ধরাধারণজনিত পরিশ্রম বিনষ্ট হয়। আমাদিগের মতে ঐ প্রকার বলিপ্রদানের তুল্য পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন ব্যক্তি সংবৎসরকাল ঐরূপে বলি প্রদান করেন, তাঁহার ত্রিলোকবাসী মহাবলপরাক্রান্ত নাগসমুদায়ের শত বৎসর আতিথ্য করা হয় এবং তিনি অনায়াসে প্রভূত ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন।

মহাগজ রেণুক দিগ্‌গজদিগের মুখে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ঋষিগণের নিকট গমন পূর্ব্বক উহা নিবেদন করিলে, তাঁহারা উহার যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহেশ্বর কহিলেন, হে মহানুভবগণ! তোমরা ধর্ম্মের সারাংশ কীর্ত্তন করিলে। এক্ষণে আমিও কিঞ্চিৎ ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা ধর্ম্মবুদ্ধিপরায়ণ ও শ্রদ্ধাবান্, তাঁহাদিগের নিকটই সরহস্য মহাফল ধর্ম্ম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এক মাস প্রশস্তমনে গোসমুদায়কে প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্য প্রদান ও দিবসের মধ্যে একবার মাত্র ভোজন করে, তাহার অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। গোসমুদায়ের তুল্য পরম পবিত্র আর কিছুই নাই। উহারা দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণসমাকীর্ণ ত্রিলোক রক্ষা করিতেছে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন উহাদিগের শুশ্রূষা ও উহাদিগকে ভক্ষ্যপ্রদান করেন, তাঁহার প্রতিদিনই প্রচুর ধর্ম্ম লাভ হয়। সত্যযুগে আমি গোসমুদায়কে আমার নিকটবর্ত্তী হইতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলাম এবং সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও আমার যথোচিত সৎকার করিয়া আমাকে একটী বৃষ প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই বৃষ আমার ধ্বজস্থানে অবস্থান করিতেছে।

আমি নিরন্তর গোসমুদায়ের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকি। অতএব সর্ব্বদা গোসমূহের পূজা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাসনা দ্বারা উহাদিগকে তুষ্ট করিতে পারিলে উহাদিগের নিকট উৎকৃষ্ট বরলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি গোসমুদায়কে এক দিনের আহারোপযোগী ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করে, সে সমুদায় কর্ম্মফলের চতুর্থাংশ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, এক্ষণে আমি স্বীয় অভিপ্রেত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি নীল বৃষের শৃঙ্গ হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় কলেবরে মর্দ্দন করিয়া তিন দিবস স্নান করে, তাহার কিছুমাত্র অমঙ্গল হয় না; সে সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভ করিয়া থাকে এবং যত বার সে ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে, তত বারই বীর পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এক্ষণে আর এক ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পূর্ণিমাতে তাম্রপাত্রে মধুমিশ্রিত পক্কান্ন গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রকে বলিপ্রদান করে, তাহার সেই বলিপ্রভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বদেব, বায়ু, ও বসুগণ পরম পরিতুষ্ট এবং চন্দ্র ও সমুদ্র পরিবর্দ্ধিত হন। এই আমি পরমসুখাবহ ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিলাম।

বিষ্ণু কহিলেন, যে ব্যক্তি ঈর্ষাপরিশূন্য হইয়া প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক একতানমনে দেবতা ও ঋষিদিগের ধর্ম্মরহস্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার বিঘ্ন, ভয় বা পাপের লেশমাত্র থাকে না; সে সমুদায় উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের ফললাভ করে এবং দেবতা ও পিতৃগণ চিরকাল তদ্দত্ত হব্য কব্য ভোজন করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের নিকট এই ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করেন, ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হন এবং ধর্ম্মে তাঁহার দৃঢ় ভক্তি হয়। লোকে মহাপাতক ভিন্ন অন্য যে কোন পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদায়ই ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ মাত্র বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বদেবপূজিত ব্যাসনির্দ্দিষ্ট দেবগণের ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা রত্নপূর্ণ বসুন্ধরা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ভক্তিবিহীন, নাস্তিক, ধর্ম্মভ্রষ্ট, নির্দ্দয়, হেতুবাদনিরত, গুরুদ্বেষ্টা ও আত্মম্ভরি ব্যক্তির নিকট ইহা কীর্ত্তন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ বর্ণের মধ্যে কোন্ কোন্ বর্ণের অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন; কিন্তু কুকর্ম্মান্বিত শূদ্রের অন্ন ভোজন করা কাহারও বিধেয় নহে। বৈশ্য যদি সাগ্নিক ও চাতু-

শ্বাস্ত্যনিরত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাহার অন্ন ভোজন করিবেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহারা শূদ্রান্ন ভোজন করিলে ইঁহাদিগের পৃথিবীর, জলের ও মনুষ্যগণের মল ভক্ষণ করা হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত হইয়াও যদি শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে উঁহাদিগকে নিশ্চয়ই চরমে নরকে নিপতিত হইতে হয়। ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন ও মানবগণের স্বস্ত্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন ও বৈশ্যের কৃষ্যাদি কার্য্য দ্বারা লোকের পুষ্টিসাধন করাই প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষণাদি কর্ত্তব্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র নিন্দা নাই। কিন্তু যে বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে শূদ্রস্বরূপ। তাহার অন্ন ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ অস্ত্রজীবী, চিকিৎসক, পুরাধ্যক্ষ, দৈবজ্ঞ ও দেবল এবং যাঁহারা বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করান, তাঁহারা সকলেই শূদ্রতুল্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের মধ্যে যাঁহারা উঁহাদিগের অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই অভোজ্যভোজননিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইতে হয় এবং দেহান্তে তাঁহারা কুক্কুরের ন্যায় বীর্য্য, তেজঃ ও নিকৃষ্ট যোনি লাভ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে চিকিৎসকের অন্ন বিষ্ঠা, পুংশ্চলীর অন্ন মূত্র, বিদ্যোপজীবীর অন্ন শূদ্রান্ন এবং শিল্পজীবী ও নিন্দিত ব্যক্তির অন্ন শোণিতসদৃশ; অতএব ঐ সকল লোকের অন্ন ভক্ষণ না করা সাধু ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। খলের অন্ন ভক্ষণ করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসংস্কৃত ও অবজ্ঞাত অন্ন ভোজন করিলে সহসা তাঁহার পীড়া ও কুলক্ষয় উপস্থিত হয়; অতএব তাহা ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পুরাধ্যক্ষের অন্ন ভোজন করিলে চণ্ডালগৃহে; গোহন্তা, ব্রহ্মঘাতক, সুরাপাননিরত ও গুরুতল্পগামীর অন্ন ভোজন করিলে রাক্ষসকুলে এবং অর্পিতধনাপহারী ও কৃতঘ্নের অন্ন ভক্ষণ করিলে দেশবহিষ্কৃত শবরের গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যাহার অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য এবং যাহার অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ, তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ আছে, তাহা প্রকাশ কর।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। আপনি ভোজ্যাভোজ্যের বিষয় নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে আমার আর একটী সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা ছেদন করুন। ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ ভোজ্য ও হব্য কব্য প্রতিগ্রহ করিলে তাঁহাদের পাপ জন্মে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ, ঘৃত ও তিল প্রতিগ্রহ করিলে সাবিত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক হুতাশনে সমিধ্ আহুতি প্রদান করিবেন। তিনি মাংস, মধু ও লবণ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রতিগ্রহের সময় অবধি সূর্য্যোদয় কাল-পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী জপ ও প্রকাশ্যে লৌহ ধারণ করিলে নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। ধন, বস্ত্র, স্ত্রী, অন্ন, পায়স ও ইক্ষুরস প্রতিগ্রহেরও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়া থাকে। ইক্ষুদণ্ড ও তৈল প্রতিগ্রহ করিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতে হয়। ধান্য, পুষ্প, ফল, পিষ্টক, জল, যাবক, দধি ও দুগ্ধ প্রতিগ্রহ করিলে শতবার সাবিত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। প্রেতোদ্দেশে পাদুকা ও বস্ত্র প্রতিগ্রহ করিলে সমাহিত চিত্তে শতবার সাবিত্রী জপ করা বিধেয়। গ্রহোদ্দেশে দত্ত জন্মা-শৌচগ্রস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত ক্ষেত্র প্রতি-গ্রহ করিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে পাপ বিনাশ [illegible]। যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপক্ষে শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করেন, তিনি সেই দিন সন্ধ্যোপাসনা, জপানুষ্ঠান ও পুনরায় ভোজন না করিলেই পবিত্র হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ অপরাহ্ণে ভোজন করিলে তাঁহার রজনীযোগে আহারে প্রবৃত্তি জন্মিবে না বলিয়াই অপরাহ্ণে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। যিনি মৃতাশৌচের তৃতীয় দিবসে মৃতাশৌচসম্পন্ন ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন, তিনি দ্বাদশাহ প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণকে হবি প্রদান পূর্ব্বক শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি মৃতাশৌচের দশ দিবস অশুচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি অশৌচান্তে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ এবং রেবতী যাগ ও কুষ্মাণ্ড হোম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যিনি মৃতাশৌচের চতুর্থ দিবসে অশুচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি সাত দিবস ত্রিকালীন স্নান করিয়া পবিত্র হন এবং তাঁহার আপদ্ বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তাঁহার শুদ্ধিলাভের আর উপায় নাই। যিনি বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি তিন রাত্রি ভিক্ষা করিলে এবং যিনি ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। শূদ্র শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার কুলক্ষয়, বৈশ্য বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার পশু ও বান্ধবনাশ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাঁহার শ্রীনাশ এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত এক-পাত্রে ভোজন করিলে তাঁহার তেজোহ্রাস হইয়া থাকে। অতএব পরস্পর একপাত্রে ভোজন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এইরূপ পরস্পর একপাত্রে ভোজন করিলে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ, রেবতী যাগ ও কুষ্মাণ্ড হোম এবং গোরোচনা দূর্ব্বা ও হরিদ্রা

প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত; তাহা হইলেই ঐ পাপের শান্তি হয়।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান ও তপস্যা এই উভয় দ্বারাই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে ইহলোকে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দান ও তপস্যা উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। এক্ষণে ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত তপঃপরায়ণ নরপতিগণ দান দ্বারা যে সমুদায় লোক লাভ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি আত্রেয় স্বীয় শিষ্যগণকে নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন। উশীনরপুত্র নরপতি শিবি ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় পুত্র প্রদান করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাশীপতি প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় তনয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহার যশোরাশি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সংকৃতিনন্দন রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন। মহাত্মা দেবাবৃধ ব্রাহ্মণকে একশত কাঞ্চনময় শলাকাসংযুক্ত ছত্র প্রদান করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন। নরপতি অম্বরীষ তেজস্বী ব্রাহ্মণকে রাজ্য প্রদান করিয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। জনমেজয় ব্রাহ্মণকে দিব্য যান এবং মহারথ কর্ণ ব্রাহ্মণকে স্বীয় কুণ্ডল প্রদান করাতে তাঁহাদিগের অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ হইয়াছে। রাজর্ষি বৃষাদর্ভি ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন ও রমণীয় বাসস্থান প্রদান করিয়া স্বর্গে সুখসম্ভোগ করিতেছেন। বিদর্ভাধিপতি নিমি মহাত্মা অগস্ত্যকে স্বীয় কন্যা ও রাজ্য প্রদান করিয়া বন্ধুবান্ধববর্গের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছেন। জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ব্রাহ্মণকে পৃথিবী দান করাতে তাঁহার প্রার্থনাধিক উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ হইয়াছে। অনাবৃষ্টি সময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ জীবগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন বলিয়া অক্ষয় সুখসম্ভোগ করিতেছেন। দশরথতনয় রাম যজ্ঞে প্রভূত অর্থ দান করিয়াছিলেন বলিয়া অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছেন এবং অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন হইতেছে। নরপতি কক্ষসেন মহাত্মা বশিষ্ঠকে ধনদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বর্গলোক লাভ হইয়াছে। করন্ধমের পৌত্র বীক্ষিতের পুত্র মহাত্মা মরুত্ত মহর্ষি অঙ্গিরাকে কন্যা প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। পাঞ্চালপুত্র পরম ধার্ম্মিক নরপতি ব্রহ্মদত্ত মহানিধি শঙ্খ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন। রাজা মিত্রসহ মহাত্মা বশিষ্ঠকে স্বীয় প্রিয়ভার্য্যা মদয়ন্তীকে সমর্পণ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মনুপুত্র মহাত্মা প্রদ্যুম্ন ধর্ম্মানুসারে লিখিতকে চৌরদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ হইয়াছে। মহাযশাঃ রাজর্ষি সহস্রচিত্য ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন

বলিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় সম্ভোগ করিতেছেন। মহীপতি শতদ্যুম্ন মহাত্মা মৌদ্গল্যকে নানাবিধ দ্রব্য পরিপূর্ণ হিরণ্ময় গৃহ, মহাত্মা ভূমন্যু শাণ্ডিল্যকে পর্ব্বতাকার রাশি রাশি ভোজ্য দ্রব্য, শল্যরাজ দ্যুতিমান্ ঋচীককে রাজ্য, রাজর্ষি মদিরাশ্ব হিরণ্যহস্তকে স্বীয় সুমধ্যমা কন্যা, নরপতি লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিলষিত অর্থ ও শান্তানাম্নী তনয়া এবং রাজর্ষি ভগীরথ কৌৎসকে হংসীনামে যশঃস্বিনী কন্যা ও কোহলকে এক লক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক মহাত্মা দান ও তপস্যাপ্রভাবে বারংবার স্বর্গে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। যে সকল গৃহস্থ দান ও তপস্যাবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় পরাজয় করিয়াছেন, যত দিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন তাঁহাদিগের কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে। এই আমি তোমার নিকট শিষ্টাচরিত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বোক্ত নরপতিগণ কেবল দান, যজ্ঞ ও সন্তানোৎপাদন দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। অতএব তুমিও সতত দানযজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। এক্ষণে সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি তোমার অন্য কোন সন্দেহ থাকে, কল্য তাহা ভঞ্জন করিব।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া রজনীযোগে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন এবং পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! দানপ্রভাবে যে সমুদায় নরপতি স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, দান কয়প্রকার? তাহার ফল কি? কাহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য এবং দান করিবার কারণই বা কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমুদায় বর্ণকে অর্থদান করিবার প্রথা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ, ভয়, কাম ও কারুণ্য এই পঞ্চবিধ কারণ নিবন্ধন দান পাঁচ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঈর্ষাপরিশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অতি উৎকৃষ্ট সুখ লাভ হয়। ইহাকেই ধর্ম্মনিমিত্তক দান কহে। আমাকে দান করিতেছেন, আমাকে দান করিবেন ও আমাকে দিয়াছেন, অর্থীদিগের নিকট এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যে দান করা যায়, তাহাকে অর্থনিমিত্তক দান কহে। উহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব ও ব্যক্তি অপমানিত হইলে ক্রোধপ্রযুক্ত আমার অনিষ্ট সাধন করিবে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূঢ় ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, তাহাকে ভয়নিমিত্তক দান কহে। উহার সহিত আমার সদ্ভাব আছে, উহাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করা কর্ত্তব্য; এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বয়স্যকে যে দান করা যায়, তাহাকে কামনিমিত্তক দান

কহে। আর ঐ ব্যক্তি দরিদ্র, উহাকে অল্প-মাত্র দান করিলেই ও ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দয়াবশত যে দান করা যায়, তাহাকে কারুণ্যনিমিত্তক দান কহে।

হে ধর্ম্মরাজ! শাস্ত্রে এই পঞ্চবিধ দান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ দান করিলে পুণ্য ও কীর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। ভগবান্ প্রজাপতি কহিয়াছেন, যথাসাধ্য দান করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমাদিগের কুলপ্রদীপ। কোন শাস্ত্রই আপনার অবিদিত নাই। আমাদের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছেন; এক্ষণে আপনিই আমাদিগের একমাত্র উপদেষ্টা। অতঃপর আপনার নিকট ধর্ম্মার্থসংযুক্ত পরিণামসুখকর আশ্চর্য্য বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব যদি আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাদিগের হিতার্থ এই আপনার সম্মানকারী সর্ব্বপার্থিব-পূজিত মহাত্মা মধুসূদন ও এই সমুদায় নরপতির সমক্ষেই উহা কীর্ত্তন করুন।

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এইকথা কহিলে, মহাত্মা শান্তনুতনয় সস্নেহবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে আমি এই মহাত্মা বাসুদেব ও ভগবান্ ভবানীপতির যেরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং রুদ্র ও রুদ্রাণীর যেরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বিচিত্র উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কোন পর্ব্বতে এই ধর্ম্মপরায়ণ বাসুদেব দ্বাদশ বার্ষিক কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে নারদ, পর্ব্বত, বেদব্যাস, ধৌম্য, দেবল, কাশ্যপ ও হস্তিকাশ্যপ প্রভৃতি অসংখ্য দীক্ষাসম্পন্ন মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ স্ব স্ব শিষ্যগণসমভিব্যাহারে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হন। ইনি সেই দেবতুল্য মহর্ষিগণকে সমাগত দেখিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন তাঁহারা কেহ কেহ হরিদ্বর্ণ, কেহ কেহ সুবর্ণ বর্ণ, কেহ কেহ ময়ূরপুচ্ছযুক্ত ও কেহ কেহ বা অন্যান্য প্রকার নূতন আসনে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর প্রীত মনে ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা মধুসূদনের মুখ হইতে হঠাৎ ব্রহ্মচর্য্যজনিত তেজোরাশি বিনির্গত হইয়া তত্রত্য রাজর্ষি, মহর্ষি ও দেবগণের সমক্ষেই সেই অসংখ্য মৃগপক্ষিশ্বাপদ সংবলিত বৃক্ষলতাদিসমাকীর্ণ পর্ব্বত দগ্ধ করিতে লাগিল। পর্ব্বতবাসী প্রাণিগণ দারুণ দহনদাহে বিচেতন প্রায় হইয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেই সুদারুণ বহ্নি ক্রমে ক্রমে সেই পর্ব্বতের শিখরসমুদায় ভস্মীভূত করিয়া শিষ্যের ন্যায় এই বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ইঁহার পাদদ্বয়ে অবনত হইল।

তখন ভগবান্ মধুসূদন সেই পর্ব্বতকে দগ্ধপ্রায় দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে উহার প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাসুদেব দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পর্ব্বত পূর্ব্ববৎ পুষ্পিত বৃক্ষলতাতে সমাকীর্ণ এবং পক্ষী, শ্বাপদ ও সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুসমুদায়ে পরিপূর্ণ হইল।

ঐ সময় মহর্ষিগণ সেই অচিন্তনীয় অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে রোমাঞ্চিত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে ভক্তিভাবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে তপোধনগণ! আপনারা নিঃশঙ্ক, নির্ম্মম ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও এরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন কেন?

মহর্ষিগণ কহিলেন, প্রভো! আপনা হইতেই লোকসমুদায়ের সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে, আপনিই শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাস্বরূপ এবং ইহলোকে যে সমুদায় স্থাবর জঙ্গম বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনিই তৎসমুদায়ের পিতা, মাতা, প্রভু ও উৎপত্তির কারণ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার মুখ হইতে হুতাশন নির্গত হইতে দেখিয়া আমরা নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি; অতএব আপনি অগ্রে এই বহ্নির উৎপত্তির কারণ আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন; পরে আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তৎসমুদায় আপনার নিকট নিবেদন করিব।

তখন বাসুদেব কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় যে তেজঃ আমার বদন হইতে নিঃসৃত হইয়া এই পর্ব্বতকে দগ্ধ করিল, উহা বৈষ্ণব তেজঃ। আপনারা জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় ও দেবতুল্য হইয়াও ঐ তেজোদর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। আমি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়াছি বলিয়াই আমার মুখ হইতে বহ্নি সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব আপনারা উদ্বেগ পরিত্যাগ করুন। আমি আত্মতুল্য পুত্রলাভের বাসনায় এই পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া এই কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি। আমার দেহস্থিত আত্মা অগ্নি রূপে বিনির্গত হইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার নিকট মহাদেবের তেজের অর্দ্ধাংশ আমার পুত্ররূপে পরিণত হইবে শ্রবণ করিয়া আমার সমীপে প্রত্যাগত হইয়া শিষ্যের ন্যায় আমার পাদদ্বয় বন্দন পূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। এই আমি আপনাদিগের নিকট স্বীয় নিগূঢ় তত্ত্ব সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম; আপনারা উদ্বেগ পরিত্যাগ করুন। আপনারা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রতপরায়ণ। আপনাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। অতএব এক্ষণে আপনারা আকাশে বা পৃথিবীতে যে কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি আপনাদিগের বদনবিনিঃসৃত বচনসুধা পান করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। আমি স্বীয় অপ্রতিহত প্রকৃতিপ্রভাবে কি পৃথিবীস্থ কি স্বর্গস্থ সমুদায় অদ্ভুত বিষয়ই অবগত হইতে পারি যথার্থ বটে, কিন্তু আমি আপনার প্রকৃতিপ্রভাবে যাহা অবগত হই, তাহা আমার আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান হয় না।

বিশেষতঃ সাধু ব্যক্তিরা যে সমুদায় বাক্য কীর্ত্তন করেন, তৎসমুদায় অতিশয় শ্রদ্ধেয় এবং পাষাণলিপির ন্যায় চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আপনাদিগের মুখ-বিনির্গত বাক্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আমি আপনাদিগের মুখে লোকের নির্ম্মলবুদ্ধিপ্রদ বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিয়া উহা লোকসমাজে প্রকাশ করিব, সন্দেহ নাই।

এই মহাত্মা বাসুদেব তৎকালে মুনি-গণকে এই কথা কহিলে, তাঁহারা বিস্ময়া-বিষ্ট হইয়া কেহ ইঁহার পূজা ও কেহ ইঁহার স্তব করিতে করিতে ইঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা তীর্থযাত্রাকালে হিমালয় পর্ব্বতে যে অচিন্তনীয় বিষয় দর্শন করিয়াছি, আপনি আমাদিগের হিতার্থ এই মহাত্মা বাসুদেবের নিকট তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মহর্ষিগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে, নারায়ণসুহৃৎ দেবর্ষি নারদ হরপার্ব্বতী-সংবাদ কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাধব! পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতনাথ সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ ওষধি পুষ্পসমা-যুক্ত, অতি রমণীয় পুণ্যাশ্রম হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার নিকট যে সমুদায় ভূত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিকটাকার, কেহ কেহ দিব্যমূর্ত্তি, কেহ বা অতি কদাকার, কেহ কেহ সিংহ, কেহ কেহ ব্যাঘ্র ও কেহ কেহ বা হস্তীর ন্যায় আকারসম্পন্ন এবং কেহ কেহ শৃগাল, কেহ কেহ দ্বীপি, কেহ কেহ ভল্লুক, কেহ কেহ বানর, কেহ কেহ উলূক, কেহ কেহ শুক, কেহ কেহ শ্যেন, কেহ কেহ মৃগ ও কেহ কেহ অন্যান্য পশুর ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ভগবান্ ভূতনাথ যে আশ্রমে বাস করিতেন, তাহা অসংখ্য মহোরগ, দিব্য পুষ্প, দিব্য জ্যোতি, দিব্য ধূপ, গন্ধ, অতি উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গ, পণব ও বিবিধ ভেরী শব্দে পরিপূর্ণ ছিল। উহার কোন দিকে ভৃঙ্গগণ ও কোন দিকে অপ্সরোগণ ও কোন দিকে ময়ূরগণ নৃত্যকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল এবং কোথাও বা ভ্রমরগণ মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ শব্দে গান করিতেছিল। মহাত্মা মুনিগণ, ঊর্দ্ধরেতাঃ সিদ্ধগণ এবং মরুৎ, বসু, সাধ্য, হুতাশন, বায়ু, বিশ্বেদেব, যক্ষ, নাগ, পিশাচ ও লোকপালগণ সকলেই সমাহিত-চিত্তে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সমু-দায় ঋতু সর্ব্বদা তথায় বিরাজমান ছিল। ওষধি সকল প্রজ্বলিত হইয়া একেবারে সেই বনকে আলোকময় করিয়াছিল এবং সুকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ সুমধুর অব্যক্ত ধ্বনি করিতে করিতে আহ্লাদে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে-ছিল। ফলতঃ মহাত্মা দেবদেবের তপঃ-প্রভাবে ঐ পর্ব্বতের শোভার আর পরি-সীমা ছিল না। ঐ সময় আমরা তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে একদা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া

ভগবান্ ভূতনাথকে সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তৎকালে জীবগণের অভয়দাতা, দৈত্যসংহারকর্ত্তা, হরিৎবর্ণ শ্মশ্রুমণ্ডিত, জটাজূটধারী ভগবান্ বৃষভধ্বজ ব্যাঘ্রচর্ম্মের পরিধেয়, সিংহচর্ম্মের উত্তরীয়, সর্পের যজ্ঞোপবীত ও লোহিতবর্ণ অঙ্গদ ধারণ করিয়া সেই বিচিত্র ধাতুশোভিত পর্য্যঙ্কসদৃশ গিরিতটে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তাঁহাকে দর্শনমাত্র নমস্কার করিয়া একেবারে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে শৈলসুতা পার্ব্বতী মহাদেবের ন্যায় বস্ত্রপরিধান পূর্ব্বক সমুদায় তীর্থের জলপূর্ণ স্বর্ণ কলস কক্ষে লইয়া প্রমথপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে মহাদেবের নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। আগমনকালে গিরিনদী সকল তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। এই রূপে তিনি হিমালয়ের পার্শ্ব দিয়া ক্রমে ক্রমে মহাদেবসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া পরিহাসচ্ছলে ঈষৎ হাস্যবদনে স্বীয় করতল দ্বারা সহসা প্রিয়তমের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন করিলেন। দেবদেবের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন হইবামাত্র সমুদায় জগৎ অন্ধকারময় এবং হোম ও বষট্‌কার শূন্য হইল। সকলেরই মনঃ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর সহসা মহাত্মা মহাদেবের ললাটদেশে এক যুগান্তকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডসদৃশ নেত্র সমুৎপন্ন হইল। ঐ নেত্র হইতে প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে সমুদায় অন্ধকার বিনাশ পূর্ব্বক হিমালয় পর্ব্বত দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন মৃগসমুদায় ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক মহাদেবের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। ক্রমে ক্রমে সেই দ্বাদশাদিবাকর সন্নিভ, যুগান্তকালীন দহনসদৃশ ভীষণ হুতাশন একেবারে গগনস্পর্শী হইয়া অচিরাৎ বিবিধ ধাতু, শিখর ও বনৌষধির সহিত হিমালয় পর্ব্বতকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। ঐ সময় শৈলরাজপুত্ত্রী পার্ব্বতী হিমালয়কে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভূতপতি পার্ব্বতীর স্ত্রীস্বভাবসুলভ মৃদুভাব এবং পিতার দুরবস্থা দর্শননিবন্ধন কাতরভাব অবলোকন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে হিমালয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মহেশ্বর দৃষ্টিপাত করিবামাত্র হিমালয় পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ ও পরম রমণীয় হইয়া উঠিল।

তখন পতিপরায়ণা পার্ব্বতী স্বীয় পিতা হিমালয়কে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত আপনার ললাটে তৃতীয় নেত্র সমুত্থিত হইল এবং কি নিমিত্তই বা আপনি আমার পিতা হিমালয়কে বৃক্ষলতাদির সহিত দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করিলেন। এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহা আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! তুমি অজ্ঞানবশতঃ হস্তদ্বারা আমার নেত্রদ্বয় সমাবৃত করাতে, সমুদায় লোক আলোকবিহীন ও

বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ঐ সময়ে আমি উহাদের রক্ষার নিমিত্তই এই সমুজ্জ্বল তৃতীয় নেত্রের সৃষ্টি করিয়াছি। আমার এই নেত্রেরই তীক্ষ্ণতেজে তোমার পিতা হিমালয় দগ্ধ হইয়াছিলেন। আমি তোমার প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত আপনার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকের মুখ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং দক্ষিণ দিকের মুখ অতি ভীষণ হইল? আপনার জটা সমুদায় কপিল বর্ণ ও ঊর্দ্ধগত হইল কেন? আপনার কণ্ঠদেশ যে ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় নীলবর্ণ হইয়াছে, ইহার কারণ কি এবং আপনি কি নিমিত্তই বা পিণাকপাণি, জটিল ও ব্রহ্মচারী হইলেন? এই সমুদায় বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি; অতএব আপনি এই একান্ত অনুরক্ত সহধর্ম্মিণীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

শৈলরাজদুহিতা এই কথা কহিলে, ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদায় রত্ন হইতে তিল তিল প্রমাণ সারাংশ গ্রহণ করিয়া তিলোত্তমা নামে এক স্ত্রীরত্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একদা সেই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী রমণী আমাকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত আমার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন আমি তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইলাম; সুতরাং সে যে যে দিকে গমন করিল, যোগবলে সেই সেই দিকে আমার সুচারু বদন বিনির্গত হইল। এইরূপে সেই তিলোত্তমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত চতুর্ম্মুখ হইয়াছি। আমি পূর্ব্বমুখ দ্বারা ইন্দ্রকে শাসন, উত্তর মুখ দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া পশ্চিম মুখ দ্বারা প্রাণিগণের সুখ সমৃদ্ধি সম্পাদন ও এই ভয়ঙ্কর দক্ষিণমুখ দ্বারা প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকি। আমি লোক সমুদায়ের হিতসাধনার্থ জটিল ও ব্রহ্মচারী এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত পিনাকপাণি হইয়াছি। পূর্ব্বে দেবরাজ আমার শ্রীলাভের বাসনায় আমার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই বজ্রের তেজে আমার কণ্ঠদেশ দগ্ধ হইয়া যায়; এই নিমিত্ত আমি তদবধি নীলকণ্ঠ হইয়াছি।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অসংখ্য উৎকৃষ্ট বাহন বিদ্যমান থাকিতে, বৃষভ আপনার বাহন হইল কেন?

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পয়স্বিনী সুরভীর সৃষ্টি করিবার পর ঐ সুরভীর বংশে অসংখ্য গাভী সমুৎপন্ন হয়। তৎকালে

উঁহাদের সকলেরই বর্ণ একপ্রকার ছিল। অনন্তর একদা ঐ সুরভীর বৎসের মুখ-বিনির্গত ফেন সমুদায় আমার গাত্রে নিপতিত হওয়াতে, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া গোসমুদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম। তাহাতেই গোসমুদায় আমার ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া বিবিধবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময় অর্থতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক আমার বাহনের নিমিত্ত এই বৃষভ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্তই আমি অন্যান্য বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃষে আরোহণ করিয়া থাকি।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! দেবলোকে পরম রমণীয় বাসস্থান সমুদায় বিদ্যমান থাকিতেও আপনি কি নিমিত্ত কপাল, কেশ, অস্থি, মাংস, শোণিত, বসা ও অন্ত্র সমূহে সমাকীর্ণ গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কুল, চিতানলপরিব্যাপ্ত, অপবিত্র শ্মশানে বাস করেন?

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! আমি পবিত্রস্থান অন্বেষণ করিয়া অদ্যাপি সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকি; কিন্তু শ্মশান অপেক্ষা কোন স্থানই আমার পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত শ্মশানে বাস করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। বিশেষত আমার ভূতগণ ন্যগ্রোধশাখাসমাচ্ছন্ন ছিন্নমাল্যবিভূষিত শ্মশানেই বিহার করিয়া থাকে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হয় না। ফলত আমার মতে এই শ্মশান অপেক্ষা পবিত্র স্থান নিতান্ত দুর্লভ। পবিত্রস্থানলাভাকাঙ্ক্ষী মহাত্মারা এই পরম পবিত্র শ্মশানেই সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং লোকে কিরূপে উহার অনুষ্ঠান করিবে? এই সমুদায় বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি আমার ও এই সমুদায় তপোনুষ্ঠাননিরত বিবিধ বেশধারী মহর্ষির হিতসাধনের নিমিত্ত ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।

দেবী পার্ব্বতী এই প্রশ্ন করিবামাত্র আমরা বিবিধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলাম। তখন মহেশ্বর পার্ব্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! অহিংসা, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সর্ব্বভূতে দয়া, শম ও দান এই সমুদায় গৃহস্থদিগের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ গার্হস্থ ধর্ম্ম, পরদার বিরতি, অর্পিত স্ত্রীর রক্ষা, অদত্ত বস্তুর গ্রহণে অভিলাষ ও মধুমাংস পরিত্যাগ এই পঞ্চবিধ ধর্ম্ম সমুদায় ধর্ম্মের মূল। অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় এই পঞ্চবিধ ধর্ম্মের শাখাস্বরূপ। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা যত্নসহকারে এই সমুদায় ধর্ম্ম পালন করিবেন।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীতে দেবতাস্বরূপ। উপবাসই উঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। ইঁহারা ধর্ম্মার্থসম্পন্ন

হইলে ব্রহ্মের স্বরূপত্বলাভ করিতে পারেন। শাস্ত্রানুসারে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা ইঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ ভিন্ন কদাচ ব্রাহ্মণ্য লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যত্নপূর্ব্বক এই পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন।

তখন উমা কহিলেন, ভগবন্! চারিবর্ণের ধর্ম্মবিষয়ে আমার মহা সন্দেহ আছে; অতএব বিস্তারিত রূপে উহা আপনাকে কীর্ত্তন করিতে হইবে।

মহেশ্বর কহিলেন, পার্ব্বতি! ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ, হোমানুষ্ঠান, গুরুকার্য্যসাধন, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, সতত যজ্ঞোপবীত ধারণ, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করা ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে সমাবর্ত্ত স্নান করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আগমন ও স্বীয় অনুরূপ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন। শূদ্রান্ন পরিত্যাগ, সৎপথ অবলম্বন, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, সাগ্নিক হইয়া হুতাশনে আহুতিপ্রদান, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম, বিঘসান্ন ভোজন, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, অতিথিসেবা, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়রক্ষা এবং বিধিপূর্ব্বক পশুবন্ধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যজ্ঞানুষ্ঠান, একাহার ও অহিংসা অপেক্ষা ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পরিজনগণ ভোজন করিলে পর স্বয়ং ভোজন করা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভার্য্যা ও স্বামীর চরিত্র সমান হইলেই তাহাদের পরম প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। গৃহদেবতাদিগকে নিত্য পুষ্প ও বলি প্রদান এবং নিত্য গৃহে গোময় লেপন, উপবাস ও হোম করা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। এই আমি তোমার নিকট ব্রাহ্মণদিগের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞফল লাভে সমর্থ হন। যে নরপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তাঁহার সেই প্রজাপালনজনিত পুণ্যবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় অধিকৃত হয়। জিতেন্দ্রিয়তা, বেদাধ্যয়ন, হুতাশনে আহুতিপ্রদান, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞোপবীতধারণ, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, ভৃত্যগণের ভরণপোষণ, আরব্ধ কার্য্যে দৃঢ়তর অধ্যবসায়প্রকাশ, অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান, বেদানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান, সদ্বিচার, সত্যবাক্যপ্রদর্শন এবং আর্ত্ত ব্যক্তিকে সাহায্যদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয় গোব্রাহ্মণের রক্ষার্থ সংগ্রামে নিহত হন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞার্জ্জিত স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে।

এক্ষণে বৈশ্যের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সতত পশুপালন, কৃষিবাণিজ্য সম্পাদন, হুতাশনে আহুতিপ্রদান, দান, অধ্যয়ন, সৎপথে অবস্থান, অতিথিসৎকার, জিতেন্দ্রিয়তা, শান্তিগুণ অবলম্বন এবং ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনা করাই বৈশ্যের শাশ্বত ধর্ম্ম। বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া তিল, গন্ধ-

দ্রব্য ও রস বিক্রয় করা বৈশ্যের কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

অতিথিসৎকার, ধর্ম্মার্থকামের অনুশীলন ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম। যে শূদ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অতিথিসেবাতৎপর, সদাচারপরায়ণ এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজায় তৎপর হয়, তাহার তপঃসঞ্চয় ও অভিলষিত ফল লাভ হইয়া থাকে। হে গিরিনন্দিনি! এই আমি তোমার নিকট চারিবর্ণের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, তাহা কীর্ত্তন কর।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আপনি চারিবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম সমুদায় বর্ণের হিতকর, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, প্রিয়ে! সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ বিধাতা এই ভূমণ্ডলে সমুদায় লোকের পরিত্রাণার্থ ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন। উঁহারা পৃথিবীর দেবতাস্বরূপ। অতএব আমি অগ্রে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের বিষয় আর কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে সাধারণধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিব। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডলে মানবদিগের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ম্ভু বৈদিক, স্মার্ত্ত ও শিষ্টাচারসম্ভূত এই তিনপ্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিবেদপারদর্শী, যিনি দান, অধ্যয়ন ও যজনকার্য্যে সতত অনুরক্ত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভের বশবর্ত্তী ও অধ্যয়নজীবী না হন, তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণদিগের জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ঐ ছয় প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম। নিয়ত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাধ্যানুসারে দান করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ জনসমাজে প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট পুণ্যফলভাগী হইতে পারেন।

অতঃপর সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নিয়ত শান্তিগুণ অবলম্বন ও সাধুসংসর্গ অপেক্ষা গৃহস্থের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধিলাভ, সত্যবাক্য প্রয়োগ, ঈর্ষা পরিত্যাগ, দান, ব্রাহ্মণের সৎকার, পরিষ্কৃত অবাসে অবস্থান, অভিমান ও কপটতা পরিত্যাগ, প্রিয়বাক্য বিন্যাস, অতিথিসৎকারে অনুরাগ ও পরিজনদিগের ভোজনের পর ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অতিথিদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন, শয্যা, দীপ ও আশ্রয় প্রদান করেন, তিনিই পরম ধার্ম্মিক। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ও আচমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহাকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করা গৃহস্থের কর্ম্ম নহে। দিবারাত্রি ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করিলেই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম লাভ হয়। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কহে। গৃহস্থগণ ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐ ধর্ম্মপ্রভাবে সকলেরই

উপকার হইয়া থাকে। সাধ্যানুসারে দান, যজ্ঞানুষ্ঠান পুষ্টিজনক কার্য্যের সাধন ও ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মলব্ধ ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার একাংশ দ্বারা ধর্ম্ম-সঞ্চয় এক অংশ উপভোগ ও এক অংশের বৃদ্ধিসাধন করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অতঃপর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তাহাকে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কহে। এক রাত্রির অধিক কাল একগ্রামে বাস না করা এবং সমুদায় জীবের প্রতি দয়াপ্রকাশ ও আশাপাশ হইতে মুক্তি লাভ করা নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কমণ্ডলু, উদক, পরিধেয়বস্ত্র, আসন, ত্রিদণ্ড, শয্যা, অগ্নি ও গৃহে মমতা করা তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা বীতস্পৃহ, স্নেহাদিবন্ধনবিমুক্ত ও সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা বৃক্ষমূল, শূন্যগৃহ ও নদীতীর প্রভৃতি নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নিরাহার ও স্থাণুস্বরূপ হইয়া আত্মচিন্তা করিলে ঝটিতি মোক্ষলাভ হয়। এক গ্রাম বা একনদীতীরে অনেক দিন অবস্থান করা সন্ন্যাসীর কদাপি কর্ত্তব্য নহে। মোক্ষার্থী সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বেদোক্ত ধর্ম্ম অতি সৎপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি এই পথে পদার্পণ করেন, তাঁহাকে কখনই সংসারসাগরে মগ্ন হইতে হয় না। মোক্ষধর্ম্মাবলম্বীরা কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইঁহাদের মধ্যে কুটীচক অপেক্ষা বহূদক, বহূদক অপেক্ষা হংস ও হংস অপেক্ষা পরমহংস শ্রেষ্ঠ। এই নিবৃত্তিধর্ম্ম অপেক্ষা সুখ, দুঃখ, জরা ও মৃত্যু নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছুই নাই।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আপনি জীবলোকের শ্রেয়স্কর পথস্বরূপ গার্হস্থ্য, মোক্ষ ও সজ্জনাচরিত ধর্ম্ম বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ঋষিধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। মহর্ষিগণের যজ্ঞীয় ধূমের সৌরভে সমুদায় তপোবন আমোদিত হয়; আমি তদ্দর্শনে নিতান্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি; অতএব আপনি আমার নিকট উঁহাদিগের ধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! মহর্ষিগণ যেরূপ ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা সৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে পদ্মযোনি কর্ত্তৃক পীত, যজ্ঞসম্পাদক, পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন জলের ফেনপান করিয়া দিনযাপন করেন, তাঁহারাই ফেনপায়ী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিত দেহসম্পন্ন মহর্ষিদিগকে বালখিল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তপঃসিদ্ধ হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক সূর্য্যকিরণ পান ও কেহ কেহ মৃগচর্ম্ম, চীর বা বল্কল পরিধান করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ঐ সকল তপোনুষ্ঠাননিরত সমুদায় লোক আলোকিত করিয়া দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। দয়াধর্ম্মপরায়ণ চক্রচর, সোমলোকচারী ও পিতৃলোকনিবাসী মহর্ষিগণ চন্দ্রকিরণ পান করিয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয় সংপ্রক্ষাল, অশ্মকুট্ট ও দন্তোলূখলিক মহর্ষিগণ স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে উঞ্ছবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করেন। অগ্নিতে আহুতি প্রদান, পিতৃগণের অর্চ্চনা ও পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই ইঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। কাম ক্রোধ পরাজয় করিয়া আত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়া সমুদায় মহর্ষিরই কর্ত্তব্য। উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ অর্থ দ্বারা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, ধর্ম্মযজ্ঞ ও সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান, যজ্ঞদক্ষিণা প্রদান, নিত্যযজ্ঞ সম্পাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, পিতৃলোক ও দেবগণের অর্চ্চনা এবং অতিথিদিগের সৎকার করা ইঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইঁহারা গোরস পানের বাসনা পরিত্যাগ, শমগুণ আশ্রয়, স্থণ্ডিলে শয়ন, যোগাবলম্বন এবং শাক, পর্ণ, ফলমূল, বায়ু, সলিল ও শৈবাল ভোজন করিবেন। এই সমুদায় নিয়ম দ্বারা ইঁহাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। যখন গৃহ ধূমবিহীন, মুষলধ্বনিবিবর্জ্জিত ও অঙ্গারশূন্য হইবে, পরিজনগণ ভোজন করিয়া ভোজনপাত্রসমুদায় পরিত্যাগ করিবে এবং ভিক্ষুকগণ পরিতৃপ্ত হইয়া যথাস্থানে গমন করিবে, সত্যধর্ম্মনিরত মহাত্মারা সেই সময়ে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন। যাঁহারা গর্ব্ব ও অভিমানবিহীন, সতত আহ্লাদিত, বিস্ময়বিবর্জ্জিত ও শত্রুমিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন হন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ ধর্ম্মবেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, নাথ! যে সমস্ত বানপ্রস্থ নদীতট, নিকুঞ্জ, বন, পর্ব্বত, ও ফলমূলসম্পন্ন অতি পবিত্র প্রদেশসমুদায়ে বাস করিয়া থাকেন, সেই সকল স্বশরীরোপজীবী মহাত্মাদিগের নিয়ম শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! বানপ্রস্থদিগের যেরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মে মনোনিবেশ কর। বনবাসী সিদ্ধ মহাত্মাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া ত্রিকালীন অভিষেক, ইঙ্গুদী ও এরণ্ড তৈল ব্যবহার, পিতৃলোক ও দেবগণের অর্চ্চনা, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, যজ্ঞসম্পাদন এবং ফলমূল ও নীবার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিরন্তর যোগানুষ্ঠান, অরণ্যমধ্যে বীরাসনে অবস্থান, মণ্ডূকযোগ সাধন, স্থণ্ডিলে শয়ন এবং শীতকালে সলিলে অবস্থান ও গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিসেবন করিবেন। উঁহাদিগের অব্ভক্ষ্য, বায়ুভক্ষ্য, শৈবালভক্ষ্য, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখলিক বা সংপ্রক্ষাল হইয়া চীরবল্কল বা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া ধর্ম্মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত। হোম, পঞ্চ-

যজ্ঞানুষ্ঠান, পোষ্যবর্গের প্রতিপালন, অষ্টক-শ্রাদ্ধ, চাতুর্ম্মাস্য যাগ, দর্শপৌর্ণমাস্য যাগ ও নিত্যযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উঁহাদের পরম ধর্ম্ম। উঁহাদের মধ্যে অনেকে দারসংযোগ-বিমুক্ত হইয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন। স্রুক্ ও ভাণ্ড ইঁহাদিগের পরম ধন। ইঁহারা নিরন্তর অগ্নিত্রয়ের আরাধনা ও সৎপথে অবস্থান করিয়া পরম গতি লাভে সমর্থ হন। ইঁহারাই শাশ্বত ব্রহ্মলোক ও পবিত্র সোম-লোকে গমন করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

পার্ব্বতী কহিলেন, নাথ! বনবাসী জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বেচ্ছাচারী ও কেহ কেহ দারবিহারী হইয়া থাকেন, অতএব আপনি তাঁহাদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! যে সমস্ত তপস্বী স্বেচ্ছাচারী, মস্তক মুণ্ডন ও কষায় বস্ত্র ধারণই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। আর যাঁহারা দারসংযুক্ত, তাঁহারা রজনী উপস্থিত হইলেই গৃহে উপস্থিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় যথেষ্ট বিহার উঁহাদের ধর্ম্ম কহে। ত্রিকালীন স্নান স্বেচ্ছাচারী ও দারবিহারী উভয়েরই বিহিত আছে। কিন্তু ঋষিনির্দ্দিষ্ট হোমের অনুষ্ঠান, সমাধি, সৎপথে অবস্থান ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্যসংসাধন প্রভৃতি পূর্ব্বকথিত যে সমস্ত বনবাসীদিগের ধর্ম্ম আছে, তৎসমুদায় কেবল দারনিরত ব্যক্তিদিগেরই বিহিত হইয়াছে। তাঁহারা এই সমস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। স্বদার-নিরত ঋতুকালাভিগামী বানপ্রস্থগণ ঋষিকৃত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন। স্বেচ্ছানুসারে নিয়মাতিরিক্ত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যিনি সকলকেই অভয় প্রদান করেন, যিনি হিংসাদোষশূন্য এবং যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দয়া ও সরলতা প্রদর্শন ও সকল প্রাণীকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারই যথার্থ ধর্ম্ম লাভ হয়। সমস্ত বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক স্নান ও সমুদায় প্রাণীকে সরলতা প্রদর্শন এই উভয়ই তুল্য, বরং বেদপাঠান্তে স্নান অপেক্ষা সরলতা প্রদর্শন অধিক ফলপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সরলতাই যথার্থ ধর্ম্ম। কপটতাচরণ অপেক্ষা অধর্ম্মজনক কার্য্য অতি অল্পই বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি সরলতা অবলম্বন করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ধর্ম্মলাভ হয়। যে মহাত্মা সরলতায় সমধিক অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি দেবগণের সহিত একত্র বাস করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহার ধর্ম্মপরায়ণ হইবার অভিলাষ থাকে, সরল-স্বভাব হওয়া তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও হিংসাপরিশূন্য ব্যক্তি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে অধিকারী হন। যিনি অনলস, সৎপথাবলম্বী, সচ্চরিত্র, তিনি চরমে পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আশ্রম-প্রতিপালননিরত তাপসেরা কিরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা দীপ্তিশালী হইয়া থাকেন?

মহাধন রাজা বা নির্দ্ধন দরিদ্রগণ কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মহাফল লাভ করিতে সমর্থ হন? আর বনবাসী তাপসগণ কি কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পর লোকে দিব্যস্থান অধিকার করিয়া দিব্য চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া থাকেন? আমার এই সমস্ত বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ছেদন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! যাঁহারা উপবাসব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন এবং যাঁহারা অহিংসক ও সত্যবাদী হন, তাঁহারা সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক দেহান্তে নির্ব্বিঘ্নে গন্ধর্ব্বগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা মণ্ডুকযোগানিরত ও বিধানানুসারে নানাপ্রকার সৎকার্য্যে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা দেহান্তে নাগগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি মৃগগণের সহিত বাস করিয়া মৃগমুখোৎসৃষ্ট তৃণসমুদায় ভক্ষণ করেন, তিনি পরম আনন্দে সুরলোকে বিহার করিয়া থাকেন। যিনি শীতক্লেশসহিষ্ণু হইয়া শৈবাল ও বৃক্ষের শীর্ণপত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক কালযাপন করেন, তাঁহার চরমে পরম গতি লাভ হয়। যিনি বায়ু বা ফলমূল ভক্ষণ অথবা সলিলমাত্র পান করিয়া কালাতিপাত করেন, তিনি যক্ষলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি দ্বাদশবৎসরকাল বিধানানুসারে গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যস্থলে অবস্থান করেন, অথবা যিনি দ্বাদশবৎসর কাল পানভোজন পরিত্যাগী হন, তাঁহার পরজন্মে পৃথিবীর সাম্রাজ্য লাভ হইয়া থাকে। যিনি অনাবৃত প্রদেশস্থ স্থণ্ডিলে নিরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে দ্বাদশবর্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অনশনে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবলোকে গমন পূর্ব্বক বিবিধ যান, শয়ন ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ গৃহ সমুদায় উপভোগ করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশবার্ষিকদীক্ষাবসানে মহাসাগরে দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার বরুণলোক লাভ হয়। যিনি দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষা সমাপন পূর্ব্বক প্রস্তর দ্বারা আপনার চরণদ্বয় ভেদ করেন, তিনি গুহ্যকগণের মধ্যে বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া আত্মসমাধান পূর্ব্বক দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি দেহান্তে দেবলোকে গমন করিয়া দেবগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশবার্ষিকদীক্ষান্তে অগ্নিমধ্যে দেহত্যাগ করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আত্মাতে আত্মসমাধান পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ ও মমতাশূন্য হইয়া দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষা সমাপন করিয়া বৃক্ষে অগ্নি নিক্ষেপ পুরঃসর সর্ব্বসমক্ষে দেহত্যাগ বাসনায় গমন করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক সর্ব্বকামসম্পন্ন দিব্যপুষ্পসমাকীর্ণ ও দিব্যচন্দন চর্চ্চিত হইয়া দেবগণের সহিত পরম সুখে বাস করিয়া থাকেন। যিনি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া দেহত্যাগে উৎসুক হন, তাঁহার অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে এবং কামচারী বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক

নির্ব্বিঘ্নে দেবলোকে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আপনি সূর্য্যের নেত্র ও দন্ত উৎপাটন এবং দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছেন। আপনার তুল্য ক্ষমতাশালী আর কেহই নাই। এক্ষণে আমার এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা অপনোদন করুন। ভগবান্ ব্রহ্মাই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বৈশ্য কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া শূদ্রত্ব এবং কোন্ সুকর্ম্মবলে ক্ষত্রিত্ব লাভ করে? ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বা শূদ্রযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিবার কারণ কি? কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্ব লাভ হইয়া থাকে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রকৃতিসিদ্ধ বর্ণত্রয় কিরূপেই বা ব্রাহ্মণ্য লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! ব্রাহ্মণ্যলাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণই প্রকৃতিসিদ্ধ; ব্রাহ্মণ কেবল স্বীয় দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন ব্রহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন, অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহাদিগের পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, অথবা লোভমোহ বশত বৈশ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ লোভমোহপ্রভাবে স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে অশেষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হন। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহারা পরজন্মে স্বজাতিপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের এইরূপে শূদ্রত্ব লাভ হয়। যে বিজ্ঞান সম্পন্ন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হন, তাঁহার অবশ্যই অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মপ্রার্থী সাধুদিগের আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উগ্রজাতির অন্ন, বহুজনের আহারার্থ পরিপক্ক অন্ন, আদ্যশ্রাদ্ধীয় অন্ন, অশৌচান্ন, দূষিতান্ন ও শূদ্রান্ন ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া ঐ অন্ন পরিপাক না হইতে হইতে কালকবলে নিপাতিত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণ যে যে নিকৃষ্ট বর্ণের অন্ন ভক্ষণ করিয়া সেই অন্ন উদরে থাকিতে থাকিতে মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন, তাঁহার সেই সেই যোনিতে জন্মপরিগ্রহ হইয়া থাকে। যে

ব্যক্তি সুদুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মোহবশত তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক অভোজ্য অন্ন ভোজন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন। ব্রাহ্মণ সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘ্ন, ক্ষুদ্রাশয়, তস্কর, ভগ্নব্রত, অপবিত্র বেদবর্জ্জিত, পাপাত্মা, লুব্ধ, শঠ, শূদ্রাপতি, কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী, নীচসেবানিরত, গুরুদ্বেষী ও গুরুদারাপহারী হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার ব্রহ্মণ্য বিনষ্ট হয়। বৈশ্য সদাচারনিরত হইলে পরজন্মে ক্ষত্রিয়ত্ব এবং শূদ্র সদাচারনিরত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। সতত সৎপথে অবস্থান করিয়া অবিচলিতচিত্তে ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করা শূদ্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্র যদি দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, অতিথির প্রতি সমাদর, ঋতুস্নানের পর পত্নীর সহবাস, নিয়মিত ভোজন শৌচাবলম্বন, শুচি ব্যক্তির অন্বেষণ, পরিবারবর্গের আহারান্তে ভোজন ও বৃথামাংস পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেই তাহার পরজন্মে বৈশ্যত্ব লাভ হয়। বৈশ্য যদি সত্যবাদী, অহংকার, পরিশূন্য, সুখদুঃখাদিবিহীন, শান্তিগুণাবলম্বী, যজ্ঞপরায়ণ, বেদানুরক্ত পবিত্র ব্রাহ্মণের সৎকর্ত্তা ও সমুদায় বর্ণের পুষ্টিসাধক হয় এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট দুই সময়ে সকলের ভোজনের পর স্বয়ং ভোজন, কামনা পরিত্যাগ, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, অতিথি সৎকার ও গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের উপাসনা করে, তাহা হইলেই সে অতি পবিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ বৈশ্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি জন্মাবধি সমুদায় সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ব্রত ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দান, অধ্যয়ন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের উপাসনা, আর্ত্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য দান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সত্যকার্য্যের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান, ধর্ম্ম কার্য্যে উপদেশ প্রদান, বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, প্রজাদিগের শস্যের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ, পরস্ত্রীগমনবাসনা পরিত্যাগ, ঋতুকালে পত্নীতে গমন, দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবার মাত্র আহার, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র গৃহে কুশোপরি শয়ন, সমাহিত চিত্তে ত্রিবর্ণ সেবা, শূদ্রমাত্রকে অন্নদান, পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথির তৃপ্তিসাধন, স্বীয় গৃহে অতিথির ন্যায় বাস, ত্রিকালে হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং গো ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার্থ সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সে স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে পরজন্মে অনায়াসে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান ও বেদশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হয়। হে দেবি! এইরূপে অতিহীন বর্ণোদ্ভব শূদ্রও স্বীয় সৎকর্ম্মপ্রভাবে অনায়াসে বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে এবং ব্রাহ্মণ নীচবর্ণের অন্নভক্ষণাদি অসৎকর্ম্মপ্রভাবে ব্রহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রকুলে জন্ম পরিগ্রহ করে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ আমার মতে

শূদ্র সৎস্বভাবসম্পন্ন ও সৎকর্ম্মানুরক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়। কেবল জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান ও কুল, ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে, সদাচারই ব্রাহ্মণত্বের প্রধান কারণ। সদ্ব্যবহার দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান সকলের পক্ষেই সমান। যাহার হৃদয়ে নির্ম্মল নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব প্রকাশিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা স্বয়ং কহিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ শ্রেণীবিভাগমাত্র। বেদপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞাননিরত ব্রাহ্মণ চরণবিশিষ্ট জঙ্গম ক্ষেত্রস্বরূপ; ঐ ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে পরলোকে নিশ্চয়ই তাহার ফললাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আপনার মঙ্গল বাসনা করেন, তাঁহার সাগ্নিক, বিঘসাশী, সৎপথাবলম্বী, সংহিতাধ্যায়ী ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন হওয়া উচিত। অধ্যয়নজীবী হওয়া তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণ এইরূপ গুণসম্পন্ন ও সৎপথাবলম্বী হইলেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। দুর্লভ ব্রহ্মণ্যলাভ করিয়া শূদ্রাদি নীচ জাতির সংসর্গ পরিত্যাগ, দান, প্রতিগ্রহে অঙ্গীকার ও বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট শূদ্র যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণ যেরূপে শূদ্রত্ব লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! মানবগণ কার্য্য, মনঃ ও বাক্য প্রভাবে কখন বন্ধনযুক্ত এবং কখন বা বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে মনুষ্য কিরূপ চরিত্র, কার্য্য ও গুণসম্পন্ন হইলে স্বর্গলাভে অধিকারী হয়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! তুমি আমার নিকট যে সর্ব্বপ্রাণিহিতকর অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা সত্যধর্ম্মনিরত ও আশ্রম সমুদায়ের লক্ষণবিহীন হইয়া ধর্ম্মলব্ধ অর্থ ভোগ করেন, তাঁহারাই স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা প্রলয়োৎপত্তিতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও সংশয়বিহীন হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে কদাচ ধর্ম্মাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। যাঁহারা বীতরাগ হইয়া কায়মনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের কোন বিষয়ে আসক্তি না জন্মে এবং যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান্, সচ্চরিত্র ও শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান সম্পন্ন হন, তাঁহারাই কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্, সকলের বিশ্বাসপাত্র, হিংসাবিহীন, সদাচারনিরত, পরধনে নিস্পৃহ, চৌর্য্যবিমুখ, স্বধনসন্তুষ্ট, স্বভাগ্যোপজীবী সংযতেন্দ্রিয়, সচ্চরিত্র ও বেদবিরুদ্ধ সুখসম্ভোগে বিরত হন, যাঁহারা ধর্ম্মলব্ধ

অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও ঋতুস্নানের পর স্ত্রীসংসর্গ করেন এবং যাঁহারা পরস্ত্রী-সংসর্গের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাতও করেন না, প্রত্যুত তাহাদিগকে মাতা ভগিনী ও কন্যার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের স্বর্গলাভ হয়। জীবিকানির্ব্বাহ বা ধর্ম্ম-লাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা এইরূপ নির্ম্মল পথ অবলম্বন করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বর্গলাভের বাসনা করেন, তাঁহারা কদাচ ইহা অতিক্রম করিবেন না।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! কিরূপ বাক্য ব্যবহার করিলে মনুষ্যের নরক ও কিরূপ বাক্য ব্যবহার করিলে স্বর্গভোগ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যাঁহারা আপনার বা অন্যের হিতসাধন দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ, ধর্ম্মলাভ ও কামবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনের নিমিত্ত অথবা পরিহাসচ্ছলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ না করেন; যাঁহারা নির্দ্দোষ, মধুর বাক্যে লোকের স্বাগত জিজ্ঞাসা ও সর্ব্বতোভাবে কপটতা পরি-ত্যাগ করেন, যাঁহারা কাহারও প্রতি কটু বা নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন না; মিত্র-ভেদকর পিশুন বাক্য প্রয়োগ করিতে যাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি জম্মে না; যাঁহারা পরদ্রোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয়বাদী ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হন; যাঁহারা শঠতা ও অসদ্বাক্য ব্যবহার না করিয়া সর্ব্বদা মধুর বাক্যে লোকের সহিত আলাপ করেন এবং যাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়াও মর্ম্মভেদী পরুষ বাক্য উচ্চারণ না করিয়া মিষ্ট কথা কহেন, তাঁহারাই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব সর্ব্বদা এইরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগের বাসনা করিবেন না।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! কিরূপ মানসিক বৃত্তি অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান করিলে মানবগণের স্বর্গলাভ এবং কিরূপ মানসিক বৃত্তি অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা উহাদের নরক ভোগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা যেরূপ মনোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া স্বর্গলাভ করেন এবং কুটিলপ্রকৃতি মনু-ষ্যেরা যেরূপ মনোবৃত্তি আশ্রয় পূর্ব্বক নরক ভোগ করিয়া থাকে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা নির্জ্জন গ্রাম, গৃহ বা বিপিনমধ্যে পরধন দর্শন করিয়া উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করেন, নির্জ্জনে কামুকী পরস্ত্রী দর্শন করি-য়াও যাঁহাদিগের মনঃ বিচলিত না হয়; যাঁহারা কি শত্রু, কি মিত্র সকল লোকেরই সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করেন এবং যাঁহারা বিদ্বান্, পবিত্রস্বভাব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, স্বধন-সন্তুষ্ট, শত্রুতাবিহীন, আয়াসশূন্য, সকলের সহিত বন্ধুতাসংস্থাপনে যত্নশীল, প্রশস্তচিত্ত, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, শ্রদ্ধান্বিত, পবিত্র, পবিত্র ব্যক্তিদিগের প্রিয়, ধর্ম্মাধর্ম্মবেত্তা, শুভাশুভ কার্য্যের পরিণামদর্শী, ন্যায়পরায়ণ, গুণবান্, দেবদ্বিজভক্ত এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে

অধ্যবসায়সম্পন্ন হন, তাঁহারাই স্বর্গলাভের যথার্থ অধিকারী। এই আমি তোমার নিকট স্বর্গলাভের পথ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। ইহার বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিদিগকে নিশ্চয়ই নরক ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার বাসনা হয়, তাহা ব্যক্ত কর।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! মনুষ্য কিরূপ কার্য্য বা তপস্যা দ্বারা দীর্ঘায়ু ও কিরূপ কার্য্য দ্বারা ক্ষীণায়ু হয় এবং ইহলোকে কি নিমিত্ত কেহ ভাগ্যবান, কেহ মন্দভাগ্য, কেহ কুলীন, কেহ কুলভ্রষ্ট, কেহ প্রিয়দর্শন, কেহ অপ্রিয়দর্শন, কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত, কেহ মূর্খ এবং কেহ অল্প ক্লেশযুক্ত, কেহ বা বহু ক্লেশসম্পন্ন হইয়া কালহরণ করিয়া থাকে; এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যের যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা উগ্রস্বভাব, প্রাণিগণের প্রাণহন্তা, উদ্যতদণ্ড, শস্ত্রপ্রহারে সমুদ্যত, নির্দ্দয়, জীবগণের উদ্বেগজনক, এবং কীটপতঙ্গেরও আশ্রয়দানে বিরত হয়, তাহারাই নরকে গমন করে। আর যাঁহারা এই সমুদায় আচরণে বিরত হন, তাঁহারা সৎকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক রূপবান্ ও ধার্ম্মিক হইতে পারেন। লোকে হিংসাপরায়ণ হইলে নরক ও হিংসাবিহীন হইলেই স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে নরকে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে কোন ক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, তথাপি তাহাকে ঐ মনুষ্যজন্মে ক্ষীণায়ু হইতে হয়। যাহারা পাপকার্য্যে নিরত, হিংস্রস্বভাব ও সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হয়, তাহারাই পরজন্মে অল্পায়ু হইয়া থাকে; আর যাঁহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী, সর্ব্বভূতে দয়াশীল, হত্যাবিমুখ এবং দণ্ডবিধান ও শস্ত্রপ্রহারে পরাঙ্মুখ হইয়া কাহারও হিংসা বা পরহিংসার অনুমোদন না করেন, তাঁহারাই স্বর্গ লাভ পূর্ব্বক বিবিধ সুখভোগ ও পরিশেষে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া দীর্ঘায়ু হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সৎকার্য্যে নিরত সচ্চরিত্র মহাত্মাদিগের দীর্ঘায়ু হইবার এই প্রাণিহিংসানিবৃত্তিরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, দেব! মনুষ্য কিরূপ স্বভাবসম্পন্ন, কি প্রকার কার্য্যানুষ্ঠাননিরত ও কি প্রকার দানশীল হইলে তাহার স্বর্গ লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যিনি ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সৎকার এবং দীন, অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্নপান ও বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন; যিনি গৃহ, সভা, কূপ ও পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া দেন এবং

যিনি প্রীতমনে আসন, শয্যা, যান, রত্ন, ধন, ধেনু, ক্ষেত্র ও স্ত্রীপ্রভৃতি প্রার্থনীয় বস্তুসমুদায় অকাতরে দান করেন, তিনি দেহান্তে দেবলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় বহুকাল বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ ও অপ্সরাদিগের সহিত নন্দনকাননে বিহার করিয়া পরিশেষে পুনরায় জীবলোকে সুসমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ জন্মে তাঁহার সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ হয় এবং তিনি ধনী ও ভোগশীল হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ প্রজাপতি দানশীল মহাত্মাদিগের এইরূপ সৌভাগ্যের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যাহারা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি, তাহারাই ধনসত্ত্বে ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়াও তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। উহাদিগকে দানকৃপণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ সমস্ত লুব্ধস্বভাব পামরের নিকট দীন, অন্ধ, ভিক্ষুক ও অতিথি প্রভৃতি যথার্থ কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণ প্রার্থনা করিয়াও ধন, বস্ত্র, সুবর্ণ, গো ও কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্য কদাপি প্রাপ্ত হয় না। ঐ সকল দানপরাঙ্মুখ অধার্ম্মিক নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকে নিপাতিত হইয়া বিবিধ কষ্টভোগের পর পরিশেষে নির্ধন লোকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। ঐ জন্মে উহারা পৃথিবীর সকল প্রকার ভোগে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত নিকৃষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকে; উহারা ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া লোকের দ্বারে গমন করিলেও লোকে উহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। হে দেবি! অদাতা কৃপণদিগের এইরূপই দুর্গতি লাভ হয়। যাহারা ধনমদমত্ত হইয়া আসনার্হ ব্যক্তিদিগকে আসন, পাদ্যার্হ ব্যক্তিকে পাদ্য, অর্ঘার্হ ব্যক্তিকে অর্ঘ, আচমনীয়ের উপযুক্ত ব্যক্তিকে আচমনীয় ও পথপ্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথপ্রদান না করে; আর যাহারা অভ্যাগত গুরুর প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনে বিরত, অভিমানসম্ভূতলোভের একান্ত বশীভূত এবং মান্য ব্যক্তির অবমাননা ও বৃদ্ধবর্গের পরাভবে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। এই পামরেরা যদি কোন ক্রমে বহুকালের পর নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে উহাদিগকে অতি নিকৃষ্ট চণ্ডালাদির বংশে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অভিমানপরতন্ত্র নহে; যিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত অর্চ্চনা করেন, যাঁহারা লোকের পূজনীয়, বিনয়ী, মধুরভাষী ও সকল বর্ণের প্রিয়কার্য্যে নিরত, যিনি কখন কাহারও প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন না এবং যিনি সকলকে স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অভ্যর্থনা, সকলকেই যথোচিত সৎকার, পথ প্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথ প্রদান, গুরুকে যথোচিত সম্মান ও সতত অতিথিসংগ্রহে যত্নপ্রকাশ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে স্বর্গে গমন পূর্ব্বক বহুকাল সুখভোগ করিয়া পরিশেষে ভূলোকে অতি উৎকৃষ্ট কুলে সমুৎপন্ন হন। ঐ জন্মে তিনি অতিশয় ভোগশালী, ধর্ম্মপরায়ণ, সকলের নমস্য ও আদরণীয় হইয়া থাকেন এবং

দানের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে যথোচিত দান করেন। বিধাতা স্বয়ং এই ধর্ম্মফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর মনোমধ্যে ভয় উত্তেজিত করিয়া থাকে; যে নরাধম হিংসাপরবশ হইয়া হস্ত, পদ, রজ্জু, দণ্ড ও লোষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা প্রাণিগণকে যন্ত্রণা প্রদান এবং ভীষণমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক জন্তুগণকে আক্রমণ করে, সেই পাপাত্মা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। ঐ দুরাত্মা বহুকালের পর যদি কোন ক্রমে মনুষ্যযোনি পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে উহাকে বিপজ্জালপরিপূর্ণ অতি নীচ বংশে উদ্ভূত হইয়া সকলের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়। আর যিনি জিতেন্দ্রিয়, শত্রুতাবিহীন, সকলের পিতৃতুল্য ও দয়াবান্ হইয়া সকলকে স্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন; যিনি হস্তপদাদি দ্বারা কোন জন্তুকেই যন্ত্রণা প্রদান করেন না এবং যিনি সকলেরই বিশ্বাসপাত্র, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া দিব্য ভবনে দেবতার ন্যায় পরম সুখে বাস এবং পরিশেষে মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নির্বিঘ্নে সুখভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আর কখনই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয় না। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সাধুদিগের গতির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

পার্ব্বতী কহিলেন, নাথ! এই জীবলোকে কতকগুলি তর্কবিতর্কসুনিপুণ জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ও কতকগুলি লোক প্রজ্ঞাবিহীন মূর্খ হইয়া থাকে; ইহার কারণ কি? আর কি নিমিত্তই বা কতকগুলি লোক জন্মাবধি অন্ধ, রোগার্ত্ত ও ক্লীব হইয়া থাকে? আমার এই সমস্ত বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ছেদন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যে সকল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বেদবিৎ ধর্ম্মপরায়ণ সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে অশুভ কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতত শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা উহার প্রভাবে ইহলোকে সুখ ও দেহান্তে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। ঐ সকল মহাত্মাই কর্ম্মক্ষয়ের পর পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া প্রজ্ঞাবান্ ও কল্যাণভাজন হইয়া থাকেন। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি পরস্ত্রীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহাদিগকে পরজন্মে জন্মান্ধ হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা অসৎ অভিসন্ধি করিয়া বিবসনা কামিনীকে নিরীক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে নিরন্তর রোগে নিপীড়িত হইয়া থাকে। যে সকল দুরাত্মা পশ্বাদির সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত ও নিরন্তর স্ত্রীসংসর্গে অনুরক্ত হয় এবং যাহারা গুরুদারাপহরণ ও গুরুহত্যা করে, তাহারা পরজন্মে ক্লীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে?

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! মনুষ্য কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকে।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে সতত শ্রেয়োলাভের পথ জিজ্ঞাসা করেন এবং যিনি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ও গুণাকাঙ্ক্ষী হন, তিনি দেহান্তে নিশ্চয়ই

স্বর্গে গমন পূর্ব্বক বহুকাল সুখভোগ করিয়া পরিশেষে মনুষ্যযোনিতে সমুৎপন্ন হইয়া অসাধারণ মেধাবী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মনুষ্যগণের হিতার্থ শুভফলজনক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! এই ভূমণ্ডলমধ্যে কতকগুলি মনুষ্য ধর্ম্মবিদ্বেষী, স্বল্পবিজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রতবিহীন, নিয়মভ্রষ্ট, রাক্ষসসদৃশ, হিংসাপরায়ণ ও অনাস্তিক হয়, উহারা প্রাণান্তেও বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার্থ গমন করে না। আর কতকগুলি লোক ধর্ম্মপরায়ণ, ব্রতনিরত, শ্রদ্ধাবান্ ও যাজ্ঞিক হইয়া থাকেন, ইহার কারণ কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! বেদে লোকধর্ম্মের মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা সেই বেদোক্ত ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই পরজন্মে ব্রতশীল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর যাহারা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই সমস্ত ব্রহ্মরাক্ষসসদৃশ পাপাত্মা দেহান্তে নরকভোগের পর কোন ক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া হোম বষট্‌কার ও ব্রতবিহীন হইয়া কালযাপন করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মনুষ্যগণের শুভাশুভ বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ভগবান্ ভূতভাবন প্রিয়তমা পার্ব্বতীকে এইরূপ কহিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইবার বাসনায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি উৎকর্ষ, অপকর্ষ ও ধর্ম্মবিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ। এই তপোবনই তোমার প্রধান বাসস্থান, তুমি সাধ্বী, সুকেশী, কার্য্যদক্ষ, দম ও শান্তিগুণযুক্ত, মমতাপরিশূন্য এবং ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত। ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী, ইন্দ্রের শচী, মার্কণ্ডেয়ের ধূমোর্ণা, কুবেরের ঋদ্ধি, বরুণের গৌরী, সূর্য্যের সুবর্চ্চলা, চন্দ্রের রোহিণী, অগ্নির স্বাহা এবং কশ্যপের পত্নী অদিতি ইঁহাদের সকলেরই সহিত তোমার সাক্ষাৎকার ও সহবাস হইয়াছে। কি ধর্ম্ম, কি শীলতা, কি ব্রত, কি সারাংশ, কি বাদ্য, কোন বিষয়েই তুমি আমা অপেক্ষা ন্যূন নহ। তুমি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি অবলাগণের একমাত্র গতি, ভূমণ্ডলস্থ ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত কামিনীগণ তোমারই চরিত্রের অনুসরণ করিয়া থাকে। তোমার অর্দ্ধশরীর দ্বারা আমার অর্দ্ধশরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তুমি দেবতা ও মনুষ্যদিগের মঙ্গল সাধন করিয়া থাক। স্ত্রীজাতির শাশ্বত ধর্ম্মবিষয় তোমার অবিদিত নাই, অতএব তুমি এক্ষণে উহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর। কারণ তুমি যাহা কীর্ত্তন করিবে, তাহা অবশ্যই এই জগতে প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ভগবান্ ভূতভাবন এই কথা কহিলে, পার্ব্বতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি সমুদায় জীবের ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। আপনার প্রসাদবলেই আমার বাক্‌শক্তি প্রতিভাসিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার স্নানার্থ সরিদ্বরা সরস্বতী, বিপাশা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, শতদ্রু, দেবিকা, সিন্ধু, কৌশিকী, গোমতী এবং স্বর্গ হইতে সমাগত সমুদায় তীর্থে পরিবেষ্টিত দেবনদী গঙ্গা, ইঁহারা সকলেই সমাগত হইয়াছেন। আমি ইঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আনুপূর্ব্বিক স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব। স্ত্রীজাতিরা স্বজাতিরই অনুধাবন করিয়া থাকে। বিশেষত আমি নদীসমুদায়ের সহিত পরামর্শ করিলে উঁহাদের সম্মান পরিবর্দ্ধিত হইবে; অতএব উঁহাদের সহিত পরামর্শ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবতী পার্ব্বতী মহাদেবকে এই কথা কহিয়া হাস্যবদনে স্ত্রীধর্ম্মকুশল সরিদ্গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নদীগণ! ভগবান্ ভূতপতি আমাকে স্ত্রীধর্ম্মবিষয়ক যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া উঁহাকে তাহার উত্তর প্রদান করিবার বাসনা করি। এই ভূমণ্ডলে বা স্বর্গমধ্যে কেহই একাকী বিজ্ঞানবিষয় স্থির করিতে পারে না। এই নিমিত্তই আমি তোমাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভগবতী পার্ব্বতী অতি পবিত্র সরিদ্গণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে স্ত্রীধর্ম্মজ্ঞা সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা আহ্লাদে পুলকিত হইয়া হাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি জগন্মান্যা হইয়াও নদীদিগকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হইয়াছি। যে ব্যক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞ হইয়াও অন্যকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সম্মাননা করেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন। যে ব্যক্তি তর্কবিতর্কপারদর্শী জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন বক্তার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাকে কখন বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি আত্মাভিমাননিবন্ধন অন্যকৃত সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া সভায় বক্তৃতা করে, সে বুদ্ধিমান্ হইলেও তাহার বাক্য দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হে দেবি! তুমি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ও স্বর্গমধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত; অতএব তুমি স্বয়ংই স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন কর।

সুরতরঙ্গিণী ভগবতী পার্ব্বতীকে সমাদর পূর্ব্বক এই কথা কহিলে, তিনি বিস্তারিত রূপে স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, আমি স্ত্রীধর্ম্ম যতদূর অবগত আছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। পিতা মাতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গের অনুমতি অনুসারে অগ্নিসমক্ষে উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীত হওয়া কামিনীগণের প্রধান ধর্ম্ম। যে স্ত্রী সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনী, সদ্ব্যবহারনিরতা ও প্রিয়দর্শনা হন এবং স্বামীর মুখদর্শনে পুত্র-

বদনদর্শনজনিত আহ্লাদের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মচারিণী ও সাধ্বী। যিনি দম্পতিধর্ম্মশ্রবণে অনুরাগিণী, ভর্ত্তৃতুল্য ব্রহ্মচারিণী ও ধর্ম্মানুরক্তা হন এবং স্বীয় স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞান ও দেবতুল্য পরিচর্য্যা করেন; যিনি একান্তচিত্তে স্বামীর বশীভূত হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যাঁহার মনঃ স্বামিচিন্তা ভিন্ন অন্যচিন্তা হইতে নিবৃত্ত হয়; স্বামী দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বা ক্রোধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও যিনি তাঁহার নিকট প্রসন্নবদনে অবস্থান করেন; অন্য পুরুষের কথা দূরে থাকুক, যিনি চন্দ্র, সূর্য্য বা বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না; স্বামী দরিদ্র, ব্যাধিনিপীড়িত, কাতর বা পথশ্রান্ত হইলে যিনি তাঁহার প্রতি অকপট ভাবে সমাদর প্রকাশ করেন; যিনি কার্য্য-দক্ষা, প্রযতা, পতিপরায়ণা ও পুত্রবতী; যিনি অবিকৃতচিত্তে স্বামীর শুশ্রূষা করেন; যাঁহার মনঃ স্বামীর প্রতি সততই প্রসন্ন থাকে; যিনি প্রতিনিয়ত অন্নপ্রদান দ্বারা কুটুম্বগণের ভরণপোষণ করেন; যিনি বিষয়কামনা, বিষয়ভোগ, ঐশ্বর্য্য বা সুখে বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল স্বামীর প্রতি যত্ন করেন; যিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহসম্মার্জ্জন, গৃহে গোময়লেপন, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া হোমানুষ্ঠান, বলি প্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও ভৃত্য-গণকে আহার প্রদান করিয়া থাকেন; পরিবারবর্গ ভোজন করিলে পর যিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হন; যাঁহার দ্বারা লোক-সকল সন্তুষ্ট ও পরিপুষ্ট হয় এবং যিনি শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সন্তোষ সাধন, পিতামাতার প্রতি ভক্তিপ্রকাশ করেন; তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মফল লাভ হয়। যিনি ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্র-দিগকে অন্ন প্রদান করেন এবং স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও তাঁহার হিতসাধনে নিরত হন, তাঁহার পাতিব্রত্যধর্ম্মের ফল লাভ হইয়া থাকে। পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম, তপস্যা ও সনাতন স্বর্গস্বরূপ। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরম গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির প্রসন্নতা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে নাথ! আপনি অপ্রীত থাকিলে আমার কখনই স্বর্গ লাভের কামনা হয় না। পতি দরিদ্র, ব্যাধিত, বিপন্ন, রিপুর বশবর্ত্তী বা ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত হইয়া যদি প্রাণবিয়োগকর অকার্য্য বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে অবিচারিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। হে দেবাদিদেব! এই আমি আপনার নিকট স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। যে স্ত্রী এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই পাতি-ব্রত্যধর্ম্মভাগিনী হন।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবতী পার্ব্বতী এই কথা কহিলে, ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া স্বীয় অনুচর ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে তথা হইতে বিদায় করিলেন। তখন যাবতীয় গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভূত ও নদীগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহর্ষিগণ সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার নিকট মহাত্মা বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদের নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর, দশবাহু, দৈত্যনিসূদন, শ্রীবৎসাঙ্ক, সর্ব্বদেবের পূজিত, সনাতন বাসুদেব পিতামহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মস্তক হইতে আমার, উদর হইতে ব্রহ্মার, কেশ হইতে জ্যোতিঃপদার্থসমুদায়ের, রোম হইতে দেবতা ও অসুরগণের এবং দেহ হইতে মহর্ষি ও নিত্যলোক সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাকে ব্রহ্মা ও দেবগণের সাক্ষাৎ গৃহস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনিই স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় পৃথিবীর সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে দেবশ্রেষ্ঠ, দেবগণের অরাতিনিপাতন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসংশ্লিষ্ট, সর্ব্বগ, সর্ব্বতোমুখ, পরমাত্মা, সর্ব্বব্যাপী ও মহেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার তুল্য আর কেহই নাই। তিনি সনাতন, মধুনিপাতন ও গোবিন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনিই দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে অসংখ্য নরপতির বিনাশসাধন করিবেন। তিনি ভিন্ন কোন দেবতারই কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি সর্ব্বনমস্কৃত ও সর্ব্বভূতের নায়কস্বরূপ। কি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, কি আমি, কি অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই তাঁহার শরীরমধ্যে পরম সুখে বাস করিয়া থাকি। সেই শার্ঙ্গচক্রশঙ্খগদাধারী গরুড়ধ্বজ পুণ্ডরীকাক্ষ সতত লক্ষ্মীর সহিত একত্র বাস করিয়া থাকেন। তিনি শীলসম্পন্ন, শমদম ও বলবীর্য্যসমন্বিত, পরম সুন্দর, সর্ব্বোন্নত, ধৈর্য্যশীল, সরল, অনৃশংস, অলৌকিক অস্ত্রসমুদায়ে সুশোভিত, যোগমায়াযুক্ত, সহস্রাক্ষ, অনিন্দনীয়, মহামনাঃ, বীর, মিত্রদিগের প্রশংসাকারী, জ্ঞাতিবন্ধুগণের প্রিয়, ক্ষমাশীল, অহঙ্কারবিহীন, ব্রাহ্মণগণের হিতকর, বেদের উদ্ধারকর্ত্তা, ভয়ার্ত্তদিগের ভয়হর্ত্তা, মিত্রদিগের আনন্দবর্দ্ধক, সর্ব্বভূতের শরণ্য, দীনগণের প্রতিপালক, বিদ্বান্, অর্থসম্পন্ন, সর্ব্বভূতনমস্কৃত, আশ্রিত শত্রুদিগেরও পরিত্রাতা, ধর্ম্মবিদ্, নীতিজ্ঞ, ব্রহ্মবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি দেবগণের মঙ্গলবিধানার্থ মহাত্মা মনুর বিশুদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে অঙ্গ, অঙ্গ হইতে অন্তর্দ্ধামা, অন্তর্দ্ধামা হইতে হবির্দ্ধামা, হবির্দ্ধামা হইতে প্রাচীনবর্হি, প্রাচীনবর্হি হইতে দশপ্রচেতা, প্রচেতা হইতে দক্ষপ্রজাপতি, দক্ষপ্রজাপতি হইতে দাক্ষায়ণী, দাক্ষায়ণী হইতে আদিত্য ও আদিত্য হইতে বৈবস্বত মনু সমুৎপন্ন হইবেন। সেই বৈবস্বত মনুর বংশে ইলা

জন্মগ্রহণ করিবেন। ঐ ইলার গর্ভে ও বুধের ঔরসে পুরূরবার উৎপত্তি হইবে। পুরূরবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহুষ, নহুষ হইতে যযাতি, যযাতি হইতে যদু, যদু হইতে ক্রোষ্টা, ক্রোষ্টা হইতে বৃজিনীবান্, বৃজিনীবান্ হইতে ঋষদ্গু ও ঋষদ্গু হইতে চিত্ররথ সমুদ্ভূত হইবে। ঐ চিত্ররথের পরম পরিশুদ্ধ বংশে শূর নামে এক বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাযশস্বী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই শূর হইতে মহাত্মা বসুদেবের এবং বসুদেব হইতে বাসুদেবের উৎপত্তি হইবে। ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ জরাসন্ধকে পরাজয় পূর্ব্বক তাহার প্রভাবে গিরিগহ্বরে রুদ্ধ নরপতিদিগকে মুক্ত করিয়া দিবেন এবং পরিশেষে অপ্রতিহত বলবীর্য্যপ্রভাবে সমুদায় নরপতির শাসনকর্ত্তা হইয়া দ্বারকায় অবস্থান পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিবেন। অতএব তোমরা তৎকালে শাস্ত্রানুসারে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা ব্রহ্মার ন্যায় সেই সনাতন বাসুদেবের পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিও। যে ব্যক্তি আমাকে বা সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে বাসনা করিবে, সে যেন সেই সনাতন বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎকার করে। ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন করিলেই ব্রহ্মাকে ও আমাকে দর্শন করা হইবে। ভগবান্ বাসুদেব যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, ব্রহ্মাদি সমুদায় দেবতাই তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিবেন। যে ব্যক্তি সেই মধুসূদনের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তিনি কীর্ত্তি, জয় ও স্বর্গলাভে সমর্থ এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইবেন। অতএব সৎকার্য্যনিরত ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা সর্ব্বদা সেই পরম পুরুষকে নমস্কার করিবেন। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে নিশ্চয়ই পরম ধর্ম্ম লাভ হইবে।

মহাত্মা হৃষীকেশ প্রজাগণের হিতচিকীর্ষু হইয়া সনৎকুমার প্রভৃতি যে মহর্ষিগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিয়া তপস্যা করিতেছেন। অতএব সেই ধর্ম্মপরায়ণ সনাতন হৃষীকেশকে নমস্কার করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি সজ্জনের ন্যায় বন্দিত হইলে বন্দনা, মানিত হইলে মাননা, পূজিত হইলে প্রতিপূজা, দৃষ্ট হইলে দর্শন এবং আশ্রিত হইলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। লোকপূজিত দেবগণও তাঁহাকে অর্চ্চনা করেন। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। অতএব প্রতিনিয়ত কায়মনোবাক্যে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া দর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হে মহর্ষিগণ! এই আমি তোমাদের নিকট বাসুদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তাঁহাকে দর্শন করিলেই সকল দেবতাকে দর্শন করা হয়। আমিও সেই সর্ব্বলোকপিতামহ মহাবরাহ মূর্ত্তিধর জগৎপতিকে নিয়ত নমস্কার করিয়া থাকি। তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই মূর্ত্তিত্রয়ের দর্শনলাভ হয়। আমরা সকলেই তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান

করি। ঐ মহাত্মা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অনন্তদেব অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব নামে বিখ্যাত হইবেন। সেই বলদেবের রথে ত্রিশির স্বুবর্ণময় তালধ্বজ বিদ্যমান থাকিবে এবং তাঁহার মস্তক মহানাগগণে পরিবেষ্টিত হইবে। তিনি চিন্তা করিবামাত্র অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় তাঁহার নিকট সমাগত হইবে। পূর্ব্বে দেবগণ কশ্যপাত্মজ বলবান্ গরুড়কে ঐ মহাত্মার অন্তদর্শনে অনুরোধ করাতে, গরুড় তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সেই অনন্তদেব স্বীয় শরীর দ্বারা বসুন্ধরা ধারণ করিয়া মহা আহ্লাদে রসাতলে অবস্থান করিতেছেন। যিনি বিষ্ণু, তিনিই অনন্তদেব এবং যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ। অতএব চক্রধারী কৃষ্ণ ও লাঙ্গলধারী বলদেব এই উভয়কে যত্ন পূর্ব্বক দর্শন ও সম্মান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হে তপোধনগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট যত্ন পূর্ব্বক যদুবংশাবতীর্ণ নারায়ণকে পূজা করিবার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, বাসুদেব! মহাত্মা মহাদেব এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইবামাত্র অকস্মাৎ নভোমণ্ডলে জলদজাল উদিত, বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত ও মেঘের অতি গভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অদৃশ্য হইল। মেঘ হইতে মুষলধারে বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তখন সেই পবিত্র দেবগিরিতে মহর্ষিগণ মহাদেব বা ভূতগণকে আর কেহ দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর অবিলম্বে নভোমণ্ডল হইতে জলদজাল অপসারিত হইয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন ও শঙ্করের সহিত পার্ব্বতীর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তীর্থ পর্য্যটন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হে বাসুদেব! গিরিপৃষ্ঠে ভগবান্ মহাদেব যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমিই সেই সনাতন ব্রহ্ম। পূর্ব্বে মহাদেব হিমালয় দগ্ধ করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমার তেজঃপ্রভাবে পুনরায় সেইরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার নিরীক্ষণ করিলাম। এই আমি তোমার নিকট মহাদেবের মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। দেবকীনন্দন ভগবান্ বাসুদেব নারদের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! তোমাকে দর্শন করিলে আমাদিগের যেরূপ আন্তরিক প্রীতি উৎপন্ন হয়, দেবলোকেও আমাদিগের তাদৃশ প্রীতিলাভ হয় না। অতএব তুমি আমাদিগকে বারংবার দর্শন প্রদান করিও। ভগবান্ মহাদেব তোমার মহিমা যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন,

তাহার অনুমাত্র মিথ্যা নহে। তুমি সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছ এবং আমরা তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি আমাদিগের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাক; এই নিমিত্তই আমরা তোমার প্রীতিপ্রিয় অনুষ্ঠান করিবার বাসনায় এই তোমার নিকট হরপার্ব্বতীসংবাদ বিষয়ক রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই। আমরা নিতান্ত চপলস্বভাব, কোন গোপনীয় বিষয় আমরা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারি না। তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও আমরা স্বীয় লঘুত্ব নিবন্ধনই তোমার নিকট নানাপ্রকার কহিয়া থাকি। এই বিশ্বমধ্যে তোমার অবিদিত কোন বিস্ময়কর পদার্থই বিদ্যমান নাই। কি ভূলোকে, কি দ্যুলোকে যে কোন স্থানে যে কোন পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ই তুমি অবগত আছ। এক্ষণে তোমার বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও পুষ্টিলাভ হউক, অবিলম্বেই তোমার এক মহাপ্রভাবসম্পন্ন, দীপ্তিশীল, কীর্ত্তিমান্ ও তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইবে। আমরা চলিলাম। মহর্ষিগণ এই বলিয়া দেবদেব বাসুদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর শ্রীমান্ বাসুদেব হৃষ্টমনে বিধানানুসারে ব্রত সমাপন করিয়া পুনরায় দ্বারকায় সমুপস্থিত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে দেবী রুক্মিণী গর্ভ ধারণ পূর্ব্বক দশম মাস পূর্ণ হইলে এক বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র দেবতা, অসুর, মনুষ্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্ব্বভূতের অন্তরে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। উঁহার নাম কাম।

হে যুধিষ্ঠির! এই সেই মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ বাসুদেব প্রীতি পূর্ব্বক তোমাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমরাও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ। ইনি যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানেই কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্বর্গপথ বিদ্যমান থাকে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, এই বাসুদেব ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতার সমষ্টি। ইনি দেবাদিদেব মহাদেব ও সকল ভূতের আশ্রয় স্থান। ইঁহার আদি অন্ত নাই। ইনি অব্যক্তস্বরূপ। এই বাসুদেব সুরগণের কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনি দুষ্কর কার্য্যের বক্তা ও কর্ত্তা। ইঁহারই আশ্রয়লাভ করিয়া তোমার জয়, কীর্ত্তি ও সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছে। ইনি তোমার নাথ ও পরম গতি। তুমি হোতৃস্বরূপ হইয়া যুগান্তানলকল্প কৃষ্ণরূপ স্রুব দ্বারা সমরাগ্নিতে অনেকানেক নৃপতিকে আহুতি প্রদান করিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধন যখন জ্ঞাতি, বন্ধুবান্ধব ও পুত্রগণের সহিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিতান্ত শোচনীয়, সন্দেহ নাই। যখন এই কৃষ্ণের চক্রে মহাবল মহাকায় মানবগণ দাবানলে শলভের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন হীনবল মনুষ্যেরা কি প্রকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। এই যুগান্তানলতুল্য মহাযোগী

সব্যচারী অর্জ্জুনও সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইনি নারায়ণের অংশ। এই মহাবীর স্বীয় তেজঃ প্রভাবে অনায়াসে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন। এক্ষণে হিমাচলে ভগবান্ শঙ্কর তপোধনগণের নিকট কৃষ্ণের যেরূপ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণের পুষ্টি, তেজঃ, পরাক্রম, প্রভাব ও নম্রতা অর্জ্জুন অপেক্ষা তিন গুণ অধিক। কৃষ্ণের ঐ সমুদায় গুণ অতিক্রম করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। অধিক কি কহিব, যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। আমরা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি ও পরাধীন; সেই নিমিত্তই জানিয়া শুনিয়াও মৃত্যুর পথে পাদ প্রসারণ করিয়াছি। তুমি নিতান্ত সরলস্বভাবসম্পন্ন; সেই নিমিত্তই পূর্ব্বে বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে এবং প্রিয়তর প্রাণের বিনিময়ে প্রতিজ্ঞাপালনে যত্নবান্ হইয়া এত দিন রাজ্যগ্রহণ কর নাই। যাহারা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে কালপ্রভাবেই কালকবলে নিপতিত হইতে হইয়াছে। আমিও কালপ্রভাবে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছি। কালই সকলের ঈশ্বর। তুমি সেই কালকে বিলক্ষণ অবগত আছ। অতএব কাল যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। এই কৃষ্ণই সেই লোহিতলোচন দণ্ডধর কাল। এক্ষণে তুমি জ্ঞাতিগণের নিমিত্ত শোকে কাতর হইও না।

আমি তোমার নিকট মহর্ষি ব্যাস ও দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে বাসুদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি, তুমিও বিগতশোক হইয়া তাহা শ্রবণ করিয়াছ। আমি উহা যতদূর কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহাতেই উঁহার মহিমার এক প্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। আমি তোমার নিকট অনেকানেক মহর্ষির প্রভাব বিশেষতঃ হরপার্ব্বতীসংবাদ কীর্ত্তন করিয়াছি। যিনি ঐ পবিত্র সংবাদ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধারণ করিবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভ, সমুদায় অভীষ্টসিদ্ধি ও দেহান্তে স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে, সন্দেহ নাই। যিনি আপনার মঙ্গলকামনা করেন, কৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। বেদাবিৎ ব্রাহ্মণেরা ইঁহাকে অক্ষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ উমাপতি যে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তুমি নিরন্তর তৎসমুদায়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবে। তুমি প্রজাপালননিরত হইয়া ধর্ম্মানুসারে জীবিতকাল অতিবাহিত করিলে দেহান্তে অবশ্যই তোমার স্বর্গলাভ হইবে। ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধানই তাঁহার পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সজ্জনসন্নিধানে আমি যে হরপার্ব্বতীসংবাদ কীর্ত্তন করিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া বা শ্রবণ করিবার অভিলাষে বিশুদ্ধমনে শঙ্করের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবর্ষি নারদ শঙ্করের আরাধনা করিবার নিমিত্ত এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেবের

পূজায় প্রবৃত্ত হও। বাসুদেব দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত বদরিকাশ্রমে দশসহস্রবৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তুমি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ, ব্যাস ও আমার নিকট ইহা সম্যক্ অবগত হইয়াছ। এই বাসুদেব বাল্যাবস্থাতেই জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণার্থ কংশের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। এই শাশ্বত পুরাণ পুরুষের অদ্ভুত কার্য্যের ইয়ত্তা করা নিতান্ত দুষ্কর। যখন বাসুদেব তোমার প্রিয় সখা, তখন অবশ্যই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। দুর্য্যোধন লোকান্তরিত হইলেও আমি তাহার নিমিত্ত নিতান্ত দুঃখিত হইতেছি। সেই দুর্ম্মতির দুর্ব্বুদ্ধিবলেই এই পৃথিবীর লোকক্ষয় হইয়াছে। তাহারই অপরাধে মহাবীর কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবগণ সমরাঙ্গনে প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে।

মহাত্মা ভীষ্ম সেই মহামান্য ব্যক্তিগণমধ্যে এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি নৃপতিগণ কৃষ্ণের অদ্ভুত মহিমা শ্রবণে মনে মনে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নারদাদি মহর্ষিগণও কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে ভীষ্মের নিকট নানাবিধ ধর্ম্ম ও পবিত্র বিষয় সমুদায় শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! এই ভূমণ্ডলে প্রধান দেবতা কে? কাহার স্তব ও কাহার অর্চ্চনা করিলে শুভফল লাভ হয়? কোন্ ধর্ম্ম সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কোন্ মন্ত্র জপ করিলে মানবগণ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই ভূমণ্ডলে দেবাদিদেব পরম পুরুষ বাসুদেবই অদ্বিতীয়। উঁহার সহস্র নাম উল্লেখ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উঁহাকে স্তব ও অর্চ্চনা করিলেই শুভ ফল লাভ হয়। সেই অনাদিনিধন ত্রিলোকাধিপতি নারায়ণকে ধ্যান, নমস্কার ও তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। তিনি ব্রাহ্মণপ্রিয়, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, লোকের কীর্ত্তিবর্দ্ধন, লোকনাথ ও সমুদায় ভূতের উৎপত্তির আদিকারণ। ভক্তিপূর্ব্বক পুণ্ডরীকাক্ষের স্তব করাই সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যিনি সমুদায় তেজঃ অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট তেজঃ, যিনি সমুদায় তপস্যা, অপেক্ষা প্রধান তপস্যা, যিনি সমুদায় ব্রত অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট ব্রত, যিনি সমুদায় পবিত্র বস্তু অপেক্ষা পবিত্র, যিনি সমুদায়

মঙ্গলের মঙ্গল, যিনি দেবতাদিদের দেবতা, যিনি সমুদায় জীবের পিতা ও পরব্রহ্মস্বরূপ এবং কল্পের আদিকালে যাঁহা হইতে সমুদায় জীব উৎপন্ন ও কল্পান্তে যাঁহাতে সমুদায় জীব বিলীন হয়; আমি এক্ষণে সেই লোকপ্রধান বিষ্ণুর সহস্রনাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে পাপ ও ভয় এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। মহর্ষিগণ ঐ বিখ্যাত নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বিশ্ব, বিষ্ণু, বষট্কার, ভূতভব্যভবৎপ্রভু, ভূতকর্ত্তা, ভূতভর্ত্তা, ভাব, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, পূতাত্মা, পরমাত্মা, মুক্ত ব্যক্তিদিগের পরম গতি, অব্যয়, পুরুষ, সাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষর, যোগ, যোগবেত্তাদিগের নায়ক, প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর, নরসিংহ, শ্রীমান্, কেশব, পুরুষোত্তম, শর্ব্ব, সর্ব্ব, শিব, স্থাণু, ভূতাদি, নিধি, অব্যয়, সম্ভাব, ভাবন, ভর্ত্তা, প্রভব, প্রভু, ঈশ্বর, স্বয়ম্ভু, শম্ভু, আদিত্য, পুষ্করাক্ষ, মহাস্বন, অনাদিনিধন, ধাতা, বিধাতা, ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, অপ্রমেয়, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, অমরপ্রভু, বিশ্বকর্ম্মা, মনু, ত্বষ্টা, স্থবিষ্ঠ, স্থবির, ধ্রুব, অগ্রাহ্য, শাশ্বত, কৃষ্ণ, লোহিতাক্ষ, প্রতর্দ্দন, প্রভূত, ত্রিককুৎ, ধাম, পবিত্র, মঙ্গল, পর, ঈশান, প্রাণদ, প্রাণ, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, ভূগর্ভ, মাধব, মধুসূদন, ঈশ্বর, বিক্রমী, ধন্বী, মেধাবী, বিক্রম, ক্রম, অনুত্তম, দুরাধর্ষ, কৃতজ্ঞ, কৃত, আত্মবান্, সুরেশ, শরণ, শর্ম্ম, বিশ্বরেতা, প্রজাভব, অহঃ, সংবৎসর, ব্যাল, প্রত্যয়, সর্ব্বদর্শন, অজ, সর্ব্বেশ্বর, সিদ্ধ, সিদ্ধি, সর্ব্বাদি, অচ্যুত, বৃষাকপি অমেয়াত্মা, সমুদায় যোগ হইতে নির্গত, বসু, বসুমনাঃ, সত্য, সমাত্মা, সম্মিত, সম, অমোঘ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বৃষকর্ম্মা, বৃষাকৃতি, রুদ্র, বহুশিরাঃ বভ্রু, বিশ্বযোনি, শুচিশ্রবা, অমৃত, শাশ্বত, স্থাণু, বরারোহ, মহাতপাঃ, সর্ব্বগ, সর্ব্বজ্ঞ, ভানু, বিশ্বক্সেন, জনার্দ্দন, বেদ, বেদজ্ঞ, অব্যঙ্গ, বেদাঙ্গ, বেদবিৎ, কবি, লোকাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, কৃতাকৃত, চতুরাত্মা, চতুর্ব্ব্যূহ, চতুর্দ্দংষ্ট্র, চতুর্ভুজ, ভ্রাজিষ্ণু, ভোজন, ভোক্তা, সহিষ্ণু, জগতের আদি, অনঘ, বিজয়, জেতা, বিশ্বযোনি, পুনর্ব্বসু, উপেন্দ্র, বামন, প্রাংশু, অমোঘ, শুচি, ঊর্জ্জিত, অতীন্দ্র, সংগ্রহ, সর্গ, ধৃতাত্মা, নিয়ম, যম বেদ্য, বৈদ্য, যোগী, বীরঘাতী, মাধব, মধু, অতীন্দ্রিয়, মহামায়, মহোৎসাহ, মহাবল, মহাবুদ্ধি, মহাশক্তি, মহাবীর্য্য, মহাদ্যুতি, অনির্দ্দেশ্যবপু, শ্রীমান, অমেয়াত্মা মহাপর্ব্বতধারী, মহাধনুর্দ্ধর, মহীভর্ত্তা, শ্রীনিবাস, সাধুদিগের গতি, অনিরুদ্ধ, সুরানন্দ, গোবিন্দ, ইন্দ্রিয়তত্ত্ববেত্তাদিগের পতি, মরীচি, দমন, হংস, সুপর্ণ, ভুজগোত্তম, হিরণ্যনাভ, সুতপা, পদ্মনাভ, প্রজাপতি, অমৃত্যু, সর্ব্বদৃক্, সিংহ, সন্ধাত, সন্ধিমান্, স্থির, অজ, দুর্দ্ধর্ষণ, শাস্তা, বিশ্রুতাত্মা, দৈত্যঘাতী, গুরু, গুরুতম, ধাম, সত্য, সত্যপরাক্রম, নিমিষ, অনিমিষ, স্রগ্বী, বাচস্পতি, উদারধী, অগ্রণী, গ্রামণী, শ্রীমান্, ন্যায়, নেতা, সমীরণ, সহস্রমূর্দ্ধা, বিশ্বাত্মা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, আবর্ত্তন, নিবৃত্তাত্মা, সংবৃত, সংপ্রমর্দ্দন, অহঃ, সংবর্ত্তক, বহ্নি,

অনিল, ধরণীধর, সুপ্রসাদ, প্রসন্নাত্মা, বিশ্বধারী, বিশ্বভোক্তা, বিভু, সৎকর্ত্তা, সৎকৃত, সাধু, জহ্নু, নারায়ণ, নর, অসঙ্খ্যেয়, অপ্রমেয়াত্মা, বিশিষ্ট, শাসনকর্ত্তা, শুচি, সিদ্ধার্থ, সিদ্ধসংকল্প, সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিসাধন, বৃষাহী, বৃষভ, বিষ্ণু, বিষপর্ব্বা, বৃষোদর, বর্দ্ধন, বর্দ্ধমান, বিবিক্ত, শ্রুতিসাগর, সুভুজ, দুর্দ্ধর, বাগ্মী, মহেন্দ্র, বসুদ, বসু, বহুরূপী, বৃহদ্রূপ, শিপিবিষ্ট, প্রকাশন, ওজ, তেজঃ দ্যুতিধর, প্রকাশাত্মা, প্রতাপন, ঋদ্ধ, স্পষ্টাক্ষর, মন্ত্র, চন্দ্রাংশু, ভাস্করদ্যুতি, অমৃতাংশূদ্ভব, ভানু, শশবিন্দু, সুরেশ্বর, ঔষধ, জগৎসেতু, সত্যধর্ম্মপরাক্রম, ভূতভব্যভবন্নাথ, পবন, পাবন, অনল, কামঘাতী, কামকারী, কান্ত, কাম, কামদাতা, প্রভু, যুগাদিকর্ত্তা, যুগাবর্ত্ত, অনেকমায়, মহাশন, অদৃশ্য, অব্যক্তরূপ, সহস্রজিৎ, অনন্তজিৎ, ইষ্ট, বিশিষ্ট, শিষ্টেষ্ট, শিখণ্ডী, নহুষ, বৃষ, ক্রোধাহ্ন, ক্রোধকারী, কর্ত্তা, বিশ্ববাহু, মহীধর, অচ্যুত, প্রথিত, প্রাণ, প্রাণদ, বাসবানুজ, জলনিধি, অধিষ্ঠান, অপ্রমত্ত, প্রতিষ্ঠিত, স্কন্দ, স্কন্দধর, ধুর্য্য, বরদ, বায়ুবাহন, বাসুদেব, বৃহদ্ভানু, আদিদেব, পুরন্দর, অশোক, তারণ, তার, শূর, শৌরি, জলেশ্বর, অনুকূল, শতাবর্ত্ত, পদ্মী, পদ্ম নিভেক্ষণ, পদ্মনাভ, অরবিন্দাক্ষ, পদ্মগর্ভ, শরীরপোষক, মহর্দ্ধি, ঋদ্ধ, বৃদ্ধাত্মা, মহাক্ষ, গরুড়ধ্বজ, অতুল, শরভ, ভীম, সময়জ্ঞ, হরি, হবি, সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্য, লক্ষ্মীবান্ সমিতিঞ্জয়, বিক্ষর, রোহিত, মার্গ, হেতু, দামোদর, সহ, মহীধর, মহাভাগ, বেগবান্, অমিতাশন, উদ্ভব, ক্ষোভন, দেব, শ্রীগর্ভ, পরমেশ্বর, কারণ, করণ, কর্ত্তা, বিকর্ত্তা, গহন, গুহ, ব্যবসায়, ব্যবস্থান, সংস্থান, স্থানদাতা, ধ্রুব, পরার্দ্ধি, পরমস্পষ্ট, তুষ্ট, পুষ্ট, শুভেক্ষণ, রাম, বিরাম, বিরজ, মার্গ, নেয়, নয়, অনয়, বীর, বলবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, পুরুষ, প্রাণ, প্রাণদ, প্রণব, পৃথু, হিরণ্যগর্ভ, শত্রুঘ্ন, ব্যাপ্ত, বায়ু, অধোক্ষজ, ঋতু, সুদর্শন, কাল, পরমেষ্ঠী, পরিগ্রহ, উগ্র, সংবৎসর, দক্ষ, বিশ্রাম, বিশ্বদক্ষিণ, বিস্তার, স্থাবর, স্থাণু, প্রমাণ, অব্যয়, বীজ, অর্থ, অনর্থ, মহাকোশ, মহাভোগ, মহাধন, অনির্ব্বিণ্ণ, স্থবিষ্ঠ, ধর্ম্মযূপ, মহামখ, নক্ষত্রনেমি, নক্ষত্রী, ক্ষম, ক্ষাম, সমীহন, যজ্ঞ, ইজ্য, মহেজ্য, ক্রতু, সাধুদিগের গতি, সর্ব্বদর্শী, বিমুক্তাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, উত্তম জ্ঞান, সুব্রত, সুমুখ, সূক্ষ্ম, সুঘোষ, সুখদাতা, সুহৃৎ, মনোহর, জিতক্রোধ, বীরবাহু, বিদারণ, স্বাপন, স্ববশ, ব্যাপী, অনেকাত্মা, অনেকধর্ম্মকৃৎ, বৎসর, বৎসল, বৎসী, রত্নগর্ভ, ধনেশ্বর, ধর্ম্মগোপ্তা, ধর্ম্মকর্ত্তা, ধর্ম্মী, স্থূল, সূক্ষ্ম, ক্ষর, অক্ষর, অবিজ্ঞাতা, সহস্রাংশু, বিধাতা, কৃতলক্ষণ, গভস্তিনেমি, সত্ত্বস্থ, সিংহ, ভূতমহেশ্বর, আদিদেব, মহাদেব, দেবেশ, দেবপালক, গুরু, উত্তর, গোপতি, গোপ্তা, জ্ঞানগম্য, পুরাতন, শরীরস্থিত পঞ্চভূতের পালক, ভোক্তা, কপীন্দ্র, ভূরিদক্ষিণ, সোমপ, অমৃতপ, সোম, পুরজিৎ, পুরুত্তম, বিজয়, জয়, সত্যসন্ধ, দশার্হ, সাত্বতদিগের অধিপতি, জীব, বিনয়িতা, সাক্ষী,

মুকুন্দ, অমিতবিক্রম, অম্ভোনিধি, অনন্তাত্মা, মহাসমুদ্রশায়ী, অন্তক, অজ, মহার্হ, স্বভাবস্থিত, শত্রুবিজয়ী, প্রমোদন, আনন্দ, নন্দন, নন্দ, সত্যধর্ম্মা, ত্রিবিক্রম, মহর্ষি, কপিলাচার্য্য, কৃতজ্ঞ, মেদিনীপতি, ত্রিপদ, ত্রিদশাধ্যক্ষ, মহাশৃঙ্গ, কৃতান্তঘাতী, মহাবরাহ, গোবিন্দ, সুষেণ, কনকাঙ্গদী, গুহ্য, গভীর, গহন, গুপ্ত, গদাচক্রধারী, বেধা, স্বাঙ্গ, অজিত, কৃষ্ণ, দৃঢ়, সঙ্কর্ষণ, অচ্যুত, বরুণ, বারুণ, বৃক্ষ, পুষ্করাক্ষ, মহামনাঃ, ভগবান্, ভগঘ্ন, নন্দী, বনমালী, হলায়ুধ, আদিত্য, জ্যোতিঃপ্রধান, সহিষ্ণু, গতিসত্তম, সুধন্বা, খণ্ডপরশু, দারুণ, দ্রবিণপ্রদ, দিবস্পর্শী, সর্ব্বদৃক্, ব্যাস, বাচস্পতি, অযোনিজ, ত্রিসামা, সামগ, সাম, নির্ব্বাণ, ভেষজ, ভিষক্, সন্ন্যাসকারী, শম, শান্ত, নিষ্ঠা, শান্তি, পরায়ণ, শুভাঙ্গ, শান্তিদ, স্রষ্টা, কুমুদ, কুবলেশয়, গোহিত, গোপতি, গোপ্তা, বৃষভাক্ষ, বৃষপ্রিয়, অনিবর্ত্তী, নিবৃত্তাত্মা, সংক্ষেপ্তা, ক্ষেমকৃৎ, শিব, শ্রীবৎসবক্ষা, শ্রীবাস, শ্রীপতি, শ্রীমান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীদাতা, শ্রীশ, শ্রীনিবাস, শ্রীনিধি, শ্রীবিভাবন, শ্রীধর, শ্রীকর, শ্রেয়, শ্রীমান্, ত্রিলোকের আশ্রয়, স্বক্ষ, স্বঙ্গ, শতানন্দ, নন্দি, জ্যোতি, গণেশ্বর, বিজিতাত্মা, বিধেয়াত্মা, সৎকীর্ত্তি, ছিন্নসংশয়, উদীর্ণ, সর্ব্বতশ্চক্ষু, অনীশ, শাশ্বত, স্থির, ভূশায়ী, ভূষণ, ভূতি, বিশোক, শোকনাশন, অর্চ্চিষ্মান্, অর্চ্চিতকুম্ভ, বিশুদ্ধাত্মা, বিশোধন, অনিরুদ্ধ, অপ্রতিরথ, প্রদ্যুম্ন, অমিতবিক্রম, কালনেমি, নিহন্তা, বীর, শৌরি, শূরজনেশ্বর, ত্রিলোকাত্মা, ত্রিলোকেশ, কেশব, কেশিহা, হরি, কামদেব, কামপাল, কামী, কান্ত, কৃতাগম, অনির্দ্দেশ্যবপু, বিষ্ণু, বীর, অনন্ত, ধনঞ্জয়, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মকৃৎ, ব্রহ্মা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিবর্দ্ধন, ব্রহ্মবিৎ, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মী, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণপ্রিয়, মহাক্রম, মহাকর্ম্মা, মহাতেজা, মহোরগ, মহাক্রতু, মহাযজ্বা, মহাযজ্ঞ, মহাহবি, স্তব্য, স্তবপ্রিয়, স্তোত্র, স্তুতি, স্তোতা, রণপ্রিয়, পূর্ণ, পূরয়িতা, পুণ্য, পুণ্যকীর্ত্তি, অনাময়, মনোজব, তীর্থকর, বসুরেতা, বসুপ্রিয়, বসুপ্রদ, বাসুদেব, বসু, বসুমনা, হবি, সদ্গতি, সৎকৃতি, সত্তা, সদ্ভূতি, সৎপরায়ণ, শূরসেন, যদুশ্রেষ্ঠ, সন্নিবাস, সুযামুন, ভূতবাস, বাসুদেব, সর্ব্বাসুনিলয়, অনল, দর্পহা, দর্পদ, দৃপ্ত, দুর্দ্ধর, অপরাজিত, বিশ্বমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি, দীপ্তমূর্ত্তি, অমূর্ত্তিমান্, অনেকমূর্ত্তি, অব্যক্ত, শতমূর্ত্তি, শতানন, এক, অনেক, সব, ক, কিং, যত্তদ্দদ্বাচ্য, লোকবন্ধু, লোকনাথ, মাধব, ভক্তবৎসল, সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, বীরহা, বিষম, শূন্য, ঘৃতাশী, অচল, চল, অমানী, মানদ, মান্য, লোকস্বামী, ত্রিলোকধৃক্, সুমেধা, মেধজ, ধন্য, সত্যমেধা, ধরাধর, তেজঃ, বৃষ, দ্যুতিধর, সর্ব্বশস্ত্রধরাগ্রগণ্য, প্রগ্রহ, নিগ্রহ, অব্যগ্র, অনেকশৃঙ্গ, গদাগ্রজ, চতুর্ম্মূর্ত্তি, চতুর্ব্বাহু, চতুর্ব্যূহ, চতুর্গতি, চতুরাত্মা, চতুর্ভাব, চতুর্ব্বেদবিৎ, একপাৎ, সমাবর্ত্ত, নিবৃত্তাত্মা, দুর্জ্জয়, দুরতিক্রম, দুর্লভ, দুর্গম, দুর্গ, দুরাবাস, দুরারিহা, শুভাঙ্গ, লোকসারঙ্গ, সুতন্তু, তন্তুবর্দ্ধন, ইন্দ্রকর্ম্মা, মহাকর্ম্মা, কৃতকর্ম্মা, কৃতাগম, উদ্ভব,

সুন্দর, সুন্দ, রত্ননাভ, সুলোচন, অর্ক, বাজসন, শৃঙ্গী, জয়ন্ত, সর্ব্ববিদ্, জয়ী, সুবর্ণবিন্দু, অক্ষোভ্য, সর্ব্ববাক্, ঈশ্বরেশ্বর, মহাহ্রদ, মহাগর্ত্ত, মহাভূত, মহানিধি, কুমুদ, কুন্দর, কুন্দ, পর্জ্জন্য, পবন, অনিল, অমৃতাশ, অমৃতবপু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতোমুখ, সুলভ, সুব্রত, সিদ্ধ, শত্রুজিৎ, শত্রুতাপন, ন্যগ্রোধ, উদুম্বর, অশ্বত্থ, চানূরান্ধ্র-নিসূদন, সহস্রার্চ্চি, সপ্তজিহ্ব, সপ্তধা, সপ্তবাহন, অমূর্ত্তি, অনঘ, অচিন্ত্য, ভয়কৃৎ, ভয়নাশন, অণু, বৃহৎ, কৃশ, স্থূল, গুণভৃৎ, নির্গুণ, মহান্, অধৃত, স্বধৃত, স্বাস্য, প্রাগ্বংশ বংশবর্দ্ধন, ভারভৃৎ, যোগী, যোগীশ, সর্ব্বকামদ, আশ্রম, শ্রমণ, ক্ষাম, সুপর্ণ, বায়ুবাহন, ধনুর্দ্ধর, ধনুর্ব্বেদ, দণ্ড, দময়িতা, দম, অপরাজিত, সর্ব্বসহ, নিয়ন্তা, নিয়ম, যম, সত্ত্ববান্, সাত্ত্বিক, সত্য, সত্যধর্ম্মপরায়ণ, অভিপ্রায়, প্রিয়ার্হ, অর্হ, প্রিয়কৃৎ, প্রীতিবর্দ্ধন, বিহায়সগতি, জ্যোতি, সুরুচি, হুতভুক্, বিভু, রবি, বিরোচন, সূর্য্য, সবিতা, রবিলোচন, অনন্ত, হুতভুক্, ভোক্তা, সুখদ, অনেকজ, অগ্রজ, অনির্ব্বিণ্ণ, সদামর্ষী, লোকাধিষ্ঠান, অদ্ভুত, সনৎকুমার, সনাতন, কপিল, কপি, অব্যয়, স্বস্তিদ, স্বস্তিকৃৎ, স্বস্তি, স্বস্তিভুক্, স্বস্তিদক্ষিণ, অরৌদ্র, কুণ্ডলী, চক্রী, বিক্রমী, ঊর্জ্জিতশাসন, শব্দাতিগ, শব্দসহ, শিশির, শর্ব্বরীকর, অক্রূর, পেশল, দক্ষ, দক্ষিণ, ক্ষমাবান্দিগের অগ্রগণ্য, বিদ্বত্তম, বীতভয়, পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন, উত্তারণ, দুষ্কৃতিহা, পুণ্য, দুঃস্বপ্ননাশন, বীরহা, রক্ষণ, শান্ত, জীবন, পর্য্যবস্থিত, অনন্তরূপ, অনন্তশ্রী, জিতমন্যু, ভয়াবহ, চতুরস্র, গভীরাত্মা, বিদিশো, ব্যাদিশো, দিশ, অনাদি, ভূলোক ও ভুবলোকের ঐশ্বর্য্য, সুবীর, রুচিরাঙ্গদ, জনন, জনজন্মাদি, ভীম, ভীমপরাক্রম, আধারনিলয়, ধাতা, পুষ্পহাস, প্রজাগর, ঊর্দ্ধগ, সৎপথাচার, প্রাণদ, প্রণব, পণ, প্রমাণ, প্রাণনিলয়, প্রাণভৃৎ, প্রাণজীবন তত্ত্ব, তত্ত্ববিদ্, একাত্মা, জন্মমৃত্যুজরাতিগ, ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, তরু, প্রণব, পিতা, পিতামহ, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি যজ্বা, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞবাহন, যজ্ঞভৃৎ, যজ্ঞকৃৎ, যজ্ঞী, যজ্ঞভুক্, যজ্ঞসাধন, যজ্ঞান্তকৃৎ, যজ্ঞগুহ্য, অন্ন, অন্নাদি, আত্মযোনি, স্বয়ঞ্জাত, বৈখান, সামগায়ন, দেবকী-নন্দন, স্রষ্টা, ক্ষিতীশ, পাপনাশন, শঙ্খভৃৎ, নন্দকী, চক্রী, শার্ঙ্গধন্বা, গদাধর, রথাঙ্গপাণি, অক্ষোভ্য ও সর্ব্বপ্রহরণায়ুধ, এই আমি তোমার নিকট ভূতভাবন ভগবান্ বাসুদেবের সহস্রনাম কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই সহস্র নাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, তাঁহার কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি কিছুমাত্র অমঙ্গল হয় না। উহা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণের বেদান্তে পাণ্ডিত্য, ক্ষত্রিয়ের বিজয়, বৈশ্যের অতুল সম্পদ্, শূদ্রের সুখ, ধর্ম্মার্থীদিগের ধর্ম্ম, ধনার্থীদিগের ধন, কামীদিগের কামনা ও পুত্রার্থীদিগের পুত্র লাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন পবিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া সমাহিত চিত্তে বাসুদেবের এই সহস্র নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার বিপুল যশঃ, জ্ঞাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্য, অচলা লক্ষ্মী, বলবীর্য্য ও শ্রেয়োলাভ হয় এবং তিনি রোগবিহীন, দ্যুতিমান্

ও রূপগুণে বিভূষিত হইয়া অকুতোভয়ে কালহরণ করিতে পারেন। প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক এই সহস্র নাম কীর্ত্তন করিলে রোগার্ত্তদিগের রোগ হইতে, বদ্ধদিগের বন্ধন হইতে, ভীতদিগের ভয় হইতে ও বিপন্নদিগের বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ ও তাঁহার আশ্রিত হয়, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করে। বাসুদেবের ভক্তদিগকে কদাচ জন্মমৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হইতে ভীত হইতে হয় না। যাঁহারা ভক্তিমান্ হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান্ বাসুদেবের এই স্তব পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, শ্রীমান্, ধৈর্য্যশালী, স্মরণশক্তিসম্পন্ন, কীর্ত্তিমান্ ও সুখী হইতে পারেন। যাঁহারা নারায়ণের প্রতি দৃঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করেন, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, লোভ ও দুর্ব্বুদ্ধি সেই পুণ্যবান্দিগকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। ভগবান্ বাসুদেবই স্বীয় বীর্য্যবলে চন্দ্রসূর্য্য ও নক্ষত্রগণে সমলঙ্কৃত নভোমণ্ডল, দিক্ সমুদায়, পৃথিবী ও সমুদ্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণ সংবলিত সমুদায় জগৎ তাঁহারই বশে অবস্থান করিতেছে। তিনিই ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, সত্ত্ব, তেজ, বল, ধৈর্য্য, দেহ ও জীবাত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদায় শাস্ত্র অপেক্ষা আচার শ্রেষ্ঠ। আচার হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ বাসুদেব ঐ ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি মহর্ষি, পিতৃলোক, দেবতা ও মহাভূত সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। যোগ, জ্ঞান, সাংখ্য, বিদ্যা, শিল্পাদিকার্য্য, বেদ, শাস্ত্র ও বিজ্ঞান তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি একাকী ত্রিলোকমধ্যে সমুদায় ভূতে অবস্থান করিতেছেন। যে ব্যক্তি শ্রেয় ও সুখলাভের বাসনা করেন, ভগবান্ বাসুদেবের এই ব্যাসোক্ত স্তব পাঠ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা সর্ব্বদা ভূতভাবন ভগবান্ কেশবের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে কখনই পরাভূত হইতে হয় না।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্রপারদর্শী ও বিজ্ঞতম। অতএব কোন্ মন্ত্র জপ করিলে ধর্ম্মফল লাভ হয়? যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, কার্য্যারম্ভ ও শ্রাদ্ধকালে কোন্ মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ মন্ত্র জপ করিলে শান্তি, পুষ্টি, রক্ষা, শত্রুবিনাশ ও ভয়নাশ হয়? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! আমি বেদব্যাসকীর্ত্তিত মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। সাবিত্রী দেবী ঐ মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি দিবাভাগে ও রাত্রিকালে ঐ মন্ত্র জপ করেন, তিনি নিষ্পাপ এবং যিনি ঐ মন্ত্র শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘজীবী, কৃতার্থ ও উভয় লোকে সুখী হন। সত্যধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত রাজর্ষিগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঐ মন্ত্রপাঠ করিলে অতি উৎকৃষ্ট

শ্রীলাভ করিয়া থাকেন। ঐ মন্ত্র এই “মহাব্রতধারী বশিষ্ঠদেব, বেদনিধি পরাশর, মহাসর্প অনন্ত, অক্ষয় সিদ্ধগণ, ঋষিগণ এবং দেবাদিদেব বরদাতা সহস্রশীর্ষ ও সহস্রনামধারী জনার্দ্দনকে নমস্কার। অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশ রুদ্র; ইঁহারাই আবার শতরুদ্র নামে কীর্ত্তিত হন। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য; ইঁহারা সকলেই কশ্যপতনয়। ধর, ধ্রুব, সোম, সাবিত্র, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই আট মহাত্মা বসুনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নাসত্য ও দস্র ইঁহারা উভয়ে অশ্বিনীকুমার। উঁহারা সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অশ্বরূপধারিণী সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার নাসা হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সর্ব্বভূতের অধীশ্বর।

অতঃপর লোকদিগের যজ্ঞ দান প্রভৃতি সৎকর্ম্ম ও চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মের সাক্ষ্যদাতা মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ মহাত্মারা জীবমণ্ডলে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া লোকের শুভাশুভ কার্য্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করেন। মৃত্যু, কাল এবং বিশ্বেদেব, পিতৃলোক, তপোধন ও সিদ্ধমহর্ষিগণ ইঁহারাই কার্য্যের সাক্ষ্যদাতা। ইঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ইঁহারা শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রযতভাবে বিধাতৃবিহিত দিব্য লোক সমুদায়ে অবস্থান করেন। নিত্য এই মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ত্রিবর্গ ও পুণ্যলোক সমুদায় লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা, নন্দীশ্বর, মহাকায়, গ্রামণী, বৃষভধ্বজ, গণপতি, বিনায়কগণ, সৌম্যগণ, রুদ্রগণ, ভূতগণ, জ্যোতিষ্কগণ, সরিদ্গণ, আকাশ, সুপর্ণ, পন্নগেশ্বর, সিদ্ধগণ, স্থাবর ও জঙ্গমগণ, হিমালয় পর্ব্বত, চারিসমুদ্র, মহাদেবের অনুরূপ পরাক্রমযুক্ত অনুচরগণ, বিষ্ণু, জিষ্ণু, স্কন্দ এবং অম্বিকা; ইঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না।

অতঃপর ঋষিশ্রেষ্ঠগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, কাক্ষিবান্, অঙ্গিরার পুত্র বর্হ এবং মেধাতিথির পুত্র কণ্ব এই সপ্ত মহর্ষি পূর্ব্বদিকে বাস করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মতেজোময়, ইন্দ্রের গুরু এবং রুদ্র, অনল ও বসুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন; ইঁহারা ভূমণ্ডলে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে স্বর্গে দেবগণের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন। ঐ সকল মহর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ইন্দ্রলোকে সম্মান লাভ করা যায়। উন্মুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, দৃঢ়ব্য, ঊর্দ্ধবাহু, তৃণসোমাঙ্গিরা ও মিত্রাবরুণের পুত্র প্রতাপশালী অগস্ত্য ইঁহারা দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা ধর্ম্মরাজের পুরোহিত। দৃঢ়েয়ু, ঋতেয়ু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত এবং মহর্ষি অত্রির পুত্র সারস্বত ইঁহারা পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন।

এই মহাত্মারা বরুণের পুরোহিত। অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গোতম, ভরদ্বাজ, কুশিক-বংশোদ্ভব বিশ্বামিত্র ও ঋচীকতনয় জমদগ্নি ইঁহারা উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা কুবেরের গুরু। এই সমুদায় ভিন্ন আর সাতজন মহর্ষি আছেন; তাঁহারা সমুদায় দিকে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই সমুদায় মহর্ষির নাম কীর্ত্তন করিলে মানবগণের কীর্ত্তি ও মঙ্গল লাভ হয়। ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। ইঁহারা দিক্‌পাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা যে যে দিকে অবস্থান করেন, সেই সেই দিকে অভিমুখীন হইয়া ইঁহাদিগের শরণাগত হওয়া উচিত। পরশু-রাম, বেদব্যাস, দ্রোণাচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা, লোমশ ও পূর্ব্বোল্লিখিত ঋষিগণ ইঁহারা সকলেই লোকপাবন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা তপঃপ্রভাবে সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিতে পারেন। সংবর্ত্ত, মেরু, সাবর্ণ, মার্কণ্ডেয়, সাঙ্খ্যযোগ, নারদ ও মহর্ষি দুর্ব্বাসা ইঁহারা তপঃপ্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই সমুদায় এবং ব্রহ্মলোক নিবাসী রুদ্রতুল্য প্রভাবশালী অন্যান্য মহর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে লোকে ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও পুত্রলাভে সমর্থ হয়।

মানবগণ প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ং-কালে পৃথিবীর পিতা বেণরাজতনয় মহারাজ পৃথু, ইলার গর্ভে বুধের ঔরসে সমুৎপন্ন সূর্য্যবংশোদ্ভব মহাত্মা পুরূরবা, ত্রিলোক-বিশ্রুত মহারাজ ভরত, সত্যযুগে গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহাত্মা রন্তিদেব, বিশ্বজিৎ যজ্ঞকর্ত্তা তপোবলসমন্বিত দ্যুতিমান্ রাজর্ষি শ্বেত, মহাদেবের প্রসাদে গঙ্গার আনয়ন-কর্ত্তা অশ্বমেধের হেতুভূত সগরবংশের উদ্ধারকারণ রাজর্ষি ভগীরথ এবং হুতা-শনের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর অন্যান্য কীর্ত্তিমান্ দেবতা, ঋষি ও ভূপতিদিগের নাম কীর্ত্তন করিবে। সাংখ্য যোগ, হব্য-কব্য ও সর্ব্বশ্রুতির আশ্রয় পরব্রহ্ম এই সমুদায় শব্দ সায়ং ও প্রাতঃকালে উচ্চারণ করিলে মনুষ্যের মঙ্গল লাভ, ব্যাধিনাশ ও সকল কার্য্যে উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা এবং বারিবর্ষণ ও বায়ুবহনের কারণ। ঐ মহাত্মারা শ্রেষ্ঠ, কার্য্যদক্ষ, ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয়। উঁহারা মনুষ্যের সমুদায় দুর-দৃষ্ট দূর করিতে পারেন। উঁহারা পাপ-পুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ। যাঁহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া উঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের পথ অবিরুদ্ধ থাকে এবং তাঁহারা অগ্নিভয়, চৌরভয় ও দুঃস্বপ্ন দর্শন প্রভৃতি সমুদায় অমঙ্গল হইতে পরি-ত্রাণ লাভ করিয়া থাকেন। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ যজ্ঞদীক্ষাসময়ে সংযত হইয়া এই সমুদায় পবিত্র নাম পাঠ করেন, তাঁহারা ন্যায়বান্, আত্মনিরত, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, অসূয়াবিহীন, সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও স্বস্তিমান্ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হন।

রোগার্ত্ত ব্যক্তিরা উহা পাঠ করিলে সমুদায় রোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। গৃহমধ্যে উহা পাঠ করিলে কুলের মঙ্গল, ক্ষেত্রমধ্যে পাঠ করিলে শস্যসম্পত্তি ও বিদেশগমন সময়ে পাঠ করিলে পথিমধ্যে মঙ্গল লাভে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব স্ত্রী, পুত্র, ধন, বীজ, ওষধী ও আপনার চিত্তের নিমিত্ত উহা পাঠ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয় সংগ্রামকালে ঐ সমুদায় নাম জপ করেন, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুবর্গকে পরাজিত করিয়া অক্ষতশরীরে স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি দৈব ও পিতৃকার্য্য উপলক্ষে উহা পাঠ করেন, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার যজ্ঞে হব্যকব্য ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হন। তাঁহাকে কখনই ব্যাধি, হিংস্রজন্তু ও তস্কর হইতে ভীত হইতে হয় না এবং তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন। যাঁহারা অর্ণবযান, যান, প্রবাস ও রাজগৃহে এই সাবিত্রী মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন; তাঁহাদের বালকগণ কখনই অকালে কালকবলে নিপাতিত হয় না এবং তাঁহাদিগকে ভূপতি, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস, অগ্নি, জল, পবন ও হিংস্রজন্তু হইতে কখনই ভীত হইতে হয় না। ফলত সাবিত্রী মন্ত্র পাঠ করিলে চারিবর্ণেরই শান্তিলাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা পরম পবিত্র সাবিত্রী মন্ত্র শ্রবণ করেন, তাঁহারা সমুদায় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে পরম গতি লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা গোসমূহের মধ্যে এই মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহাদিগের গাভীগণ বহুবৎসা হয়। কি বিদেশযাত্রা, কি প্রবাসে অবস্থান সমুদায় সময়েই এই মন্ত্র পাঠ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। জপহোমপরায়ণ প্রযতাত্মা মহর্ষিগণের উহার তুল্য পরম জপ্য মন্ত্র আর কিছুই নাই। পূর্ব্বে মহর্ষি পরাশর এই সনাতন মন্ত্র ইন্দ্রের নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমি উহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ঐ মন্ত্রকে সর্ব্বভূতের হৃদয় ও পুরাতন শ্রুতিস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশোদ্ভব ভূপতিগণ পবিত্র হইয়া প্রাণিগণের পরম গতিস্বরূপ ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা দেবগণ, সপ্তর্ষি ও মহাত্মা ধ্রুবের নাম কীর্ত্তন করিলে মনুষ্য স্বয়ং সমুদায় বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ ও অন্যের অমঙ্গল নিবারণ করিতে পারে। কাশ্যপ, গোতম, ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, শুক্র, অগস্ত্য ও বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সর্ব্বদা সাবিত্রীমন্ত্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহর্ষি ঋচীকের পুত্রগণ ভগবান্ বশিষ্ঠের নিকট ঐ মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ সাবিত্রীমন্ত্র আশ্রয় করিয়াই দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বেদবেত্তা জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্ন শত গাভী প্রদান করেন, আর যিনি লোকসমাজে দিব্য ভারতকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা উভয়েই তুল্যফল লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা ভৃগুর নাম কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্মলাভ,

বশিষ্ঠকে নমস্কার করিলে শৌর্য্যবৃদ্ধি, মহারাজ রঘুকে নমস্কার করিলে সংগ্রামে জয়লাভ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম কীর্ত্তনে রোগ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সাবিত্রীমন্ত্র সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জীবলোকে কাহারা পূজনীয় এবং কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণগণকে অবমানিত করিলে দেবতাদিগকেও অবসন্ন হইতে হয়। ব্রাহ্মণগণকেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। এই জীবলোকে তাঁহারাই পূজনীয়। তাঁহাদিগের নিকট পুত্রের ন্যায় অবস্থান করা সকলেরই পক্ষে শ্রেয়স্কর। ঐ মনীষিগণ সমুদায় লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ। নিঃস্ব-ভাবই তাঁহাদিগের সুখের কারণ। তাঁহারা প্রাণিগণের প্রিয়দর্শন, সকলের আশ্রয়স্বরূপ, ব্রতধারী, লোকস্রষ্টা, শাস্ত্রপ্রণেতা ও যশস্বী। উঁহারা সংযতবাক্য হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তপস্যাই তাঁহাদের পরম ধন এবং বাক্যই তাঁহাদিগের পরম বল। তাঁহারা ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান, ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মার্থী ও সূক্ষ্মদর্শী। প্রজাগণ তাঁহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত রহিয়াছে। উঁহারা সৎপথপ্রদর্শক, যজ্ঞপ্রকাশক ও সনাতন। উঁহারা নিরন্তর পিতৃপিতামহধৃত দুর্ব্বহ ব্রাহ্মণ্যভার বহন করিয়া থাকেন; অতি দুঃসময়েও ঐ ভারবহনে অবসন্ন হন না। উঁহারা হব্যকব্যের অগ্রভাগ ভোক্তা এবং দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিগণের মুখস্বরূপ। উঁহারা ভোজন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলেই ত্রিলোককে মহাভয় হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। উঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, শ্রুতিনিষ্ঠ, সকল বিষয়ে সুনিপুণ, মোক্ষদর্শী, সকলের গতিজ্ঞানবিশারদ, অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ এবং সকল লোকের দীপ ও চক্ষুষ্মান্দিগেরও চক্ষুঃস্বরূপ। আদি, মধ্য ও অন্ত সকলই উঁহাদের বিদিত আছে। উঁহারা সংশয়বিরহিত ও উৎকর্ষাপকর্ষজ্ঞানসুনিপুণ। উঁহাদের চরণে পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। উঁহারা বিগতপাপ, নির্দ্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ, সম্মানের উপযুক্ত ও সম্মানিত। চন্দন ও পঙ্ক এবং ভোজন ও অভোজনে উঁহাদের সমান জ্ঞান। উঁহারা দুকুল, শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র, ক্ষৌম ও মৃগচর্ম্ম অভিন্নবোধে পরিধান করেন। উঁহারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও বেদাধ্যয়ন করিয়া অনাহারে বহু দিবস অতিক্রম পূর্ব্বক দেহ শুষ্ক করিতে পারেন। উঁহারা কুপিত হইলে দেবতার অদেবত্ব, অদেবতার দেবত্ব সম্পাদন এবং নূতন লোক সমুদায় ও লোকপালগণের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। ঐ মহাত্মাদিগের শাপপ্রভাবেই সাগরজল নিতান্ত অপেয়

হইয়াছে। উঁহাদিগের কোপানল দণ্ডকারণ্যে অদ্যাপি উপশমিত হয় নাই। উঁহারা দেবগণের দেবতা, কারণের কারণ ও প্রমাণের প্রমাণ। অতএব উঁহাদিগকে অবমানিত করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। উঁহাদিগের মধ্যে কি বৃদ্ধ, কি বালক সকলেই সম্মানের উপযুক্ত। উঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তপ ও বিদ্যায় সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা সজাতীয়দিগের নিকট সমধিক সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশূন্য, তিনিও অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন; সুতরাং যিনি বিদ্বান্ তিনি যে পরম পাবন, তাহার আর বিচিত্র কি। ফলত ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ হউন, তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। অগ্নি সংস্কৃত বা অসংস্কৃতই হউন, তাঁহার দেবত্ব কদাচই বিলুপ্ত হয় না। যেমন তেজস্বী অগ্নি শ্মশানে অবস্থান করিলেও দূষিত হয় না, প্রত্যুত যজ্ঞ ও গৃহে বিধিবৎ ব্যবহৃত হইতে পারে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ যদিও সতত অনিষ্টকর কার্য্যে নিরত থাকেন, তথাপি তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ বলিয়া সমাদর করা কর্ত্তব্য।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে কি ফল লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! এই স্থানে পবনকার্ত্তবীর্য্য সংবাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হৈহয়বংশোদ্ভব সহস্রভুজসম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্য সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া স্বয়ং সমুদায় শাসন করিয়াছিলেন। মাহিষ্মতী পুরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে বিনীতভাবে বহুদিন মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের আরাধনা ও তাঁহাকে প্রভূত ধনদান করিয়াছিলেন। একদা ঐ মহর্ষি কার্ত্তবীর্য্যের ভক্তিভাবে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনটী বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যখন সমরাঙ্গনে সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিব, তখন যেন আমার সহস্র বাহু উৎপন্ন হয়। আমি যেন স্বীয় বিক্রমবলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় ও ধর্ম্মানুসারে উহা শাসন করিতে পারি। আর আপনার নিকট আমার এই এক প্রার্থনা যে, আমি সত্যপথ হইতে বিচলিত হইলে, যেন সাধু ব্যক্তিরা আমাকে শাসন করেন।

কার্ত্তবীর্য্য এইরূপ প্রার্থনা করিলে, দ্বিজবর দত্তাত্রেয় তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। তখন ঐ মহাবীর মহর্ষির বরপ্রভাবে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়া সূর্য্য ও অনল সদৃশ রথে আরোহণ পূর্ব্বক বলদর্পে একান্ত দর্পিত হইয়া কহিলেন, ধৈর্য্য, বীর্য্য, যশ ও পরাক্রমে কেহই আমার তুল্য নাই। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে তৎক্ষণাৎ এই আকাশবাণী তাঁহার কর্ণকুহরে

প্রবিষ্ট হইল, রে মূঢ়! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয়েরা কখন প্রজাশাসন করিতে পারে নাই।

তখন কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন, আমি সন্তুষ্ট হইলে জীবগণের সৃষ্টি এবং রোষাবিষ্ট হইলে সমুদায় জীবকে বিনাশ করিতে পারি, অতএব ব্রাহ্মণ কখনই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। "ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয় কখন প্রজাপালন করিতে সমর্থ হয় না" তুমি এই হেতুনির্দ্দেশ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়কে তদপেক্ষা হীন বলিয়া কীর্ত্তন করিলে; কিন্তু আমার মতে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যজ্ঞাদিচ্ছলে ক্ষত্রিয়কে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা কখনই ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করে না। প্রজাপতিপালন করা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম। ব্রাহ্মণেরা সেই ক্ষত্রিয়কে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে; তবে ব্রাহ্মণ কিরূপে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল? তুমি আকাশ হইতে যাহা কহিলে, উহা মিথ্যা। অতঃপর আমি ভিক্ষোপজীবী আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণগণকে নিশ্চয়ই পরাজিত ও বশীভূত করিব। ত্রিলোক মধ্যে কি দেবতা কি মনুষ্য কেহই আমাকে রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে সমর্থ নহে। অতএব আমি কখনই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহি। আজি আমি নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণপ্রধান জগৎকে ক্ষত্রিয়প্রধান করিব। সমরাঙ্গনে কেহই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহে। মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য এইরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিলে, আকাশবাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী তাঁহার বাক্য শ্রবণে একান্ত শঙ্কিত হইলেন।

তখন পবনদেব অন্তরীক্ষ হইতে কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি এক্ষণে এই দূষিতভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার কর। উঁহাদিগের অপকার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তোমার রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইবে। উঁহারা তোমাকে হয় বিনষ্ট না হয় রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিবেন।

তখন কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্র! তুমি কে?

পবন কহিলেন, আমি দেবদূত বায়ু; তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতে আগমন করিয়াছি।

তখন কার্ত্তবীর্য্য পবনদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সমীরণ! আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি বিলক্ষণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। ব্রাহ্মণ, অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ, জল, পৃথিবী না আপনার সদৃশ?

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

তখন পবন কহিলেন, মূঢ়! আমি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের যৎকিঞ্চিৎ গুণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি অগ্নি, সূর্য্য ও আকাশ প্রভৃতি যাঁহার যাঁহার নাম উল্লেখ করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অঙ্গরাজের স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে না পারিয়া

পৃথিবীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলে, মহর্ষি কশ্যপ উঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরাঃ অনায়াসে পৃথিবীস্থ সমুদায় সলিল পান করিয়া পরিশেষে সমুদায় পৃথিবী সলিলপূর্ণা করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা কোন সময়ে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে আমি তাঁহার ভয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিহোত্র মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলাম। দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার পাতিব্রত্য বিনষ্ট করিলে তাঁহার পতি মহর্ষি গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, কেবল ধর্ম্মরক্ষার্থ তাঁহাকে প্রাণে বিনষ্ট করেন নাই। সমুদ্র অগাধ সলিলপূর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মণগণের অভিশাপে লবণোদক হইয়াছে। নির্ধূম হুতাশনসদৃশ তেজস্বী রূপবান্ শুক্রাচার্য্য মহর্ষি অঙ্গিরার অভিশাপে তেজোবিহীন হইয়াছেন। মহাত্মা কপিলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরমধ্যে সগরসন্তানদিগকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন। অতএব তুমি আপনাকে ব্রাহ্মণের তুল্য জ্ঞান না করিয়া আপনার শ্রেয়োলাভের উপায় চিন্তা কর। অশেষক্ষমতাশালী মহাত্মারা গর্ভস্থ ব্রাহ্মণদিগকেও নিরন্তর নমস্কার করিয়া থাকেন। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য সুবিস্তীর্ণ দণ্ডকরাজ্য এবং মহাত্মা ঔর্ব্ব ক্ষত্রকুলোদ্ভব তালজঙ্ঘকে বিনষ্ট করিয়াছেন। তুমি কেবল মহাত্মা দত্তাত্রেয়ের প্রসাদেই দুর্লভ রাজ্য, বল, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বদেবের হব্যবাহী ভগবান্ হুতাশনের উপাসনা করিয়া থাক। তিনিও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন। অতএব ব্রাহ্মণকে সর্ব্বভূতানুপালক ও জীবলোকের কর্ত্তা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াও এরূপ মুগ্ধ হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা এই স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহা হইতেই শৈল, দিক্, সলিল, পৃথিবী ও আকাশ সমুদ্ভূত হয়। অজ্ঞান ব্যক্তিরা অণ্ডজ শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুত তিনি ব্রহ্মাণ্ডজ নহেন। তিনি যখন অজ নাম ধারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম কোন রূপেই সম্ভাবিত হয় না। তিনি অণ্ড অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অণ্ডজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা সর্ব্ব প্রথমে সমুদ্ভূত হইয়া অহঙ্কারাত্মক দেহ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই সকলের আদিভূত ব্রাহ্মণ। অতএব তাঁহার তুল্য হইতে বাসনা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

তখন বায়ু পুনরায় কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে

মহীপাল অঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই পৃথিবী দান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি ব্রহ্মার কন্যা, সকল প্রাণীকেই ধারণ করিয়া আছি; এই মহীপাল আমাকে প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধে আমাকে ব্রাহ্মণসাৎ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব যাহাতে ইনি রাজ্যের সহিত উৎসন্ন হন, আমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এক্ষণে আমি এই অধিষ্ঠানভূত ভূমিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন করি। ভগবতী ধরিত্রী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অচিরাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তখন মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ব্রহ্মলোকে প্রস্থিত জানিতে পারিয়া যোগবলে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূমির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। কশ্যপ ভূমির মধ্যে প্রবেশ করাতে উহার পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধি হইল। উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে তৃণ ও ওষধি উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং ভয় ও অধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া গেল। মহর্ষি কশ্যপ ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর সেই ভূমির মধ্যে অবস্থান করিলেন। তখন পৃথিবী ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপকে নমস্কার করিয়া তাঁহার কন্যাত্ব স্বীকার করিলেন।

হে মহারাজ! মহর্ষি কশ্যপ এইরূপ তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতএব বল দেখি, কশ্যপ হইতে কোন্ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ? ভগবান্ সমীরণ কশ্যপের এইরূপ প্রভাব কীর্ত্তন করিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবন পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে অঙ্গিরার পুত্র মহর্ষি উতথ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ চন্দ্রের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা ছিল। চন্দ্র অনেক অনুসন্ধানের পর মহর্ষি উতথ্যকেই ঐ কন্যার অনুরূপ পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ঐ কন্যাও উতথ্যকে আপনার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত পরিণীত হইবার অভিলাষে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি অত্রি উতথ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক চন্দ্রের সেই কন্যাটি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। উতথ্যও বিধানানুসারে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। জলাধিপতি বরুণের পূর্ব্বাবধিই ঐ সোমকন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ ছিল। এক্ষণে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং একদা ঐ কন্যাকে যমুনাজলে অবগাহন করিতে দেখিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুরমধ্যে আনয়ন করিলেন। ঐ পুরী ছয়লক্ষ হ্রদে সুশোভিত, বিবিধ প্রাসাদসমাকীর্ণ ও সর্ব্বকাম-সম্পন্ন। উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরী আর কুত্রাপি নাই। জলেশ্বর বরুণ সেই রমণীরত্নকে সেই পুরমধ্যে সমানীত করিয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দেবর্ষি নারদ ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উতথ্যের কর্ণগোচর করিলেন। উতথ্য নারদের মুখে স্বীয় পত্নীহরণসংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি অবিলম্বে বরুণের নিকট গমন করিয়া বল যে, হে জলেশ্বর! তুমি কি নিমিত্ত উতথ্যের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছ? তুমি লোকপালক; লোকের ত বিলোপক নহ। ভগবান্ চন্দ্র উতথ্যকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন; তুমি কেন সেই কন্যা অপহরণ করিলে? যাহা হউক, তুমি শীঘ্র উতথ্যকে তাঁহার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ কর। উতথ্য এইরূপ আদেশ করিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহার বাক্যানুসারে বরুণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, জলেশ্বর! তুমি মহর্ষি উতথ্যের পত্নী অপহরণ করাতে তিনি তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তুমি কি নিমিত্ত তাঁহার ভার্য্যা অপহরণ করিলে? বরুণ তাঁহার মুখে উতথ্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি আমার বাক্যানুসারে সেই মহর্ষিকে কহিও যে, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী আমার নিতান্ত প্রিয়। আমি ইহাকে কদাচই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। জলাধিপতি এই কথা কহিলে, মহর্ষি নারদ অচিরাৎ উতথ্যের নিকট গমন পূর্ব্বক অপ্রফুল্ল মনে তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! বরুণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে তোমার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ করিতে সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম; তাহাতে সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে গলহস্ত প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিয়াছে। সে কিছুতেই তোমার ভার্য্যা তোমাকে প্রদান করিবে না। অতঃপর তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি উতথ্য বরুণের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অচিরাৎ সলিল সমুদায় স্তম্ভন পূর্ব্বক পান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় নীরাধিপতি বরুণ উতথ্য কর্ত্তৃক সলিল সমুদায় পীয়মান দেখিয়া এবং সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হইয়াও সেই সোম কন্যাকে পরিত্যাগ করিলেন না।

অনন্তর মহর্ষি উতথ্য ক্রোধভরে ভূমিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ধরিত্রি! এখন তোমার সেই ছয় লক্ষ হ্রদযুক্ত স্থান কোথায়? মহর্ষি উতথ্য এইরূপ কহিবামাত্র সমুদ্র তৎক্ষণাৎ বরুণের পুর হইতে অপসৃত হইল এবং সেই স্থান ঊষর ক্ষেত্রের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি উতথ্য সরস্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অবিলম্বে এই স্থান হইতে অপসৃত হইয়া মরুদেশে প্রবাহিত হও। এই স্থানটি তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অপবিত্র হউক। স্রোতস্বতী সরস্বতী উতথ্যের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইলেন। তখন বরুণ স্বীয় পুরী নিতান্ত জলশূন্য দেখিয়া ভীতচিত্তে সেই সোমকন্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক উতথ্যকে প্রদান করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। মহর্ষি উতথ্য ভার্য্যাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নভাব ধারণ পূর্ব্বক সমুদায় জগৎকে জলকষ্ট হইতে ও বরুণকে

এই বিপজ্জাল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি বরুণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, জলাধিরাজ! এই আমি স্বীয় তপোবলে তোমাকে নিতান্ত বিষণ্ণ করিয়া স্বীয় ভার্য্যা প্রত্যাহরণ করিলাম। অতঃপর আর তোমার ইহার নিমিত্ত রোদন করা বৃথা। মহর্ষি উতথ্য এই বলিয়া তথা হইতে আপনার আবাসে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! মহর্ষি উতথ্যের এইরূপ প্রভাব ছিল। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, নরপতি কার্ত্তবীর্য্য মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবনদেব পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অসুরগণ দেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের যজ্ঞ, পিতৃগণের স্বধা ও মানবগণের কর্ম্ম কাণ্ড সমুদায় বিলুপ্ত করিলে, দেবগণ ঐশ্বর্য্যবিহীন হইয়া ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এমন সময়ে তেজঃপুঞ্জকলেবর ভাস্করপ্রতিম মহাতপাঃ মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তখন দেবগণ ঐ মহর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কুশলপ্রশ্নান্তে কহিলেন, ভগবন্! দানবগণ আমাদিগকে পরাস্ত ও ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট করিয়াছে; অতএব আপনি আমাদিগকে এই উপস্থিত ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে, মহাতেজস্বী মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের অসুরহস্তে পরাভববৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রোধে কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহর্ষির সেই ক্রোধানলপ্রভাবে অসংখ্য দানব দগ্ধ হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে নিপতিত হইয়া শমনসদনে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় যে সকল দানব পৃথিবী ও পাতালতলে অবস্থান করিয়াছিল কেবল তাহারাই জীবিত রহিল। নরপতি বলি ঐ সময় পাতালতলে অবস্থান পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

এইরূপে অগস্ত্যের প্রভাবে স্বর্গস্থ দানবগণ দগ্ধ হইলে, দেবগণ পুনরায় স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন; মহর্ষি অগস্ত্যেরও ক্রোধানল নির্ব্বাণ হইল। অনন্তর দেবগণ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ভূমিস্থিত অসুরগণকে পরাজয় করুন। তখন মহর্ষি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমি তোমাদের অনুরোধে স্বর্গস্থ অসুরগণকে বিনষ্ট করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে আর আমি অসুরবিনাশে সম্মত নহি, কারণ বারংবার দানবদলন করিলে আমার তপোবল ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তিনি এইরূপে স্বীয় তেজঃ-

প্রভাবে দানবগণকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় অগস্ত্য হইতে শ্রেষ্ঠ?

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন বায়ু পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমি মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবতাগণ মানস সরোবর তীর্থে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে খলীনামে পর্ব্বতাকার দানব সমুদায় উহা দর্শন করিয়া যাজ্ঞিকগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ঐ দানবগণের মধ্যে যাহারা কোন ক্রমে বিনষ্ট হইত, তাহারা তাহাদের আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক ঐ মানস সরোবরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ব্রহ্মদত্ত বরপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া ভীষণাকার পর্ব্বত ও বৃক্ষ সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সেই শতযোজন সমুত্থিত সলিলরাশি বিলোড়িত করিতে করিতে তীরে গাত্রোত্থান করিত। ঐ দৈত্যগণ বলগর্ব্বে মত্ত হইয়া দেবগণের প্রতি ধাবমান হইলে তাঁহারা ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাদের পরাক্রম প্রভাবে একান্ত ব্যথিত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বশিষ্ঠদেব দেবগণকে নিতান্ত দুঃখিত বোধ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাদিগকে অভয়প্রদান এবং অবলীলা ক্রমে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই দৈত্যদিগকে এককালে ভস্মসাৎ করিলেন। ঐ সময় ঐ মহর্ষির তপঃপ্রভাবে মহানদী গঙ্গা মানস সরোবর ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ নদী দ্বারা সরোবর বিদীর্ণ হওয়াতে উহার নাম সরযূ হইয়াছে। যে স্থানে সেই খলীনামে দৈত্য সমুদায় নিহত হইয়াছিল, ঐ স্থান অদ্যাপি খলিন নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বশিষ্ঠের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তিনি এইরূপে ব্রহ্মার বরে একান্ত গর্ব্বিত দানবগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে বল-দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় বশিষ্ঠদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবনদেব পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার নিকট মহর্ষি অত্রির কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যখন অসুরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ হয়, তৎকালে রাহু চন্দ্র ও সূর্য্যকে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়াছিল; সুতরাং ঐ সময়ে সমুদায় দেবগণকে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইতে হইয়াছিল। পরাক্রান্ত দানবগণ ঐ সুযোগে অন্ধকারাবৃত দেবগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবগণ অসুরগণের শরে একান্ত কাতর হইয়া তপোধনাগ্রগণ্য

জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা অত্রির সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! চন্দ্র সূর্য্য অসুরগণের শরজালে বিদ্ধ হওয়াতে এই অন্ধকারময় প্রদেশে শত্রুবাণে বিদ্ধ হইতেছি; কোনরূপেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ করুন।

তখন অত্রি কহিলেন, দেবগণ! আমি কিরূপে তোমাদিগের রক্ষা করিব, তাহা নির্দ্দেশ কর। দেবগণ কহিলেন, ভগবন্! আপনি চন্দ্রসূর্য্যরূপী হইয়া তিমির সমুদায় ধ্বংস করিয়া আমাদিগের শত্রুগণকে নিপাতিত করুন। দেবগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে,মহাত্মা অত্রি তাঁহাদের বাক্যানুসারে প্রথমে প্রিয়দর্শন চন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া পরিশেষে স্বীয় তপোবলে দানবগণের শরনিকরে বিদ্ধ চন্দ্র ও সূর্য্যকে উদ্ভাসিত করিলেন। তখন সমুদায় জগৎ তিমিরশূন্য ও দেবগণের অস্ত্রজাল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভগবান্ অত্রি এইরূপে তিমিররাশি ধ্বংস করিয়া আপনার তেজোবলে দেবগণের প্রবল শত্রু দানবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণও অসুরদিগকে মহাত্মা অত্রির তেজে দগ্ধ হইতে দেখিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা অত্রির কার্য্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ঐ অগ্নিসহায় চর্ম্মাম্বরধারী ফলমূলভোজী মহাত্মা অত্রি হইতে এইরূপে সূর্য্যের প্রকাশ, দেবগণের রক্ষা ও অসুরগণের সংহার হইয়াছিল। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় সেই মাহাত্মা অত্রি হইতে শ্রেষ্ঠ?

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন পবন পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমি মহাত্মা চ্যবনের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাত্মা চ্যবন দেবসমাজে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপায়ী করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক করিয়াছিলেন, দেবরাজ! তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবগণের সহিত সোমরস পান করিতে অনুমতি প্রদান কর।

তখন ইন্দ্র কহিলেন, ভগবান্! উহারা আমাদিগের পরিত্যজ্য ও অসম্মানিত, সুতরাং আমরা কখনই উহাদিগের সহিত সোমরস পান করিতে পারিব না; অতএব আপনার এরূপ অনুরোধ নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনি আমাকে অন্য যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিব।

চ্যবন কহিলেন, দেবরাজ! ইঁহারা সূর্য্যের পুত্র। সুতরাং ইঁহারা অবশ্যই তোমাদিগের সহিত সোমরস পান করিতে পারেন। অতএব তোমরা আমার বাক্য রক্ষা কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে। যদি তুমি আমার বাক্য লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে তোমাদিগের বিপদের পরিসীমা থাকিবে না।

ইন্দ্র কহিলেন, মহর্ষে! আমি কখনই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান

করিব না। অন্যের যদি ইচ্ছা হয়, উহাদিগের সহিত সোমরস পান করুক।

তখন চ্যবন কহিলেন, দেবরাজ! যদি তুমি সহজে আমার বাক্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে আমি অদ্যই তোমাকে নিপীড়িত করিয়া যজ্ঞভূমিতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করাইব। মহর্ষি চ্যবন এই বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের হিতসাধনার্থ সহসা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মন্ত্রবলে সুরগণকে অভিভূত করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি চ্যবনের সেই কার্য্যদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিপুল শৈল ও বজ্র সমুদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তপোধনাগ্রগণ্য ভগবান্ চ্যবন ইন্দ্রকে ঐ রূপে পর্ব্বত ও বজ্রহস্তে ধাবমান দেখিয়া সহসা জল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে বজ্র ও পর্ব্বতের সহিত স্তম্ভিত করিয়া মদ নামে এক মন্ত্রাহুতিময় ভীষণ পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। ঐ পুরুষের দন্তসমুদায় শতযোজন বিস্তৃত ও দংষ্ট্রাসকল দ্বিশত যোজন বিস্তৃত। উহার বদনমণ্ডল দেখিতে দেখিতে অতি ভীষণ হইয়া উঠিল এবং অধর ভূমিতল ও ওষ্ঠ আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিল। তখন মহার্ণবে তিমি মৎস্যের মুখে যেমন ক্ষুদ্র মৎস্য সমুদায় বাস করে, তদ্রূপ ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার জিহ্বামূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ দেবগণের ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! আমরা সকলেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করিব, এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে অসম্মত না হইয়া মহাত্মা চ্যবনকে নমস্কার পূর্ব্বক উঁহার ক্রোধ শান্তি করুন। দেবগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে, দেবরাজ অগত্যা মহাত্মা চ্যবনের চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহার অভিলষিত বিষয়ে স্বীকার করিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন সেই যজ্ঞে সমুদায় দেবতার সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করাইয়া অক্ষক্রীড়া, মৃগয়া, মদ্য ও স্ত্রীগণে সেই ভীষণমূর্ত্তি মদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এই নিমিত্ত অক্ষক্রীড়াদিতে আসক্ত হইলে মনুষ্যমাত্রকেই অবসন্ন হইতে হয়; অতএব ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা চ্যবনের মাহাত্ম্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বল দেখিব, কোন্ ক্ষত্রিয় সেই মহাত্মা চ্যবন হইতে শ্রেষ্ঠ?

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন বায়ু পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের প্রধান কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ চ্যবনের আহুতিময় মদের আস্যবিবরে প্রবিষ্ট হন, ঐ সময়

মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের অধিকৃত মর্ত্ত্যলোক এবং কপ নামে অসুরগণ স্বর্গ অপহরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে উভয়লোক অপহৃত হওয়াতে, দেবগণ নিতান্ত দুঃখিত মনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, পিতামহ! আমরা মদের আস্যবিবরে প্রবিষ্ট হইলে, কপগণ স্বর্গ ও মহর্ষি চ্যবন আমাদিগের অধিকৃত মর্ত্ত্যলোক অপহরণ করিয়াছেন।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা অচিরাৎ ব্রাহ্মণগণের শরাপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন কর; তাহা হইলেই অনায়াসে পূর্ব্বের ন্যায় উভয়লোক অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। কমলযোনি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে দেবতারা ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! আমরা কাহাদিগকে পরাজয় করিবার উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করিব? দেবগণ কহিলেন, আপনারা কপদিগের সংহারার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করুন। তখন দ্বিজগণ কহিলেন, আমরা অনায়াসে ঐ দুরাত্মাদিগকে মর্ত্তলোকে আনয়ন ও পরাজিত করিতে পারিব।

ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিয়া, কপদিগের বিনাশসাধনার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তখন কপগণ ঐ বিষয় অবগত হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট ধনী নামে এক জন দূতকে প্রেরণ করিল। ঐ দূত ব্রাহ্মণগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে দ্বিজগণ! কপগণ কোন অংশেই আপনাদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহেন; তবে কেন বৃথা আপনারা তাঁহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন? তাঁহারা সকলেই বেদবেত্তা, প্রাজ্ঞ, যাজ্ঞিক ও সত্যব্রতপরায়ণ। লক্ষ্মী সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের নিকট বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহারা রজস্বলাসংসর্গ, অসময়ে স্ত্রীসম্ভোগ বা বৃথামাংস ভোজন করেন না। প্রতিদিন প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান, গুরুজনের আজ্ঞা প্রতিপালন, বালকদিগকে খাদ্যসামগ্রী প্রদান, সকলে মিলিত হইয়া শকটে গমন ও শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন গর্ভবতী স্ত্রী ও বৃদ্ধ জন অভুক্ত থাকিতে ভোজন, প্রাতঃকালে ক্রীড়া ও দিবাভাগে শয়ন করেন না। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ গুণে বিভূষিত। অতএব আপনারা কেন বৃথা তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণে আপনারা এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হউন। তাহা হইলে সুখী হইতে পারিবেন।

কপগণপ্রেরিত দূত এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দূত! আমাদিগের সহিত দেবগণের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব আমরা সেই দেবগণের শত্রু কপগণকে অবশ্যই বিনাশ করিব। তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপে দূতের বাক্যে অস্বীকার করিলে, দূত কপগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে মহাশয়গণ! ব্রাহ্মণেরা কোনরূপেই আপনাদিগের হিতসাধনে

সম্মত নহেন। দূত এই কথা কহিলে, কপগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যাহার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে ধ্বজ উন্নত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রাণবিনাশার্থ প্রজ্বলিত পাবক নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ হুতাশন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কপদিগকে বিনাশ করিয়া মেঘমণ্ডলের ন্যায় আকাশমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দেবতারাও সকলে সমবেত হইয়া অন্যান্য দৈত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এ দিকে বিপ্রগণ যে কপদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অবগত হইতে পারেন নাই। অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কপগণের নিধন বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলেন। তখন দেবগণ নারদের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণগণকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া পুনরায় ত্রিলোক মধ্যে আধিপত্য লাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পবনদেব এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সমীরণ! আমি ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থই জীবন ধারণ করিয়াছি। অতঃপর প্রতিনিয়ত উঁহাদিগকে নমস্কার করিব। আমি মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের প্রসাদবলেই এইরূপ যশোলাভ ও শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, আমি যত্নপূর্ব্বক তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিয়াছি।

তখন পবনদেব কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন কর। তুমি ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছ, সেই অপরাধনিবন্ধন কালক্রমে ভৃগুবংশ হইতে তোমার ঘোরতর ভয় সমুপস্থিত হইবে।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কিরূপ ফল ও কিরূপ উন্নতি লাভের প্রত্যাশা করিয়া ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই মহামতি বাসুদেব তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে যেরূপ ফল ও উন্নতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিবেন। দেখ, অদ্য আমার বাক্য, মনঃ, চক্ষু ও কর্ণ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে এবং আমার জ্ঞানেরও তাদৃশ স্ফূর্ত্তি নাই। বোধ হইতেছে, আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। অতি অল্পদিন মধ্যেই সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইবে। অতঃপর আর আমি তোমাকে কিছুই কহিতে সমর্থ হইতেছি না। তোমার নিকট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম্ম প্রায় সমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা এই বাসুদেবের মুখে শ্রবণ কর।

আমি এই বাসুদেবকে বিলক্ষণ অবগত আছি। ইঁহার পূর্ব্বতন বলও আমার অবিদিত নাই। এক্ষণে তোমার ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে, ইনিই তাহা নিরাকরণ করিবেন। এই কৃষ্ণ স্বর্গ ও আকাশের সৃষ্টি করিয়াছেন; ইঁহার দেহ হইতে পৃথিবী সম্ভূত হয় এবং ইনিই বরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলের উদ্ধারসাধন করেন। দিঙ্মণ্ডল ও অন্তরীক্ষের উপরিভাগে ইঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত আছে। ইঁহা হইতে এই সমস্ত বিশ্ব নিঃসৃত হইয়াছে। এই বাসুদেবের নাভিমণ্ডল হইতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই পদ্মে স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া গাঢ়তর অসীম অন্ধকার নিরাকৃত করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণ সত্যযুগে ধর্ম্মস্বরূপে, ত্রেতাযুগে জ্ঞানরূপে, দ্বাপরে বলরূপে ও কলিতে অধর্ম্মরূপে আবির্ভূত হন। ইনিই দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন। ইনিই বলিরূপে দানবগণের আধিপত্য করিয়াছিলেন। এই বাসুদেব হইতে ভূত সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে। ইনি এই জগতের রক্ষক, যখন ধর্ম্মের পীড়া উপস্থিত হয়, তখনই ইনি দেবতা ও মনুষ্য রূপে আবির্ভূত ও ধর্ম্মনিরত হইয়া লোক সমুদায়কে রক্ষা করেন। ইনি অসুরসংহারার্থ কার্য্য ও অকার্য্যের হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন, করিয়াছেন ও করিবেন। ঐ অসুরগণের মধ্যে যাহারা ইঁহার শরণাপন্ন হয়, ইনি কদাচ তাহাদিগকে বিনাশ করেন, না। ইনি সাক্ষাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, রাহু ও ইন্দ্রস্বরূপ। এই বাসুদেব বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, বিশ্বজিৎ ও বিশ্বসংহারক। ইনি শূলধারী, মনুষ্যরূপী ও ভীমমূর্ত্তি। লোকে ইঁহার অদ্ভুত কর্ম্মপ্রভাব অবগত হইয়া ইঁহাকে স্তব করিয়া থাকে। রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দেবগণও প্রতিনিয়ত ইঁহার স্তব করেন। ইনি ধনের সৃষ্টিকর্ত্তা ও একমাত্র বিজিগীষু। যজ্ঞকালে ঋত্বিক্‌গণ ইঁহার স্তব করিয়া থাকেন। সামবেদ ইঁহারই স্তুতিবাদ করিতেছে এবং ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা ইঁহারই গুণানুবাদ করেন। যজ্ঞে ইঁহার নিমিত্ত হবির ভাগ কল্পনা করিতে হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ কালে ইঁহার স্তব করিয়াছিলেন। ইনি গবাদি পশুর অধিপতি। ইনি ব্রহ্মরূপ পুরাতন গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিব্যাদি মহাভূত সমুদায়ের প্রলয় দর্শন করিয়াছেন। এই বাসুদেব অসুরগণকে বিক্ষোভিত করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারসাধন করেন। লোকে ইঁহাকেই নানাপ্রকার ভোজ্য নিবেদন এবং ইঁহাকেই সমরবিজয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ ইঁহারই হস্তগত। ইনিই কুম্ভমধ্যে রেতঃসৃষ্টি করিয়া ঐ রেতঃ হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠকে উৎপন্ন করেন। ইনি বায়ু, বিভু, অশ্ব, হস্তী, প্রভামণ্ডলসম্পন্ন সূর্য্য ও আদিদেব। ইনি পাদক্ষেপে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যদিগের সমক্ষেই প্রাদুর্ভূত থাকেন। ইনিই যাজ্ঞিকদিগের যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন। ইনি সূর্য্যরূপে প্রতিদিন নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া কাল বিভাগ

করেন। ইঁহারই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। ইঁহারই করজাল ঊর্দ্ধভাগ, অধঃপ্রদেশ ও তির্য্যগ্‌ভাবে সঞ্চরণ এবং জীবলোকে আলোক প্রদান করে। বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা ইঁহার সেবা করিয়া থাকেন। সূর্য্য ইঁহারই কিরণ লাভ করিয়া ভূমণ্ডলে কিরণ বিস্তার করেন। ইনি প্রতি মাসে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ইনি বেদরূপী। বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ইঁহারই মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া থাকেন। ইনি শীত, উত্তাপ ও বৃষ্টিরূপ তিন নাভিযুক্ত সংবৎসরাত্মক কালচক্রকে বহন করিয়া শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার স্থষ্টি করিতেছেন। ইনি মহাতেজস্বী, সর্ব্বগামী ও সকলের শ্রেষ্ঠ। ইনি একাকীই সকল লোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তুমি এই স্থষ্টিকর্ত্তা বাসুদেবের শরণাপন্ন হও। ইনি একদা হুতাশনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে তৃণরাশিতে অবস্থান পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনিই উরগ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া অগ্নিতে সমুদায় বস্তু আহুতি প্রদান করেন। ইনি অর্জ্জুনকে শ্বেতবর্ণ অশ্ব প্রদান করিয়াছেন। ইনিই অশ্বগণের স্থষ্টিকর্ত্তা। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ যে রথের চক্র, ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃপ্রদেশে যাহার গতি, কাল, অদৃষ্ট, ইচ্ছা ও সংকল্প এই চারিটি যাহার অশ্ব এবং শুক্ল, কৃষ্ণ ও রক্ত এই তিনটি যাহার বর্ণ সেই সংসার রথ ইঁহারই অধিকৃত। ইনিই বিশ্বসংসারের স্থষ্টিসংহারকারক। ইনি অরণ্য ও পর্ব্বত সমুদায়ের স্থষ্টি করিয়াছেন। এই বাসুদেব নদী লঙ্ঘন পূর্ব্বক বজ্রপ্রহরণোদ্যত শক্রকে পরাভব করিয়াছিলেন। ইনিই ইন্দ্রস্বরূপ। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞস্থলে ঋক্‌সহস্র দ্বারা ইঁহারই স্তব করিয়া থাকেন। ইঁহা ব্যতিরেকে আর কেহই মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে গৃহে অবস্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। ইনি একমাত্র পুরাতন ঋষি। ইনি আপনা হইতে সমুদায়ের স্থষ্টি করিতেছেন। ইনি বেদজ্ঞ। ইনি প্রাচীন বিধি সমুদায় লঙ্ঘন করেন না। ইনি বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মের ফলস্বরূপ। ইনি শুক্ল জ্যোতিঃ, তিন লোক, তিন লোকের পালক, তিন অগ্নি ও তিন ব্যাহৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ইনি সংবৎসর, ঋতু, অর্দ্ধমাস, অহোরাত্র, কলা, কাষ্ঠা, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, লব ও ক্ষণ। ইঁহা হইতেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, পর্ব্বত, পূর্ণিমা, নক্ষত্র, যোগ ও ঋতু সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, প্রজাপতিগণ, দেবমাতা অদিতি, দিতি ও সপ্তর্ষিগণের স্থষ্টিকর্ত্তা। ইনি বায়ুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত বস্তু বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমুদায় দগ্ধ করিতেছেন। সলিল স্বরূপ হইয়া সমুদায় বস্তু নিমগ্ন করেন এবং ব্রহ্মা হইয়া সমুদায়ের স্থষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ হইয়াও বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় সমুদায় জ্ঞাত হইতেছেন। ইনি বিধিস্বরূপ হইয়াও ধর্ম্ম, বেদ ও বল বিষয়ে যে

সমস্ত বিধি বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদায় অবলম্বন করেন। ইনি চরাচর বিশ্ব। ইনি জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া প্রভা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছেন। ইনি পূর্ব্বে সলিল সৃষ্টি করিয়া পরে বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি ঋতু, উৎপাত, বিবিধ অদ্ভুত পদার্থ, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঐরাবত ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূত। ইনি বিশ্বের আধারস্বরূপ। নির্গুণ জীবস্বরূপ। ইনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। ইনি সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন। ইনি এই পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিবার অভিলাষে পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি আপনার মহিমায় দেবতা, অসুর, মনুষ্য, ঋষি ও পিতৃগণকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ। ইনি প্রাণিগণের অন্তকালে মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হন। এই জীবলোকে যাহা প্রশস্ত, পবিত্র, শুভ ও অশুভ ইনিই তৎসমুদায় স্বরূপ। ইনি অচিন্তনীয়; ইঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কল্পনা জল্পনামাত্র।

ঊনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বাসুদেব! পিতামহ তোমার মাহাত্ম্য সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন; অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ব্রাহ্মণের গুণসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। একদা দ্বারাবতী নগরে প্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিল, পিতঃ! ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত ইহলোক ও পরলোকের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন এবং তাঁহাদিগের পূজা করিলেই বা কি ফল লাভ হয়, এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

প্রদ্যুম্ন এই কথা কহিলে, আমি তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, বৎস! ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিলে যে ফল লাভ হয়, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুশীলন, মোক্ষলাভের উদ্যোগ, যশ ও শ্রীলাভ, রোগশান্তি এবং দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিবার সময় ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রের ন্যায় জগতের আনন্দজনক এবং উভয় লোকে সুখদুঃখদাতা। ব্রাহ্মণগণ হইতেই সমুদায় কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। উঁহাদের অর্চ্চনা করিলে আয়ু, কীর্ত্তি, যশ ও বল পরিবর্দ্ধিত হয়। উঁহারাই সকলের আদি ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, সুতরাং আমি স্বয়ং ঈশ্বর মনে করিয়া কখনই উঁহাদিগকে অনাদর করিতে পারি না। এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রতি ক্রোধ করা তোমার কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদিগের অগোচর কিছুই নাই। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে

সমুদায় জগৎ ভস্মসাৎ করিয়া নূতনলোক ও লোকেশ্বর সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব পরম তেজস্বী জ্ঞানবান্ মহাত্মারা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের উপাসনা করিবেন।

পূর্ব্বে চীরবাসা, বিল্বদণ্ডধারী, দীর্ঘ-কলেবর দীর্ঘশ্মশ্রু, কৃশাঙ্গ, মহাত্মা দুর্ব্বাসা মনুষ্যলোক ও দেবলোকের সমুদায় চত্বর ও সভাতে এই কথা কহিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন যে, আমি দুর্ব্বাসা, বাসার্থী হইয়া নানাস্থান বিচরণ করিতেছি; অতএব আমাকে স্বীয় গৃহে বাস করাইতে যাহার বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর। কিন্তু অণুমাত্র অপরাধ দেখিলেই আমার ক্রোধ উপস্থিত হয়, সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় দান করিবে তাহাকে সতত সাবধানে থাকিতে হইবে। মহর্ষি দুর্ব্বাসা এইরূপ কহিয়া পরিভ্রমণ করাতে কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দান করিতে সম্মত হইল না। তখন আমি তাঁহাকে পরম যত্নসহকারে আহ্বান পূর্ব্বক আত্মগৃহে বাস করাইলাম। ঐ মহাত্মা কোনদিন বহু সহস্র ব্যক্তির ভোজ্য কোনদিন অতি অল্পমাত্র ভক্ষ্য ভোজন করিতেন এবং কোনদিন বা আমার আবাস হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক আর প্রত্যাগমনও করিতেন না। তিনি অকস্মাৎ হাস্য ও অকস্মাৎ রোদন করিতেন। একদা তিনি স্বীয় শয়নমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক শয্যা, আস্তরণ ও নানালঙ্কার সমলঙ্কৃত কন্যাগণকে দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তথা হইতে বিনির্গত হইয়া আমাকে কহিলেন, বাসুদেব! আমি পরমান্ন ভোজন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি; অতএব অবিলম্বে আমাকে উহা প্রদান কর। আমি ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার মনোবৃত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া পরিজনদিগের দ্বারা বিবিধ ভোজ্য ও পানীয় বস্তু প্রস্তুত করাইয়াছিলাম; এক্ষণে তাঁহার আজ্ঞামাত্র উত্তপ্ত পায়স আনয়ন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তখন তিনি সেই পায়স ভোজন করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি অবিলম্বে আপনার সর্ব্বাঙ্গে এই পায়স লেপন কর। দুর্ব্বাসা ঐ রূপ আজ্ঞা করিবামাত্র আমি অবিচারিত চিত্তে সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে তাঁহার উচ্ছিষ্ট উত্তপ্ত পায়স লেপন করিলাম। ঐ সময়ে তোমার জননী রুক্মিণী সেই স্থানে সমুপস্থিত ছিলেন, মহর্ষি তাঁহাকে দর্শন করিয়া সহাস্য বদনে তাঁহার গাত্রে পায়স লেপন পূর্ব্বক তাঁহাকে রথে নিযোজিত করিয়া আমার আবাস হইতে বহির্গত হইলেন এবং সারথি যেমন বাহনদিগকে প্রহার করে, তদ্রূপ আমার সমক্ষেই প্রতোদ দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহর্ষি এইরূপে রুক্মিণীকে কষ্ট প্রদান করিলেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হইল না। অনন্তর মহর্ষি সেই রথে সমারূঢ় হইয়া রাজমার্গে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় কতিপয় যদুবংশীয় ব্যক্তি সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই ভূমণ্ডলে যেন ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য কোন বর্ণ জন্মগ্রহণ না করে। ব্রাহ্মণের অতি অদ্ভুত প্রভাব।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি মহানুভাবা রুক্মিণীকে রথে যোজিত করিয়া জীবিত থাকিতে পারে? আশীবিষের বিষ অতিশয় তীক্ষ্ণ; কিন্তু ব্রাহ্মণকে তাহা অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণরূপ আশীবিষ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়, তাহার চিকিৎসক কেহই নাই। পরম দুর্দ্ধর্ষ মহর্ষি দুর্ব্বাসা এইরূপে রথারূঢ় হইয়া রাজমার্গে ধাবমান হইলে তোমার জননী পথিমধ্যে বারংবার স্খলিত পদ হইতে লাগিলেন। মহর্ষি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তাহাকে পুনঃপুনঃ কশাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে যখন রুক্মিনী কোন রূপেই গমন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কুৎসিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে ধাবমান হইলেন। আমিও পায়সদিগ্ধ কলেবরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কহিতে লাগিলাম, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। তখন সেই মহাত্মা প্রসন্নচিত্তে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি ক্রোধকে একবারে পরাজিত করিয়াছ; তোমার কোন বিষয়েই কিছুমাত্র অপরাধ লক্ষিত হইল না, এক্ষণে আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, অন্ন যেমন দেবতা ও মনুষ্যদিগের প্রিয়, তুমিও তদ্রূপ সমুদায় লোকের প্রিয়পাত্র হইবে। কোন লোকে তোমার পবিত্র কীর্ত্তি অপ্রচারিত থাকিবে না এবং তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সকলের প্রিয় হইবে। তোমার যে সমুদায় বস্তু দগ্ধ ও ভগ্ন হইয়াছে, তুমি তৎসমুদায় পূর্ব্ববৎ বা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দর্শন করিতে পারিবে। ঐ পায়স লেপন করাতে তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না। তুমি যতকাল ইচ্ছা জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে। তুমি কেবল স্বীয় পদতলে পায়স লেপন না করিয়া আমার অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ।

ভগবান্ দুর্ব্বাসা প্রীত হইয়া আমাকে এইরূপ কহিলে, আমি স্বীয় শরীরকে অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন দেখিলাম। অনন্তর মহর্ষি দুর্ব্বাসা রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ইহলোকে স্ত্রীজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট যশ ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। জরা, ব্যাধি ও বিবর্ণতা তোমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। তুমি পবিত্র গন্ধবিশিষ্ট হইয়া তোমার পতি কেশবের শুশ্রূষা ও তাঁহার সালোক্য লাভ করিবে। বাসুদেব ষোড়শ সহস্র বধূর মধ্যে তোমার প্রতিই নিতান্ত অনুরক্ত হইবেন। অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাত্মা দুর্ব্বাসা রুক্মিণীকে এই কথা কহিয়া পুনর্ব্বার আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি ব্রাহ্মণগণের প্রতি এইরূপ ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরমসুখে কালহরণ কর।

ভগবান্ দুর্ব্বাসা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, আমি ব্রাহ্মণের আজ্ঞা কদাচ লঙ্ঘন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, তৎপরে তোমার জননীর সহিত মৌনব্রত

অবলম্বন পূর্ব্বক প্রীতমনে স্বীয়গৃহে আগমন করিয়া দেখিলাম, মহর্ষি দুর্ব্বাসা যে সমুদায় বস্তু দগ্ধ ও ভগ্ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। আমি তৎকালে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে ব্রাহ্মণগণকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি প্রদ্যুম্নের নিকট মহাত্মা দুর্ব্বাসার মাহাত্ম্য যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার নিকট তাহা কহিলাম। অতএব আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাদিগকে গো সমুদায় ও ধন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করুন। মহাত্মা ভীষ্ম আমার মহিমা যেরূপ কীর্ত্তন করিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ-গণের প্রসাদেই ঐ মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছি।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মধুসূদন! তুমি মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রসাদবলে যে বিজ্ঞান প্রাপ্ত এবং মহাত্মা মহাদেবের মাহাত্ম্য ও নাম সমুদায় অবগত হইয়াছ, তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

তখন বাসুদেব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি দুর্ব্বাসার প্রসাদবলে যাহা লাভ করিয়াছি এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রযতভাবে যাহা পাঠ করিয়া থাকি এক্ষণে ভগবান্ ভূতপতিকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া তাঁহার সেই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রহ্মা বহুকাল তপস্যা করিয়া ঐ মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়াছেন। ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতিই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তিনি এই ত্রিলোকের আদি কারণ। এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ কেহই নহে। তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিলে শত্রুগণ তাঁহার গাত্রগন্ধেই ভীত, কম্পিত, সঙ্গহীন ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাঁহার ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণ করিলে রণস্থলে দেবগণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিকট মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব বা পন্নগগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহারা পর্ব্বতগুহামধ্যে প্রবেশ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। প্রজাপতি দক্ষ অতি সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভাগ কল্পনা না করাতে তিনি রোষভরে শরাসনে শর সংযোগ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সেই যজ্ঞ বিদ্ধ করিয়াছিলেন। সহসা দক্ষযজ্ঞ বিদ্ধ হইলে দেবগণের সুখলাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় মহাদেবের জ্যাশব্দে সমুদায় লোক সমাকুল, দেবতা ও অসুরগণ বিষণ্ণ, জল সংক্ষুব্ধ ও বসুন্ধরা বিকম্পিত

হইয়া উঠিল। পর্ব্বত সমুদায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও আকাশমণ্ডল এককালে বিনষ্ট হইল। সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রাদির কিছুমাত্র প্রভা রহিল না এবং লোকসমুদায় গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। ঐ সময় ঋষিগণ একান্ত ভীত হইয়া সমুদায় জগতের হিতকামনায় স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রবলপরাক্রান্ত রুদ্রদেব দেবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ভগের নয়নদ্বয় উৎপাটিত ও পদাঘাত দ্বারা পূষার দন্তপংক্তি বিপাটিত করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবগণ রুদ্রের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে ভীত হইয়া কম্পিতকলেবরে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিনাকপাণি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় শরাসনে শরসংযোগ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতা ও ঋষিগণ আপনাদিগকে নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত বোধ করিয়া শতরুদ্রীয় মন্ত্র জপ এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দেবাদিদেব তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তখন দেবগণ মহাদেবকে শান্তমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিমিত্ত উত্তমরূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিলেন। ভগবান্ ভূতভাবন তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞকে পুনরায় যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়া তাহার যে সমুদায় অঙ্গ অপহৃত হইয়াছিল, তৎসমুদায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।

পূর্ব্বে অসুরগণের লৌহ, রজত ও সুবর্ণময় তিন পুরী ছিল। দেবরাজ ইন্দ্রও স্বীয় সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ঐ অসুরপুরী বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া রুদ্রদেবের শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, দেবাদিদেব! দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণ আমাদিগের সমুদায় কার্য্যেই উপদ্রব করিবে; অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দৈত্যগণের পুরত্রয়ের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ভূতপতি তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া বিষ্ণুকে উৎকৃষ্ট শর, অনলকে শল্য, সূর্য্যপুত্র যমকে পুঙ্খ, চারিবেদকে শরাসন, সাবিত্রী দেবীকে জ্যা এবং ব্রহ্মাকে সারথি করিয়া পর্ব্বত্রয় সংযুক্ত ত্রিশূল দ্বারা অসুরদিগের সহিত সেই পুরত্রয় বিদীর্ণ ও দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভূতভাবন পঞ্চশিখাসংযুক্ত বালকের বেশ ধারণ করিয়া সহসা পার্ব্বতীর ক্রোড়দেশে উপবেশন করিলেন। তখন পার্ব্বতী দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বালকটী কে? ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র পার্ব্বতীর ক্রোড়ে সেই বালককে উপবিষ্ট দর্শন করিবামাত্র ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে বজ্র প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, ভগবান্ ভূতপতি সহসা তাঁহার সেই বজ্রসংযুক্ত পরিঘাকার বাহু স্তম্ভিত করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মাদিদেবগণ একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবলে সেই বালককে ভুবনেশ্বর বলিয়া অবধারণ করিলে, দেবগণ সকলেই তাঁহাকে ও পার্ব্বতীকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের বাহু

পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল। ঐ মহেশ্বর তেজঃপুঞ্জ কলেবর দুর্ব্বাসার রূপ পরিগ্রহ করিয়া বহুকাল আমার দ্বারকাপুরীতে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ উপদ্রব করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি অবিকৃতচিত্তে তংকৃত সমুদায় উপদ্রবই সহ্য করিয়াছিলাম। তিনি রুদ্র, শিব, অগ্নি, সর্ব্ব, সর্ব্বজিৎ, ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, ঈশান, কাল, অন্তক, মৃত্যু, তম, দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ঋতু, সায়ংকাল, প্রাতঃকাল, সংবৎসর, ধাতা, বিধাতা, বিশ্বকর্ম্মা, সর্ব্বজ্ঞ, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্ বিদিক্, বিশ্বমূর্ত্তি ও অমেয়াত্মা। তিনি কখন একধা, কখন দ্বিধা, কখন সহস্রধা, কখন শতসহস্রধা ও কখন বা তদপেক্ষা বহুধা বিভক্ত হইয়া থাকেন। এক শত বৎসরেও কেহ তাঁহার সমুদায় গুণকীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না।

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি বহুরূপ ও বহুনাম ধারী মহাত্মা রুদ্রদেবের মাহাত্ম্য আরও কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিগণ সেই দেবদেব মহাদেবকে অগ্নি, স্থাণু, মহেশ্বর, একাক্ষ, ত্র্যম্বক, বিশ্বরূপ ও শিব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, মহাদেবের মূর্ত্তি দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক মূর্ত্তি অতি ভীষণ ও অপর মূর্ত্তি মঙ্গলময়। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার নানাবিধ মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভীষণমূর্ত্তি অগ্নি, বিদ্যুৎ ও ভাস্কর এবং সৌম্যমূর্ত্তি, ধর্ম্ম, জল ও চন্দ্রস্বরূপ। মুনিগণ উঁহার শরীরের অর্দ্ধাংশকে অগ্নি ও অর্দ্ধাংশকে সোম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান এবং উগ্রমূর্ত্তি জগতের সংহার করিয়া থাকে। মহত্ত্ব ও ঈশ্বরত্বনিবন্ধন মহাদেবকে মহেশ্বর নামে নির্দ্দেশ করা যায়। উনি তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রবলপ্রতাপ, জগতের দহনকর্ত্তা ও শোণিতমিশ্র মজ্জামাংস ভক্ষক বলিয়া উঁহার নাম রুদ্র; উনি দেবগণের মধ্যে মহান্, উঁহার বিষয়ের পরিসীমা নাই ও উনি বিশ্বসংসারকে প্রতিপালন করেন বলিয়া উঁহার নাম মহাদেব; উনি ধূম্ররূপী বলিয়া উঁহার নাম ধূর্জ্জটি; উনি মনুষ্যগণের মঙ্গল কামনা করিয়া নিয়ত বিবিধকর্ম্ম দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করেন বলিয়া উঁহার নাম শিব; উনি স্থির, স্থিরলিঙ্গ ও স্বয়ং ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করেন বলিয়া উঁহার নাম স্থাণু; উনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বহুবিধ রূপ ধারণ করেন বলিয়া উঁহার নাম বহুরূপ এবং বিশ্বদেবগণ উঁহার শরীর মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া উঁহার নাম বিশ্বরূপ হইয়াছে। উনি কখন সহস্রাক্ষ ও কখন অযুতাক্ষ হন এবং কখন বা উঁহার শরীরের সর্ব্বত্র চক্ষুঃ বিদ্যমান থাকে। উনি পশুদিগের অধিপতি হইয়া সতত তাহাদিগের প্রতিপালন ও তাহাদিগের সহিত বিহার করেন বলিয়া পশুপতি নামে অভিহিত হন। উঁহার লিঙ্গ প্রতিনিয়ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া সকলেই উহা পুজা করিয়া থাকে। লিঙ্গ পূজায় উঁহার পরম

প্রীতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি উঁহার মূর্ত্তি এবং যে ব্যক্তি উঁহার লিঙ্গ পূজা করে, ঐ উভয়ের মধ্যে লিঙ্গ পূজয়িতারই অপেক্ষাকৃত অধিকতর উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ উঁহার ঊর্দ্ধসমাস্থিত লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন। লিঙ্গ পূজা করিলে মহেশ্বর পরমাহ্লাদিত হইয়া পূজয়িতাকে উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান করেন। শ্মশান ভূমি উঁহার আবাসস্থান। যাঁহারা ঐ স্থানে উঁহার অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা চরমে বীরলোক গমনে সমর্থ হন। ভগবান্ ভূতপতি জীবগণের মৃত্যু এবং শরীরস্থিত প্রাণ ও অপান বায়ুস্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নানাপ্রকার বিকটমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। কর্ম্ম ও চরিত্র নিবন্ধন বেদে উঁহার নানাপ্রকার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ উঁহার বেদোক্ত ও ব্যাসোক্ত শতরুদ্রীয় পাঠ করিয়া থাকেন। উনিই সমুদায় লোককে অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ঋষিগণ উঁহাকে বিশ্বরূপী, মহৎ ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উনি দেবগণের আদি। উঁহার মুখ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হইয়াছে। উনি প্রাণান্তেও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করেন না। উনি মনুষ্যদিগকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন ও বিবিধ কামনা প্রদান করেন; আবার উনিই তৎসমুদায় বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের যে সমুদায় ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে তৎসমুদায় উঁহারই ঐশ্বর্য্য। উনি প্রতিনিয়ত ত্রিলোকের শুভাশুভ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সমুদায় ভোগ্য বস্তুতে উঁহার প্রভুত্ব আছে বলিয়া উঁহাকে ঈশ্বর এবং উনি যাবতীয় মহৎবিষয়ের অধীশ্বর বলিয়া উঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উনি স্বীয় বিবিধ রূপদ্বারা এই বিশ্বসংসার ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সমুদ্র মধ্যস্থিত বড়বা মুখ উঁহারই বক্ত্র।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

দেবকীনন্দন কৃষ্ণ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয় ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষ ও আগম এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি প্রমাণ হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমার বোধ হইতেছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। যাহাই হউক তোমার যদি এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়া থাকে, আমি তাহা নিরাকরণ করিয়া দিতেছি। প্রত্যক্ষ ও আগম এই উভয় প্রমাণে অনায়াসে সংশয় জন্মিতে পারে; কিন্তু সেই সংশয়টি ছেদন করা নিতান্ত সুকঠিন। প্রজ্ঞাভিমানী হেতুবাদীরা প্রত্যক্ষ কারণ দেখিয়া অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের এককালে অসদ্ভাব স্বীকার বা তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় করিয়া থাকে। সেই সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির ঐ রূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত সন্দেহ নাই। যদি ঐ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি মূলক হইল, তাহা হইলে আগমকেই প্রধান প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ

করিতে হয়। কিন্তু অনলস, প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহে অভিনিবেশশূন্য ও তৎপর না হইলে আগম প্রমাণ স্থির করা সহজ হয় না। হেতুবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল লোকের জ্যোতিঃস্বরূপ আগম অবলম্বন করিলে বিপুল জ্ঞানলাভ করা যায়। হেতুবাদ নিতান্ত অগ্রাহ্য ও অমূলক। উহা কদাচই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রত্যক্ষ আগম ও বহুবিধ শিষ্টাচার এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি প্রমাণ হইবে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বলবান্ দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্ম ম্রিয়মাণ হইলে, যদিও যত্নসহকারে তৎকালে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়, কিন্তু তাহা কালসহকারে নিশ্চয়ই ভিন্ন হইয়া যায়। ঐ সময় তৃণ দ্বারা যেমন কূপ সমাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তখন দুষ্ট লোকেরা শিষ্টাচার উচ্ছিন্ন করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হয়। অতএব ঐ সময় ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে, ঐ সমস্ত অসচ্চরিত্র শ্রুতিত্যাগপরায়ণ ধর্ম্মবিদ্বেষী পামরের বাক্য কদাচ সপ্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা বেদপরায়ণ, সন্তুষ্টচিত্ত ও ঐ সমস্ত পামরের বিদ্বেষী; দর্প, কাম, লোভ ও মোহের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত মহাত্মার নিকট গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মসংশয় জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই সমস্ত মহাত্মার চরিত্র কদাচ দূষিত হয় না এবং উঁহারা যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন কখনই পরিত্যাগ করেন না। ফলতঃ প্রত্যক্ষ, বেদ ও শিষ্টাচার এই তিনটিকেই প্রমাণ বলিতে হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি সংশয়রূপ দুস্তর সাগরে নিপতিত হইয়াছি, উহার পার নিরীক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি বেদ, প্রত্যক্ষ ও আচার এই তিনটিই ধর্ম্মের প্রমাণ হইল, তাহা হইলে ধর্ম্মও তিনপ্রকার স্বীকার করিতে হইবে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্ম একমাত্র। ঐ তিনটি উহার প্রমাণ। ঐ তিন প্রমাণ প্রত্যেকেই যে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে তাহা নহে, উহারা সমবেত হইয়াই ধর্ম্মের বিচার করিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ তিনটি যে ধর্ম্মের প্রমাণস্থল, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে, তুমি আর কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। তুমি আপনিই ঐ তিন প্রমাণানুসারে সংশয় ছেদন করিবে। আমি যাহা কহিতেছি, তাহাতে যেন তোমার সংশয় উপস্থিত না হয়; অন্ধ ও জড়ের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে উহা অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও দান এই চারিটি সনাতন ধর্ম্ম। তুমি এই সমস্ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। তোমার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পুরুষেরা ব্রাহ্মণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তুমিও তাঁহাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার

কর। যে ব্যক্তি প্রমাণকে অপ্রমাণ বলে, সে নিতান্ত অপণ্ডিত। তাহার বাক্য কদাচ প্রমাণ হইতে পারে না; সে সকলেরই শোচনীয়। অতএব তুমি এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের সৎকার ও সমাদর কর। ব্রাহ্মণেরাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন। উঁহারাই এই তিন লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাহারা ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং যাহারা ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে, ঐ উভয়বিধ লোকদিগের মধ্যে কাহাদের কিরূপ গতি লাভ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাহারা ধর্ম্মদ্বেষী, তাহারা রজ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। আর যাঁহারা সতত ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকেন, সেই সমস্ত সত্য ও সরলতাপরায়ণ সাধুব্যক্তি অনায়াসে স্বর্গে গমন করেন। তাঁহারা নিরন্তর আচার্য্যদিগের সেবা করিয়া ধর্ম্মকেই একমাত্র গতি বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। মনুষ্যই হউক, আর দেবতাই হউক, যাঁহারা শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, সেই সমস্ত লোভ মোহ শূন্য মহাত্মারা নিশ্চয়ই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মার প্রধান পুত্র ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্মস্বরূপ। ধার্ম্মিকগণ একাগ্র চিত্তে তাহাদিগেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কাহাদিগকে সাধু ও কাহাদিগকে অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং তাহাদিগের উভয়ের কার্য্যই বা কিপ্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অসাধুরা দুরাচার ও দুর্ম্মুখ। আর সাধুব্যক্তিরা সুশীল ও শিষ্টাচার সম্পন্ন। তাঁহারা কখন রাজমার্গ, গোষ্ঠ ও ধান্য মধ্যে মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করেন না। দেবতা, পিতৃ, ভূত, অতিথি ও কুটুম্বদিগকে আহার প্রদান করিয়া পরিশেষে আপনারা আহার করেন। ভোজন কালে কথোপকথন বা আর্দ্রহস্তে শয়ন করেন না। উঁহারা সূর্য্য, বৃষ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ও চৈত্যবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ; ভারাক্রান্ত, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, নগরাধিপতি, গো, ব্রাহ্মণ ও নরপতিদিগকে পথ প্রদান এবং সমাগত অতিথি, পোষ্যবর্গ, সাধু ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই উভয় কালই ভোজনের প্রকৃত সময়। এই সময়ের মধ্যে আর আহার গ্রহণ না করিলেই উপবাস করা হয়। হোমকালে বহ্নি যেমন আজ্যপাত্রের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ স্ত্রীজাতি ঋতুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষসংসর্গের প্রত্যাশা করিয়া থাকে। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করা কর্ত্তব্য। ঋতুকাল ভিন্ন অন্যসময়ে পত্নীসংসর্গ না করিলে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। সত্যবাক্য, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিনই তুল্য পদার্থ। অতএব নিয়ত নিয়মানুসারে গো ব্রাহ্মণের পূজা করা কর্ত্তব্য। যজুর্ব্বেদানুসারে যে মাংসের সংস্কার করা হয় তাহা ভক্ষণ করা দোষাবহ নহে।

পৃষ্ঠ মাংস ও বৃথামাংস পুত্রমাংসের তুল্য। স্বদেশেই হউক, আর ভিন্নদেশেই হউক, অতিথিকে উপবাসী রাখা কদাচ বিধেয় নহে। উপাধ্যায়কে অভিবাদন করিয়া আসন প্রদান ও পাঠ সমাপনান্তে দক্ষিণা দান করা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাধ্যায়কে অর্চ্চনা করিলে দেহপুষ্টি, আয়ু ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অবমাননা, দূরদেশে প্রেরণ করা কদাচ বিধেয় নহে। উহারা দণ্ডায়মান থাকিলে উপবেশন করা নিতান্ত অনুচিত। উহা করিলে আয়ুক্ষয় হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিবস্ত্রা স্ত্রী ও উলঙ্গ পুরুষকে দর্শন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। গোপনেই স্ত্রীসম্ভোগ ও আহার করা উচিত। গুরুজন অপেক্ষা পবিত্রতীর্থ, হৃদয় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্বেষণের বিষয় ও সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুখ আর কিছুই নাই। বৃদ্ধ জনের বাক্য শ্রবণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। বৃদ্ধগণের সেবা করিলে অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হয়। বেদাধ্যয়ন ও ভোজনকালে দক্ষিণ পাণি উত্তোলন করা বিধেয়। প্রতিনিয়ত বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংস্কৃত পায়স, যাবক, কৃশর ও হবি দ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ, গ্রহগণের পূজা, ক্ষৌরকর্ম্মে মঙ্গলাচরণ, ক্ষুতকারীকে আশীর্ব্বাদ এবং ব্যাধিত ব্যক্তিদিগকে 'দীর্ঘায়ুরস্তু' বলিয়া অভিনন্দন করা উচিত। বিপদ্গ্রস্ত হইয়াও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি 'তুমি' এই বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। বিদ্যাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে 'তুমি' এই বাক্য মৃত্যুতুল্য। বয়ঃকনিষ্ঠ, সমবয়স্ক বা শিষ্যদিগের প্রতি 'তুমি' বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। পাপাত্মাদিগের মনোমধ্যে নিয়ত পাপকার্য্যেরই উদয় হইয়া থাকে। পাপাত্মারা জ্ঞান পূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও সজ্জনসমাজে তাহা গোপন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। অসাধু ব্যক্তিরা "আমি যে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম ইহা দেবতা বা মনুষ্য কেহই জ্ঞাত হইতে পারে নাই" এই মনে করিয়া স্বকৃত পাপকার্য্যের গোপন করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু উহা নিতান্ত দোষাবহ। পাপাচরণ করিয়া গোপনে রাখিলে নিশ্চয়ই পাপের বৃদ্ধি হয়। অতএব পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক তাহা গোপনে না রাখিয়া সাধু সমাজে প্রকাশ করাই উচিত। সাধুব্যক্তিদিগের নিকট পাপকার্য্য প্রকাশ করিলে তাঁহারা কোন না কোন উপায় দ্বারা তাহার শান্তিবিধান করিতে পারেন। যেমন লবণের উপর জলসেক করিলে উহা তৎক্ষণাৎ বিলীন হয় তদ্রূপ পাপানুষ্ঠান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ অচিরাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। অধিক ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত অল্প পাপের অনুষ্ঠান করা অনুচিত নহে। আশাগ্রস্ত হইয়া দ্রব্য সঞ্চয় করিলে কালসহকারে উহা হয় বিনষ্ট, না হয় সঞ্চয়কর্ত্তার দেহনাশের পর অন্য কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কহেন যে, মনের দ্বারাই লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। অতএব অনায়াস-

সাধ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সকলেরই উচিত। একাকী ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; ধর্ম্মধ্বজী হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যাহারা ফল উপভোগের বাসনায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহাদিগকে ধর্ম্মের বণিক্ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। গর্ব্বিতভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবার্চ্চনা, অকপটভাবে গুরুজনের সেবা এবং সৎপাত্রে দান করিয়া পরলোকের হিতসাধন করা কর্ত্তব্য।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জীবলোকে হতভাগ্য মনুষ্য বলবান্ হইলেও কদাচ অর্থলাভ করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ভাগ্যবান্ সে নিতান্ত দুর্ব্বল ও বালক হইলেও অর্থলাভ করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। লাভের সময় উপস্থিত না হইলে যত্ন করিলেও অর্থ হস্তগত হয় না; কিন্তু লাভকাল উপস্থিত হইলে অনায়াসেই বিপুল বিত্ত হস্তগত হইয়া থাকে। অনেকে বহুযত্ন করিয়াও কিছুই লাভ করিতে পারে না, আবার অনেকে অনায়াসে প্রভূত ধনের আধিপত্য লাভ করে। যদি মনুষ্য যত্নবান্ হইলেই সমুদায় ফললাভ করিতে পারিত তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কখনই মূর্খের উপাসনা করিতেন না। যখন মনুষ্য যত্ন করিয়াও ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে অদৃষ্টে অর্থলাভ না থাকিলে উহা লাভ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কোন ব্যক্তি অর্জ্জনস্পৃহার অধীন হইয়া প্রভূত আয় সত্ত্বেও অর্থলাভের চেষ্টা করিয়া দুঃখভোগ করে এবং কোন ব্যক্তি অর্থান্বেষণে বিরত হইয়াও পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে। কোন কোন নির্ধন ব্যক্তি নিরন্তর অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও ধনবান্ এবং কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি সতত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও নির্ধন হইতেছে। কেহ কেহ প্রযত্নসহকারে নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও নীতিজ্ঞ হইতে পারে না আবার কেহ কেহ নীতিশাস্ত্র স্পর্শ না করিয়াও মন্ত্রিত্বলাভে সমর্থ হয়। কখন কখন বিদ্বান্ ও মূর্খ উভয়কেই ধনবান্ আবার কখন কখন ঐ উভয়কেই নির্ধন হইতে দেখা যায়। যদি বিদ্যালাভ করিলেই লোকের সুখ লাভ হইত তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কখনই মূর্খের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। জলদ্বারা যেমন লোকের পিপাসা শান্তি হয় তদ্রূপ যদি বিদ্যাবলেই লোকের সমুদায় কার্য্য সাধন হইত তাহা হইলে বোধ হয় কেহ বিদ্যোপার্জ্জনে অযত্ন করিত না। আয়ুসত্ত্বে শতবাণে বিদ্ধ হইলেও লোকের প্রাণ বিয়োগ হয় না কিন্তু আয়ুক্ষয় হইলে লোকে তৃণাগ্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং আপনার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি? এই বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি বহুযত্ন করিয়াও ধনলাভ করিতে না পারে কঠোর তপোনুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বীজ বপন না করিলে কেহই ফল ভোগের অধিকারী হয় না। মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, মনুষ্য দান দ্বারা ভোগশীল বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা দ্বারা মেধাবী ও অহিংসা দ্বারা দীর্ঘায়ু হয়। অতএব মনুষ্য সতত প্রিয়বাদী, লোকের হিতানুষ্ঠাননিরত, বিশুদ্ধস্বভাব ও হিংসাবিহীন হইয়া যাচ্ঞা পরিত্যাগ, দান ও ধার্ম্মিকগণের পূজা করিবে। দংশকীট ও পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণিগণকেও স্ব স্ব কর্ম্মরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব প্রাণিমাত্রকেই কর্ম্মের অধীন বিবেচনা করিয়া অনুতাপ পরিত্যাগ কর।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি স্বয়ং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অথবা অন্যকে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করায় তাহার ধর্ম্মলাভের আশা থাকে, আর যে ব্যক্তি স্বয়ং অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অথবা অন্যকে অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করায়, সে কখনই ধর্ম্মলাভ করিবার প্রত্যাশা করিবে না। কালই নিগ্রহ ও অনুগ্রহের কর্ত্তা। কালই প্রাণিগণের বুদ্ধিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। লোকে যখন ধর্ম্মফল প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মকেই শ্রেয়স্কর পদার্থ জ্ঞান করে, সেই সময়েই তাহার ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে। অদৃঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কখনই ধর্ম্মফলে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকাই প্রাজ্ঞব্যক্তির লক্ষণ। অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিশারদ বিজ্ঞব্যক্তিরা যত্নসহকারে সময়ানুরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন; ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা আর এই ভূমণ্ডলে রজোগুণসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না মনে করিয়াই বুদ্ধিদ্বারা আত্মার উন্নতি করিয়া থাকেন। কাল কখনই যথার্থ ধর্ম্মকে অবিশুদ্ধ ও দুঃখের হেতুভূত করিতে পারে না। অতএব ধর্ম্মচারী ব্যক্তিদিগের আত্মাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধর্ম্ম প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত, কালকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ধর্ম্মকে স্পর্শও করিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্মপ্রভাবেই লোকে বিশুদ্ধচিত্ত ও নিষ্পাপ হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মই বিজয়প্রদ ও ত্রিলোকের প্রকাশক বলিয়া অভিহিত হয়। কেহ কাহাকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। অধার্ম্মিকেরা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক উপদিষ্ট হইলে লোকভয়বশতই ছলধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। শূদ্রবংশীয় সাধুব্যক্তিরা আমাদিগের কোন আশ্রমধর্ম্মেই অধিকার নাই; এইরূপ ছলবাক্য প্রয়োগ না করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণেই পঞ্চভূতময় দেহধারণ করে বটে; কিন্তু শাস্ত্রে উঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। উঁহারা সেই সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে সকলেই একভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। যদি বল যে, ধর্ম্ম নিত্যপদার্থ; কিন্তু উহার ফল স্বর্গাদি

অনিত্য হয় কেন ? তাহার উত্তর এই যে, ধর্ম্ম দুই প্রকার; সকাম ও নিষ্কাম। সকাম ধর্ম্ম অনিত্য; সুতরাং তাহার ফল অনিত্য। আর নিষ্কাম ধর্ম্ম নিত্য; সুতরাং তাহার ফলও নিত্য। সমুদায় লোকেরই দেহ ও আত্মা একরূপ বটে, কিন্তু পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম বলে কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ধর্ম্মসংযুক্ত সংকল্প উদিত হইয়া গুরুর ন্যায় তাহাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ফলতঃ প্রাক্তন কার্য্যই লোকের সুখদুঃখের কারণ; সুতরাং তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণিগণেরও সুখ দুঃখ ভোগ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্যের শ্রেয়ঃ কি ? কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুখলাভ হয় এবং কিপ্রকার কার্য্যদ্বারাই বা লোকের পাপ অপনীত হইয়া থাকে ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট দেবতা, ঋষি, নদী ও পর্ব্বত সমুদায়ের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ নাম সমুদায় ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্য অবুদ্ধি পূর্ব্বক বা বুদ্ধি পূর্ব্বকই হউক ইন্দ্রিয় দ্বারা দিবা, রাত্রি ও সন্ধিক্ষণে যে পাপানুষ্ঠান করে, শুচি হইয়া এই নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিলে তৎসমুদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই নাম সমুদায় পাঠ করে তাহাকে কদাচ অন্ধ ও বধির হইতে হয় না, তাহার সতত মঙ্গল লাভ হয়; সে কদাচই তির্য্যগ্‌যোনি, সঙ্কর যোনি ও নরক প্রাপ্ত হয় না; তাহার দুঃখ ভয় এককালে তিরোহিত হইয়া যায় এবং তাহাকে মৃত্যুকালেও বিমোহিত হইতে হয় না। এক্ষণে আমি ঐ নাম সমুদায় কহিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বভূতনমস্কৃত দেবাসুরগুরু ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী, বেদসমুদায়ের উৎপাদক লোককর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু, বিরূপাক্ষ উমাপতি মহাদেব, সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, শচীপতি ইন্দ্র, যম ও তাঁহার পত্নী ধূমোর্ণা, বরুণ ও তাঁহার পত্নী গৌরী, কুবের ও তাঁহার পত্নী ঋদ্ধি, সুশীলা সুরভি, মহর্ষি বিশ্রবা, সঙ্কল্প, সাগর, গঙ্গা, মরুদ্গণ, তপঃসিদ্ধ বালখিল্যগণ, মহাত্মা বেদব্যাস, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু, হাহাহুহু, তুম্বুরু, চিত্রসেন, দেবদূত, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, পঞ্চচূড়া, তিলোত্তমা, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, পিতৃগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দীক্ষা, ব্যবসায়, পিতামহ, দিবারাত্রি, মরীচিতনয় কশ্যপ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, রাহু, শনৈশ্চর, নক্ষত্র, ঋতু, মাস, পক্ষ, সংবৎসর, গরুড়, সমুদ্র, কদ্রুপুত্র পন্নগগণ, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, দেবিকা, প্রভাস, পুষ্কর, গঙ্গা, বেণা, কাবেরী, নর্ম্মদা, কুলম্পুনা, বিশল্যা, অম্বুবাহিনী, সরযূ, গণ্ডকী, মহানদ লোহিত, তাম্রা, অরুণা, বেত্রবতী,

পর্ণাশা, গৌতমী, গোদাবরী, বেণ্যা, কৃষ্ণ-বেণ্যা, অদ্রিজা, দৃষদ্বতী, কাবেরী, বঙ্কু, মন্দাকিনী, প্রয়াগ, প্রভাস, নৈমিষারণ্য বিশ্বেশ্বরস্থান, বিমল সরোবর পুণ্যতীর্থ সঙ্কুল কুরুক্ষেত্র, ক্ষীরোদসমুদ্র, তপস্যা, দান, জম্বুমার্গ, হিরণ্বতী, বিতস্তা, প্লক্ষবতী, বেদস্মৃতি বেদবতী, মালবা, অশ্ববতী, ভূমি ভাগ, গঙ্গাদ্বার, ঋষিকুল্যা, চিত্রবহা, চর্ম্মণ্বতী কৌশিকী, যমুনা, ভীমরথী, বাহুদা, মাহেন্দ্রবাণী, ত্রিদিবা, নীলিকা, সরস্বতী, নন্দা, অপরনন্দা, মহাহ্রদ, গয়া, ফল্গু, দেবগণ সংবলিত ধর্ম্মারণ্য, মন্দাকিনী, ত্রিলোকবিশ্রুত সর্ব্বপাপ বিনাশন মানস সরোবর, দিব্যৌষধি সমন্বিত হিমালয়, বিচিত্র ধাতু-সম্পন্ন ঔষধান্বিত বিন্ধ্য, সুমেরু, মহেন্দ্র, মলয়, রজত পূর্ণ শ্বেত শৃঙ্গবান্, মন্দর, নীল, নিষধ, দর্দ্দুর, চিত্রকূট, অঞ্জনাভ, গন্ধমাদন, সোমগিরি, দিক্, বিদিক্, পৃথিবী, বৃক্ষগণ, বিশ্বদেব, আকাশ, নক্ষত্র ও গ্রহগণের নাম উচ্চারণ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে সমুদায় দেবতার নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং মোহ বা অজ্ঞানবশত যাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলাম না, প্রার্থনা করি তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে রক্ষা করুন। যে ব্যক্তি এই সমুদায় দেবতার নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি সমুদায় পাপ ও ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

অতঃপর সর্ব্বপাপবিনাশক তপঃসিদ্ধ মহর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি যবক্রীত, রৈভ্য, কাক্ষীবান্, ঔষিজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ব, মেধাতিথি ও বর্হী ইঁহারা পূর্ব্বদিক্; মহর্ষি, উন্মুচু প্রমুচু, স্বমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য, দৃঢ়ায়ু ও উর্দ্ধবাহু ইঁহারা দক্ষিণ দিক্; উষদগু ও তাঁহার সহোদরগণ, পরিব্যাধ, দীর্ঘতমা, গৌতম, কশ্যপ, একত, দ্বিত, ত্রিত, দুর্ব্বাসা ও সারস্বত ইঁহারা পশ্চিমদিক্ এবং অত্রি, বশিষ্ঠ, শক্তি, বেদব্যাস, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, ঋচীকপুত্র জমদগ্নি, পরশুরাম, উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু, কোহল, বিপুল, দেবল, দেবশর্ম্মা, ধৌম্য, হস্তিকশ্যপ, লোমশ, নাচিকেত, লোমহর্ষণ, উগ্রশ্রবা ও ভৃগুপুত্র চ্যবন ইঁহারা উত্তর দিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই আমি তোমার নিকট বেদবেত্তা সর্ব্বপাপবিনাশন মহর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর রাজর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ নৃগ, যযাতি, নহুষ, যদু, পুরু, সগর, ধুন্ধুমার, দিলীপ, কৃশাশ্ব, যৌবনাশ্ব, চিত্রাশ্ব, সত্যবান্, দুষ্মন্ত, ভরত, চ্যবন, জনক, ধৃষ্টরথ, বৃষ, দশরথ, শ্রীরাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, দৃঢ়রথ, মহোদয়, অলর্ক, ঐল, দক্ষ, অম্বরীষ, কুকুর, রৈবত, কুরু, সংবরণ, মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, জহ্নু, বেণপুত্র পৃথু, মিত্রভানু, প্রিয়ঙ্কর, ত্রসদস্যু, শ্বেত, মহাভিষ, নিমি, অষ্টক, আয়ু, ক্ষুপ, কক্ষেয়ু, প্রতর্দ্দন, দিবোদাস, সুদাস, ঐল, নল, মনু, হরিধ্র, পৃষধ্র, প্রতীপ, শান্তনু, অজ, প্রাচীনবর্হি, ইক্ষ্বাকু, অনরণ্য, জানু, জজ্ব ও কক্ষসেন। যিনি প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও

সায়ংকালে শুচি হইয়া এই সমুদায় ও অন্যান্য রাজর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মফল লাভ করিতে সমর্থ হন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমুদায় দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষির স্তব করিয়া এই প্রার্থনা করিবেন যে, আমি যে যে মহাত্মার স্তব করিলাম, তাঁহারা আমাকে পুষ্টি, আয়ুঃ, যশঃ ও স্বর্গপ্রদান করুন। আমাকে যেন কখন শত্রু-হস্তে নিপতিত হইতে না হয় এবং আমি যেন ইহলোকে জয় ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারি।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরব-ধুরন্ধর বীরজনোচিত শরশয্যায় শয়ান মহাবীর ভীষ্মের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র ও দানবিধি শ্রবণপূর্ব্বক সংশয় সমুদায় অপনোদন করিয়া পরিশেষে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর ভীষ্ম এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলে, পার্শ্বস্থিত নরপতি সকল চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঐ সময় সত্যবতী পুত্র মহর্ষি বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, গাঙ্গেয়! এক্ষণে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ, কৃষ্ণ ও অন্যান্য নরপতির সহিত তোমার সমীপে উপস্থিত রহিয়াছেন। এক্ষণে তুমি উঁহাকে হস্তিনা গমনে অনুমতি কর। ভগবান্ বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি অচিরাৎ অমাত্যগণের সহিত স্বীয় পুরমধ্যে প্রবেশ কর। আর যেন তোমার মনোমধ্যে কোন গ্লানি উপস্থিত না হয়। এক্ষণে তুমি মহাত্মা যযাতির ন্যায় শ্রদ্ধা ও দমগুণসম্পন্ন হইয়া ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মনিরত হইয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন, প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন এবং সুহৃদ্গণের যথোচিত সম্মান কর। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল লাভ হইবে। বিহঙ্গমগণ যেমন ফলবান্ চৈত্যবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তদ্রূপ তোমার সুহৃদ্গণ তোমাকেই অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করেন। এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে হস্তিনায় গমন কর; ভগবান্ ভাস্করের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও।

মহাত্মা শান্তনুতনয় এইরূপ অনুমতি করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও পতিব্রতা গান্ধারীকে অগ্রসর করিয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ, ঋষিগণ, মহাত্মা কেশব, পৌরবর্গ, জনপদবাসিগণ, অমাত্য সমুদায় ও অন্যান্য পরিবারদিগের সহিত হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন।

আনুশাসনিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

স্বর্গারোহণিক পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পৌর ও জনপদগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক গৃহ গমনে অনুমতি প্রদান করিয়া যাহাদিগের পতি পুত্ত্রাদি যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান সহকারে সান্ত্বনা করিলেন। তৎপরে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাদিগের সম্মান বর্দ্ধন এবং ব্রাহ্মণ, বলপ্রধান ও নগরবাসীদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই হস্তিনায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে, ধর্ম্মনন্দন সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইয়াছে দেখিয়া ভীষ্মের মৃত্যুকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া যাজকগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে ভীষ্মের মৃতদেহ সংস্কার করিবার নিমিত্ত মাল্য, বিবিধ মহামূল্য রত্ন, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, ক্ষৌম, চন্দন, অগুরু ও কালীয়ক প্রেরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ ভীষ্মের সংস্কৃতাগ্নিবাহক পুরোহিত, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রথারোহণে পুর হইতে নির্গত হইলেন। ঐ সময় মহাত্মা জনার্দ্দন, ধীমান্ বিদুর, যুযুৎসু ও যুযুধান তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। রাজযোগ্য পরিচারকগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল এবং বন্দীরা তাঁহার স্তব করিতে লাগিল।

মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সেই পুরী হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে শান্তনুতনয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; মহর্ষি বেদব্যাস, দেবর্ষি নারদ ও অসিত দেবল তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া আছেন এবং নানাদেশ সমাগত হতাবশিষ্ট রাজা ও অন্যান্য রক্ষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পিতামহকে প্রণাম করিয়া দ্বৈপায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলেন। তখন দ্বৈপায়ন প্রভৃতি তত্রত্য সমুদায় মহাত্মা তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সেই ঋষিগণপরিবৃত ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! আপনার শ্রবণশক্তি ত অপ্রতিহত আছে? আমি যুধিষ্ঠির, আপনাকে নমস্কার করিতেছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে আপনার কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আমি আপনার মৃত্যু কাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিয়াছি। আর আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক্ ও আমার ভ্রাতৃগণ কুরুজঙ্গলবাসী হতাবশিষ্ট ভূপতিগণ, মহাত্মা বাসুদেব এবং আপনার পুত্ত্রস্বরূপ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া আমাদিগের সকলকে

অবলোকন করুন। আপনার মৃত্যুর পর যে যে দ্রব্যের আবশ্যক হইবে আমি তৎসমুদায় প্রস্তুত করিয়াছি।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাত্মা ভীষ্ম চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি ধর্ম্মরাজের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে উত্তরায়ণ সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি তোমাকে অমাত্যগণের সহিত আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম। আমি অষ্টপঞ্চাশত দিবস এই সমুদায় নিশিত শরনিকরে শয়ান রহিয়াছি। ঐ অষ্টপঞ্চাশত দিবস আমার শত বর্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সৌভাগ্য বশতঃ পবিত্র মাঘমাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে। মহাত্মা ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কহিয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তোমার সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব সুনির্ণীত হইয়াছে। তুমি অনেক দিন বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়াছ। সূক্ষ্ম বেদশাস্ত্র ও ধর্ম্ম তোমার অবিদিত নাই। অতএব শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কেহই ভবিতব্যের অন্যথা করিতে পারে না। তুমি ভগবান্ বেদব্যাসের নিকট ত সমুদায় ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিয়াছ? ধর্ম্মানুসারে পাণ্ডবগণ তোমার পুত্রস্বরূপ। অতএব তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া গুরুশুশ্রূষানিরত পাণ্ডবগণকে প্রতিপালন কর। গুরুবৎসল সরলস্বভাব বিশুদ্ধচিত্ত যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন। তোমার আত্মজগণ নিতান্ত ক্রোধান্বিত, লোভপরায়ণ, ঈর্ষাভিভূত ও দুরাত্মা ছিল। অতএব তুমি তাহাদিগের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করিও না।

মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা কহিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! তুমি দেবদেবেশ, সুরাসুরনমস্কৃত ত্রিবিক্রম, শঙ্খচক্র গদাধারী, বাসুদেব, হিরণ্যাত্মা, পরম পুরুষ সবিতা, বিরাটরূপী, জীবস্বরূপ, অনুরূপ, পরমাত্মা ও সনাতন। এক্ষণে আমি একাগ্র চিত্তে তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমাকে পরিত্রাণ ও তোমার একান্ত অনুগত পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর। আমি পূর্ব্বে মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলাম। যে খানে কৃষ্ণ সেই খানেই ধর্ম্ম এবং যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়; অতএব তুমি এক্ষণে বাসুদেবের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর; সন্ধি করিবার এমন সুযোগ আর পাইবে না। হে কৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনকে ঐরূপ কথা বারংবার কহিলেও সে তৎকালে স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমার বাক্য রক্ষা করিল না; সেই নিমিত্তই এক্ষণে তাহাকে কালকবলে নিপাতিত হইতে হইল। ঐ দুরাত্মার দোষেই পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছে। আমি তোমাকে পুরাণপুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছি। আমি তপোধনাগ্রগণ্য নারদ ও বেদব্যাসের মুখে শুনিয়াছি যে, তুমি ও অর্জ্জুন তোমরা

উভয়ে পূর্ব্বে নর নারায়ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া বদর্য্যাশ্রমে বাস করিয়াছিলে। এক্ষণে আমার দেহত্যাগের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি অনুমতি কর, আমি যেন দেহান্তে পরম গতি লাভ করিতে পারি।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ অনুনয় করিলে, বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আমি আপনাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, আপনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই বসুলোক লাভ করিবেন। আপনার পাপের লেশমাত্রও নাই। আপনি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় পিতৃভক্ত। মৃত্যু ভৃত্যের ন্যায় আপনার অনুগত রহিয়াছে।

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিলে, মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ! এক্ষণে আমি প্রাণত্যাগ করিতে বাসনা করিতেছি, অতএব তোমরা আমাকে অনুজ্ঞা কর। সত্য হইতে তোমাদিগের বুদ্ধি যেন কখন বিচলিত না হয়। সত্যের তুল্য পরম বল আর কিছুই নাই। সংযতাত্মা, তপোনুষ্ঠাননিরত, ধর্ম্মশীল ও ব্রাহ্মণভক্তিপরায়ণ হওয়া তোমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শান্তনুতনয় এই বলিয়া সুহৃদ্গণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি প্রতিদিন জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ, আচার্য্য ও ঋত্বিক্‌গণের সবিশেষ সৎকার করিবে।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

শান্তনুনন্দন মহাত্মা ভীষ্ম তত্রত্য ব্যক্তিগণকে এইরূপ কহিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক যথাক্রমে মূলধারাদি স্থানে চিত্তকে সন্নিবেশিত করিয়া যোগাবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহার প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হওয়াতে উহা যে যে অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল, তাঁহার সেই সেই অঙ্গ শরশূন্য ও ব্রণরহিত হইতে আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ পাণ্ডবগণ ও বাসুদেব নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যে ভীষ্মের গাত্র হইতে সমুদায় শরব্রণ অপনীত এবং প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া উল্কার ন্যায় আকাশপথে উত্থিত হইল। ঐ সময় দেবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া শান্তনুনন্দনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে সেই ভীষ্মের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আকাশে সমুত্থিত তেজোরাশি সকলের সমক্ষে বিলীন হইয়া গেল।

এইরূপে ভরতকুলধুরন্ধর মহাত্মা শান্তনুনন্দন দেহ পরিত্যাগ করিলে, বিদুর ও পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়া কাষ্ঠ ও বিবিধ গন্ধদ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে যুযুৎসু ও অপরাপর লোক সমুদায় দর্শক শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও বিদুর ইঁহারা উভয়ে মহার্হ পট্টবস্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদন

করিলেন। তখন যুযুৎসু অতি উৎকৃষ্ট ছত্র ধারণ, ভীমসেন ও অর্জ্জুন চামর গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে অবস্থান ও মাদ্রীতনয়দ্বয় তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ প্রদান করিলেন। কামিনীগণ তালবৃন্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিয়া বীজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৌরবগণ সকলে সমবেত হইয়া নিয়মানুসারে তৎকালোচিত শ্রাদ্ধ, হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং সামবেদবেত্তারা সামগান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি মহাত্মারা ভীষ্মকে চিতায় আরোপিত করিয়া চন্দন কাষ্ঠ এবং কালীয়ক ও কালাগুরু প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধদ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক চিতা প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন। কৌরবগণ এইরূপে মহাত্মা ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক চিতার বাম পার্শ্ব দিয়া ঋষিগণের সহিত ভাগীরথী তীরে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস, নারদ, বাসুদেব এবং কুলকামিনী ও পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সকলে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া ভীষ্মের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, ভগবতী ভাগীরথী সলিল হইতে উত্থিত হইয়া শোকভরে রোদন করিতে করিতে কৌরবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কৌরবগণ! আমার পুত্র রাজোচিত সদ্ব্যবহার, প্রজ্ঞা ও বিনয়াদিগুণে বিভূষিত, বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগের সৎকারনিরত, পিতৃভক্ত ও মহাব্রতপরায়ণ ছিল। পূর্ব্বে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামও বিবিধ দিব্যাস্ত্র দ্বারা ঐ মহাবল পরাক্রান্ত বীরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই; ঐ মহারথ কাশীপুরীর স্বয়ম্বর সময়ে সমুদায় নরপতিকে পরাস্ত করিয়া কন্যাগণকে আনয়ন করিয়াছিল; এই পৃথিবী মধ্যে উহার তুল্য পরাক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত বীর কুরুক্ষেত্রে অনায়াসে পরশুরামকে পরাস্ত করিয়াছিল; এক্ষণে শিখণ্ডী আমার সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে নিহত করিল। হায়! যখন আজি সেই প্রিয়পুত্রের অদর্শনেও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল না, তখন নিশ্চয়ই উহা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

মহানদী গঙ্গা এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব ও বেদব্যাস তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আর শোক করিবেন না। আপনার পুত্র অতি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। উনি অষ্টবসুর মধ্যে এক জন; মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শাপ প্রভাবে মর্ত্ত্যলোকে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার নিমিত্ত আপনার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। মহাবীর ধনঞ্জয়ই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে তাঁহাকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহাকে বিনাশ করা কখনই শিখণ্ডীর সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি অস্ত্রধারণ করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন না। এক্ষণে তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গে

গমন করিয়া পুনরায় বসুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।

ভগবান্ বাসুদেব ও মহর্ষি বেদব্যাস উভয়ে জাহ্নবীকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে, তিনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন বাসুদেবপ্রভৃতি, সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

স্বর্গারোহণিকপৰ্ব্ব সমাপ্ত

অনুশাসন পৰ্ব্ব সমাপ্ত।

পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত।

মহাভারত।

আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

স্বর্গীয়

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়

কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

তৎপুত্র

শ্রীলশ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহোদয়ের

অনুমত্যনুসারে

দি ফাইন্ আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডীকেট্ হইতে প্রকাশিত।

ভূধররাজ হিমাচল ও পয়োনিধির ন্যায় এই মহাভারতকেও রত্নের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। "মহাভারত।"

কলিকাতা।

১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,

দি ফাইন্ আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডীকেট্ হইতে

শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

১৩০৯ সাল।

ভূমিকা।

মহাভারতের সপ্তদশ খণ্ডে আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ এই পাঁচ পর্ব্ব মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই পাঁচ পর্ব্বের মধ্যে আশ্বমেধিক পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানে উপদেশ, অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের জ্ঞানোপদেশ, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ এবং তদুপলক্ষে অর্জ্জুনের অশ্বানুসরণ ও নানাদিগ্দেশীয় ভূপালদিগের সহিত সংগ্রাম; আশ্রমবাসিক পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয়ের সহিত অরণ্যাশ্রম আশ্রয়, যুধিষ্ঠিরাদির তাঁহার আশ্রমে গমন, বিদুরের যুধিষ্ঠিরের কলেবরমধ্যে প্রবেশ, মৃত পুত্র-পৌত্রাদির সহিত অন্ধরাজ প্রভৃতির সাক্ষাৎকার এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর দাবানলে প্রাণত্যাগ; মৌসল-পর্ব্বে দুর্ব্বাসাপ্রভৃতি মহর্ষিত্রয়ের শাপসম্ভূত মুসলপ্রভাবে যদুবংশ ক্ষয় এবং সেই বৃত্তান্তশ্রবণে অর্জ্জুনের দ্বারকায় আগমন, যদুবংশীয় কামিনীগণকে লইয়া হস্তিনায় প্রতিগমন ও পথিমধ্যে দস্যুগণের হস্তে পরাজয়; মহাপ্রস্থা-নিক পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীর সহিত স্বর্গে যাত্রা, পথিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতৃ-গণের ও দ্রৌপদীর অধঃপতন, ধর্ম্মরাজের সহিত ইন্দ্রের সাক্ষাৎকার ও তাঁহার সশরীরে স্বর্গে গমন এবং স্বর্গা-রোহণ পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণের অনুসন্ধানক্রমে নরকদর্শন, মন্দাকিনীজলে অবগাহন পূর্ব্বক নরদেহ ত্যাগ ও আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎকার এবং মহাভারত পাঠের ক্রম ও উহা শ্রবণের ফল বর্ণিত হইয়াছে।

এই পাঁচ পর্ব্বে যে যে বিষয় কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের জ্ঞানোপদেশ ভিন্ন আর সমুদায় বিষয়ই মূল গ্রন্থে অন্যান্য পর্ব্বে অভিহিত বিষয় সমুদায় অপেক্ষা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল সংক্ষিপ্ত হওয়াতে উহার অনুবাদও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে সহৃদয় পাঠকগণ অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। মূল পরিহার বা মূলাতিরিক্ত অনুবাদ করা আমাদের নিয়ম নহে।

আমার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী ৺কাশীরাম দেব এই পাঁচ পর্ব্বের মধ্যে আশ্রমবাসিক পর্ব্বের নাম গন্ধও করেন নাই। অবশিষ্ট যে চারিটি পর্ব্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও মূলের অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও অনেক অংশ স্বকপোলকল্পিত হইয়াছে। অতএব এই নূতন অনুবাদ পাঠ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত পাঁচ পর্ব্বের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত এবং কাশীরাম দেব যে কতদূর মূল পরিহার ও মূলের অসঙ্গত অনুবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা উপলব্ধ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

সারস্বতাশ্রম,
১৭৮৮ শক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সূচিপত্র।

মহাভারতান্তর্গত আশ্বমেধিকপর্ব্ব

আশ্বমেধিকপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারতান্তর্গত আশ্রমবাসিকপর্ব্বের সূচিপত্র।

আশ্রমবাসিকপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারতান্তর্গত মৌসলপর্ব্বের সূচিপত্র।

মৌসলপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ

মহাভারতান্তর্গত মহাপ্রস্থানিকপর্ব্বের সূচিপত্র।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারতান্তর্গত স্বর্গারোহণপর্ব্বের সূচিপত্র।

স্বর্গারোহণপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারতের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

আশ্বমেধিক পর্ব্ব।

আশ্বমেধিক পর্ব্বাধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের উদ্দেশে তর্পণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ব্যাকুলিত চিত্তে গঙ্গার গর্ভ হইতে তীরে উত্থিত হইয়া ব্যাধবিদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় বাষ্পাকুললোচনে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন ভীম বাসুদেবের নিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব "মহারাজ! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন" এই বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন; অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাকে দুঃখিতচিত্তে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া যার পর নাই শোকাকুল হইলেন এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ তাঁহাকে বিচেতনপ্রায় অবলোকন করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

ঐ সময় পুত্রশোকসন্তপ্ত প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি এক্ষণে এই ধরাশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ হও। তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী অধিকার করিয়াছ; অতঃপর ভ্রাতা ও অন্যান্য সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে ইহা উপভোগ কর। এক্ষণে তোমার ত শোক করিবার কিছুমাত্র কারণ দেখি না। আমার ও গান্ধারীর শত পুত্র স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে; সুতরাং আমাদিগেরই শোক করা কর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্বে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সর্ব্বজ্ঞ বিদুরের হিতকর বাক্য গ্রহণ করি নাই। ধর্ম্মপরায়ণ বিদুর আমাকে দ্যূতক্রীড়া সময়ে কহিয়াছিল, "মহারাজ! দুর্য্যোধনের অপরাধে আপনার কুল সমূলে নির্ম্মূল হইবে। এক্ষণে যদি আপনার কুল রক্ষা করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার বাক্যানুসারে অনতিবিলম্বেই ঐ দুর্ব্বুদ্ধিকে পরিত্যাগ এবং যাহাতে উহার সহিত কর্ণ ও শকুনির সাক্ষাৎকার না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। এক্ষণে অবিবাদে দ্যূত নিবারণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে

অভিষেক করা আপনার কর্ত্তব্য। ঐ মহাত্মাই ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিবেন। অথবা যদি ধর্ম্মরাজের রাজ্যলাভ আপনার অভিমত না হয়, তাহা হইলে আপনি স্বয়ংই রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করুন। জ্ঞাতিবর্গ আপনাকে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হউন।” তৎকালে দূরদর্শী মহাত্মা বিদুর আমাকে বারংবার এইরূপ কহিলে, আমি তাহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া দুর্য্যোধনেরই পক্ষপাতী হইয়াছিলাম। এক্ষণে সেই বিদুরের বাক্য উল্লঙ্ঘনের সমুচিত ফললাভ করিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি ও গান্ধারী আমরা উভয়েই এই বৃদ্ধাবস্থায় শোকদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াছি। অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবার আমাদিগের প্রতি নেত্রপাত কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে নিতান্ত বিমনায়মান দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পরলোকগত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে সমধিক শোক করিলে তাঁহারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে বিধানানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। সোমরস দ্বারা দেবগণের, স্বধা দ্বারা পিতৃগণের, অন্নপান দ্বারা অতিথিগণের এবং প্রার্থনাধিক অর্থ দান দ্বারা দরিদ্রগণের তৃপ্তিসাধন করুন। যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছেন এবং যাহা কর্ত্তব্য তাহারও অনুষ্ঠান করিয়াছেন। মহাত্মা ভীষ্ম, ব্যাস, নারদ ও বিদুরের অনুগ্রহে রাজধর্ম্ম সমুদায় আপনার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। অতএব মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করা আপনার বিধেয় হইতেছে না; এক্ষণে পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় অধ্যবসায় সহকারে রাজ্যভার বহন করুন। যশো দ্বারা স্বর্গ লাভ করাই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। যাঁহারা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হইয়াছে। যাহা হউক, ভবিতব্যই এই লোকক্ষয়ের কারণ। অতএব এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। রণক্ষেত্রে যাঁহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, আপনি কখনই তাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিতে পারিবেন না।

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি। তুমি আমার প্রতি সুহৃদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া থাক। এক্ষণে তুমি যদি প্রীতমনে আমাকে তপোবনগমনে অনুমতি প্রদান কর তাহা হইলে আমার যার পর নাই প্রিয়ানুষ্ঠান করা হয়। মহাবীর কর্ণ ও পিতামহ ভীষ্মের

লোকান্তর প্রাপ্তি হওয়াতে আমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না, এক্ষণে যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে আমি এই ঘোরতর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, যাহা দ্বারা আমার মনে পবিত্রতার সঞ্চার হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় বিধান কর।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ শোকাবহ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিপক্ক হয় নাই। তুমি এখনও বাল্যভাবে বিমোহিত হইতেছ। কিন্তু আমরা তোমাকে এইরূপ দেখিয়াও বারংবার বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছি। যাহাদিগের যুদ্ধই জীবিকা, তুমি সেই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছ। স্বধর্ম্মনিরত নরপতিগণ কখনই শোকদুঃখে নিমগ্ন হন না। তুমি আমার নিকট মোক্ষধর্ম্ম সমুদায় শ্রবণ করিয়াছ। আমি বারংবার তোমার বিবিধ বিষয়ে সন্দেহ দূর করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে যখন উপদেশের কিছুমাত্র ফল দর্শে নাই, তখন বোধ হইতেছে যে, তুমি আমার নিকট যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছ, তদ্বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা না থাকাতে তুমি তৎসমুদায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। অজ্ঞানতা তোমাকে অচিরাৎ পরিত্যাগ করুক। তুমি সকল বিষয়েরই প্রায়শ্চিত্ত অবগত আছ এবং রাজধর্ম্ম ও দানধর্ম্মও সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছ। অতএব সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া অজ্ঞানের ন্যায় বিমোহিত হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি অদ্যাপি বিশেষরূপ জ্ঞানলাভে সমর্থ হও নাই। ইহলোকে কেহই স্বয়ং কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। সকলেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সাধু বা অসাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব অনুতাপ পরিত্যাগ করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি আপনাকে পাপপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। অতএব যে যে কার্য্য দ্বারা মনুষ্যের পাপ ধ্বংস হয়, আমি তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তিরা দান, তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। দেবাসুরগণও পুণ্যলাভের নিমিত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যজ্ঞের তুল্য উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রভাবেই সমধিক পরাক্রান্ত হইয়া দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। অতএব তুমি দশরথাত্মজ শ্রীরাম ও তোমার পূর্ব্বপিতামহ শকুন্তলাগর্ভসম্ভূত মহারাজ ভরতের ন্যায় যথাবিধানে রাজসূয়, সর্ব্বমেধ ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। অশ্বমেধ যজ্ঞ অতি উৎকৃষ্ট। যথাবিধি দক্ষিণাদান সহকারে ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! অশ্বমেধ

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভূপালদিগের নিশ্চয়ই পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে উহার অনুষ্ঠান করা আমার পক্ষে সহজ নহে। আমার অল্পমাত্রও ধন নাই, আমি এই সমুদায় জ্ঞাতিবধের হেতুভূত হইয়াও কিছুমাত্র দান করিতে পারিলাম না। আমার ঐশ্বর্য্য একেবারে নিঃশেষিত হইয়াছে। আর যে সমুদায় রাজপুত্র এই স্থানে বিদ্যমান আছেন, তাঁহারাও নিতান্ত দীনভাবাপন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হইয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকটও অর্থ প্রার্থনা করা আমার নিতান্ত অনুচিত। দুর্য্যোধনের অপরাধেই পৃথিবীস্থ ভূপালগণের সংহার ও আমাদিগের অকীর্ত্তি লাভ হইয়াছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অর্থলালসায় পৃথিবী একেবারে বীরশূন্য ও ধনশূন্য হইয়াছে। সুতরাং এ সময় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবীকে দক্ষিণা দান করাই প্রধান কল্প বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য প্রকার দক্ষিণাদান উহার অনুকল্প; কিন্তু অনুকল্প অবলম্বন করিতে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। অতএব আপনি এক্ষণে আমাকে সময়োচিত উপদেশ প্রদান করুন।

তখন ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি চিন্তাকুল হইও না। তোমার ধনাগার এক্ষণে ধনশূন্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অচিরাৎ উহা বিবিধ ধনে পরিপূর্ণ হইতে পারে। পূর্ব্বে মহারাজ মরুত্ত হিমালয় পর্ব্বতে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে রাশি রাশি সুবর্ণ প্রদান করাতে ব্রাহ্মণগণ তৎসমুদায় বহন করিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই সমুদায় সুবর্ণ অদ্যাপি সেই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে তৎসমুদায় আনয়ন করিলে অনায়াসেই তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা মরুত্ত কোন্ সময়ে পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন এবং কিরূপেই বা তাঁহার তাদৃশ সুবর্ণরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে করন্ধমবংশসম্ভূত মহাত্মা মরুত্তের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে প্রথমতঃ বৈবস্বত মনু রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে মহারাজ প্রসন্ধির উৎপত্তি হয়। প্রসন্ধির ঔরসে মহাত্মা ক্ষুপ ও ক্ষুপের ঔরসে ইক্ষ্বাকু জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকুর এক শত ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকু তাঁহাদের সকলকেই রাজপদে অভিষিক্ত করেন। উঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম বিংশ; ধনুর্ব্বিদ্যায় উঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। উনি বিবিংশ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা বিবিংশের ঔরসে পঞ্চদশ পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ধনুর্ব্বিদ্যা-

বিশারদ, সত্যবাদী, দানধর্ম্মনিরত ও পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খনীনেত্র সমুদায় ভ্রাতাকে নিপীড়িত করিয়া বাহুবলে সমুদায় রাজ্য পরাজয় পূর্ব্বক পৃথিবীতে একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। খনীনেত্র এইরূপ অসাধারণ প্রভাবশালী ছিলেন, তথাপি প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার পুত্র সুবর্চ্চাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিল। মহাত্মা সুবর্চ্চাও পিতাকে রাজ্যচ্যুত দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে যথোচিত যত্নসহকারে প্রতিনিয়ত প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, পবিত্র ও শমদমাদি গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া সমুদায় প্রজাই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। তিনি এইরূপ ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলেও কিয়দ্দিন পরে তাঁহার কোশ ও বাহন সমুদায় বিনষ্ট হইল। ঐ সুযোগে অধীনস্থ ভূপালগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও পীড়ন করিতে লাগিলেন। মহারাজ সুবর্চ্চা ঐ সময় ভৃত্য ও পুরবাসিগণের সহিত যাহার পর নাই বিপদ্গ্রস্ত হইলেন। শত্রুগণ কেবল তাঁহার ধার্ম্মিকতানিবন্ধন তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে সমর্থ হইল না। পরিশেষে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে করদ্বয় সংপুটিত করিয়া তাহাতে মুখমারুৎ সংযোগ করিবামাত্র তাঁহার অলৌকিক পরাক্রম প্রাদুর্ভূত হইল। তখন তিনি অনায়াসে সমুদায় বিপক্ষ ভূপতিকে পরাজিত করিলেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি সেই মহাত্মা সুবর্চ্চার নাম করন্ধম বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছে। ঐ মহাত্মা ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে অবিক্ষিত নামে এক ইন্দ্রতুল্য রূপবলসম্পন্ন দুর্জ্জয় পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ অবিক্ষিৎ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, সমুদায় প্রজাই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, যজ্ঞশীল, ধৈর্য্যশালী, সংযতেন্দ্রিয়, শমদমাদিগুণসম্পন্ন, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও হিমালয়ের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রজাগণের প্রীতিবর্দ্ধন পূর্ব্বক যথাবিধানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহাত্মা অঙ্গিরাঃ স্বয়ং তাঁহার যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ঐ মহাত্মাই অযুত নাগের তুল্য পরাক্রমশালী, মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণুস্বরূপ মহারাজ মরুত্তকে উৎপাদন করেন। মহাত্মা মরুত্ত যজ্ঞাভিলাষী হইয়া হিমালয়ের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী সুমেরু পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক অসংখ্য সুবর্ণময় পাত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সুমেরুর অনতিদূরবর্ত্তী এক সুবর্ণময় পর্ব্বতের নিকটেই তাঁহার যজ্ঞভূমি নির্ম্মিত হয়। ঐ স্থানে স্বর্ণকারগণ নৃপতির আজ্ঞানুসারে অসংখ্য সুবর্ণময় কুণ্ড, পাত্র, স্থালী ও আসন প্রস্তুত করিয়াছিল। মহারাজ মরুত্ত সেই উৎকৃষ্ট স্থানে নানাদিগ্দেশস্থ ভূপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিধি পূর্ব্বক যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! মহীপতি মরুত্ত কিরূপ পরাক্রমশালী ছিলেন? কি প্রকারে তাঁহার তাদৃশ প্রভূত সুবর্ণ লাভ হইল? এক্ষণেই বা সেই সুবর্ণরাশি কোন্ স্থানে নিপতিত রহিয়াছে? আর কিরূপেই বা তাহা আমাদিগের হস্তগত হইবে, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

তখন মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দেবতা ও অসুরগণ যেমন উভয়পক্ষই প্রজাপতি দক্ষের দৌহিত্র হইয়াও পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করেন, তদ্রূপ মহাতেজস্বী বৃহস্পতি ও তপোধন সংবর্ত্ত ইঁহারা উভয়েই অঙ্গিরার পুত্র হইয়াও পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেন। কিয়দ্দিন পরে বৃহস্পতি বিদ্বেষবশতঃ বারংবার সংবর্ত্তকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে সংবর্ত্ত বিষয়স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিগম্বরবেশে অরণ্যে গমন করিলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বৃহস্পতির পিতা মহর্ষি অঙ্গিরাঃ নরপতি করন্ধমের কুলপুরোহিত ছিলেন। এই ভূমণ্ডল মধ্যে করন্ধমের তুল্য বলবান্ ও সদ্ব্যবহারসম্পন্ন আর কেহই ছিল না। তিনি ধার্ম্মিক, ব্রতপরায়ণ ও ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার ধ্যানবল ও মুখমারুত প্রভাবে উৎকৃষ্ট বাহন, যোদ্ধা, নানাবিধ বস্ত্র ও মহার্হ শয়নীয় সকল সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বীয় অসাধারণ গুণরাশি দ্বারা অন্যান্য সমুদায় নরপতিকে বশীভূত করিয়া আপনার অভিলাষানুরূপ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া পরিশেষে সশরীরে স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার পুত্র অবিক্ষিত মহাবলপরাক্রান্ত যযাতির ন্যায় ধার্ম্মিক এবং পিতার ন্যায় বিক্রম ও সদ্গুণশালী হইয়া বসুন্ধরাকে স্ববশে সমানীত করিয়াছিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মরুত্ত রাজা সেই অবিক্ষিৎ নরপতির পুত্র। সসাগরা পৃথিবী মরুত্তের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহীপাল দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত প্রতিনিয়ত স্পর্দ্ধা করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র যত্নবান্ হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পরিশেষে সুররাজ মরুত্তকে অতিক্রম করিবার মানসে বৃহস্পতিকে আহ্বান করিয়া দেবগণ সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হন, তাহা হইলে কখনই মরুত্ত রাজার পৌরোহিত্য কার্য্য স্বীকার করিতে পারিবেন না। আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর; কিন্তু মরুত্ত কেবল মর্ত্ত্যলোকের অধিপতি। অতএব আপনি মৃত্যুবিহীন সুরগণের যাজক হইয়া কিরূপে মৃত্যুর বশবর্ত্তী মরুত্ত রাজার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। যাহা হউক, যদি আপনি মরুত্তের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমার পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে আপনি হয় মরুত্তকে পরিত্যাগ করিয়া

আমার, না হয় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মরুত্তের পুরোহিত হউন।

দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা কহিলে, বৃহস্পতি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবেন্দ্র! তুমি জীবগণের অধিপতি। সমুদায় লোকই তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি নমুচি, বিশ্বরূপ ও বলদৈত্যের নিহন্তা। তোমা হইতেই দৈত্যগণের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। তুমি সর্ব্বদা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকের ভরণপোষণ করিতেছ। অতএব তোমার পৌরোহিত্য সম্পাদন করিয়া কিরূপে মর্ত্ত্যলোকস্থিত মরুত্তের যাজনক্রিয়া স্বীকার করিব। এক্ষণে আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে, আমি কদাচ মনুষ্যের যজ্ঞকার্য্যের স্রুব গ্রহণ করিব না। যদি অনল শীতল, পৃথিবী পরিবর্ত্তিত ও সূর্য্য প্রভা রহিত হন, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না।

সুরগুরু বৃহস্পতি এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর বৃহস্পতিমরুত্তসংবাদ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি ইন্দ্রের নিকট 'মনুষ্যের যাজ্যক্রিয়া করিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, নরপতি মরুত্ত সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ বৃহত্তর যজ্ঞের আয়োজন পূর্ব্বক বৃহস্পতির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আমি আপনার বাক্যানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই পূর্ব্বসঙ্কল্পিত যজ্ঞ আরব্ধ করিতে উৎসুক হইয়া উপকরণ সমুদায় আহরণ করিয়াছি। অতএব আপনি আগমন পূর্ব্বক আমার যজ্ঞ সমাধান করুন।

তখন বৃহস্পতি কহিলেন, বৎস! আমি দেবরাজ ইন্দ্রের পৌরোহিত্যে বৃত ও তাঁহার নিকট মনুষ্যের যাজ্যক্রিয়া করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি; অতএব আমি তোমার যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিব না।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার পৈতৃক যজমান; আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকি। অতএব আপনাকে অবশ্যই আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে।

বৃহস্পতি কহিলেন, রাজন্! আমি দেবতাদিগের পুরোহিত হইয়া কিরূপে মনুষ্যের পৌরোহিত্য করিব। অতএব তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আমি কখনই তোমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিব না; অতঃপর তোমার যাহাকে অভিলাষ হয়, যজ্ঞে বরণ কর।

বৃহস্পতি এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে নরপতি মরুত্ত একান্ত লজ্জিত হইয়া তথা হইতে গৃহাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। আগমন কালে পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। তখন তিনি বিধিপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন

করিয়া তাঁহার সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে বিষণ্ণভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আজি তোমাকে এরূপ দুঃখিত দেখিতেছি কেন? কোন অমঙ্গল ত হয় নাই? তুমি কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলে এবং তোমার অপ্রসন্নতারই বা কারণ কি? যদি বক্তব্য হয়, আমার নিকট ব্যক্ত কর। আমি সাধ্যানুসারে তোমার দুঃখাপনোদন করিব।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ কহিলে, নরপতি মরুত্ত তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! আমি যজ্ঞের সমুদায় উপকরণ আহরণ করিয়া বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অতএব আর আমার জীবন ধারণ করিতে বাসনা নাই। যখন গুরু আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আমি দূষিত হইয়াছি।

নরপতি মরুত্ত এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! অঙ্গিরার কনিষ্ঠ পুত্ত্র পরম ধার্ম্মিক সংবর্ত্ত দিগম্বরবেশে মানবগণের বিস্ময়োৎপাদন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। তুমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর, তাহা হইলে তিনিই তোমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।

তখন নরপতি মরুত্ত নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! আপনি আমাকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া প্রাণদান করিলেন। এক্ষণে সংবর্ত্ত কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, কিরূপে আমি তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হইব এবং তাঁহার নিকট কিরূপ ব্যবহার করিলে তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, আমি কদাচ জীবন ধারণ করিব না।

তখন দেবর্ষি নারদ কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে মহাত্মা সংবর্ত্ত উন্মত্তের ন্যায় বেশধারণ করিয়া নিত্য বিশ্বেশ্বরের দর্শনবাসনায় বারাণসীতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তুমি তথায় গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশে এক মৃতদেহ সংস্থাপন কর। যিনি প্রাতঃকালে বিশ্বেশ্বরের দর্শনার্থ তথায় আগমন করিয়া সেই মৃতদেহ দর্শন করিবামাত্র প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তিনিই সংবর্ত্ত। ঐ মহাত্মা শবদর্শনানন্তর যে দিকে গমন করুন না কেন, তুমি তাঁহার অনুগমন করিবে। পরে কোন নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে, তুমি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কাহার নিকট আমার বিষয় অবগত হইলে? তাহা হইলে তুমি কহিবে, আমি নারদের নিকট আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। তুমি ঐ কথা কহিলে, যদি তিনি আমার নিকট আগমন করিবার মানসে আমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তুমি নির্ভীকচিত্তে কহিও, নারদ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, নরপতি মরুত্ত তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বারাণসীতে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের পুরীর দ্বারদেশে এক মৃতদেহ স্থাপিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি সংবর্ত্ত ঐ পুরীর দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়া শবদর্শন করিবামাত্র তথা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন মহারাজ মরুত্ত তাঁহাকে পৌরোহিত্য স্বীকার করাইবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি সংবর্ত্ত নির্জ্জন স্থানে মহারাজ মরুত্তকে সম্মুখীন অবলোকন করিয়া তাঁহার গাত্রে পাংশু, কর্দ্দম, শ্লেষ্মা ও নিষ্ঠীব নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মরুত্ত তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহর্ষি সংবর্ত্ত সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া এক বহুশাখাসমাকীর্ণ অশ্বত্থবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় সমাসীন হইলেন। মহারাজ মরুত্তও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

তখন মহর্ষি সংবর্ত্ত নরপতি মরুত্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! যদি তুমি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হও, তাহা হইলে তুমি কাহার নিকট আমার বৃত্তান্ত অবগত হইলে, তাহা যথার্থ রূপে কীর্ত্তন কর। সত্য কথা কহিলে তোমার সমুদায় মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে; আর যদি তুমি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! আমি পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের নিকট আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। আপনি আমার গুরুপুত্র। আমি আপনাকে অবগত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি।

সংবর্ত্ত কহিলেন, রাজন্! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, নারদ আমাকে যজ্ঞকুশল বলিয়া অবগত আছেন। এক্ষণে নারদ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর।

তখন মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! তিনি আমার নিকট আপনার বিষয় ব্যক্ত করিয়া আমাকে আপনার নিকট আগমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

মহারাজ মরুত্ত এই কথা কহিলে, মহর্ষি সংবর্ত্ত অতি কঠোর বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি যজ্ঞকার্য্যে সমর্থ বটি; কিন্তু আমি বায়ুরোগগ্রস্ত ও বিকৃতবেশধারী, আমার চিত্তের স্থৈর্য্য নাই; অতএব কিরূপে আমা দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতে তোমার বাসনা হইতেছে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃহস্পতি ইন্দ্রের যাজনক্রিয়া নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি কার্য্যদক্ষ; অতএব তাঁহা দ্বারা যজ্ঞাদিকার্য্য সমুদায় সম্পাদন করা তোমার কর্ত্তব্য। তিনি আমার পরম পূজ্য; সুতরাং যদিও আমি তোমার যাজনক্রিয়ায় নিযুক্ত হই, তাহা হইলে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত হইব

না। অতএব যদি তোমার আমা দ্বারা যজ্ঞ করাইবার বাসনা থাকে তাহা হইলে বৃহস্পতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন কর। তাহা হইলে আমি তোমার যাজনক্রিয়া নির্ব্বাহ করিব।

তখন মরুত্ত কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ইতিপূর্ব্বে বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়াছিলাম। ইন্দ্র যজমান হওয়াতে তিনি আমার যজ্ঞসম্পাদন করিতে বাসনা করেন না। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক কহিয়াছেন, যে আমি দেবপুরোহিত; মনুষ্যের যজ্ঞসম্পাদন করা আমার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ ইন্দ্র আমাকে তোমার পৌরহিত্য করিতে নিষেধ করিয়া কহিয়াছেন যে, মরুত্ত রাজা সর্ব্বদাই আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে; অতএব তাহার যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। হে ব্রহ্মন্! আপনার ভ্রাতা ইন্দ্রের সেই বাক্যে সম্মত হইয়াছেন। আমি স্নেহপ্রযুক্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি ইন্দ্রের অনুরোধে আমার পৌরোহিত্য সম্পাদনে সম্মত হন নাই। এক্ষণে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও আপনার দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ইন্দ্রকে অতিক্রম করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। আর আমার বৃহস্পতির নিকট গমন করিবার অভিলাষ নাই। তিনি নিরপরাধে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

তখন সংবর্ত্ত কহিলেন, রাজন্! যদি তুমি আমার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমার সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। আমি তোমার যাজনক্রিয়া আরম্ভ করিলে, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি ইঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার বিদ্বেষাচরণ করিবেন। সেই সময় আমার প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি থাকে কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। অতএব অগ্রে তুমিও দৃঢ় শপথ দ্বারা আমার সেই সন্দেহ ভঞ্জন কর। নতুবা আমি কুপিত হইলে তোমাকে সবান্ধবে ভস্মসাৎ করিব।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! আমি যদি আপনাকে কখন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে যতদিন সূর্য্য তাপপ্রদান করিবেন ও যত কাল পর্ব্বত সমুদায় বিদ্যমান থাকিবে, তত কাল যেন আমার নরক ভোগ হয় এবং আমি যেন কদাচ সুগতি লাভে ও বিষয়বাসনা পরিত্যাগে সমর্থ না হই।

তখন সংবর্ত্ত কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমি তোমার যজ্ঞকার্য্যে হিত উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যেরূপ উৎকৃষ্ট অক্ষয় যজ্ঞোপকরণের উপদেশ প্রদান করিব, তুমি সেইরূপ উপকরণ সংগ্রহ করিলে অনায়াসে গন্ধর্ব্বাদিগের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভব করিতে পারিবে। ধন বা যজ্ঞীয় উপকরণে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, কেবল যাহাতে আমার ভ্রাতা বৃহস্পতি ও সুররাজ ইন্দ্রের অপকার হয় এবং যাহাতে তুমি ইন্দ্রের সমকক্ষ হইতে সমর্থ হও, আমি তদ্বিষয়েই সবিশেষ চেষ্টা করিব।

অষ্টম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অতঃপর তুমি যেরূপে উৎকৃষ্ট যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয়ের অনতিদূরে মুঞ্জবান্ নামে এক পর্ব্বত আছে। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি পার্ব্বতীর সহিত ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ, বৃক্ষমূল ও গুহাতে পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব, বসু, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, দেবর্ষি, আদিত্য, মরুৎ ও রাক্ষসগণ এবং যম, বরুণ কুবের ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় সতত তাঁহার উপাসনা করেন। কুবেরের বিকৃতাকার অনুচরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিয়া থাকে। তাঁহার রূপ নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। তাঁহার রূপ, আকার, তেজঃ, তপস্যা ও বীর্য্য নিরূপণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া ঐ পর্ব্বতের কোন স্থানেই শীত, গ্রীষ্ম, প্রচণ্ড বায়ু, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ, জরা, ক্ষুৎ-পিপাসা, মৃত্যু ও ভয় বিদ্যমান নাই। ঐ পর্ব্বতে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবর্ণরাশি বিদ্যমান আছে। কুবেরের প্রিয়চিকীর্ষু অনুচরগণ সর্ব্বদা উহা রক্ষা করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি সেই পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক ভগবান্ ভূতভাবনকে "হে দেবাদিদেব! তুমি সর্ব্ববেধা, রুদ্র, শিতিকণ্ঠ, সুরূপ, সুবর্চ্চাঃ, কপর্দ্দী, করাল, হরিচ্চক্ষুঃ, বরদ, ত্রিনয়ন, পূষার দন্তবিপাটক, বামন, শিব, যাম্য, অব্যক্তরূপ, সদ্বৃত্ত, শঙ্কর, ক্ষেম্য, হরিকেশ, স্থাণু, পুরুষ, হরিনেত্র, মুণ্ড, কৃশ, উত্তরায়ণ, ভাস্কর, সুতীর্থ, দেবদেব, বেগবান্, উষ্ণীষধারী, সুবক্ত্র, সহস্রাক্ষ, কামপূরক গিরীশ, প্রশান্ত, যতী, চীরবাসা, বিল্বদণ্ডধারী, সিদ্ধ, সর্ব্বদণ্ডধর, মৃগভেত্তা, মহান্, ধনুর্দ্ধারী, ভব, বর, ব্যোমবক্ত্র, সিদ্ধমন্ত্র, চক্ষুঃস্বরূপ, হিরণ্যবাহু, উগ্র, দিক্‌পতি, লেলিহান, গোষ্ঠ, দৃষ্টি, পশুপতি, ভূতপতি, বৃষ, মাতৃভক্ত, সেনানী, মধ্যম, স্রুবহস্ত, যতী, বুদ্ধিস্বরূপ, ভার্গব, অজ, কৃষ্ণনেত্র, বিরূপাক্ষ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, তীক্ষ্ণ, বৈশ্বানরমুখ, মহাদ্যুতি, অনঙ্গ, সর্ব্বস্বরূপ, বিলোহিত, দীপ্ত, দীপ্তাক্ষ, মহৌজাঃ, কপালমালাসম্পন্ন, সুবর্ণমুকুটধারী, মহাদেব, কৃষ্ণ, ত্র্যম্বক, অনঘ, ক্রোধন, নৃশংস, মৃদু, বেগশালী, উগ্র, পতি, পশু, কৃত্তিবাসাঃ, দণ্ডী, তপ্ততপা, অক্রূরকর্ম্মা, সহস্রশিরাঃ, সহস্রচরণ, ত্রিপুরহন্তা, বসুরূপ, দংষ্ট্রী, সুবর্ণরেতাঃ, সুরূপ, অনন্ত, মহাদ্যুতি, পিনাকী, মহাযোগী, অব্যয়, ত্রিশূলহস্ত, ভুবনেশ্বর, ত্রিলোকেশ, মহৌজাঃ, সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, ধারণ, ধরণীধর, ঈশান, শিব, বিশ্বেশ্বর, ভব, উমাপতি, বিশ্বরূপ, মহেশ্বর, দশভুজ, দিব্যবৃষধ্বজ, উগ্র, রৌদ্র, গৌরীশ্বর, ঈশ্বর, শিতিকণ্ঠ, অজ, শুক্র, পৃথু, পৃথুহর, বর ও চতুর্ম্মুখ, তোমাকে নমস্কার" বলিয়া প্রণাম কর। তুমি সেই সনাতন দেবাদিদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে অবশ্যই তোমার সেই সুবর্ণরাশি লাভ হইবে। তাহা

হইলেই তুমি তদ্দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট যজ্ঞপাত্র সমুদায় নির্ম্মাণ করাইতে পারিবে। অতএব তুমি অবিলম্বে স্বীয় দূতগণকে সুবর্ণ বহনার্থ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে গমন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং তথায় গমন কর।

মহাত্মা সংবর্ত্ত এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, মহারাজ মরুত্ত অচিরাৎ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে গমন ও ভগবান্ ভবানীপতির সন্তোষসম্পাদন পূর্ব্বক সেই সুবর্ণরাশি লাভ করিয়া যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শিল্পকরেরা সুবর্ণময় পাত্র সমুদায় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে সুরপুরোহিত বৃহস্পতি মহারাজ মরুত্তের দেবদুর্লভ সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তাপিত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা সংবর্ত্ত ঐ যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়া অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইবেন, বিবেচনা করিয়া তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ ও বিবর্ণ হইতে লাগিল।

নবম অধ্যায়।

ঐ সময় সুররাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সন্তপ্ত জানিয়া তাঁহার সন্তাপের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সুরগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, সুরাচার্য্য! আপনি ত পরম সুখে নিদ্রিত হইয়া থাকেন? আপনার পরিচারকেরা ত আপনাকে যথোচিত পরিচর্য্যা করে? আপনি ত সতত সুরগণের সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকেন? দেবতারা ত আপনাকে সতত প্রতিপালন করিতেছেন?

বৃহস্পতি কহিলেন, সুররাজ! আমি পরম সুখে নিদ্রিত হই। আমার পরিচারকেরা যথোচিত পরিচর্য্যা দ্বারা আমার প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। আমি নিরন্তর দেবগণের সুখপ্রার্থনা করি এবং দেবগণও আমাকে প্রতিনিয়ত প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

ইন্দ্র কহিলেন, সুরাচার্য্য! তবে আপনার মুখশ্রী কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ হইল? আর আপনার শারীরিক ও মানসিক দুঃখেরই বা কারণ কি? আপনি তাহা অকপটে কীর্ত্তন করুন। যাহারা আপনার দুঃখের কারণ, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব।

বৃহস্পতি কহিলেন, দেবরাজ! আমি শুনিয়াছি, রাজা মরুত্ত প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছে। আমার ভ্রাতা সংবর্ত্ত সেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে, সংবর্ত্ত মরুত্তের যাজনকার্য্য না করে।

ইন্দ্র কহিলেন, সুরাচার্য্য! আপনি দেবগণের পুরোহিত, আপনার সকল কামনাই পূর্ণ হইয়াছে এবং আপনি স্বপ্রভাববলে জরামৃত্যু উভয়কেই অতিক্রম করিয়াছেন। অতএব সংবর্ত্ত হইতে আপনার কি অপকারের সম্ভাবনা?

বৃহস্পতি কহিলেন, সুররাজ! তুমি অসুরগণের মধ্যে যাহাদিগকে সমৃদ্ধিশালী দেখ, দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহাদিগকেই সংহার করিয়া থাক। সুতরাং শত্রুর সমৃদ্ধি দর্শন যে নিতান্ত দুঃখাবহ

তাহা তোমার অবিদিত নাই। সংবর্ত্ত আমার প্রধান শত্রু; এক্ষণে তাহার সমৃদ্ধি দর্শনই আমার অসুখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আমার শত্রু পরিবর্দ্ধিত হইবে বিবেচনা করিয়াই আমি এইরূপ বিবর্ণ হইয়াছি। অতএব তুমি এক্ষণে যে কোন উপায়ে হউক হয় সংবর্ত্ত, না হয় রাজা মরুত্তের নিগ্রহ কর।

সুরগুরু এই কথা কহিলে, দেবেন্দ্র অগ্নিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হুতাশন! তুমি এক্ষণে বৃহস্পতিকে রাজা মরুত্তের নিকট লইয়া গিয়া বল, এই সুরগুরু তোমার যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিবেন।

দেবরাজ এইরূপ অনুরোধ করিলে, অগ্নি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! আমি তোমার বাক্য রক্ষা ও বৃহস্পতির সৎকারের নিমিত্ত দূতরূপে রাজা মরুত্তের নিকট ইঁহাকে লইয়া চলিলাম। এই বলিয়া হুতাশন গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় বন উপবন সমুদায় বিমর্দ্দিত করিয়া অচিরাৎ বৃহস্পতির সহিত মরুত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তখন মরুত্ত রাজা হুতাশনকে সমুপস্থিত দেখিয়া সংবর্ত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আজি অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম। হুতাশন স্বয়ং আমার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব আপনি শীঘ্র উঁহাকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ ও মধুপর্ক প্রদান করুন।

অগ্নি কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার বাক্যেই আসন ও পাদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। ইন্দ্র আমাকে দূতরূপে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! দেবরাজ ইন্দ্র ত সুখে অবস্থান করিতেছেন? তিনি ত আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং দেবগণ ত তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন না?

অগ্নি কহিলেন রাজন্! পুরন্দর পরম সুখে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। দেবতারাও তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি এক্ষণে তোমার নিকট বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর এই সুরগুরু বৃহস্পতি তোমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করুন।

মরুত্ত কহিলেন, মহাত্মন্! মহর্ষি সংবর্ত্ত আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। অতএব আমি বৃহস্পতির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি যে, উনি অমর পুরন্দরের পুরোহিত হইয়া এক্ষণে মৃত্যুবশবর্ত্তী মরুত্তের পৌরোহিত্য না করেন।

তখন অগ্নি কহিলেন, রাজন্! যদি তুমি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যশস্বী হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্যলোক, প্রজাপতিলোক ও স্বর্গলোক সমুদায় পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে এবং সুরপতি ইন্দ্রের প্রসাদবলে স্বর্গমধ্যে কোন উৎকৃষ্ট লোকই তোমার অপ্রাপ্য থাকিবে না।

অগ্নি এইরূপে মরুত্তকে প্রলোভিত

করিতে আরম্ভ করিলে, মহর্ষি সংবর্ত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হুতাশনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অনল! তুমি অচিরাৎ প্রস্থান কর। আর কখন মরুত্ত রাজার নিকট বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিতে এ স্থলে আগমন করিও না। তুমি পুনরায় বৃহস্পতিকে লইয়া এ স্থানে আগমন করিলে, আমি নিশ্চয়ই ক্রোধদৃষ্টিপাতে তোমাকে ভস্মাবশেষ করিব। মহর্ষি সংবর্ত্ত এই কথা কহিলে, হুতাশন তাঁহার বাক্যে একান্ত ভীত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বৃহস্পতির সহিত তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক দেবসভায় সমুপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হুতাশন! আমি মরুত্ত রাজার নিকট বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিতে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তুমি কি নিমিত্ত উঁহাকে লইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে? যজ্ঞদীক্ষিত নরপতি মরুত্ত তোমাকে কি কহিয়াছে, তাহা ব্যক্ত কর।

অগ্নি কহিলেন, রাজন্! নরপতি মরুত্ত আপনার বাক্যে সম্মত হয় নাই। সে কৃতাঞ্জলিপুটে বৃহস্পতিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মরুত্তকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইল না। সে কহিল, সংবর্ত্তই আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। বৃহস্পতি যজ্ঞ করিলে যদি আমার উৎকৃষ্ট মনুষ্যলোক ও প্রজাপতি লোকসমুদায় লাভ হয়, তথাপি আমি সুরগুরু দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিব না।

ইন্দ্র কহিলেন, হুতাশন! তুমি পুনর্ব্বার মরুত্ত রাজার নিকট গমন করিয়া তাহাকে আমার অনুরোধ বিজ্ঞাপন কর। যদি সে তাহাতেও আমার বচন রক্ষা না করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বজ্রপ্রহার করিব।

অগ্নি কহিলেন, রাজন্! গন্ধর্ব্বাধিপতি ধৃতরাষ্ট্র তথায় গমন করুন। আমার তথায় গমন করিতে শঙ্কা হইতেছে। ব্রহ্মচারী মহর্ষি সংবর্ত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে কহিয়াছেন যে, যদি তুমি পুনরায় মরুত্ত রাজার নিকট বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিতে আগমন কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধ দৃষ্টিপাতে তোমাকে ভস্মাবশেষ করিব।

ইন্দ্র কহিলেন, হুতাশন! তুমিই সকলকে দগ্ধ করিয়া থাক। তোমা ভিন্ন দাহকর্ত্তা আর কেহই নাই। তোমার সংস্পর্শে সমুদায় লোক ভীত হয়; অতএব সংবর্ত্ত যে তোমাকে ভস্ম করিবেন, এ কথায় আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না।

অগ্নি কহিলেন, দেবেন্দ্র! আপনি অসংখ্য সৈন্য দ্বারা সসাগরা পৃথিবী ও সমুদায় স্বর্গলোক পরিবেষ্টিত করিতে পারেন, তবে বৃত্রাসুর কিরূপে আপনার স্বর্গলোক অপহরণ করিয়াছিল?

ইন্দ্র কহিলেন, হুতাশন! আমি সামান্য যুদ্ধে ঐরাবতকে প্রেরণ, শত্রুদত্ত সোমরস পান ও দুর্ব্বলের প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করি

না। আমি স্বীয় বাহুবলে পৃথিবী হইতে কালকেয়গণকে অন্তরীক্ষ হইতে দানবগণকে এবং স্বর্গ হইতে প্রহ্লাদকে দূরীভূত করিয়াছি। অতএব মর্ত্ত্যলোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া অস্ত্রপ্রহার করিতে সমর্থ হইবে?

অগ্নি কহিলেন, রাজন্! আপনি সর্য্যাতি রাজার যজ্ঞ স্মরণ করুন। মহর্ষি চ্যবন ঐ যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইয়া যখন অশ্বিনীকুমারদিগের সহিত সোমরস পান করেন তখন আপনি তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আপনার বাক্যে কর্ণপাতও করেন নাই। ঐ সময়ে আপনি সেই মহর্ষিকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহাকে ঘোরতর বজ্রপ্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহর্ষি চ্যবন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তপোবলে অনায়াসে আপনার বাহু স্তম্ভিত করিয়া মদনামে এক ভীষণমূর্ত্তি অসুরের সৃষ্টি করিলেন। সেই অসুরের বিকটমূর্ত্তি দর্শনে তৎকালে আপনাকে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিতে হইয়াছিল। ঐ অসুরের অধর পৃথিবী ও ওষ্ঠ স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার শতযোজন বিস্তৃত ঘোরতর সহস্র দন্ত রজতস্তম্ভসদৃশ দুই শত যোজন বিস্তীর্ণ দংষ্ট্রাচতুষ্টয়দর্শনে তত্রত্য সকলেরই মনে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল। সেই অসুর আপনার বিনাশবাসনায় ঘোরতর শূল উদ্যত করিয়া আপনার প্রতি ধাবমান হয়। সেই সময় আপনি সেই বিকটমূর্ত্তি অসুরকে অবলোকন করিয়া যাহার পর নাই ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব হে দেবেন্দ্র! ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কেহই নাই। আমি ব্রহ্মতেজঃ বিলক্ষণ অবগত আছি; অতএব আমার সংবর্ত্তকে পরাজয় করিতে কিছুতেই বাসনা হয় না।

দশম অধ্যায়।

তখন ইন্দ্র কহিলেন, হুতাশন! ব্রহ্মবল যে অতি উৎকৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম যে আর কেহই নাই, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু মরুত্ত রাজার পরাক্রম আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। অতএব আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বজ্রপ্রহার করিব। সুররাজ পুরন্দর অনলকে এই কথা কহিয়া গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! তুমি শীঘ্র মরুত্ত রাজার নিকট গমন করিয়া সংবর্ত্তের সমক্ষে তাহাকে বল যে, মহারাজ! তুমি অচিরাৎ বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ কর, নচেৎ দেবরাজ তোমাকে বজ্রপ্রহার করিবেন।

সুররাজ এইরূপ আদেশ করিলে, গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র অচিরাৎ মরুত্তের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার নাম ধৃতরাষ্ট্র! আমি গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে লোকাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র যে নিমিত্ত আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি কহিয়াছেন, যদি আপনি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ না

করেন,' তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আপনার প্রতি বজ্রপ্রহার করিবেন।

তখন মরুত্ত কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ! মিত্রদ্রোহী যে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার যে কোন কালে নিষ্কৃতি লাভ হয় না, ইহা কি তোমার কি ইন্দ্রের কি বসুগণের কি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কি মরুদ্গণের কাহারই অবিদিত নাই? অতএব আমি কখনই আমার পরম মিত্র সংবর্ত্তকে পরিত্যাগ করিয়া বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে পারিব না। সুরগুরু বৃহস্পতি বজ্রধর দেবরাজের পৌরোহিত্য করুন। মহাত্মা সংবর্ত্তই আমার যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। আমি কদাচ ইহার অন্যথা করিতে পারিব না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখুন, ভগবান্ শতক্রতু আপনার প্রতি বজ্র পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া আকাশপথে ভীষণ সিংহনাদ করিতেছেন; অতএব এই সময়ে স্বীয় হিতচিন্তা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, মহারাজ মরুত্ত আকাশে ইন্দ্রের ভীষণ গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া তপোনুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মবিদগ্রগণ্য মহাত্মা সংবর্ত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! সুররাজ অধিক দূরে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছেন না। কিন্তু উনি বজ্রপ্রহার করিলে নিশ্চয়ই আমাকে কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব এক্ষণে আপনি আমাকে অভয় প্রদান ও আমার মঙ্গল বিধান করুন। ঐ দেখুন, দেবরাজ বজ্রধারণ পূর্ব্বক দশদিক্ আলোকিত করিয়া আগমন করিতেছেন। উঁহার ভয়ঙ্কর নিনাদে সভাস্থ সমস্ত লোকই নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে।

সংবর্ত্ত কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি অবিলম্বে সংস্তম্ভিনী বিদ্যাপ্রভাবে উঁহার সমুদায় কার্য্য স্তম্ভিত করিয়া তোমার ভয় নিবারণ করিব। আমি সমুদায় দেবতার অস্ত্র বিনষ্ট করিতে পারি। বজ্র দিক্ সমুদায়ে নিক্ষিপ্ত, বায়ু প্রবাহিত, কাননে বারিধারা নিপতিত, সমুদ্র প্লাবিত ও আকাশপথে সৌদামিনী লক্ষিত হউক, তুমি কিছুতেই ভীত হইও না। হুতাশন তোমার মঙ্গল বিধান করুন, বা না করুন এবং ইন্দ্র তোমার কামনা পূর্ণ করিতে বা বজ্র প্রহার করিতে সমুদ্যত হউন, তাহার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! বাসবের বায়ুঘোষসংবলিত ভীষণ বজ্রনিঃস্বন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ বারংবার ব্যথিত হইতেছে। আমি কোনরূপে স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ হইতেছি না।

সংবর্ত্ত কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রের ভীষণ বজ্র হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি বায়ুভূত হইয়া অবিলম্বে ঐ বজ্র সংহার করিতেছি, এক্ষণে তোমার আর কোন্ কার্য্যসাধন করিব, তাহা প্রকাশ কর।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে

দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণ সহসা এই যজ্ঞভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসন সমুদায়ে উপবেশন পূর্ব্বক স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন।

মহারাজ মরুত্ত এই কথা কহিলে, মহর্ষি সংবর্ত্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিয়া মরুত্তকে কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখ, দেবরাজ আমার মন্ত্রবলে হরিদশ্বযুক্ত রথে সমারূঢ় হইয়া দেবগণের সহিত এই যজ্ঞস্থলে আগমন করিতেছেন।

মহাত্মা সংবর্ত্ত এই কথা কহিবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র মরুত্ত রাজার যজ্ঞীয় সোমরস পান করিতে অভিলাষী হইয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত সেই যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ মরুত্ত দেবগণপরিবেষ্টিত সুররাজকে সমাগত দেখিয়া পুরোহিত সমভিব্যাহারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া যথোচিত সৎকার করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা সংবর্ত্ত পুরন্দরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! আপনি ত সুখে আগমন করিয়াছেন? আপনার আগমনে এই যজ্ঞ সমধিক শোভাসম্পন্ন হইল, এক্ষণে আপনি এই যজ্ঞীয় সোমরস পান করুন।

অনন্তর মহারাজ মরুত্ত পুনর্ব্বার ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রশান্তভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, আজি আপনার আগমনে আমার যজ্ঞ ও জীবন সফল হইল। ঐ দেখুন, বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্ সংবর্ত্ত আমার যজ্ঞ সমাপন করিতেছেন।

ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! এই দীপ্ততেজাঃ ভগবান্ সংবর্ত্তের মাহাত্ম্য আমার অবিদিত নাই। আজি আমি এই মহাত্মা কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া তোমার প্রতি কোপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রীতমনে এই যজ্ঞস্থানে সমাগত হইয়াছি।

সংবর্ত্ত কহিলেন, দেবরাজ! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি এই সমাজমধ্যে ভাগসমুদায় যথাযোগ্য কল্পনা ও এই যজ্ঞে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

মহাত্মা সংবর্ত্ত এই কথা কহিলে, দেবরাজ দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা অবিলম্বে স্বর্গীয়সভার তুল্য অতি সমৃদ্ধ বিচিত্র সভা নির্ম্মাণ করিয়া উহার মধ্যে অসংখ্য স্তম্ভ এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের নৃত্যগীতাদির স্থান প্রস্তুত কর। ঐ সভাতে গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করুক।

সুররাজ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, দেবগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলেন। তখন দেবরাজ প্রীতমনে মরুত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার পিতৃলোক ও অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই তোমার প্রতি প্রীত হইয়া তোমার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ অগ্নির প্রীতির নিমিত্ত লোহিত ছাগ, বিশ্বদেবগণের প্রীতির নিমিত্ত নানাবর্ণ ছাগ এবং অন্যান্য

দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত পবিত্র বৃষ ছেদন করুন। দেবরাজ এই কথা কহিবামাত্র যজ্ঞের উৎসব পরিবর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল। দেবগণ স্বয়ং অন্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন এবং দেবরাজ স্বয়ং সদস্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

অনন্তর দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় পরম তেজস্বী মহাত্মা সংবর্ত্ত দেবগণের নাম উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বাগ্রে দেবরাজ ও তৎপরে অন্যান্য দেবগণ সোমরস পান করিয়া প্রীতিলাভ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে মহারাজ মরুত্ত যজ্ঞভূমির নানাস্থানে রাশি রাশি সুবর্ণ সংস্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে উহা দান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ সেই অপরিমিত সুবর্ণবহনে অসমর্থ হইয়া অগত্যা উহার অধিকাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অল্পাংশমাত্র গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে মহারাজ মরুত্তের যজ্ঞক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে তিনি সেই স্থানে সেই ব্রাহ্মণগণের পরিত্যক্ত সুবর্ণ সমুদায় স্তূপাকার করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! মহারাজ মরুত্ত এইরূপ গুণশালী ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে প্রভূত সুবর্ণ সঞ্চিত হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি সেই সমুদায় সুবর্ণ আনয়ন করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবগণের তৃপ্তিসাধন কর।

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞ করিবার মানসে অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব সেই রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় সধূম অনলের ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ দুঃখিতচিত্ত ধর্ম্মরাজকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ! 'কুটিলতাই মৃত্যুর এবং সরলতাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ'। এই বাক্যটী বিশেষ রূপে বোধগম্য হইলেই যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন আর যত বাক্য সকলই প্রলাপমাত্র। আপনার কোন কার্য্যই সমাহিত হয় নাই। আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ দুর্জ্জয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি জীবের সহিত অহঙ্কারের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে অহঙ্কার পৃথিবীসমুৎপন্ন ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবাত্মাকে সুগন্ধ আঘ্রাণরূপ বিষয়ভোগে নিতান্ত উৎসুক করিয়াছিল। তখন জীব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অহঙ্কারের প্রতি বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন।

অনন্তর অহঙ্কার জলসমুৎপন্ন রসনেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবাত্মাকে রসাস্বাদনে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীব অহঙ্কারের প্রতি পুনরায় বিবেকাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন। তখন অহঙ্কার জ্যোতিঃসমুৎপন্ন নয়নেন্দ্রিয় অধিকার করিয়া জীবকে, বস্তুদর্শনে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীব অহঙ্কারের প্রতি পুনরায় বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাকে অপসারিত করিলেন। অনন্তর অহঙ্কার বায়ুসমুৎপন্ন ত্বগিন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবকে স্পর্শানুভবে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীব পুনরায় তাহার প্রতি বিবেকাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন। পরে অহঙ্কার আকাশসম্ভূত কর্ণেন্দ্রিয় অধিকার করিয়া জীবকে শব্দ শ্রবণে সমুৎসুক করিল। তখন জীবাত্মা ক্রোধভরে পুনরায় বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। পরিশেষে অহঙ্কার গত্যন্তর না দেখিয়া জীবাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অহঙ্কার প্রবেশ করিবামাত্র জীবাত্মা মোহে একান্ত অভিভূত হইলেন। ঐ সময় গুরু তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে প্রতিবোধিত করিলেন। তখন জীবাত্মা সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ বজ্র দ্বারা অহঙ্কারকে এককালে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঋষিগণের নিকট ও তৎপরে ঋষিগণ আমার নিকট এই রহস্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ব্যাধি দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। ঐ দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয় তাহাকে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহাকে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় আত্মারও তিনটী গুণ আছে। ঐ তিনটী গুণের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্য লাভ হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্যের হ্রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের সময় কি কেহ সুখানুভব করে এবং সুখের সময় কি কাহার দুঃখানুভব হয়? যাহা হউক, এক্ষণে সুখদুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। সুখদুঃখাতীত পরব্রহ্মকে স্মরণ করাই আপনার বিধেয়। অথবা যদি সুখদুঃখ জীবের স্বভাব সিদ্ধ বলিয়া আপনি এককালে উহা পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তথাপি সভামধ্যে পণ্ডিতগণসমক্ষে রজস্বলা দ্রৌপদীর

কেশাম্বরাকর্ষণ, আপনাদিগের অজিনধারণপূর্ব্বক নগর হইতে বহির্গমন, মহারণ্যমধ্যে অবস্থান, জটাসুর কর্ত্তৃক দ্রৌপদীহরণ, চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধ, সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর অপমান, অজ্ঞাতবাস এবং দ্রৌপদীর গাত্রে কীচকের পদাঘাতজনিত অতীত দুঃখ সমুদায় স্মরণ করা আপনার কদাপি উচিত নহে। পূর্ব্বে ভীষ্মদ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে অভিমুখীন হওয়া আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগ ও তদুপযোগী কার্য্যসমুদায় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; একমাত্র মনকে সহায় করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশানুসারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয় পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয় সমুদায়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সুখ তোমার শত্রুগণ লাভ করুক। মমতা সংসার প্রাপ্তির ও নির্ম্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী মমতা ও নির্ম্মমতা লোক সমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতানিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাঁহাকে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই সংসারপাশে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহাকে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঐ সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কামপরতন্ত্র মূঢ়ব্যক্তিরা কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। কামনা মনঃ হইতে সমুৎপন্ন হয়; উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহুজন্মের অভ্যাসবশতঃ কামনাকে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনাসহকারে

দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই এককালে কামনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

অতঃপর পুরাবিদ্ পণ্ডিতগণ যে কামগীতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য্য দ্বারা আমাকে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমাকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গমমধ্যগত জীবাত্মার ন্যায় ব্যক্তরূপে উদিত হই। যে ব্যক্তি বেদবেদান্ত সমালোচন দ্বারা আমাকে শাসন করিতে যত্নবান্ হয়, আমি তাহার মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধৈর্য্য দ্বারা আমাকে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তাহার মনঃ হইতে অপনীত হই না। যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা আমাকে পরাজয় করিতে যত্ন করে, আমি তাহার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমাকে জয় করিতে বাসনা করে, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা আমাকে সর্ব্বভূতের অবধ্য ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি আপনার নিকট কামগীতা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। অতএব কামনাকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপনি বিধিপূর্ব্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কামনাকে ধর্ম্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপনি অনুতাপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগের পুনর্দ্দর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ কৃষ্ণ, বেদব্যাস, দেবস্থান, নারদ, ভীম, দ্রৌপদী, সহদেব, অর্জ্জুন ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এককালে বন্ধুবিয়োগজনিত শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় আত্মীয় স্বজনদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য অনুষ্ঠান এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সৎকার করিয়া প্রশান্তমনে পৃথিবী শাসন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। পরে একদা তিনি মহর্ষি ব্যাস, নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ!

আমি আপনাদিগের বিবিধ উপদেশ প্রভাবে সম্পূর্ণ আশ্বাস লাভ করিয়াছি; এক্ষণে আমার আর অণুমাত্রও দুঃখ নাই। হে পিতামহ বেদব্যাস! আপনি আমাকে প্রভূত অর্থপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি অচিরাৎ ঐ অর্থ লাভ করিয়া উহা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। অতঃপর আমরা আপনার প্রভাবে পরিরক্ষিত হইয়া অবিলম্বে বিবিধ অদ্ভুত পদার্থ পরিপূর্ণ হিমালয়ে গমন করিয়া আপনি, দেবর্ষি নারদ ও দেবস্থান আপনারা আমাকে বহুবিধ শুভ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যে ব্যক্তির অদৃষ্ট মন্দ সে দুঃখে নিপতিত হইলে কদাচ এইরূপ সদ্গুরুলাভে সমর্থ হয় না।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির অনুনয়সহকারে এই কথা কহিলে, তাঁহারা কৃষ্ণের ও অর্জ্জুনের অনুজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের পারলৌকিক শুভসাধনোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে অর্থদান ও শৌচকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সেই প্রজ্ঞাচক্ষুঃ মহাত্মাকে সান্ত্বনা করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! পাণ্ডবদিগের জয়লাভের পর রাজ্য নিরুপদ্রব হইলে মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ইঁহারা কি করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণের জয়লাভের পর রাজ্য নিরুপদ্রব হইলে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন পরমাহ্লাদে নন্দনবনে বিচরণ করেন, তদ্রূপ মহা আহ্লাদে বিচিত্রবন, পর্ব্বতগুহা, পবিত্র তীর্থ, পল্বল ও নদী প্রভৃতি রমণীয় স্থান সমুদায়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন পূর্ব্বক সভায় উপবিষ্ট হইয়া কথাপ্রসঙ্গে যুদ্ধবৃত্তান্ত এবং ঋষি ও দেবতাদিগের বংশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বাসুদেব বিবিধ বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া ধনঞ্জয়ের সহস্র সহস্র জ্ঞাতি এবং পুত্রবিনাশজন্য শোকাপনোদন পূর্ব্বক তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত মধুর সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, পার্থ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার বাহুবল এবং ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের পরাক্রমপ্রভাবেই এই সসাগরা ধরিত্রী পরাজয় করিয়াছেন। ধর্ম্মানুসারে এই রাজ্য অকণ্টক হইয়া তাঁহার হস্তগত এবং ধর্ম্মানুসারেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে। যে সকল অধর্ম্মপ্রবৃত্ত রাজ্যলোলুপ দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় সর্ব্বদা অপ্রিয় বাক্য ব্যবহার করিত, এক্ষণে তাহারা সকলেই পরলোকে গমন করিয়াছে। এখন রাজা যুধিষ্ঠির তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অকণ্টকে এই সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিতেছেন। তোমার সহিত এই জনসমাজে বাস করিবার কথা

দূরে থাকুক, অরণ্যে অবস্থান করিলেও আমি পরম প্রীত হইয়া থাকি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থান আমার একান্ত প্রিয়। আমি তোমার সহিত এই স্বর্গতুল্য পরম পবিত্র রমণীয় সভামধ্যে অবস্থান করিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিলাম। একালপর্য্যন্ত আমি পুত্র, বলদেব ও বৃষ্ণিবংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিদিগের দর্শনে বঞ্চিত রহিয়াছি। সুতরাং এক্ষণে দ্বারকা নগরীতে গমন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। অতএব তুমি আমার দ্বারকা গমনে অনুমোদন কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার উপদেষ্টা হইলেও যে সময়ে ভীষ্মদেব তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত উপদেশ প্রদান করেন, তৎকালে আমিও তাঁহাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছি। তিনি অবিচলিতচিত্তে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, বুদ্ধিমান্ ও স্থিরনিয়মসম্পন্ন। এক্ষণে যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজের নিকট গমন করিয়া আমার দ্বারকা গমন প্রস্তাব কর। দ্বারকা নগরে গমনের কথা দূরে থাকুক, প্রাণরক্ষার নিমিত্তও আমি তাঁহার অপ্রিয়কার্য্য সাধন করিতে সম্মত নহি। আমি সত্য কহিতেছি, কেবল তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত এই যুদ্ধাদি কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে আমার এ স্থানে অবস্থানের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন সবলে নিহত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিবিধ রত্নপূর্ণা সসাগরা পৃথিবী স্ববশে সমানীত করিয়াছেন, অতঃপর উনি সিদ্ধ মুনিগণে পরিবেষ্টিত ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া ধর্ম্মানুসারে সমুদায় পৃথিবী প্রতিপালন করুন। এক্ষণে তুমি রাজার নিকট গমন করিয়া আমার দ্বারকা গমন প্রস্তাব কর। আমি ধন প্রাণ প্রভৃতি সমুদায়ই যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিয়াছি। তিনি আমার পরম প্রিয় ও মান্য। এখন তোমার সহিত একত্র অবস্থান ভিন্ন আমার এখানে বাস করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। অতএব এই সময়ে একবার দ্বারকা গমন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব অমিতপরাক্রম অর্জ্জুনকে এই কথা কহিলে, তিনি অতিকষ্টে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

আশ্বমেধিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

অনুগীতাপর্ব্বাধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহাত্মা মধুসূদন ও অর্জ্জুন বিপক্ষগণকে সংহারপূর্ব্বক সেই সভায় বাস করিয়া কিরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন আপনাদিগের পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া বাসুদেবের সহিত সেই

সভাতে বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা একদা সজ্জনগণ-সমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে স্বর্গের ন্যায় রমণীয় সেই সভার কোন এক প্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সেই সভার শোভা সন্দর্শন করিয়া বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! যুদ্ধকালে আমি তোমার মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইয়াছি এবং তোমার বিশ্বমূর্ত্তিও নিরীক্ষণ করিয়াছি। তুমি পূর্ব্বে বন্ধুত্ব নিবন্ধন আমাকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলে, আমি স্বীয় বুদ্ধিদোষে তৎসমুদায় বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতে পুনরায় আমার কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। তুমি অচিরাৎ দ্বারকায় গমন করিবে; অতএব এই সময়ে আমার নিকট পুনরায় তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমি তোমার নিকট নিগূঢ় ধর্ম্ম ও নিত্যলোক সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমি যে বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই সকল বিষয় শ্রবণ ও অবধারণ কর নাই ইহাতে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইতেছি, পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যাহা যাহা কহিয়াছিলাম, তৎসমুদায় এক্ষণে আর আমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে; তুমি অতি নির্ব্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য; অতএব আমি আর কোনরূপেই তোমাকে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করিতে পারিব না। সেই ধর্ম্মোপদেশপ্রভাবে ব্রহ্মপদ অবগত হইতে সমর্থ হওয়া যায়; এক্ষণে পুনরায় আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্ত্তন করিতে পারি না। আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই সেই পরব্রহ্মপ্রাপক বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানসম্পাদক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত মনে শ্রবণ কর। তুমি ঐ ইতিহাস শ্রবণ করিলে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে। একদা কোন এক ব্রাহ্মণ, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক পরিভ্রমণ পূর্ব্বক আমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে সমুচিত সৎকার করিয়া মোক্ষধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! তুমি প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমাকে যে মোক্ষধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহা শ্রবণ করিলে, প্রাণিগণের মোহ নিরাকৃত হইয়া যায়। এক্ষণে আমি তাহা যথার্থত কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে কাশ্যপ নামে ধর্ম্মপরায়ণ এক ব্রাহ্মণ এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ লোকতত্ত্বার্থকুশল, সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু ও পাপপুণ্যতত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মীশ্রীসম্পন্ন, অন্তর্দ্ধানগতিবেত্তা, সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল ও শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ। উনি প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে যেরূপ গতি লাভ করিয়া থাকে, তৎসমুদায় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন,

উনি চক্রধারী সিদ্ধগণের সহিত গমনাগমন, উপবেশন ও নির্জ্জনে কথোপকথন করিতেন। তিনি পবনের ন্যায় অপ্রতিহতভাবে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারিতেন। বুদ্ধিমান্ কাশ্যপ তাঁহার এইরূপ গুণগ্রাম অবগত হইয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করিয়া শিষ্যের ন্যায় সেই মহর্ষির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তখন সেই সিদ্ধ মহর্ষি কাশ্যপের গাঢ়তর ভক্তি দর্শনে অনতিকাল মধ্যে তাঁহার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, কাশ্যপ! আমি এক্ষণে উৎকৃষ্ট সিদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা বিবিধ কার্য্য ও পুণ্যযোগবলে উৎকৃষ্ট গতি লাভ ও দেবলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি নিরন্তর সুখ লাভ করিতে পারে না। উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় অতিকষ্টে উপলব্ধ হইলেও তাহা হইতে বারংবার পতন হইয়া থাকে। আমি কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা ও মোহপ্রভাবে সতত পাপে লিপ্ত হইয়া অতি কষ্টকর অশুভ গতি সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি বারংবার জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়াছি। আমাকে বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য উপভোগ ও বিবিধ স্তনদুগ্ধ পান করিতে হইয়াছে। আমি বহু সংখ্য জনকজননী দৃষ্টিগোচর করিয়াছি এবং বিবিধ সুখ ও বিবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি। কতবার আমার প্রিয়বিচ্ছেদ ও অপ্রিয় সংযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমি বহু যত্নে ধন সঞ্চয় করিয়াও তাহার উপভোগে বঞ্চিত হইয়াছি। আত্মীয় স্বজন ও ভূপতিগণ বারংবার আমার অবমাননা করিয়াছেন। আমি কতবার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। কতবার বধবন্ধনযাতনা অনুভব করিয়াছি। কতবার আমাকে নরকযন্ত্রণা যম যন্ত্রণা ও জরাব্যাধিজনিত যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে হইয়াছে। লৌকিক বিপদ্ সমুদায় কতবার আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। আমি এইরূপে বারংবার বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া লোকতন্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পথ অবলম্বন করিয়াছি। এক্ষণে মনঃপ্রসাদনিবন্ধন আমার সিদ্ধি লাভ হইয়াছে। ঐ সিদ্ধিপ্রভাবে আর আমাকে এই সংসারে আগমন করিতে হইবে না। অতঃপর যে পর্য্যন্ত আমার মুক্তিলাভ ও জগতের প্রলয় না হইবে, ততকাল আমি আপনার ও এই লোকসমূহের শুভ গতি সমুদায় প্রত্যক্ষ করিব। আমি দেহত্যাগের পর এই সংসার হইতে এককালে সত্যলোকে গমন করিব এবং সেই সত্যলোক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইব। তুমি আমার এই বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। আমি আর কখনই এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিব না। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি; অতএব বল, আমাকে তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে। তুমি যাহা লাভ করিবার অভিলাষ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ এক্ষণে তোমার তাহা প্রাপ্ত হইবার অবসর

উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার ইচ্ছা কি, তাহা স্বয়ং ব্যক্ত কর। আমি অচিরাৎ এই সংসার পরিত্যাগ করিব এই নিমিত্ত তোমাকে এইরূপ ত্বরা প্রদর্শন করিতেছি। আমি তোমার চরিত্র দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমাকে যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তাহা অকপটে কীর্ত্তন করিব। তুমি যখন আমাকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছ, তখন তোমার বুদ্ধি অতি উৎকৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মহাত্মা সিদ্ধ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ কাশ্যপ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! জীবাত্মা কিরূপে একদেহ পরিত্যাগ ও অন্যদেহ আশ্রয় করে? আর কিরূপেই বা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া এই ক্লেশকর সংসার হইতে বিমুক্ত হয়? কিরূপে উহার শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ হইয়া থাকে এবং দেহত্যাগের পর উহার কর্ম্ম সমুদায় কোন্ স্থানে অবস্থান করে, এই সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষি কাশ্যপ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, মহাত্মা সিদ্ধ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! জীব দেহ আশ্রয় করিয়া যে সমুদায় আয়ুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই সমুদায় কার্য্যের ক্ষয় হইলেই তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়। তখন সে বিপরীত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া নিরন্তর অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করে। স্বীয় শরীরের অবস্থা বল ও কাল পরিজ্ঞাত হইয়াও অধিক পরিমাণে অহিতকর বস্তু ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। কোন দিন অতি ভোজন ও কোন দিন একবারে ভোজন পরিত্যাগ করে। কখন অপেয় পান এবং অপরিমিত দুষ্ট অন্ন, আমিষ ও পরস্পরবিরোধী গুরুতর বস্তু সমুদায় ভোজনে আসক্ত হয়। কোন দিন ভুক্ত বস্তু জীর্ণ না হইতে হইতেই ভোজন করে। কোন দিন দিবসে নিদ্রিত হয়। কোন দিন কঠিন পরিশ্রম ও বারংবার স্ত্রীসংসর্গ করিয়া শরীরের দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে। কোন দিন অনবরত বিষয়কর্ম্ম সম্পাদনবাসনায় মলমূত্রাদির বেগ ধারণে প্রবৃত্ত হয় এবং কোন দিন অসময়ে ভোজন করিয়া শরীরস্থ বায়ুপিত্তাদি প্রকোপিত করে। জীব এইরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ প্রাণনাশক রোগ আসিয়া উহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ আয়ুঃক্ষয় হইলে কুপথ্যসেবনাদি অত্যাচার না করিয়াও বুদ্ধিভ্রংশনিবন্ধন উদ্বন্ধনাদি দ্বারা দেহত্যাগ করে।

এই আমি তোমার নিকট যে নিমিত্ত জীবের দেহত্যাগ হয় তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর জীবাত্মা যেরূপে দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মার দেহত্যাগের সময় শরীরান্তর্গত উষ্মা বায়ুবেগবশতঃ প্রকোপিত হইয়া দেহ উত্তপ্ত ও প্রাণ রুদ্ধ করিয়া সমুদায় মর্ম্মস্থান ভেদ করিতে থাকে। তখন

জীবাত্মা মর্ম্মভেদী বিষম যন্ত্রণায় সমাক্রান্ত হইয়া দেহ হইতে অপসৃত হয়।

সমুদায় জীবই বারংবার জন্মমরণের বশীভূত হইয়া থাকে। জীব মৃত্যু সময়ে যেরূপ কষ্টভোগ করে, তাহাকে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক গর্ভ হইতে বহির্গত হইবার সময়ও সেইরূপ কষ্টভোগ করিতে হয়। ঐ সময় সে তীব্রবায়ুপ্রভাবে শীতে কম্পিত ও ক্লেদে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চভূতের পৃথগ্‌ভাব সময়ে শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রাণ ও অপানবায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া দেহকে পরিত্যাগ করে। তখন সেই দেহ বিশ্রী বিচেতন এবং উষ্মা ও উচ্ছ্বাসবিহীন হইয়া মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। জীবাত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদি বিষয় সমুদায়ের আস্বাদগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা আহার সম্ভব প্রাণকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সনাতন জীবই শরীরের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করে। পণ্ডিতেরা শরীরের সন্ধিস্থান সমুদায়কে মর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায় মর্ম্ম ভিন্ন হইলে জীব ঐ সমুদায়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিকে রুদ্ধ করে। বুদ্ধি রুদ্ধ হইলে জীবাত্মা সচেতন হইয়াও কোন বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় সমীরণ সেই নিরধিষ্ঠান জীবকে মহাবেগে চালিত করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা সুদারুণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহকে কম্পিত করিয়া উহা হইতে বিনির্গত হয়।

জীব এইরূপে দেহচ্যুত হইলেও তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদায় তাহাকে পরিত্যাগ করে না। সে ঐ সমুদায় কর্ম্মে সমাবৃত হইয়া পুনরায় ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে। তখন জ্ঞানবান্ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ লক্ষণ দ্বারা উহাকে পুণ্যবান্ বা পাপাত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা চক্ষুদ্বারা অন্ধকারে উড্ডীয়মান খদ্যোতকে দর্শন করে, তদ্রূপ জ্ঞানাপন্ন সিদ্ধ মহাত্মারা জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা জীবের জন্ম, মরণ ও গর্ভপ্রবেশ দর্শন করিতে সমর্থ হন। শাস্ত্রে জীবের স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নরক এই ত্রিবিধ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ কেহ এই কর্ম্মভূমিতে শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই স্থানেই তাহার ফলভোগ করে; কেহ কেহ পুণ্যবলে স্বর্গারোহণ করিয়া বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ অশেষ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অনন্তকাল নরকভোগ করিয়া থাকে। জীব একবার নরকে নিপতিত হইলে তাহার তাহা হইতে মোক্ষলাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন। অতএব যাহাতে নরকে নিপতিত হইতে না হয়, এরূপ চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য।

এক্ষণে জীবসমুদায় স্বর্গগামী হইয়া যে যে স্থানে অবস্থান করে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে কর্ম্মগতি তোমার অবিদিত থাকিবে না। যাঁহারা ইহলোকে পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেহান্তে ঊর্দ্ধগামী হইয়া চন্দ্রসূর্য্য অথবা নক্ষত্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্মক্ষয় হইলে তাঁহাদিগকে

পুনর্ব্বার সেই সেই স্থান হইতে নিপতিত হইতে হয়। পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ বারংবার ঐ সমুদায় স্থানে গমন ও ঐ সমুদায় স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। স্বর্গেও উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নীচ এই ত্রিবিধ স্থান বিদ্যমান আছে, সুতরাং যাঁহারা স্বর্গে বাস করেন, তাঁহারাও আপনা অপেক্ষা অন্যের শ্রী দর্শন করিয়া ঈর্ষান্বিত হন। এই আমি তোমার নিকট জীব সমুদায়ের গতি কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর জীবের দেহপরিগ্রহের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ইহলোকে ফল ভোগ ব্যতীত শুভ বা অশুভকার্য্যের ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, জন্মান্তরে দেহ প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। বনস্পতি হইতে যেমন ফলকালে বহুফল সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্য্যপ্রভাবে পরিণামে বহুতর পুণ্যফল এবং দুষ্টান্তঃকরণে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্য্যপ্রভাবে পরিণামে বহুতর পাপফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্মা মনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষণে মনুষ্য যেরূপ স্বকর্ম্মে পরিবৃত হইয়া জন্মান্তরে গর্ভে প্রবেশ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শোণিতমিশ্রিত শুক্র স্ত্রীজাতির গর্ভকোশে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের শুভ ও অশুভ কর্ম্মানুরূপ দেহে পরিণত হয়। পরে জীব সেই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। অতিশয় সূক্ষ্মতা ও অলক্ষ্যত্ব-নিবন্ধন তিনি কুত্রাপি লিপ্ত হন না। ঐ জীবই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ জীবই সমুদায় লোকের বীজ-স্বরূপ। প্রাণিগণ উঁহারই প্রভাবে জীবিত থাকে। তাম্রাদি ধাতু যেমন সুবর্ণরসে সিক্ত হইলে তাহার সমুদায় অঙ্গ সুবর্ণময় বলিয়া বোধ হয়, লৌহপিণ্ডমধ্যে বহ্নি প্রবেশ করিলে যেমন তাহার সমুদায় অবয়ব উত্তপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলে সমুদায় শরীর জীবময় ও সচেতন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অন্ধকার সময়ে প্রজ্বলিত প্রদীপ যেমন গৃহস্থিত সমুদায় বস্তু প্রকাশ করে, তদ্রূপ জীব সমুদায় অঙ্গের পরিচালন করিয়া থাকে। জীবমাত্রেই শরীর আশ্রয় পূর্ব্বক জন্ম-গ্রহণেরর পর জন্মান্তরীণ কার্য্যের ফল ভোগ ও বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। এইরূপে জীব যতকাল মোক্ষধর্ম্ম অবগত হইতে সমর্থ না হয়, ততকাল তাহার ফল ভোগ দ্বারা জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য ক্ষয় ও বর্ত্তমান জন্মে অনুষ্ঠান দ্বারা বিবিধ শুভাশুভ কার্য্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।

হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে মানবগণ বিবিধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুখলাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দান, ব্রতচর্য্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বেদাভ্যাস, শান্তি, ইন্দ্রিয়সংযম, জীবের প্রতি দয়া, সরলতা,

পরস্বাপহরণে নিস্পৃহতা, প্রাণিগণের অহিত-চিন্তা পরিত্যাগ, পিতামাতার শুশ্রূষা, দয়া, শুদ্ধতা এবং গুরু, দেবতা ও অতিথিগণের পূজা প্রভৃতি শুভকার্য্যসমুদায়ের অনুষ্ঠানই সাধুদিগের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার। ঐরূপ ব্যবহার দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। ঐ ধর্ম্ম-প্রভাবেই প্রজাগণ রক্ষিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দানাদি সদাচারসমুদায় সাধু-দিগের নিকট নিরত বিদ্যমান রহিয়াছে। সদাচারই সনাতন ধর্ম্মনামে অভিহিত হয়। যাঁহারা ঐ সদাচার অবলম্বন করেন, তাঁহা-দিগকে কখন দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। মানবগণ ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে, একমাত্র সদাচার উপদেশ দ্বারাই তাঁহাদিগকে সৎপথে সমানীত করা যায়। অতএব সদাচারপরায়ণ হওয়া লোকের অবশ্য বিধেয়।

যোগী ব্যক্তিরা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তি-গণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। কারণ উঁহারা যোগবলে অচিরাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন; কিন্তু দানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিরা বহুকালে সংসার হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। জীবগণ সকল জন্মেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল-ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মই আত্মার জীবরূপে পরিণত হইবার প্রধান কারণ।

হে দ্বিজবর! সর্ব্বপ্রথমে কে শরীর গ্রহণ করিল, এই বলিয়া মানবগণের মনো-মধ্যে মহা সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি সেই সংশয় অপনোদন করি-তেছি শ্রবণ কর। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং শরীরধারণ পূর্ব্বক পরিশেষে অন্যান্য শরীরীর শরীর কল্পনা করিয়া এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করেন। তিনিই দেহের অনিত্যত্ব ও জীবের বিবিধ দেহ পরিগ্রহের নিয়ম করিয়াছেন। শরীরীদিগের দেহকে ক্ষর এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অক্ষর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। এই তিন পদার্থ-মধ্যে দেহ ও জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে।

জীবগণের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখ দুঃখকে অনিত্য, শরীরকে অপবিত্র বস্তুর সমষ্টি, বিনাশকে কর্ম্মের ফল ও সুখকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি অনায়াসে সংসার-সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। যিনি এই জরামৃত্যু ও রোগের অধীন অচিরস্থায়ী শরীর ধারণ করিয়া সমুদায় জীবে সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তিনি ব্রহ্ম অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে অবগত হইতে সমর্থ হন। এক্ষণে যেরূপে সেই শাশ্বত অব্যয় পরম পুরুষকে অবগত হওয়া যায়, তাহা বিস্তা-রিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে তপোধন! যে ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তাশূন্য হইয়া ব্রহ্মে লীন হন; যিনি সকলের মিত্র, সর্ব্বসহিষ্ণু, শান্তিনিরত, বীতরাগ, জিতে-ন্দ্রিয়, ভয়ক্রোধশূন্য ও অভিমানবিহীন; যিনি সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার এবং যিনি জন্ম, মৃত্যু, সুখদুঃখ, লাভ, অলাভ, প্রিয় ও অপ্রিয় সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন;

যিনি কাহারও দ্রব্যে স্পৃহা এবং কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন, যাঁহার শত্রু ও মিত্র নাই, যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনই পরিত্যাগ করিতে পারেন, যিনি অপত্যস্নেহশূন্য, যিনি ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক নহেন, যাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়, অপুনরাগমননিবন্ধন যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে, যিনি কাম্যকর্ম্মবিহীন, যিনি এই জন্মমৃত্যুজরাযুক্ত জগৎকে অনিত্য বলিয়া আলোচনা করেন, যাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যবুদ্ধি নিরন্তর জাগরূক থাকে, যিনি সতত আত্মদোষ দর্শন করেন এবং যিনি অগন্ধ, অরস, অস্পর্শ, অশব্দ, অরূপ, অপরিগ্রহ, অনভিজ্ঞেয়, অহঙ্কারশূন্য, স্বয়ম্ভূ, নির্গুণ ও গুণভোক্তা পরমাত্মার দর্শন লাভে সমর্থ হন, তিনি এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। যিনি বুদ্ধিবলে দৈহিক ও মানসিক সংকল্প সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনি দাহ্যপদার্থহীন অনলের ন্যায় নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বসংস্কারনির্ম্মুক্ত, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া তপোবলে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন তিনিই মুক্ত হইয়া সনাতন প্রশান্ত নিত্য পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

হে তপোধন! অতঃপর যোগিগণ যোগযুক্ত হইয়া যেরূপে বিশুদ্ধ চৈতন্যকে দর্শন করেন এবং যে সমস্ত নিগ্রহোপায় দ্বারা চিত্তকে বিষয়াসক্তি হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তীব্রতপোনুষ্ঠানসহকারে ইন্দ্রিয়সমুদায়কে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে চিত্তকে ধারণ পূর্ব্বক মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। তপস্বী ব্রাহ্মণ যোগবলে সতত মনঃ দ্বারা হৃদয়ে আত্মাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করিবেন। যখন তিনি হৃদয়ে আত্মাকে যোগ করিতে পারিবেন, তখনই তিনি একান্তমনে হৃদয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবেন। যেমন স্বপ্নযোগে অদৃষ্টচর বস্তু দর্শন পূর্ব্বক প্রবুদ্ধ হইলে পুনরায় তাহার জ্ঞান লাভ হয়, সেইরূপ সমাধিবলে বিশ্বরূপ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যানভঙ্গ হইলেও তাঁহার অভিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি মুঞ্জা হইতে ইষীকা নিষ্কাসন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যখন যোগী যোগবলে আত্মাকে সম্যক্ নিরীক্ষণ করেন, তখন ত্রিলোকের অধিপতিও তাঁহার নিকট আধিপত্য করিতে পারেন না। তিনি ঐ সময় স্বেচ্ছানুসারে অনায়াসে দেবগন্ধর্ব্বাদির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন। জরা মৃত্যু, শোক ও হর্ষ আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি দেবগণেরও দেবতা হইতে পারেন ও অচিরাৎ এই অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন। লোকক্ষয় আরম্ভ হইলে তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হয় না। সমুদায় প্রাণী ক্লিশ্যমান হইলেও তাঁহার কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় না। সেই শান্তচিত্ত নিস্পৃহ যোগী সংসর্গ ও স্নেহ সমুৎপন্ন

ভয়ঙ্কর দুঃখ ও শোকপ্রভাবে কখনই বিচলিত হন না। শস্ত্রজাল তাঁহাকে সংহার ও মৃত্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তাঁহা অপেক্ষা এই জীবলোকে আর কাহাকেই সুখী বলিয়া গণ্য করা যায় না। তিনি নিরুপাধিক আত্মাতে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক জরাজনিত দুঃখ পরিহার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাণসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যোগৈশ্বর্য্য উপভোগ পূর্ব্বক যোগে শিথিলপ্রযত্ন হওয়া যোগীর কদাপি উচিত নহে। যোগীর যখন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখন স্বয়ং সুররাজ ইন্দ্র উপস্থিত হইলেও তিনি তাঁহার নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না। এক্ষণে ধ্যানপরায়ণ হইয়া যেরূপে যোগ লাভ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীব শরীরের মধ্যে মূলাধার প্রভৃতি যে যে চক্রে অবস্থান করিবে, মনকে সেই সেই চক্রে সংস্থাপিত করা আবশ্যক। মনকে দেহের বহির্ভাগে স্থাপন করা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। যখন জীব সেই মূলাধারাদি চক্রে সর্ব্বাত্মক ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করে, সেই সময়ে সে কদাচই বহির্ব্বিষয়ে সংসক্ত হয় না। সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া নিঃশব্দ নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে একাগ্রচিত্তে দেহের অভ্যন্তরে পূর্ণব্রহ্মকে চিন্তা করাই যোগীব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সনাতন ব্রহ্ম শরীরের সমুদায় অংশেই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গে চিন্তা করাই আবশ্যক। আপনার গৃহমধ্যে রত্ন সঞ্চিত থাকিলে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া যেমন তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পূর্ব্বক মনকে দেহমধ্যে প্রবেশিত করিয়া অপ্রমাদে হৃদয়নিহিত পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এইরূপ নিরন্তর উদ্‌যোগসম্পন্ন ও প্রীতচিত্ত হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিলে অনতিকালমধ্যেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীব তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই সূক্ষ্মদর্শিতা লাভ করিতে পারে। সেই পরমাত্মা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। মনঃস্বরূপ চক্ষুঃ প্রদীপকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। তাঁহার কর, চরণ, চক্ষুঃ, মুখ, মস্তক ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সর্ব্বশক্তিমান এই বিশ্বের আদ্যন্তমধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, যোগী সর্ব্বাগ্রে দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত আত্মাকে দর্শন করিবেন এবং তৎপরে সেই আত্মাকে ব্রহ্মে লীন করিয়া চিত্ত নিরোধ পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হইবেন। ঐ নির্গুণ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলেই মোক্ষ লাভ হয়। হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি চলিলাম; তুমি যথায় ইচ্ছা গমন কর। সিদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশ্যপকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে অর্জ্জুন! দ্বারকায় সমাগত ব্রাহ্মণ আমাকে মোক্ষধর্ম্মমূলক এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে অন্তর্হিত হই-

লেন। আমি এক্ষণে তোমার নিকট যে যে উপদেশ কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদায় তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছ। তুমি সংগ্রামকালে রথারূঢ় হইয়া আমার নিকট অবিকল এই সমুদায় উপদেশই শ্রবণ করিয়াছিলে। অকৃতপ্রাজ্ঞ ও চঞ্চল চিত্ত ব্যক্তি কদাপি ইহা সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। এই ধর্ম্মোপদেশ দেবগণেরও গোপনীয়। তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই ইহা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত নহে। যাগযজ্ঞাদিক্রিয়ানিষ্ঠ মহাত্মারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। সেই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার উচ্ছেদসাধন পূর্ব্বক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করা দেবগণের অভিপ্রেত নহে। সনাতন ব্রহ্মই জীবের পরম গতি। জীব জ্ঞানমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্রহ্মেতে লীন হইয়াই মুক্তিলাভ করে। স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাকুক, পাপনিরত স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রও এই আত্মদর্শন রূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অনায়াসেই পরম গতি লাভে সমর্থ হয়; এই আমি তোমার নিকট এই যুক্তিযুক্ত ধর্ম্ম, ধর্ম্মসাধনোপায় ও সিদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এই ধর্ম্ম অপেক্ষা সুখকর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই অসার বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করে, সে এই উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অচিরাৎ পরম গতি লাভে সমর্থ হয়। ছয়মাসকাল প্রতিনিয়ত যোগসাধন করিলে যোগের ফল লাভ হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে অর্জ্জুন! এক্ষণে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এক জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বিজন প্রদেশে সমাসীন হইয়া যোগসাধন করিতেন। একদা তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! শুনিয়াছি, কামিনীগণ পতির কর্ম্মানুরূপ লোকলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি ধর্ম্মপরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় কাল হরণ করিতেছেন; অতএব জানি না আপনার এই কর্ম্মপরিত্যাগনিবন্ধন চরমে আমার কিরূপ দুর্গতি লাভ হইবে।

প্রশান্তমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ পত্নী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! ইহলোকে যে সমুদায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম্ম নিরত ব্যক্তিরা তন্মধ্যে কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় গুণহীন ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা লোকের মোহ উৎপাদন করে। উহারা মুহূর্ত্তকালও কর্ম্মবিহীন হইয়া কালহরণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রাণিগণ যতকাল মোক্ষলাভ করিতে না পারে ততকাল বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, দুরাত্মারা প্রায়ই

উহার বিঘ্ন উৎপাদন করে। এই নিমিত্তই আমি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া যজ্ঞাদি কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা হৃদ্গত স্থান দর্শন করিতেছি। ঐ স্থানে নির্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্ম চন্দ্র ও হুতাশন বিদ্যমান রহিয়াছেন। জীবাত্মা ঐ স্থানে অবস্থিত হইয়া পঞ্চভূতকে ধারণ পূর্ব্বক সংসারকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ব্রতপরায়ণ প্রশান্তমূর্ত্তি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মারা সেই রূপ রসাদি বিষয়াতীত চক্ষুঃ, কর্ণ ও মনের অগোচর হৃদ্গত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই পরব্রহ্ম হইতে সমুদায় পদার্থ সৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধ বায়ু তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন ও তাঁহাতেই বিলীন হয়। সমান ও ব্যান বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু বিচরণ করে। সুতরাং প্রাণ ও অপান বায়ু রুদ্ধ হইলে সমান ও ব্যান বায়ুও রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু উদান বায়ু কোন বায়ুরই আয়ত্ত নহে। ঐ বায়ু অপান ও প্রাণ বায়ুকে আবৃত করিয়া অবস্থান করে। এই নিমিত্ত প্রাণ ও অপান বায়ু নিদ্রিত পুরুষকে পরিত্যাগ করে না। ফলত উদান বায়ু প্রাণাদি সমুদায় বায়ুকেই আয়ত্ত করিয়া রাখে; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা ঐ বায়ুকে সংযত করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। শরীরস্থ সমুদায় বায়ুর অন্তর্গত সমান বায়ু মধ্যে জঠরানল সপ্তধা প্রদীপ্ত রহিয়াছে। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মনঃ ও বুদ্ধি এই সাতটী উহার শিখাস্বরূপ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটী সমিধ এবং ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা এই সাতটী ঋত্বিক শরীরস্থ সপ্ত অগ্নিতে রূপরসাদি সপ্ত বিষয়কে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করেন। সুষুপ্তিকালে গন্ধাদি গুণসমুদায় ইতর ব্যক্তির চিত্তে বাসনারূপে অবস্থান করিয়া জাগ্রদ্দশায় নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হয় কিন্তু যোগিগণের সেরূপ হয় না। স্বভাবত তাঁহাদিগের অন্তরেই ঐ সমুদায় গুণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা পূর্ণব্রহ্মের আবির্ভাবনিবন্ধন সতত আত্মজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ যোগশীল মহাত্মাদিগের এইরূপ নিয়ম নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

হে ভাগিনি! এক্ষণে দশহোতৃবিহিত অন্তর্যাগের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাশিকা, মুখ, চরণ, কর, উপস্থ ও পায়ু এই দশবিধ হোতা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্য, ক্রিয়া, গতি, ত্যাগ, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ এই দশবিধ হবনীয় দ্রব্য। দিক্, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বিষ্ণু, চন্দ্র, প্রজাপতি ও মিত্র এই দশবিধ অগ্নি। কর্ণাদি দশবিধ হোতা দিগাদি দশবিধ অগ্নিতে শব্দাদি দশবিধ হবনীয় দ্রব্য আহুতি প্রদান করেন। চিত্ত ঐ যজ্ঞের স্রুব এবং পাপ-

পুণ্য উহার দক্ষিণাস্বরূপ। এই যজ্ঞ সমাপন হইলে অতি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয়। ঐ জ্ঞান জগৎ হইতে ভিন্ন পদার্থ। জ্ঞাতব্য বস্তুকে জ্ঞেয়, সমুদায় দ্রব্যের প্রকাশকে জ্ঞান এবং স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া কীর্ত্তন করে। ঐ জ্ঞাতা জীবাত্মা গার্হপত্য অগ্নি স্বরূপ। উনি শরীর হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করিতেছেন। আস্যদেশ আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ। ঐ অগ্নিতে অন্নাদি সমুদায় প্রক্ষিপ্ত হইলেই বাক্য রূপে পরিণত হয়। মনঃ প্রাণবায়ুসহকারে সেই বাক্যের পর্য্যালোচনা করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, ভগবন্! যখন মনোমধ্যে বাক্যের পর্য্যালোচনা না করিলে কখন তাহার আবির্ভাব হয় না, তখন বাক্য মনেরই অধীন। কিন্তু আপনার কথা দ্বারা বোধ হইতেছে, মনঃ বাক্যের অধীন। এক্ষণে মনঃ বাক্যের অধীন, কি বাক্য মনের অধীন তদ্বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। আর সুষুপ্তিকালে প্রাণ মনের সহিত একত্র অবস্থান করিয়াও মনের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হয় না কেন? ঐ সময়ে কে উহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! সুষুপ্তি কালে অপানবায়ু প্রাণকে আপনার বশীভূত ও রুদ্ধ করিয়া রাখে। মনই প্রাণের গতির অধীন; কিন্তু প্রাণ মনের গতির অধীন নহে। এই নিমিত্তই মনের লয়ে প্রাণের লয় হয় না। অতঃপর তুমি বাক্য ও মনের বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বাক্য ও মনঃ জীবাত্মার নিকট গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, প্রভো! আমাদের উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তখন জীবাত্মা কহিলেন, আমার মতে মনই শ্রেষ্ঠ। জীবাত্মা এই কথা কহিলে, বাক্য তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আমার প্রভাবেত আপনার অশেষবিধ বিষয় ভোগ হইয়া থাকে, তবে মনঃ কি নিমিত্ত আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল? বাক্য এই কথা কহিলে জীবাত্মা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন মনঃ জীবাত্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বাক্যকেই সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভদ্রে! ইহলৌকিক দৃশ্য পদার্থ সমুদায় ও পারলৌকিক স্বর্গাদি এই উভয়েই আমার অধিকার আছে। তন্মধ্যে ইহলৌকিক দৃশ্য পদার্থ সমুদায় আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিকার করিয়া থাকি; কিন্তু পারলৌকিক স্বর্গাদিতে তোমার সাহায্য দ্বারাই আমার অধিকার জন্মে। তুমি মন্ত্রাদিরূপে পরিণত হইয়া স্বর্গাদি পারলৌকিক বিষয় সমুদায় প্রকাশ না করিলে উহাতে আমার অধিকার হয় না। অতএব ইহলৌকিক বিষয়ে আমার ও পারলৌকিক বিষয়ে তোমার প্রাধান্য আছে। তুমি আপনার প্রাধান্য লাভের নিমিত্ত নিতান্ত সচেষ্টিত হইয়াছিলে বলিয়াই আমি এই কথা কহিলাম।

ব্রাহ্মণ এইরূপে ব্রাহ্মণীর নিকট বাক্য ও মনের বিষয়ভেদে প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিলেন, ভদ্রে! মনঃ অপেক্ষা বাক্যের প্রাধান্য কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। প্রাণ ও অপান মনের বৃত্তি বিশেষ। বাক্য সেই প্রাণ ও অপানের প্রভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বাক্য প্রাণ ব্যাপারের অভাবে নিতান্ত নীচভাবাপন্ন হইয়া প্রজাপতির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াতে প্রজাপতি প্রাণকে সতত বাক্যের সাহায্য করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রাণ সর্ব্বদা বাক্যের সাহায্য করিয়া তাহাকে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত করে। প্রাণের সাহায্য ব্যতীত কখনই উচ্চারিত হইতে পারে না। এই নিমিত্তই কুম্ভককালে কোন বাক্যই উৎপন্ন হয় না।

বাক্য দুই প্রকার; ব্যক্ত ও অব্যক্ত। তন্মধ্যে ব্যক্ত বাক্যই প্রাণের অধীন। অব্যক্ত বাক্য জাগ্রৎস্বপ্নাদি সমুদায় অবস্থাতেই মনুষ্যের অন্তরে হংসমন্ত্ররূপে বিদ্যমান থাকে। এই নিমিত্তই অব্যক্ত বাক্যকে ব্যক্ত বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। কিন্তু ব্যক্ত বাক্য মনুষ্যের অশেষবিধ শুভকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ধেনু যেমন দুগ্ধ দ্বারা লোকের সবিশেষ হিতসাধন করে, তদ্রূপ আগম রূপ ব্যক্ত বাক্য স্বর্গাদি ফল প্রদান পূর্ব্বক তাহার সবিশেষ উপকারক হয়। ব্রহ্মপ্রকাশক উপনিষৎরূপ মহাবাক্য মনুষ্যগণকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! বাক্য কি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক উচ্চারিত ও শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! আত্মা প্রথমত বিপক্ষ হইয়া মনকে বাক্যোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করিলে মনঃ জঠরানলকে সন্ধুক্ষিত করে। জঠরানল সন্ধুক্ষিত হইলেই তাহার প্রভাবে প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হইয়া অপানে গমন করে। তৎপরে ঐ বায়ু উদান বায়ুর প্রভাবে ঊর্দ্ধে নীত ও মস্তকে প্রতিহত এবং ব্যান বায়ুর প্রভাবে কণ্ঠতাল্বাদি স্থানে অভিহত হইয়া বেগবশতঃ বর্ণোৎপাদন পূর্ব্বক বৈখরীরূপে লোকের শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর যখন উহার বেগ এককালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন উহা পুনরায় সমানভাবে পরিণত হয়।

দ্বাবিংশতম অধ্যায়।

হে শোভনে! অনন্তর অন্তর্যাগরিত সপ্ত হোতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঘ্রাণ, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ত্বক্, শ্রোত্র, মনঃ ও বুদ্ধি এই সাতটি অন্তর্যাগনিরত হোতা। ইহারা সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে অবস্থান করিয়া থাকে, কদাপি পরস্পর পরস্পরের গুণ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! ঐ সপ্ত হোতা লোকের সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে পরস্পর পরস্পরের অপ্রত্যক্ষে কিরূপে অবস্থান করিতেছে এবং উহাদের স্বভাবই বা কিরূপ, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভদ্রে! পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং তিনিই সকলের গুণ অবগত আছেন। ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বজ্ঞ নহে সুতরাং

উহারা কখনই পরস্পার পরস্পারের গুণ অবগত হইতে পারে না। দেখ, জিহ্বা, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ত্বক্, মনঃ ও বুদ্ধি গন্ধ আঘ্রাণ করিতে সমর্থ নহে, একমাত্র নাশিকাই উহা আঘ্রাণ করিয়া থাকে। নাশিকা, চক্ষুঃ, কর্ণ, ত্বক্, মনঃ ও বুদ্ধি রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না; একমাত্র জিহ্বাই উহার আস্বাদ প্রাপ্ত হয়। নাশিকা, জিহ্বা, কর্ণ, ত্বক্, মনঃ ও বুদ্ধি কখনই রূপ দর্শন করিতে পারে না; একমাত্র চক্ষুই উহা দর্শন করিয়া থাকে। নাশিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, কর্ণ, মনঃ ও বুদ্ধি কদাপি স্পার্শানুভব করিতে সমর্থ হয় না; একমাত্র ত্বক্ই উহা অনুভব করে। নাশিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্, মনঃ ও বুদ্ধি কখনই শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না; একমাত্র কর্ণই উহা শ্রবণ করিয়া থাকে। নাশিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্, কর্ণ ও বুদ্ধি কদাপি সংশয় করিতে সমর্থ হয় না; একমাত্র মনই উহা করিয়া থাকে। নাশিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্, কর্ণ ও মনঃ কখন নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; একমাত্র বুদ্ধিই উহা লাভ করে।

এক্ষণে আমি ইন্দ্রিয়মনঃসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মনঃ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, হে ইন্দ্রিয়গণ! আমা ব্যতীত তোমরা কোন কার্য্য করিতে পার না। আমি না থাকিলে নাশিকা আঘ্রাণ, জিহ্বা রসাস্বাদন, চক্ষুঃ রূপ সন্দর্শন, ত্বক্ স্পার্শানুভব এবং কর্ণ শব্দ শ্রবণ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। আমা-ভিন্ন তোমরা সকলেই জনশূন্য গৃহের ন্যায় প্রশান্তশিখ অগ্নির ন্যায় একেবারে প্রভাশূন্য হইয়া থাক। আমি না থাকিলে জীবগণ কেবল তোমাদিগের সহায়বলে কখনই বিষয় জ্ঞানে সমর্থ হয় না। অতএব আমি তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

মনঃ গর্ব্বিতভাবে এই কথা কহিলে, ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভদ্র! যদি তুমি আমাদিগের সাহায্য ব্যতীত সমুদায় বিষয় সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতে, তাহা হইলে তুমি যাহা বলিলে তাহা আমরা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতাম। যদি আমাদের উপর তোমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব থাকে, তাহা হইলে তুমি ঘ্রাণ দ্বারা রূপ দর্শন, চক্ষুঃ দ্বারা রসাস্বাদন, শ্রোত্র দ্বারা গন্ধ গ্রহণ, জিহ্বা দ্বারা স্পার্শানুভব, ত্বক্দ্বারা শব্দ শ্রবণ এবং বুদ্ধিদ্বারা স্পার্শানুভব করিতে যত্নবান্ হও। বলবান্ ব্যক্তিরা কখনই নিয়মের বশীবভূত হয় না; দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই নিয়মের বশীভূত হইয়া থাকে, যদি তুমি আপনাকে বলবান্ বোধ কর, তাহা হইলে এক্ষণে অপূর্ব্ব ভোগ সমুদায় সম্ভোগ করাই তোমার উচিত। আমাদের উচ্ছিষ্ট ভোগ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। শিষ্য যেমন গুরু প্রদর্শিত বেদার্থের অনুগমন করে, তদ্রূপ তুমি নিদ্রাবস্থায় হউক, আর জাগরণাবস্থায় হউক আমাদিগের প্রদর্শিত অতীত ও অনাগত বিষয় সমুদায় সম্ভোগ করিয়া থাক। বিমনায়মান সামান্য বুদ্ধি জীবগণ কেবল আমাদিগের প্রভাবেই প্রাণ ধারণ করিয়া

থাকে। মনুষ্য বিবিধ সংকল্প ও স্বপ্নজনিত বিষয় ভোগ করিয়া ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমাদের সাহায্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। আর দেখ, আমরা বিষয় ভোগে নিবৃত্ত হইলেও জীব কেবল তোমারই নিমিত্ত সংকল্প জনিত বিষয় ভোগে ব্যাপৃত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। তোমার লয় হইলেই জীব নিরিন্ধন হুতাশনের ন্যায় নির্ব্বাণ পদলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা পরস্পর পরস্পরের গুণ অবগত নহি সত্ত স্ব স্ব বিষয়েই অবস্থান করিয়া থাকি যথার্থ বটে, কিন্তু আমাদিগের সাহায্য ভিন্ন তোমার কোন জ্ঞানলাভ হয় না। তোমার অভাবে আমাদিগের কেবল হর্ষেরই হানি হয়।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! অতঃপর অনুযাগানিরত প্রাণাদি পঞ্চহোতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চ হোতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! আমি ইতি-পূর্ব্বে আপনার মুখে স্ব স্ব বিষয়ে অবস্থিত নেত্র কর্ণাদি সাতজন হোতার বিষয় শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণাদি পঞ্চ হোতার বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! বায়ু প্রাণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া অপান রূপে, অপান কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া ব্যানরূপে, ব্যান কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া উদানরূপে ও উদান কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া সমান রূপে পরিণত হয়। উহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। পূর্ব্বকালে ঐ পঞ্চবায়ু সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিয়াছিল, ভগবন্! আমাদের মধ্যে কোন বায়ু প্রধান তাহা কীর্ত্তন করুন। আপনি যাহাকে প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, আমরা সকলেই তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিব।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে বায়ুগণ! তোমাদের পাঁচজনের মধ্যে যে ব্যক্তির লয় হইলেই অন্য চারিজন লয় প্রাপ্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি সঞ্চরিত হইলেই অন্য চারি জন সঞ্চরণ করিবে, সেই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এক্ষণে তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর।

ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, প্রাণ অপানাদি অন্য বায়ু চতুষ্টয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে বায়ুগণ! আমি তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আমার লয় হইলেই তোমরা সকলে লয় প্রাপ্ত হও এবং আমি সঞ্চরিত হইলেই তোমরা সকলে সঞ্চরণ কর। এই দেখ, আমি লয় প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেই তোমাদিগকে লীন হইতে হইবে।

প্রাণ বায়ু অপানাদি বায়ু চতুষ্টয়কে এই কথা বলিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন সমান ও উদান বায়ু তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, প্রাণ! তুমি আমাদের ন্যায় অপানাদি সমুদায় বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া অব-

স্থান কর না। একমাত্র অপানই তোমার বশবর্ত্তী; তোমার লয় হওয়াতে আমাদের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে প্রধান নহ। সমান ও উদান এই কথা কহিলে, প্রাণ তাহাদের বাক্যে উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন অপান বায়ু অন্যান্য বায়ু চতুষ্টয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে বায়ুগণ! আমার লয় হইলে তোমাদের সকলকেই লয় প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব আমিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই দেখ, আমি বিলীন হই; তাহা হইলেই তোমাদিগকে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে।

অপান বায়ু এই কথা কহিবামাত্র ব্যান ও উদান তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, অপান! একমাত্র প্রাণই তোমার বশবর্ত্তী; সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ। ব্যান ও উদান এই কথা কহিলে, অপান তাহাদের বাক্যে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন ব্যান বায়ু অন্যান্য বায়ু চতুষ্টয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বায়ুগণ! আমি সংলীন হইলে তোমাদের সকলেরই লয় হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে, সুতরাং আমিই তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই দেখ, আমি বিলীন হই, তাহা হইলেই তোমাদের সকলকে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে।

ব্যান বায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন প্রাণাদি বায়ুগণ তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ব্যান! একমাত্র সমানই তোমার বশবর্ত্তী সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ। প্রাণাদিবায়ুগণ এই কথা কহিলে, ব্যান তাহাদের বাক্যে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

তখন সমান বায়ু অন্যান্য বায়ুগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে বায়ুগণ! আমার লয় হইলে তোমাদের সকলকেই বিলীন হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে; সুতরাং আমিই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এই দেখ, আমি বিলীন হই; তাহা হইলে তোমাদের সকলকে বিলীন হইতে হইবে।

সমানবায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল; কিন্তু তন্নিবন্ধন অন্যান্য বায়ুচতুষ্টয়ের কিছুমাত্র হানি হইল না। তখন উদান বায়ু অন্যান্য বায়ুগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে বায়ুগণ! আমি সংলীন হইলে তোমাদের সকলকেই লয় প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলে তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে, সুতরাং আমিই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এই দেখ, আমি সংলীন হই; তাহা হইলেই তোমাদের সকলকে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে।

উদানবায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল

সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন প্রাণাদি বায়ুগণ তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, উদান! একমাত্র ব্যানই তোমার বশবর্ত্তী; সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ।

এইরূপে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু প্রত্যেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, ব্রহ্মা তাহাদিগের সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বায়ুগণ! তোমরা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। তোমাদের মধ্যে একের লয় হইলে সমুদায়ের লয় হয় না, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগের সকলকেই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছি। কিন্তু তোমরা কেহই স্বাধীন নহ, এই নিমিত্ত তোমাদের সকলকেই নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও করা যায়। তোমরা আমার আত্মার স্বরূপ। তোমরা একমাত্র হইয়া স্থান ও কার্য্যভেদে পাঁচ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। এক্ষণে তোমরা সকলে পরস্পর সুহৃদ্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরের সাহায্যে নিরত হইয়া পরম সুখে অবস্থান কর। তোমাদের মঙ্গল লাভ হউক।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে প্রিয়ে! অতঃপর দেবমতনারদ-সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি দেবমত দেবর্ষি নারদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! শরীরীর জন্মগ্রহণ করিবার সময় প্রাণাদি পঞ্চবায়ু মধ্যে কোন্ বায়ু সর্ব্ব প্রথমে তাহার শরীরে সঞ্চারিত হয়?

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! শরীরী কোন কারণবিশেষ দ্বারা জড়রূপে নির্ম্মিত ও তন্মধ্যে অন্য কারণ আবির্ভূত হইলে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ ও অপান বায়ু উহাতে সঞ্চরিত হয়। ঐ বায়ুদ্বয় দেবতা, মনুষ্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেরই শরীরে অবস্থিত থাকে।

দেবমত কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কারণ দ্বারা জড়দেহ নির্ম্মিত হয়? ঐ দেহ নির্ম্মিত হইলে তাহার মধ্যে যে অন্য কারণের আবির্ভাব হয়, তাহাই বা কি এবং প্রাণ ও অপান বায়ু কিরূপে সর্ব্বপ্রথমে জড়দেহে সঞ্চারিত হয়?

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! পরমাত্মা দেহ পরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হইলে তাঁহার সঙ্কল্পপ্রভাবে শুক্রশোণিতরূপ পঞ্চভূত দ্বারা দেহের সৃষ্টি ও তন্মধ্যে জীবরূপে পরমাত্মার আবির্ভাব হয়। শুক্র গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে প্রাণবায়ু উহাতে সঞ্চারিত হইয়া উহা বিকৃত করে। শুক্র প্রাণবায়ু দ্বারা বিকৃত হইলেই উহাতে অপান বায়ুর সঞ্চার হয়। এইরূপে জড়দেহ নির্ম্মিত হইলে পরমাত্মা সেই দেহ ও তাহার কারণে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষীস্বরূপ দেহমধ্যে অবস্থান করেন। সমান ও ব্যান বায়ুর প্রভাবে শুক্রশোণিতের সৃষ্টি ও কামপ্রভাবে ঐ পদার্থদ্বয়ের উদ্রেক হয়। ঐ দুই পদার্থ উদ্রিক্ত হইয়াই স্থূল দেহের সৃষ্টি করে। স্থূল দেহ সৃষ্ট হইলে তন্মধ্যে

প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা জীবের ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি এবং ব্যান ও সমান বায়ুর প্রভাবে উহার তির্য্যগ্‌গতি ও ভেদ-বুদ্ধি হইয়া থাকে। পরমাত্মা অগ্নিস্বরূপ। উঁহাতে সকল দেবতাই প্রতিষ্ঠিত আছেন, বেদ উঁহার আজ্ঞা। ঐ বেদপ্রভাবেই ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তির অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তম ও রজোগুণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মার ধূম ও ভস্মস্বরূপ। জীবগণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মাতে আহুতিরূপ অন্নাদি ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাণ ও অপান ঐ হুতাশনরূপী পরমাত্মার আজ্যভাগদ্বয়স্বরূপ। উনি বিদ্যা, অবিদ্যা, উৎপত্তি প্রলয় ও কার্য্য কারণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব বিষয় সমুদায়ে নির্লিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। উনি যে সঙ্কল্প দ্বারা কার্য্য ও কারণরূপে প্রকাশিত হন, সেই সঙ্কল্প দ্বারাই কর্ম্ম সমুদায় বিস্তৃত হয়। অতএব ঐ সংকল্পকে রোধ করিতে পারিলেই পরমাত্মার যথার্থ ভাব অন্তঃকরণে প্রকা-শিত হইয়া থাকে। কার্য্য কারণ ও শুদ্ধ ব্রহ্মের একতা সম্পাদনের নাম শান্তি। ঐ শান্তির উদয় হইলেই সনাতন ব্রহ্ম প্রকা-শিত হন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে প্রিয়! অতঃপর চাতুর্হোত্রবিষয়ক রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও মোক্ষ এই চারিটী হোতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র, মনঃ ও বুদ্ধি এই সাতটীর নাম করণ; ইহারা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয়। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটীর নাম কর্ম্ম; ইহারা পাপ পুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়। ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্পর্শকারী, শ্রোতা, সংশয়কর্ত্তা ও নিশ্চয়কর্ত্তা এই সাতটীর নাম কর্ত্তা; ইহারা পূর্ব্বতন কর্ম্মানুরূপ শব্দাদির উৎপাদনকর্ত্তা জীব হইতেই উৎপন্ন হয়। আর ঐ ঘ্রাতা ভক্ষয়িতা প্রভৃতি সাত জন যখন ভেদজ্ঞান শূন্য হইয়া চিন্মাত্র রূপে অবস্থান করে, তখন ঐ সাত জনকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঘ্রাণাদি ক্রিয়ার অভিমান পরিত্যাগই উহাদের উৎপত্তির কারণ।

যে সকল তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত ঘ্রাণাদির বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হন, তাঁহাদের নাসিকাদি ইন্দ্রিয় সমুদায়ই গন্ধাঘ্রাণ প্রভৃতি ক্রিয়া সমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকে; জীবাত্মা কখনই উহাতে লিপ্ত হয় না। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই শব্দাদি উপভোগ করিতে বা উপভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া "আমরা গন্ধাদি উপভোগ করিতেছি; আমাদিগের নিমিত্ত গন্ধাদি প্রস্তুত হইতেছে," বিবেচনা করিয়া মমতানিবন্ধন মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে। ঐরূপ অভিমানযুক্ত ব্যক্তিদিগকেই অভক্ষ্য-ভক্ষণ ও অপেয়পাননিবন্ধন নরকে নিপাতিত হইতে হয়। উহারাই বিষয়ভোগনিবন্ধন বারংবার মৃত্যুমুখে প্রবেশ ও বারংবার জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে জগতের সমুদায়

পদার্থের মর্ম্ম সবিশেষ অবগত হইয়া নির্লিপ্তভাবে বিষয় ভোগ করেন, তাঁহাদিগকে কখনই জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না। তাঁহারা অলৌকিক শক্তি প্রভাবে অনায়াসে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। বিষয়ভোগনিবন্ধন তাঁহাদের কিছুমাত্র দুরদৃষ্ট জন্মে না। অতএব মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সংযত করিয়া মন্তব্য, বক্তব্য, শ্রোতব্য, দৃশ্য, স্পৃশ্য ও ঘ্রেয় বিষয় সমুদায় ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি প্রদান করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। আমার অন্তঃকরণে সতত যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে। পরব্রহ্ম ঐ যজ্ঞের অগ্নি, প্রাণ উহার স্তোত্র, অপান উহার শস্ত্রমন্ত্র, সর্ব্বত্যাগ উহার দক্ষিণা, সত্যবাক্য প্রশাস্তার বাক্য ও অপবর্গ উহার অঙ্গ কর্ম্মস্বরূপ। অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধি ইহারা হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতার স্বরূপ হইয়া ঐ যজ্ঞে স্তবপাঠ করিতেছে। হে প্রিয়ে! আমি এক্ষণে যেরূপ যজ্ঞবিধি কীর্ত্তন করিলাম; ঋক্‌বেদে এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়াছে। সামবেদেও অন্তর্যাগানুষ্ঠান পূর্ব্বক নারায়ণের উদ্দেশে পশুস্বরূপ রিপুসমুদায়ের ছেদন করিবার বিধি বিহিত আছে। ভগবান্ নারায়ণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বময়।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ নারায়ণ সতত জীবের হৃদয়মধ্যে বাস করেন। তিনিই সকলের শাসনকর্ত্তা। তিনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঐ মহাত্মাই অদ্বিতীয় গুরু; উনিই অদ্বিতীয় শিষ্য এবং উনিই সকলের দ্বেষ্টা। উঁহার প্রভাবেই দানবগণ দম্ভযুক্ত হইয়াছে, উঁহার প্রভাবেই সপ্তর্ষি মণ্ডল দমগুণসম্পন্ন হইয়া অতি উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছেন। দেবরাজ উঁহাকেই গুরু বোধ করিয়া উঁহার নিকট অবস্থান পূর্ব্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সর্পগণ উঁহার প্রভাবে সকল লোকের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে সর্প, দেবতা, ঋষি ও অসুরগণের যেরূপে দ্বেষভাবাদি লাভ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দেবতা, ঋষি, সর্প ও অসুরগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, ভগবন্! যাহাতে আমাদের শ্রেয়োলাভ হয়, আপনি আমাদিগকে এরূপ উপদেশ প্রদান করুন। তাঁহারা এইরূপ অনুরোধ করিলে, প্রজাপতি তাঁহাদের সমক্ষে 'ওঁ' এই একাক্ষর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন দেবতা, ঋষি, সর্প ও অসুরগণ সকলেই ঐ একাক্ষর শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিতে করিতে সর্পদিগের মনে দংশনপ্রবৃত্তি, অসুরদিগের মনে দম্ভভাব, দেবতাদিগের চিত্তে দানপ্রবৃত্তি ও মহর্ষিদিগের অন্তঃকরণে দমগুণের সঞ্চার হইল। এইরূপে পূর্ব্বকালে একমাত্র উপদেষ্টার মুখে একমাত্র একাক্ষর শব্দ শ্রবণ করিয়া সর্প, দেবতা, ঋষি ও দানবগণের চিত্তে পৃথক্

পৃথক্ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। সেই সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বময় নারায়ণ সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি আপনিই আপনার গুরু। তিনি শিষ্যরূপে প্রশ্ন করিয়া গুরুরূপে উহা শ্রবণ ও অবধারণ পূর্ব্বক উহার উত্তর প্রদান করেন। তাঁহারই অভিলাষানুসারে সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। তিনি একাকী গুরু, বোদ্ধা, শ্রোতা ও দ্বেষ্টা। তিনি সকল লোকের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই পাপকার্য্যে নিরত হইয়া পাপচারী, পুণ্যকর্ম্মে নিরত হইয়া পুণ্যচারী, ইন্দ্রিয়সুখে নিরত হইয়া কামচারী এবং ইন্দ্রিয় পরাজয় ও ব্রতাদিকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মে অবস্থিত ও ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনিই ব্রহ্মরূপ ঋত্বিকের সাহায্যে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ সমিধ্ প্রদান ও ব্রহ্মরূপ জল প্রোক্ষণ করেন। পণ্ডিতগণ তাঁহারই উপদেশানুসারে সূক্ষ্ম ব্রহ্মচর্য্য অবগত হইয়া থাকেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে আমি সংকল্পরূপ দংশমশকসম্পন্ন, শোকহর্ষরূপ, শীতাতপযুক্ত, মোহরূপ তিমিরপরিপূর্ণ এবং লোভ ও ব্যাধিরূপ সরীসৃপে সমাকীর্ণ সংসাররূপ অরণ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরূপ মহাবনে প্রবেশ করিয়াছি। ঐ সংসারারণ্যের পথে কাম ও ক্রোধরূপ দুইটি শত্রু সতত অবস্থান করিয়া থাকে এবং উহাতে একাকীই গমনাগমন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! আপনি যে মহাবনের কথা উল্লেখ করিলেন, সেই বন কোথায়? ঐ বনে কিরূপ বৃক্ষ, নদী ও পর্ব্বত সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে? এবং কত দূর গমন করিলেই বা ঐ বন উপলব্ধ হইয়া থাকে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! ঐ বন হইতে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র, হ্রস্ব ও দীর্ঘ এবং সুখকর ও দুঃখজনক পদার্থ কিছুই নাই। ব্রাহ্মণেরা ঐ বনে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাঁহাদের আর শোক বা হর্ষের লেশমাত্র থাকে না। তৎকালে তাঁহারা আর কাহা হইতেও ভীত হন না এবং তাঁহাদিগের হইতেও কেহ ভয় প্রাপ্ত হয় না। ঐ বনমধ্যে অহঙ্কার প্রভৃতি সাতটি মহৎ বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটী ঐ বৃক্ষ সমুদায়ের ফল; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী সপ্ত দেবতা ঐ সমুদায় ফলভক্ষক অতিথি; মনঃ, বুদ্ধি ও কর্ণনেত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ঐ অতিথিদিগের আশ্রয় এবং ঐ সপ্তবিধ ফলভোগ জনিত দুঃখ সপ্তবিধ দীক্ষাস্বরূপ। ঐ বনমধ্যে আর কতকগুলি বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে মনোরূপ পাদপ শব্দাদির অনুভবরূপ পঞ্চবিধ পুষ্প ও তজ্জনিত প্রীতিরূপ পঞ্চবিধ ফল, চক্ষুরূপ বৃক্ষ শ্বেতপীতাদি বর্ণরূপ পুষ্প ও তদ্দর্শনজনিত সুখদুঃখরূপ ফল, বিহিতনিষিদ্ধ কার্য্যরূপ বৃক্ষ পুণ্যপাপরূপ পুষ্প ও স্বর্গনরকরূপ ফল, ধ্যানরূপ বৃক্ষ সুখরূপ পুষ্প ও ফল এবং মনঃ ও বুদ্ধিরূপ বৃক্ষদ্বয় মন্তব্য ও বোদ্ধব্যরূপ বহু-

সংখ্য পুষ্প ও ফল উৎপাদন করিতেছে। ঐ বনে জীবাত্মারূপ ব্রাহ্মণ মনঃ ও বুদ্ধি-রূপ স্রুক্ ও স্রুব গ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চ ইন্দ্রিয় রূপ সমিধ্ আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায় সমিধ্ আহুত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইলেই মোক্ষ আবির্ভূত হয়। ঐ যজ্ঞানু-ষ্ঠানের সময় জীবাত্মা রূপ ব্রাহ্মণ যে দীক্ষা গ্রহণ করেন, সেই দীক্ষাও নিষ্ফল হয় না। ঐ দীক্ষার ফল পুণ্য। কিন্তু ঐ পুণ্য যজ্ঞ-কারী জীবাত্মাকে ভোগ করিতে হয় না; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা বা ঐ যজ্ঞদীক্ষিত ব্যক্তির আত্মীয়গণই উহা ভোগ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ঐ দীক্ষার ফলরূপ পুণ্য ভোগ করিয়া লয় প্রাপ্ত হইলে পরিশেষে নিরুপাধি ব্রহ্মরূপ মহাবন সুপ্রকাশিত হয়। ঐ বনে আত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ বৃক্ষ মোক্ষরূপ ফল ও শান্তিরূপ ছায়া উৎপাদন করিয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান ঐ বনের আশ্রয়স্থান ও তৃপ্তি উহার জলপূর্ণ জলাশয়স্বরূপ। আত্মা ভাস্কররূপে সতত ঐ বন প্রকাশিত করিয়া থাকেন। ঐ বনে গমন করিলে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। ঐ বন সর্ব্বব্যাপী; উহার অন্ত নাই। ঘ্রাণাদি বৃত্তিরূপ সাতটী স্ত্রী পৃথিবীর অন্যান্য ব্যক্তিগণকে অনায়াসে বশীভূত করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ বনপ্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না। উহারা ঐ মহাত্মাদিগের নিকট সহসা সমুপস্থিত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া লজ্জায় অধোমুখে অবস্থান করে। ঐ মহাত্মাদিগের ইচ্ছানুসারে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি ইহারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পদার্থ সমুদায়ের সহিত সমুদিত ও লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মারা, কি যশস্বী, কি দীপ্তিশীল, কি ঐশ্বর্য্যশালী, কি বিজয়ী, কি সিদ্ধ, কি তেজস্বী, সকলকেই আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন। উঁহাদের অতি নিগূঢ় হৃদয়াকাশে উপদেশরূপ পর্ব্বত হইতে জ্ঞানরূপ নদী-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া পরব্রহ্মে সঙ্গত হইয়া থাকে। উঁহারা ঐ প্রবাহ অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাঁহাদিগের বিষয়বাসনা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়, যাঁহারা তপঃ-প্রভাবে সমুদায় পাপ দগ্ধ করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা সতত শান্তিলাভেই অভিলাষী হন, তাঁহারাই বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে লীন করিয়া পরব্রহ্মের উপা-সনা করিতে পারেন। হে প্রিয়ে! শাস্ত্রে এইরূপ ব্রহ্মবন নির্দ্দিষ্ট আছে। পণ্ডিত-গণ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা ঐ বনের বিষয় সবি-শেষ অবগত হইয়া তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির উপ-দেশানুসারে উহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে ভদ্রে! আমি স্বয়ং গন্ধাঘ্রাণ, রসা-স্বাদন, রূপদর্শন, স্পর্শানুভব, শব্দশ্রবণ ও বিষয়কামনা করি না। প্রাণ ও অপানবায়ু যেমন প্রাণিগণের সুষুপ্তিকালে কামদ্বেষের প্রাচুর্ভাব না থাকিলেও স্বভাববশতঃ তাহা-দের শরীরমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক অন্নপাকাদি

কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার ইন্দ্রিয়গণই পূর্ব্বতন সংস্কারবশতঃ গন্ধাঘ্রাণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। যোগানুষ্ঠাননিরত মহাত্মারা আপনাদিগের দেহমধ্যে যে বাহ্যবিষয়াতীত জীবাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, আমি সেই জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছি, এই নিমিত্ত কাম, ক্রোধ, জরা ও মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। পদ্মপত্রে যেমন সলিলবিন্দু লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আমি কামদ্বেষশূন্য হওয়াতে বিষয় সমুদায় আমাতে লিপ্ত হইতে পারিতেছে না। জীবাত্মা জন্তুদিগের শরীরে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান পূর্ব্বক স্বভাবসমুদায় দর্শন করিতেছেন; তিনি ভিন্ন আর সমুদায় পদার্থই অনিত্য। নভোমণ্ডল যেমন সূর্য্যের কিরণজালে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহাকে কখনই কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না।

এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে অধ্বর্য্যুযতিসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী কোন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে যজ্ঞে পশুপ্রোক্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, ব্রহ্মন্! এরূপ হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। সন্ন্যাসী এই কথা কহিলে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্। আমি যজ্ঞে এই ছাগকে ছেদন করিলে ইহার কিছুমাত্র অপকার হইবে না; প্রত্যুত যথেষ্ট উপকারই হইবে। এই পশু যজ্ঞে নিহত হইলে ইহার উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইবে। যদি শাস্ত্র সত্যই হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে প্রোক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করিলে ইহার পার্থিবাংশ পৃথিবীতে, জলীয়ভাগ জলে, চক্ষুঃ সূর্য্যে, শ্রোত্র দিক্ সমুদায়ে এবং প্রাণ আকাশ মার্গে অবস্থান করিবে। আমি যখন শাস্ত্রানুসারে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, তখন কখনই আমাকে এই বিষয়ে অপরাধী হইতে হইবে না।

সন্ন্যাসী কহিলেন, ব্রহ্মন্! যদি এই যজ্ঞে ছাগের প্রাণবিয়োগ হইলে কেবল ইহার শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা হইলে আপনার যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ এই পশু পরাধীন। ইহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ইহাকে বধ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর যদি আপনি মন্ত্র দ্বারা এই পশুর প্রাণ সমুদায়কে যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার নিশ্চেষ্ট শরীরমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব ইহাতে ও কাষ্ঠে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; সুতরাং ইহার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার বাধা কি? পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা অহিংসাকেই সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব হিংসাবিহীন কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ। যদি আমি কখন হিংসা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতাম, তাহা হইলে আপনি আমার কার্য্যের অশেষ দোষ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু আমি সেরূপ দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করি নাই। আমার

মতে যথাসাধ্য প্রাণিগণের হিংসা না করাই পরম ধর্ম্ম। আমি কেবল প্রত্যক্ষ হিংসাকেই দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

যাজ্ঞিক কহিলেন, প্রভো! এই জগতীতলস্থ সমুদায় পদার্থেরই প্রাণ আছে। অতএব যখন আপনি গন্ধাঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপদর্শন, বায়ুসেবন, শব্দশ্রবণ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতেছেন, তখন আপনাকে কিরূপে হিংসাবিহীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? হিংসা ভিন্ন কখনই আঘ্রাণাদি কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। ইহলোকে হিংসা ভিন্ন কাহারও কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এক্ষণে আপনার মতে অহিংসা কি? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, ব্রহ্মন্! আত্মা দুইপ্রকার ক্ষর ও অক্ষর। পণ্ডিতেরা উপাধিযুক্ত আত্মাকে ক্ষর ও উপাধিবিহীন সনাতন আত্মাকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে ব্যক্তির আত্মা মায়ার সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই ব্যক্তিরই হিংসাজনিত ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, আর যে ব্যক্তির আত্মা ঐ প্রাণাদি হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত হইয়া নির্দ্বন্দ্ব ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়, তাহাকে কদাপি হিংসাজনিত ভয়ে ভীত হইতে হয় না। অতএব আমার মতে প্রাণাদি হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থানই অহিংসা।

তখন যাজ্ঞিক কহিলেন, ভগবন্! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ হইতেছে যে, ইহলোকে সাধুসংসর্গ লাভ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। এক্ষণে আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধি অতিশয় নির্ম্মল হইয়াছে। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, যে আমার আত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহে। সুতরাং এই বেদবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠাননিবন্ধন আমাকে কখনই অপরাধী হইতে হইবে না।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলে সন্ন্যাসী তাঁহার বাক্যের উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণও মোহবিহীন হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে প্রিয়ে! এই আমি তোমার নিকট সন্ন্যাসী ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মার প্রাণাদি হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থানই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশানুসারে উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে বরবর্ণিনি! অতঃপর আমি এই উপলক্ষে কার্ত্তবীর্য্যসমুদ্রসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সহস্রবাহুসম্পন্ন মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বীয় শরপ্রভাবে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি একদা সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতে করিতে

সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদ্র মূর্ত্তিমান্ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া প্রণতিপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, বীরবর! আপনি আর আমার প্রতি শর নিক্ষেপ করিবেন না, এক্ষণে আমাকে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন। আমার আশ্রিত জীবজন্তুগণ আপনার ভীষণ শরপ্রভাবে নিহত হইতেছে; এক্ষণে আপনি তাহাদিগকে অভয় প্রদান করুন।

তখন কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন, জলনিধে! আমি এই ভূমণ্ডলমধ্যে আমার সমকক্ষ যোদ্ধা দেখিতে পাই নাই, এই নিমিত্তই তোমার উপর শর নিক্ষেপ করিতেছি। এক্ষণে যদি ইহলোকে কেহ আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তুমি শীঘ্র তাহার নাম নির্দ্দেশ কর, আমি অবিলম্বে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

সমুদ্র কহিলেন, মহারাজ! আপনি মহর্ষি জমদগ্নির নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পুত্র পরশুরামই আপনার সমকক্ষ। সমুদ্র এই কথা কহিলে, কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে পরশুরামের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্টাচরণ করিয়া তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। ঐ সময় তাঁহার কোপানলপ্রভাবে কার্ত্তবীর্য্যের সৈন্য সমুদায় দগ্ধপ্রায় হইতে লাগিল এবং তিনি অচিরাৎ পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক বহুশাখাসমাকীর্ণ বিটপীর ন্যায় সহস্রবাহুসম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্যকে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য নিপাতিত হইলে, তাঁহার বান্ধবগণ এককালে সকলে খড়্গ ও শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক পরশুরামের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর পরশুরামও সত্বরে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া একাকী তাহাদিগকে কালকবলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভার্গব এইরূপে অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ করিলে, সেই সমরাঙ্গনস্থ হতাবশিষ্ট ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ প্রায় সকলেই সিংহনিপীড়িত মৃগের ন্যায় নিতান্ত ভীত হইয়া গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় যে সকল ক্ষত্রিয় গ্রাম বা নগরমধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাও পরশুরামের ভয়ে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং বেদ তিরোহিত প্রায় হইল এবং প্রজাগণ শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়েই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের ব্যতিক্রমনিবন্ধন দ্রবিড়, আভীর, পুণ্ড্র ও শবর দেশীয় সমুদায় ব্যক্তিই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ পরশুরামের হস্তে নিহত ও পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে, ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর দুর্দ্দশা নিবারণের নিমিত্ত বিধবা ক্ষত্রিয়াদিগের গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর পরশুরাম তাহাও সহ্য করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণদিগের ঔরসে যতবার ক্ষত্রিয় সমুদায় সমুৎপন্ন হইতে লাগিল, মহাবীর ভার্গব

ততবারই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইলে পর, একদা এই আকাশবাণী সর্ব্বসমক্ষে পরশুরামের কর্ণগোচর হইল যে, বৎস! বারংবার ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় করাতে তোমার কিছুমাত্র ফলোদয় নাই; অতএব তুমি এ ব্যবসা হইতে অচিরাৎ নিবৃত্ত হও। ঐ সময় পরশুরামের পূর্ব্বপুরুষ ঋচিক প্রভৃতি মহাত্মারাও আকাশ হইতে তাঁহাকে বারংবার নিবারণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে ক্ষত্রিয়বিনাশের সংকল্প পরিত্যাগ কর। পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপে বারংবার ক্ষত্রিয়বধে নিবারণ করিলেও পরশুরাম পিতৃবধজনিত ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তাহাদিগকে ও ঋষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমি ক্ষত্রিয়সংহারে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছি; এক্ষণে আমাকে নিবারণ করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য নহে।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

তখন সেই ঋচিক প্রভৃতি মহাত্মারা পুনরায় পরশুরামকে কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় বিনাশ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আমরা তোমার নিকট এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। পূর্ব্বকালে অলর্ক নামে এক মহাতপস্বী পরম ধার্ম্মিক সত্যপরায়ণ রাজর্ষি ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ স্বীয় বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিয়া পরিশেষে বৃক্ষমূলে অবস্থান পূর্ব্বক অতিসূক্ষ্ম পরম ব্রহ্মে মনঃসমাধান করিতে বাসনা করিয়া চিন্তা করিলেন যে, ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণ আমাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে; অতএব বাহ্য শত্রু পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগের প্রতি শর নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনঃ চপলতানিবন্ধন মনুষ্যদিগকে বিবিধ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, ঐ দুরাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; অতএব উহাকে জয় করিলেই সমুদায় ইন্দ্রিয়কে জয় করা হইবে। এক্ষণে আমি মনের প্রতিই এই সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

অলর্ক এইরূপ অভিসন্ধি করিলে, মনঃ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অলর্ক! তুমি ঐ নরকলেবরভেদী শরনিকর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় শর পরিত্যাগ করিলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে নিপীড়িত করিতে তোমার বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক বাণের অনুসন্ধান কর।

তখন অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরিশেষে নাসিকাকে পরাজয় করিবার বাসনায় কহিলেন। এই নাসিকা বিবিধ উৎকৃষ্ট গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া পুনরায় আমাকে সেই সকল গন্ধ আঘ্রাণে প্রলোভিত করে; অতএব আমি নাসিকার প্রতিই এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন নাসিকা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিল, অলর্ক! ঐ নরকলেবরভেদী শরনিকর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে পরাজয় করিতে তোমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

তখন অলর্ক ক্ষণকাল উহা চিন্তা করিয়া রসনাকে পরাজয় করিবার বাসনায় কহিলেন, এই রসনাই বিবিধ সুস্বাদু বস্তুর রসাস্বাদন করিয়া পুনরায় সেই সমুদায় বস্তুতে আমাকে প্রলোভিত করে; অতএব আমি ইহার প্রতি এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন রসনা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, অলর্ক! তুমি ঐ সকল শর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি ঐ সমুদায় বাণ আমার প্রতি পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি তোমার আমাকে পরাজয় করিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

রসনা এই কথা কহিলে, অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্পর্শেন্দ্রিয়কে পরাজয় করিবার বাসনায় কহিলেন, এই ত্বক্‌ই বিবিধ স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া পুনরায় সেই সমুদায়ে আমাকে প্রলোভিত করে। অতএব আজি আমি এই কঙ্কপত্রভূষিত শরনিকরে ত্বক্‌কেই নিপীড়িত করিব।

তখন স্পর্শেন্দ্রিয় কহিল, অলর্ক! তুমি এতাদৃশ ভূরি ভূরি শর নিক্ষেপ করিয়াও আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে পরাজয় করিবার বাসনা থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

স্পর্শেন্দ্রিয় এই কথা কহিলে, অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কর্ণকে পরাজয় করিবার বাসনায় কহিলেন, এই কর্ণই বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া বারংবার আমাকে তদ্বিষয়ে প্রলোভিত করে, অতএব আজি আমি কর্ণের প্রতিই এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন কর্ণ কহিল, অলর্ক! ঐ সমুদায় নরদেহভেদী শর দ্বারা তুমি কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। যদি তুমি আমাকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

কর্ণ এই কথা কহিলে, অলর্ক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া নেত্রকে পরাজয় করিবার মানসে কহিলেন, এই নেত্রই বিবিধ রূপ দর্শন করিয়া বারংবার আমাকে তদ্বিষয়ে প্রলোভিত করে; অতএব আজি আমি

এই শাণিত শরনিকর দ্বারা নেত্রকেই নিপী-ড়িত করিব।

তখন নেত্র কহিল, অলর্ক! ঐ সমুদায় নরদেহবিদারক শর দ্বারা তুমি কখনই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় বাণ নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে পরাজয় করিবার বাসনা থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক বাণের অনুসন্ধান কর।

চক্ষুঃ এই কথা কহিলে, অলর্ক কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বুদ্ধিকে জয় করিবার মানসে কহিলেন, বুদ্ধি স্বীয় জ্ঞানশক্তি দ্বারা বিবিধ কার্য্য নিশ্চয় করিয়া থাকে; অতএব আমি বুদ্ধির প্রতিই এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন বুদ্ধি কহিল, অলর্ক! তুমি ঐ সামান্য শরনিকর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় বাণ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে; অতএব যদি আমাকে নিপী-ড়িত করিতে তোমার নিতান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

মনঃ, বুদ্ধি ও আঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় এই কথা কহিলে, অলর্ক তাহাদিগের নিপীড়নে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া অলৌকিক বাণ লাভ করিবার অভিলাষে সেই বৃক্ষমূলে অবস্থান পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই ইন্দ্রিয়-নিপীড়ক অলৌকিক শরের অনুসন্ধান পাইলেন না। পরিশেষে তিনি সমাহিতচিত্তে বহু-কাল অনুধ্যান পূর্ব্বক যোগকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া একাগ্রমনে স্তিমিত-ভাবে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। যোগ-বলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমুদায় ইন্দ্রিয় বশীভূত ও উৎকৃষ্ট সিদ্ধি হস্তগত হইল। তখন তিনি একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন যে, একাল পর্য্যন্ত আমি বৃথা ভোগসুখে আসক্ত হইয়া রাজ্যশাসন ও বিবিধ বাহ্যাড়ম্বর করিয়াছি। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, যোগ অপেক্ষা পরম সুখকর পদার্থ আর কিছুই নাই।

ঋচিক প্রভৃতি মহাত্মারা এইরূপে অলর্কের ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া পরশু-রামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস পরশুরাম! তুমি এক্ষণে এই সমুদায় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়বধে বিরত হইয়া যোগমার্গ অবলম্বন কর; তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে।

পিতৃপুরুষগণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে, মহাত্মা ভার্গব যোগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক অচিরাৎ পরম সিদ্ধি লাভ করিলেন।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি মনুষ্যের শত্রু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বৃত্তিভেদে ঐ তিনটিই আবার নয় প্রকার হয়। প্রহর্ষ,

প্রীতি, আনন্দ এই তিনটি সত্ত্বগুণের বৃত্তি। বিষয়বাসনা, ক্রোধ ও দ্বেষাভিনিবেশ এই তিনটি রজোগুণের বৃত্তি। শ্রম, তন্দ্রা ও মোহ এই তিনটি তমোগুণের বৃত্তি। সর্ব্বশুদ্ধ এই তিনগুণের নয়টি বৃত্তি হইল। প্রশান্তস্বভাব জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ধৈর্য্যসহকারে শমাদিরূপ শরসমূহ দ্বারা এই সমস্ত অন্তঃসত্ত্বার বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ বাক্য প্রভৃতি বাহ্য শত্রুদিগের বিনাশে যত্ন করিয়া থাকেন। এক্ষণে শান্তিগুণাবলম্বী মহারাজ অম্বরীষ এই বিষয়ে যেরূপ কার্য্য ও আত্মমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা অম্বরীষের চিত্তে রাগাদি দোষসমুদায় প্রবল ও শমদমাদি গুণসকল উচ্ছিন্নপ্রায় হইলে, তিনি জ্ঞানবলে রাগাদির উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি আপনার দোষসমুদায়কে যথোচিত নিগ্রহ ও শমদমাদির সমুচিত সমাদর করিয়া অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিলেন। তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, আমি দোষসমুদায়কে সম্যক্ পরাজয় করিয়াছি; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল যে একটি দোষ আছে, সে বধার্হ হইলেও আমি তাহাকে সংহার করিতে পারিলাম না। ঐ দোষপ্রভাবে মনুষ্য কোন বিষয়েই শান্তিলাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্য উহার বশবর্ত্তী হইয়া সতত নীচকার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কখনই উহা অনুধাবন করিতে পারে না। উহার প্রভাবেই জীব নানাপ্রকার অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ দোষের নাম লোভ। উহাকে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ঐ লোভ হইতেই বিষয়তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং বিষয়তৃষ্ণাপ্রভাবেই চিন্তা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে সমগ্র রাজসগুণ অধিকার করিয়া পশ্চাৎ তামসগুণ সমুদায় প্রাপ্ত হয় এবং ঐ সমুদায় গুণের প্রভাবেই বারংবার জন্ম মৃত্যু স্বীকার পূর্ব্বক বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে। অতএব সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া ধৈর্য্যসহকারে লোভকে নিগ্রহ করিয়া দেহরূপ রাজ্যে রাজত্ব লাভের চেষ্টা করিবে। এই রাজত্বই যথার্থ রাজত্ব, স্বয়ং আত্মাই এই রাজ্যের রাজা।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে প্রিয়ে! অতঃপর আমি ব্রাহ্মণজনকসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহারাজ জনকের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর অপরাধ করাতে জনকরাজ তাঁহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার অধিকারমধ্যে বাস করিতে পারিবেন না। মহাত্মা জনক এইরূপ আজ্ঞা করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! কোন্ কোন্ স্থানে আপনার অধিকার আছে, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন; আমি অবিলম্বেই আপনার বাক্যানুসারে সেই সমুদায় স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজার রাজ্যে গমন করিব।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, মহারাজ জনক তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনভাবে চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় মহামোহে সমাক্রান্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মোহ অপনীত হইলে, তিনি ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যদিও এই পুরুষপরম্পরাগত রাজ্য আমার বশীভূত রহিয়াছে, তথাপি আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, পৃথিবীস্থ কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। আমি প্রথমে সমুদায় পৃথিবীতে, তৎপরে একমাত্র মিথিলানগরীতে ও পরিশেষে স্বীয় প্রজামণ্ডলীমধ্যে আপনার অধিকার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ সত্ত্ব প্রতীত হইল না। এইরূপে আমি কোন পদার্থেই আপনার অধিকার নাই দেখিয়া মোহে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমার মোহ নির্ম্মুক্ত হওয়াতে আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই; অথবা আমি সমুদায় পদার্থেরই অধিকারী। আমার আত্মাও আমার নহে; অথবা সমুদায় পৃথিবীই আমার। ফলতঃ ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব আপনি নিরুদ্বেগে যথা ইচ্ছা অবস্থান ও যাহা ইচ্ছা ভোজন করুন।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আপনার এই পিতৃপিতামহোপভুক্ত বিশাল রাজ্য বশীভূত থাকিতে আপনি কিরূপে সমুদায় পদার্থে মমতাবিহীন হইয়াছেন এবং কিরূপ বুদ্ধি প্রভাবেই বা আপনার রাজ্যসম্পর্কভিন্ন অন্য পদার্থ সমুদায় আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন, তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

জনক কহিলেন, ভগবন্! সমুদায় পদার্থই অচিরস্থায়ী বলিয়া আমার বোধ হইতেছে এবং শাস্ত্রানুসারে কোন পদার্থেই কাহারও অধিকার নাই, এই নিমিত্তই কোন পদার্থ আমার আপনার বলিয়া প্রতীতি হইতেছে না। আমি এইরূপ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়াই সমুদায় বিষয়ে মমতাবিহীন হইয়াছি। এক্ষণে যে বুদ্ধিপ্রভাবে আমি স্বয়ং সমুদায় বিষয়ের অধিকারী বলিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত গন্ধাঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপদর্শন, স্পর্শানুভব, শব্দশ্রবণ ও মন্তব্য বিষয়ের সমালোচন করি না। এই নিমিত্তই পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও মনঃ আমার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছে; সুতরাং ঐ সমুদায় বিষয়েই আমার অধিকার আছে। ফলতঃ আমি আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি না। জগতের সমুদায় পদার্থই দেবতা, পিতৃলোক, ভূত ও অতিথিগণের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করি।

মহাত্মা জনক এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি ধর্ম্ম, আজি তোমাকে পরীক্ষা

করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে নিশ্চয় বুঝি-লাম, এই ভূমণ্ডলমধ্যে তুমিই সত্ত্বগুণরূপ নেমিযুক্ত ব্রহ্মলাভরূপ দুষ্পরিচাল্য চক্রের প্রধান পরিচালক।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, শোভনে! তুমি স্বীয় বুদ্ধ্যনুসারে আমাকে দেহাভিমানী সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আমি সেরূপ নহি। তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ, জীবন্মুক্ত, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ বা ব্রহ্মচারী যাহা ইচ্ছা বলিয়া উল্লেখ করিতে পার। আমি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় পুণ্যপাপে আসক্ত নহি। এই জগতে যে সমুদায় পদার্থ অব-লোকন করিতেছ, আমি তৎসমুদায়েই বিদ্যমান রহিয়াছি। অগ্নি যেমন কাষ্ঠের নাশক, তদ্রূপ আমি এই জগতের স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থেরই সংহারকর্ত্তা। আমার বুদ্ধি কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য সর্ব্বত্রেই আমার রাজ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে। ফলতঃ বুদ্ধিই আমার ধনস্বরূপ। ব্রহ্ম-জ্ঞানীদিগের মধ্যে কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি ভিক্ষু যিনি যে আশ্রমে অবস্থান করুন না কেন, সকলেরই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির পথ এক প্রকার। উঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লিঙ্গ ধারণ করিয়া একমাত্র বুদ্ধিরই উপাসনা করিয়া থাকেন। উঁহাদের সকলেরই বুদ্ধি শান্তিগুণযুক্ত। পৃথিবীস্থ নদী সমুদায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াও একমাত্র সাগরে নিপতিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে যিনি যে প্রকার আচরণ করুন না কেন, চরমে সক-লেই একমাত্র জ্ঞানপথে সমুপস্থিত হইয়া থাকেন। একমাত্র বুদ্ধিই মনুষ্যদিগকে ঐ পথে সমানীত করিয়া থাকে। শরীর দ্বারা কখনই ঐ পথে গমন করা যায় না। শরীর উৎপত্তি ও ক্ষয়শীল কর্ম্মপ্রভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার এই সমুদায় উপদেশ বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিলে তোমার কখনই পরলোকের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না। তুমি অনায়াসেই চরমে আমার আত্মাতে লীন হইয়া মুক্তিলাভ করিবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ এইরূপে ব্রাহ্মণীকে আশ্বাস প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আপনি সংক্ষেপে যেরূপ সুবিস্তীর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিলেন, উহা হৃদয়ঙ্গম করা অল্পবুদ্ধি ও অকৃতাত্মা ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং আমার বুদ্ধিও কোনরূপে উহার মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইতেছে না। এক্ষণে কি উপায়ে আপনার ন্যায় জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি লাভ করা যায় এবং ঐরূপ বুদ্ধি কোন্ কারণ হইতেই বা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! বুদ্ধি প্রথম অরণীকাষ্ঠ এবং গুরু দ্বিতীয় অরণীকাষ্ঠ স্বরূপ। বেদান্ত শ্রবণ ও মনন দ্বারা ঐ

উভয়কাষ্ঠ মথিত হইলে ঐ কাষ্ঠদ্বয় হইতে জ্ঞানাগ্নির উদ্ভব হয়।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! জীব ব্রহ্মের অধীন, তবে কিরূপে লোকে জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! জীব নির্গুণ ও দেহ পরিশূন্য; কেবল ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরা ভ্রমবশতঃ উঁহাকে সগুণ ও দেহযুক্ত বলিয়া গণনা করে। এক্ষণে যাহাতে ভ্রম দূর হয় ও জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারা যায়, আমি সেই উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা ভ্রমবশতঃ আত্মাকে অঙ্গবান্ বলিয়া জ্ঞান করে; কিন্তু ভ্রমর যেমন পুষ্পের উপরিভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে তন্মধ্যস্থিত মধু লক্ষ্য করে, তদ্রূপ যোগীরা শ্রবণ মননাদি উপায় দ্বারা শরীরস্থিত আত্মাকে পৃথগ্ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যে মহাত্মারা মোক্ষপথে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্মীদিগের ন্যায় কোন বিষয়েরই বিধি বা নিষেধ ব্যবস্থা নাই। ইহলোকে সাধ্যানুসারে পৃথিব্যাদি যত প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত পদার্থ জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তৎসমুদায়ই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। পৃথিব্যাদি পদার্থ সমুদায় উত্তমরূপে অবগত হইয়া পরিশেষে যে পদার্থকে ঐ সমুদায়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইবে, তাহারই নাম পরব্রহ্ম। শমদমাদির অভ্যাসনিবন্ধনই ঐ পরম পদার্থের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

বাসুদেব কহিলেন, ধনঞ্জয়! ব্রাহ্মণ এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণীর জীবোপাধি জ্ঞান তিরোহিত ও ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হইল।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, বাসুদেব! যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী এইরূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা উভয়ে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বাসুদেব কহিলেন, অর্জ্জুন! আমার মনঃ ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি ব্রাহ্মণী এবং আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, বাসুদেব! এক্ষণে তোমার প্রসাদবলে সূক্ষ্ম বিষয় অবগত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব তুমি যথার্থ রূপে আমার নিকট পরম ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন কর।

তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমি এই উপলক্ষে গুরুশিষ্যসংবাদ নামা এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক শিষ্য আসনোপবিষ্ট স্বীয় উপাধ্যায়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি মুক্তিপরায়ণ হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম; অতএব এক্ষণে আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন। শিষ্য এই কথা কহিলে, আচার্য্য তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! যে সমুদায় বিষয়ে তোমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে,

সমুদায় ব্যক্ত কর, আমি একাদিক্রমে তোমার সমুদায় সংশয় অপনোদন করিব। তখন শিষ্য কহিলেন, ভগবন্! আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার আমার এবং এই অন্যান্য স্থাবরজঙ্গম পদার্থ সমুদায়ের উৎপত্তির কারণ কে? জীবগণ কাহার প্রভাবে জীবিত রহিয়াছে? প্রাণিগণের পরমায়ু এবং সত্য ও তপস্যা কি পদার্থ? সাধুগণ কোন্ কোন্ গুণের প্রশংসা করেন? কোন্ কোন্ পথ মঙ্গল জনক এবং কাহাকে পুণ্য ও কাহাকেই বা পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? আপনি আমার এই সমুদায় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করুন। আপনি ভিন্ন এ সমুদায় প্রশ্নের সদুত্তর দাতা আর কেহই নাই। লোকে আপনাকে মোক্ষধর্ম্মপারদর্শী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এক্ষণে আমিও মুমুক্ষু হইয়া আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি; অতএব আপনি আমার এই সমুদায় সংশয় অপনোদন করুন।

শান্তিগুণাবলম্বী, দমগুণসম্পন্ন, ছায়ার ন্যায় গুরুর একান্ত অনুগত, ব্রহ্মচর্য্যনিরত শিষ্য এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ব্রতাবলম্বী, অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন আচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি বেদবিদ্যানুসারে আমার নিকট যে সমুদায় প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম এবং সন্ন্যাসই উৎকৃষ্ট তপস্যা। যে ব্যক্তি নিগূঢ়ভাবে জ্ঞানতত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয়, তাহার সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যিনি দেহের সহিত আত্মার অভিন্ন ও ভিন্নভাব এবং জীবের সহিত ঈশ্বরের অভিন্ন ও ভিন্নভাব দর্শন করেন, তাঁহার দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতাপরিশূন্য হইয়া, মায়া, সত্ত্বাদিগুণ ও সর্ব্বভূতের কারণকে অবগত হইতে পারেন, তিনি জীবন্মুক্ত। যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ বীজপ্রভাবে প্রকৃতিতে অঙ্কুরিত বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ, অহঙ্কাররূপ পল্লব, ইন্দ্রিয়রূপ কোটর, মহাভূতরূপ শাখা, কার্য্যরূপ প্রশাখা আশারূপ পত্র, সঙ্কল্পরূপ পুষ্প ও শুভাশুভঘটনারূপ ফলসম্পন্ন দেহরূপ বৃক্ষকে সবিশেষ অবগত হইয়া জ্ঞানরূপ মহাখড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখ সম্ভোগ করিতে হয় না। এক্ষণে মনীষিগণ যাঁহাকে অবগত হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন, আমি সেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের আদি, ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের নিশ্চয়জ্ঞ, সিদ্ধসমূহের পরিজ্ঞাত, নিত্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা প্রজাপতি দক্ষ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভার্গব, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র ও অত্রি কর্ম্মপথ পরিভ্রমণনিবন্ধন একান্ত শ্রান্ত হইয়া বৃহস্পতিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কিরূপে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? কি প্রকারে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়? কোন্ পথ আমাদিগের মঙ্গল জনক? সত্য ও পাপের লক্ষণ কি? মৃত্যু ও মোক্ষপথের বৈলক্ষণ্য কি এবং প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশই

বা কি প্রকারে হইয়া থাকে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমুদায় একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে জীবিত থাকে। উহারা কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগের নিত্যমুক্ত স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জন্মমৃত্যুভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। সত্য স্বভাবতঃ নির্গুণ। যখন উহা সগুণ হয়, তখন উহাকে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, জীব, আকাশাদি ভূত ও জরায়ুজাদি প্রাণী এই পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই হেতু ব্রাহ্মণেরা নিত্য যোগপরায়ণ ক্রোধশূন্য সন্তাপবিমুক্ত ও ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ হইয়া সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এক্ষণে যাঁহারা পরস্পরের তমপ্রভাবে কদাচই ধর্ম্ম অতিক্রম করেন না, সেই বিদ্যাবান্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক লোকভাবন ব্রাহ্মণগণের শুভসম্পাদনার্থ চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের নিত্য চতুষ্পাদ ধর্ম্ম, ধর্ম্মার্থ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ এবং বিজ্ঞ লোকেরা ব্রহ্মভাবলাভের নিমিত্ত যে নিমিত্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই শুভজনক পথের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রথম, গার্হস্থ্য দ্বিতীয়, বানপ্রস্থ তৃতীয় ও সন্ন্যাস চতুর্থ। যে কাল পর্য্যন্ত যোগীদিগের আত্মজ্ঞান লাভ না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা জ্যোতিঃ, আকাশ, আদিত্য, বায়ু, ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্নরূপ দর্শন করেন; কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হইলে আর তাঁহাদিগের বিভিন্ন জ্ঞান থাকে না। তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে একমাত্র ব্রহ্মই উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এক্ষণে মোক্ষের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই তিনটিই মোক্ষসাধক প্রধান ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই ঐ ধর্ম্মত্রয়ে অধিকার আছে। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সমুদায় বর্ণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধাকে ঐ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই আমি তোমাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় ভূত পথ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। সাধু ব্যক্তিরা সৎকর্ম্ম সহকারে ঐ সমুদায় পথে পদার্পণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রতপরায়ণ হইয়া ঐ ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মের অন্যতম আশ্রয় করেন, তিনি কাল সহকারে মুক্ত হইয়া প্রাণিগণের জন্মমৃত্যু দর্শনে সমর্থ হন। অতঃপর যথার্থ রূপে তত্ত্বসমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, গন্ধাদি পঞ্চ বিষয় এবং জীবাত্মা এই পঞ্চবিংশতিকে তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। যে ব্যক্তি ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাকে আর কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। ফলতঃ যিনি ঐ সমুদায় তত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে সবিশেষ অবগত হন, তাঁহার পাপের লেশমাত্র থাকে না।

তিনি সমুদায় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সমুদায় লোক লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! ঐ সমুদায়ের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিলে উহাদিগকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই গুণত্রয় সর্ব্বকার্য্যব্যাপী, অবিনাশী ও স্থির। আর যখন সেই গুণত্রয় ক্ষুভিত হয়, তখন উহা পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারযুক্ত পুররূপে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ পুরমধ্যে একজন ইন্দ্রিয় অবস্থান পূর্ব্বক জীবকে বিষয়বাসনায় আক্রান্ত করে। মন ঐ পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া বিষয় সমুদায় অভিব্যক্ত করিয়া দেয়। বুদ্ধি ঐ পুরের কর্ত্রী। লোকে ভ্রান্তিবশতঃ এই পুরকেই জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। জীব ঐ পুরমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক সুখদুঃখভোগ করিয়া থাকেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক তিনটি প্রণালী স্ব স্ব বিষয় প্রবাহিত করিয়া এই পুরমধ্যস্থ জীবাত্মাকে পরিতৃপ্ত করে। এই গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। যে স্থানে উহাদের মধ্যে একের আধিক্য হয়, তথায় অন্যের হীনতা লক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদিপঞ্চভূত ঐ গুণত্রয় অপেক্ষা পরিহীন নহে। যে স্থানে সত্ত্ব গুণের আধিক্য হয়, সে স্থানে রজঃ ও তমঃ গুণের এবং যে স্থানে রজোগুণের বা তমোগুণের আধিক্য হয়, সে স্থানে সত্ত্বগুণের হীনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তমোগুণের হ্রাস হইলেই রজোগুণ প্রকাশিত ও রজোগুণের হ্রাস হইলেই সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হয়। তমোগুণ অপ্রকাশাত্মক, উহাকে মোহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহার প্রভাবেই মনুষ্যের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং উহার প্রাদুর্ভাব দর্শনে মনুষ্যকে পরমাত্মা বলিয়া পরিগণিত করা যায়। রজোগুণ সৃষ্টির কারণস্বরূপ। উহা প্রথমতঃ আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূত সমুদায় উৎপন্ন করিয়া তৎপরে তৎসমুদায় হইতে পৃথিব্যাদি স্থূল ভূত সমুদায় উৎপাদন করে। রজোগুণ সকল ভূতেই অবস্থিত রহিয়াছে। দৃশ্য পদার্থ সমুদায়ই এই গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক। উহার প্রভাবে জীবের গর্ব্বরাহিত্য ও শ্রদ্ধাশীলতা জন্মে। এক্ষণে আমি এই তিন গুণের কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চিততা, স্বপ্ন, স্তম্ভ, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্য দূষণ, অস্মৃতি, অফলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসৎবিবেকরাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্য জ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথাচিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা অন্যের অপবাদ, ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মৎসরতা, নীচ কর্ম্মে অনুরাগ, অসুখকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান ও অতিথি প্রভৃতিকে দান না করিয়া ভোজন এই গুলি তমোগুণের কার্য্য। যে সকল পাপাত্মা

ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শাস্ত্র-মর্য্যাদা অতিক্রম করে, তাহাদিগকেই তামসিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরা জন্মান্তরে স্থাবর পদার্থ, রাক্ষস, সর্প, কৃমী, কীট, পক্ষী, বিবিধ চতুষ্পদ জন্তু এবং উন্মত্ত, বধির, মূক ও অন্যান্য পাপরোগাক্রান্ত মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহাদিগের মনোবৃত্তি নিতান্ত নিকৃষ্ট, তাহারাই তামস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহাদিগের যেরূপে ক্রমশঃ উৎকর্ষলাভ ও পুণ্যের আবির্ভাব হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্বকর্ম্মনিরত শুভার্থী ব্রাহ্মণেরা মূকাদি তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগকে বৈদিক সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করিলে উহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। আর যাহারা তামস প্রকৃতি প্রভাবে পশুপক্ষী প্রভৃতির দেহ পরিগ্রহ করে, তাহারা যজ্ঞাদি কার্য্যে নিহত হইলে, প্রথমতঃ চাণ্ডালাদি যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং তৎপরে সেই সমস্ত যোনি হইতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার পরজন্মে অপকৃষ্ট যোনি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে তামস প্রকৃতি পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অবিবেকরূপ তম, চিত্তবিভ্রমাত্মক মোহ, বিষয়াসক্তিরূপ মহামোহ, ক্রোধাত্মক তামিস্র ও মৃত্যুসংজ্ঞক অন্ধতামিস্র। এই আমি স্বরূপ, গুণ ও যোনি অনুসারে তোমাদিগের নিকট এই তমোগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিরা কখনই উহা বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি উহা বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারে, সে কদাপি উহাতে অভিভূত হয় না।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট রজোগুণের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্তাপ, রূপদর্শন, আয়াস, সুখ, দুঃখ, শীত গ্রীষ্মের অনুভব, ঐশ্বর্য্য, নিগ্রহ, সন্ধি, হেতুবাদ, রতি, ক্ষমা, বল, শৌর্য্য, মদ, রোষ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা, ইচ্ছা, খলতা, অতি মমতা, পরিবারপোষণ, বধ, বন্ধন, ক্লেশ, ক্রয়, বিক্রয়, ভেদ, ছেদ ও বিদারণের চেষ্টা, মর্ম্মপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, আক্রোশ, পরচ্ছিদ্রানুসরণ, ইহলোক ও পরলোকের চিন্তা, মাৎসর্য্য, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, লাভপ্রত্যাশায় দান, বিষয়ানুরাগ, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ, আক্রমণ, পরিচর্য্যা, আজ্ঞাপালন, সেবা, বিষয়তৃষ্ণা, পরাশ্রয়-গ্রহণ, ব্যবহার, রচনাকৌশল, নীতি, প্রমাদ, পরিবাদ, স্বীকার, স্ত্রী পুরুষ দ্রব্য ও গৃহের সংস্কার, সন্তাপ, অবিশ্বাস, ব্রত, নিয়ম, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি ফলজনক কার্য্য, স্বাহাকার, নমস্কার, স্বধাকার, বষট্কার, যাজনা, অধ্যাপন, যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, মাঙ্গল্যকর্ম্ম, বিষয়াভিলাষ, অনিষ্টাচরণ, মায়া, প্রবঞ্চনা, গৌরব, চৌর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, রাত্রিজাগরণ, দম্ভ, দর্প,

অনুরাগ, ভক্তি, প্রীতি, প্রমোদ, অক্ষক্রীড়া, অখ্যাতি, স্ত্রৈণতা, এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্তি এই সমুদায় গুণ রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমুদায় ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ভূত, ভব্য ও বর্ত্তমান বিষয়ের চিন্তা করে এবং যাহারা নিরন্তর কামনা-যুক্ত হইয়া বিবিধ বিষয় ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদায় চরিতার্থ করে, তাহাদিগকেই রাজস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহারা বারংবার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐহিক ও পার-ত্রিক মঙ্গলকামনায় দান, প্রতিগ্রহ, তর্পণ ও হোমপ্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট রজোগুণের কার্য্য সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদায় বিশেষ রূপে পরি-জ্ঞাত হইতে পারিলে আর কখনই ঐ সমু-দায়ে লিপ্ত হইতে হয় না।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট সর্ব্বভূতের হিতকর পরম পবিত্র সত্ত্বগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আনন্দ, প্রীতি, উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, বদান্যতা, অভয়, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমতা, সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, শৌচ, দক্ষতা, উৎসাহ, বিশ্বাস, লজ্জা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, অতন্দ্রিতা, অনৃ-শংসতা, অসংমোহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অক্রূ-রতা, হর্ষ, তুষ্টি, বিস্ময়, বিনয়, সাধুব্যবহার, শান্তিকার্য্যে সরলতা, বিশুদ্ধবুদ্ধি, পাপ-কার্য্যনিবৃত্তি, ঔদাসীন্য, ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, নির্ম্মমত্ব, ফলকামনা পরিত্যাগ ও নিত্য-ধর্ম্মের অনুশীলন এই সমুদায় কার্য্য সত্ত্বগুণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ঐ সমুদায় অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রীয়জ্ঞান, ব্যবহার, সেবা, আশ্রয়, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ব্রত, প্রতিগ্রহ, ধর্ম্ম ও তপ-স্যাতে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারাই যথার্থ সাধুদর্শী। সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারাই রাজস ও তামস কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যোগবলে স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক দেবগণের ন্যায় ইচ্ছানুসারে ঐশ্বর্য্যশালী, স্বাধীন ও ক্ষুদ্র-কায় হইতে সমর্থ হন। উঁহাদিগকে দেব-তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং উঁহারা স্বর্গারূঢ় হইয়া অভিলষিত দ্রব্য সমুদায় লাভ ও অন্যের সুখসাধন করিয়া থাকেন। এই আমি তোমাদিগের নিকট সত্ত্বগুণের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ঐ গুণ বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদায় অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত ও বিষয়ে নির্লিপ্ত হইতে সমর্থ হন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সর্ব্বদা প্রাণিগণের দেহে অবিচ্ছিন্ন রূপে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং উহা-দিগকে কখনই পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। উহারা নিরন্তর পর-স্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পর-

স্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ সত্ত্বে তমোগুণ এবং, তম ও সত্ত্বগুণ সত্ত্বে রজোগুণ কদাচ তিরোহিত হয় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কেবল জন্মান্তরীণ পুণ্যপাপনিবন্ধন প্রাণিগণের দেহে উহাদিগের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণিগণের তমোগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের রজ ও সত্ত্বগুণের; মনুষ্যগণের রজোগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের তম ও সত্ত্বগুণের এবং দেবগণের সত্ত্বগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের তম ও রজোগুণের ন্যূনতা হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে শব্দাদি বিষয় সমুদায় প্রকাশিত হয়। সত্ত্বগুণের তুল্য পরম ধর্ম্মের সাধন আর কিছুই নাই। সত্ত্বগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের উৎকৃষ্ট গতি, রজোগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের মধ্যম গতি ও তমোগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। তমোগুণ শূদ্রকে, রজোগুণ ক্ষত্রিয়কে এবং সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে; কিন্তু উহাদিগের মিশ্রভাবনিবন্ধন কখন কখন ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হইয়া থাকে। সূর্য্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য, তস্করসমূহে তমোগুণের আধিক্য এবং আতপতাপিত পথিকগণে রজোগুণের আধিক্য বিদ্যমান থাকে; এই নিমিত্ত সূর্য্যোদয় হইলে তস্করগণ ভীত এবং পথিকগণ সমধিক দুঃখিত হয়। সূর্য্যের প্রকাশ সত্ত্বগুণ, তাপ রজোগুণ এবং রাহুকৃত গ্রাস তমোগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ সমুদায় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রকাশ ও অপ্রকাশনিবন্ধন পর্য্যায়ক্রমে গুণত্রয়ের প্রকাশ ও অপ্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। স্থাবর সমুদায়ে তমোগুণের আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু উহারা রজঃ ও সত্ত্বগুণে একেবারে বিরহিত নয়। মধুরাদি রস উহাদিগের রজোগুণ এবং স্নেহ পদার্থ উহাদিগের সত্ত্বগুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর প্রভৃতি কাল এবং দান, যজ্ঞ, স্বর্গাদি লোক, দেবতা, বিদ্যা, গতি, ত্রৈকালিক বিষয়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং প্রাণ, অপান ও উদানাদি বায়ু এই সমুদায়ই ত্রিগুণাত্মক। বস্তুতঃ ইহলোকে যে সমুদায় পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়েই তিন গুণ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে এই গুণত্রয়ের উৎপত্তি হয়। অধ্যাত্মচিন্তানিরত পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকে তম, অব্যক্ত, শিব, ধাম, রজ, যোনি, সনাতন, বিকার, প্রলয়, প্রধান, প্রভব, লয়, অনুদ্রিক্ত, অন্যূন, অকম্প, অচল, ধ্রুব, সৎ, অসৎ ও ত্রিগুণাত্মক নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রকৃতির এই সমুদায় নাম ও সত্ত্বাদি গুণের গতি সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা সর্ব্বগুণ বিমুক্ত হইয়া দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিলাভে সমর্থ হন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! প্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ মহত্তত্ত্বকে সমুদায় সৃষ্টির আদি সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। লোকে উহাকে মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ মহত্তত্ত্বকে সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। ঐ মহত্তত্ত্বের হস্ত, পাদ, চক্ষুঃ, মস্তক, মুখ ও কর্ণ সর্ব্বত্রেই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উনি সমুদায় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাপ্রভাবসম্পন্ন মহত্তত্ত্ব সকলের হৃদয়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন। উনি অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশান, অব্যয় ও জ্যোতিঃস্বরূপ। ইহলোকে যাহারা বুদ্ধিমান্, সদ্ভাবনিরত, ধ্যানপরায়ণ, যোগী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানবান, লোভপরিশূন্য, ক্রোধবিহীন, প্রসন্নচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি এবং মমতা ও অহঙ্কারপরিশূন্য, তাঁহারাই ঐ মহত্তত্ত্বে বিলীন হইয়া থাকেন। ইহলোকে যে মহাত্মা গুহাশায়ী, বিশ্বরূপী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, পুরাতন পরম পুরুষ মহত্তত্ত্বের গতি সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। তাঁহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। তিনি বুদ্ধিতত্ত্বকে অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থান করেন এবং সৃষ্টিকালে বিষ্ণুতুল্য হইয়া থাকেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। উহা দ্বিতীয় সৃষ্টি। ঐ অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকারে পরিণত হইয়া থাকে। উহা চেতনাযুক্ত হইলেই প্রজাসৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি নামে অভিহিত হয়। উহা হইতেই ইন্দ্রিয়, মন ও ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। “অহং” এই অভিমানকেই অহংকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞে নিরত অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ ঐ অহঙ্কারে লীন হইয়া থাকেন। জীব বিষয়ভোগে অভিলাষী হইলে, তামস অহঙ্কার পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও গন্ধাদি পঞ্চগুণের সৃষ্টি, সাত্ত্বিক অহঙ্কার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়া জীবের দর্শনাদি ক্রিয়াসম্পাদন এবং রাজস অহঙ্কার পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণের সৃষ্টি করিয়া উঁহার সন্তোষসাধন করিয়া থাকে।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে তপোধনগণ! অহঙ্কার হইতে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতিঃ এই পঞ্চমহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণিগণ ঐ পাঁচ মহাভূতে বিলীন হইয়া থাকে। ঐ মহাভূত সমুদায়ের নাশ হইতে আরম্ভ হইলেই প্রলয়কাল সমুপস্থিত হয়। ঐ প্রলয়কালে প্রাণিগণের ভয়ের আর পরিসীমা থাকে না। ঐ সময় যে যে মহাভূত যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সেই

মহাভূত তৎসমুদায়েই বিলীন হইয়া থাকে। এইরূপে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূত বিলীন হইলেও স্মরণজ্ঞানযুক্ত যোগিগণের লয় হয় না। উঁহারা সূক্ষ্মশরীর ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। শব্দাদি বিষয় সমুদায় সূক্ষ্ম; এই নিমিত্ত প্রলয়কালে উহাদিগের ধ্বংস হয় না। সুতরাং উহাদিগকে নিত্য, আর স্থূল পদার্থ সমুদায়কে অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কর্ম্ম সমুৎপন্ন, মাংসশোণিতসংযুক্ত, অকিঞ্চিৎকর বাহ্য শরীর সমুদায় স্থূল পদার্থ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু আর বাক্য মন ও বুদ্ধি এই কয়েকটি অন্তরস্থিত পদার্থ সূক্ষ্ম-পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঘ্রাণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন ও বুদ্ধিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনি অনায়াসেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন।

এক্ষণে অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্য ও মন এই একাদশটীকে ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি এই ইন্দ্রিয় সমুদায়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হন, তাঁহার হৃদয়েই পরম পদার্থ পরব্রহ্ম উদ্ভাসিত হইতে থাকেন। ঐ ইন্দ্রিয় সমুদায়ের মধ্যে নেত্রকর্ণাদি পাঁচটীকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, পদাদি পাঁচটীকে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনকে জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে সকল পণ্ডিত এই ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ কৃতার্থতালাভে সমর্থ হন।

অতঃপর আমি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদায়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আকাশ প্রথমভূত; কর্ণ উহার অধ্যাত্ম, [ইন্দ্রিয়] শব্দ উহার অধিভূত [বিষয়] এবং দিক সমুদায় উহার অধিদেবতা [অধিষ্ঠাত্রী দেবতা]। বায়ু দ্বিতীয় ভূত; ত্বক্ উহার অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত এবং বিদ্যুৎ উহার অধিদেবতা। তেজঃ তৃতীয় ভূত; চক্ষুঃ উহার অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং সূর্য্য উহার অধিদেবতা। জল চতুর্থ ভূত; জিহ্বা উহার অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিদেবতা। পৃথিবী পঞ্চমভূত; ঘ্রাণ উহার অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিদেবতা।

অতঃপর প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। চরণ অধ্যাত্ম, গন্তব্য স্থান উহার অধিভূত ও বিষ্ণু উহার অধিদেবতা। পায়ু অধ্যাত্ম, পুরীষ পরিত্যাগ উহার অধিভূত ও মিত্র উহার অধিদেবতা। উপস্থ অধ্যাত্ম, শুক্র উহার অধিভূত ও প্রজাপতি উহার অধিদেবতা। হস্ত অধ্যাত্ম, কর্ম্ম উহার অধিভূত ও ইন্দ্র উহার অধিদেবতা। বাক্য অধ্যাত্ম, বক্তব্য উহার অধিভূত ও বহ্নি উহার অধিদেবতা। মন অধ্যাত্ম, সঙ্কল্প উহার অধিভূত ও চন্দ্রমাঃ উহার অধিদেবতা। অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত ও রুদ্র উহার অধিদেবতা। বুদ্ধি অধ্যাত্ম,

মন্তব্য উহার অধিভূত ও ব্রহ্মা উহার অধিদেবতা।

জীবগণের জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রকার ভিন্ন অন্য কোন বাসস্থান নাই। উহারা অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ চারি প্রকার জীবমধ্যে পক্ষী ও সরীসৃপগণ অণ্ডজ, ক্রিমিগণ, স্বেদজ, বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জ এবং মনুষ্য ও চতুষ্পাদ প্রাণিগণ জরায়ুজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দুই প্রকার, তপস্বী ও যাজ্ঞিক। বৃদ্ধ জনেরা কহেন যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই বৃদ্ধানুশাসন বিলক্ষণ রূপে অবগত হন, তাঁহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না।

হে ঋষিগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট অধ্যাত্ম বিধি সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই অধ্যাত্ম বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়, গন্ধাদি-বিষয় ও পঞ্চ মহাভূতের বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া মনোমধ্যে ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনঃ নিস্তেজ হইলে কখন জন্মজন্য সুখ লাভ হয় না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসেই সেই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন।

হে ঋষিগণ! অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট নিবৃত্তি বিষয়ক উপদেশ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা গুণবিহীন অভিমান শূন্য অভেদদর্শী ব্রাহ্মণের সুখকে সর্ব্ব সুখের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কূর্ম্ম যেমন দেহ মধ্যে স্বীয় অঙ্গ সমুদায় সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ যে মহাত্মা রজোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় কামনা সমুদায়কে সঙ্কুচিত করিয়া বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী। যে ব্যক্তি বিষয়তৃষ্ণাবিহীন, সমাহিত ও সর্ব্বভূতের সুহৃৎ হইয়া কামনা সমুদায় সংবমিত করিতে সমর্থ হন, তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়রোধ দ্বারাই নিঃশঙ্ক মহাত্মাদিগের বিজ্ঞানানল প্রজ্বলিত হয়। যেমন কাষ্ঠ দ্বারা হুতাশনের জ্যোতিঃ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়রোধ দ্বারা পরমাত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে। যোগপরায়ণ মহাত্মা যখন নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আত্মহৃদয়ে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিতে পারেন, তখনই তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন। মনুষ্যের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে অগ্নি বর্ণরূপে, সলিল শোণিতাদি রূপে, বায়ু ত্বক্‌রূপে, পৃথিবী অস্থি ও মাংসাদিরূপে এবং আকাশ শ্রবণরূপে অবস্থান করে। ঐ দেহে রোগ, শোক, পাঁচ-ইন্দ্রিয়ের স্রোত, নবদ্বার, ত্রিগুণ ও তিন ধাতু সতত বিদ্যমান থাকে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং উহা বিনশ্বর বুদ্ধির অধীন, ব্যাধিসমাক্রান্ত ও মলিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অমরগণ-সংবলিত সমুদায় জগতের উৎপত্তি, বিনাশ ও বোধের কারণস্বরূপ কালচক্র ঐ শরীরের উদ্দেশেই নিরন্তর পরিভ্রমণ

করিতেছে। মনুষ্য ঐ শরীরান্তর্গত ইন্দ্রিয় সমুদায়কে রুদ্ধ করিতে পারিলেই অপরিহার্য্য কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, অভিদ্রোহ ও মিথ্যা প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ঐ পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের অভিমান পরিত্যাগ করেন, তিনিই হৃদয়াকাশে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ মহাকূলযুক্ত, মনোবেগরূপ সলিলরাশি দ্বারা সমাকীর্ণ, মোহহ্রদসংবলিত ভয়ঙ্কর দেহনদী উত্তীর্ণ হইয়া কামক্রোধ পরাজয় করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন। যোগশীল ব্যক্তি হৃৎপদ্মে মনকে সংস্থাপিত করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন একমাত্র দীপ হইতে শত শত দীপ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র পরব্রহ্মের প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে বিবিধ রূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মা বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, প্রভু, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের হৃদয় ও আত্মা বলিয়া অভিহিত হন। ব্রাহ্মণ, সুর, অসুর, যক্ষ, পিশাচ, পিতৃলোক, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত ও মহর্ষিগণ নিরন্তর উঁহার স্তব করিয়া থাকেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! রজোগুণযুক্ত ক্ষত্রিয় মনুষ্যগণের; হস্তী বাহনগণের; সিংহ বনজন্তুগণের; মেষ গ্রাম্য পশুগণের; সর্প গর্ত্তবাসীদিগের; বৃষভ গোসমুদায়ের; পুরুষ স্ত্রীসমূহের; বট, জম্বু, অশ্বত্থ, শাল্মলি, শিংশপ, মেষশৃঙ্গ ও কীচকবেণু বৃক্ষসমুদায়ের; হিমালয়, পারিপাত্র, সহ্য, বিন্ধ্য, ত্রিকূট, শ্বেত, নীল, ভাস, কোষ্ঠবান্, গুরুস্কন্ধ, মহেন্দ্র ও মাল্যবান্ পর্ব্বতদিগের; সূর্য্য উষ্ণপদার্থ গ্রহ সমুদায়ের; চন্দ্র ওষধি, ব্রাহ্মণ ও নক্ষত্র সমুদায়ের; যম পিতৃলোকের; সাগর নদীগণের; বরুণ জলজন্তুদিগের; অগ্নি পৃথিব্যাদি ভূতসমুদায়ের; বৃহস্পতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের; বিষ্ণু বলবান্দিগের; ত্বষ্টা রূপসমুদায়ের; শিব প্রাণিগণের; যজ্ঞ দীক্ষিত দেবতাদিগের; উত্তরদিক্ দিক্সমুদায়ের; কুবের রত্নসমুদায়ের এবং প্রজাপতিগণ প্রজাগণের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবতী পার্ব্বতীকে কামিনীগণের মধ্যে এবং অপ্সরোগণকে বেশ্যাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। আমি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর ও ব্রহ্মময়। এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আমার ও বিষ্ণুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী আর কেহই নাই। ব্রহ্মময় বিষ্ণু দেবতা, নর, কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, রাক্ষস ও দানব প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর ঈশ্বর ও নারদাদি যোগিগণের পরম ঐশ্বর্য্যস্বরূপ। ব্রাহ্মণ উঁহাকে সতত হৃদয় মধ্যে দর্শন করিয়া পরমসুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

ভূপতিগণ সতত ধর্ম্মলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব ধর্ম্মের হেতুভূত ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মরক্ষা করা তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে সকল রাজার

রাজ্যমধ্যে সাধু ব্রাহ্মণগণ নিয়ত কষ্টভোগ করেন, তাঁহারা ইহলোকে নিতান্ত নিন্দনীয় ও পরলোকে নীচগতি প্রাপ্ত হন। আর যে সমুদায় ভূপতির রাজ্যমধ্যে সাধু ব্রাহ্মণগণ সতত পরিরক্ষিত হন, তাঁহারা উভয়লোকেই অতি উৎকৃষ্ট সুখভোগে সমর্থ হইয়া থাকেন।

অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট পদার্থ সমুদায়ের অসাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা পরম ধর্ম্মের, হিংসা অধর্ম্মের, অকস্মাৎ আবির্ভাব দেবতাদিগের, যজ্ঞাদিকর্ম্ম মনুষ্যগণের, শব্দ আকাশের, স্পর্শ বায়ুর, রূপ তেজের, রস জলের, গন্ধ ধরিত্রীর, বর্ণাত্মক শব্দ বাক্যের, সংশয় মনের, নিশ্চয় বুদ্ধির, ধ্যান চিত্তের, স্বপ্রকাশকত্ব জীবের, প্রবৃত্তি কাম্যকর্ম্মের ও সন্ন্যাস জ্ঞানের অসাধারণ ধর্ম্ম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। যিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্যক্ রূপে প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনিই মোহ, জরা, মৃত্যু ও সুখদুঃখাদি হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতিলাভে সমর্থ হন। এই আমি তোমাদিগের নিকট পদার্থ সমুদায়ের অসাধারণ ধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর যে যে দেবতার সাহায্যে যে যে ইন্দ্রিয় দ্বারা সে যে গুণ পরিগৃহীত হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গন্ধ পৃথিবীর গুণ; উহা নাসিকাস্থিত বায়ুর সাহায্যে নাসিকা দ্বারা আঘ্রাত হইয়া থাকে। রস জলের গুণ; উহা জিহ্বাস্থিত চন্দ্রের সাহায্যে জিহ্বা দ্বারা আস্বাদিত হয়। রূপ তেজের গুণ; উহা নেত্রস্থিত আদিত্যের সাহায্যে নেত্র দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্পর্শ বায়ুর গুণ, উহা ত্বক্স্থিত বায়ুর সাহায্যে ত্বক্ দ্বারা অনুভূত হয়। শব্দ আকাশের গুণ; উহা কর্ণাস্থিত দিক্ সমুদায়ের সাহায্যে কর্ণ দ্বারা শ্রুত হইয়া থাকে। চিন্তা মনের গুণ, উহা হৃদয়স্থিত জীবের সাহায্যে প্রজ্ঞা দ্বারা সম্পাদিত হয়।

বুদ্ধি নিশ্চয় জ্ঞান দ্বারা এবং মহত্তত্ত্ব চৈতন্যপ্রতিবিম্ব দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। আত্মার জ্ঞাপক কিছুই নাই। উহা নির্গুণ ও একমাত্র অনুভব স্বরূপ। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় উৎপন্ন পদার্থকে ক্ষেত্রশব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। এক্ষণে আমি সেই ক্ষেত্রকে পুরুষ হইতে অভিন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতেছি। পুরুষ ক্ষেত্রকে সবিশেষ অবগত আছেন বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। ক্ষেত্রজ্ঞ আদিমধ্যান্তবিশিষ্ট অচেতন গুণ সমুদায়কে অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কিন্তু গুণ সমুদায় বারংবার সৃষ্ট হইয়াও ক্ষেত্রজ্ঞকে অবগত হইতে পারে না। ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতি প্রভৃতি সমুদায় তত্ত্ব হইতে অতীত। উঁহাকে কেহই অবগত হইতে পারে না। উনি আপনি আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন; এই নিমিত্তই ধর্ম্মতত্ত্বকুশল পণ্ডিতেরা গুণ সমুদায় ও বুদ্ধিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ হইয়া নির্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে তপোধনগণ! এক্ষণে যে যে পদার্থ যে যে পদার্থের আদি এবং যে যে পদার্থ যে যে পদার্থের অন্ত আমি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দিবস রাত্রির, শুক্ল পক্ষ মাসের, শ্রবণা নক্ষত্র-সমুদায়ের, শিশির ঋতুনিচয়ের, ভূমি গন্ধের, জল রসের, তেজঃ রূপের, বায়ু স্পর্শের, আকাশ শব্দের, সূর্য্য জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায়ের, অগ্নি দৃশ্য ভূতত্রয়ের, সাবিত্রী বিদ্যা সমুদায়ের, প্রজাপতি দেবগণের, ওঁকার বেদসকলের, প্রাণবায়ু বাক্যের, গায়ত্রী ছন্দের, সৃষ্টির পূর্ব্বকাল প্রজাগণের, গাভী চতুষ্পাদদিগের, ব্রাহ্মণ মনুষ্য সমুদায়ের, শ্যেন পক্ষীদিগের, আহুতি যজ্ঞসমুদায়ের, সর্প সরীসৃপগণের, সত্য যুগ সমুদায় যুগের, সুবর্ণ সমুদায় রত্নের, যব ওষধিনিচয়ের, অন্ন ভক্ষ্য দ্রব্যের, জল দ্রব দ্রব্য ও পানীয় সমুদায়ের, ব্রহ্মার নিবাসস্থান প্লক্ষ পাদপ স্থাবর সমুদায়ের, আমি প্রজাপতিদিগের, অচিন্ত্যাত্মা, স্বয়ম্ভু ভগবান্ বিষ্ণু আমার, সুমেরু পর্ব্বতগণের, পূর্ব্বদিক্ দিক্‌সমুদায়ের, গঙ্গা নদীগণের, সাগর জলাশয়-সকলের, ভগবান্ বিষ্ণু দেব, দানব, ভূত, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, নর, কিন্নর, ও যক্ষগণ সংবলিত সমুদায় জগতের, এবং গার্হস্থ্য সমুদায় আশ্রমের আদি। প্রকৃতি সমুদায় লোকের আদি ও অন্তস্বরূপ। সূর্য্যের অস্ত গমন সময় দিবসের, সূর্য্যের উদয় কাল রাত্রির, সুখ দুঃখের, দুঃখ সুখের, ক্ষয় সঞ্চিত বস্তুর, পতন উন্নত বস্তুর, বিয়োগ সংযোগের এবং মরণ জীবিত কালের অন্ত। ইহলোকে কি স্থাবর কি জঙ্গম কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে। উৎপন্ন পদার্থ মাত্রেরই ধ্বংস হইবে। দান, যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও নিয়ম সমুদায়ের ফলও কালক্রমে ধ্বংস হইয়া যায়; কিন্তু জ্ঞানের কখনই ধ্বংস হয় না। প্রশান্তচিত্ত জিতেন্দ্রিয় অহঙ্কার-বিহীন মহাত্মারা ঐ জ্ঞান প্রভাবেই সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! পণ্ডিতেরা জরা শোক-সমাক্রান্ত, ব্যাধিব্যসনসঙ্কুল, অনিয়মিত কালস্থায়ী, বিবিধাকারে পরিণত, সর্ব্ব-পাপের হেতুভূত, রজোগুণের প্রবর্ত্তক, দর্পের আধার, ত্রিগুণাত্মক, মৃত্যুর বশীভূত, ক্রিয়াকারণসংযুক্ত, মায়াময়, ভয় মোহ-সমাকীর্ণ, কামক্রোধে পরিপূর্ণ, বাহ্য সুখাসক্ত, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব নির্ম্মিত, সংসারকারণ পাঞ্চভৌতিক জড়দেহকে কালচক্র স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ চক্র মনের ন্যায় ভীষণবেগে নিরন্তর লোকসমুদায়ে বিচরণ করিতেছে। বুদ্ধি উহার সার, মনঃ উহার স্তম্ভ, ইন্দ্রিয় সমুদায় উহার বন্ধন, স্ত্রী উহার নেমি, শ্রম ও ব্যায়াম উহার নিঃস্বন, দিবা ও রাত্রি উহার পরিচালক, শীত ও গ্রীষ্ম উহার মণ্ডল, সুখ দুঃখ উহার অর, ক্ষুৎপিপাসা উহার কীলক, ছায়া ও আতপ উহার রেখা, পরিতাপ উহার বন্ধনপট্টিকা, এবং লোভজনিত ইচ্ছা

উহার নিম্নোন্নত প্রদেশে পতনজনিত আস্ফালনহেতু। এই কালচক্রই সমুদায় জগতের সৃষ্টি, সংহার ও রোধের কারণ। যে ব্যক্তি এই দেহরূপ কালচক্রের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতু সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি সর্ব্বসংস্কারবিহীন, সুখদুঃখাদি বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরম গতিলাভে সমর্থ হন।

শাস্ত্রে গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। গৃহস্থাশ্রমই ঐ সমুদায় আশ্রমের মূল। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়া গিয়াছেন, বেদবিহিত শাস্ত্র সমুদায় অধ্যয়ন করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ সংস্কারসম্পন্ন হইয়া গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন। স্বদারনিরত, শিষ্টাচারসম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা দেবতা ও অতিথিদিগের অবশিষ্টান্ন ভোজন, যথাশক্তি বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও দান করিবেন। কদাপি নিষিদ্ধ দেশে গমন, নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ, নিষিদ্ধ বিষয় দর্শন ও নিষিদ্ধ বাক্য ব্যবহার করিবেন না। যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন, শুক্লবস্ত্রধারী, পবিত্র এবং দান ও তপোনুষ্ঠানে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা শিষ্টসংসর্গে বাস করা উঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা শিষ্টাচারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া বেণুনির্ম্মিত যষ্টি ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিবেন। উঁহাদিগের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে যজন, অধ্যাপন ও সাধুদিগের নিকট প্রতিগ্রহ এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারা উঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ এবং দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাবান্, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অসাবধান হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। নিয়মধারী, পবিত্রস্বভাব গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ আচারপরায়ণ হইলে, অনায়াসে স্বর্গলোক পরাজয় করিতে পারেন।

ষট্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্বধর্ম্মনিরত জিতেন্দ্রিয় সত্যধর্ম্মপরায়ণ গুরুহিতৈষী পরম পবিত্র ব্রহ্মচারিগণ যথাবিধি গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে প্রসন্নচিত্তে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবেন। পবিত্র ও সমাহিত হইয়া উভয় কালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান, বিল্ব বা পলাশদণ্ড ধারণ এবং ক্ষৌম, কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম বা কাষায় বস্ত্র পরিধান করা উঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। উঁহারা যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন, স্বাধ্যায় নিরত, নিত্যস্নায়ী, অলুব্ধ ও যতব্রত হইয়া কটিদেশে শরমুঞ্জাবিনির্ম্মিত মেখলা ও মস্তকে জটা ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা

পবিত্র জলদ্বারা দেবগণের তর্পণ করিবেন। ব্রহ্মচারী এইরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইলেই সকলের প্রশংসার আস্পদ হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সমুদায় লোক জয় করিয়া পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। উঁহাদিগকে কখনই আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্যের পর দারপরিগ্রহ না করিয়াই বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বনে অবস্থান পূর্ব্বক জটা বল্কল ধারণ করিয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে স্নান করা বানপ্রস্থাশ্রমী মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অরণ্য হইতে গ্রামে প্রত্যাগমন করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা বন্য ফল মূল পত্র ও শ্যামাক দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া যথাকালে অতিথিসৎকার ও উদাসীনদিগকে বাসস্থান প্রদান করিবেন। স্বধর্ম্ম অতিক্রম না করিয়া যথানিয়মে বনের জলপান ও বায়ু সেবন করা উঁহাদিগের আবশ্যক। ভিক্ষার্থীদিগকে ভিক্ষা প্রদান, ফলমূলাদি দ্বারা দেবার্চ্চনা ও অতিথিদিগের সৎকার করিয়া পরিশেষে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন করা উঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা স্পর্দ্ধাবিহীন, যজ্ঞাদিনিরত, পবিত্র, কার্য্যনিপুণ, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, ক্ষমাশীল, কেশশ্মশ্রুধারী, হোমনিরত, বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত ও সমাহিত হইলে সমুদায় লোক জয় করিতে পারেন।

হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কি গৃহস্থ, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ যে কোন ব্যক্তি মোক্ষলাভ করিতে বাসনা করেন, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসনিরত মহাত্মারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্, জিতেন্দ্রিয় ও কর্ম্মত্যাগী হইবেন। উঁহারা কোন ব্যক্তির নিকট ভক্ষ্য বস্তু যাচ্ঞা না করিয়া অপরাহ্নে যদৃচ্ছালব্ধ অন্ন ভক্ষণ করিবেন। যখন গৃহস্থদিগের গৃহ সমুদায় ধূমশূন্য হয়, এবং পরিবারগণ আহারান্তে ভোজন পাত্র সমুদায় পরিত্যাগ করে, সেই সময় তাহাদিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া মৌনভাবে দণ্ডায়মান হওয়া সন্ন্যাসীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা কদাচ লাভে পরিতুষ্ট বা অলাভে দুঃখিত হইবেন না। কেবল শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত উঁহাদিগের উক্ত প্রকারে ভিক্ষা করা আবশ্যক। প্রাকৃত লোকের ন্যায় লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া কোন ব্যক্তির গৃহে ভোজন করিবেন না। যে সন্ন্যাসী নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করেন, তাঁহাকে অবশ্যই নিন্দনীয় হইতে হয়। কটু তিক্ত কষায় বা মিষ্ট বস্তু ভক্ষণ সময়ে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আস্বাদ গ্রহণ করা সন্ন্যাসীদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উঁহারা কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ আহার করিবেন। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে কষ্ট প্রদান করা উঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। উঁহারা

কদাচ নীচলোকের নিকট ভিক্ষা লাভের বাসনা করিবেন না। সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম গোপন করিয়া বিজন স্থানে বিচরণ করিবেন। শূন্যাগার, অরণ্য, বৃক্ষমূল, নদীতট অথবা পর্ব্বতগুহায় বাস করাই উঁহাদিগের কর্ত্তব্য। গ্রীষ্ম কালে এক গ্রামমধ্যে এক রাত্রির অধিক বাস করা উঁহাদের নিতান্ত অনুচিত; কিন্তু উঁহারা সমুদায় বর্ষাকাল এক গৃহস্থের ভবনে অতিবাহিত করিতে পারেন। সর্ব্বভূতে দয়াশীল হইয়া দিবসে কীটের ন্যায় নানাস্থান বিচরণ করা উঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা রাত্রিকালে ভ্রমণ করিলে উঁহাদের অজ্ঞাতসারে পদাঘাতে কীটাদি জীবগণের প্রাণনাশ হইতে পারে, এই নিমিত্ত রজনীযোগে পরিভ্রমণ করা উঁহাদের কখনই উচিত নহে। উঁহারা কদাপি কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন না এবং স্নেহের বশীভূত হইয়া কুত্রাপি অবস্থান করিবেন না। উদ্ধৃত পবিত্র জল দ্বারা স্নান ও অন্যান্য কার্য্য সমুদায় সম্পাদন এবং অহিংসানিরত, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সরল, ক্রোধশূন্য, অসূয়াবিহীন, শান্তস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিষ্পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। উঁহারা নিস্পৃহ হইয়া কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত উপস্থিত ভোজ্য বস্তু গ্রহণ করিবেন। ধর্ম্মলব্ধ অন্ন ভক্ষণ করাই উঁহাদিগের কর্ত্তব্য। উঁহারা কদাচ কোন বিষয়ে কামনা করিবেন না। গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করা উঁহাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উঁহারা কেবল আত্মোদর পূরণের উপযুক্ত ভোজ্য গ্রহণ করিবেন। অন্যের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করা উঁহাদিগের উচিত নহে। আপনাদিগের ভোজ্য বস্তু বিভাগ করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রদান করা উঁহাদিগের কর্ত্তব্য। অযাচিত হইয়া কাহার নিকট প্রতিগ্রহ করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা একবার উৎকৃষ্ট বস্তু ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা ভোগ করিবার অভিলাষ করিবেন না। কোন ব্যক্তির অধিকারস্থ মৃত্তিকা, সলিল, পত্র, পুষ্প ও ফলাদি গ্রহণ করা উঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। উঁহারা কদাপি শিল্প কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও সুবর্ণলাভের বাসনা করিবেন না। দ্বেষশূন্য, উপদেশবিহীন ও নির্ব্বিকার হওয়া উঁহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। উঁহারা অনুরোধ পরিত্যাগ, পবিত্র বস্তু ভোজন ও নিষ্কাম হইয়া প্রাণিগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন। হিংসাযুক্ত কাম্যকর্ম্ম ও লৌকিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অন্যকে ঐ সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠানে উপদেশ প্রদান করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও বাহ্যাড়ম্বরবিহীন হইয়া অল্পমাত্র পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবেন। স্বয়ং উদ্বিগ্ন হওয়া ও অন্যকে উদ্বেগযুক্ত করা উঁহাদিগের ধর্ম্ম নহে। সর্ব্বভূতের বিশ্বাসপাত্র ও সমাহিত হইয়া অতীত অনাগত ও উপস্থিত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্যু কাল প্রতীক্ষা করা উঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা চক্ষুঃ, মনঃ ও বাক্য দ্বারা কোন বস্তু দূষিত

করিবেন না। পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে কাহা-রও অনিষ্ট করা উঁহাদিগের নিতান্ত অনুচিত। উঁহারা নিরীহ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, নির্দ্বন্দ্ব, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, কর্ম্মত্যাগী, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগক্ষেমবিহীন, নির্গুণ, প্রশান্তচিত্ত, শঙ্কাবিহীন, নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ হইয়া ইন্দ্রিয় সমুদায়কে দেহমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারিলে নিঃসন্দেহ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা রূপরসাদি বিষয়াতীত, নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বভূতস্থ, নির্লিপ্ত পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে কখনই মৃত্যুমুখে নিপাতিত হইতে হয় না। পরমাত্মা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, দেবতা, বেদ, যজ্ঞ, লোক, তপস্যা ও ব্রতসমুদায়ের অগোচর। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা সমাধিবলেই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। অতএব সমাধির বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া উহা আশ্রয় করা জ্ঞানবান্দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইয়া গৃহে বাস করেন, জ্ঞানীদিগের ন্যায় ব্যবহার করা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা অমূঢ় হইয়াও মূঢ়ের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকসমাজে অবজ্ঞাস্পদ হইতে হয়, সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান-সহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই উঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুচরিত ধর্ম্মের নিন্দা করা উঁহাদিগের বিধেয় নহে। যে মহাত্মা এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হন, তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যিনি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও মহাভূত সমুদায় এবং মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পুরুষ এই সমুদায়কে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া একান্তমনে পরব্রহ্মের ধ্যান করেন, তিনিই সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত বায়ুর ন্যায় নিঃসঙ্গ ও শঙ্কাবিহীন হইয়া পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে তপোধনগণ! নিশ্চয়বাদী, জ্ঞানবৃদ্ধ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সন্ন্যাসকেই উৎকৃষ্ট তপস্যা ও জ্ঞানকেই পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পরব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্ব, নির্গুণ, নিত্য, অচিন্ত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বেদবিদ্যাতীত। উঁহাকে লাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। পণ্ডিতগণ রজোগুণবিমুক্ত ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞান দ্বারা উঁহাকে অবলোকন ও উঁহার সমীপে গমন করিয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সন্ন্যাসরূপ উৎকৃষ্ট তপস্যাকে মোক্ষমার্গপ্রকাশক প্রদীপ, সদাচারকে ধর্ম্মের সাধন ও জ্ঞানকে পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে মহাত্মা নির্লিপ্তভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জ্ঞানময় পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সর্ব্বত্র গমনে সমর্থ হন। যিনি দেহের সহিত জীবের একীভাব ও পৃথগ্ভাব এবং পরমাত্মার সহিত জীবের একত্ব ও পৃথগ্ভাব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদায় দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। যে মহাত্মা কোন বিষয় অভিলাষ বা কোন বিষয়ে অবজ্ঞাপ্রদর্শন না করেন, তিনি ইহলোকে অবস্থান

করিয়াই ব্রহ্মের সারূপ্য প্রাপ্ত হন। যিনি প্রকৃতির গুণ সমুদায় বিশেষ রূপে অবগত, মমতাপরিশূন্য, নিরহঙ্কার ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ববিহীন হইয়া শুভাশুভ কর্ম্ম-সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই শান্তিগুণের সাহায্যে নিত্য নির্গুণ পর-ব্রহ্মকে অবগত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি মমতাপরিশূন্য হইয়া ব্রহ্ম-রূপ বীজ হইতে প্রকৃতিতে অঙ্কুরিত, বুদ্ধি-রূপ স্কন্ধ, অহঙ্কাররূপ পল্লব, ইন্দ্রিয়রূপ কোটর, মহাভূতরূপ শাখা, কার্য্যরূপ প্রশাখা, আশারূপ পত্র, সংকল্পরূপ পুষ্প ও শুভাশুভ ঘটনারূপ ফলসম্পন্ন দেহরূপ বৃক্ষকে সবিশেষ অবগত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাখড়্গ দ্বারা উহা ছেদন করিতে পারেন, তাঁহার নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ হয়। ঐ বৃক্ষে দুইটী পক্ষী অবস্থান করে। উহাদের নাম জীব ও ঈশ্বর। জীব ও ঈশ্বর বুদ্ধি ও মায়াতে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া উহাদিগকে চৈতন্যময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি ঐ উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই পরমাত্মাই চৈতন্যময়। জীবাত্মা লিঙ্গশরীর হইতে বিমুক্ত হইলেই সর্ব্বদোষবিমুক্ত ও নির্গুণ হইয়া বুদ্ধ্যাদির চেতনকর্ত্তা পরমাত্মা হইতে অভিন্নভাবে অবস্থান করেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! কোন কোন মহাত্মা ব্রহ্মকে জগদাকারে পরিণত বলিয়া বিবে-চনা করেন এবং কেহ কেহ বা তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহার অন্তকালে উচ্ছ্বাসমাত্র কাল ও পর-মাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মে, তাঁহার নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নিমেষমাত্রও জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে নিরুদ্ধ করিলে চিত্তপ্রসন্নতা দ্বারা মুক্তিলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকালে দশ বা দ্বাদশ বার প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ সমুদায় সংযত করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ব্রহ্মলাভ হয়। প্রাণায়াম দ্বারা যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয়, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। অব্যক্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়া উদ্রিক্ত হইলেই জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণস্থ মহাত্মারা সত্ত্বগুণ ব্যতীত আর কোন গুণেরই প্রশংসা করেন না। পুরুষ যে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী, আমরা তাহা অনুমান দ্বারা অবগত হইয়া থাকি। পুরুষে সত্ত্বগুণ নাই, ইহা কোন রূপে প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না। ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদৃষ্টি, সত্য, ঋজুতা জ্ঞান ও সন্ন্যাস এই কএকটি সত্ত্বগুণের বৃত্তি। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, সত্ত্ব আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। কারণ ক্ষমা ধৈর্য্যপ্রভৃতি গুণ সমুদায় আত্মার নিত্যসিদ্ধ; সুতরাং আত্মার সহিত সত্ত্বের একীভাব সম্পাদন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। এই মত নিতান্ত দূষণীয়; কারণ ক্ষমা ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণসমুদায় যদি আত্মার নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আত্মার অনুচ্ছেদে উহা-দিগের কি নিমিত্ত উচ্ছেদ হইবে? সত্ত্ব আত্মা হইতে পৃথক্ বটে, কিন্তু আত্মার

সহিত উহার সবিশেষ সংস্রব আছে বলিয়া উহাকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন মশক ও উডুম্বরের, সলিল ও মৎস্যের এবং পদ্মপত্র ও জলবিন্দুর একত্ব ও পৃথক্ত্ব উভয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্ত্বগুণ ও আত্মার একত্ব ও পৃথক্ত্ব প্রতীত হয়।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মহর্ষিগণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মের বিবিধ গতি দর্শন করিয়া আমাদিগের মোহ উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং কোন্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা আমাদিগের কোন রূপেই বোধগম্য হইতেছে না। ইহলোকে কেহ কেহ দেহনাশের পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, আবার কেহ কেহ কহেন যে, দেহের নাশ হইলেই আত্মার ধ্বংস হয়। কোন কোন ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ আত্মাকে অনিত্য, কেহ কেহ নিত্য, কেহ কেহ ক্ষণভঙ্গুর, কেহ কেহ একমাত্র, কেহ কেহ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দ্বিবিধ, কেহ কেহ প্রকৃতির সহিত মিলিত, কেহ কেহ পঞ্চবিধ ও কেহ কেহ বহুবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা দেশ ও কালকে চিরস্থায়ী বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আবার কোন কোন ব্যক্তির মতে ঐ মত নিতান্ত হেয়। কেহ কেহ জটাবল্কলধারী, কেহ কেহ মুণ্ড এবং কেহ কেহ দিগম্বর হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ও কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করেন। কোন কোন ব্যক্তিকে ভোজনে আসক্ত ও কোন কোন ব্যক্তিকে ভোজনপরিত্যাগী হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানের, কেহ কেহ কর্ম্মত্যাগের, কেহ কেহ মোক্ষের ও কেহ কেহ বিবিধ ভোগের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তি প্রভূত ধনলাভের বাসনা করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি নির্ধন হইতে নিতান্ত অভিলাষী হন। কেহ কেহ সতত ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির মতে ঐ সমুদায় নিতান্ত অলীক বলিয়া পরিগণিত হয়। কেহ কেহ সতত অহিংসা ধর্ম্মে নিরত থাকেন, আবার কেহ কেহ যাহার পর নাই হিংসাপরায়ণ হন। কেহ কেহ পুণ্যবান্ ও কেহ কেহ যশস্বী হইয়া কালহরণ করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি পুণ্যকে অলীক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তিকে সদ্ভাবনিরত ও কোন কোন ব্যক্তিকে সংশয়মার্গে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ দুঃখনিবৃত্তি ও কেহ কেহ সুখপ্রাপ্তির অভিলাষে ধ্যান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ যজ্ঞের, কেহ কেহ দানের, কেহ কেহ তপস্যার, কেহ কেহ বেদাধ্যয়নের, কেহ কেহ সন্ন্যাস-

লব্ধ জ্ঞানের ও কেহ কেহ স্বভাবের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাহার কাহার মতে ঐ সমুদায় বিষয়ই প্রশংসনীয়, আবার কেহ কেহ ঐ সমুদায়ের মধ্যে একটীরও প্রশংসা করেন না। হে পিতামহ! আমরা ধর্ম্মের এইরূপ বিবিধ গতি দর্শনে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছি। ইহলোকে মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মাক্রান্ত হন, তিনি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই সতত অনুরক্ত থাকেন। এই সমুদায় কারণবশত আমাদিগের মন ও বুদ্ধি নানা দিকে ধাবমান হইতেছে, সুতরাং আমরা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি এবং সত্ত্বগুণের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা কোন রূপেই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহর্ষিগণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমি এই উপলক্ষে এক গুরু স্বীয় শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সর্ব্বভূতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম ও প্রধান কার্য্য। ঐ ধর্ম্মে উদ্বেগের লেশমাত্র নাই। তত্ত্বদর্শী বৃদ্ধগণ জ্ঞানকে মোক্ষসাধক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ হইলেই মনুষ্য সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যাহারা হিংসাপরায়ণ নাস্তিক ও লোভ মোহে একান্ত আসক্ত, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। যাঁহারা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কামনা পূর্ব্বক বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা ইহলোকে বারংবার জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পরম সুখে কালাতিপাত করেন। আর যাঁহারা কামনা পরিশূন্য হইয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই সাধুদর্শী ব্যক্তিদিগকে কদাপি জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

অতঃপর সত্ত্বগুণ ও পুরুষের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণ ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ বিষয় এবং পুরুষকে বিষয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উডুম্বর মধ্যে মশক যেমন নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ অচেতন পদার্থ, উহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। পুরুষ যে ঐ গুণকে সর্ব্বদা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা ঐ গুণ কোন ক্রমেই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। কিন্তু পুরুষ ঐ বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ সত্ত্বগুণকে সুখদুঃখাদিসংযুক্ত এবং পুরুষকে সুখদুঃখাদিবিহীন ও নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পদ্মপত্র যেমন সলিলের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া উহা ভোগ করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণের সহিত নির্লিপ্ত

ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক উহা উপভোগ করিয়া থাকেন। উনি সমুদায় গুণের সহিত সংযুক্ত হইয়াও পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় উহাদের সহিত লিপ্ত হন না। স্থূলদেহ ও পুরুষ যেমন পরস্পর পৃথক্ হইলেও অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ ও পুরুষ ইঁহারা পরস্পর নির্লিপ্ত হইলেও অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। যেমন প্রদীপের সাহায্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশস্থিত পদার্থ দর্শন করা যায়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের সাহায্যে সংসারমধ্যে পুরুষের দর্শনলাভ হইয়া থাকে। যেমন প্রদীপে তৈলাদি বর্ত্তমান থাকিলেই উহা বস্তু সমুদায় প্রকাশিত করে এবং তৈলাদি নিঃশেষিত হইলেই উহা নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ কর্ম্মে সংযুক্ত থাকিলেই তাহাকে প্রকাশ করে এবং কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইলেই বিনষ্ট হয়। যেমন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলেও পদার্থ সমুদায় বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ বিনষ্ট হইলেও পুরুষের বিনাশ হয় না।

যেমন সহস্র উপদেশ প্রদান করিলেও নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা কোনরূপে প্রকৃত বিষয় বোধগম্য করিতে পারে না, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অল্পমাত্র উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই অনায়াসে প্রকৃত বিষয়বোধে সমর্থ হয়, তদ্রূপ যাহারা বুদ্ধিমান্ হয়, তাহারা অনায়াসেই ধর্ম্মপথ অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা অল্পবুদ্ধি, তাহাদিগের পক্ষে তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। পাথেয়পরিশূন্য ব্যক্তি যেমন পথিমধ্যে অতিকষ্টে ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রাক্তনপুণ্যবিহীন ব্যক্তি যোগমার্গ অবলম্বন করিলে, যোগ সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ লোকের প্রাক্তন পুণ্য সঞ্চয় না থাকিলে সে কোন ক্রমেই সম্যক্ রূপে যোগের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যেমন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পাদচারে অপরিচিত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ অদূরদর্শী ব্যক্তিরাই শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত সংসারমার্গ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর যেমন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দ্রুতগামী তুরঙ্গমযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সেই পথ অতি শীঘ্র অতিক্রম করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অনায়াসে সংসারপথ অতিক্রম করিয়া থাকেন। যেমন পর্ব্বতশিখরে আরোহণোদ্যত ব্যক্তি ভূতলস্থিত রথারূঢ় ব্যক্তিকে রথ দ্বারা পর্ব্বতারোহণে নিতান্ত অসমর্থ দেখিয়া রথারোহণবাসনা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভের অধিকারী মহাত্মা শাস্ত্রের সাহায্যে ঐ পদলাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন। রথারূঢ় ব্যক্তি যেমন রথগমনোপযোগী পথ নিঃশেষিত হইলেই রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাদচারে গমন করে, তদ্রূপ ধীমান্ ব্যক্তিরা চিত্তশুদ্ধিপর্য্যন্ত শাস্ত্রপথে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে যোগতত্ত্ব অবগত হইলেই উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে হংস পরমহংসাদি পদে গমন করিয়া থাকেন। মূঢ়

ব্যক্তি যেম। নৌকারোহণ না করিয়া মোহ-বশতঃ বাহুমাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ঘোরতর অর্ণব সমুত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অনভিজ্ঞ লোক উপদেষ্টা ব্যতীত সংসারসাগর সমুত্তীর্ণ হইতে বাসনা করিয়া অচিরাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আর বিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন অতি উৎকৃষ্ট ক্ষেপণীসংযুক্ত নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক অনবরত পোত সঞ্চালন করিয়া পরিশেষে পরপারে সমুত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উপদেষ্টার সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। যেমন সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ হইয়া স্থলপথে গমন করিবার সময় নৌকা পরিত্যাগ করিতে হয়, তদ্রূপ সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবার সময় উপদেষ্টাকে পরিত্যাগ করা উচিত। নাবিক যেমন স্নেহপ্রযুক্ত সর্ব্বদা নৌকাতে অবস্থান পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ মূঢ়ব্যক্তি মোহজালে জড়িত হইয়া সতত এই সংসার-মধ্যেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যেমন নৌকারোহণ করিয়া স্থলপথে এবং রথা-রোহণ করিয়া জলপথে পরিভ্রমণ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মলাভ ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংসার কার্য্যে পরিভ্রমণ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে যিনি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি তদনুরূপ ফললাভ করিবেন।

যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয় হইতে অতীত, মুনিগণ তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ প্রধানের অপর নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হই-য়াছে। শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ঐ পঞ্চ মহা-ভূতের গুণ। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ মহাভূত ইহারা সকলেই কার্য্য ও কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে কোন ভূতই মনের অগো-চর নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পৃথিবীর গুণ, তন্মধ্যে গন্ধ সুখকর, দুঃখ-জনক, মধুর, অম্ল, কটু, দূরগামী, মিশ্রিত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও বিশদ এই দশবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী জলের গুণ। তন্মধ্যে রসকে পণ্ডিতেরা মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় ও লবণ এই ছয় প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী তেজের গুণ, তন্মধ্যে রূপ শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কৃশ, স্থূল, চতুষ্কোণ ও বর্ত্তুল এই দ্বাদশবিধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ তন্মধ্যে স্পর্শকে রুক্ষ, শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বিশদ, কঠিন, চিক্কণ, সূক্ষ্ম, পিচ্ছিল, দারুণ ও মৃদু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ। ঐ শব্দ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাদ, ধৈবত, সুখকর, অসুখকর ও দৃঢ় এই দশবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আকাশ সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ। ঐ আকাশ হইতে অহঙ্কার,

অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে সনাতন পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বকার্য্যে বিধিজ্ঞ, অধ্যাত্মকুশল ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন, তিনিই সেই পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে তপোধনগণ! আত্মাই ভূতগণের সৃষ্টিসংহারের কারণ। বিবেকজা প্রজ্ঞা আত্মার ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত করিয়া দেয়। আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সারথি যেমন অশ্বগণকে প্রেরণ করে, সেইরূপ মনঃ ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমুদায় মনঃ ও বুদ্ধি ইহারা সকলেই আত্মার ভোগের নিমিত্ত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে। দেহাভিমানী জীব ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসংযুক্ত, বুদ্ধিরূপ প্রতোদযুক্ত, মনোরূপ সারথিসম্পন্ন দেহময় রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্র ধাবমান হইয়া থাকে। যখন ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সমুদায় মনোরূপ সারথি কর্ত্তৃক বুদ্ধিরূপ প্রতোদ দ্বারা বশীভূত হয়, তখনই ঐ দেহরূপ রথ জীবের ব্রহ্মময়ত্বনিবন্ধন ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যিনি এইরূপে ব্রহ্মময় রথের বিষয় অবগত হইতে পারেন, তিনি কদাচ মোহপ্রাপ্ত হন না। কি পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থূল পদার্থ, কি প্রকৃত্যাদি সূক্ষ্ম পদার্থ সমুদায় পদার্থ পরব্রহ্মস্বরূপ। ঐ পরম পুরুষ সর্ব্বভূতের একমাত্র গতি। জীবাত্মা উঁহাতেই পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন। প্রলয়কালে অগ্রে স্থাবরাদি বাহ্যপদার্থ সমুদায় লয়প্রাপ্ত হইলে পশ্চাৎ ভূতকৃত গুণ শব্দাদি সমুদায় বিলীন হইয়া যায় এবং পরিশেষে সূক্ষ্মদেহারম্ভক পঞ্চভূতের লয় হয়। দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতই সৃষ্ট হইয়া থাকেন। যজ্ঞাদি বা ব্রহ্মাদি উঁহাদিগের সৃষ্টির মূলকারণ নহেন। মরীচি প্রভৃতি ভূতস্রষ্টা মহর্ষিগণ মহাভূত হইতে বারংবার উৎপন্ন হইয়া সাগরোত্থিত ঊর্ম্মিমালার ন্যায় যথা সময়ে মহাভূতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মুক্ত ব্যক্তি সূক্ষ্ম ভূত হইতেও উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। ভগবান্ প্রজাপতি তপোবলে মনদ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ তপোবলেই দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলমূলাশী তপঃসিদ্ধ মহাত্মারা ক্রমশ সংকল্প দ্বারা সমাধিযুক্ত হইয়া ত্রৈলোক্য দর্শন করিয়া থাকেন। আরোগ্য, ঔষধ ও বিবিধ বিদ্যা তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধ হয়। ফলত সিদ্ধিলাভ তপস্যারই আয়ত্ত। যে বিষয় নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য, দুর্ব্বোধ ও দুর্দ্ধর্ষ, তৎসমুদায়ই তপোবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। তপোবলকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘ্ন, সুবর্ণচৌর্য্যনিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পাপিরেরা তপঃপ্রভাবেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য, পিতৃলোক, দেবতা, পশুপক্ষী ও বৃক্ষপ্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত-

সমুদায় তপঃপরায়ণ হইয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। দেবগণ তপোবলেই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যাঁহারা অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া সকামকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিরহঙ্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ ধ্যানযোগ দ্বারা মমতাশূন্য হন, তাঁহারা মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হন; আর যাঁহারা আত্মজ্ঞানলাভ পূর্ব্বক ধ্যানযোগে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই পূর্ণানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন। যাঁহারা ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত হইয়া উহার সম্যক্ অনুষ্ঠান না হইতে হইতেই প্রাণত্যাগ করেন তাঁহারা প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। উঁহাদিগকে পুনরায় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রথমত অজ্ঞানে আবৃত হইতে হয়। পরিশেষে উঁহারা রজ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের সরূপত্ব লাভ করেন। যিনি সেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদবেত্তা। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চিত্ত হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া সংযত ভাবে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিবেন। যাহাকে চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহারই নাম মনঃ। ইহা পরম রহস্য। প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদায় জড় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গুণানুসারে এই সমুদায়ের লক্ষণ অবগত হওয়া যায়। মমতা মৃত্যু, নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা কখনই কর্ম্মের প্রশংসা করেন না; কেবল মন্দবুদ্ধি মূঢ়েরাই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। কর্ম্মপ্রভাবেই জীবাত্মা পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়াত্মক লিঙ্গশরীরে সমাক্রান্ত হন। বিদ্যাশক্তি ঐ ষোড়শাত্মক লিঙ্গশরীরকে গ্রাস করিলেই তত্ত্বস্থ মহাত্মারা কেবল সেই একমাত্র পুরুষকে দর্শন ও আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত যথার্থ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা কার্য্যের অনুষ্ঠানে একবারে বিরত হইয়া থাকেন। পুরুষ বিদ্যাময়। উঁহাকে কখনই কর্ম্মময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যে ব্যক্তি জিতচিত্ত হইয়া সেই অক্ষর সনাতন পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই মৃত্যুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। ফলতঃ ইন্দ্রিয়সংযমাদি দ্বারা অপরাজিত অকৃত্রিম পরাৎপর পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা সর্ব্বভূতে মিত্রভাব প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সুদৃঢ় করিয়া হৃদ্পদ্মে নিরোধ করিতে পারেন, তাঁহারাই অলৌকিক পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। সত্ত্বগুণের উদয় হইলেই মনুষ্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে। যেমন স্বপ্নে বিবিধ বিষয় ভোগ করিয়া স্বপ্নাবসানে তৎসমুদায় অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলে জগতের সমুদায় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মপ্রসাদই জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের পরম গতি। যোগিগণ ঐ আত্মপ্রসাদ প্রভাবে অতীত ও অনাগত কর্ম্মসমুদায় অনায়াসে দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ নিবৃত্তিধর্ম্মই

বিষয়রাগবিহীন জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের পরম গতি, পরম ধর্ম্ম, পরম লাভ ও যার পর নাই উৎকৃষ্ট কার্য্য।

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও নিস্পৃহ হইতে পারেন, তিনিই ঐ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হন। হে মহর্ষিগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট নিবৃত্তিধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমরা এই সনাতন ধর্ম্ম আশ্রয় কর, তাহা হইলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।

উপাধ্যায় এইরূপে শিষ্যের নিকট ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণের কথোপকথন কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষিগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে তপোধনগণ উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে অভীষ্ট লোক লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তুমিও তাঁহাদিগের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ হও; নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। উপাধ্যায় এইরূপ আদেশ করিলে মেধাবী শিষ্য তাঁহার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অচিরাৎ মোক্ষ লাভ করিলেন।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে বাসুদেবের মুখে গুরুশিষ্যসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি যে গুরুশিষ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলে, উঁহারা কে? তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তুমি আমার নিকট উহা কীর্ত্তন কর।

তখন বাসুদেব কহিলেন, বয়স্য! আমিই গুরু এবং আমার মনই শিষ্য। এক্ষণে আমি কেবল তোমার প্রীতির নিমিত্ত এই রহস্য বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। আমি যুদ্ধকালেও তোমাকে এইরূপ বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে যদি আমার প্রতি তোমার প্রীতি থাকে, তাহা হইলে আমার এই উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর; অচিরাৎ সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে। যাহা হউক, বহুদিন হইল, আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করা হয় নাই; অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে এক্ষণে দ্বারকায় প্রস্থান করি।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! চল আজ আমরা হস্তিনায় গমন করি, তথায় তুমি ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিবে।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহামতি ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, ভগবান্ বাসুদেব দারুককে রথ সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। দারুকও অচিরাৎ রথ সংযোজিত করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন হস্তিনাগমনের নিমিত্ত অনুযাত্রীদিগকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলে, তাহারা অবিলম্বে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহাশয়! আমরা সকলেই হস্তিনাগমনের

নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছি। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে রথারোহণ করিয়া মহা আহ্লাদে বিবিধ বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির তোমারই প্রসাদবলে জয় লাভ করিয়াছেন। তোমারই অনুগ্রহে আমাদের শত্রু সমুদায় নিহত ও রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে। তুমিই আমাদের পরম সহায়। আমরা নৌকাস্বরূপ তোমাকেই অবলম্বন করিয়া এই দুস্তর কৌরবসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়াছি। হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে বিশ্বময়! তুমি আমাকে যেরূপ অবগত আছ, আমিও তোমাকে তদ্রূপ অবগত আছি। তোমার তেজঃপ্রভাবেই সমুদায় জীব সমুৎপন্ন হইয়াছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তোমারই ক্রীড়া এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য তোমারই মায়ামাত্র। এই চরাচর বিশ্বসংসার তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জরায়ুজাদি চারি প্রকার জীব তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার হাস্যই নির্ম্মল জ্যোৎস্না, তোমার ইন্দ্রিয়গ্রামই সমুদায় ঋতু, তোমার প্রাণই সমীরণ, তোমার ক্রোধই মৃত্যু এবং তোমার প্রসন্নতাই লক্ষ্মীস্বরূপ। রতি, সন্তোষ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বুদ্ধি, কান্তি ও চরাচর বিশ্ব তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কল্পান্তকালে তুমিই নিধন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক। অতি সুদীর্ঘকালেও তোমার গুণের ইয়ত্তা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তুমি আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। আমি দেবর্ষি নারদ, অসিত-দেবল, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও কুরুপিতামহ ভীষ্মের নিকট তোমার মাহাত্ম্য সবিশেষ অবগত হইয়াছি। তুমিই অদ্বিতীয় ঈশ্বর। তুমি ইতিপূর্ব্বে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যে সমুদায় উপদেশ প্রদান করিয়াছ, আমি তৎসমুদায়ই প্রতিপালন করিব। তুমি আমাদিগের প্রিয়চিকীর্ষু হওয়াতেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে। তুমি কৌরবসৈন্যগণকে ক্রোধানলে দগ্ধ করাতেই আমি তাহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছি। তোমার কর্ম্ম, তোমার বুদ্ধি ও তোমার পরাক্রমপ্রভাবেই আমার সংগ্রামে জয় লাভ হইয়াছে। তুমি দুরাত্মা দুর্য্যোধন, মহাবীর কর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবার বধোপায় নির্দ্দেশ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি দ্বারকাগমনের নিমিত্ত যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, উহা আমার অভিমত। আমি ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া যাহাতে তোমার দ্বারকায় গমন করা হয়, তাহার চেষ্টা করিব। তুমি অচিরাৎ আমার মাতুল বসুদেব এবং বলদেব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইবে।

মহাত্মা অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে হৃষ্টজনসমাকীর্ণ হস্তিনায় গমন করিয়া প্রথমে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ইন্দ্রালয়তুল্য রম্য ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা বিদুর, অপরাজিত যুযুৎসু, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহা-

বলপরাক্রান্ত ভীমসেন, মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব, এবং পরিচারিকাগণ পরিবৃতা পতিপরায়ণা গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা প্রভৃতি কৌরবকামিনীগণকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর সেই মহাপুরুষদ্বয় অন্ধরাজের নিকট গমন পূর্ব্বক আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে এবং গান্ধারী, কুন্তী, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে অভিবাদন ও বিদুরকে আলিঙ্গনপুরঃসর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমাগত সমুদায় ব্যক্তিকে স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিয়া বিদায় করিলেন।

অনন্তর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের গৃহে গমন করিয়া পরম সমাদরে পান ভোজন সমাপন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত একশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে শর্ব্বরী প্রভাত হইল। তখন অর্জ্জুন ও বাসুদেব উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে গমন করিলেন। ঐ স্থানে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন দেবগণপরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় অমাত্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে যথাস্থানে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, হে মহাবীরদ্বয়! আমার বোধ হইতেছে, তোমরা কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে আমার নিকট আগমন করিয়াছ। অতএব এক্ষণে অচিরাৎ আপনাদিগের অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত কর। তোমরা আমাকে যে বিষয়ে অনুরোধ করিবে, আমি অবিচারিত চিত্তে তাহা সম্পাদন করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, বাক্যবিশারদ মহাত্মা অর্জ্জুন বিনীতবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! বহুদিন হইল, আমাদিগের পরম সুহৃদ্ বাসুদেব দ্বারকা হইতে আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহা হইলে ইনি স্বীয় আবাসে গমন করেন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপ অনুরোধ করিলে, ধর্ম্মনন্দন কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! এক্ষণে তুমি পিতৃদর্শনার্থ নির্ব্বিঘ্নে দ্বারকায় গমন কর। মাতুল বসুদেব, মাতুলানী দেবকী ও মহাবীর বলদেবের সহিত আমার বহুদিন সাক্ষাৎকার হয় নাই। তুমি দ্বারকায় গমন করিয়া উঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক উঁহাদিগের নিকট আমার, ভীমসেনের, অর্জ্জুনের ও মাদ্রীতনয়দ্বয়ের প্রণাম জানাইবে। আমাকে এবং আমার ভ্রাতৃগণকে যেন একবারে বিস্মৃত হইও না। তোমার গমন বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অমত নাই। কিন্তু যখন আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, তখন অবশ্যই তোমাকে এই স্থানে আগমন করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি বিবিধ রত্ন এবং স্বীয় মনোনীত বস্তু সমুদায় গ্রহণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা কর। আমরা

তোমার প্রভাবেই, শত্রুনিপাত ও পৃথিবী লাভ করিয়াছি।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আজি আমি আপনাকে পৃথিবীর অধীশ্বর দেখিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলাম। আপনি আমার গৃহস্থিত রত্নসমুদায়কেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করিবেন। মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ অনুনয় করিলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদন পিতৃষ্বসা কুন্তী ও বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভগিনী সুভদ্রাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক হস্তিনা হইতে বিনির্গত হইলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন, সাত্যকি, ভীমসেন, বিদুর, নকুল, সহদেব ও অন্যান্য পুরবাসিগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। উঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে মহাত্মা বাসুদেব উঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া দারুক ও সাত্যকিকে বেগে রথচালন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! এইরূপে ভগবান্ বাসুদেব অনুগামিগণকে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলে, অনুযাত্রিগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সকলেই তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন বারংবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া যতক্ষণ নয়নগোচর করিতে পারিলেন, ততক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। মহাত্মা মধুসূদনও প্রিয়সখা ধনঞ্জয়কে নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে অর্জ্জুন অতিকষ্টে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহামতি বাসুদেবও সুহৃদ্বিচ্ছেদনিবন্ধন অনতিপ্রফুল্লচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কৃষ্ণের গমনমার্গে বহুবিধ শুভ লক্ষণ আবির্ভূত হইতে লাগিল। পবনদেব প্রবলবেগে বাসুদেবের রথের পুরোভাগে প্রবাহিত হইয়া ধূলি, কর্কর ও কণ্টক সমুদায় দূরীভূত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে সুগন্ধ বারি ও দিব্যকুসুম সমুদায় বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভগবান বাসুদেব গমন করিতে করিতে ক্রমে মরুধন্ব প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে মহর্ষি উতঙ্কের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। তখন তিনি অচিরাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই মহর্ষিকে পূজা করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি ত কুরুপাণ্ডবদিগের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের পরস্পর সন্ধি ও অকৃত্রিম সৌভ্রাত্র সংস্থাপন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছ? তাহারা ত সকলেই এক্ষণে তোমার সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হইবে? কৌরবগণ এখন ত শান্তভাব অব-

লম্বন করিয়াছে? নরপতিগণ ত এখন স্ব স্ব রাজ্যমধ্যে পরম সুখে অবস্থান করিতে পারিবে? আমি এতদিন যে প্রত্যাশা করিয়া রহিয়াছি, তাহা ত সফল হইয়াছে?

মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ঋষিবর! আমি পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদিগের সন্ধি সংস্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলাম, কিন্তু কৌরবগণকে কোন ক্রমেই তদ্বিষয়ে সম্মত করিতে পারি নাই। এক্ষণে তাহারা সকলেই সবান্ধবে নিহত হইয়াছে। বুদ্ধি বা বল দ্বারা কখন অদৃষ্টকে অতিক্রম করিতে পারে না। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত-বাসের পর মহাবীর ভীষ্ম, বিদুর ও আমি আমরা সকলেই কৌরবগণকে বারংবার সন্ধি করিবার পরামর্শ প্রদান করিলাম; কিন্তু তাহারা আমাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া পাণ্ডুনন্দনদিগের সহিত সমর-সাগরে অবগাহন পূর্ব্বক শমনসদনে গমন করিল। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডদিগের পুত্রগণও নিহত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা জীবিত আছেন।

ভগবান্ বাসুদেব এই কথা কহিলে, মহর্ষি উতঙ্ক ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! তুমি বল পূর্ব্বক কৌরবগণকে নিবারণ ও তাহা-দের পরিত্রাণসাধনে সমর্থ হইয়াও তদ্বিষয়ে বিমুখ হইয়াছ এবং বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলেও তুমি তাহাতে উপেক্ষা করিয়াছ। ফলত তোমার কপটতাপ্রভাবেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। অতএব আমি অচিরাৎ তোমাকে শাপ প্রদান করিব।

তখন বাসুদেব কহিলেন, তপোধন! আমি অতি বিনীতভাবে কহিতেছি, আপনি আমাকে শাপ প্রদান করিবেন না। এক্ষণে আমি আপনার নিকট বিস্তারিত রূপে অধ্যাত্মবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধ সংবরণ করুন। সামান্য তপঃপ্রভাবে আমাকে পরাভব করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আপনি যে কৌমার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া অতি নির্ম্মল তপোলাভ এবং ঐকান্তিক ভক্তিপ্রভাবে গুরুর তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। এক্ষণে আপনি আমাকে শাপ প্রদান করিলে আপনার সেই বহুশ্রমার্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় হইবে। অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন। আপনার তপস্যা বিনষ্ট হওয়া আমার অভিমত নহে।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! তুমি অচিরাৎ আমার নিকট অধ্যাত্মতত্ত্ব কীর্ত্তন কর, আমি উহা শ্রবণ করিয়া হয় তোমার মঙ্গল বিধান, না হয় তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব।

তখন বাসুদেব কহিলেন, তপোধন! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন ভিন্নভাব আমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আর রুদ্র, বসু, অপ্সরা, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও

নাগগণ আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ভূতসমুদায় আমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং আমিও সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছি। সৎ, অসৎ, ব্যক্ত, অব্যক্ত, ক্ষর, অক্ষর এবং আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্ম এই সমস্তই আমার স্বরূপ। আমি দেবতাদিগেরও দেবতা এবং নিত্য। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। আমিই ওঁঙ্কারপ্রমুখ বেদ, যূপ, সোম, চরু, দেবগণের তৃপ্তিকর হোম, হোতা, হব্য, অধ্বর্য্যু, ও সদস্য। যজ্ঞকালে উদ্গাতা সামগান দ্বারা আমাকেই স্তব করিয়া থাকেন। শান্তিমঙ্গল বাচক মহাত্মারা প্রায়শ্চিত্ত কালে নিরন্তর আমাকেই স্তব করেন। সর্বভূতে দয়ারূপ প্রধান ধর্ম্ম আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রিয় মানসপুত্র। আমি সেই ধর্ম্ম রক্ষার্থ ত্রিলোকমধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের সহিত বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি। আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রস্বরূপ এবং আমিই ভূত সমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। আমি যুগে যুগে নানা প্রকার দেহ পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন ও অধার্ম্মিকদিগকে সংহার করিয়া থাকি। আমি যখন দেবযোনিতে অবস্থান করি, তখন দেবতার ন্যায়, যখন গন্ধর্ব্বযোনিতে অবস্থান করি, তখন গন্ধর্ব্বের ন্যায়, যখন নাগযোনিতে অবস্থান করি, তখন নাগের ন্যায় এবং যখন যক্ষ ও রাক্ষসযোনিতে অবস্থান করি তখন যক্ষ ও রাক্ষসের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি মনুষ্য যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি। আমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কৌরবগণের নিকট অতি দীনভাবে সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া আমার বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। পরিশেষে আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নানা প্রকারে ভয়প্রদর্শনও করিয়াছিলাম। সেই অধর্ম্মপরায়ণ দুরাত্মারা তাহাতেও সন্ধিস্থাপনে সম্মত হয় নাই। এক্ষণে তাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে এবং পাণ্ডবেরা ধর্ম্মপরায়ণতানিবন্ধন ত্রিলোকমধ্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। হে তপোধন! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে অধ্যাত্মবিষয় কীর্ত্তন করিলে, মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আজি তোমার প্রসাদেই আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলাম। এক্ষণে তোমাকে শাপপ্রদান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। আমার চিত্ত তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও সুপ্রসন্ন হইয়াছে। অতঃপর তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে স্বীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া চরিতার্থ কর।

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট যেরূপ প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন, তাঁহার নিকটেও সেই রূপ প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেবের সেই সহস্র সূর্য্যের ন্যায়, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! তোমাকে নমস্কার। তোমার পদযুগল দ্বারা ভূমণ্ডল, মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল, জঠর দ্বারা পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যভাগ এবং ভুজযুগল দ্বারা দিক্‌সমুদায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এই ভীষণ বিশ্বরূপ সংবরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ ধারণ কর।

মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপে বিশ্বরূপ সংবরণ করিতে কহিলে, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আমি আপনার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব আপনি অচিরাৎ স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন।

তখন মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াই চরিতার্থ হইয়াছি; আর আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই। মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপে বরগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে বাসুদেব পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আমার বিশ্বরূপ দর্শন কদাচ নিষ্ফল হইবার নহে; অতএব আপনি অবিচারিতচিত্তে বর গ্রহণ করুন।

মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! এই মরুভূমিতে জল লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব যদি আমাকে বর প্রদান করা তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন আমি ইচ্ছা করিলেই এই মরুভূমিতে অনায়াসে জল লাভ করিতে পারি। মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, বাসুদেব তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপ সংবরণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আপনার সলিলের আবশ্যক হইলেই আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন। বৃষ্ণিবংশাবতংশ কেশব এই বলিয়া অবিলম্বে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে একদা মহর্ষি উতঙ্ক নিতান্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই মরুভূমিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জললাভের নিমিত্ত বাসুদেবকে স্মরণ করিলেন। ঐ সময় এক কুক্কুরযূথপরিবৃত শরকার্ম্মুকধারী ভীষণাকার দিগম্বর চণ্ডাল তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ঐ চণ্ডাল অনবরত মূত্র পরিত্যাগ করিতেছিল। সে উতঙ্ককে পিপাসার্ত্ত দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহর্ষে! আপনাকে তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া আমার অতিশয় দয়া উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি শীঘ্র আগমন করিয়া আমার এই প্রস্রাব পান করুন।

চণ্ডাল এই কথা কহিলে, মহাত্মা উতঙ্ক তাহার মূত্র পান করিতে নিতান্ত অনিচ্ছু হইয়া বরপ্রদ বাসুদেবকে বিবিধ রূপে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চণ্ডালও তাঁহাকে বারংবার মূত্র পান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু মহর্ষি উতঙ্ক

কিছুতেই তাহাতে সম্মত না হইয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন চণ্ডাল মহর্ষিকে মূত্রপানে নিতান্ত অসম্মত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমক্ষেই কুক্কুরগণের সহিত অন্তর্হিত হইল। মহাত্মা উতঙ্ক তদ্দর্শনে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। চণ্ডাল প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ বাসুদেব মহাত্মা উতঙ্কের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহর্ষি তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! তৃষ্ণার্ত্ত ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের মূত্র প্রদান করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ আক্ষেপ করিলে মহামতি বাসুদেব তাঁহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! মনুষ্যকে প্রকাশ্যভাবে অমৃত প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত আমি চণ্ডালরূপী ইন্দ্র দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে তোমার নিকট অমৃত প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই। আমি তোমার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তোমাকে অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুরোধ করাতে তিনি প্রথমত তদ্বিষয়ে অসম্মত হইয়া কহিয়াছিলেন, বাসুদেব! মনুষ্যকে অমরত্ব প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব তুমি তাঁহাকে অন্য বর প্রদান কর। দেবরাজ এইরূপে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, আমি তাঁহাকে পুনরায় ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিলাম। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! যদি মহর্ষি উতঙ্ককে অমৃত প্রদান করা তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তবে আমাকে অগত্যা ঐ বিষয়ে স্বীকার করিতে হইল; কিন্তু আমি চণ্ডালরূপী হইয়া অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত উতঙ্কের নিকট সমুপস্থিত হইব। যদি তিনি অমৃতগ্রহণে অভিলাষী হন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাঁহাকে উহা প্রদান করিব। আর যদি তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমৃতলাভে বঞ্চিত হইবেন।

দেবরাজ আমার সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়া চণ্ডালবেশে আপনাকে অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। আপনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার আপনাকে বর প্রদান করিতেছি যে, আপনি সলিললাভের বাসনা করিলেই এই মরুভূমিতে সজল জলধর সমুদিত হইয়া আপনাকে সুস্বাদু জল প্রদান করিবে। ভূমণ্ডলে ঐ মেঘের নাম উতঙ্ক মেঘ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ভগবান্ হৃষীকেশ এইরূপ বর প্রদান করিলে, মহাত্মা উতঙ্ক যার পর নাই প্রীত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি উতঙ্কমেঘ সেই মরুভূমিতে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহর্ষি উতঙ্ক এমন কি তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, তিনি গর্ব্বিত হইয়া জগদ্‌গুরু বিষ্ণুকেও শাপপ্রদানে উদ্যত হইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি উতঙ্ক ঘোরতর তপস্যায় আসক্ত ও একান্ত গুরুভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তিনি গুরু ভিন্ন আর কাহারও অর্চ্চনা করিতেন না। ঐ মহাত্মার গুরুগৃহে বাসের সময় অন্যান্য ঋষিপুত্রগণ তাঁহার গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে তাঁহার ন্যায় গুরুভক্তিপরায়ণ হইতে সতত বাসনা করিতেন। মহর্ষি গৌতম সমুদায় শিষ্য অপেক্ষা উতঙ্কের প্রতি সমধিক প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন। তিনি উতঙ্কের দমগুণ, পবিত্রতা, সাহসিক কার্য্য ও পূজা দ্বারা যাহার পর নাই প্রীত হইয়াছিলেন। ঐ মহর্ষির সহস্র সহস্র শিষ্য ছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে তাহাদের সকলকে কৃতবিদ্য দেখিয়া গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু স্নেহপ্রযুক্ত উতঙ্ককে গৃহগমনে অনুমতি করিলেন না। ক্রমে উতঙ্কের বৃদ্ধাবস্থা সমুপস্থিত হইল, কিন্তু একান্ত গুরুভক্তিপ্রভাবে উতঙ্ক উহা অবগত হইতে পারিলেন না। অনন্তর একদা ঐ মহাত্মা কাষ্ঠানয়নার্থ গমন করিয়া অনতিবিলম্বে মস্তকে এক বৃহৎ কাষ্ঠভার গ্রহণ পূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। ঐ কাষ্ঠভার বহনানিবন্ধন তিনি একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া অতি সত্বরে উহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার রৌপ্যশলাকাসদৃশ একটী জটা সেই মস্তকস্থিত কাষ্ঠের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছিল। তিনি ব্যগ্রতাসহকারে কাষ্ঠভার নিক্ষেপ করাতে উহা সেই কাষ্ঠের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা উতঙ্ক সেই জটার শুক্লতা দর্শনে আপনাকে নিতান্ত বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহর্ষি গৌতমের কন্যা স্বীয় পিতার আদেশানুসারে দ্রুতবেগে আগমন পূর্ব্বক নতমস্তক হইয়া অঞ্জলি দ্বারা তাঁহার নয়নজল ধারণ করাতে অচিরাৎ তাঁহার করযুগল দগ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন পৃথিবী অতি কষ্টে উতঙ্কের সেই নয়নবারি ধারণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উতঙ্কের অসাধারণ তেজঃ প্রকটিত হইলে মহর্ষি গৌতম যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আজি তুমি কি নিমিত্ত শোকাকুল হইলে? তখন উতঙ্ক কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রিয়চিকীর্ষা, আপনার প্রতি একান্ত ভক্তি ও একাগ্রচিত্ততানিবন্ধন আমার যে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও অনুধাবন করিতে সমর্থ হই নাই। আমি অদ্যাপি সুখের লেশমাত্রও অনুভব করিতে পারিলাম না। আপনার নিকট আমার এক শত বৎসর অতিবাহিত হইল। ইহার মধ্যে আপনি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ কত শত শিষ্যকে গৃহে

গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু একালপর্য্যন্ত আমাকে গৃহে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন না। এই নিমিত্ত আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।

মহাত্মা উতঙ্ক এইরূপ আক্ষেপ করিলে মহর্ষি গৌতম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার শুশ্রূষায় একান্ত প্রীত হইয়াছিলাম বলিয়া, এত দীর্ঘকাল যে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইতে পারি নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যদি তোমার গৃহে গমনের বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি অচিরাৎ গৃহে গমন কর। আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।

উতঙ্ক কহিলেন, ভগবন্! আমি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ আপনাকে কি প্রদান করিব, তাহা আদেশ করুন। আমি আপনার আদেশানুসারে অচিরাৎ উহা আহরণ পূর্ব্বক আপনাকে অর্পণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিব।

তখন গৌতম কহিলেন, বৎস! সাধুব্যক্তিরা গুরুর সন্তোষ সাধনকেই গুরুদক্ষিণা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি তোমার আচার ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। সুতরাং তোমাকে আর কোন প্রকার দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে না। আজি তোমার বার্দ্ধক্য অপনীত ও তুমি ষোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় রূপবান্ হইবে। আমি এই স্বীয় কন্যাটীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে বিবাহ কর। এই কন্যাব্যতীত আর কেহই তোমার তেজঃ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। মহর্ষি গৌতম এই কথা কহিলে, মহাত্মা উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সেই যশস্বিনী গৌতমকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় গৌতমকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে চরিতার্থ করুন। তখন গৌতম কহিলেন, বৎস! তুমি তোমার গুরুপত্নীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত অর্থ প্রদান কর। গৌতম এইরূপ আদেশ করিলে, উতঙ্ক অহল্যার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আমি ধন ও প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিতানুষ্ঠান করিতে সম্মত আছি; অতএব গুরুদক্ষিণাস্বরূপ আপনাকে কি প্রদান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি আজ্ঞা করিলে, ইহলোকে যে রত্ন একান্ত দুর্লভ, আমি স্বীয় তপঃপ্রভাবে তাহাও আনয়ন করিব।

তখন অহল্যা কহিলেন, বৎস! তোমার অকপট ভক্তি দ্বারা আমি একান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব আর তোমার অন্য দক্ষিণা প্রদানের প্রয়োজন নাই; এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে অভিলষিত স্থানে গমন কর।

অহল্যা এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাহাতে প্রীত না হইয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! যথাসাধ্য আপনার হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমাকে কি প্রদান করিতে হইবে, আপনি তাহা আদেশ করুন।

উতঙ্ক এইরূপে বারংবার দক্ষিণা প্রদান

করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে, অহল্যা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তবে যদি একান্তই আমাকে ধনদান করিতে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি অবিলম্বে সৌদাসরাজমহিষীর কর্ণে যে মণিময় কুণ্ডলদ্বয় আছে, তাহা আনয়ন কর। গৌতমপত্নী অহল্যা এই কথা কহিবামাত্র উতঙ্ক তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া সেই কুণ্ডলদ্বয় আনয়নার্থ রাক্ষসরূপী সৌদাস রাজার নিকট গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি গৌতম উতঙ্ককে দেখিতে না পাইয়া পত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! উতঙ্ককে দেখিতেছি না কেন? তখন অহল্যা কহিলেন, ভগবন্! উতঙ্ক আমার আজ্ঞানুসারে সৌদাসরাজমহিষীর কুণ্ডল আনয়নার্থ গমন করিয়াছে। অহল্যা এই কথা কহিলে, মহর্ষি গৌতম নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! সৌদাস রাজা বশিষ্ঠদেবের শাপে রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়াছে, অতএব তাহার নিকট উতঙ্ককে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য হয় নাই। আমার বোধ হয়, এই রাক্ষসরূপী ভূপাল উতঙ্ককে বিনাশ করিবে। অহল্যা কহিলেন, ভগবন্! আমি না জানিয়াই তাহাকে তথায় প্রেরণ করিয়াছি। যাহা হউক, আপনার প্রসাদবলে তাহার কোন বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা নাই। তখন গৌতম কহিলেন, জগদীশ্বর করুন, যেন উতঙ্কের কোন বিঘ্ন না হয়।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

এ দিকে মহাত্মা উতঙ্ক বনমধ্যে গমন করিতে করিতে মনুষ্যশোণিতলিপ্তকলেবর সুদীর্ঘশ্মশ্রুধারী বিকৃতদর্শন মহারাজ সৌদাসকে নিরীক্ষণ করিলেন। সৌদাসের সেই ভীষণমূর্ত্তি দর্শনে উতঙ্কের মনে কিছুমাত্র ভয় বা দুঃখ উপস্থিত হইল না; প্রত্যুত তিনি অসাধারণ সাহসসহকারে তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ মহারাজ সৌদাস উতঙ্ককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! দিবসের ষষ্ঠকাল আমার আহারকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; এক্ষণে সেই ষষ্ঠকাল উপস্থিত হওয়াতে আমি ভক্ষ্য দ্রব্য অনুসন্ধান করিতেছিলাম। আপনি ভাগ্যক্রমে আমার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। সৌদাস এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি গুরুদক্ষিণা আহরণার্থ এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, গুরুদক্ষিণা আহরণার্থী ব্যক্তিকে হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি আমাকে বধ করিবেন না। তখন সৌদাস কহিলেন, তপোধন! দিবসের ষষ্ঠকাল আমার আহারকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব এ সময় আমি আপনাকে কদাচই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। উতঙ্ক সৌদাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! যদি

আমাকে ভক্ষণ করিতে আপনার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার তদ্বিষয়ে অসম্মতি নাই; কিন্তু এক্ষণে আমার একটি বাক্য আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। দেখুন, আমি গুরুদক্ষিণা আহরণার্থে নির্গত হইয়াছি; এক্ষণে সেই দক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া গুরুকে প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় আপনার নিকট আগমন করিব। আর আমি গুরুর নিকট যাহা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা আপনারই আয়ত্ত। এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেই অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ব্রাহ্মণগণকে প্রতিনিয়ত অত্যুৎকৃষ্ট রত্নসমুদায় প্রদান করিয়া থাকেন। এই ভূমণ্ডলে দাতা বলিয়া আপনার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে। আমিও দানের উপযুক্ত পাত্র; অতএব আপনি আমাকে আমার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করুন। আমি আপনার নিকট হইতে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া গুরুকে প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় এই স্থানে আগমন করিব। হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। আমি ধর্ম্ম বিষয়েও কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি না।

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে, মহারাজ! সৌদাস তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! যদি আপনার গুরুদক্ষিণা আমারই আয়ত্ত হয়, তবে অবশ্যই আপনি প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে আমার নিকট প্রতিগ্রহ করা যদি আপনার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আপনাকে কি প্রদান করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন।

তখন উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! আপনি প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র। এই নিমিত্তই আমি আপনার নিকট মণিকুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আগমন করিয়াছি।

সৌদাস কহিলেন, তপোধন! আপনি যে মণিকুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা আমার পত্নীর অধিকৃত। অতএব এক্ষণে অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করুন, আমি তাহা আপনাকে অবশ্যই প্রদান করিব।

তখন উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! যদি আমাকে দান করা আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ছল প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা নাই। আপনি অনতিবিলম্বেই সেই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়া সত্য প্রতিপালন করুন।

মহারাজ সৌদাস উতঙ্ক কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি এক্ষণে আমার মহিষীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আমার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া কুণ্ডলযুগল প্রার্থনা করুন। তিনি আমার অনুরোধ শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আপনাকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিবেন।

উতঙ্ক রাজা সৌদাসের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি কোন স্থানে আপনার পত্নীর সন্দর্শন পাইব, আর আপনি স্বয়ংই বা কি নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিতেছেন না?

তখন সৌদাস কহিলেন, তপোধন!

অদ্য আপনি তাঁহাকে এই কাননের কোন নির্ঝরসমীপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন। আমি দিবসের ষষ্ঠকালে তাঁহার সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎকার করিতে পারিব না।

মহারাজ সৌদাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা উতঙ্ক অবিলম্বে রাজমহিষী মদয়ন্তীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার সন্নিধানে আপনার প্রয়োজন ও সৌদাসের অনুরোধ ব্যক্ত করিলেন। দীর্ঘলোচনা মদয়ন্তী উতঙ্কের মুখে স্বামীর অনুরোধ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! মহারাজ আপনাকে কুণ্ডলপ্রদান করিবার নিমিত্ত আমাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা ত মিথ্যা নহে? যাহাই হউক, আপনি এক্ষণে আমার বিশ্বাসের নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে কোন অভিজ্ঞান আনয়ন করুন। দেবতা, যক্ষ ও মহর্ষিগণ আমার এই মণিময় কুণ্ডলযুগল অপহরণ করিবার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত ছিদ্রান্বেষণ করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডল যুগল ভূতলে সংস্থাপন করিলে রত্নলোলুপ ভুজঙ্গেরা, অশুচি হইয়া ধারণ করিলে যক্ষেরা এবং ধারণ করিয়া নিদ্রার বশবর্ত্তী হইলে দেবতারা উহা অপহরণ করিতে পারেন। এই নিমিত্ত সতত সাবধান হইয়া আমাকে উহা ধারণ করিতে হয়। এই কুণ্ডলদ্বয় দিবারাত্রি অনবরত সুবর্ণ উৎপন্ন করে। রজনীযোগে উহার প্রভায় গ্রহনক্ষত্র সমুদায়ের প্রভা তিরোহিত হইয়া যায়। ইহা পরিধান করিলে ক্ষুৎপিপাসাজনিত যন্ত্রণা একবালে নিবারণ হয় এবং বিষদ ও অগ্নিদপ্রভৃতি দুরাত্মা ব্যক্তিগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় থাকে না। খর্ব্বাকার ব্যক্তি এই কুণ্ডল ধারণ করিলে উহা খর্ব্ব ও দীর্ঘাকার ব্যক্তি ধারণ করিলে উহা দীর্ঘ হইয়া থাকে। আমার এই কুণ্ডলের গুণ ত্রিলোকে প্রথিত আছে, এক্ষণে আপনি মহারাজের অভিজ্ঞান আনয়ন করুন, তাহা হইলেই আমি আপনাকে ইহা প্রদান করিব।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সৌদাসরাজমহিষী মদয়ন্তী এইরূপে ভর্ত্তার অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলে, মহাত্মা, উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ সৌদাসের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজ্ঞী আপনার অভিজ্ঞান ভিন্ন আমাকে কুণ্ডল প্রদান করিবেন না; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কোন অভিজ্ঞান প্রদান করুন।

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি রাজ্ঞীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিবেন যে, সৌদাস কহিয়াছেন, প্রিয়ে! আমি যেরূপ দুরবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছি; কখন যে ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব, আমার এরূপ প্রত্যাশা নাই; অতএব তুমি আমার মঙ্গল বিধানার্থ এই ব্রাহ্মণকে তোমার মণিময় কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর।

মহারাজ সৌদাস এই কথা কহিবামাত্র মহাত্মা উতঙ্ক মদয়ন্তীর নিকট গমন পূর্ব্বক

ভূপতির বাক্য অবিকল কীর্ত্তন করিলেন। রাজ্ঞীও উতঙ্কের মুখে ভর্ত্তার অভিজ্ঞান-স্বরূপ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উতঙ্ককে স্বীয় কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন। তখন মহাত্মা উতঙ্ক সেই কুণ্ডলযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় সৌদাসের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি রাজ্ঞীর নিকট আপনার অভিজ্ঞান বাক্য কীর্ত্তন করিবামাত্র তিনি আমাকে এই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার সেই অভিজ্ঞানবাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি নাই; অতএব আপনি আমার নিকট উহার তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করুন।

তখন সৌদাস কহিলেন, ভগবন্! ক্ষত্রিয়েরা চিরকালই ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই উঁহাদিগের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হন। এই দেখুন, আমি ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়াও ব্রাহ্মণের শাপেই এইরূপ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছি। আমি কখন যে এই অবস্থা হইতে বিমুক্ত হইয়া ইহলোকে সুখে অবস্থান ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারিব, আমার এরূপ প্রত্যাশা নাই। ফলতঃ কোন রাজাই ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করিয়া ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না। আমি এইরূপ বিচার করিয়াই আমার একান্ত প্রিয় এই মণিকুণ্ডলদ্বয় আপনাকে প্রদান করিলাম। এক্ষণে আপনি আমার সহিত যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করুন। ভূপতি সৌদাস এই কথা কহিলে, মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। আমি অবশ্যই পুনরায় আপনার নিকট সমুপস্থিত হইব। এক্ষণে আপনার নিকটে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব; আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন।

তখন সৌদাস কহিলেন, ভগবন্! আপনি অচিরাৎ আমার নিকট স্বীয় জিজ্ঞাস্য বিষয় ব্যক্ত করুন, আমি অবশ্যই যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করিব।

উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মতত্ত্ব-বেত্তা পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণদিগের সত্যবাদী হওয়া উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সুতরাং আমি আপনার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা লঙ্ঘন করিতে আমার বাসনা নাই। আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। কিন্তু আজি আপনার সহিত আমার মিত্রভাব উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব আমাকে বিনাশ করিলে আপনার মিত্র-বিনাশজন্য পাতক হইবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মিত্রের অনিষ্টাচরণ করিলে সুবর্ণচৌর্য্যজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। সুতরাং আমাকে বিনাশ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপনি যখন রাক্ষস-ভাবাপন্ন হইয়াছেন, তখন বোধ হয়, আমি আপনার নিকট প্রত্যাগত হইলেই আপনি আমাকে সংহার করিবেন। আপনার নিকট আমার প্রত্যাগমন করা কর্ত্তব্য কি না, আমি আপনাকেই এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান

করিতে অনুরোধ করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আত্মমত কীর্ত্তন করুন।

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমার নিকট প্রত্যাগমন করিলে আপনাকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব আপনি কদাচ আর আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবেন না।

সৌদাস রাজা এইরূপে উতঙ্ককে প্রত্যাগমন করিতে নিষেধ করিলে, মহাত্মা উতঙ্ক পরম পরিতুষ্ট হইয়া রাজমহিষী মদয়ন্তীর বাক্যানুসারে তৎপ্রদত্ত কুণ্ডলযুগল স্বীয় উত্তরীয় কৃষ্ণাজিনে বন্ধন পূর্ব্বক মহাবেগে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তখন তিনি সেই পথিমধ্যস্থিত ফলভারাবনত এক বিল্ব বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক উহার শাখাতে সেই কুণ্ডল সংবলিত মৃগচর্ম্ম বন্ধন করিয়া বিল্ব ফল সমুদায় ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার অনবধানতা বশতঃ কতকগুলি বিল্বফল সেই অজিনে নিপতিত হওয়াতে উহার বন্ধন শ্লথ ও উহা সেই কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল।

ঐ সময়ে ঐরাবতবংশসম্ভূত একটী ভুজঙ্গ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। সে ঐ ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র তরুতলে সমুপস্থিত হইয়া মুখ দ্বারা সেই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা উতঙ্ক সেই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত কোপাবিষ্ট ও খিদ্যমান হইয়া অবিলম্বে বিল্ববৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নাগলোকের পথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা সেই বল্মীক খনন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে পঞ্চত্রিংশদ্দিবস অতীত হইল; তথাপি উতঙ্ক ঐ পথ প্রস্তুত করিতে পারিলেন না। তাঁহার দণ্ডকাষ্ঠতাড়নে বসুন্ধরা নিতান্ত কাতর হইয়া সহ্য করিতে না পারিয়া সাতিশয় বিচলিত হইতে লাগিল।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র মহাত্মা উতঙ্কের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক স্বর্গ হইতে ভূতলে আগমন করিলেন এবং অচিরাৎ ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক উতঙ্কের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! এ স্থান হইতে নাগলোক সহস্র যোজন অন্তর, সুতরাং আপনি এই দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী বিদারণ করিয়া কখনই তথায় গমন করিতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি আমি নাগলোকে গমন করিয়া কুণ্ডলদ্বয় লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব।

উতঙ্ক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বজ্রপাণি সুররাজ তাঁহাকে দৃঢ়সঙ্কল্প অবগত হইয়া তাঁহার দণ্ডের অগ্রভাগে বজ্রাস্ত্র সংযোজিত করিয়া দিলেন। তখন সেই বজ্রের প্রহারে পৃথিবী অচিরাৎ বিদীর্ণ

হওয়াতে নাগলোকগমনের দিব্য পথ প্রস্তুত হইল। মহাত্মা উতঙ্ক তদ্দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া সেই পথদ্বারা অবিলম্বে নাগলোকে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন ঐ লোক বহুযোজনবিস্তৃত, উহার চতুর্দ্দিকে সুবর্ণ ও মণিমুক্তাদি বিবিধ রত্ন বিভূষিত দিব্য প্রাকারনিচয়, স্ফটিকসোপান সুশোভিত দীর্ঘিকা, নির্ম্মলসলিলপরিপূর্ণ নদী ও বিহঙ্গরবমুখরিত বিবিধ বনস্পতি সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ নাগলোকের দ্বারদেশ ঊর্দ্ধে শত যোজন এবং বিস্তারে পঞ্চযোজন। ঐ সুবিস্তৃত নাগলোক দর্শন করিবামাত্র উতঙ্ক একান্ত বিমর্ষ হইয়া কুণ্ডলপ্রত্যাহরণবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইলেন। ঐ সময় এক তেজঃপুঞ্জকলেবর অশ্ব তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। ঐ অশ্বের পুচ্ছ শ্বেত ও কৃষ্ণলোমে বিভূষিত এবং মুখ ও নেত্রযুগল রক্তবর্ণ। অশ্ব অচিরাৎ উতঙ্কের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, উতঙ্ক! তুমি আমার গুহ্যদ্বারে ফুৎকার প্রদান কর, তাহা হইলেই কুণ্ডললাভে সমর্থ হইবে। ঐরাবতবংশসম্ভুত এক নাগ তোমার কুণ্ডল আনয়ন করিয়াছে। তুমি গুহ্যদ্বারে ফুৎকারদানে ঘৃণা করিও না; তুমি পূর্ব্বে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে বারংবার ঐ কার্য্য করিয়াছ।

তখন উতঙ্ক কহিলেন, তুরঙ্গম! উপাধ্যায়ের আশ্রমে কিরূপে তোমার সহিত আমার সন্দর্শন হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।

অশ্ব কহিল, বিপ্র! আমি তোমার উপাধ্যায়েরও গুরু; আমার নাম অগ্নি। তুমি গুরুর প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বদা আমাকে অর্চ্চনা করিয়াছ; এই নিমিত্ত তোমার হিতসাধন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব শীঘ্র আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

অশ্বরূপী ভগবান্ হুতাশন এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলেন। তখন হুতাশন উতঙ্কের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া নাগকুল দগ্ধ করিবার মানসে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় তাঁহার রোমকূপ হইতে অতিভীষণ ধূমরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল। ঐ ধূম ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে নাগলোক একেবারে অন্ধকারময় হইয়া গেল। ঐরাবত নাগের গৃহে হাহাকার শব্দ সমুপস্থিত হইল। নাগরাজ অনন্ত ও অন্যান্য সর্পগণের গৃহ সকল ধূমে পরিপূর্ণ হওয়াতে নীহারসমাচ্ছন্ন পর্ব্বত ও বনপ্রদেশের ন্যায় নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তখন নাগগণ হুতাশনের তেজঃপ্রভাবে সকলেই একান্ত উত্তপ্ত ও ঐ ধূমপ্রভাবে আরক্তনেত্র হইয়া উহার তথ্যানুসন্ধানার্থ উতঙ্কের নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার মুখে উহার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমরা আপনার কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিতেছি; আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। নাগগণ এইরূপে উতঙ্ককে প্রীত করিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি প্রদান

পূর্ব্বক সেই অপহৃত দিব্য কুণ্ডলদ্বয় প্রত্য-র্পণ করিলেন।

হে মহারাজ! নাগগণ এইরূপে প্রবল-প্রতাপশালী উতঙ্ককে পূজা করিলে পর তিনি হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করিয়া গুরু-গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অচিরাৎ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া গুরুপত্নীকে কুণ্ডল প্রদানপূর্ব্বক গুরুর নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা উতঙ্ক এইরূপে বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া দিব্য কুণ্ডলদ্বয় আহরণ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট উতঙ্কের আশ্চর্য্য তপঃপ্রভাব কীর্ত্তন করিলাম।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা বাসুদেব উতঙ্ককে বর প্রদান করিবার পর কি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বাসুদেব মহর্ষি উতঙ্ককে বর প্রদান করিয়া সাত্যকির সহিত বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে নদ, নদী, বন ও পর্ব্বত সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বারকানগরীর উপকণ্ঠে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় রৈবতক পর্ব্বতে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। বাসুদেব সাত্যকির সহিত ঐ পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা বিবিধ বিচিত্র রত্নময় কোষ জাত মনোহর বহুমূল্য রত্নমাল্য, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও কল্পবৃক্ষসমূহে বিভূষিত হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। গুহা ও নির্ঝর প্রদেশ সমুদায়ে অসংখ্য দীপ বৃক্ষনিহিত থাকাতে দিবসের ন্যায় শোভা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে সুবর্ণময় ঘণ্টাযুক্ত বিচিত্র পতাকা সমুদায় উড্ডীন হইতেছে। স্ত্রীপুরুষগণ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত করিতেছে। ক্রীড়ানিরত, মদমত্ত ও আহ্লাদিতচিত্ত ব্যক্তিদিগের বাহ্বাস্ফোট, পরস্পর আকর্ষণ এবং কিলকিলাশব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অতি উৎকৃষ্ট পবিত্র গৃহ, বিপণী, আপণ, আহারবিহারসামগ্রী, বস্ত্রমাল্য, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ এবং সুরা ও মৈরেয়মিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্য সর্ব্বত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ প্রতিনিয়ত দীন, অন্ধ ও দরিদ্রদিগকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতেছেন। ঐ সময় বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা সকলেই ঐ পর্ব্বতে বিহার করিতেছিলেন। ভগবান্ বাসুদেব ঐ পর্ব্বতে উপস্থিত হওয়াতে উহা ইন্দ্রালয়সদৃশ হইয়া উঠিল।

মহাত্মা বাসুদেব কিয়ৎক্ষণ সেই পর্ব্বতের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া মহাহ্লাদে সাত্যকির সহিত স্বীয় ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন দেবগণ যেরূপ ইন্দ্রের অনুগমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা মধুসূদন স্বীয় ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলকে অভ্যর্থনা ও কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বিষণ্ণ বদনে পিতা-

মাতার চরণবন্দনা করিলেন। তাঁহারাও উঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মিষ্টবাক্যে তাঁহার সন্তোষসাধন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলে, বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

এইরূপে মহাত্মা কেশব আসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে, বসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি অনেকানেক ব্যক্তির মুখে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধসংবাদ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তুমি ঐ অদ্ভুত যুদ্ধ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ; এই নিমিত্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ এবং নানাদেশনিবাসী বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়ের সহিত ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ ও শল্যাদির কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তোমার মুখে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তুমি উহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।

পদ্মপলাশলোচন হৃষীকেশ পিতা বসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া জননী দেবকীর সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য অতি অদ্ভুত ও বহুল। শতবৎসর কীর্ত্তন করিলেও উহা সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেষ করা যায় না। অতএব আমি উহা অতি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমত মহাবীর ভীষ্ম কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী ও মহাবীর শিখণ্ডী ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডবগণের সাত অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি হইয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধ দশ দিবস হইয়াছিল। ঐ দশ দিবসের মধ্যে উভয় পক্ষীয় অসংখ্য বীর কালকবলে নিপাতিত হন। পরিশেষে মহাবীর শিখণ্ডী অর্জ্জুনের সহিত সমবেত হইয়া অনবরত শরনিকরবর্ষী মহাত্মা ভীষ্মকে সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিলেন। ভীষ্মদেব সূর্য্যের উত্তরায়ণ কাল পর্য্যন্ত শরশয্যায় শয়ান ছিলেন; পরে উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

শান্তনুনন্দন শরশয্যায় শয়ান হইলে পর অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কৌরবগণের সেনাপতি হইয়া কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সাহায্যে হতাবশিষ্ট নয় অক্ষৌহিণী সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মিত্রপ্রতিপালিত বরুণের ন্যায় ভীমসেন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডবগণের সেনা সমুদায়ের রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ঐ মহাবীর পিতৃপরাভববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দ্রোণসংহারাভিলাষে রণস্থলে অতি ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধকালে দিগ্বিদিক্ হইতে আগত বীরগণ প্রায় সকলেই বিনষ্ট হন। এই উভয় বীরের পাঁচ দিবস ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পরিশেষে মহাবীর দ্রোণ সমরশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

দ্রোণের মৃত্যুর পর মহাবীর কর্ণ পাঁচ

অক্ষৌহিণী কৌরবসেনা ও ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন তিন অক্ষৌহিণী পাণ্ডব সেনা লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দুই দিবস ঐ মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। পরিশেষে মহাবীর কর্ণ বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় অর্জ্জুনের হস্তে নিপাতিত হইলেন। মহাবীর কর্ণ সমরে নিপাতিত হইলে, কৌরবগণ নিতান্ত উৎসাহশূন্য ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে হতাবশিষ্ট তিন অক্ষৌহিণী সেনার আধিপত্যে স্থাপন করিলেন। পাণ্ডবেরাও স্বপক্ষীয় বহুসংখ্য বীর নিহত হওয়াতে নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে হতাবশিষ্ট এক অক্ষৌহিণী সেনার আধিপত্য প্রদান পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সহিত মদ্ররাজের অর্দ্ধ দিবসমাত্র সংগ্রাম হইয়াছিল। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ সংগ্রামস্থলে ভীষণ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মদ্ররাজকে নিহত করিলেন। মদ্ররাজের নিধনের পর মহাবীর সহদেব জ্ঞাতিবিচ্ছেদের অদ্বিতীয় কারণ দুষ্ট শকুনিকে বিনষ্ট করেন।

শকুনি শরশয্যায় শয়ন করিলে, মহারাজ দুর্য্যোধন নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া গদাগ্রহণ পূর্ব্বক রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত ও দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কুরুরাজকে অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই হ্রদমধ্যে নিরীক্ষণ করিলেন এবং পাণ্ডবেরা হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সেই হ্রদ পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। পরিশেষে রাজা দুর্য্যোধন ভীমের বাক্যবাণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া গদাহস্তে সেই হ্রদমধ্য হইতে যুদ্ধার্থ উত্থিত হইলেন। তখন মহাবীর ভীম অন্যান্য ভূপালগণের সমক্ষে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক গদাযুদ্ধে তাঁহাকে সংহার করিলেন। ঐ দিন রজনীযোগে হতাবশিষ্ট পাণ্ডব সৈন্যগণ শিবিরমধ্যে নিদ্রিত হইয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবধ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সেই অবস্থায় বিনাশ করেন।

এক্ষণে পাণ্ডবগণের পুত্র, মিত্র ও সৈন্যসমুদায় নিহত হইয়াছে; কেবল তাঁহারা পাঁচ জন, যুযুধান ও আমি আমরা এই কএক ব্যক্তিমাত্র অবশিষ্ট আছি। আর কৌরবপক্ষে অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা এই তিন জন জীবিত আছেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসুও পাণ্ডবগণের আশ্রয়লাভ করিয়াছিল বলিয়া সমর হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। বিদুর ও সঞ্জয় দুর্য্যোধনের নিধনানন্তর ধর্ম্মরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হে তাত! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের অষ্টাদশ দিবস ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে যে সমুদায় ভূপতি নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে স্বর্গলাভ করিয়া সুখে অবস্থান করিতেছেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে পিতার নিকট সমুদায় ভারতযুদ্ধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু পাছে তিনি দৌহিত্রবধ শ্রবণ করিয়া দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত হন, এই ভয়ে অভিমন্যুর বধ-

বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন না। ঐ সময় অভিমন্যুজননী সুভদ্রা তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি পুত্রের নিধনবৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল না দেখিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাত! তুমি আমার অভিমন্যুর নিধনবিষয় কীর্ত্তন করিলে না কেন? বসুদেবনন্দিনী এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা বসুদেব কন্যাকে ধরাশায়িনী দেখিয়া দৌহিত্রশোকে নিতান্ত কাতর ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি সত্যবাদী হইয়াও কি নিমিত্ত অভিমন্যুর বধ কীর্ত্তন করিলে না? যাহা হউক, এক্ষণে সুভদ্রানন্দনের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে; অতএব তুমি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। শত্রুগণ আমার দৌহিত্রকে কিরূপে সংহার করিল। হায়! যখন অভিমন্যুকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, কালপূর্ণ না হইলে কাহারও মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার প্রিয় অভিমন্যু মৃত্যুসময়ে সংগ্রামমধ্যে তাহার জননী সুভদ্রা এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়া কি কথা কহিয়া ছিল? সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া ত শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হয় নাই? মরণকালে তাহার মুখমণ্ডল নিতান্ত বিকৃত হইয়াছিল? যে মহাতেজা অভিমন্যু বিনীতভাবে আমার নিকট আত্মপরাক্রমের শ্লাঘা করিত, যে সর্ব্বদাই আমার নিকট ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিত। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি মহাবীরগণ অন্যায় যুদ্ধে ত সেই বালককে বিনাশ করেন নাই?

মহাত্মা বসুদেব দৌহিত্রশোকে এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিলে, ভগবান্ হৃষীকেশ দুঃখিত মনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! অভিমন্যু সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কখন পলায়ন করে নাই। তাহার মুখ সততই অবিকৃত ছিল। সেই মহাবীর সংগ্রামে অসংখ্য ভূপতিকে নিপাতিত করিয়াছে। যদি এক এক বীর তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে সে কখনই পরাজিত হইত না। বজ্রধারী ইন্দ্রও একাকী যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অর্জ্জুন আমার উপদেশানুসারে সংশপ্তকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, দ্রোণ প্রভৃতি সপ্ত রথী ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বালক সুভদ্রানন্দনের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন পূর্ব্বক এক কালে তাহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। তাহাতেই দুঃশাসন তনয় তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। আপনার সেই প্রিয় দৌহিত্র যখন সমরে অসংখ্য শত্রুকে নিপাতিত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহার স্বর্গলাভ হইয়াছে; অতএব তাহার নিমিত্ত শোক করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মারা কদাচ শোক মোহের বশীভূত হয় না। মহাবীর অভিমন্যু মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী দ্রোণ-কর্ণপ্রভৃতি বীরগণের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ

করিয়াছিল, সুতরাং তাহার যে বীরগতি লাভ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করুন।

ঐ মহাবীর সমরশয্যায় শয়ন করিলে, ভগিনী সুভদ্রা, পুত্র শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অন্যান্য কৌরবকুলকামিনীগণের সহিত রণস্থলে গমন পূর্ব্বক উহার মৃতদেহ ক্রোড়ে সংস্থাপন করিয়া কুররীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রুপদ-নন্দিনী তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যে! এক্ষণে পুত্রগণ কোথায়? তাহাদিগকে দর্শন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাস হইয়াছে। দ্রৌপদী এই কথা কহিবামাত্র সমুদায় কুরুবনিতা ভুজ দ্বারা তাঁহাকে ধারণ পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুভদ্রা উত্ত-রাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তোমার ভর্ত্তা কোথায় তুমি অবি-লম্বে তাহার নিকট আমার আগমন বার্ত্তা কীর্ত্তন কর। বৎস অভিমন্যু প্রতিদিন আমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র গৃহ হইতে বহির্গত হইত, আজি কি নিমিত্ত আগমন করিতেছে না। হা বৎস! তুমি যুদ্ধার্থী হইয়া এই স্থানে আগমন করিলে, তোমার মহারথ মাতুলগণ বারংবার তোমাকে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তুমি প্রতি-দিন আমার নিকট সমুদায় যুদ্ধবৃত্তান্ত আনু-পূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতে; কিন্তু আজি আমাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়াও উত্তর প্রদান করিতেছ না কেন? এই বলিয়া সুভদ্রা শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন।

তখন পাণ্ডবজননী কুন্তী সুভদ্রাকে আর্ত্ত-স্বরে রোদন করিতে দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! বাসুদেব, সাত্যকি ও অর্জ্জুন অভিমন্যুকে জীবিত রাখিতে যথা-সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। মনুষ্যমাত্রকেই মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইতে হয়। অতএব তুমি পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না। তোমার পুত্র সংগ্রামে দেহত্যাগ করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছে। মহাত্মা ক্ষত্রিয়-দিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পুত্র শোকে এরূপ ব্যাকুল হওয়া তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। তোমার বধূ উত্তরা গর্ভবতী হইয়া-ছেন, ইনি অবিলম্বেই এক সুকুমার নব-কুমার প্রসব করিবেন।

মহানুভবা কুন্তী সুভদ্রাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া শোকসংবরণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর শ্রাদ্ধবিধি সমাপন এবং যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেবের বাক্যানু-সারে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ রত্ন ও অসংখ্য ধেনু দান করিলেন। তৎপরে তিনি বিরাট-দুহিতা উত্তরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি পতির নিমিত্ত আর শোক করিও না। এক্ষণে গর্ভস্থ বালককে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যশঃস্বিনী কুন্তী এই বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করি-লেন। তৎপরে আমি তাঁহার আজ্ঞানু-সারে সুভদ্রার সহিত এই স্থানে সমুপস্থিত

হইয়াছি। এই আমি আপনার নিকট অভিমন্যুর নিধনবৃত্তান্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি শোক সংবরণ করিয়া মন স্থির করুন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ভগবান্ হৃষীকেশ এইরূপে অভিমন্যু-বধের আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, মহাত্মা বসুদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণে শোক পরিত্যাগ করিয়া দৌহিত্রের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও পিতার প্রিয়পাত্র স্বীয় ভাগিনেয়ের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অত্যুৎকৃষ্ট বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করাইয়া বস্ত্র ও অভি-লষিত ধন প্রদান করিতে লাগিলেন। সুবর্ণ, গাভী, শয়নীয় ও পরিধেয় বস্ত্রাদি লাভ হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া "আপনার ঐশ্বর্য্য সমধিক পরিবর্দ্ধিত হউক" বলিয়া বাসুদেবকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বলদেব সাত্যকি ও সত্যক ইঁহারা সকলেই অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ সমাপন পূর্ব্বক দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন।

এ দিকে হস্তিনানগরে পাণ্ডবগণও অভি-মন্যু বিয়োগজনিত শোকে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। বিরাটনন্দিনী উত্তরা স্বামিশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া বহুদিন অনাহারে কালাতিপাত করাতে তাঁহার গর্ভ-স্থিত বালকের বিঘ্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভা-বনা হইল। তখন মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয় জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে ঐ বৃত্তান্ত সবিশেষ অব-গত হইয়া হস্তিনানগরে আগমন পূর্ব্বক কুন্তীকে সান্ত্বনা করিয়া উত্তরাকে কহি-লেন, ভদ্রে! শোক পরিত্যাগ কর। ভগ-বান্ বাসুদেবের প্রভাবে এবং আমার বাক্যা-নুসারে তুমি অচিরাৎ পুত্রমুখ নিরীক্ষণে সমর্থ হইবে। তোমার ঐ পুত্র পাণ্ডব-দিগের পরলোক গমনের পর অনায়াসে পৃথিবী প্রতিপালন করিবে।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উত্তরাকে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! অচিরাৎ তোমার এক পৌত্র জন্মিবে। উহার প্রভাবে এই সসাগরা ধরিত্রী ধর্ম্মানুসারে রক্ষিত হইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে শোক পরিত্যাগ কর। আমি যাহা কহিলাম, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। পূর্ব্বে বৃষ্ণিবীর মহাত্মা মধু-সূদনও তোমাকে এই কথা কহিয়াছিলেন, তাঁহার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। বিশেষতঃ মহাবীর অভিমন্যু নিশ্চয়ই দেব-গণসেবিত অক্ষয়লোকে গমন করিয়াছে। সুতরাং তাহার নিমিত্ত তোমার ও অন্যান্য কৌরবগণের শোক করা কখনই বিধেয় নহে।

মহর্ষি বেদব্যাস ধনঞ্জয়কে এইরূপ সান্ত্বনা করিলে, তিনি শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্ত হইলেন। তখন মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের আদেশ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করি-লেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও তাঁহার আদেশা-

নুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানোপযোগী ধন আহরণার্থ একান্ত সমুৎসুক হইলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? মরুত্ত রাজা ভূগর্ভে যে অর্থরাশি নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বা কিরূপে উঁহার হস্তগত হইল? তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্যাসদেব প্রস্থান করিলে পর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! আমাদিগের পরম হিতৈষী অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব আমাদিগের পরম গুরু ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস ও পিতামহ ভীষ্ম যাহা কহিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই শ্রবণ করিয়াছ। এক্ষণে তাঁহাদের বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। উহা করিলে উত্তরকালে আমাদিগের সকলেরই মঙ্গললাভ হইবে। ব্রহ্মবেত্তা বেদব্যাস যাহা করিয়াছেন তাহাতে মঙ্গললাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তিনি এই পৃথিবী ক্ষীণরত্না দেখিয়া আমাদিগকে মরুত্ত রাজার সঞ্চিত ধন আহরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। যদি তোমরা সেই ধন আহরণ করিতে সমর্থ ও সম্মত হও, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। এক্ষণে ভীমের এ বিষয়ে মত কি; উনি তাহা ব্যক্ত করুন।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবীর বৃকোদর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, উহা আমার অভিমত। যদি আমরা সেই মরুত্তরাজার নিহিত ধনলাভে সমর্থ হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবান্ ভূতভাবন ও তাঁহার অনুচরগণকে প্রসন্ন করিয়া সেই ধন আনয়ন করিব। যে সকল ভীষণমূর্ত্তি কিন্নর ঐ ধন রক্ষা করিতেছে, ভগবান বৃষধ্বজ পরিতুষ্ট হইলে তাহারা অবশ্যই আমাদের আয়ত্ত হইবে।

মহাবীর ভীমসেন এইরূপে মরুত্তনিহিত অর্থ আনয়নে সম্মতি প্রকাশ করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই প্রীত হইলেন। অর্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও ভীমসেনের সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ সকলে রত্নাহরণ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া শুভদিনে শুভনক্ষত্রে সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণও আদেশ প্রাপ্তিমাত্র অবিলম্বে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। অনন্তর পাণ্ডুতনয়গণ, ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসুকে রাজ্যরক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন, মোদক পায়স ও মাংসনির্ম্মিত পিষ্টক দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা সমাধান, সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ এবং শোক-

সন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও পৃথার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অর্থ আনয়নার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ ও নাগরিক লোক সমুদায় পরম আহ্লাদে উঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

এইরূপে পাণ্ডবগণ কিরণজালমণ্ডিত আদিত্যগণের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে পুর হইতে বহির্গত হইয়া রথ নির্ঘোষে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করিয়া, পরমানন্দে হিমালয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সূত, মাগধ ও বন্দিগণ স্তুতিবাদ করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মস্তকে শ্বেত ছত্র সুশোভিত হওয়াতে তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন; অনুযাত্রিকগণ পুলোকিত হইয়া মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল এবং সৈনিকগণের কোলাহলে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে অসংখ্য সরোবর, নদী, বন ও উপবন অতিক্রম পূর্ব্বক সেই সুবর্ণরাশিসম্পন্ন পর্ব্বতের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তপোবলসমন্বিত ব্রাহ্মণগণ ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী পুরোহিত ধৌম্যকে অগ্রসর করিয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে উহাতে আরোহণ ও শিবির সংস্থাপন করিলেন। তখন মহর্ষি ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সেই শিবিরে শান্তিকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক রাজা অমাত্য ও সৈনিকগণের যথোচিত বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া আপনারা যথাস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে মদোন্মত্ত মাতঙ্গদিগের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র শিবির সন্নিবেশিত হইল।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়গণ! আমাদের এ স্থানে অধিককাল বাস করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব আপনারা অবিলম্বে দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করিবার এক শুভনক্ষত্রযুক্ত পবিত্র দিন নিরূপণ করুন। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, তাঁহার হিতচিকীর্ষু ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আজি অতি উত্তম দিন। অতএব আজি আমরা সলিল পান করিয়া অবস্থান করি; আপনারাও উপবাসী থাকুন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের বাক্যানুসারে সেই দিন উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক বিপ্রগণের শাস্ত্রীয় আলাপ শ্রবণ করিতে করিতে রজনী অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বিভাবরী প্রভাত হইবামাত্র ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে ভগবান্ ভূতনাথকে পূজোপকরণ প্রদান পূর্ব্বক স্বার্থসাধন বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ এই কথা

কহিলে, মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহাদেবের অর্চ্চনার্থ উপকরণ সামগ্রীসমুদায় আহরণ করিলেন। তখন বেদপারদর্শী পুরোহিত ধৌম্য যথাবিধি হুতাশনে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক চরু প্রস্তুত করিয়া সেই মন্ত্রপূতচরু এবং বিবিধ বিচিত্র পুষ্প, মোদক, পায়স ও মাংস দ্বারা প্রথমত মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিলেন। তৎপরে ভূতগণ, যক্ষেন্দ্র কুবের, মণিভদ্র এবং অন্যান্য ভূপতি ও যক্ষপতিদিগকে কৃশর, মাংস, তিল ও বহুকলসপরিপূর্ণ ওদন প্রদত্ত হইল। পরিশেষে রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র গাভী প্রদান করিয়া নিশাচরদিগকে বলিপ্রদান করিতে আদেশ করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ভূতনাথের সেই আবাসস্থান ধূপ ও নানাজাতীয় পুষ্পের গন্ধে পরিপূরিত হইয়া অতি মনোহর শোভা ধারণ করিল।

এইরূপে ভগবান্ রুদ্রদেব ও অন্যান্য গণপতিদিগের পূজা সমাপন হইলে ধর্ম্মরাজ গন্ধাদি পূজোপকরণ লইয়া, যে স্থানে স্বীয় অভিলষিত অর্থরাশি নিহিত ছিল অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে বিচিত্র পুষ্প, অপূপ ও কৃশর প্রদান পুরঃসর ধনাধ্যক্ষ কুবের এবং শঙ্খাদি নিধি ও নিধিপালদিগের পূজা সমাধান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। তখন দ্বিজাতিগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ভৃত্যগণকে সেই প্রদেশ খনন করিতে অনুমতি করিলেন। ভৃত্যগণও তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র খনন করিতে আরম্ভ করিল। উহারা কিয়ৎক্ষণমাত্র ঐ প্রদেশ খনন করিলেই উহা হইতে সুবর্ণময় বহুবিধ বৃহৎভাণ্ড, ক্ষুদ্রভাণ্ড, ভৃঙ্গার, কটাহ, কলস শরাব ও অন্যান্য অসংখ্য বিচিত্রপাত্র সমুদ্ধৃত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনা হইতে আগমন করিবার সময় মনোরক্ষণোপযোগী সম্পুক প্রভৃতি বিবিধ পাত্র এবং অর্থ বহনের নিমিত্ত ষষ্টি লক্ষ উষ্ট্র, একশত বিংশতি লক্ষ ঘোটক, এক লক্ষ হস্তী, এক লক্ষ রথ, এক লক্ষ শকট, এক লক্ষ হস্তিনী, অসংখ্য মনুষ্য ও বহু সংখ্যক গর্দ্দভ আনয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই সমুদায় পাত্রে সেই সুবর্ণরাশি সংস্থাপন করিয়া বাহনগণের উপর সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন প্রত্যেক উষ্ট্রে অষ্টসহস্র, প্রত্যেক শকটে ষোড়শ সহস্র ও প্রত্যেক গজে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র সুবর্ণপরিমিত ভার এবং ঘোটক গর্দ্দভ ও মনুষ্যদিগের উপর যথাযোগ্য ভার সন্নিবেশিত হইল। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপে সেই বিপুল সম্পত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশানুসারে পুরোহিতকে অগ্রে লইয়া হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে বাহনগণ গুরুভারে আক্রান্ত হওয়াতে তিনি প্রতিদিন দুই ক্রোশের অধিক পথ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় উপস্থিত জানিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক ঐ যজ্ঞের সাহায্য এবং দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা ও অন্যান্য অনাথা ক্ষত্রিয়কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত বলদেবকে অগ্রসর করিয়া সুভদ্রা এবং প্রদ্যুম্ন, যুযুধান, চারুদেষ্ণ, শাম্বগদ, কৃতবর্ম্মা, সারণ, নিশঠ ও উল্মুখ প্রভৃতি বীরগণের সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুর ও যুযুৎসু যদুবীরদিগকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিলেন। তাঁহারাও পূজিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন।

বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা উপবেশন করিবামাত্র আপনার পিতা মহারাজ পরিক্ষিৎ নিশ্চেষ্ট শবরূপে উত্তরার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঐ সময়ে অন্তঃপুরস্থ লোকসমুদায় উত্তরার পুত্র হইয়াছে দেখিয়া প্রথমতঃ পুলকিতচিত্তে হর্ষসূচক শব্দ করিয়া উঠিল; কিন্তু অবিলম্বেই উহারা সেই পুত্রকে মৃত দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন মহাত্মা বাসুদেব নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে যুযুৎসুর সহিত সত্বরে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহানুভাবা কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কুরুবনিতাদিগের সমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র আগমন করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব তাহাদিগকে তদবস্থ দর্শন করিবামাত্র সত্বরে তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কুন্তী বাসুদেবের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমাদিগের পরম গতি; তোমার প্রভাবেই এই কুল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক্ষণে তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর পুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রভাবে গতজীবিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, ইহাকে জীবিত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি পূর্ব্বে ইহার জীবন দান করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; অতএব সম্প্রতি সেই প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া আমাকে ও আমার পুত্রগণকে রক্ষা কর। আমরা এই বালকের আশাতেই জীবিত রহিয়াছি, এই বালক আমার পতি ও শ্বশুর এবং তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর জলপিণ্ডের স্থল। অতএব আজি ইহাকে জীবিত করিয়া অভিমন্যুর প্রেতত্বমুক্তির উপায়বিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অভিমন্যু উত্তরাকে কহিয়াছিল, প্রিয়ে! তোমার গর্ভজাতপুত্র মাতুলালয়ে গমন পূর্ব্বক বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের নিকট ধনুর্ব্বেদ ও বিবিধ নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যার পর নাই প্রতাপশালী হইবে, সন্দেহ নাই। তোমার ভাগিনেয়বধূ উত্তরা সর্ব্বদা অভিমন্যুর ঐ কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা বিনীতভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এই বালকের জীবনদান করিয়া কুরুবংশ রক্ষা কর। এই বলিয়া কুন্তী ও

অন্যান্য কুরুবনিতাগণ শোকাকুলিতচিত্তে হাহাকার করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইয়া পুনঃপুনঃ তাঁহার নিকট বালকের জীবন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব কুন্তীকে ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর বসুদেবনন্দিনী সুভদ্রা একান্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! এই দেখ, আজি অর্জ্জুনের পৌত্র ও অন্যান্য কৌরবগণের ন্যায় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা ভীমসেনের নিমিত্ত যে ঈষীকাস্ত্র উদ্যত করিয়াছিলেন, আজি সেই ঈষীকা উত্তরার, অর্জ্জুনের ও আমার উপর নিপতিত হইল। হায়! আজি আমি অভিমন্যুর পুত্রকেও নিহত দেখিলাম। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই অভিমন্যুকে যাহার পর নাই স্নেহ করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা সেই অভিমন্যুর মৃতপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া কি বলিবেন! আর অভিমন্যুর পুত্রকে মৃত নিরীক্ষণ করা তোমারও অল্প কষ্টের বিষয় নহে। হায়! আজি দ্রোণপুত্রের প্রভাবে পাণ্ডবগণকে নিতান্ত অবসন্ন হইতে হইল। হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমি দ্রৌপদী ও আর্য্যা কুন্তী আমরা সকলে অবনতমস্তকে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি একবার আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর। পূর্ব্বে অশ্বত্থামা ঈষীকাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডবকুলকামিনীগণের গর্ভস্থ সন্তানদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলে যে, হে নরাধম ব্রাহ্মণাপসদ! তোমার অভিলাষ কখনই পূর্ণ হইবে না। আমি উত্তরার গর্ভস্থ অভিমন্যুর পুত্রকে নিশ্চয়ই সঞ্জীবিত করিব। হে মাধব! আমি তোমার পরাক্রম বিলক্ষণ অবগত আছি। এক্ষণে তোমার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া অভিমন্যুতনয়কে জীবিত কর। যদি তুমি আজি সেই পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। যদি তুমি জীবিত থাকিতে উত্তরার তনয় পুনরুজ্জীবিত না হয়, তাহা হইলে তোমা হইতে আমার আর কি উপকার হইবে। অতএব জলধর যেরূপ বারিবর্ষণ করিয়া শস্যের জীবন দান করে, তদ্রূপ তুমি আজি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর মৃতপুত্রকে জীবন প্রদান কর। তুমি ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদী ও সত্যপরাক্রম, অতএব সত্য প্রতিপালন করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুমি মনে করিলে ত্রিলোকের জীবন প্রদান করিতে পার; অতএব মৃত ভাগিনেয় পুত্রের জীবন প্রদান করিবে তাহার আর বিচিত্র কি! আমি তোমার মাহাত্ম্য উত্তমরূপে অবগত আছি, এই নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ

কর। ও এই পুত্রহীনা ভগিনীর প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের কুল রক্ষা কর।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

মনস্বিনী সুভদ্রা এইরূপে করুণস্বরে বিলাপ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অভিমন্যুর মৃতপুত্রকে জীবিত করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন তাঁহার সেই অমৃতময় বাক্য শ্রবণে অন্তঃপুরস্থ লোকসমুদায়ের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ অবিলম্বে অভিমন্যুতনয়ের জন্মভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঐ গৃহ বিবিধ মাল্য দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চিত হইয়াছে; উহার চতুর্দ্দিকে পূর্ণকুম্ভ, ঘৃত, তিন্দুক-কাষ্ঠের অঙ্গার, সর্ষপ ও শাণিত অস্ত্র প্রভৃতি রক্ষোঘ্ন দ্রব্য সমুদায় বিকীর্ণ রহিয়াছে, স্থানে স্থানে হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে এবং বৃদ্ধনারী ও চিকিৎসানিপুণ বৈদ্যগণ তথায় অবস্থান করিতেছেন। বাসুদেব ঐ গৃহের ঐ রূপ যথোচিত সজ্জা দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদী সত্বরে বিরাটতনয়া উত্তরার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! এই দেখ, তোমার শ্বশুর অচিন্ত্যাত্মা অপরাজিত ভগবান্ মধুসূদন তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছেন। যাজ্ঞসেনী এই কথা কহিবামাত্র বাষ্পাকুল-লোচনা বিরাটনন্দিনী উত্তরা অশ্রু সংবরণ করিয়া বস্ত্রাবৃত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন পূর্ব্বক করুণস্বরে কহিলেন, ভগবন্! কেবল আমার পতি অভিমন্যু যে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছেন এরূপ নহে, আজি আমাকেও এই পুত্রশোকে তাঁহার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইল। এক্ষণে আমি বারংবার আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার এই ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ কুমারকে জীবিত করুন। যদি পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ, ভীমসেন বা আপনি অশ্বত্থামাকে কহিতেন যে, এই ঈষিকা দ্বারা উত্তরার প্রাণনাশ হউক, তাহা হইলে আমার প্রাণ-বিয়োগই হইত, কিন্তু আমাকে কখনই এরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। হায়! ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আমার এই গর্ভস্থ বালককে নিপাতিত করিয়া ব্রাহ্মণাধম দুর্বুদ্ধি অশ্বত্থামার কি ফল লাভ হইল। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। যদি আপনি আমার পুত্রকে পুনর্জীবিত না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি এই কুমারে যাহা যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, দ্রোণপুত্র তৎসমুদায়ই উচ্ছিন্ন করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে আমার আর জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? আমি মনে করিয়াছিলাম যে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে আপনার চরণে প্রণিপাত করাইব; কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ফলত আমার মনে যে সমুদায় আশা ছিল মৃতপুত্র নিরীক্ষণে তৎসমুদায়ই এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনি একবার আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র

নিপাতিত পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই পুত্র ইহার পিতার ন্যায় নৃশংস ও কৃতঘ্ন। তাহা না হইলে আজি এই পাণ্ডবকুলের বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিল কেন? হায়! আমার তুল্য জীবিতপ্রিয় নৃশংস রমণী আর কেহই নাই। আমার পতি অভিমন্যু সংগ্রামশায়ী হইলে আমি অচিরাৎ তাঁহার অনুগামিনী হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাহা পূর্ণ করিলাম না! এক্ষণে আমি দেহত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে কি বলিবেন!

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

পুত্রশোকাকুলা উত্তরা এইরূপে উন্মত্তার ন্যায় করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন তত্রত্য যাবতীয় কৌরবরমণী তাঁহাকে শোকসন্তপ্ত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের সমুদায় গৃহ একবারে আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিরাটকুমারী উত্তরা পুনরায় সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা অভিমন্যুর পুত্র। তোমাতে ত অধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। তবে আজি তুমি কি নিমিত্ত ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন করিয়াও ইঁহাকে অভিবাদন করিতেছ না? এক্ষণে তুমি তোমার পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিবে, "পিতঃ! কাল পরিপূর্ণ না হইলে কাহারও মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা নাই, এই নিমিত্তই আমার জননী উত্তরা মৃত্যুকে প্রার্থনীয় জ্ঞান করিয়াও আপনার ও আমার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে দীনভাবে জীবনধারণ করিতেছেন।" অথবা তোমার ওকথা কহিবার প্রয়োজন নাই। আজি আমি ধর্ম্মরাজের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক বিষভোজন বা হুতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। হায়! আমার হৃদয় কি কঠিন! এক্ষণে পতি ও পুত্র উভয়ের বিরহেও উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না। হা পুত্র! তুমি একবার গাত্রোত্থান কর। তোমার প্রপিতামহী কুন্তী, পিতামহী পাঞ্চালী ও সুভদ্রা এবং জননী আমি আমরা সকলেই তোমার শোকে ব্যাধবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি। ঐ তোমার পিতামহসখা ভগবান্ বাসুদেব তোমার সম্মুখে সমুপস্থিত রহিয়াছেন। তুমি গাত্রোত্থান করিয়া উঁহার মুখকমল দর্শন কর। বিরাটকুমারী উত্তরা এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনর্ব্বার ধরাতলে নিপতিত হইলে কৌরব বনিতারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিলেন। তখন উত্তরা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে ভূমিষ্ট হইয়া বারংবার বাসুদেবকে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন।

বিরাটতনয়া এইরূপ বহুক্ষণ বিলাপ করিলে মহাত্মা বাসুদেব কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আচমন পূর্ব্বক সেই দ্রোণপুত্রনিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিসংহার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উত্তরাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে!

আমাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিও না। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। এই দেখ আমি সর্ব্বসমক্ষে তোমার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি। ভগবান্ বাসুদেব উত্তরাকে এই কথা কহিয়া সর্ব্বসমক্ষে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন যে "আমি কদাপি যুদ্ধ হইতে প্রতি নিবৃত্ত হই নাই; সত্য ও ধর্ম্ম আমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; আমি ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের প্রতি সতত ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি; প্রিয়সুহৃৎ অর্জ্জুনের সহিত আমার কদাপি বিরোধ হয় নাই এবং আমি ধর্ম্মানুসারে কংশ ও কেশীকে নিপাতিত করিয়াছি; অতএব আমার সেই সমুদায় পুণ্যবলে এই অভিমন্যুর মৃতপুত্র অচিরাৎ জীবন লাভ করুক।" মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিবামাত্র সেই উত্তরা-গর্ভ সম্ভূত বালক সচেতন হইয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

এইরূপে ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি-সংহার পূর্ব্বক অভিমন্যুতনয়ের জীবন দান করিলে, ব্রহ্মাস্ত্র প্রজ্বলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিল এবং সেই বালকের তেজঃপ্রভাবে সূতিকাগৃহ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তত্রত্য রাক্ষসগণ অচিরাৎ সেই গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল এবং অন্তরীক্ষ হইতে বাসুদেবের প্রতি বারংবার সাধুবাদ হইতে লাগিল। ঐ সময় উত্তরাগর্ভসম্ভূত বালককে হস্তপদ সঞ্চা-লনাদি কার্য্য করিতে দেখিয়া কুরুকামিনী-গণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা বাসুদেবের আদেশানু-সারে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাই-লেন। জলনিমগ্ন ব্যক্তি নৌকাপ্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয়, তদ্রূপ কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা এবং কৌরব পত্নী-গণ মহাআনন্দিত হইয়া বারংবার কেশবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মল্ল, নট, দৈবজ্ঞ এবং সূত ও মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ কুরুবংশসমুচিত স্তুতিবাদ দ্বারা জনার্দ্দনকে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর উত্তরা যথাকালে উত্থিত হইয়া পুত্রের সহিত মহা আহ্লাদে বাসুদেবকে অভিবাদন করিলেন। তখন মহাত্মা কৃষ্ণ ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণ প্রফুল্লচিত্তে সেই সুকুমার নবকুমারকে বিবিধ মহামূল্য রত্ন প্রদান পূর্ব্বক কহি-লেন, যখন কুল পরিক্ষীণ হইবার সময় এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন ইহার নাম পরিক্ষিত হউক। অনন্তর সেই বালক শুক্ল পক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে হস্তিনানগরস্থ সমুদায় লোকেরই মনঃ আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পিতা জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার এক মাস পরে পাণ্ডবগণ সেই অর্থরাশি সমভিব্যাহারে হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা, পাণ্ডবগণ নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহা-দিগের প্রত্যুদ্গমনার্থ নগর হইতে বহির্গত

হইলেন। বিবিধমাল্য, বিচিত্র পতাকা ও নানাপ্রকার ধ্বজ দ্বারা হস্তিনানগর সমলঙ্কৃত হইল এবং ধনাঢ্যপুরবাসীরা স্ব স্ব গৃহ সমুদায় বিবিধ গৃহসজ্জায় সুসজ্জিত করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বিদুর পাণ্ডবদিগের হিতসাধনার্থ সমুদায় দেবালয়ে পূজা প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। রাজমার্গ সমুদায় বিবিধ বিচিত্র পুষ্প দ্বারা সমলঙ্কৃত হইল। নগরের চতুর্দ্দিক্ সমুদ্রনির্ঘোষের ন্যায় ঘোরতর কোলাহল হইতে লাগিল। বন্দিগণ স্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে গায়কগণ সঙ্গীত ও নর্ত্তকগণ নৃত্য করাতে ঐ নগর অলকাপুরীর ন্যায় শোভমান হইল এবং ইতস্ততঃ পতাকা সমুদায় পবনবেগে পরিচালিত হইয়া যেন কৌরবগণকে দিক্ দর্শন করাইতে লাগিল। ঐ সময় রাজপুরুষগণ রাজ্যমধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আজি সমুদায় রাজ্য রত্নাভরণে বিভূষিত হইবে।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর শত্রুতাপন বাসুদেব অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের সহিত পাণ্ডবদিগের নিকট সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডুতনয়গণ তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাদের সহিত নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সৈন্যগণের পদশব্দ ও রথচক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে ভূমণ্ডল, স্বর্গমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এককালে সমাচ্ছন্ন হইল। পাণ্ডবগণ এইরূপে মহা আহ্লাদে সেই ধনরাশি লইয়া অমাত্য ও সুহৃদ্গণের সহিত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া পরিশেষে গান্ধারী ও কুন্তীকে অভিবাদন এবং বিদুর ও যুযুৎসুকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর অভিমন্যুতনয়ের অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইল। তখন তাঁহারা বাসুদেবের সেই অলৌকিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে সত্যবতীপুত্র মহর্ষি বেদব্যাস হস্তিনানগরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৌরবগণ ও বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা যথানিয়মে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সহিত বিবিধবিষয়ক কথোপকথন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদবলে যে অর্থরাশি আহরণ করিয়াছি, উহা অশ্বমেধযজ্ঞ পর্য্যবসিত করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে। এক্ষণে আপনি ঐ বিষয়ে অনুজ্ঞা করুন। আমরা সকলেই আপনার ও মহাত্মা বাসুদেবের একান্ত অধীন।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, রাজন্! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি অচিরাৎ প্রভূতদক্ষিণ, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সমুদায় পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে; অতএব তুমি

ঐ যজ্ঞ সমাধান করিলে নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হইবে।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞানুষ্ঠানে স্থিরনিশ্চয় হইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! তুমি জন্মগ্রহণ করাতে দেবকী সুসন্তানজননী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আমি তোমাকে যে বিষয়ে অনুমতি করি, তুমি তাহাই সম্পাদন করিয়া থাক। আমি তোমার প্রভাবেই এই রাজ্যাদি বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতেছি। তুমিই স্বীয় পরাক্রম ও বুদ্ধিকৌশলে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি স্বয়ং যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি আমাদিগের পরম গুরু। তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই আমি নিষ্পাপ হইব। তুমিই যজ্ঞ, তুমিই পরব্রহ্ম, তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই প্রজাপতি এবং তুমিই সমুদায় জীবের একমাত্র গতি। এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আপনি নিতান্ত সৎ-স্বভাবাপন্ন ও বিনয়ী বলিয়াই আমাকে প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু আমার মতে আপনিই সর্ব্বভূতের একমাত্র গতি। আপনি ধর্ম্মপ্রভাবে কৌরবদিগের মধ্যে বিরাজিত হইয়াছেন। আপনার অশেষবিধ গুণদ্বারাই আমি গুণবান্ হইয়াছি। আপনি আমাদিগের রাজা ও গুরু। এক্ষণে আপনিই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া আপনার যে বিষয়ে অভিরুচি হয়, আমাকে নিয়োগ করুন। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, আপনি আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, আমি তাহাই নির্ব্বাহ করিব। আপনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহাদিগের সকলেরই যজ্ঞানুষ্ঠান করা হইবে।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বাসুদেব এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রকৃতকাল বিবেচনা করিয়া আমাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করুন। আমার যজ্ঞ আপনারই আয়ত্ত।

বেদব্যাস কহিলেন, রাজন্! যে সময়ে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, পৈল, যাজ্ঞবল্ক্য ও আমি, আমরা তিন জনে নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব। চৈত্র পৌর্ণমাসীতে তোমাকে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হইবে। অতএব তুমি এক্ষণে যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদায় আহরণ এবং অশ্ববিদ্যাবিশারদ সারথি ও ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞীয় অশ্ব পরীক্ষা করিতে আদেশ কর। ঐ অশ্ব শাস্ত্রানুসারে উন্মুক্ত হইয়া সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তোমার প্রদীপ্ত যশঃশশাঙ্কের জ্যোতি বিস্তার করিয়া প্রত্যাগমন করিব।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার আদেশানুসারে সমুদায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমুদায় যজ্ঞীয় সামগ্রী সমাহৃত হইলে, তিনি বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিলেন, ভগবন্! যজ্ঞীয় উপকরণ সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে। তখন মহর্ষি কহিলেন, আমরাও যথাকালে তোমাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছি। এক্ষণে ঐ যজ্ঞে কূর্চ্চ প্রভৃতি আর আর যে সমুদায় দ্রব্যের আবশ্যক হইবে তুমি তৎসমুদায় সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করাও। অদ্যই তোমাকে শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অশ্ব উন্মুক্ত করিতে হইবে। ঐ অশ্ব যেন সুরক্ষিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করে।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ সেই অশ্বকে কি রূপে উন্মুক্ত করিতে হইবে এবং তুরঙ্গম পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলে কে তাহাকে রক্ষা করিবে আপনি তদ্বিষয়ে আদেশ করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! ভীমসেনের কনিষ্ঠ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, আজানুলম্বিতবাহু অভিমন্যুর পিতা নিবাতকবচান্তক মহাবীর অর্জ্জুনই ঐ অশ্বকে রক্ষা করিবেন। তিনি অনায়াসে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিতে পারেন। তাঁহার নিকট দিব্য অস্ত্রশস্ত্র দিব্য শরাসন ও দিব্য তূণীর বিদ্যমান আছে। তিনি ধার্ম্মিক ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী; অতএব তাঁহারই উপর এই গুরুতরভার সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। ভীমসেন ও নকুল ইঁহারাও পরম তেজস্বী ও অমিতপরাক্রমশালী; অতএব ঐ বীরদ্বয় রাজ্য প্রতিপালন করুন এবং সহদেব কুটুম্বগণের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হউন। মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে, মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাত! তুমি এই যজ্ঞীয় অশ্বের প্রতিপালনে নিযুক্ত হও। তুমি ভিন্ন আর কেহই এই অশ্বরক্ষায় সমর্থ নহে। যে যে ভূপতি তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন, তুমি সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ না করিবার চেষ্টা এবং তাঁহাদের নিকট আমার এই যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তন করিও। অতঃপর তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে অশ্ব লইয়া আগমন কর।

রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেন ও নকুলের প্রতি রাজ্যভার এবং সহদেবের প্রতি কুটুম্বদিগের তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণ করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর দীক্ষাকাল সমুপস্থিত হইলে, পুরোহিতগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। তখন তিনি ঋত্বিক্গণের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ সুবর্ণমাল্য কৃষ্ণাজিন, দণ্ড ও ক্ষৌমবস্ত্র ধারণ করাতে তাঁহাকে যজ্ঞদীক্ষিত প্রজাপতির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার ঋত্বিক্গণ ও মহাবীর অর্জ্জুনও তাঁহার তুল্য বেশ ভূষা ধারণ করিয়া হুত হুতাশনের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাত্মা বেদব্যাস শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

তখন অর্জ্জুন অশ্বের অনুগমনে উদ্যত হইয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অশ্ব! তোমার মঙ্গললাভ হউক, তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর; অচিরাৎ এইস্থানে প্রত্যাগমন করিও। মহাবীর ধনঞ্জয় এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে অঙ্গুলিত্র ধারণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব শরাসন কম্পিত করিয়া মহাহ্লাদে সেই অশ্বের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হস্তিনানগরস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ও অর্জ্জুনকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিল। তাহাদিগের গাত্র সম্মর্দ্দে দারুণ উত্তাপ সমুত্থিত এবং কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় উহারা "ঐ অশ্ব গমন করিতেছে, ঐ ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন; মহাবীর অর্জ্জুন ঘোটকের সহিত নির্ব্বিঘ্নে গমন ও প্রত্যাগমন করুন" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ কহিল, অত্যন্ত জনতা হওয়াতে আমরা অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইতেছি না; উঁহার সর্ব্বলোকবিশ্রুত ভীমনিনাদ গাণ্ডীব শরাসনই আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। পথিমধ্যে উঁহার ও ঐ অশ্বের যেন কোন বিপদ না হয়। উনি নিশ্চয়ই অশ্ব লইয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিবেন, তখন আমরা উঁহাকে দর্শন করিব'।

উদারবুদ্ধি মহাবীর ধনঞ্জয় পুরবাসী স্ত্রী পুরুষদিগের এইরূপ মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের একটী বেদপারদর্শী শিষ্য ধনঞ্জয়ের শান্তিকার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন এবং অন্যান্য বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব প্রথমতঃ উত্তর-দিকে গমন করিয়া অসংখ্য রাজ্য বিমর্দ্দিত করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে গমন করিল। মহাত্মা অর্জ্জুনও ক্রমে ক্রমে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে কত শত নরপতি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কিরাত, যবন, ম্লেচ্ছ ও আর্য্য প্রভৃতি যে সমুদায় ধনুর্দ্ধর পরাজিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে নানাদেশসমাগত নরপতিদিগের সহিত অর্জ্জুনের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ঐ সমুদায় যুদ্ধে কিছুমাত্র ক্লেশভোগ করেন নাই। অতঃপর যে যে যুদ্ধ উভয়পক্ষের সন্তাপকর হইয়াছিল, সেই ঘোরতর সংগ্রাম সমুদায়ের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ত্রিগর্ত্তদেশীয় যে সমুদায় বীর নিহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের মহারথ পুত্রপৌত্রগণ আপনা-দিগের অধিকারমধ্যে পাণ্ডবগণের যজ্ঞীয় অশ্ব সমাগত হইয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র

সকলে সুসজ্জিত হইয়া ঐ অশ্বকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিনয় বাক্যে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্যে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় যখন যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হন, সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত ভূপাতিগণের পুত্রপৌত্রাদিকে বিনাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য স্মরণ হওয়াতে অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তদিগের শরবৃষ্টি সহ্য করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অধার্ম্মিক ত্রিগর্ত্তগণ! তোমরা নিবৃত্ত হও; প্রাণ রক্ষা করাই তোমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প; মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে বারংবার নিবারণ করিলেও ত্রিগর্ত্তগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইল না। তখন অর্জ্জুন শরজাল দ্বারা ত্রিগর্ত্ত-নিপতি সূর্য্যবর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিগর্ত্তগণ রথচক্রের ঘর্ঘরঘোষে দিক্ সমুদায় প্রতিধ্বনিত করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূর্য্যবর্ম্মাও স্বীয় হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি একশত শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় সূর্য্যবর্ম্মার অনুচরগণ অর্জ্জুনের বিনাশ কামনায় তাঁহার প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা সেই সমুদায় শর ছেদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভূতলে নিপতিত করিলেন। অনন্তর সূর্য্যবর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর কেতুধর্ম্মা ভ্রাতার সাহার্য্যার্থ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ ধনঞ্জয় কেতুধর্ম্মাকে সমাগত দেখিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

মহাবীর কেতুধর্ম্মা পার্থশরে নিতান্ত ব্যথিত হইলে মহারথ ধৃতবর্ম্মা রথারূঢ় হইয়া সংগ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক শরজাল দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ঐ বালকের অসামান্য হস্ত লাঘব দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ সময় ধৃতবর্ম্মা যে কোন্ সময়ে শরগ্রহণ, কোন্ সময়ে শর সন্ধান ও কোন্ সময়ে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন তাহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি মনে মনে ধৃতবর্ম্মার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে নিতান্ত বালক দেখিয়া দয়া করিয়া উঁহার প্রাণ সংহার করিলেন না। অনন্তর মহাবীর ধৃতবর্ম্মা অর্জ্জুনের হস্তে এক সুতীক্ষ্ণ শরনিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন ঐ শরে বিদ্ধ হস্ত ও বিমোহিত হওয়াতে তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীব শরাসন ভূতলে নিপতিত হইয়া ইন্দ্র চাপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃতবর্ম্মা আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হস্ত হইতে রুধির মার্জ্জন ও পুনরায় সেই

শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সংগ্রামদর্শক লোক সমুদায় তদ্দর্শনে ঘোরতর কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় ত্রিগর্ত্তদেশীয় অন্যান্য বীরগণ অর্জ্জুনকে কালান্তক যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া ধৃতবর্ম্মার সাহায্যার্থ ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বজ্রতুল্য লৌহনির্ম্মিত শরনিকর দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে অষ্টাদশ যোদ্ধাকে নিহত করিলেন। ঐ অষ্টাদশ যোদ্ধা নিহত হইলে অন্যান্য যোধগণ নিতান্ত ভীত হইয়া সংগ্রাম হইতে নানাদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া পুনরায় তাহাদিগের প্রতি আশীবিষতুল্য শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ত্রিগর্ত্তগণ অর্জ্জুনশরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আজি আমরা আপনার কিঙ্কর হইলাম। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব। ত্রিগর্ত্ত দেশীয় বীরগণ এইরূপে বিনয় প্রকাশ করিলে মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভূপালগণ! তোমরা যখন আমার বশীভূত হইলে, তখন আমি কখনই তোমাদিগকে বিনাশ করিব না। অতঃপর আমাদের আজ্ঞানুসারে তোমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। এই বলিয়া পাণ্ডুনন্দন সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাগ্জ্যোতিষ দেশে সমুপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। তখন ভগদত্তপুত্র মহাবীর বজ্রদত্ত সেই অশ্বকে স্বীয় অধিকার মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়া উহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ব্যাপার দর্শনে অচিরাৎ গাণ্ডীব আস্ফালন পূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিমোহিত করিলেন। তখন মহারাজ বজ্রদত্ত সেই যজ্ঞীয় অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন, কিন্তু ঐরূপে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তখন তিনি পুনর্ব্বার নগরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বর্ম্মধারণ ও এক মত্তমাতঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার মস্তকে শ্বেত ছত্র ধারণ ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে শ্বেত চামর বীজন করিতে করিতে তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিতে লাগিল। মহাবীর বজ্রদত্ত এইরূপে মহারথ অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই পর্ব্বতাকার যুদ্ধদুর্ম্মদ মত্তমাতঙ্গকে তাঁহার অভিমুখে সঞ্চারিত করিলেন। গজরাজ বজ্রদত্তের অঙ্কুশাঘাতে নিপীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে অর্জ্জুনের সমীপে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই নাগেন্দ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া

কোপাবিষ্টচিত্তে ভূতলে অবস্থান পূর্ব্বক বজ্রদত্তের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তখন মহারাজ বজ্রদত্ত নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অনলতুল্য অসংখ্য তোমর পরিত্যাগ করিলেন। ঐ তোমর সমুদায় শলভসমূহের ন্যায় মহাবেগে অর্জ্জুনাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অর্দ্ধপথেই সেই সমুদায় অস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তোমরসমুদায় ছিন্ন হইলে মহাবীর বজ্রদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য স্বর্ণপুঙ্খ শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাতেজাঃ বজ্রদত্ত সেই শরনিকরে বিদ্ধ ও নিতান্ত কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন; কিন্তু ঐ সময় তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল না। তখন তিনি পুনরায় সেই মত্তমাতঙ্গে আরূঢ় হইয়া বিজয় লাভের বাসনায় তাহাকে অর্জ্জুনাভিমুখে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মাতঙ্গের প্রতি আশীবিষসদৃশ ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। গজবর সেই সব্যসাচিনিক্ষিপ্ত শরজালে বিদ্ধ হইয়া শোণিত ক্ষরণ পূর্ব্বক গৈরিকধাতুধারাবর্ষী ভূধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

এইরূপে তিন দিন বজ্রদত্তের সহিত ধনঞ্জয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পরিশেষে চতুর্থ দিন উপস্থিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত বজ্রদত্ত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন! আর অধিকক্ষণ তোমাকে জীবিত থাকিতে হইবে না; আমি অবিলম্বেই তোমাকে নিপাতিত করিয়া তোমার শোণিত দ্বারা পিতার যথাবিধি তর্পণ ক্রিয়া সম্পাদন করিব। তুমি আমার বৃদ্ধ পিতা ভগদত্তকে সংহার করিয়াছ, কিন্তু আজি এই বালকের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এই বলিয়া বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের অভিমুখে হস্তিসঞ্চালন করিলেন। গজবর বজ্রদত্তের অঙ্কুশাঘাতে তাড়িত হইয়া দূর হইতে অর্জ্জুনের উপর মদবারি নিক্ষেপ করিতে করিতে মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডাগ্রবিনির্গত সলিলে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘনির্ম্মুক্ত সলিলশীকরে সমাকীর্ণ নীলপর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই পর্ব্বতাকার গজরাজ মেঘের ন্যায় বারংবার গভীর শব্দ ও নৃত্য করিতে করিতে মহারথ অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইল। গাণ্ডীবধারী মহাবীর ধনঞ্জয় বজ্রদত্তের ভীষণ হস্তীকে সমাগত দেখিয়া কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। ঐ সময় পূর্ব্ববৈর স্মরণ ও কার্য্যে ব্যাঘাত দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্রোধের উদয়

হওয়াতে, তিনি বেলা যেমন সমুদ্রের বেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা সেই ভীষণ বারণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মত্তমাতঙ্গ অর্জ্জুন শরনিকরে সর্ব্বগাত্রে বিদ্ধ হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্লকীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

এইরূপে সেই মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলে মহাবীর বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুনও সুশাণিত শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার বাণ সমুদায় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ সেই বীরদ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম হইল। পরিশেষে মহাবীর বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের প্রতি সেই পর্ব্বতোপম হস্তীকে প্রেরণ করিলেন। ধনঞ্জয় ঐ নাগেন্দ্রকে পুনরায় সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া তাহার প্রতি এক অগ্নিতুল্য নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন গজরাজ সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত নারাচের আঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া বজ্রবিদারিত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

হস্তী ভূতলশায়ী হইলে মহাবীর বজ্রদত্তও তাহার সহিত ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বজ্রদত্ত! তোমার ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। আমার আগমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাকে কহিয়াছিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি সংগ্রামে ভূপতিগণ বা যোদ্ধাদিগকে নিপাতিত না করিয়া বিনয় পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিবে মহাশয়গণ! মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ যজ্ঞে গমন করিবেন।" হে ভগদত্তকুমার! আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেই বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছি বলিয়া এক্ষণে তোমাকে বিনাশ করিব না। তুমি নির্ভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন কর। আগামী চৈত্রী পূর্ণিমাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। তোমাকে ঐ দিবস হস্তিনায় গমন পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিতে হইবে। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, মহারাজ বজ্রদত্ত তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অতঃপর হতাবশিষ্ট সিন্ধু দেশীয় যোধগণের সহিত অর্জ্জুনের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যজ্ঞীয় অশ্ব সিন্ধু দেশে প্রবিষ্ট হইলে মহাবীর অর্জ্জুন ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন সিন্ধুদেশীয় ভূপালগণ অর্জ্জুনকে আপনাদিগের অধিকার মধ্যে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে নির্ভয়চিত্তে নগর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে ধারণ করিলেন। ঐ সময়ে অশ্বরক্ষক মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের অবিদূরে ভূতলে দণ্ডায়মান ছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত রথারূঢ় সৈন্ধব-

গণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিধন ও আপনাদিগের পরাজয় বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক জিগীষু হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া স্ব স্ব নাম গোত্র ও কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় তৎকালে তাঁহাদের উপর একটীও শর নিক্ষেপ করিলেন না। অর্জ্জুন এইরূপে যুদ্ধে অনাস্থা প্রদর্শন করিলেও সৈন্ধবগণ রণে ক্ষান্ত হইলেন না; প্রত্যুত এককালে সহস্র রথ ও অযুত অশ্বদ্বারা পাণ্ডুতনয়কে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মহাহ্লাদে তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় ঐ বীরগণের শর নিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘপরিবৃত সূর্য্য ও পঞ্জরমধ্যগত পক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার গাত্রে অসংখ্য বাণবিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার কষ্টের পরিসীমা রহিল না। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে বাণ বিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত হইলে ত্রিলোক মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। দিবা কর প্রভাশূন্য হইলেন। বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাহু, এককালে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়কেই গ্রাস করিল। উল্কাসমুদায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া সূর্য্যকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। কৈলাস পর্ব্বত কম্পিত হইয়া উঠিল। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও দেবর্ষিগণ দুঃখশোকসমন্বিত ও ভীত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমণ্ডল আকাশ ভেদ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দিক্ সমুদায় ধূমাচ্ছন্ন হইয়া বিপরীত ভাব ধারণ করিল এবং নভোমণ্ডল অকস্মাৎ বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রায়ুধ-সম্বলিত অরুণ বর্ণ মেঘজাল উদিত হইয়া মাংস ও শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইলে মহাত্মা অর্জ্জুন নিতান্ত মোহাক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীব শরাসন ও বলয় ভূমিতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে সিন্ধুদেশীয় মহারথগণ যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবগণ অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও সপ্তর্ষিগণ তাঁহার বিজয় লাভের নিমিত্ত মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবগণ অর্জ্জুনের বলাধানবিষয়ে যত্নবান্ হইলে অচিরাৎ তাঁহার মোহ দূরীভূত হইল। তখন তিনি সেই গাণ্ডীব ধনু গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক বারংবার ভীষণ জ্যাশব্দ করিয়া, পুরন্দর যেমন বারি বর্ষণ করেন, তদ্রূপ সিন্ধুদেশীয় বীরগণের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বীরগণ সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া শলভনিচয়সমাকীর্ণ পাদপ-সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ তাঁহার জ্যাশব্দে নিতান্ত ভীত ও শরাঘাতে একান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুলিত চিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকর দ্বারা তাঁহাদিগকে নিপী-

ড়িত করিয়া সংগ্রাম মধ্যে অলাতচক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার শরনিকরে দিক্ সমুদায় সমাচ্ছন্ন হইল এবং তিনি শরজাল দ্বারা সেই মেঘজালসদৃশ সৈন্য সমুদায়কে বিদারণ পূর্ব্বক শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে সিন্ধুদেশীয় যোধগণকে পরাজিত করিয়া সংগ্রাম স্থলে হিমালয়ের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিত হইলে সৈন্ধবগণ পুনর্ব্বার সুসজ্জিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাত্মা অর্জ্জুন তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সুসজ্জিত ও মৃত্যুমুখে গমনোদ্যত দেখিয়া হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বীরগণ! তোমরা যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া আমাকে পরাজয় করিতে চেষ্টা কর। এক্ষণে তোমাদিগের মহা ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এই আমি তোমাদের শরজাল নিবারণ করিয়া তোমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। তোমরা অনন্যমনে আমার সহিত যুদ্ধ কর; আমি অবিলম্বেই তোমাদিগের দর্প চূর্ণ করিব। মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে সৈন্ধবগণকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আগমন সময়ে মহাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে কহিয়াছিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি বিজিগীষু ক্ষত্রিয়গণকে নিহত না করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবে। এক্ষণে তাঁহার সেই বাক্য রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি এই সমুদায় ক্ষত্রিয়দিগকে বিনষ্ট না করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করি।

ধর্ম্মপরায়ণ ধনঞ্জয় মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সিন্ধুদেশীয় যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরগণকে পুনরায় সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে যোধগণ! আমি তোমাদিগের শ্রেয়োবিধানার্থ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে, আমি কদাচ তাহার হিংসা করিব না। অতএব তোমরা আমার বাক্যানুসারে তোমাদিগকে হিতসাধনে প্রবৃত্ত হও, নতুবা তোমাদিগকে যার পর নাই ভীত ও বিপন্ন হইতে হইবে।

মহাবীর অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, সিন্ধুদেশীয় বীরগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পরাক্রান্ত সৈন্ধবগণ তাঁহার প্রতি অসংখ্য নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই সমুদায় আশীবিষতুল্য তীক্ষ্ণ বাণ অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া প্রত্যেক বীরকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সিন্ধুদেশীয় বীরগণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বধবৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধান্ধ হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি অসংখ্য প্রাস ও শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় ঐ

সমুদায় অস্ত্র অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া সিংহ-নাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নতপর্ব্ব ভল্লাস্ত্র দ্বারা সেই বিজয়াকাঙ্ক্ষী সমাগত বীরগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন কেহ কেহ পলায়নপরায়ণ, কেহ কেহ পুনরায় অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান ও কেহ কেহ যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করাতে সংগ্রাম স্থলে পরিবর্দ্ধিত সাগরের শব্দের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। সিন্ধুদেশীয় বীরগণ মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইয়াও উৎসাহসহকারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা তাঁহাদের অনেককে সংজ্ঞাশূন্য এবং সৈন্য ও বাহন সমুদায়কে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন।

এইরূপে সৈন্ধবগণ যাহার পর নাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্রদুহিতা দুঃশলা সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বালক পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক যোধগণের শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে করিতে অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় ভগিনী দুঃশলাকে সমাগত দেখিয়া গাণ্ডীব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমাকে তোমার কোন কার্য্য সাধন করিতে হইবে, কীর্ত্তন কর। মহাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, দুঃশলা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার ভাগিনেয় সুরথের এই বালক পুত্র তোমাকে অভিবাদন করিতেছে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, ভগিনি! এক্ষণে আমার ভাগিনেয় সুরথ কোথায়?

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, দুঃশলা নিতান্ত শোকাকুলিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমার পুত্র সুরথ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে আমি তাহার মৃত্যু বৃত্তান্ত তোমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার ভর্ত্তা সংগ্রামশায়ী হইলে, বৎস সুরথ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি অশ্বের অনুসরণ ক্রমে যুদ্ধার্থী হইয়া এই স্থানে সমাগত হইয়াছ, এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র সে নিতান্ত বিষণ্ণ ও ভূতলে নিপতিত হইয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমি তাহাকে এইরূপে নিহত দর্শন করিয়া তাহার এই বালকপুত্র সমভিব্যাহারে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি।

ধৃতরাষ্ট্রতনয়া এই বলিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, অর্জ্জুন লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তখন দুঃশলা পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! আজি তুমি কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও মন্দবুদ্ধি জয়দ্রথের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া তোমার এই অভাগিনী ভগিনী, ও ভাগিনেয়পুত্রের প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর। অভিমন্যু হইতে যেরূপ তোমার পৌত্র পরিক্ষিতের জন্ম হইয়াছে, তদ্রূপ আমার এই পৌত্রটী সুরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আজি আমি

যোধগণের শান্তি লাভার্থ এই বালকের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইলাম। এই বালক তোমার হতভাগ্য ভাগিনেয়ের পুত্র; অতএব ইহার প্রতি প্রসন্ন হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক। এই দেখ, এই বালক নতশির হইয়া তোমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তোমার নিকট শান্তিলাভের প্রার্থনা করিতেছে। এক্ষণে তুমি ইহার পিতামহ নৃশংস নরাধম জয়দ্রথের অপরাধ বিস্মৃত হইয়া এই বান্ধববিহীন অজ্ঞান বালকের প্রতি প্রসন্ন হও।

দুঃশলা করুণস্বরে এই কথা কহিলে, মহাত্মা ধনঞ্জয় গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মের নিন্দা করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে কহিলেন, ক্ষত্রধর্ম্মে ধিক্। আমি ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সমুদায় বন্ধুবান্ধবকে কালকবলে প্রবেশিত করিলাম। এই বলিয়া তিনি দুঃশলাকে বিবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন মহানুভাবা দুঃশলা যোধগণকে সংগ্রামে নিবৃত্ত হইতে আদেশ ও অর্জ্জুনকে যথোচিত সৎকার করিয়া স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুদেশীয় বীরগণকে পরাজয় পূর্ব্বক পুনরায় গাণ্ডীবহস্তে সেই কামচারী অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া মৃগের অনুগামী পিনাকপাণি দেবদেব মহাদেবের শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ তুরঙ্গম স্বেচ্ছানুসারে নানাস্থান বিচরণ করিতে করিতে মণিপুরে সমুপস্থিত হইল, তখন মহাবীর অর্জ্জুনও তাহার সহিত ঐ স্থানে গমন করিলেন।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা ধনঞ্জয় মণিপুরে সমুপস্থিত হইলে, তাঁহার পুত্র মহারাজ বভ্রুবাহন তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী মহাবীর ধনঞ্জয়, পুত্রকে বিনীতভাবে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার কিছুমাত্র সমাদর করিলেন না; প্রত্যুত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এরূপ বিনীতভাব আশ্রয় করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। যখন আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া, যুদ্ধ কামনায় তোমার অধিকার মধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, তখন তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিবে না? তোমার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তোমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবহিষ্কৃত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। তোমাকে ধিক্! যখন তুমি আমাকে যুদ্ধার্থ সমাগত জানিয়াও বিনীতভাবে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তখন তোমার জীবিত থাকা বিড়ম্বনামাত্র। তোমাতে কিছুমাত্র পুরুষকার নাই। তুমি স্ত্রীজাতীর ন্যায় নিতান্ত অসার। যদি আমি অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া তোমার অধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে আমার নিকট এইরূপ বিনীতভাবে আগমন করা তোমার পক্ষে দোষাবহ হইত না।

মহাবীর অর্জ্জুন বভ্রুবাহনকে এইরূপে তিরস্কার করিলে, তিনি অধোমুখ হইয়া কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নাগকন্যা উলূপী ঐ বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া পৃথিবী বিদারণপূর্ব্বক আগমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সপত্নীপুত্র অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হইয়া অধোমুখে চিন্তা করিতেছেন। তখন নাগনন্দিনী সপত্নী পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া, অচিরাৎ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমার বিমাতা উলূপী; তোমাকে এই সময়ের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার বাক্য শ্রবণ ও তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরম ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হইবে। তোমার পিতা যখন যুদ্ধার্থী হইয়া তোমার অধিকার মধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন, তখন উঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, উনি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই।

উলূপী এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, মহাবীর বভ্রুবাহন তাঁহার বাক্যে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং অচিরাৎ কাঞ্চনময় বর্ম্ম ও সমুজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া অসংখ্য তূণীরসম্পন্ন, স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত, দ্রুতগামী অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত, হিরণ্ময়সিংহধ্বজপরিশোভিত বিচিত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক পিতার অভিমুখে ধাবমান হইয়া অশ্বশিক্ষাবিশারদ অনুচরদিগকে সেই যজ্ঞীয় অশ্বধারণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। অনুচরগণ তাঁহার আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র সেই তুরঙ্গমকে ধারণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় প্রীত মনে সেই রথারূঢ় পুত্রের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর বভ্রুবাহন ও আশীবিষতুল্য নিশিত শরনিকর দ্বারা অর্জ্জুনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই পিতাপুত্রের সংগ্রাম দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় তুমুল হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর বভ্রুবাহন হাস্যমুখে মহাত্মা কিরীটীর জত্রুদেশ লক্ষ্য করিয়া এক আনতপর্ব্বশর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাণ অর্জ্জুনের জত্রুদেশে বিদীর্ণ করিয়া পন্নগ যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ পাতাল তলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও মৃতকল্প হইয়া গাণ্ডীব শরাসন অবলম্বন ও দিব্যতেজঃ ধারণ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া স্বীয় পুত্র বভ্রুবাহনকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আজি আমি তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়া তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি বাণনিক্ষেপ করিতেছি; তুমি স্থিরভাবে আমার সহিত সংগ্রাম কর। এই বলিয়া ধনঞ্জয় বভ্রুবাহনের প্রতি অসংখ্য নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বভ্রুবাহনও অচিরাৎ ভল্লাস্ত্র দ্বারা সেই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত বজ্রতুল্য নারাচনিকর দুই তিনখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাত্মা

ধনঞ্জয় ঈষৎ হাস্য করিয়া নিশিতশরনিকর দ্বারা বভ্রুবাহনের সুবর্ণময় তালতরুসদৃশ ধ্বজযষ্টি ছেদন করিয়া বৃহৎকায় অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন।

এইরূপে রথ ধ্বজশূন্য ও অশ্ববিহীন হইলে, মহাবীর বভ্রুবাহন অচিরাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, ভূতলে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনের সহিত ঘোরসংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয়ও পুত্রের সেই অসাধারণ পরাক্রম দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহাবল পরাক্রান্ত বভ্রুবাহন পিতাকে সংগ্রামবিমুখ বোধ করিয়া আশীবিষতুল্য শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়ন পূর্ব্বক বালসুলভচপলতানিবন্ধন তাঁহার হৃদয়ে এক সুপুঙ্খ নিশিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাণে অর্জ্জুনের মর্ম্মভেদ হওয়াতে মহাত্মা ধনঞ্জয় মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা বভ্রুবাহন ইতিপূর্ব্বে বহু পরিশ্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন। এক্ষণে অর্জ্জুনকে নিহত দর্শন করিবামাত্র তিনিও মোহাবিষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

অশীতিতম অধ্যায়।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় ও বভ্রুবাহন সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলে, বভ্রুবাহনের জননী চিত্রাঙ্গদা তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে সমরভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক, বিলাপ করিতে করিতে মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইলে তিনি সম্মুখে নাগরাজদুহিতা উলূপীকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, উলূপি! ঐ দেখ, সমরবিজয়ী মহাবীর ধনঞ্জয় আমার পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তুমিই ঐ মহাবীরের নিধনের মূলীভূত কারণ। তুমি পরামর্শ না দিলে আমার পুত্র কখনই ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না। এই ত তুমি পতিব্রতা! এই তোমার ধর্ম্মজ্ঞান! আজি তোমার নিমিত্তই তোমার স্বামী নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। যাহা হউক, যদি ধনঞ্জয় তোমার নিকট অশেষ অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন, তথাপি আমি বিনয় বাক্যে কহিতেছি, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজি উঁহার জীবন প্রদান কর। হায়! পুত্র দ্বারা পতির বিনাশ সাধন করিয়া তোমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না! এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তুমি ত্রিলোকমধ্যে ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। সমরনিহত পুত্রের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না, কিন্তু তুমি ঐ পুত্র দ্বারা যাঁহাকে আজি সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিয়াছ, আমি কেবল তাঁহারই নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি।

শোকার্ত্তা চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে এই কথা কহিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! তুমি কৌরবনাথ যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত প্রিয়।

এক্ষণে অচিরাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণে প্রবৃত্ত হও। এ সময় নিশ্চিন্ত হইয়া ধরাশয্যায় শয়ান থাকা তোমার উচিত নহে। আমি তোমার যজ্ঞীয় অশ্বকে ত মুক্ত করিয়া দিয়াছি। আমার জীবন তোমারই অধীন। তুমি কত শত লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছ; এক্ষণে কি নিমিত্ত স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলে?

যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনরায় উলূপীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! ঐ দেখ আমাদিগের পতি ধরাশয্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। তুমি পুত্র দ্বারা উঁহার বিনাশসাধন করিয়াও অনুতাপ করিতেছ না! আমি এই বালক বভ্রুবাহনের জীবন প্রার্থনা করিতেছি না; কেবল লোহিতলোচন ধনঞ্জয় পুনরুজ্জীবিত হউন, এই আমার প্রার্থনা। উনি বহুসংখ্যক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তুমি উঁহার প্রতি অনাদর করিও না। বহুভার্য্যা পরিগ্রহ করা পুরুষদিগের দোষাবহ নহে। বিধাতাই পরিণয়কার্য্যের সংঘটনকর্ত্তা। তাঁহার নিয়মানুসারেই ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার পরিণয় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সেই পরিণয় সার্থক কর। আজি যদি তুমি এই পতিকে পুনরুজ্জীবিত না কর, তাহা হইলে আমি তোমার সমক্ষে এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিব। শোকবিহ্বলা চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে এই কথা কহিয়া বহুতর বিলাপ করিবার পর স্বামীর চরণ গ্রহণপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবার মানসে মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় নরপতি বভ্রুবাহনের মোহ অপনীত হইলে তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বীয় জননীকে সমরভূমিতে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! আজি আমি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমরবিজয়ী পিতাকে নিহত করিয়া কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি। এই বীরপুরুষ সমরাঙ্গনে শয়ান হওয়াতে আমার জননী ইঁহার সহমৃতা হইবার মানসে ইঁহার সমীপে শয়ন করিয়াছেন। আজি যখন এই বিপুলবক্ষা মহাবাহু ধনঞ্জয়কে সমরে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিয়া আমার জননীর বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই উহা পাষাণময়। যখন এখনও আমার ও আমার মাতার প্রাণ বিয়োগ হইল না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মৃত্যুকাল উপস্থিত না হইলে কেহই প্রাণত্যাগ করিতে পারে না। আমি যখন পুত্র হইয়া স্বহস্তে পিতার বিনাশসাধন করিলাম, তখন আমাকে ধিক্! হায়! আজি কুরুবীর ধনঞ্জয়ের কাঞ্চনময় কবচ ভূতলে নিপতিত হইল। হে ব্রাহ্মণগণ! ঐ দেখুন, আমার পিতা অর্জ্জুন আজি মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ শান্তিকার্য্যের নিমিত্ত পিতার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইঁহার কি শান্তি করিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে এই নৃশংস পিতৃঘাতক দুরাত্মাকে আজি কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ব্রাহ্মণগণ শীঘ্র তাহার আদেশ করুন। অথবা

এক্ষণে এই মৃত পিতার চর্ম্মে সংবীত হইয়া ইঁহার মস্তক গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশবৎসর পরিভ্রমণ ভিন্ন আমার আর কিছুই প্রায়শ্চিত্ত নাই। হে নাগনন্দিনি উলূপি! আজি আমি অর্জ্জুনকে সমরে নিহত করিয়া তোমার নিতান্ত প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছি। এক্ষণে আমি আর প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। অচিরাৎ পিতৃনিষেবিত পদবীতে পদার্পণ করিব। তুমি আমাকে গাণ্ডিবধন্বার সহিত কলেবর পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া পরম আহ্লাদ অনুভব কর।

মহারাজ! বভ্রুবাহন এইরূপ অনুতাপ করিয়া দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া কহিলেন, হে চরাচর ভূতগণ! হে ভুজগনন্দিনি! তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি যে, যদি আজি আমার পিতা ধনঞ্জয় পুনরুজ্জীবিত না হন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আজি এই সমরভূমিতে স্বীয় কলেবর শোষণ করিব। আমি পিতৃঘাতক; আমার নিষ্কৃতি কুত্রাপি নাই। আমাকে নিশ্চয়ই এই পিতৃবধনিবন্ধন ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। এক জন সামান্য ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করিলে এক শত গোদান দ্বারা ঐ পাপ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করা যায়; কিন্তু পিতাকে বিনাশ করিলে কিছুতেই ঐ পাপ হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যখন আমি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, পরম ধার্ম্মিক পিতা ধনঞ্জয়কে নিহত করিয়াছি, তখন কখনই আমার নিষ্কৃতি লাভ হইবে না।

মহাত্মা বভ্রুবাহন এই কথা কহিয়া পিতার শোকে একান্ত কাতর হইয়া আচমন পূর্ব্বক মাতার সহিত প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন নাগরাজকন্যা উলূপী তাঁহাকে নিতান্ত কাতর ও প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া নাগলোকস্থিত সঞ্জীবনমণি চিন্তা করিলেন। উলূপী চিন্তা করিবামাত্র ঐ মণি তথায় উপস্থিত হইল। তখন নাগনন্দিনী উহা গ্রহণ পূর্ব্বক সৈনিকদিগের সমক্ষে বভ্রুবাহনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান কর। অর্জ্জুনকে পরাজয় করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ইন্দ্রাদি দেবতারাও উঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন না। তোমার পিতার প্রিয়সাধনার্থ আমিই এই মায়া বিস্তার করিয়াছি। শক্রতাপন ধনঞ্জয় রণস্থলে তোমার পরাক্রম অবগত হইবার নিমিত্তই এস্থানে আগমন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত আমি তোমাকে যুদ্ধার্থ অনুরোধ করিয়াছিলাম। বৎস! তুমি এই বিষয়ে অণুমাত্র পাপের আশঙ্কা করিও না। মহাত্মা ধনঞ্জয় শাশ্বত পুরাতন ঋষি; রণস্থলে ইন্দ্রও উঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। আমি এই দিব্যমণি সমানীত করিয়াছি। এই মণি প্রভাবেই মৃত পন্নগেন্দ্রগণ পুনরুজ্জীবিত হইয়া থাকেন। তুমি এই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক তোমার পিতার বক্ষঃস্থলে স্থাপন কর; তাহা হইলেই উঁহাকে পুনরুজ্জীবিত দর্শন করিবে।

উলূপী এই কথা কহিলে, অমিতপরাক্রম মহারাজ বভ্রুবাহন মহা আহ্লাদে ধনঞ্জয়ের

বক্ষঃস্থলে সেই দিব্যমণি সংস্থাপিত করিলেন। মণি বিন্যস্ত হইবামাত্র মহাবীর অর্জ্জুন পুনরুজ্জীবিত হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নয়নদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিতে করিতে সমুত্থিত হইলেন। তখন মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতাকে উত্থিত অবলোকন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া অভিবাদন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘগম্ভীরনিঃস্বন দুন্দুভি সকল তাড়িত না হইয়াও শব্দায়মান হইয়া উঠিল এবং সাধুশব্দে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল।

তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর শোককৃশা চিত্রাঙ্গদা এবং পন্নগনন্দিনী উলূপী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র বভ্রুবাহনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আজি আমি সমরভূমিস্থ সমুদয় লোককে হর্ষ, শোক ও বিস্ময়ান্বিত দেখিতেছি কেন? আর তোমার জননী চিত্রাঙ্গদা ও নাগেন্দ্রনন্দিনী উলূপীই বা কি নিমিত্ত এই সমরভূমিতে সমাগত হইয়াছেন? আমি এই মাত্র অবগত আছি যে, তুমি আমার আদেশানুসারে এই স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কিন্তু কামিনীগণের এ স্থলে আগমন করিবার প্রয়োজন কি? ইহা আমি অবগত নহি। অতএব তুমি আমার নিকট উহার কারণ ব্যক্ত করিয়া বল। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মহাত্মা বভ্রুবাহন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি জননী উলূপীকে এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করুন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নাগকন্যা উলূপীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি কি নিমিত্ত এই সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়াছ, আর বভ্রুবাহনজননী চিত্রাঙ্গদাই বা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তুমি কি আমার অথবা বৎস বভ্রুবাহনের মঙ্গল কামনায় এই স্থানে আগমন করিয়াছ? আমি বা আমার পুত্র বভ্রুবাহন আমরা কেহ ত অজ্ঞানবশতঃ তোমার কোন অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই? তোমার সপত্নী রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদা কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছেন?

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, নাগেন্দ্রদুহিতা উলূপী হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আপনি আমার কোন অপরাধেই অপরাধী নহেন এবং বৎস বভ্রুবাহন ও উহার জননী চিত্রাঙ্গদাও আমার কোন অপরাধ করেন নাই। প্রিয়সখী চিত্রাঙ্গদা সর্ব্বদা আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার পরামর্শানুসারে বভ্রুবাহন আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাকে পরাজিত করিয়াছিল বলিয়া আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি আপনার

হিতসাধনার্থই বভ্রুবাহনকে সমরে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। আপনি ভারতযুদ্ধে অধর্ম্ম-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক মহাত্মা ভীষ্মকে নিপীড়িত করিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে বভ্রুবাহনের হস্তে পরাজিত হওয়াতে আপনার সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইল। আপনি শিখণ্ডীর সহিত সমবেত হইয়া মহাত্মা শান্তনুতনয়কে সংহার পূর্ব্বক মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; যদি ঐ পাপের শান্তি না হইতে হইতেই আপনার প্রাণ বিয়োগ হইত, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতেন। এক্ষণে আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হওয়াতে আপনার সেই পাপ বিনষ্ট হইল। অতঃপর আর আপনাকে নরকগামী হইতে হইবে না। পূর্ব্বে ভগবতী ভাগীরথী ও বসুগণ আপনার পাপশান্তির এই উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

শান্তনুতনয় মহাত্মা ভীষ্ম সংগ্রামশায়ী হইলে সমুদায় দেবতা ও বসুগণ গঙ্গাতীরে গমন ও স্নান করিয়া ভাগীরথীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! মহাত্মা ভীষ্ম যুদ্ধে বিরত হইলে সব্যশাচী অর্জ্জুন অন্য ব্যক্তিকে সহায় করিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছে। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, আজি আমরা উঁহাকে শাপ প্রদান করি। বসুগণ এই কথা কহিলে, ভাগীরথী তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। ঐ সময়ে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম; বসুগণ আপনাকে শাপ প্রদান করিতেছেন দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে পিতৃভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতার নিকট ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। পিতা আমার মুখে ঐ সংবাদ শ্রবণমাত্র নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বসুদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক বারংবার আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন বসুগণ ভাগীরথীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আমার পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাগরাজ! অর্জ্জুনের পুত্র মণি-পুরাধিপতি বভ্রুবাহন তাঁহাকে সংগ্রামস্থলে শরনিকরে নিপাতিত করিলেই তাঁহার শাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। এক্ষণে তুমি স্ব স্থানে প্রস্থান কর। বসুগণ এই কথা কহিলে, আমার পিতা তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া স্বীয় ভবনে আগমন পূর্ব্বক আমার নিকট উহা ব্যক্ত করিলেন। আমি সেই নিমিত্তই এক্ষণে বভ্রুবাহনকে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া আপনাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিলাম। বোধ হয়, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অপ-রাধ নাই। আপনি ঐ শাপ হইতে বিমুক্ত না হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে নরকভোগ করিতে হইত। এক্ষণে আপনি বভ্রু-বাহনের নিকট পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইবেন না। দেব-রাজ ইন্দ্রও আপনাকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। পুত্র আত্মাস্বরূপ, এই নিমিত্ত আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হইলেন।

নাগনন্দিনী উলূপী এই কথা কহিলে, মহাত্মা ধনঞ্জয় প্রীত মনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এইরূপ

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার মহোপকার করিয়াছ। এই বলিয়া তিনি উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সমক্ষে মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! মহাত্মা যুধিষ্ঠির আগামী চৈত্রী পূর্ণিমাতে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। ঐ দিবস তুমি তোমার মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপীকে লইয়া অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনায় গমন করিও।

তখন মহাত্মা বভ্রুবাহন অশ্রুপূর্ণনয়নে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়া দ্বিজাতিগণের পরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত হইব। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার মাতা ও বিমাতার সহিত আপনার এই মণিপুরের ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক আজিকার রাত্রি অতিবাহিত করুন। কল্য প্রাতে অশ্বের অনুসরণ করিবেন।

মহাত্মা বভ্রুবাহন এই কথা কহিলে, মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমাকে যেরূপ নিয়ম পালন করিতে হইতেছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। আমার এই যজ্ঞীয় অশ্ব ইচ্ছানুসারে নানাস্থান বিচরণ করিতেছে। এ যে স্থলে গমন করিবে, আমাকে সেই স্থানেই গমন করিতে হইবে; সুতরাং আজি আমি কোন ক্রমেই তোমার পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। এক্ষণে তোমার মঙ্গল লাভ হউক; আমি চলিলাম। মহাত্মা ধনঞ্জয় পুত্রকে এই কথা কহিয়া তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রিয়তমা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক হস্তিনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে করিতে সহসা মগধপুরে সমুপস্থিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন ও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় গমন করিলেন। তখন মগধাধিপতি সহদেবতনয় মেঘসন্ধি ঐ যজ্ঞীয় অশ্ব স্বীয় অধিকারমধ্যে সমাগত হইয়াছে, শ্রবণ করিবামাত্র রথারোহণ ও সশরশরাসন ধারণ পূর্ব্বক পুর হইতে নির্গত হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অচিরাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া বালস্বভাবসুলভ চপলতানিবন্ধন ধনঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন! তোমার এই যজ্ঞীয় অশ্বকে অবলাজন কর্ত্তৃক রক্ষিত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। আমি আজি অবলীলাক্রমে ইহাকে অপহরণ করিব, তুমি ইহার মোচনবিষয়ে যত্নবান্ হও। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ তোমার সহিত যুদ্ধ করেন নাই বটে, কিন্তু আজি আমি সমরাঙ্গনে তোমার উপর যথোচিত পরাক্রম প্রকাশ করিব। এক্ষণে আমি তোমাকে অস্ত্র প্রহার করিতেছি; তুমিও আমাকে অস্ত্র প্রহার কর। বলদর্পিত মেঘসন্ধি এই কথা কহিলে, মহাবীর অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! যাহারা আমার অশ্ব গ্রহণ করিবে, আমি তাহাদিগকে নিবারণ করিব, জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির আমাকে

এইরূপ নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, উহা তোমারও অবিদিত নাই। এক্ষণে তুমি সাধ্যানুসারে আমার উপর অস্ত্র প্রহার কর; আমি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি।

মহাবীর অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণ করেন, তদ্রূপ মগধরাজ মেঘসন্ধি ধনঞ্জয়ের উপর সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন গাণ্ডীবনির্ম্মিপ্ত শরনিকরে মগধরাজের সেই শরসমুদায় ছেদন পূর্ব্বক সদয় হৃদয়ে তাঁহাকে ও তাঁহার সারথিকে শরাঘাত না করিয়া তাঁহার ধ্বজ, পতাকা, রথ, যন্ত্র ও অশ্বের উপর প্রদীপ্তাস্ত পন্নগের ন্যায় শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে ধনঞ্জয় অনুগ্রহ করিয়া মেঘসন্ধির কলেবর রক্ষা করিলে, তিনি স্বীয় বাহুবলে উহা রক্ষিত হইল, বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কপিকেতন তাঁহার শরপ্রহারে নিতান্ত আহত হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন এতাবৎকাল মেঘসন্ধিকে নিপীড়িত করিতে ইচ্ছা করেন নাই বলিয়াই, সহদেবতনয় তাঁহার সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক, তাঁহার উপর অসংখ্য শরনিক্ষেপ করিলেও তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হন নাই। কিন্তু এক্ষণে তিনি সেই বালককে বারংবার অত্যাচার করিতে দেখিয়া আর উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করিয়া এককালে তাঁহার অশ্বগণের প্রাণসংহার, সারথির মস্তকচ্ছেদন, শরাসন কর্ত্তন এবং শরমুষ্টি, ধ্বজ ও পতাকাসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মগধরাজ মেঘসন্ধি এই রূপে অশ্ব, সারথি ও শরাসনবিহীন হইয়া সুবর্ণময় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাকে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া, অচিরাৎ সেই গদার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। গদা অর্জ্জুনের সেই ভীষণ শরাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ধীমান্ ধনঞ্জয় মগধপতিকে রথ, শরাসন ও গদাবিহীন দেখিয়া আর তাঁহাকে প্রহার করিতে সম্মত হইলেন না। প্রত্যুত তাঁহাকে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, তুমি বালক হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে যেরূপ কার্য্য করিয়াছ, তোমার পক্ষে উহা যথেষ্ট হইয়াছে; অতএব তুমি এক্ষণে গৃহে প্রতিগমন কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে নরপতিদিগের সংহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই নিমিত্তই তুমি অপরাধী হইলেও আমি তোমাকে বিনাশ করিলাম না।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, মগধপতি মেঘসন্ধি আপনাকে পরাজিত বিবেচনা করিয়া ধনঞ্জয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আমি আপনার নিকট পরাজিত হইলাম; আর আমার যুদ্ধ করিবার বাসনা নাই। এক্ষণে আমাকে কোন্

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন। তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি চৈত্রী পূর্ণিমাতে নরপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইবে। মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপে মগধরাজকে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে যথাবিধি পূজা করিলেন। অনন্তর সেই অশ্ব পুনরায় সমুদ্রতীর দিয়া বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কোশল দেশ অতিক্রম করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ও স্বীয় গাণ্ডীব ধনুঃপ্রভাবে বঙ্গাদি দেশীয় ম্লেচ্ছদিগকে ক্রমশঃ পরাস্ত করিতে লাগিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বের অনুসরণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই কামচারী তুরঙ্গম দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইতস্ততঃ নানাদেশ বিচরণ করিতে করিতে রমণীয় চেদি দেশে সমুপস্থিত হইল। তখন শিশুপালপুত্র মহারাজ শরভ প্রথমে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তৎপরে ঐ অশ্ব ক্রমে ক্রমে কাশী, অঙ্গ, কোশলা, কিরাত ও তঙ্গণ দেশে গমন করিল। মহাবীর অর্জ্জুনও উহার সহিত সেই সেই দেশে গমন পূর্ব্বক ভূপতিদিগের নিকট যথেষ্ট সম্মান লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি সেই অশ্বের অনুসরণক্রমে দশার্ণ দেশে সমুপস্থিত হইলেন। দশার্ণাধিপতি মহাবীর চিত্রাঙ্গদ তাঁহাকে অধিকারমধ্যে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় তাঁহাকে অচিরাৎ পরাজিত করিয়া নিষাদরাজ একলব্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। নিষাদাধিপতি মহারাজ একলব্যের পুত্র অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া নিষাদগণসমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই নিষাদরাজতনয়কে বিঘ্নস্বরূপ বিবেচনা করিয়া, অবলীলাক্রমে তাঁহাকে তাঁহার অনুচরগণের সহিত পরাজয় করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণ সাগরের তীর দিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দ্রাবিড়, অন্ধ্র, মহিষক ও কোল্বগিরিনিবাসী বীরগণ তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন তিনি তাহাদের সকলকেই পরাজিত করিয়া সেই অশ্বের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বারকানগরে সমুপস্থিত হইলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত দ্বারকায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র যদুবংশীয় বালকগণ যুদ্ধার্থী হইয়া সেই অশ্ব ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন বৃষ্ণ্যন্ধকপতি মহাত্মা উগ্রসেন ধনঞ্জয়ের সহিত বিবাদ করিতে অনিচ্ছু হইয়া সেই বালকগণকে নিবারণ পূর্ব্বক বসুদেবসমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের নিকট গমন করিয়া প্রীত মনে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন মহাত্মা উগ্রসেন ও

মাতুল বসুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অশ্বের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সেই অশ্ব ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের পশ্চিম কূল ও পঞ্চনদপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে গান্ধার দেশে সমুপস্থিত হইল।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

তখন শকুনির পুত্র মহারথ গান্ধাররাজ অর্জ্জুনকে অধিকারমধ্যে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে ধ্বজপতাকা উড্ডীন করিয়া ধাবমান হইলেন। ঐ সময় গান্ধারনগরে যে সমুদায় যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই শকুনির বধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া শরাসন ধারণ পূর্ব্বক পাণ্ডুতনয়ের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের নিকট বিনীতভাবে যুধিষ্ঠিরের বাক্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা ঐ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অশ্বকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অম্লানবদনে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত সুশাণিত ক্ষুর দ্বারা তাঁহাদিগের শিরশ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর গান্ধার দেশীয় যোধগণ তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভয়ে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শাণিত শরনিকরে তাঁহাদের অনেককেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

এইরূপে গান্ধারদেশীয় যোধগণ পার্থশরে নিতান্ত নিপীড়িত ও নিহত হইলে শকুনিনন্দন স্বয়ং অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় গান্ধারপতিকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, গান্ধাররাজ! মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাকে সংগ্রামে ভূপতিদিগের প্রাণসংহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব আজি তুমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হও।

মহাত্মা ধনঞ্জয়, এই কথা কহিলে, গান্ধারপতি অজ্ঞানবশত যুদ্ধে ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ দ্বারা গান্ধারপতির মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ অপনীত করিলেন। শিরস্ত্রাণ পার্থশরে অপনীত হইয়া জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় বহুদূরে নিপতিত হইল। গান্ধারদেশীয় বীরগণ ঐ ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, অর্জ্জুন রাজা বলিয়া গান্ধারপতির প্রাণ সংহার করিলেন না। তখন গান্ধাররাজ পার্থের সেই অসাধারণ কার্য্য দর্শনে যাহার পর নাই শঙ্কিত হইয়া যোধগণের সহিত সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গান্ধারগণকে বেগে পলায়ন করিতে দেখিয়া নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়

অনেকানেক বীর নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে পলায়ন করিতে করিতে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা আপনাদিগের বাহুসমুদায় ছিন্ন হইলেও তাহা অবগত হইতে পারিল না। পরিশেষে সেই চতুরঙ্গ গান্ধারসৈন্য নিতান্ত ভীত হইয়া বারংবার সংগ্রামস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কেহই অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুনের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না।

এইরূপে গান্ধারসৈন্যগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও নিঃশেষিতপ্রায় হইলে গান্ধাররাজ শকুনিতনয়ের জননী অর্ঘহস্তে বৃদ্ধ মন্ত্রিগণসমভিব্যাহারে পুর হইতে বহির্গত হইয়া সত্বরে সংগ্রামস্থলে আগমন পূর্ব্বক পুত্রকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিয়া অর্জ্জুনের যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় মাতুলানীকে সমরাঙ্গনে সমাগত দেখিয়া প্রসন্নসৎকারে তাঁহার পূজা করিয়া শকুনিনন্দনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমার নিতান্ত অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। যখন আমার সহিত তোমার ভ্রাতৃসম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তখন তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বুদ্ধির কার্য্য কর নাই। আমি কেবল জননী গান্ধারী ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়াই তোমাকে বিনাশ করিলাম না। যাহা হউক, তোমার এরূপ বুদ্ধি যেন আর কদাচ উপস্থিত না হয়। এক্ষণে তুমি বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান কর। মহারাজ যুধিষ্ঠির চৈত্রী পূর্ণিমাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন; ঐ দিবস হস্তিনা নগরে গমন করিও।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন শকুনির পুত্রকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় সেই কামবিহারী অশ্বের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ঐ অশ্ব ক্রমশ হস্তিনাভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরগণের নিকট অশ্বের আগমন ও অর্জ্জুনের কুশলবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন। গান্ধারাদি দেশে অর্জ্জুনের সহিত যে সমুদায় যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল, ঐ সময় তৎসমুদায় তাঁহার কর্ণগোচর হওয়াতে তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি উৎকৃষ্ট নক্ষত্রযুক্ত মাঘী দ্বাদশীতে ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে আপনার সমীপে সমানীত করিয়া বৃকোদরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমি চরমুখে শুনিলাম, তোমার অনুজ অর্জ্জুন অশ্বের সহিত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিতেছেন। মাঘী পূর্ণিমা আগতপ্রায়; মাঘমাসও নিঃশেষিত হইল। আর যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিক দিন বিলম্ব নাই; অশ্বও এক্ষণে নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অতএব বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান নিরূপণ করিতে আদেশ কর।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবীর বৃকোদর অর্জ্জুনের আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণে মহা আহ্লাদিত হইয়া যজ্ঞকুশল

ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞতম স্থপতিদিগের সহিত যজ্ঞভূমি দর্শনার্থ গমন করিলেন এবং অবিলম্বে ব্রাহ্মণগণের মতানুসারে একখণ্ড বৃহৎ ভূমি মনোনীত করিয়া উহার মধ্যে যজ্ঞকার্য্যের উপযুক্ত স্থান, বিশুদ্ধ কাঞ্চন দ্বারা মণ্ডিত করাইলেন। তৎপরে স্থপতিগণ তাহার নিদেশানুসারে ঐ ভূমির অন্যান্য স্থানে বিবিধ রত্নভূষিত মণিময় কুট্টিমযুক্ত শত শত প্রাসাদ, কনকময় বিচিত্র স্তম্ভ, বৃহৎ তোরণ এবং অন্তঃপুরচারিণী কামিনী, নানাদেশসমাগত নরপতি ও ব্রাহ্মণগণের বাসোপযোগী গৃহসমুদায় প্রস্তুত করিতে লাগিল। সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, মহাত্মা ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে নরপতিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। নরপতিগণও ধর্ম্মরাজের হিতসাধনার্থ বিবিধ রত্ন, স্ত্রী, অশ্ব ও আয়ুধ লইয়া হস্তিনায় আগমন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল নরপতি হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া শিবিরসংস্থাপন করিলে উঁহাদের শিবিরমধ্যে সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় ঘোরতর গভীর শব্দ সমুত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সমাগত নরপতিদিগের নিমিত্ত অন্ন, পানীয় ও অলোকসামান্য শয্যা এবং বাহনদিগের নিমিত্ত ধান্য, ইক্ষু ও গোরসপরিপূর্ণ বিবিধ গৃহ সকল প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর বেদবিদ্যাসম্পন্ন বহুসংখ্যক মুনি ও শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণগণ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করিয়া স্বয়ং তাঁহাদের আবাসস্থান পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। ঐ সময় স্থপতি ও অন্যান্য শিল্পিগণ যজ্ঞোপকরণসমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট নিবেদন করিল। ধর্ম্মরাজ উহা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

এইরূপে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের সমুদায় দ্রব্য প্রস্তুত হইলে, হেতুবাদনিরত বাগ্মিগণ সভায় উপবেশন পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের পরাজয়বাসনায় নানাপ্রকার হেতু প্রদর্শন করিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন এবং সমাগত নৃপতিগণ সেই ভীমসেনবিহিত যজ্ঞভূমির উপকরণসমুদায় দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞভূমির কোন স্থানে কনকময় বিচিত্রতোরণ, কোন স্থানে বিবিধ শয্যা, আসন ও বিহারসামগ্রী, কোন স্থানে জনতা, কোন স্থানে সুবর্ণময় ঘট, কটাহ, কলস ও শরাব, কোন স্থানে সুবর্ণবিভূষিত দারুময় যূপ, কোন স্থানে স্থলজাত ও জলজাত জন্তুসমুদায়, কোন স্থানে বিবিধ বিহঙ্গম, কোন স্থানে বৃদ্ধা স্ত্রী সমুদায় এবং কোন স্থানে উদ্ভিজ্জ ও নানাপ্রকার পর্ব্বতজ প্রাণিসমুদায় দর্শনে নরপতিগণের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় তত্রত্য সকল ব্যক্তিই মনে করিতে লাগিলেন, যে বুঝি সমুদায় জম্বুদ্বীপ এই যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থানে সমাগত হইয়াছে। ঐ যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণের আহারসামগ্রীর কিছুমাত্র অপ্রতুল ছিল না। চতুর্দ্দিকে অন্নের পর্ব্বত, ঘৃত ও দধির

নদী এবং রাশি রাশি অন্যান্য রাজভোগ্য সামগ্রীসমুদায় বিদ্যমান ছিল। সুবর্ণমাল্যধারী মণিকুণ্ডলমণ্ডিত সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিচিত্র পাত্রসমুদায়ে সেই সকল ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিল। এক এক লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন সমাপন হইলে, এক এক বার দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। এইরূপে প্রতিদিন যে কত শত বার দুন্দুভিধ্বনি হইল, তাহার সংখ্যা নাই।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভূপালগণকে সমাগত দেখিয়া, ভীমসেনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! এই দেখ, পূজার্হ পার্থিবগণ আমার যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছেন; অতএব তুমি ইঁহাদিগের যথাবিধি সৎকার কর। ধর্ম্মরাজ এইরূপ অনুজ্ঞা করিবামাত্র মহাত্মা ভীমসেন নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে অভ্যাগত ভূপতিদিগের যথাযোগ্য সম্মান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ বাসুদেব বলদেবকে অগ্রসর করিয়া যুযুধান, প্রদ্যুম্ন, গদ, নিশঠ, কৃতবর্ম্মা ও শাম্বপ্রভৃতি বৃষ্ণিগণের সহিত সেই যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথ ভীমসেন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। তাঁহারাও যথোচিত সৎকৃত হইয়া রত্নবিভূষিত গৃহসমুদায়ে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুন নানা স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া অশ্বের সহিত প্রত্যাগমন করিতেছে। ধর্ম্মরাজ বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার তাঁহার নিকট অর্জ্জুনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! একজন দ্বারকাবাসী পুরুষের সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। সে আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক উহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছে; অতএব আপনি চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহাতে অশ্বমেধ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন।

বাসুদেব এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! অর্জ্জুন যে কুশলে প্রত্যাগমন করিতেছে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে সে যদি আমাদিগকে কোন কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়া থাকে, তবে তাহা ব্যক্ত কর।

তখন বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! সেই দ্বারকাবাসী দূত আমার নিকট সমাগত হইয়া অর্জ্জুনের অন্যান্য বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক পুনরায় আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভগবন্! মহাত্মা ধনঞ্জয় কহিয়াছেন যে, "সময়ক্রমে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেও উপদেশ প্রদান করা দোষাবহ নহে; অতএব আমি তাঁহাকে কহিতেছি যে, যে সমুদায়

নিমন্ত্রিত ভূপতি অশ্বমেধ যজ্ঞে সমুপস্থিত হইবেন, তিনি যেন তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করেন। পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘপ্রদানকালে যেরূপ অনর্থ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে যেন সেইরূপ দুর্ঘটনায় প্রজাগণের ক্ষয় না হয়। মহাত্মা মধুসূদন যেন স্বয়ং এই বিষয়ে সম্মত হইয়া ধর্ম্ম রাজকে সাবধান করিয়া দেন। আর আমার পুত্র মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহন যখন আমাদিগের যজ্ঞে সমুপস্থিত হইবে, তখন ধর্ম্মরাজ যেন আমার অনুরোধে তাহাকে সমধিক সমাদর করেন। সে সর্ব্বদা আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমাকে যাহার পর নাই ভক্তি করিয়া থাকে”।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আহ্লাদিতচিত্তে সেই বাক্যে সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তোমার অমৃতময় প্রিয় বাক্য শ্রবণে আমার চিত্ত প্রফুল্লিত হইল। যাহা হউক, এক্ষণে যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া অনেকানেক নরপতির সহিত পুনরায় অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আমার মনে এই চিন্তা জন্মিয়াছে যে, কি নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে প্রতিনিয়ত এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাহার সেই সুলক্ষণাক্রান্ত শরীরমধ্যে কি এমন কোন অশুভলক্ষণ বিদ্যমান আছে, যে তন্নিবন্ধন তাহাকে নিয়ত এতাদৃশ কষ্টভোগ করিতে হয়? আমি ত একালপর্য্যন্ত তাহার গাত্রে কোন অশুভ লক্ষণ দর্শন করি নাই। এক্ষণে যে কারণে ধনঞ্জয়কে বারংবার বহুতর কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে, যদি আমার নিকট উহা ব্যক্ত করিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে ব্যক্ত কর।

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ভোজবংশাবতংস মহাত্মা হৃষীকেশ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুনের পিণ্ডিকাদ্বয় কিঞ্চিৎ মাংসল। ইহা ব্যতীত আর আমি উহার কোন অশুভ লক্ষণ দেখিতেছি না। ঐ পিণ্ডিকাদ্বয়ের স্থূলতানিবন্ধন অর্জ্জুন নিয়ত পথভ্রমণ করিয়া থাকে। মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি যথার্থ কহিয়াছ। ঐ সময় দ্রৌপদী অসূয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তির্য্যগ্‌ভাবে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অর্জ্জুনের সখা মহাত্মা হৃষীকেশও প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার সেই প্রণয়দৃষ্টিপাত প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি কৌরব ও তত্রত্য যাজকগণও অর্জ্জুনের ঐ কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সকলে ধনঞ্জয়ের বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে মহাত্মা অর্জ্জুনের এক দূত তথায় উপস্থিত হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন অশ্ব লইয়া নগরসমীপে সমুপস্থিত হইয়াছেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া সেই প্রিয়সংবাদ-

দাতা দূতকে প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। পর দিন প্রভাতে কৌরবধুরন্ধর মহাবীর অর্জ্জুন অশ্ব লইয়া নগরমধ্যে আগমন করিতে আরম্ভ করিলে, উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় সেই যজ্ঞীয় অশ্বের পদ-রেণু উত্থিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। তখন পুরবাসী লোকসমুদায় মহা আহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, ধনঞ্জয়! আমরা সৌভাগ্যবশতঃ আজি আপনাকে নির্বিঘ্নে আগমন করিতে দেখিলাম। আজি মহারাজ যুধিষ্ঠির ধন্য হইলেন। তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি পৃথিবীস্থ ভূপাল সমু-দায়কে পরাজিত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে অশ্ব লইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারে? সগর-প্রভৃতি যে সমুদায় মহাত্মা মহীপতি স্বর্গা-রোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও এরূপ অদ্ভুত কার্য্য আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই এবং পরে যে সমুদায় ভূপতি রাজ্য-ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাও আপনার ন্যায় এইরূপ দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানে কদাচ সমর্থ হইবেন না।

ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ধনঞ্জয় হস্তিনাবাসী প্রজাগণের মুখে এইরূপ শ্রুতিসুখকর প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে যজ্ঞ ভূমিতে সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া অমাত্যগণসমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মপরা-য়ণ ধনঞ্জয় সর্ব্বাগ্রে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে চরণবন্দন পূর্ব্বক পশ্চাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীম-সেনকে যথাবিধি অভিবাদন এবং বাসুদেব, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহা-দিগের সহিত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মণিপুরাধিপতি মহারাজ বভ্রুবাহন মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপীর সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য বৃদ্ধকৌরব ও অন্যান্য ভূপতিদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতামহী কুন্তীর ভবনে প্রবেশ করিয়া বিনয়পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তাঁহার জননী চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপী উভয়ে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কৌরবকামিনী-গণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগি-লেন। তখন মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এবং দ্রৌপদী সুভদ্রা ও যদুবীরদিগের বনিতাগণ তাঁহা-দিগকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন এবং মনঃস্বিনী কুন্তী অর্জ্জুনের প্রীতিসাধনার্থ তাঁহাদিগের যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহা-দের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট শয্যা ও আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। যশঃস্বিনী চিত্রা-ঙ্গদা ও উলূপী এইরূপে শ্বশ্রূকর্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতামহী কুন্তীর গৃহ হইতে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে

অভিবাদন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণের নিকট গমন ও তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ স্নেহভাবে প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যথেষ্ট সম্মান করিয়া প্রস্তুত অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর বভ্রুবাহন প্রদ্যুম্নের ন্যায় বিনীতভাবে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এক হেমখচিত দিব্যাশ্বযুক্ত উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিলেন।

অনন্তর তৃতীয় দিবসে সত্যবতীপুত্র মহাত্মা বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! যাজকেরা কহিতেছেন, এক্ষণে যজ্ঞীয় মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আজ অবধি তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ কর। তোমার এই যজ্ঞের যেন কোনরূপ অঙ্গহানি না হয়। এই যজ্ঞ বহুসুবর্ণ যজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ব্রাহ্মণেরাই যজ্ঞের প্রধান কারণ। যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণগণকে তিন গুণ দক্ষিণা প্রদান করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি ব্রাহ্মণদিগকে তিন গুণ দক্ষিণা দান করিলে, তোমার তিন অশ্বমেধের ফল লাভ ও জ্ঞাতিবধজনিত সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নান করিলে যাহার পর নাই পবিত্রতা লাভ করা যায়।

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ তাঁহার উপদেশানুসারে ঐ দিনেই দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞনিপুণ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ সেই সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কোন কার্য্যই স্খলিত বা অননুষ্ঠিত হইল না। সকল কার্য্যই যথাক্রমে সম্পাদন হইতে লাগিল। যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত বিপ্রগণ যথাবিধি বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক সোমলতা হইতে রস নিষ্কাসন করিয়া শাস্ত্রানুসারে আনুপূর্ব্বিক যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের মধ্যে কেহই অল্পজ্ঞান ছিলেন না। সদস্যেরা সকলেই ষড়ঙ্গবেত্তা, ব্রতপরায়ণ, চরিতব্রহ্মচর্য্য ও তর্কবিতর্কসুনিপুণ ছিলেন। এইরূপে সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, মহাবীর ভীমসেন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে প্রতিদিন ভোজনার্থিদিগকে অনবরত ভোজন করাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ যজ্ঞ দর্শনার্থ যে সকল লোক সমাগত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহই কৃপণ, দরিদ্র, ক্ষুধিত, দুঃখিত বা প্রাকৃত বলিয়া লক্ষিত হয় নাই।

অনন্তর যূপ উচ্ছ্রিত করিবার সময় সমুপস্থিত হইলে, যাজকগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞভূমিতে ছয়টী বিল্ব নির্ম্মিত, ছয়টী খদিরনির্ম্মিত, ছয়টী পলাশনির্ম্মিত, দুইটী দেবদারুনির্ম্মিত ও একটী শ্লেষ্মাতকনির্ম্মিত যূপ সমুচ্ছ্রিত হইল। তখন ভীমসেন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে শোভার নিমিত্ত তথায় অসংখ্য কাঞ্চনময় যূপ সংস্থাপিত করিলেন। ঐ সমুদায় যূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া সপ্তর্ষিপরিবেষ্টিত ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎপরে যাজকেরা তথায়

কাঞ্চনময় ইষ্টক দ্বারা এক অষ্টাদশহস্ত-পরিমিত চারি স্তবকে সুসজ্জিত ত্রিকোণ-যুক্ত গরুড়াকার স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিয়া স্বর্ণ দ্বারা উহার পক্ষদ্বয় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক চয়ন-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ঐ চয়নকার্য্য দক্ষপ্রজাপতির চয়নকার্য্যের ন্যায় সুসম্পন্ন হইল। তখন মনীষী ঋত্বিক্‌গণ শাস্ত্রানুসারে নানা দেবতার উদ্দেশে নানাবিধ পক্ষী, বৃষ ও জলচরসমুদায়কে সংস্থাপন করিয়া যূপ সমুদায়ে তিন শত পশুর সহিত সেই অশ্বকে নিবদ্ধ করিলেন।

ঐ সময় ধর্ম্মরাজের সেই যজ্ঞভূমি দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিম্পুরুষ, কিন্নর, সিদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণে পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রণেতা ব্যাসশিষ্যগণ সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া নানা শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতিদিন যজ্ঞকার্য্যাবসানে নারদ, তুম্বুরু, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন ও অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীত দ্বারা ব্রাহ্মণগণের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছিলেন।

একোননবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে সমুদায় পশু পাক করিয়া শাস্ত্রানুসারে সেই অশ্বকে ছেদন করিলেন। তখন পাণ্ডবগণের মহিষী শ্রদ্ধাদিগুণসম্পন্না দ্রৌপদী ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে সেই তুরঙ্গমের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ যথাশাস্ত্র সেই অশ্বের হৃদয়ের মেদ গ্রহণ করিয়া, উহা পাক করিতে আরম্ভ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উহার সর্ব্বপাপ-বিনাশন পবিত্র ধূম আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ষোড়শ জন ঋত্বিক্ সেই অশ্বের অবশিষ্ট অঙ্গসমুদায় লইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। এইরূপে সেই অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বেদব্যাস শিষ্যগণসমভিব্যাহারে ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী যুধিষ্ঠিরকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিধি-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে সহস্রকোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং বেদব্যাসকে সমুদায় পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলেন। তখন সত্যবতীপুত্র মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার প্রদত্ত পৃথিবী গ্রহণ করিয়া পুনরায় উহা তোমাকে প্রদান করিতেছি। ব্রাহ্মণেরা ধনেরই অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি আমাকে পৃথিবীর পরিবর্ত্তে ধন দান কর। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, ধর্ম্ম-পরায়ণ ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত সমুদায় ভূপতিদিগের সমক্ষে ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবী দক্ষিণা দান করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত এক্ষণে এই অর্জ্জুননির্জ্জিত ধরণী আপনা-দিগকে প্রদান করিতেছি, আপনারা চাতু-র্হোত্র যজ্ঞের বিধানানুসারে ইহাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রহণ করুন। আমি এক্ষণে অরণ্যে প্রবেশ করিব। ব্রহ্মস্ব গ্রহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, দ্রৌপদী ও অন্যান্য পাণ্ডবগণও তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন সভাস্থ সমুদায় লোকের শরীর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আকাশমণ্ডলে বারংবার সাধুবাদ শ্রুত হইতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া হর্ষসূচক শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার দত্ত পৃথিবী তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি উহা গ্রহণ করিয়া উহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ দান কর। ভগবান্ বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহা কহিতেছেন, আপনি তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। তখন ধর্ম্মরাজ বাসুদেবের বাক্যে ভ্রাতৃগণের সহিত ঋত্বিক্‌গণের উদ্দেশে বারংবার তিন গুণ করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের প্রদত্ত সেই ধনসমুদায় চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ঋত্বিক্‌দিগকে প্রদান করিলেন।

এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋত্বিক্‌গণকে পৃথিবী দানের পরিবর্ত্তে সুবর্ণরাশি প্রদান পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঋত্বিক্‌গণ সেই সুবর্ণরাশি বিভাগ করিয়া উৎসাহসহকারে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞস্থলে যে সমুদায় অলঙ্কার, তোরণ, যূপ, ঘট, পাত্র ও ইষ্টক বিদ্যমান ছিল, ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তৎসমুদায়ও বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ধন গ্রহণ করিবার পর সেই স্থানে যে সমুদায় সুবর্ণময় পাত্র অবশিষ্ট রহিল, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক তৎসমুদায় গৃহীত হইল। ফলতঃ ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যেরূপ যজ্ঞ হইয়াছিল, তদনুরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর কেহই করিতে পারিবেন না।

এইরূপে যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, ব্রাহ্মণগণ প্রভূত ধন গ্রহণ করিয়া প্রীতমনে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বেদব্যাস আপনার অংশ কুন্তীকে প্রদান করিলেন। মহানুভবা কুন্তী শ্বশুরের নিকট সেই প্রভূত সুবর্ণ লাভ করিয়া প্রীতমনে তাহারা বিবিধ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান সমাপন করিয়া দেবগণপরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন সমাগত ভূপালগণ সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবগণ সেই নানাদিগ্‌দেশাগত ভূপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তারাগণমধ্যবর্ত্তী গ্রহসমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নরপতিদিগকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, বস্ত্র, অলঙ্কার, রত্ন ও স্ত্রী প্রদান করিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তিনি মহারাজ বভ্রুবাহনকে পরম সমাদরে আপ-

নার সমীপে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিয়া মণিপুরে গমন করিতে অনুমতি এবং ভগিনী দুঃশলার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার বালক পৌত্রকে সিন্ধুরাজ্য গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব, বলদেব ও প্রদ্যুম্নপ্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট যথোচিত সংকৃত ও সমাদৃত হইয়া, তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকাগমনমানসে হস্তিনা হইতে বহির্গত হইলেন। এইরূপে সমুদায় ভূপতি বিদায় হইলে, ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত মহা আহ্লাদে স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞস্থলে ধনরত্নের পরিসীমা ছিল না। ঐ স্থানে সুরার সাগর, ঘৃতের হ্রদ, অন্নের পর্ব্বত ও রসসমুদায়ের নদী প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে কত শত লোক যে খাণ্ডব মিষ্টান্ন নির্ম্মাণ ও ভোজন করিয়াছিল এবং কত শত পশু যে নিহত হইয়াছিল, তাহারা ইয়ত্তা নাই। যুবতী কামিনী এবং মত্ত ও প্রমত্ত ব্যক্তিগণ পরম আহ্লাদে নিরন্তর ঐ যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিয়াছিল। মৃদঙ্গ ও শঙ্খনিনাদে ঐ স্থান একবারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং তথায় 'দান কর' 'ভোজন কর' এই বাক্য ভিন্ন প্রায় আর কোন কথাই শ্রুতিগোচর হয় নাই। নানাদেশনিবাসী মানবগণ অদ্যাপি ঐ যজ্ঞের ভূরি ভূয়ি প্রশংসা করিয়া থাকেন।

নবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমার পূর্ব্বপিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে যদি কোন আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া থাকে, তবে আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধাবসানে এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। আমি আপনার নিকট উহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব এবং দীন, দরিদ্র ও অন্ধগণের যথোচিত তৃপ্তিলাভ হইলে, ধর্ম্মনন্দনের মহাদানের বিষয় দশ দিকে প্রচারিত ও তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতেছে, এমন সময়ে এক নকুল গর্ব্বিতভাবে সেই যজ্ঞক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইল। ঐ নকুলের চক্ষু নীলবর্ণ এবং মস্তক ও গাত্রের এক-পার্শ্ব সুবর্ণময়। নকুল যজ্ঞভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমত বজ্রের ন্যায় গম্ভীরশব্দে পশুপক্ষিগণের ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক পশ্চাৎ মনুষ্যবাক্যে ভূপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে ভূপালগণ! এই অশ্বমেধ যজ্ঞকে কুরুক্ষেত্রনিবাসী এক উঞ্ছবৃত্তি বদান্য ব্রাহ্মণের এক প্রস্থ সক্তুদানের তুল্য বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না।

নকুল গর্ব্বিতভাবে এই কথা কহিলে, তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ তাহার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নকুল! তুমি কে এবং কোথা

হইতে এই সাধুজনাকীর্ণ যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ? তোমার পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিষয় আমাদিগের বিদিত নাই। আমরা শাস্ত্র ও ন্যায়ানুসারে সমুদায় যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছি। এই যজ্ঞে পূজার্হ মহাত্মারা যথাবিধি পূজিত হইয়াছেন; মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতিসমুদায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া বিবিধ দান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের, ন্যায়যুদ্ধ দ্বারা ক্ষত্রিয়গণের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের, পালন দ্বারা বৈশ্যগণের, অভিলষিত দান দ্বারা কামিনীগণের, অনুগ্রহ দ্বারা শূদ্রগণের, ব্রাহ্মণাবশিষ্ট ধন রত্ন প্রদান দ্বারা অন্যান্য জাতীয় মানবগণের, শুদ্ধাচার দ্বারা জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের, পবিত্র হবনীয় বস্তু দ্বারা দেবগণের এবং রক্ষা দ্বারা শরণাগতগণের সন্তোষসাধন করিয়াছেন। তবে তুমি কি নিমিত্ত এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ? তোমাকে দিব্যরূপসম্পন্ন ও সুবিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান হওয়াতে তোমার বাক্যে আমাদিগের অশ্রদ্ধা হইতেছে না, এই নিমিত্ত আমরা তোমায় বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি যে যে কার্য্য দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছ, তৎসমুদায় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর।

ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে, নকুল হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে বিপ্রগণ! আমি গর্ব্বিত হইয়া আপনাদিগের নিকট মিথ্যা কথা কহি নাই। যথার্থই আপনাদের এই অশ্বমেধ যজ্ঞ কুরুক্ষেত্রনিবাসী এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের সক্তুপ্রস্থদানের তুল্য নহে। এক্ষণে সেই বদান্য ব্রাহ্মণ যেরূপে স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন এবং যেরূপে আমার অর্দ্ধ শরীর ও মস্তক সুবর্ণময় হইয়াছে, সেই অদ্ভুত বিষয় আপনাদিগের নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ইতিপূর্ব্বে অসংখ্য ধার্ম্মিকজনপরিপূর্ণ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ কপোতের ন্যায় উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার এক পত্নী, এক পুত্র ও এক পুত্রবধূ ছিল। ঐ ব্রাহ্মণ প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে পরিবারবর্গের সহিত ভোজন করিতেন। কোন কোন দিন তিনি ঐ সময়েও ভক্ষ্যলাভে সমর্থ হইতেন না; সুতরাং সেই সেই দিন তাঁহাকে পরিবারবর্গের সহিত উপবাসী থাকিয়া পর দিন ষষ্ঠভাগে আহার করিতে হইত।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে, তথায় দারুণ দুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় ঐ ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র সঞ্চিত বস্তু ছিল না এবং দেশীয় শস্যসমুদায়ও ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া গেল। সুতরাং ব্রাহ্মণ প্রায় প্রতিদিনই ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া অতিকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুদিন উপবাসের পর একদা শুক্লপক্ষীয় মধ্যাহ্নসময়ে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ভক্ষ্যদ্রব্য সঞ্চয়ার্থ নানাস্থান বিচরণ করিলেন, কিন্তু উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কোথাও কিছুমাত্র লাভ করিতে পারিলেন

না। সুতরাং ঐ সময়েও তাঁহাকে পরিবার-বর্গের সহিত অতি কষ্টে প্রাণধারণ করিতে হইল। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে দিবসের ষষ্ঠভাগ অতীত হইলে, তিনি কোন ক্রমে এক প্রস্থ যব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পরিবারগণ তদ্দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া সেই যব দ্বারা সক্তু প্রস্তুত করিল।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিবারগণ জপ, আহ্নিক ও হোমক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক সেই সক্তু বিভাগ করিয়া ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় এক অতিথি ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাদিগের আবাসে সমুপস্থিত হইলেন। বিশুদ্ধচিত্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিবারগণ সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিবামাত্র মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং তাঁহার নিকট আপনাদের গোত্র ও ব্রহ্মচর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে কুটীরমধ্যে আনয়ন করিলেন। তখন সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ সমাগত অতিথিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসনপ্রদান পূর্ব্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, ভগবন্! আমি নিয়মানুসারে এই পবিত্র সক্তুলাভ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া অতিথিকে আপনার অংশ প্রদান করিলে, অতিথি অবিচারিতচিত্তে উহা ভক্ষণ করিলেন; কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অতিথি ব্রাহ্মণকে অপরিতৃপ্ত দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে কিরূপে তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই অতিথি ব্রাহ্মণকে আমার ভাগ প্রদান করুন। ইনি ইহা ভোজন করিলেই পরিতুষ্ট হইয়া গমন করিবেন, সন্দেহ নাই।

পতিপরায়ণা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণীকে নিতান্ত পরিশ্রান্তা ও ক্ষুধার্ত্তা বিবেচনা করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! কীট-পতঙ্গদিগেরও ভার্য্যার ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি কিরূপে তোমার আহার সামগ্রী গ্রহণ করিব। পত্নীর দয়াতেই পুরুষের শরীর রক্ষা হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, শুশ্রূষা, সন্তান ও পিতৃকার্য্যসমুদায়ই ভার্য্যার অধীন। যে ব্যক্তি ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে না পারে, তাহাকে ইহলোকে অযশঃ ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই।

মহাত্মা ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আমাদিগের উভয়েরই ধর্ম্ম ও অর্থ একরূপ। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া এই সক্তু গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করুন। স্ত্রীজাতীর সত্য, রতি, ধর্ম্ম, স্বর্গ ও অন্যান্য অভিলষিত বিষয় সকলই পতির আয়ত্ত। পতিই স্ত্রীগণের পরম দেবতা। আপনি আমার রক্ষানিবন্ধন পতি, ভরণনিবন্ধন ভর্ত্তা ও পুত্রপ্রদাননিবন্ধন বরদ

বলি॥ গণনীয় হইয়াছেন। অতএব আমার এই সক্তু অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান পূর্ব্বক আমাকে অনুগৃহীত করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন আপনি স্বয়ং জরাগ্রস্ত, দুর্ব্বল ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও স্বীয় ভাগ অতিথিকে প্রদান করিয়াছেন, তখন আমার ভাগ প্রদান করিবার বাধা কি? মনস্বিনী ব্রাহ্মণী এইরূপে নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে আপনার অংশ অতিথিকে প্রদান করিতে অনুরোধ করিলে, ব্রাহ্মণ পুলকিতচিত্তে সেই সক্তু গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সক্তুগুলিও ভোজন করুন। তখন অতিথি, ব্রাহ্মণের বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ সেই সক্তু গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে পুনরায় নিতান্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন।

তখন তাঁহার পুত্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি আমার এই সক্তুগুলি গ্রহণ করিয়া অতিথিকে প্রদান করুন। আমার মতে অতিথিকে এই সক্তু প্রদান পূর্ব্বক আপনার প্রীতিসাধন করা অপেক্ষা পুণ্য কর্ম্ম আর কিছুই নাই। সর্ব্বদা যথোচিত যত্নসহকারে আপনাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বৃদ্ধ পিতার সেবা করিতে বাসনা করিয়া থাকেন। বৃদ্ধদশায় পিতাকে পালন করা যে পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা ত্রিলোকমধ্যে চিরকাল প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আপনি এই সক্তু দ্বারা অতিথির তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া জীবিত থাকিলে, অনেক তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। প্রাণরক্ষা করা অপেক্ষা দেহিগণের পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।

মহানুভব ব্রাহ্মণতনয় এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! যদি তোমার সহস্র বর্ষ বয়ঃক্রম হয়, তথাপি তোমাকে আমার বালকের ন্যায় জ্ঞান হইবে। পিতা পুত্রোৎপাদন করিয়া পুত্র হইতে অশেষ শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। বালকের ক্ষুধা অতিশয় বলবান্। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং আমার পক্ষে অনাহারে প্রাণধারণ করা তাদৃশ কঠিন নহে। তুমি বালক, অতএব তোমার এই সক্তুগুলি অতিথিকে দান না করিয়া ভোজন করাই আবশ্যক। আমার বৃদ্ধদশা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া, আমাকে ক্ষুধায় তোমার ন্যায় ক্লেশভোগ করিতে হয় না এবং আমি দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করিয়াছি বলিয়া, মৃত্যুভয়েও নিতান্ত ভীত নহি।

তখন ব্রাহ্মণকুমার পিতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার পুত্র। আপনাকে রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি আপনার আত্মস্বরূপ; সুতরাং আমা দ্বারা আত্মরক্ষা করিলে, আপনার আত্মা দ্বারাই আত্মরক্ষা করা হইবে। অতএব আপনি অচিরাৎ এই সক্তু লইয়া অতিথিকে প্রদান পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করুন।

ব্রাহ্মণকুমার এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার ন্যায় রূপবান্, সচ্চরিত্র ও জিতেন্দ্রিয়। আমি অনেক বার তোমার সৎকার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমার বাক্যানুসারে তোমার সক্তু গ্রহণ করিয়া অতিথিকে প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ সেই পুত্রের ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক অম্লানবদনে অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। অতিথি ব্রাহ্মণ সেই সক্তুগুলি প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভোজন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া যাহার পর নাই চিন্তাকুল হইলেন।

তখন তাঁহার পবিত্রস্বভাবা পুত্রবধূ মহা আহ্লাদিতচিত্তে স্বীয় সক্তুভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক শ্বশুরের হিতসাধনার্থ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সক্তুগুলি গ্রহণ করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। তাহা হইলেই ঐ ব্রাহ্মণের সন্তোষনিবন্ধন আপনার পুত্র হইতে আমার গর্ভে সন্তানোৎপত্তি ও আপনার প্রসাদে আমার অক্ষয় লোক লাভ হইবে। আমার গর্ভে আপনার পৌত্র উৎপন্ন হইলে, সেই পৌত্রপ্রভাবে আপনি পবিত্র লোকে গমন করিতে পারিবেন। শাস্ত্রে ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ ও দাক্ষিণাত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নির ন্যায় ত্রিবিধ স্বর্গ নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ ত্রিবিধ স্বর্গ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রপ্রভাবেই লব্ধ হইয়া থাকে। পুত্র দ্বারা পিতৃগণ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, আর পৌত্র ও প্রপৌত্র দ্বারা সাধুনিষেবিত লোকসমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

সুশীলা পুত্রবধূ এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তুমি বায়ু ও রৌদ্রসেবনে নিতান্ত বিশীর্ণাঙ্গী ও বিবর্ণা এবং ক্ষুধায় একান্ত কাতরা হইয়াছ। এ সময়ে আমি কিরূপে তোমার সক্তুগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিব। অতএব আমাকে সক্তুগ্রহণ করিতে অনুরোধ করা তোমার উচিত নহে। তুমি তপস্যায় অনুরক্তা ও ব্রতচারিণী হইয়া প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে ভোজন করিয়া থাক। আজ আমি তোমাকে অনাহারে কালহরণ করিতে দেখিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব। বিশেষতঃ তুমি বালিকা; ক্ষুধার উদ্বেগ হওয়াতে তোমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে। অতএব এক্ষণে তোমাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার গুরুর গুরু ও দেবতার দেবতা। এই নিমিত্তই আমি সক্তু প্রদান করিয়া আপনার হিতসাধনচেষ্টা করিতেছি। গুরুশুশ্রূষা করিলে, দেহ, প্রাণ ও ধর্ম্ম সমুদায়ই রক্ষিত হইয়া থাকে। আপনি প্রসন্ন হইলেই আমার উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় লাভ হইবে। এক্ষণে আপনি আমাকে আপনার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী ও আপনার রক্ষণীয়া বিবেচনা করিয়া এই সক্তুগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করুন।

পুত্রবধূ এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার ভক্তিসূচক বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তোমার তুল্য সুশীলা ও ধর্ম্মনিরতা রমণী প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি গুরু-শুশ্রূষায় একান্ত নিরত। অতএব আমি তোমাকে বঞ্চনা না করিয়া তোমার সক্তু গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া তিনি সেই সক্তু গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন।

তখন সেই অতিথি ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের সেই অলোকসামান্য কার্য্যদর্শনে যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া প্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধার্ম্মিকবর! আমি তোমার ন্যায়োপার্জ্জিত পবিত্র দান দ্বারা তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। স্বর্গনিবাসী দেবগণও তোমার এই দানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন। ঐ দেখ, আকাশ হইতে ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ তোমাকে স্তব করিতেছেন। দেবদূতগণ তোমার দানদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন এবং ব্রহ্মলোকনিবাসী ব্রহ্মর্ষিগণ বিমানে অবস্থিত হইয়া, তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে বাসনা করিতেছেন। তুমি বহুযুগ ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পিতৃগণের উদ্ধারসাধন করিয়াছ। দেবগণ তোমার তপস্যা ও দানপ্রভাবে তোমার প্রতি যাহার পর নাই প্রীত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তুমি পরম সুখে স্বর্গে গমন কর। তুমি এই কষ্টের সময়ে বিশুদ্ধচিত্তে আমাকে সক্তুসমুদায় প্রদান করিয়া অতি দুর্লভ স্বর্গলোক জয় করিয়াছ। ক্ষুধা দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান, ধৈর্য্য ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব যে ব্যক্তি বুভুক্ষাকে জয় করিতে পারেন, তিনিই স্বর্গ জয় করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তির দানে শ্রদ্ধা থাকে তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কখনই অবসন্ন হয় না। তুমি পুত্রকলত্রের স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে আমাকে সক্তু প্রদান করিয়াছ, ঐ দান দ্বারা তোমার বিপুল পুণ্য লাভ হইয়াছে। মনুষ্য ধর্ম্মানুসারে দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্রে উহা দান করিলে, মহাফল লাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। স্বর্গদ্বার অতি দুর্গম স্থান। লোভ ঐ দ্বারের অর্গলস্বরূপ। মোহান্ধ ব্যক্তিরা উহাতে গমন করিবার কথা দূরে থাকুক, উহা দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। তপোনুষ্ঠাননিরত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ যথাশক্তি দান করিয়া অনায়াসে উহা দর্শন ও উহাতে গমন করিতে পারেন। যাহার সহস্র সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে শত সুবর্ণ প্রদান করিয়া যে ফল লাভ করে, যাহার শত সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে দশ সুবর্ণ প্রদান করিয়াই সেই ফল লাভ করিতে পারে, আর যাহার কিছুমাত্র ধন সঞ্চিত নাই, সে উপযুক্ত পাত্রে এক অঞ্জলি জল দান করিলেও উহাদের তুল্য ফল লাভে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে মহারাজ রন্তিদেব নিতান্ত

নির্দ্ধন হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে জল দান করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পুণ্যবলে তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। অতএব ন্যায়লব্ধ শ্রদ্ধাপূত অল্পমাত্র বস্তু দান করিয়া ধর্ম্মের যেরূপ প্রীতিসাধন করা যায়, অন্যায়লব্ধ মহামূল্য প্রভূত বস্তু দান করিয়াও তাঁহার তদনুরূপ প্রীতিসাধন করা যায় না। মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য গোদান করিয়া প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন; কিন্তু একটী পরকীয় গো দান করাতে তাঁহাকে নরকভোগ করিতে হইয়াছে। মহারাজ শিবি আত্মমাংস প্রদান করিয়া পবিত্র লোকে গমন পূর্ব্বক স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছেন। মনুষ্য কেবল ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে পুণ্যলাভ করিতে পারে না। সাধু ব্যক্তিরা ন্যায়োপার্জ্জিত বস্তু দ্বারা যেরূপ ফল লাভ করিতে পারেন, ভূপতিগণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তদনুরূপ ফললাভে সমর্থ হন না। মনুষ্য ক্রোধপ্রভাবে দানফলে বঞ্চিত ও লোভপ্রভাবে স্বর্গলাভে অসমর্থ হইয়া থাকে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি উপযুক্ত কালে সৎপাত্রে দান করিয়া অনায়াসে স্বর্গলাভে সমর্থ হন। তুমি এই সক্তু দান করিয়া যেরূপ ফল লাভ করিলে, বহুদিন বিবিধ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও সেরূপ ফল লাভ হয় না। তুমি এই সক্তুপ্রস্থ দান করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছ। অতএব এক্ষণে তোমার ও তোমার পরিবারবর্গের নিমিত্ত দিব্য যান সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি সপরিবারে উহাতে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান কর। আমি ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণবেশে এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তোমার পরীক্ষা করিলাম। তুমি স্বীয় পুণ্যবলে আপনার ও পরিবারবর্গের উদ্ধারসাধন করিলে। তোমার কীর্ত্তি ইহলোকে চিরস্থায়িনী হইবে। এক্ষণে তুমি ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গারোহণ কর।

অতিথিরূপী ধর্ম্ম এই কথা কহিলে, সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত দিব্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলেন। আমি সেই ব্রাহ্মণের গৃহমধ্যে বাস করিতাম। তিনি স্বর্গারোহণ করিলে, আমি বিবর হইতে বিনির্গত হইয়া সেই অতিথির ভুক্তাবশিষ্ট সলিলসিক্ত সক্তুর উপর বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। তখন সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের তপস্যা, তদ্দত্ত সক্তুর আঘ্রাণ ও তাঁহার আশ্রমে আকাশ হইতে নিপতিত দিব্য পুষ্পসমুদায়ের গন্ধপ্রভাবে আমার মস্তক ও অর্দ্ধশরীর সুবর্ণময় হইল। আমি তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অবশিষ্ট অঙ্গ সুবর্ণময় করিবার প্রত্যাশায় তদবধি বারংবার বিবিধ তপোবন ও যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিতেছি, কিন্তু কুত্রাপি আমার অভীষ্টসিদ্ধ হইল না। এক্ষণে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের এই সুসমৃদ্ধ যজ্ঞবৃত্তান্তশ্রবণে নিতান্ত আশ্বাসযুক্ত হইয়া এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু এখানেও অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলাম না। এই নিমিত্ত আমি হাস্য করিয়া আপনাদিগের নিকট কহিয়াছি, যে এই মহাযজ্ঞ সেই মহাত্মা উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের একপ্রস্থ সক্তুদানেরও

তুল্য নহে। নকুল সেই যজ্ঞভূমিস্থ ব্রাহ্মণগণকে এই কথা কহিয়া যথাস্থানে গমন করিল। তখন ব্রাহ্মণগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে এই যজ্ঞ স্থলে যে আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এই আমি আপনার নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। অতএব যজ্ঞই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গর্ব্ব করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অসংখ্য মহর্ষি যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া কেবল তপস্যা প্রভাবেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সর্ব্বভূতে অহিংসা, সন্তোষ, সুশীলতা, সরলব্যবহার, তপস্যা, ইন্দ্রিয়পরাজয় ও সত্য এই সমুদায়ের মধ্যে কোনটীই যজ্ঞ অপেক্ষা ন্যূন নহে।

একনবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ভূপতিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান, মহর্ষিগণ তপোনুষ্ঠান ও অন্যান্য বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ শান্তিগুণ অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমার মতে যজ্ঞানুষ্ঠান দানাদি সমুদায় কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বকালে অনেকানেক ভূপতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র অসংখ্য বহুদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াই সমুদায় দেবরাজ্যের আধিপত্য হইয়াছেন। অতএব ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনসমভিব্যাহারে সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, নকুল সেই যজ্ঞের নিন্দা করিল কেন? আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যজ্ঞের বিধি ও যজ্ঞফলের বিষয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র মহা সমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, ঋত্বিক্‌গণ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। গুণসমন্বিত হোতারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ আহুত হইতে লাগিলেন এবং অধ্বর্য্যুগণ উৎকৃষ্ট স্বরে যজুর্ব্বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পশুবধের সময় সমুপস্থিত হইলে, মহর্ষিগণ পশুদিগকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান কখনই মঙ্গলকর নহে। পরম ধর্ম্মলাভ করিতে বাসনা করিয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে আপনার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে। যজ্ঞে পশুহত্যা করা শাস্ত্রসম্মত নহে। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে আপনাকে নিশ্চয়ই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে। ইহা দ্বারা কখনই আপনার ধর্ম্মলাভ হইবে না। হিংসাকে কখনই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব যদি আপনি ধর্ম্মলাভ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে ত্রৈবার্ষিক বীজ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। ঐ রূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে পরম ধর্ম্ম ও মহৎ ফল লাভ করা যায়।

তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে,

মহাত্মা শতক্রতু মোহবশত তাঁহাদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা করিলেন না। তখন তাপসগণ কেহ কেহ স্থাবর পদার্থ দ্বারা ও কেহ কেহ জঙ্গম পদার্থ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বলিয়া ঘোরতর বাদানুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই বিবাদভঞ্জনের নিমিত্ত দেবরাজের সহিত চেদিরাজ বসুর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানের কিরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। আমরা কেহ কেহ পশু দ্বারা এবং কেহ কেহ বীজ ও ঘৃত দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি।

মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, চেদিরাজ বসু তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্রগণ! যখন যে বস্তু উপস্থিত হইবে, তখন তদ্দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। চেদিরাজ বসু এইরূপ মিথ্যা বাক্য কীর্ত্তন করাতে, তাঁহাকে অচিরাৎ রসাতলে গমন করিতে হইল। অতএব সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি যেন বহুদর্শী হইয়াও সহসা সংশয়াত্মক কার্য্যের মীমাংসা না করে। যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠাননিরত ও অশুদ্ধচিত্ত হইয়া অনাস্থা পূর্ব্বক বিবিধ বস্তু দান করে, তাহার সমুদায় দানফল বিনষ্ট হইয়া যায়। অধার্ম্মিক হিংসাপরায়ণ দুরাত্মারা দান করিয়া কখনই ইহলোক ও পরলোকে কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি অধর্ম্মানুসারে দ্রব্যসমুদায় উপার্জ্জন পূর্ব্বক ধর্ম্মলাভে সন্দিহান হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহাকে অবশ্যই ধর্ম্মফলে বঞ্চিত হইতে হয়। কপটধার্ম্মিক পাপপরায়ণ নরাধমেরা কেবল লোকের বিশ্বাসের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ যথেচ্ছাচারী ও মোহসমন্বিত হইয়া পাপকার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহাকে নিঃসন্দেহ নিরয়গামী হইতে হয়। দুরাত্মারা লোভমোহের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থসঞ্চয়ের নিমিত্ত পাপাচরণ পূর্ব্বক প্রাণিগণকে উদ্বেজিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মোহাক্রান্ত হইয়া অধর্ম্মানুসারে অর্থলাভ পূর্ব্বক দান বা যজ্ঞানুষ্ঠান করে, সে পরলোকে কখনই তাহার ফলভোগ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু মহাত্মা মহর্ষিগণ সাধ্যানুসারে উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ ফল, মূল, শাক ও জল দান করিয়াই অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন। পণ্ডিতেরা এইরূপ দানকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাযোগ, দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ধৈর্য্য ও ক্ষমা এ সমুদায়ই সনাতন ধর্ম্মের মূল। পূর্ব্বে অসংখ্য মহর্ষি এবং বিশ্বামিত্র, অসিত, জনক, কক্ষসেন, আর্ষ্টিসেন ও সিন্ধুদ্বীপ প্রভৃতি ভূপালগণ ন্যায়লব্ধ বস্তু সমুদায় দান ও সত্য ব্যবহার করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। ফলত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণেই তপস্যায়

অনুরক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে ন্যায়লব্ধ বস্তু প্রদান করিলে, অনায়াসে স্বর্গলাভে সমর্থ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনার মুখে উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের বহুপরিশ্রমলব্ধ সক্তুদান দ্বারা স্বর্গলাভবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধনদানই উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভের হেতু। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যজ্ঞানুষ্ঠান অল্পধনসাধ্য নহে। অতএব কেবল ধর্ম্মলব্ধ ধন দ্বারাই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রভূত অর্থ সঞ্চয় না থাকিলেই যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা যায় না, ইহা কেবল ভ্রমমাত্র। এক্ষণে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের মহাযজ্ঞবিষয়ক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, ঐ ইতিহাস শ্রবণ করিলেই তোমার ঐ ভ্রম দূর হইবে। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদায় জীবের মঙ্গলসাধনে তৎপর হইয়া এক দ্বাদশবার্ষিক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে অগ্নিতুল্য তেজস্বী মূলাহারী, ফলাহারী, অশ্মকুট্ট, মরীচিপ, পরিঘৃষ্টিক, বৈঘসিক ও অপ্রক্ষাল প্রভৃতি বিবিধ মহর্ষিগণ হোতৃত্বে বৃত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহুতর সন্ন্যাসী ও যতিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। উঁহারা সকলেই দমগুণসম্পন্ন হিংসাদম্ভবিবর্জ্জিত, ধর্ম্মদর্শী ও জিতেন্দ্রিয়। ঐ সকল মহাত্মারা ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক শুদ্ধাচারনিরত হইয়া পরম যত্নসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ অগস্ত্যও স্বীয় সাধ্যানুসারে সেই যজ্ঞের উপযুক্ত অন্ন আহরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে মহর্ষি অগস্ত্যের সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে, দৈবদুর্ব্বিপাকবশত ঐ সময় বিষম অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র বিন্দুমাত্র বারিবর্ষণ করিলেন না। তখন একদা তাঁহার ঋত্বিক্‌গণ আপনাদিগের কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক পরস্পর এই কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, মহর্ষি অগস্ত্য মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞে অন্নদান করিতেছেন, কিন্তু দেবরাজ অদ্যাপি বারিবর্ষণ করিলেন না। তবে কিরূপে অন্ন উৎপন্ন হইবে! বিশেষত এই যজ্ঞ দ্বাদশবর্ষব্যাপী। ইহা সমাপ্ত হইবার এখনও অধিক দিন বিলম্ব আছে। বোধ হয়, দেবরাজ এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইলে, বারিবর্ষণ করিবেন না। অতএব এক্ষণে মহাতপাঃ মহর্ষি অগস্ত্যের প্রতি অনুগ্রহ করা সকলেরই আবশ্যক।

মহর্ষিগণ এই কথা কহিবামাত্র প্রতাপশালী মহর্ষি অগস্ত্য অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! যদি ইন্দ্রদেব নিতান্তই দ্বাদশবর্ষ বারিবর্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমি সঙ্কল্প দ্বারা দেবতা ও ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া চিন্তাযজ্ঞের, আহৃত দ্রব্যসমুদায় ব্যয় করিবার পরিবর্ত্তে ঐ সমুদায় স্পর্শ করিয়া স্পর্শযজ্ঞের কিম্বা ব্যায়ামসাধ্য অন্যবিধ কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিব। এক্ষণে আমি বহুবৎসরাবধি এই বীজযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। অতএব ঐ বীজ দ্বারাই নির্ব্বিঘ্নে এই যজ্ঞ সম্পাদন করিব। দেবরাজ বারিবর্ষণ করুন বা না করুন, কখনই আমার যজ্ঞের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। যদি দেবরাজ আমার অভ্যর্থনানুসারে বারিবর্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমি স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া প্রজাগণকে জীবন প্রদান করিব। যে যাহা আহার করিয়া থাকে, সে তাহাই আহার করিবে। এক্ষণে এই ত্রিলোকমধ্যে যে সমুদায় সুবর্ণ ও অন্যান্য ধন বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় অচিরাৎ এই স্থানে সমুপস্থিত হউক এবং স্বয়ং ধর্ম্ম, স্বগ ও অপ্সরা, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য স্বর্গবাসিগণ সকলেই এই যজ্ঞস্থলে আগমন করুন। মহর্ষি অগস্ত্য এই কথা কহিবামাত্র সেই যজ্ঞ ভূমিতে প্রভূত ধন ও ধর্ম্মাদি দেবগণের সমাগম হইল।

তখন ঋষিগণ মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবল দর্শনে যুগপৎ হৃষ্ট ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনার প্রভাবদর্শনে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে আমরা আপনার সঞ্চিত তপোবল বিনাশ করিতে বাসনা করি না। যথার্থ ন্যায়পথে যে সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, আমরা সেই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ন্যায়পথে জীবিকা উপার্জ্জন পূর্ব্বক যজ্ঞ, হোম ও অন্যান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই আমাদের অভিপ্রেত। আমাদের মতে ন্যায়ানুসারে ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করাই শ্রেয়ঃ। আমরাও ন্যায়ানুসারে যথাকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি এবং ন্যায়ানুসারেই তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছি। হিংসাপরিশূন্য বুদ্ধিই আপনার মতে প্রশংসনীয়। অতএব আপনি যজ্ঞস্থলে অহিংসাসহকারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই আমরা আপনার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইব। আপনার এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইলে; আমরা কখনই এ স্থান হইতে গমন করিব না। এই যজ্ঞ সমাপ্তির পর, আপনি আমাদিগকে অনুমতি করিলেই আমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিব।

তপোধনগণ এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র অগস্ত্যের তপোবলদর্শনে চমৎকৃত হইয়া অচিরাৎ বারিবর্ষণ পূর্ব্বক বৃহস্পতিকে অগ্রে লইয়া সেই মহর্ষির নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। ঐ দিবস অবধি অগস্ত্যের যজ্ঞ সমাপ্তিপর্য্যন্ত যথাসময়ে ভূমণ্ডলে বারিবর্ষণ হইয়াছিল। অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপন হইলে মহর্ষি অগস্ত্য পরম পরিতুষ্ট হইয়া মুনিগণকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বিদায় করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মরাজের অশ্বমেধাবসানে যে সুবর্ণশিরাঃ নকুল যজ্ঞভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মনুষ্য বাক্যে ব্রাহ্মণদিগের নিকট যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছিল, সে কে? উহার বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আপনি সেই নকুলের বিষয় আমার নিকট

জিজ্ঞাসা করেন নাই। এই নিমিত্ত আমিও উহা কীর্ত্তন করি নাই। এক্ষণে ঐ নকুলকে এবং কি নিমিত্ত মনুষ্যের ন্যায় উহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইত, তাহা আপনার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহাত্মা জমদগ্নি শ্রাদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া স্বয়ং হোমধেনু দোহন পূর্ব্বক তাহার দুগ্ধ এক পবিত্র নূতন ভাণ্ডে রাখিয়াছিলেন; ঐ সময় ধর্ম্ম তাহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্রোধরূপী হইয়া সেই দুগ্ধ ভাণ্ডে প্রবেশ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই মহর্ষির অনিষ্টাচরণ করিলে, ইনি আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, ইহা আমাকে জ্ঞাত হইতে হইবে। তিনি মনে মনে এইরূপ অনুধ্যান পূর্ব্বক সেই দুগ্ধ পান করিয়া নিঃশেষিত করিলেন। কিন্তু মহর্ষি জমদগ্নি তাহাকে ক্রোধ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন সেই ক্রোধরূপী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণীর রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! যখন আজি আপনি আমাকে পরাজিত করিলেন, তখন আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, লোকে ভৃগুবংশীয়দিগকে যে অতিশয় ক্রোধশীল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। আপনার তুল্য তপস্যানিরত ও ক্ষমাশীল আর কেহই নাই। এক্ষণে আমি আপনার একান্ত বশীভূত হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার তপস্যার বিষয় চিন্তা করিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে।

তখন মহাত্মা জমদগ্নি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ক্রোধ! তুমি আমাকে পরীক্ষা করিলে, এক্ষণে যথাস্থানে প্রস্থান কর। তুমি আমার কিছুমাত্র অপকার কর নাই। আমিও তোমার প্রতি কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হই নাই। আমি পিতৃগণের উদ্দেশে এই দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়াছিলাম; অতএব তুমি শীঘ্র গমন করিয়া তাহাদিগকে প্রসন্ন কর। জমদগ্নি এই কথা কহিবামাত্র ক্রোধরূপী ধর্ম্ম নিতান্ত ভীত হইয়া তথায় অন্তর্হিত ও অচিরাৎ পিতৃগণের শাপপ্রভাবে নকুলত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে তিনি শাপ হইতে উদ্ধার হইবার বাসনায় পিতৃগণকে প্রসন্ন করিলেই তাহারা কহিলেন, তুমি ধর্ম্মের নিন্দা কর, তাহা হইলেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। পিতৃগণ এই কথা কহিবামাত্র সেই নকুল ধর্ম্মারণ্য ও অন্যান্য যজ্ঞীয় প্রদেশসমুদায়ে গমন পূর্ব্বক যজ্ঞাদি কার্য্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া "এ যজ্ঞ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের সক্তুদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে" বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিয়াছিল। ধর্ম্মরাজ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ। সুতরাং তাঁহাকে নিন্দা করিবামাত্র উহার শাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছে।

অনুগীতাপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

আশ্বমেধিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

আশ্রমবাসিক পর্ব্ব।

আশ্রমবাস পর্ব্বাধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার প্রপিতামহ মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ রাজ্যলাভ করিয়া কত দিন উহা ভোগ করিয়াছিলেন? তাঁহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন এবং যশস্বিনী গান্ধারী ও পুত্রবিহীন অমাত্যহীন আশ্রয়বিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রই বা কিরূপে কালযাপন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শত্রুসমুদায় নিহত হইবার পর মহাত্মা পাণ্ডবগণ রাজ্যলাভ করিয়া ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর উহা উপভোগ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশ বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে তাঁহাদের রাজ্য প্রতিপালিত হয়। ঐ সময় বিদুর, সঞ্জয় ও বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু ইঁহারা সর্ব্বদা অন্ধরাজের সমীপে সমুপস্থিত থাকিতেন। ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা ধৃতরাষ্ট্রের উপাসনা ও চরণবন্দনা করিতেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী প্রতিনিয়ত গুরুপত্নীর ন্যায় গান্ধারীর বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য পাণ্ডবপত্নীগণ স্বীয় শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের ন্যায় গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতিনিয়ত মহার্হ শয্যা, পরিধেয় বস্ত্র, আভরণ ও রাজোচিত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্যসমুদায় ধৃতরাষ্ট্রকে অর্পণ করিতেন। দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় শ্যালক মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য ও ভগবান্ বেদব্যাস সতত অন্ধরাজের নিকট সমুপস্থিত থাকিতেন। বেদব্যাসের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক ও রাক্ষসবিষয়ক নানাবিধ কথোপকথন হইত। মহামতি বিদুর তাঁহার আদেশানুসারে ধর্ম্ম ও ব্যবহারবিষয়ক কার্য্যসমুদায় সন্দর্শন করিতেন। মহাত্মা বিদুরের সুনীতিপ্রভাবে অতি সামান্য অর্থব্যয়ে সামন্ত নরপতিদিগের নিকট হইতে বহুতর প্রিয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। তিনি আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের বন্ধনমোচন এবং বধার্হ ব্যক্তিদিগের প্রাণদান করিতেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহাতে কদাচ বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিতেন না। তিনি বিহারযাত্রাসময়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ উপভোগ্য

বস্ত্র প্রদান করিতেন। ঐ সময় নানাবিধ পাচকগণ পূর্ব্বের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রের পাককার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত; পাণ্ডবগণ মহার্হ বস্ত্র ও বিবিধ মাল্য আহরণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতেন; মৈরেয়, মৎস্য, মাংস, পানীয় ও মধুপ্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্যসমুদায় তাঁহার নিমিত্ত প্রস্তুত হইত এবং যে সমুদায় ভূপতি বিহার উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইতেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার উপাসনা করিতেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, ধৃতকেতুর ভগিনী, জরাসন্ধের কন্যা ও অন্যান্য ভরতকুলকামিনীগণ সতত গান্ধারীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির "রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবিহীন হইয়াছেন; অতএব যাহাতে উঁহাকে কিছুমাত্র দুঃখভোগ করিতে না হয়, তোমরা তাহাই করিবে" এই বলিয়া ভ্রাতৃগণকে প্রতিনিয়ত সতর্ক করিয়া দিতেন। তাঁহারাও তাঁহার আদেশানুসারে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সর্ব্বদা সবিশেষ যত্ন করিতেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দুর্নীতিনিবন্ধন যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, বৃকোদরের হৃদয় হইতে তখনও তাহা অপনীত হয় নাই বলিয়া তিনি তাঁহার সুখসাধনবিষয়ে তত যত্নবান্ হইতেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব ও ঋষিগণ কর্তৃক এইরূপে সম্মানিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সুখসচ্ছন্দে কালহরণ পূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্তু সমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সরলস্বভাব মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সেই সমুদায় বস্তু প্রদান পূর্ব্বক প্রীতমনে অমাত্য ও ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, অন্ধরাজ আমার ও তোমাদিগের পরম পূজনীয়। অতএব যিনি উঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবেন, তিনি আমার সুহৃৎ, আর যিনি উঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনি আমার শত্রুস্বরূপ হইবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে উনি স্বীয় পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ইচ্ছানুসারে ধনদান করুন।

যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধনদান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা সকলেই তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাকে বিবিধ ধনদান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বৃদ্ধ অন্ধরাজকে আমাদিগের নিমিত্তই পুত্রপৌত্রশোকে নিতান্ত অভিভূত হইতে হইয়াছে; অতএব যাহাতে ইনি সেই শোকনিবন্ধন কালকবলে নিপতিত না হন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইঁহার পুত্রগণ জীবিত থাকিতে ইনি যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কালহরণ করিয়াছেন, এক্ষণেও সেইরূপ সুখভোগে কালহরণ করুন। পাণ্ডবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে নিতান্ত বিনীত, আজ্ঞানুবর্ত্তী

ও ভক্তিমান্ দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অতিশয় প্রীত হইলেন।' ঐ সময় মহানুভাবা গান্ধারীও পিতৃলোকপ্রাপ্ত পুত্রগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ ধনদান করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলেন।

এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত প্রতিনিয়ত অন্ধরাজের যথাযোগ্য সৎকার করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি কোন বিষয়ে পাণ্ডবগণের দোষ দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাদের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পতিপরায়ণা গান্ধারীও পুত্রশোক পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কোনরূপ অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন না। অন্ধরাজ ও গান্ধারী তাঁহাকে যে যে কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিলেন, তৎসমুদায় কঠিন হউক বা সহজ হউক, তিনি প্রীতমনে সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অন্ধরাজ ধর্ম্মরাজের এইরূপ সদাচার দ্বারা পরম প্রীত হইয়া মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে স্মরণ পূর্ব্বক যাহার পর নাই অনুতাপযুক্ত হইলেন এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জপাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া পাণ্ডবগণের সংগ্রামে অপরাজয় ও ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে পাণ্ডবগণ হইতে তাঁহার যেরূপ প্রীতিলাভ হইল, পূর্ব্বে তিনি পুত্রগণ হইতেও সেইরূপ প্রীতিলাভে সমর্থ হন নাই। ঐ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণেই ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি প্রীত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির অত্যাচারের বিষয় একবার স্মরণও না করিয়া অন্ধরাজের আজ্ঞানুসারে সমুদায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে ব্যক্তি ধৃতরাষ্ট্রের কোনরূপ অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত, যুধিষ্ঠির তাহার সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করিতেন। সুতরাং ধর্ম্মরাজের ভয়ে কেহই তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের বা দুর্য্যোধনের দোষ কীর্ত্তনে সমর্থ হইত না। মহাত্মা বিদুর ও গান্ধারী ধর্ম্মরাজের সৌজন্য দর্শনে তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইলেন, কিন্তু ভীমসেনের প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রীতিসঞ্চার হইল না। ভীমসেন অন্ধরাজকে দর্শন করিবামাত্র মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইতেন, কেবল যুধিষ্ঠির উঁহার পরিচর্য্যা করিতেন বলিয়াই নিতান্ত অপ্রীতচিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনপিতা ধৃতরাষ্ট্র এই উভয়ের প্রণয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সতত সাবধানে অন্ধরাজের পরিচর্য্যা করিতেন। কেবল মহাবীর বৃকোদরই তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। কৌরবপতি ধৃতরাষ্ট্র যখন স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে স্মরণ করিতেন, তখনই তিনি মনোমধ্যে বৃকোদরকে চিন্তা করিয়া যাহার পর নাই কষ্ট পাইতেন।

মহাবীর বৃকোদরও ধৃতরাষ্ট্রের নামগন্ধ হইলেই ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন। তিনি গোপনে গোপনে অন্ধরাজের অপ্রিয়-কার্য্য সাধন এবং কপট পুরুষ দ্বারা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ম্মন্ত্রণা ও দুর্ব্ব্যবহারনিবন্ধন যে তাঁহাকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি কোন ক্রমেই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

এইরূপে পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইলে, একদা মহাবাহু ভীমসেন দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণকে স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অনতিদূরে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী ও দ্রৌপদীর অজ্ঞাতসারে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণের সমক্ষে বাহ্বাস্ফোট করিতে করিতে কহিলেন, হে বন্ধুগণ! আমি এই পরিঘাকার বাহুযুগলপ্রভাবে নানাশাস্ত্রপারদর্শী ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে নিহত করিয়াছি। আমার এই চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় প্রভাবেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত শমন সদনে গমন করিয়াছে। মহাবীর ভীমসেন এইরূপ বিবিধ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে, বুদ্ধিমতী গান্ধারী সকল কার্য্যই কালপ্রভাবে হইয়া থাকে, বিবেচনা করিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না; কিন্তু কৌরবপতি ধৃতরাষ্ট্র ভীমের সেই ভীষণ বাক্যবাণে নিতান্ত ব্যথিত ও নির্ব্বেদযুক্ত হইলেন। তখন তিনি অবিলম্বে স্বীয় সুহৃদ্গণকে আহ্বান পূর্ব্বক বাষ্পাকুল নয়নে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বান্ধবগণ! যেরূপে কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছে, তাহা তোমাদিগের অবিদিত নাই। আমিই ঐ ঘোরতর অনর্থের মূল। কৌরবগণ আমার পরামর্শানুসারেই সংগ্রামে সম্মত হইয়াছিল। আমি যে জ্ঞাতিগণভয়াবহ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলাম; মহাত্মা বাসুদেব ঐ দুরাত্মাকে উহার অমাত্যগণের সহিত নিহত করিতে উপদেশ প্রদান করিলে যে, তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করি নাই; বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, ভগবান্ বেদব্যাস, সঞ্জয় ও গান্ধারী আমাকে বারংবার হিতোপদেশ প্রদান করিলেও যে আমি পুত্রস্নেহে একান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হই নাই এবং মহামতি বাসুদেবের পরামর্শানুসারে যে গুণশালী মহাত্মা পাণ্ডুতনয়দিগকে তাহাদের পিতৃপরম্পরাগত রাজ্য প্রদান করি নাই; সেই সমুদায় এক্ষণে সহস্র সহস্র শল্যস্বরূপ হইয়া আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে পঞ্চদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইবার পর অবধি আমি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখন আমি কোন দিন দিবার চতুর্থভাগে কোন দিন বা অষ্টভাগে ক্ষুন্নিবারণার্থ যৎকিঞ্চিৎমাত্র আহার করিয়া থাকি। গান্ধারী-ভিন্ন আর কেহই উহা অবগত নহে। আমার এইরূপ নিয়ম যুধিষ্ঠিরের কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত অনুতাপ করিবেন বলিয়া আমি কাহারও নিকট উহা প্রকাশ করি না। প্রতিদিন অজিন ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে কুশোপরি শয়ান হইয়া জপানুষ্ঠান করিয়া থাকি। যশস্বিনী গান্ধারীও এই-

রূপ নিয়মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আমার সমরবিশারদ শতপুত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছে বলিয়া আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। কারণ তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে নিহত হইয়া অনায়াসে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র বান্ধবগণকে এই কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস কুন্তীনন্দন! তোমার মঙ্গল লাভ হউক। আমি তোমা কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পরম সুখে অবস্থান পূর্ব্বক বারংবার প্রভূত মহামূল্য বস্তুসমুদায় দান ও শ্রদ্ধানুষ্ঠান করিয়া প্রচুর পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি। পুত্রহীনা গান্ধারী ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমার পরিচর্য্যা করিয়াছেন। যে সকল দুরাত্মা তোমার ঐশ্বর্য্য অপহরণ ও দ্রৌপদীর কেশাম্বর কর্ষণ করিয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সকলেই সমরে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে। অতএব তাহাদিগের উদ্ধারার্থ আমার কোন চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কেবল আমার আপনার ও গান্ধারীর পক্ষে যাহা শ্রেয়, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তুমি ধার্ম্মিকদিগের অগ্রগণ্য, রাজাও জীবগণের পরম গুরু, এই নিমিত্তই আমি তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি আমাকে গান্ধারীর সহিত বনগমন করিতে অনুমতি কর। আমি সুবলনন্দিনী সহিত বল্কল পরিধান পূর্ব্বক অরণ্যে অবস্থান করিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিব। শেষাবস্থায় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন করাই আমাদিগের কুলোচিত কার্য্য। আমি তথায় বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া পত্নীর সহিত অতি উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিব। তাহা হইলে তুমিও সেই তপস্যার ফলভাগী হইবে। কারণ রাজ্যমধ্যে যে সমুদায় শুভ ও অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, রাজা অবশ্যই তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! আপনি দুঃখিতচিত্তে কালহরণ করিলে, রাজ্য আমার কখনই প্রীতিকর হইবে না। হায়! আপনি এত দিন আহার পরিত্যাগ ও ভূতলে শয়ন করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন, ইহা আমি বা আমার ভ্রাতৃগণ আমরা কেহই জানিতে পারি নাই। আমাকে ধিক্! আমার তুল্য দুর্ব্বুদ্ধি রাজ্যলুব্ধ নরাধম আর কেহই নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে আহারাদি করিতেছেন বলিয়া আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া গোপনে গোপনে আমায় বঞ্চনা করিয়া অনাহারে কালাতিপাত করিয়াছেন। আপনি দুঃখভোগ করিলে, আমার রাজ্য, ভোগ্য বস্তু, যজ্ঞ ও সুখে প্রয়োজন কি? এক্ষণে আপনার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার রাজ্য ও আত্মাকে নিতান্ত ক্লেশকর জ্ঞান হইতেছে। আপনি আমাদিগের পিতা, মাতা ও পরম গুরু। অতএব আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, আমরা কোথায় অবস্থান করিব? এক্ষণে আপনি আপনার ঔরস পুত্র যুযুৎসু

অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে যুবরাজ করিয়া স্বয়ং রাজ্যভোগ করুন; আমি অরণ্যে গমন করি। আমি জ্ঞাতিবধজনিত অকীর্ত্তিতে বিলক্ষণ দগ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে আপনি বনগমন পূর্ব্বক আমাকে পুনরায় দগ্ধ করিবেন না। এই রাজ্যে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। আপনিই রাজ্যেশ্বর; আমি আপনার অধীন; অতএব আমি কিরূপে আপনাকে অনুমতি প্রদান করিব। আমরা দুর্য্যোধনের অত্যাচার স্মরণ করিয়া কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হই নাই। অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যপ্রভাবেই আমাদিগকে তৎকালে মোহের বশীভূত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। দুর্য্যোধনাদি যেমন আপনার পুত্র ছিল, আপনি আমাদিগকেও সেইরূপ জ্ঞান করিবেন। জননী কুন্তী ও গান্ধারীতে আমার কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান নাই। অতএব যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার অনুগামী হইব। আপনি বনে গমন করিলে, এই নানারত্নবিভূষিতা সসাগরা পৃথিবী কখনই আমার প্রীতিকর হইবে না। অতএব আমি আপনাকে প্রণিপাত করিয়া কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই রাজ্যস্থ সমুদায় পদার্থে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং আমরাও আপনার একান্ত বশবর্ত্তী। অতএব আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিষাদ পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শুশ্রূষা করিয়া মনের সন্তাপ নিবারণ করিব।

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তপস্যা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। বৃদ্ধাবস্থায় অরণ্যবাস আশ্রয় করা আমাদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম। আমি বহুদিন রাজ্যমধ্যে বাস করিয়াছি এবং তুমিও আমার যথোচিত শুশ্রূষা করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমাকে অরণ্যগমনে আদেশ কর। মহামতি ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিয়া মহাত্মা সঞ্জয় ও মহারথ কৃপাচার্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরদ্বয়! এক্ষণে তোমরা আমার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা কর। আমি স্বয়ং আর বাক্যচালন করিতে পারি না। বার্দ্ধক্য ও বহুক্ষণ বাক্যব্যয়নিবন্ধন আমার মনঃ অবসন্ন ও মুখ পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অন্ধরাজ এই বলিয়া গান্ধারীকে অবলম্বন পূর্ব্বক সহসা মৃত ব্যক্তির ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতকে অকস্মাৎ মৃতকল্প দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! যে মহাত্মা এক লক্ষ হস্তীর বল ধারণ করিতেন, যাঁহার বাহুবলে ভীমের লৌহময় প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজি তিনি এক অবলাকে ধারণ পূর্ব্বক মৃতকল্প হইয়া শয়ন করিলেন। আমার তুল্য অধার্ম্মিক ও নরাধম আর কেহই নাই। আমাকে ও আমার শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্! আজি আমার নিমিত্তই ইঁহাকে এত দূর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। আজি যদি ইনি এবং জননী গান্ধারী ভোজন না করেন, তাহা

হইলে আমিও অনাহারে কালহরণ করিব। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সলিলসিক্ত হস্ত দ্বারা অল্পে অল্পে তাঁহার মুখ ও বক্ষঃস্থল মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই রত্ন ও ঔষধিযুক্ত সুগন্ধময় পবিত্র করস্পর্শ দ্বারা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার হস্ত দ্বারা আমার অঙ্গস্পর্শ ও আমাকে আলিঙ্গন কর। তোমার করস্পর্শ দ্বারা আমার জীবন লাভ হইল। আমি তোমার মস্তকাঘ্রাণ ও তোমাকে আলিঙ্গন করিতে নিতান্ত বাসনা করিতেছি। আজি আমি দিবসের অষ্টম ভাগে ভোজন করিব, স্থির করিয়াছিলাম; এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হওয়াতেও তোমাকে বহুক্ষণ বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা করাতে আমার শরীর ও মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তোমার অমৃতরসাভিষিক্ত করস্পর্শ দ্বারাই আমার চৈতন্য লাভ হইয়াছে।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সৌহার্দ্দনিবন্ধন কর দ্বারা তাঁহার সর্ব্বগাত্রে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তখন অন্ধরাজ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। বিদুর প্রভৃতি মহাত্মারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উঁহারা নিতান্ত শোকাবেগনিবন্ধন যুধিষ্ঠিরকে কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। তখন পতিপরায়ণা গান্ধারী অতিকষ্টে শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং সমুদায় কৌরবরমণী কুন্তীর সহিত সমবেত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে ধৃতরাষ্ট্রের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। অনন্তর অন্ধরাজ পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তপস্যা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, এই নিমিত্ত আমি ভূয়োভূয় তোমার নিকট বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। বারংবার বাক্যব্যয় করিতে আমার মনঃ নিতান্ত অবসন্ন হয়; অতএব আর তুমি আমাকে কষ্ট প্রদান করিও না।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, তত্রত্য যোধগণ তাঁহাকে বিষণ্ণ, উপবাস-পরিশ্রান্ত ও অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট অবলোকন করিয়া সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শোকাশ্রু সংবরণ পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে যেরূপ উল্লাসিত হই, রাজ্যভোগ ও জীবন রক্ষা করিতে সেরূপ সন্তুষ্ট হই না। অতএব যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে ও আপনি আমাকে প্রিয়জ্ঞান করেন, তাহা হইলে এক্ষণে ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করুন। পরে আমি আপনার বনগমনবিষয়ে বিবেচনা করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আজি আমি তোমার অনুরোধে অবশ্যই পুরমধ্যে ভোজন করিব।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি বেদব্যাস তথায় সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র যাহা কহিতেছেন, তুমি অবিচারিতচিত্তে তাহাতে সম্মত হও। ধৃতরাষ্ট্র একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়াছেন; অতএব বোধ হইতেছে, ইনি রাজ্যমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক কখনই কষ্ট-ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। যশঃস্বিনী গান্ধারীও কেবল ধৈর্য্যবশতঃ পুত্রশোক সহ্য করিতেছেন। অতএব আমি তোমাকে কহিতেছি, তুমি উঁহাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান কর। উঁহারা কেন বৃথা রাজধানীতে প্রাণত্যাগ করিবেন। অচিরাৎ বনগমন করিয়া পুরাতন রাজাদিগের তুল্য গতি লাভ করুন। চরমে বনগমন করাই রাজর্ষিদিগের প্রধান ধর্ম্ম।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজ্য ও কুলগুরু। আপনি আমার পিতা ও আমি আপনার পুত্রস্বরূপ। ধর্ম্মানুসারে পুত্র পিতার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। অতএব আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, তাহার আর সংশয় কি?

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ভগবান্ বেদব্যাস পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! নরপতি ধৃতরাষ্ট্র এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন; অতএব আমি ইঁহাকে বনগমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি। তুমিও ঐ বিষয়ে সম্মত হও। ইনি এক্ষণে বনে গমন করিয়া স্বীয় অভিলাষানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করুন। তুমি তদ্বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। যুদ্ধে বা বন মধ্যে বিধিপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করা ভূপতিদিগের পরম ধর্ম্ম। তোমার পিতা পাণ্ডু প্রতিনিয়ত পিতার ন্যায় ইঁহার সেবা করিয়াছেন। সেই মহাত্মা যে সময় পৃথিবী প্রতিপালন করিতেন, সেই সময় এই অন্ধরাজ রত্নপর্ব্বতপরিশোভিত ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, উৎকৃষ্ট রূপে প্রজাপালন ও গোসমুদায়ের বন্ধনমোচনপ্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎপরে তুমি বনগমন করিলে পর ইনি ত্রয়োদশ বৎসর পুত্রপরিরক্ষিত রাজ্যভোগ ও বিবিধ ধনরাশি প্রদান করিয়াছেন। তুমিও এক্ষণে পঞ্চদশবৎসর ভৃত্যগণের সহিত ইঁহার ও গান্ধারীর যথোচিত সেবা করিলে, এক্ষণে ইঁহার তপোনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত, অতএব তুমি ইঁহাকে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। এখন তোমাদিগের প্রতি ইঁহার অণুমাত্র ক্রোধ নাই। মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপে বারংবার ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনবিষয়ে অনুমতি করিতে অনুরোধ করিলে, ধর্ম্মরাজ অগত্যা তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্মত দেখিয়া, অচিরাৎ স্বস্থানে গমন করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রস্থান করিলে পর ধর্ম্মনন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া মৃদু-

স্বরে কহিলেন, তাত! আপনার যাহা অভিমত এবং ভগবান্ বেদব্যাস, মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য, বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসু আমাকে যে বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। ইঁহারা সকলেই আমার মান্য ও কুরুকুলের হিতৈষী। এক্ষণে আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রথমতঃ আহার করুন; পশ্চাৎ অরণ্যাশ্রমে গমন করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহামতি ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত জীর্ণ গজপতির ন্যায় অতিকষ্টে মন্দগমনে আপনার আবাসাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বিদুর, সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অন্ধরাজ আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমুদায় সমাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তখন ধর্ম্মশীলা গান্ধারীও কুন্তী ও অন্যান্য বধূগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া আহার করিতে লাগিলেন। উঁহাদিগের আহার সমাপন হইলে, পাণ্ডবগণ ও বিদুরাদি মহাত্মারা আহার করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি এই অষ্টাঙ্গসংযুক্ত রাজ্যে সর্ব্বদা সাবধানে অবস্থান করিবে। ধর্ম্মানুসারে যেরূপে রাজ্য রক্ষা করিতে হয়, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বদা বিদ্যাবৃদ্ধদিগের উপাসনা, তাঁহাদিগের বাক্যশ্রবণ ও সেই বাক্যানুসারে অবিচারিতচিত্তে কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ঐ সমস্ত জ্ঞানবান্ লোকের সম্মাননা ও কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাঁহারা সম্মানিত হইলে অবশ্যই তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিবেন। তুমি অশ্বসমুদায়ের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখিবে; তাহা হইলে উহারা যত্নপরিরক্ষিত ধনরাশির ন্যায় উত্তরকালে অবশ্যই হিতকর হইয়া উঠিবে। যে মন্ত্রিগণ ছলপরিশূন্য ও দমগুণসম্পন্ন এবং যাঁহারা পিতা ও পিতামহের সময় অবধি কার্য্য সন্দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই সমুদায় কার্য্যে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্বীয় অধিকারস্থ পরীক্ষিত চর দ্বারা শত্রুর অজ্ঞাতসারে সতত তাহার সমাচার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তুমি যে পুরমধ্যে বাস করিবে, তাহার প্রাচীর ও তোরণ সুদৃঢ় হওয়া এবং উহার মধ্যে ছয় প্রকোষ্ঠ বিবিধ অট্টালিকা ও সুদৃঢ় দুর্গ থাকা উচিত। ঐ পুর সর্ব্বদা সাবধানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উহার দ্বারসকল বৃহৎ, যথাস্থানে সন্নিবেশিত ও সুরক্ষিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। যে সকল ব্যক্তিদিগের কুলশীল বিশেষ রূপে অবগত হইবে, তাঁহাদিগের দ্বারাই কার্য্যসাধন করাইবে। আহার, বিহার, মাল্যপরিধান, শয়ন ও আসনে উপবেশনসময়ে সাবধানে

আত্মা রক্ষা করিবে। সৎকুলসম্ভূত সুশীল বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যেন তোমার অন্তঃপুরিকাগণকে সাবধানে রক্ষা করেন। কুল, শীল ও বিদ্যাসম্পন্ন বিনীত সরলস্বভাব ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবে। ঐ সকল ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত মন্ত্রণা করা বিধেয় নহে। মন্ত্রণাকালে হয় সকলের সহিত নচেৎ কোন কার্য্যব্যপদেশে অভিলষিত ব্যক্তিদিগকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়া তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিবে। মন্ত্রণাগৃহ নিভৃত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বন ও অনাবৃত স্থান মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু রাত্রিকালে ঐ দুই স্থানে মন্ত্রণা করা কদাপি বিধেয় নহে। বানর, পক্ষী, জড় ও পঙ্গু ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রণাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মন্ত্রভেদ হইলে নরপতিদিগের যে দোষ উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিবিধান করা নিতান্ত সুকঠিন। মন্ত্রভেদ হইলে যে যে দোষ এবং মন্ত্রভেদ না হইলে যে যে শুভ ফল হয়, তৎসমুদায় তুমি মন্ত্রীদিগের নিকট সতত কীর্ত্তন করিবে। পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের দোষগুণ অবগত হইবার চেষ্টা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্তুষ্টচিত্ত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগকে বিচারাসনে নিযুক্ত করিয়া, যাহাতে তাঁহারা দোষানুরূপ দণ্ডবিধান করেন, তুমি তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান্ থাকিবে এবং তাঁহারা দোষানুরূপ দণ্ড করিলেন কি না, চর দ্বারা তাহার তথ্যানুসন্ধান করিবে। যাহারা উৎকোচজীবী, পরদারাপহারী, উগ্রদণ্ডকর্ত্তা, মিথ্যাবাদী, অন্যের অনিষ্টকারী, লুব্ধস্বভাব, পরধনাপহর্ত্তা, অসৎকর্ম্মানুষ্ঠাননিরত, সভাভঙ্গকারী ও বর্ণদূষক, দেশকাল বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের কখন সুবর্ণদণ্ড কখন বা প্রাণদণ্ডের আদেশ করা বিধেয়। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমতঃ ব্যয়কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধান এবং তৎপরে অলঙ্কারধারণ ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগের যথাযোগ্য অর্থদান পূর্ব্বক সৈন্যদিগের তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালই দূত ও চরদিগের কার্য্যসন্দর্শনের উপযুক্ত সময়। নিশাশেষে নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ণয় এবং মধ্যরাত্র ও মধ্যাহ্ন সময়ে স্বয়ং বিচরণপূর্ব্বক প্রজাদিগের কার্য্য দর্শন করা বিধেয়। তুমি সকল সময়েই কার্য্যের উপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে; আবার উপযুক্ত সময়ে অলঙ্কৃত হইয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিবে। কার্য্যসমুদায় চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তুমি ন্যায়ানুসারে সর্ব্বদা কোষপরিবর্দ্ধনে যত্নবান্ হইবে। কোষপরিবর্দ্ধনবিষয়ে ঔদাসীন্য বা অন্যায় ব্যবহার দ্বারা কোষবর্দ্ধন কদাপি কর্ত্তব্য নহে। চর দ্বারা ছিদ্রান্বেষণতৎপর শত্রুগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া দূর হইতেই আত্মীয় পুরুষ দ্বারা তাহাদিগের বিনাশসাধন করা কর্ত্তব্য। ভৃত্যপদাভিলাষী ব্যক্তিদিগের কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগকে অভিলষিত পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আশ্রিত ব্যক্তিগণ কোন কার্য্যে নিয়মিত রূপে নিযুক্ত হউক বা না হউক, তাহাদের

দ্বারা কার্য্যসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধ্যবসায়সম্পন্ন, পরাক্রমশালী, কষ্টসহ, হিতাভিলাষী ও প্রভুভক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করা উচিত। জনপদবাসী শিল্পীপ্রভৃতি লোকসমুদায় গো গর্দ্দভাদির ন্যায় কেবল আহারমাত্র গ্রহণ করিয়া, যাহাতে তোমার কার্য্যসাধন করে, তুমি তদ্বিষয়ে নিয়ত যত্নবান্ হইবে। সর্ব্বদা কি আপনার, কি শত্রুর উভয়েরই রন্ধ্র অন্বেষণ করিবে। স্ব স্ব ব্যবসায়ে সুনিপুণ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে সময়ে সময়ে বিহারযাত্রাদির উপলক্ষে উৎসাহ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং গুণী ব্যক্তিদিগের গুণ যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হয় ও যাহাতে তাঁহারা গুণ হইতে বিচলিত না হন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে বৎস! তুমি সতত আপনার শত্রুদিগের উদাসীনগণের এবং আপনার ও শত্রুদিগের হিতকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সমুদায়ের মণ্ডলসমুদায় পরিজ্ঞাত হইবে। শত্রু, শত্রুমিত্র, শত্রুর পরাজয়ার্থী, শত্রুমিত্রের পরাজয়ার্থী, ছয়প্রকার আততায়ী এবং মিত্র ও মিত্রের মিত্র এই দ্বাদশবিধ লোকের বিষয় বিদিত হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ সুযোগ পাইলে অমাত্য, জনপদ, দুর্গ বলসমুদায় অনায়াসে ভেদ করিতে পারে; অতএব যাহাতে তাহারা ঐ কার্য্যে সমর্থ না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশবিধ লোকও মন্ত্রীদিগের আয়ত্ত। কৃষ্যাদি ষষ্টিপ্রকার গুণকে নীতিবিশারদ আচার্য্যগণ মণ্ডল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভূপতিগণ ঐ মণ্ডলের বিষয় বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, অনায়াসে রাজ্যরক্ষার ছয়প্রকার উপায় যথাস্থানে যথানিয়মে প্রয়োগ করিতে পারেন। স্ব স্ব ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতির বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া ভূপতিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন স্বপক্ষ বলবান্ ও শত্রুপক্ষ দুর্ব্বল হইবে, তখন নরপতি শত্রুদিগকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যখন শত্রুপক্ষ বলবান্ ও স্বীয় পক্ষ দুর্ব্বল হইবে, তখন শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা দ্রব্যরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখা ভূপালদিগের নিতান্ত আবশ্যক। যখন রাজা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইবেন, তখন তিনি বিপক্ষদিগকে অল্পশস্যোৎপাদক ভূমি, পিত্তলাদি ধাতু ও ক্ষীণবল মিত্র প্রদান করিয়া, তাহাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন; কিন্তু অন্যে যখন তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইবে, তখন তিনি উহার নিকট বহুশস্যোৎপাদক ভূমি, সুবর্ণরৌপ্যাদি ধাতু ও বলবান্ মিত্রসমুদায় গ্রহণে যত্নবান্ হইবেন। সন্ধি করা আবশ্যক হইলে, ভূপতি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিশ্বাসার্থ তাহার পুত্রকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়া রক্ষা করিবেন। ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া রাজার কদাপি বিধেয় নহে। তিনি বিবিধ যুক্তি ও উপায় দ্বারা বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভের

চেষ্টা করিবেন। দীন, দরিদ্র ও অনাথদিগের প্রতি দয়া করা রাজার নিতান্ত আবশ্যক। যে রাজা স্বয়ং রাজ্য রক্ষা করিতে বাসনা করেন, তিনি শত্রুদিগকে ক্রমে ক্রমে বা এককালে স্তম্ভন, বিনাশ ও তাহাদের কোষভঙ্গ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। যে রাজার উন্নতিলাভের বাসনা থাকে, অধীনস্থ রাজাদিগের হিংসা করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে রাজা পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া মন্ত্রিদিগের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক তাঁহার আত্মীয়ভেদ করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। সাধুদিগের প্রতি দয়া ও অসাধুদিগের দণ্ডবিধান করা ভূপতিদিগের নিতান্ত আবশ্যক। বলবান্ ভূপতি দুর্ব্বলদিগের প্রতি কদাচ অত্যাচার করিবেন না। যদি কোন পরাক্রান্ত রাজা দুর্ব্বল রাজাকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে, দুর্ব্বল ভূপতি প্রথমে মন্ত্রিগণের সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া বেতসের ন্যায় নম্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক সামাদি উপায় দ্বারা এবং পরিশেষে কোষ পৌরজন ও অন্যান্য প্রিয় বস্তু দান দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি ঐ সমুদায় উপায় দ্বারাও তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে অগত্যা স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

সপ্তম অধ্যায়।

সন্ধিবিগ্রহের বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রবল প্রতিযোগীর সহিত সন্ধিস্থাপন ও দুর্ব্বল প্রতিযোগীর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। স্থিরচিত্তে আপনার বলাবল বিচার করিয়া পরিশেষে যুদ্ধযাত্রা করা কর্ত্তব্য। যদি শত্রু পরাক্রান্ত এবং তাহার সৈন্যসমুদায় বলবান্ ও সন্তুষ্টচিত্ত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ নরপতি তাহাকে আক্রমণ না করিয়া, তাহার পরাজয়ের উপায় চিন্তা করিবেন। কিন্তু শত্রু যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ তাহার অভিমুখীন হইয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহাতে শত্রুগণ বিপন্ন, ভেদযুক্ত, নিপীড়িত ও ভীত হয়, সতত তাহার উপায় চিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রবিশারদ ভূপতি আপনার ও শত্রুবর্গের উৎসাহ, প্রভুত্ব ও মন্ত্রণা, এই ত্রিবিধ শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া যদি আপনাকে অরাতিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইতে পারেন, তাহা হইলেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন। যুদ্ধযাত্রাকালে সৈন্যবল, ধনবল, মিত্রবল, ভৃত্যবল ও শ্রেণীবল সংগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। মিত্রবল অপেক্ষা ধনবল শ্রেষ্ঠ, আর শ্রেণীবল, ভৃত্যবল ও আচারবল এ তিন বলই পরস্পর সমান। রাজাদিগকে সময়ে সময়ে নানা প্রকার বিপদে নিপাতিত হইতে হয়। ঐ সকল বিপদে উপেক্ষা না করিয়া সামাদি উপায় দ্বারা ঐ সমুদায় হইতে মুক্তিলাভের

চেষ্টা করাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ভূপতি দেশ কাল এবং আপনার গুণ ও বল সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিবেন। যে রাজা স্বয়ং উন্নতিশালী ও পরাক্রান্ত এবং যাঁহার সৈন্যসম্প্রদায় হৃষ্টপুষ্ট, তিনি অকালেও যুদ্ধ যাত্রা করিতে পারেন। পরাক্রান্ত ভূপতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সংগ্রাম স্থলে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও শরপূর্ণ তূণীরসম্পন্ন বীরগণকে সন্নিবেশিত করিয়া যুক্তিসংকারে শুক্রাচার্য্যবিহিত নীতিশাস্ত্রানুরূপ শকট, বজ্র বা পদ্মব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। আপনার অধিকার মধ্যেই হউক বা অন্যের অধিকার মধ্যেই হউক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নরপতি চর দ্বারা শত্রুদিগের ও স্বয়ং আপনার সৈন্যপরীক্ষা করিয়া পরিশেষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। সৈন্যদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বলবান্ ব্যক্তিদিগকে সংগ্রামমুখে প্রেরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্রে আপনার বলাবল পরিজ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ সন্ধিসংস্থাপন বা যুদ্ধযাত্রা করাই শ্রেয়ঃ। যে কোন রূপে হউক, আপনার প্রাণরক্ষা ও উভয় লোকের মঙ্গলচিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ভূপতি এই সমুদায় নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের হিতসাধন কর; নিশ্চয়ই ইহলোকে পরম সুখ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। পূর্ব্বে মহাত্মা ভীষ্ম, বিদুর ও বাসুদেব তোমাকে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমিও প্রীতিপূর্ব্বক তোমার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিলাম। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, ভূপতির যেরূপ ফললাভ হয়, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলেই তাঁহার সেইরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।

অষ্টম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তাত! আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আপনি পুনরায় আমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন। পিতামহ ভীষ্ম স্বর্গগমন করিয়াছেন, মহাত্মা বাসুদেব এস্থানে উপস্থিত নাই এবং মহামতি বিদুর ও সঞ্জয়ও আপনার সহিত বনে গমন করিবেন। সুতরাং আপনার বনগমনের পর আর কে আমাকে উপদেশ প্রদান করিবে? আপনি আমার হিতৈষী হইয়া আজি আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি অবশ্যই তদনুসারে কার্য্য করিব। আপনি সুখী হউন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে; অতএব তুমি নিবৃত্ত হও। আর আমি বাক্যব্যয় করিতে পারি না। অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া গান্ধারীর ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক আসনে সমানীত হইলেন। তখন ধর্ম্মচারিণী দেবী গান্ধারী সেই প্রজাপতি-

তুল্য ভর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! মহর্ষি বেদব্যাস আপনাকে বনগমনে আজ্ঞা করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ঐ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি কোন্ দিন বনে গমন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, গান্ধারি! আমি মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছি, মহাত্মা যুধিষ্ঠিরও আমার বনগমনবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি প্রজাগণকে এই স্থানে আনয়ন করাইয়া দ্যূতক্রীড়ানিরত মৃত পুত্রদিগের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ ধনদান করিয়া অচিরাৎ অরণ্যে গমন করিব।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে এই কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ধর্ম্মরাজ অচিরাৎ তাঁহার আদেশানুসারে কুরুজাঙ্গলস্থ প্রজাসমুদায়কে আহ্বান করিলেন। তখন কুরুজাঙ্গলবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মহাহ্লাদিত হইয়া রাজভবনে আগমন করিতে লাগিলেন। উঁহারা সমাগত হইলে, নরপতি ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক সেই সমুদায় প্রজা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে সমবেত অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহামান্য ব্যক্তিগণ! আপনারা চিরকাল কৌরবদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন। কৌরবদিগের সহিত আপনাদিগের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে। আপনারা কৌরবগণের পরম হিতৈষী। কৌরবগণও সতত আপনাদের হিতসাধনে যত্নবান্ হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছি, আপনাদিগকে অবিচারিতচিত্তে তাহাতে সম্মত হইতে হইবে। আমি মহর্ষি বেদব্যাস ও কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে গান্ধারীর সহিত বনগমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এক্ষণে আপনারা আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। আমাদিগের সহিত আপনাদিগের যেরূপ চিরসৌহার্দ্দ আছে, বোধ হয়, অন্যদেশস্থ নরপতিদিগের সহিত সেরূপ নাই। এক্ষণে আমি ও গান্ধারী আমরা উভয়েই একে নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, তাহাতে আবার আমাদের পুত্র সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে; বিশেষতঃ আমরা অনেক দিন উপবাস করিয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়াছি, সুতরাং এ সময়ে বনগমন করাই আমাদের শ্রেয়ঃ। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে আমার যথেষ্ট সুখসম্ভোগ হইয়াছে। বোধ হয়, দুর্য্যোধনের অধিকার সময়ে আমার এরূপ সুখভোগ হয় নাই। যাহা হউক, আমি একে জন্মান্ধ তাহাতে আবার বৃদ্ধ ও পুত্র পৌত্রবিহীন হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে বনগমন ভিন্ন আর আমার শ্রেয়োলাভের উপায়ান্তর নাই। অতএব আপনারা আমাকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, কুরুজাঙ্গলবাসী প্রজা সমুদায় বাষ্পাকুলনয়নে গদগদ স্বরে রোদন করিতে লাগিল, কেহই কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিল না।

নবম অধ্যায়।

এইরূপে সেই শোকপরায়ণ প্রজাগণ কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডায়মান থাকিলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ! নরপতি শান্তনু, ভীষ্মপরিরক্ষিত বিচিত্রবীর্য্য ও আমার প্রিয় ভ্রাতা পাণ্ডু যেরূপে রাজ্য প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি আপনাদিগকে যেরূপে প্রতিপালন করিয়াছি, তাহা যদি সুন্দররূপ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা আমাকে তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। দুর্য্যোধন যে সময়ে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়াছিল, সে সময় সেও তোমাদিগের নিকট কোন অপরাধ করে নাই। পরিশেষে তাহারই দুর্নীতি ও আমার অপরাধনিবন্ধন এই অসংখ্য নরপতি কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমা হইতে যাহা হইয়াছে, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, আপনারা আর উহা স্মরণ করিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। বৃদ্ধ, পুত্রবিহীন, দুঃখিত ও পূর্ব্বতন নরপতিদিগের পুত্র বলিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। এই বৃদ্ধা গান্ধারীও আমার ন্যায় পুত্রহীনা ও শোকে একান্ত কাতরা হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা উভয়েই আপনাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন। আপনারা কি সম্পদ্, কি বিপদ্, সকল সময়েই যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিবেন। ধর্ম্মার্থকুশল অমিতপরাক্রম লোকপালসদৃশ ভীমাদি চারি ব্যক্তি যখন উঁহার মন্ত্রী, তখন উঁহাকে কখনই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইবে না। অতঃপর ভগবান্ ব্রহ্মার ন্যায় এই মহাতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির আপনাদিগের প্রতিপালন করিবেন। আমি ইঁহাকে আপনাদিগের হস্তে এবং আপনাদিগকে ইঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনারা পূর্ব্বাবধি কখনই আমার উপর কুপিত হন নাই। আপনারা একান্ত প্রভুভক্ত। এক্ষণে আমি গান্ধারীর সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সেই অস্থিরবুদ্ধি, লোভমুগ্ধ, স্বেচ্ছাচারী, দুরাত্মা পুত্রদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি করুন।

দশম অধ্যায়।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে অনুনয় করিলে, পৌর ও জানপদ প্রজাগণ সকলেই বাষ্পাকুললোচনে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্ব্বক বিচেতনপ্রায় হইয়া রহিল। তৎকালে তাহাদিগের মুখ হইতে কোন কথাই বিনির্গত হইল না। তখন অন্ধরাজ পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধার্ম্মিকগণ! আমি নিতান্ত বৃদ্ধ ও পুত্রবিহীন হইয়াছি, আমার পিতা ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও ধর্ম্মরাজ

যুধিষ্ঠির আমাকে অরণ্যগমনে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ধর্ম্মপত্নীর সহিত প্রণিপাতপুরঃসর করুণস্বরে বারংবার আপনাদিগকে কহিতেছি, আপনারা আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র করুণস্বরে এই কথা কহিলে, প্রজাগণ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া জনকজননীর ন্যায় শূন্যহৃদয়ে কেহ কেহ কর দ্বারা ও কেহ কেহ বা উত্তরীয় বসন দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা ক্রমে ক্রমে শোকবেগ সংবরণ পূর্ব্বক একবাক্য হইয়া শাম্বনামক এক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের বাক্য অন্ধরাজের নিকট কীর্ত্তন করুন। তখন সেই বাক্যবিশারদ বেদবেত্তা মহাত্মা শাম্ব অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রজাগণ আপনাকে কহিতেছে, আপনি যাহা যাহা কহিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কৌরবগণের সহিত আমাদের বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ আছে। আপনার বংশে কোন রাজাই প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ বা প্রজাদিগের অপ্রিয় ছিলেন না। সকলেই পিতামাতার ন্যায় প্রজাদিগকে পালন করিয়াছিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস আপনাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আপনি সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আমরা আপনার অদর্শনে নিতান্ত শোকাকুল হইব। আপনার গুণসমুদায় কদাচ আমাদের অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইবে না। পূর্ব্বে মহারাজ শান্তনু, আপনার পিতা বিচিত্রবীর্য্য ও মহাত্মা পাণ্ডু যেরূপে রাজ্যপালন করিয়াছিলেন, আপনার পুত্র মহারাজ দুর্য্যোধনও সেইরূপে রাজ্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহা হইতে আমাদিগের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হয় নাই। আমরা তাঁহাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতাম। এক্ষণেও আমাদিগের যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কাল অতিবাহিত হইতেছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। অতএব প্রার্থনা করি, কুন্তীপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সহস্র বর্ষ রাজ্যপালন করুন। তাহা হইলে, আমরা নিশ্চয়ই পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হইব। মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরু, সংবরণ ও ভরত প্রভৃতি পুণ্যবান্ রাজর্ষিগণের রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন। তাঁহার শরীরে দোষের লেশমাত্র নাই। আমরা আপনার প্রসাদে পরমসুখে কালহরণ করিয়াছি। আপনারা পিতাপুত্রে আমাদিগের কখন কোন অনিষ্ট করেন নাই। আপনি কুলক্ষয়বিষয়ে দুর্য্যোধনের প্রতি যে দোষারোপ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অমূলক। এ বিষয়ে কি দুর্য্যোধন, কি কর্ণ, কি শকুনি, কি আপনি আপনাদিগের কাহারও অপরাধ নাই। দৈববলেই কৌরবগণের ক্ষয় হইয়াছে। দৈব নিতান্ত দুর্নিবার্য্য। পুরুষকার কখনই উহাকে নিবারণ করিতে পারে না। ভীষ্ম,

দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় যোধগণ এবং সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অষ্টাদশ দিবসের মধ্যেই যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিপাতিত করিলেন, ইহা কি দৈববল ভিন্ন কখন সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ সংগ্রামে শত্রুসংহার ও কলেবর পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়দিগের পরম ধর্ম্ম। এই নিমিত্তই সেই মহাবলপরাক্রান্ত জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শী বীরগণ পৃথিবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, আপনার ভৃত্যগণ, মহাবীর কর্ণ, শকুনি ও আপনি আপনাদিগের মধ্যে কাহাকেও ভূপতিগণের ক্ষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। দৈববলেই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। দৈবভিন্ন উহার অন্য কারণই নাই। আপনি সমুদায় জগতের গুরু। আমরা আপনাকে ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে কদাচ অধার্ম্মিক বলিয়া জ্ঞান করি না। এক্ষণে প্রার্থনা করি, মহারাজ দুর্য্যোধন ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে বান্ধবগণের সহিত দুর্লভ স্বর্গসুখ অনুভব করুন। আপনিও তপস্যায় অনুরক্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্মসমুদায় পরিজ্ঞাত হউন। পাণ্ডবগণের প্রতি আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে হইবে না। ঐ মহাত্মারা পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, সমুদয় স্বর্গলোক প্রতিপালন করিতে পারেন। উঁহারা সম্পন্ন হউন বা বিপন্ন হউন, প্রজাগণ সর্ব্বদা উঁহাদিগের বশীভূত থাকিবে। দীর্ঘদর্শী জিতেন্দ্রিয় মহারাজ যুধিষ্ঠির পুরাতন রাজর্ষিদিগের বিধানানুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুরপরিমাণে ধনদান ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উঁহার তুল্য দয়াবান্ সরল ও পবিত্রস্বভাব আর কেহই নাই। উনি আমাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিয়া থাকেন। উঁহার মন্ত্রীদিগের মধ্যে কেহই ক্ষুদ্রদৃষ্টি বা অল্পজ্ঞানসম্পন্ন নহেন। উঁহার ভীমসেন প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণও উঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। সুতরাং তাঁহারা যে আমাদিগের অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাও সম্ভবপর নহে। শিষ্টদিগের প্রতি সরলতা ও দুষ্টদিগের প্রতি তেজঃপ্রকাশ করা তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ। আর মহানুভাবা কুন্তী, দ্রৌপদী, উলূপী ও সুভদ্রা ইঁহারাও কদাচ আমাদিগের প্রতিকূল ব্যবহার করিবেন না। আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং যুধিষ্ঠির এক্ষণে আমাদিগকে যেরূপ স্নেহ করিতেছেন, তাহা আমরা কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিব না। প্রজাগণ অধার্ম্মিক হইলেও মহারথ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদের প্রতিপালন করিবেন। অতএব আপনি এক্ষণে সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুস্থচিত্তে ধর্ম্মানুষ্ঠান করুন।

মহামতি শাম্ব ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই কথা কহিলে, তত্রত্য সমুদায় প্রজাই তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রজাগণের অভিপ্রায়

অবগত হইয়া বারংবার তাঁহাদিগের বাক্যে অভিনন্দন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া গান্ধারীর সহিত আত্মভবনে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, অন্ধরাজ বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা বিদুর যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনগমনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি এই কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে যাত্রা করিবেন। এক্ষণে তিনি সমরনিহত মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক, তাঁহার পুত্রগণ ও অন্যান্য বান্ধবগণের শ্রাদ্ধসম্পাদনার্থ আপনার নিকট কিঞ্চিৎ ধন প্রার্থনা করিতেছেন। যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ ধন দ্বারা সৈন্ধবাপসদ জয়দ্রথেরও শ্রাদ্ধ করিবেন। মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার যথোচিত সম্মাননা করিলেন; কিন্তু জাতক্রোধ ভীমসেন দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য স্মরণ করিয়া বিদুরের সেই বাক্যে তাদৃশ আস্থা প্রকাশ করিলেন না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বৃকোদরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৃকোদর! আমাদিগের পিতৃব্য বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বনগমনে দীক্ষিত হইয়া ভীষ্মাদি মহাত্মাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ আপনা কর্ত্তৃক নির্জ্জিত ধন যাচ্ঞা করিতেছেন। অতএব উহা প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি! পূর্ব্বে যে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আমরা যাচ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণে তিনি আমাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিতেছেন। যিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন, আজি তিনি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বনগমনে অভিলাষী হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি ধৃতরাষ্ট্রকে ধনপ্রদানে অনুমতি করুন। উঁহাকে ধনপ্রদান না করিলে আমাদের অধর্ম্ম এবং অকীর্ত্তি ঘোষণা হইবে। বরং আপনি ধন প্রদান করা উচিত কি না, তাহা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করুন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমরা স্বয়ং মহাবীর ভীষ্ম, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক, মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য ও অন্যান্য বান্ধবগণের প্রেতকার্য্যসম্পাদন করিব এবং ভোজনন্দিনী কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন। উঁহাদিগের শ্রাদ্ধার্থ ধৃতরাষ্ট্রকে ধন দান করিবার প্রয়োজন কি? আমার মতে দুর্য্যোধনাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাই বিধেয় নহে। আমাদিগের শত্রুগণ যেন কোন স্থানেই আহ্লাদিত না হয়। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যে সকল কুলাঙ্গার দ্বারা এই পৃথিবী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে, তাহারা যেন সকলেই

ঘোরতর ক্লেশে নিপতিত হয়। তুমি কি দ্রৌপদীর ক্লেশাবহ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস এককালে বিস্মৃত হইয়াছ? তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ কোথায় তিরোহিত হইয়াছিল? যখন তুমি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কৃষ্ণাজিন ধারণ পূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিয়াছিলে, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও সোমদত্ত ইঁহারা কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন? যখন তুমি ত্রয়োদশ বৎসর বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলে, তখন তোমার জ্যেষ্ঠতাতের পিতৃস্নেহ কোথায় তিরোহিত হইয়াছিল? দুরাত্মা অন্ধরাজ যে দ্যূতক্রীড়ার সময় "এই বার আমাদের কি লাভ হইল" বলিয়া বারংবার বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা কি তুমি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ?

মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে এই কথা কহিলে, অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে কহিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ঐ সময় অর্জ্জুন বৃকোদরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও গুরু। আপনাকে আর অধিক বলা আমার কর্ত্তব্য নহে। * এক্ষণে আপনার নিকট আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের পূজ্য। বিশেষত সাধু ব্যক্তিরা অন্যকৃত অপকার স্মরণ না করিয়া উপকারই স্মরণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, ধর্ম্মনন্দন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ক্ষত্ত! তুমি আমার আদেশানুসারে কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, তিনি পুত্র ও ভীষ্মাদি বন্ধুবর্গের শ্রাদ্ধার্থ যে পরিমাণে ধনদান করিতে বাসনা করেন, তাহা আমার কোষ হইতে গ্রহণ করুন। ভীমসেন তাহাতে বিরক্ত হইলেন না।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া অর্জ্জুনকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তখন ভীমসেন ধনঞ্জয়ের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! যেন নরপতি ধৃতরাষ্ট্র বৃকোদরের প্রতি কোপ প্রকাশ না করেন। বৃকোদর অরণ্যমধ্যে শীত, গ্রীষ্ম ও বৃষ্টিনিবন্ধন অনেক কষ্টভোগ করিয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। তুমি আমার বচনানুসারে জ্যেষ্ঠতাতকে কহিবে যে, তাঁহার যে যে দ্রব্য যে পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাসনা হয়, তিনি তৎসমুদায়ই যেন আমার গৃহ হইতে গ্রহণ করেন। বৃকোদর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া যে অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন, তাহা যেন তিনি হৃদয়মধ্যে স্থানদান না করেন। অর্জ্জুনের ও আমার যে সমুদায় ধন আছে, তিনি সেই সমুদায় ধনেরই অধিকারী। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, ব্রাহ্মণগণকে তাহা দান ও অন্যান্য ব্যয় করিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের নিকট ঋণশূন্য হউন।

আমার ধনের কথা দূরে থাক, আমার এই শরীরও তাঁহার একান্ত অধীন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ধীমান্ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমি প্রথমতঃ যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার বাক্য কীর্ত্তন করিবামাত্র তিনি এবং অর্জ্জুন উভয়ে আপনার বাক্যে যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, আমাদিগের রাজ্য ধন বা প্রাণ যাহাতে জ্যেষ্ঠতাতের অভিলাষ হয়, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বতন দুঃখসমুদায় স্মরণ করিয়া আপনার বাক্যে অতিকষ্টে সম্মত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহারা উভয়ে আমাকে অনুনয় বিনয় করিয়া বৃকোদরকে সম্মত করিয়াছেন। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ অনেক অনুনয় করিয়া কহিয়াছেন যে, মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বকৃত বৈরস্মরণ করিয়া আপনার প্রতি যে কিছু অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে যেন আপনি দুঃখিত না হন। ঐ মহাবীর সতত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও যুদ্ধেই ব্যাপৃত থাকেন; এই নিমিত্তই উনি অদ্যাপি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে বৃকোদরের নিমিত্ত আমি ও অর্জ্জুন আমরা উভয়ে জ্যেষ্ঠতাতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের বিশেষতঃ ভীমের প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি এই রাজ্য ও আমাদিগের প্রভু; অতএব পুত্র ও বান্ধবদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যার্থ তাঁহার যাহা অভিরুচি হয়, তিনি তাহাই করুন। তিনি রত্ন, গাভী, দাস, দাসী, মেষ ও ছাগপ্রভৃতি যাহা দান করিতে বাসনা করেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া অনায়াসে ব্রাহ্মণ, অন্ধ ও দীন দরিদ্রদিগকে প্রদান করুন। তিনি অন্নদান, পানীয়দান ও গোসমূহের জলপানার্থ নিপানদানপ্রভৃতি অসংখ্য পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। হে কৌরবেন্দ্র! রাজা যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা ধনঞ্জয় আমাকে এই কথা কহিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, সেই দিন অবধি কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ধন দান করিয়া বনগমন করিতে অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ও জয়দ্রথ প্রভৃতি সুহৃদ্গণের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অন্ন, পান, যান, আচ্ছাদন, মণিমুক্তাদি বিবিধ রত্ন, সুবর্ণ, দাস, দাসী, মেষ, ছাগ, কম্বল, গ্রাম, ক্ষেত্র, অলঙ্কৃত অশ্ব, হস্তী ও বরাঙ্গনা সমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সেই ধৃতরাষ্ট্রানুষ্ঠিত শ্রাদ্ধযজ্ঞ এককালে ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গণক ও লেখকগণ দিবারাত্রি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে "মহারাজ! এই যাচক ব্রাহ্মণ-

গণকে কি প্রদান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন” বলিয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং অন্ধরাজ যাঁহাকে শত মুদ্রা প্রদান করিতে কহিলেন, তাহারা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা এবং যাঁহাকে সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিতে আদেশ করিলেন, তাঁহাকে দশসহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সলিলবর্ষী জলধরের ন্যায় ধন বর্ষণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া পরিশেষে প্রচুরপরিমিত বিবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা সমুদায় বর্ণের ব্যক্তিগণকে আহার করাইয়া পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের ঊর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তৎপরে তিনি আপনার ও গান্ধারীর পারলৌকিক হিতসাধনার্থ পুনরায় ব্রাহ্মণগণকে ধনদানে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামতি অন্ধরাজ এইরূপে ক্রমাগত দশ দিন অনবরত অর্থদান করিয়া পরিশেষে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া দানযজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের আনৃণ্যলাভ করিলেন। তিনি যে কয়েক দিন ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কয়েক দিন তাঁহার ভবনে সর্ব্বদা নট ও নর্ত্তকগণ নৃত্য করিয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনন্তর একাদশ দিবসে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঐ দিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা অবগত হইয়া, পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত প্রীতি প্রকাশ করিলেন এবং অচিরাৎ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বল্কলাজিন পরিধান পূর্ব্বক গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরববধূগণের সহিত স্বীয় ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কৌরবকুলকামিনীগণের আর্ত্তস্বরে অন্তঃপুর আকুলিত হইয়া উঠিল। তখন অন্ধরাজ লাজ দ্বারা আপনার গৃহ অর্চ্চিত করিয়া ভৃত্যগণকে ধনরাশি প্রদান পূর্ব্বক অরণ্যযাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে হা তাতঃ! কোথায় চলিলেন, বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বারংবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর, সঞ্জয়, যুযুৎসু, কৃপাচার্য্য, ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কুন্তী ও বস্ত্রাচ্ছাদিতনয়না গান্ধারী আপনাদের স্কন্ধদেশে অন্ধরাজের হস্তদ্বয় সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা, নবপ্রসূতা উত্তরা, চিত্রাঙ্গদা ও অন্যান্য রমণীগণ কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের বনিতাগণই শোকাকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিক্ হইতে রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল। ফলতঃ

পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ দ্যূতে পরাজিত হইয়া কৌরবসভা হইতে বহির্গত হইলে পৌরজনেরা যেরূপ দুঃখিত হইয়াছিল, এক্ষণে অন্ধরাজকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিয়াও তাঁহাদিগের সেইরূপ দুঃখ সমুপস্থিত হইল। যে সমুদায় কুলকামিনী পূর্ব্বে চন্দ্রসূর্য্যকেও দর্শন করে নাই, এক্ষণে তাহারাও শোকাভিভূত হইয়া রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র রাজপথে সমুপস্থিত হইলে, অট্টালিকা ও অন্যান্য স্থানসমুদায় হইতে স্ত্রীপুরুষদিগের ক্রন্দনকোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন অন্ধরাজ বিনীতভাবে অতিকষ্টে ক্রমে ক্রমে সেই নরনারীসঙ্কুল রাজমার্গ অতিক্রম পূর্ব্বক হস্তিনা নগরের অত্যুচ্চ বহির্দ্বার হইতে বহির্গত হইয়া অনুগামী ব্যক্তিদিগকে বিদায় করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য ও যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পিত হইয়া বনগমনবাসনা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় কিছুতেই নিবৃত্ত না হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে সমুদায় পৌরবর্গ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞানুসারে কামিনীগণের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে বাসনা করিয়া স্বীয় জননী কুন্তীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! আপনি বধূগণের সহিত নগরে প্রতিনিবৃত্ত হউন; বরং আমি জ্যেষ্ঠতাতের সহিত অরণ্যে গমন করি। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা কৌরবনাথ তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, সুতরাং উঁহারই এক্ষণে অরণ্যবাস আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে গান্ধারীকে ধারণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি সহদেবের প্রতি কখন তাচ্ছীল্য করিও না। সে তোমার ও আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। আর পূর্ব্বে আমি দুর্ব্বুদ্ধি বশত যে মহাবীরকে তোমাদের বিপক্ষে সংগ্রাম করিতে অনুমোদন করিয়াছিলাম, সেই মহাত্মা কর্ণও যেন তোমার স্মৃতিপথের বহির্ভূত না হয়। হায়! আমার তুল্য অভাগ্যবতী আর কেহই নাই! যখন সূর্য্যতনয় বৎস কর্ণকে না দেখিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, উহা লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন আমি তোমার নিকট তাহার পরিচয় প্রদান করি নাই, তখন আমাকেই তাহার বধবিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধিনী বলিতে হইবে। যাহা হউক, এখন আর তাহার কিছুমাত্র প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া তোমার সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রীতির নিমিত্ত বিবিধ ধনদান করিবে। কদাপি দ্রৌপদীর অপ্রিয়াচরণ করিও না। সর্ব্বদা ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুলের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আজি কুরুকুলের ভার তোমার

উপর সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইল। আমি এক্ষণে অরণ্যে গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান এবং তোমার জ্যেষ্ঠতাত ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিব।

মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া জননীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাত! এক্ষণে আপনার বুদ্ধি এরূপ বিচলিত হইল কেন? আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আমি কখনই আপনার বনগমন বিষয়ে অনুমোদন করিতে পারিব না। আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। পূর্ব্বে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্য সমুদায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক আমাদিগকে বিবিধ রূপে উৎসাহ প্রদান করিয়া এক্ষণে এরূপ কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমরা বাসুদেবের মুখে আপনার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আপনার বুদ্ধিবলে ভূপতিদিগকে নিপাতিত করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান কোথায় গেল? আমাকে ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিতে অনুজ্ঞা করিয়া এক্ষণে আমায় পরিত্যাগ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপনি রাজ্য ও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গহনকাননে বাস করিবেন? অতঃপর আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজের এইরূপ করুণবাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাত! এক্ষণে পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যভোগ ও রাজধর্ম্মসমুদায় লাভ করিবার সময় আপনার এরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইল কেন? যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করাই আপনার অভিপ্রায় ছিল, তবে আপনি কেন আমাদিগের দ্বারা পৃথিবীকে বীরশূন্য করিলেন? আর আমরা যৎকালে নিতান্ত বালক ছিলাম, তখনই বা কি নিমিত্ত আমাদিগকে ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে বন হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন? এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া বনগমনের বাসনা পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের বাহুবলার্জ্জিত রাজ্য ভোগ করুন।

ভীমসেন ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিলেও মহানুভাবা কুন্তী বনগমনবাসনা পরিত্যাগ করিলেন না। তখন মনস্বিনী দ্রৌপদী বিষণ্ণবদনে রোদন করিতে করিতে সুভদ্রার সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। কুন্তী তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া রোরুদ্যমান পুত্রদিগকে বারংবার সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে ভৃত্য ও পরিজনবর্গের সহিত জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবজননী কুন্তী অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া, পুত্ত্রগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ! পূর্ব্বে তোমরা জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক কপট দ্যূতে পরাজিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও অবসন্ন হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্ত্র, সুতরাং তোমাদিগের নাশ বা যশোহানি হওয়া নিতান্ত অনুচিত। তোমরা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, সুতরাং তোমাদিগের শত্রুর বশীভূত হওয়া কখন উচিত নহে। তোমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ভূপতিদিগের অগ্রগণ্য ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন। অতএব উঁহার চিরকাল বনে অবস্থান করা নিতান্ত অনুচিত। অযুতনাগের তুল্য পরাক্রমশালী পৌরুষান্বিত ভীমসেনের ও বাসবসদৃশ বিক্রমশালী ধনঞ্জয়ের অবসন্নভাবে কালহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে। বালক নকুল ও সহদেবের ক্ষুধায় কাতর হওয়া এবং সভামধ্যে এই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার ক্লেশ সহ্য করা নিতান্ত অন্যায্য। আমি এই সমুদায় বিবেচনা করিয়াই তোমাদিগকে সংগ্রামে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে যখন এই পাঞ্চালী দ্যূতে পরাজিত হইয়া সভামধ্যে তোমাদিগের সমক্ষেই কদলীর ন্যায় কম্পিত হইয়াছিলেন; যখন দুরাত্মা দুঃশাসন অজ্ঞানবশত দাসীর ন্যায় ইঁহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল; তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, এই কুরুকুল এককালে দগ্ধ হইবে। পাপাত্মা দুঃশাসন এই পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিলে, যখন ইনি বারংবার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কুররীর ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, তখন আমার চৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। আমি সেই নিমিত্তই তোমাদিগের তেজোবর্দ্ধনমানসে বাসুদেবের নিকট বিদুলাসঞ্জয়সংবাদ কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলাম। তোমাদিগের বিনাশনিবন্ধন এই রাজবংশের ক্ষয় হওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি বংশনাশের হেতুভূত হয়, তাহার পুত্ত্রপৌত্ত্রগণও শুভলোকলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আমি ভর্ত্তার রাজত্বসময়ে অশেষ সুখভোগ, বিবিধ মহাদান ও যথাবিধি সোমরস পান করিয়াছি। আমি যে বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্য কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম, তাহা আমার আপনার সুখসাধনের নিমিত্ত নহে; কেবল তোমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্তই আমি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে রাজ্যভোগের বাসনা পরিহার পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুর পবিত্র লোক লাভ করিতেই আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। পুত্ত্রনির্জ্জিত রাজ্যভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। অতএব আমি বনবাসী অন্ধরাজ ও তাঁহার মহিষীর শুশ্রূষা করিয়া তপস্যা দ্বারা এই কলেবর শুষ্ক করিব। তোমরা রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া পরম সুখে রাজ্য সম্ভোগ কর।

তোমাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও মনঃ প্রশস্ত হউক।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

যশস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে লজ্জিত হইয়া অন্ধরাজকে প্রণতি ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কুন্তীকে বনগমন করিতে অবলোকন করিয়া কামিনীগণ অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরকে কহিলেন, তোমরা অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরের জননী দেবী কুন্তীকে প্রতিনিবৃত্ত কর। যুধিষ্ঠির যাহা যাহা কহিলেন, সে সমুদায়ই যথার্থ। পাণ্ডবজননী মহাফলপ্রদ ঐশ্বর্য্য ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা দুর্গম অরণ্যে গমন করিবেন। উনি রাজ্যে অবস্থান করিলে, অনায়াসে দান ও ব্রতাদি আচরণ করিয়া উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। উঁহার শুশ্রূষায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব তোমরা উঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ কর। অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, সুবলনন্দিনী গান্ধারী কুন্তীর নিকট রাজবাক্যসমুদায় কীর্ত্তন এবং স্বয়ং তাঁহাকে বিশেষ রূপে প্রতিগমন করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কোন রূপেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরবকামিনীগণ কুন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া ও পাণ্ডবগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া অতি দীনভাবে স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে যানারোহণ পূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় হস্তিনানগর একেকালে উৎসবশূন্য হইল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই নিরানন্দ হইয়া রহিল। পাণ্ডবগণ কুন্তীর বিরহে গাভীহীন বৎসের ন্যায় একবারে উৎসাহশূন্য ও শোকে নিমগ্ন হইলেন।

এ দিকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঐ দিন বহুদূর গমন করিয়া ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিলেন। বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সেই ভাগীরথীতীরস্থিত তপোবনে নিয়মানুসারে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা সকলেই সূর্য্যোপস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বিদুর ও সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর নিমিত্ত কুশময় শয্যাদ্বয় প্রস্তুত করিলেন। যুধিষ্ঠিরজননী কুন্তী পরম সুখে গান্ধারীর সহিত এক শয্যায় শয়ান হইলেন। বিদুর প্রভৃতি অনুগামিগণ তাঁহাদিগের নিকটে এবং যাজক ব্রাহ্মণগণ যথাস্থানে শয়ন করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাঁহারা সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথম দিবস বনে অবস্থান করা তাঁহাদের পক্ষে সাতিশয় কষ্টজনক হইয়াছিল।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর তাঁহারা বহুক্ষণ উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া বিদুরের বাক্যানুসারে সেই পবিত্র ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিলেন। ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-প্রভৃতি বনবাসিগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন অন্ধরাজ বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের প্রীতিসাধন এবং শিষ্য-সমবেত ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যা-সময় সমুপস্থিত হইলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যশস্বিনী গান্ধারী গঙ্গায় অবগাহন করিলেন, তখন বিদুরাদি অন্যান্য অনুগামিগণও গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া সমুদায় সমাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর স্নানক্রিয়া সমাপন হইলে, ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে তীরে সমুপনীত করিলেন। ঐ সময় যাজকগণ অন্ধরাজের নিমিত্ত সেই স্থানে বেদী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সেই বেদিতে উপবেশন পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্রিয়াসমুদায় সমাপন হইলে, অন্ধরাজ অনুযাত্রিগণের সহিত সেই ভাগীরথীতীর হইতে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। কুরুক্ষেত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র রাজর্ষি-শতযূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। ঐ মহাত্মা পূর্ব্বে কেকয়রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করেন। অন্ধরাজ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বেদব্যাসের আশ্রমে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শতযূপের আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহামতি শতযূপ বেদব্যাসের আদেশানুসারে অন্ধরাজকে আরণ্যবিধি সমুদায় উপদেশ প্রদান করিলেন। তখন মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং তপঃপরায়ণ হইয়া অনুচরগণকে তপোনুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন। তপস্বিনী গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তী উভয়ে বল্কলাজিন ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া কায়মনোবাক্যে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ জটা, অজিন ও বল্কল ধারণ পূর্ব্বক অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া মহর্ষির ন্যায় ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরমধার্ম্মিক মহাত্মা সঞ্জয় ও বিদুর উভয়ে চীরবল্কল ধারণ পূর্ব্বক নরপতি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা ও ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর নারদ, পর্ব্বত, দেবল, পরমধার্ম্মিক রাজর্ষি শতযূপ এবং শিষ্যপরিবৃত মহর্ষি দ্বৈপায়ন ও অন্যান্য সিদ্ধগণ ইঁহারা সকলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র যথানিয়মে তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তবিনো-

দনার্থ বিবিধবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ কথাপ্রসঙ্গে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! শতযূপের পিতামহ নির্ভীকচিত্ত নরপতি সহস্রচিত্য কেকয় দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় পরমধার্ম্মিক স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনপ্রবেশ করেন। তথায় ঘোরতর তপশ্চরণ দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রলোক লাভ হইয়াছে। আমি ইন্দ্রলোকে গমনাগমনসময়ে অনেকবার তাঁহাকে দেবেন্দ্রসদনে নিরীক্ষণ করিয়াছি। ভগদত্তের পিতামহ রাজা শৈলেয়ও তপোবলে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্রপ্রতিম মহারাজ পৃষধ্র তপঃপ্রভাবে স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। সরিদ্বরা নর্ম্মদা যাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন, সেই মান্ধাতৃতনয় নরপতি পুরুকুৎস এবং পরমধার্ম্মিক রাজা শশলোমা ইঁহারা উভয়ে এই তপোবনে তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও এই তপোবনে তপোনুষ্ঠান কর; অচিরাৎ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদবলে সিদ্ধি লাভ করিয়া অনায়াসে গান্ধারীর সহিত ঐ সকল মহাত্মার সালোক্যলাভে সমর্থ হইবে। ইন্দ্রলোকগত নরপতি পাণ্ডু নিয়ত তোমার অনুধ্যান করিতেছেন। তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গলসাধন করিবেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তোমার ও যশস্বিনী গান্ধারীর শুশ্রূষানিবন্ধন নিশ্চয়ই স্বামীর সালোক্য লাভে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা বিদুর অচিরাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে প্রবেশ এবং মহামতি সঞ্জয় ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিবেন। আমি দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে এই সমুদায় বিষয় অবগত হইয়াছি।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র পত্নীর সহিত যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণগণও মহা আহ্লাদিত হইয়া দেবর্ষি নারদকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজর্ষি শতযূপ নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! আপনার বাক্যশ্রবণে আপনার প্রতি আমার, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ও অত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি তত্ত্বদর্শী। মানবগণ যে যেরূপ গতি লাভ করিবে আপনি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে তৎসমুদায় অবলোকন করিতেছেন। আপনি অনেক নরপতির স্বর্গলোক লাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করেন নাই। এক্ষণে উনি কোন্ সময়ে কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

রাজর্ষি শতযূপ এই কথা কহিলে, দিব্যদর্শী দেবর্ষি নারদ সেই সভামধ্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি একদা ইন্দ্রের সভায় সমুপস্থিত হইয়া তথায় পাণ্ডুরাজকে সমাসীন দেখিয়া আসনপরিগ্রহ করিলাম। অনন্তর ঐ সভামধ্যে কথাপ্রসঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ঘোরতর তপস্যার

কথা উত্থিত হইল। তখন আমি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে শুনিলাম যে, ধৃতরাষ্ট্রের আর তিন বৎসর পরমায়ু আছে। তৎপরে তিনি গান্ধারীর সহিত দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক কুবেরভবনে আগমন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের লোকে সঞ্চরণ করিবেন। হে শতযূপ! এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে দেবগুহ্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তুমি তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়াছ; এই নিমিত্তই আমি এই গূঢ় বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপ প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ কথা প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে পরিতুষ্ট করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

এ দিকে পাণ্ডবগণ কামিনীগণসমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও জননী কুন্তীর বনবাসনিবন্ধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। পৌরজনেরা অন্ধরাজের নিমিত্ত সতত অনুতাপ করিতে লাগিল। ঐ সময় হস্তিনার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শোকাকুল হইয়া পরস্পরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হায়! পুত্রশোকার্ত্ত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মনস্বিনী গান্ধারী ও কুন্তী কি রূপে দুর্গম অরণ্যে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কখন অসুখের লেশমাত্র সহ্য করিতে হয় নাই। পাণ্ডবজননী কুন্তী রাজশ্রী ও পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক অতি কষ্টে কালহরণ করিতেছেন এবং অন্ধরাজের শুশ্রূষায় অনুরক্ত মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয়কেও বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।

পুরবাসী লোক সমুদায় এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, পাণ্ডবগণ পুত্র বিহীন বৃদ্ধ অন্ধরাজ, জননী কুন্তী ও গান্ধারী এবং মহাত্মা বিদুরের শোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া কিছুতেই অধিক দিন পুরমধ্যে বাস করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় কি রাজ্যসম্ভোগ কি স্ত্রীসংসর্গ, কি বেদাধ্যয়ন, কিছুতেই তাঁহাদের প্রীতিলাভ হইল না। তাঁহারা বারংবার অন্ধরাজের বনবাস, জ্ঞাতিবধ এবং বালক অভিমন্যু, মহাত্মা কর্ণ, দ্রৌপদীতনয়গণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের নিধনবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন। সর্ব্বদা পৃথিবীকে বীরশূন্য ও ধনশূন্য বলিয়া বিবেচনা হওয়াতে কোনরূপেই তাঁহাদিগের শান্তি লাভ হইল না। পুত্রশোকসন্তপ্ত দ্রৌপদী ও সুভদ্রাও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিষণ্ণবদনে কালহরণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে উঁহারা সকলেই কেবল উত্তরার গর্ভসম্ভূত মহাত্মা পরিক্ষিতকে দর্শন করিয়া প্রাণধারণ করিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপে মাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাত প্রভৃতির বিরহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পূর্ব্ববৎ রাজ কার্য্যের অনুষ্ঠানে একেকালে বিরত হইলেন। ঐ সময় কোন বিষয়েই আর তাঁহাদিগের আমোদ রহিল না। তাঁহারা সততই শোকাবিষ্টের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ উঁহারা গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য হইয়াও তৎকালে শোকে একবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায়! আমাদের জননী নিতান্ত কৃশাঙ্গী। তিনি কিরূপে অন্ধরাজ ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিতেছেন? পুত্রবিহীন অন্ধরাজ কিরূপে সেই শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বিপিনে কালহরণ করিতেছেন! এবং হতবান্ধবজননী গান্ধারীই বা কিরূপে সেই দুর্গম বনে বৃদ্ধ অন্ধ পতির শুশ্রূষায় নিরত রহিয়াছেন।

পাণ্ডবগণ এইরূপে কিয়ৎক্ষণ আক্ষেপ করিয়া অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন। তখন মহাত্মা সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছেন, ইহাতে আমার পরম পরিতোষ লাভ হইল। উঁহাকে দর্শন করিবার বাসনা আমার মনোমধ্যে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। আমি কেবল আপনার গৌরবনিবন্ধন আপনার নিকট উহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই। হায়! পূর্ব্বে যে মাতা রমণীয় অট্টালিকায় অবস্থান পূর্ব্বক পরম সুখে কাল হরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কিরূপে মস্তকে জটাধারণ ও কুশশয্যায় শয়ন করিয়া তপস্বিনীর বেশে অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন! আমার কি কখন এমন সৌভাগ্য উপস্থিত হইবে, যে আমি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিব! যখন রাজপুত্রী হইয়াও মাতাকে অরণ্যে ক্লেশভোগ করিতে হইতেছে, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, ইহলোকে কেহই চিরকাল একরূপ অবস্থায় কাল হরণ করিতে সমর্থ হয় না।

সহদেব এই কথা কহিলে, মহানুভাবা দ্রৌপদী বিনয়বাক্যে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! কখন্ আমি শ্বশ্রূকে দর্শন করিব? তাঁহাকে জীবিত দর্শন করিলেই আমার জীবন সার্থক হইবে। আপনার বুদ্ধি ও মনঃ ধর্ম্ম হইতে যেন কখন বিচলিত না হয়। আজি আপনার প্রসাদে আমাদিগের পরম শ্রেয়োলাভ হইবে। আমি শ্বশুর অন্ধরাজ এবং জননী গান্ধারী ও কুন্তীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি।

মহানুভাবা দ্রৌপদী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ সেনাপতিদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে সৈন্যাধ্যক্ষগণ! তোমরা অবিলম্বে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় সুসজ্জিত কর। সৈন্যগণও সুসজ্জিত হইয়া অগ্রসর হউক। আমি অচিরাৎ অন্ধরাজকে দর্শন

করিবার নিমিত্ত অরণ্যে যাত্রা করিব। মহারাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যাধ্যক্ষগণকে এই কথা কহিয়া, অন্তঃপুরের অধ্যক্ষদিগকে কহিলেন, তোমরা সত্বরে বিবিধ যান, শিবিকা, শকট, ও আপণসমুদায় সুসজ্জিত কর। শিল্পকর ও কোষাধ্যক্ষেরা কুরুক্ষেত্রের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করুক। পুরবাসী যে কোন ব্যক্তি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করেন, তিনি যেন অক্লেশে সুরক্ষিত হইয়া তথায় গমন করিতে পারেন। এক্ষণে তোমরা পাচক ও অন্যান্য লোকসমুদায়কে যাত্রা করিতে আদেশ করিয়া ভক্ষ্যভোজ্য সমুদায় শকটে সংস্থাপন পূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমাভিমুখে প্রেরণ কর এবং আমরা কল্য প্রভাতে যাত্রা করিব এই কথা নগরের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দেও। আজিই যেন পথিমধ্যে আমাদের বাসগৃহ সমুদায় প্রস্তুত হয়। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত অধ্যক্ষদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া সেই দিবস পুরমধ্যে অবস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বৃদ্ধ ও অন্তঃপুরিকাদিগকে অগ্রসর করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই দিন অবধি পাঁচ দিন পুরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর ষষ্ঠদিবস উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির লোকপালসদৃশ অর্জ্জুন-প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত সৈন্য-দিগকে বনগমন করিতে আদেশ করিবামাত্র সৈন্যগণমধ্যে অশ্বযোজনা কর, রথযোজনা কর, এইরূপ ঘোরতর কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষী পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায় কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ প্রজ্বলিতহুতাশন সদৃশ কনকময় রথে, কেহ কেহ হস্তীপৃষ্ঠে ও কেহ কেহ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং অনেকে পাদচারেই ধাবমান হইল। মহবীর যুযুৎসু ও পুরোহিত ধৌম্য ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে আশ্রমগমনে ক্ষান্ত হইয়া পুররক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সৈন্য-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির রথারোহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-গণে পরিবেষ্টিত হইয়া আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলে, ভৃত্যগণ তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিল; সূত, মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তবপাঠ করিতে লাগিল এবং অসংখ্য রথারোহী সৈন্য তাঁহার সমভি-ব্যাহারে ধাবমান হইল। ভীমকর্ম্মা ভীম-সেন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্বতাকার হস্তী আরোহণ করিয়া বহুসংখ্যক গজা-রোহী সৈন্যসমভিব্যাহারে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতাশ্ব-সংযুক্ত অনলসঙ্কাশ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব উভয়ে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন

এবং দ্রৌপদী প্রভৃতি কুলকামিনীগণ অন্তঃপুরাধ্যক্ষ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক অপরিমিত ধনদান করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই বীণাবেণুনিনাদযুক্ত হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল পাণ্ডবসৈন্যের শোভার আর পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডবগণ সেই সৈন্যগণসমভিব্যাহারে রমণীয় নদীতীর ও সরোবরসমীপে বাস করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পবিত্রতোয়া যমুনানদী অতিক্রম পূর্ব্বক দূর হইতে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপের আশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রমদ্বয় দর্শনে তাঁহাদের ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা সকলেই মহা কোলাহল করিতে করিতে সেই তপোবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমের অনতিদূরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিনীতভাবে পাদচারে সেই আশ্রমে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের সৈন্য, পুরবাসী ও অন্তঃপুরিকাগণ সকলেই যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাদচারে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পাণ্ডবগণ অন্ধরাজের সেই মৃগসমাকীর্ণ কদলীবনসুশোভিত আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে নিয়তব্রত তাপসগণ মহাকৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। নরপতি যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া বাষ্পাকুললোচনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তাপসগণ! এক্ষণে সেই কৌরববংশধর আমাদিগের জ্যেষ্ঠতাত কোথায়? তখন তাপসগণ কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তিনি যমুনায় অবগাহন, পুষ্পচয়ন ও জল আনয়নের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। আপনারা এই পথে গমন করুন। তাপসগণ এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে ধাবমান হইয়া দূর হইতে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়কে দর্শন পূর্ব্বক সত্বরে গমন করিতে লাগিলেন। সহদেব কুন্তীকে অবলোকন করিবামাত্র মহাবেগে ধাবমান হইয়া তারস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ভোজনন্দিনী কুন্তীও সেই প্রিয় পুত্রকে অবলোকন করিবামাত্র বাষ্পাকুলনয়নে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া গান্ধারীকে কহিলেন, মাত! সহদেব আসিয়াছে। তৎপরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুলকে দর্শন করিয়া দ্রুতপদে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণ জননীকে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আকর্ষণ পূর্ব্বক সত্বরে আগমন করিতে দেখিয়া, অচিরাৎ তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কণ্ঠস্বর ও স্পর্শদ্বারা পাণ্ডবগণকে অবগত হইয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন

তাঁহারা অশ্রুমোচন পূর্ব্বক কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও স্বীয় মাতা কুন্তীর নিকট যথোচিত বিনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের বারিপূরিত কলসসমুদায় গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় কৌরবকুল কামিনী ও অন্যান্য কুলরমণীগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোক সমুদায় একদৃষ্টে অন্ধরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নাম ও গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক সমুদায় লোকের পরিচয় প্রদান করিলেন। অন্ধরাজ সেই সমুদায় লোকের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে হস্তিনা নগরস্থিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তারাগণসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় সিদ্ধচারণসেবিত দর্শকগণসমাকীর্ণ স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপবিষ্ট হইলে, নানাদেশনিবাসী মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইয়া অন্ধরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আশ্রমে যে সমুদায় স্ত্রীপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, ইঁহাদিগের মধ্যে কাহার নাম যুধিষ্ঠির, কাহার নাম ভীমসেন, কাহার নাম অর্জ্জুন, কাহার নাম নকুল, কাহার নাম সহদেব ও কাহার নাম দ্রৌপদী; ইহা পরিজ্ঞাত হইতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, মহাত্মা সঞ্জয় পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও অন্যান্য কৌরবরমণীদিগের পরিচয়প্রদানার্থ তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহর্ষিগণ! ঐ যে সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ দীর্ঘনেত্র মহাত্মা সিংহের ন্যায় উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, উঁহার নাম যুধিষ্ঠির। ঐ যে মত্তগজেন্দ্রগামী তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘবাহু মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, উঁহার নাম বৃকোদর। ঐ মহাবীরের পার্শ্বে যে শ্যামবর্ণ মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উঁহার নাম অর্জ্জুন এবং ঐ কুন্তীর সন্নিধানে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় যে যুবকদ্বয় অবস্থান করিতেছেন, উঁহাদিগের নাম নকুল ও সহদেব। ঐ দুই বীরপুরুষের তুল্য পরমসুন্দর, বলবান্ ও সচ্চরিত্র আর কেহই নাই। ঐ যে পদ্মপলাশাক্ষী শ্যামবর্ণা পরমসুন্দরী রমণী উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উঁহার নাম দ্রৌপদী। উঁহার পার্শ্বে চন্দ্রপ্রভার ন্যায় গৌরবর্ণা, পরম রূপবতী বাসুদেবভগিনী সুভদ্রা অবস্থান করিতেছেন। ঐ যে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী পরমসুন্দরী কামিনী উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনিই অর্জ্জুনের ভার্য্যা চিত্রাঙ্গদা। উঁহার অনতিদূরে যে নীলোৎপলবর্ণা রমণী অবস্থান করিতেছেন, উনিই ভীমসেনের কলত্র; উঁহার নাম কালী। ঐ যে চম্পকদামের ন্যায় গৌরবর্ণা রূপবতী রমণী লক্ষিত হইতেছেন; উনি মহারাজ জরাসন্ধের দুহিতা। মাদ্রীর

কনিষ্ঠপুত্র সহদেব উঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। উঁহারই অনতিদূরে মাদ্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র নকুলের ভার্য্যা অবস্থান করিতেছেন; উঁহার নাম করেণুমতী। ঐ যে পরমসুন্দরী রমণী বালক পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া অবস্থান করিতেছেন, উনি অভিমন্যুর ভার্য্যা বিরাটনন্দিনী উত্তরা। পূর্ব্বে দ্রোণপ্রভৃতি সপ্তরথী উঁহারই ভর্ত্তাকে অন্যায়যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। আর ঐ যে শুক্লাম্বরধারিণী সধবাচিহ্নবিবর্জ্জিতা রমণীগণকে দর্শন করিতেছেন, উঁহারা এই বৃদ্ধ অন্ধরাজের পুত্রবধূ। উঁহাদের পতিপুত্রগণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। হে তপোধনগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট সবিস্তরে ইঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিলাম। মহামতি সঞ্জয় এই কথা কহিলে, তাপসগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পাণ্ডবগণের সৈন্যসমুদায় বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমের অবিদূরে উপবেশন করিল।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর অন্ধরাজ একে একে সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি ত ভ্রাতৃগণ ও পুরবাসীদিগের সহিত কুশলে অবস্থান করিতেছ? তোমার অনুজীবী, প্রজা, মন্ত্রী, ভৃত্য ও গুরুজনদিগের ত কোন অমঙ্গল হয় নাই? তাঁহারা ত নির্ভয়ে তোমার অধিকারমধ্যে বাস করিতেছেন? তুমি ত পূর্ব্বতন ভূপতিদিগের পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াছ? অন্যায়লব্ধ ধন দ্বারা ত তোমার কোষ পরিপূরিত হয় নাই? তুমি ত কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিয়া থাক? ব্রাহ্মণগণ ত তোমার নিকট যথাবিধি দান গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হন? কি শত্রু, কি পৌরবর্গ, কি ভৃত্য, কি আত্মীয়স্বজন সকলেই ত তোমার চরিত্রদর্শনে প্রীত হইয়া থাকে? তুমি ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাক? তোমার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ত স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত রহিয়াছেন? তোমার রাজ্যে বালক বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ত অর্থের নিমিত্ত লালায়িত ও শোকাকুল হইতে হয় না? তোমার গৃহে কুলস্ত্রীগণ ত যথোচিত সৎকৃত হইয়া থাকেন, আর তোমার রাজ্যাধিকার লাভ হওয়াতে আমাদের নিষ্কলঙ্ক রাজবংশের ত যশোহানি হয় নাই?

নীতিবিশারদ অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, বাক্যবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার প্রসাদে আমার সমুদায় বিষয়েই মঙ্গললাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার তপস্যা ও শমদমাদিগুণ ত পরিবর্দ্ধিত হইতেছে? আমার জননী কুন্তী ত আপনার শুশ্রূষায় অনুরক্ত হইয়া বনবাসক্লেশ সফল করিতে পারিবেন? শীতবাতবিশীর্ণা তপঃপরায়ণা জননী গান্ধারী ত পুত্রশোকে কাতর হইয়া আমাদিগকে অপরাধী জ্ঞান করেন না? মহাত্মা সঞ্জয় ত কুশলে তপোনুষ্ঠান করিতেছেন? এক্ষণে মহাত্মা বিদুর কোথায়?

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমাদের নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার পিতৃব্য অগাধবুদ্ধি বিদুর অনাহারে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ কখন কখন তাঁহাকে এই কাননের অতি নির্জ্জন-প্রদেশে দর্শন করিয়া থাকেন।

অন্ধরাজ এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে মলদিগ্ধাঙ্গ জটাধারী দিগম্বর মহাত্মা বিদুর সেই আশ্রমের অতিদূরে লক্ষিত হইলেন। ঐ মহাত্মা একবার আশ্রম দর্শন করিয়াই সহসা প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সেই ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র সত্বরে একাকীই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা বিদুর ক্রমে ক্রমে নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ তদ্দর্শনে "হে মহাত্মন্! আমি আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির; আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি" বলিয়া মহাবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অগাধবুদ্ধি মহাত্মা বিদুর সেই বিজন বিপিনে এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট মহাত্মা ক্ষত্তার নিকট সমুপস্থিত হইয়া "মহাশয়! আমি আপনার প্রিয়তম যুধিষ্ঠির, আপনার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আগমন করিয়াছি" বলিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজকে সেই নির্জ্জনপ্রদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া যোগবলে তাঁহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়সমুদায় সংযোজিত করিয়া তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার শরীর স্তব্ধলোচন ও বিচেতন হইয়া সেই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়াই রহিল। ঐ সময়ে ধর্ম্মরাজ আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন বেদব্যাসকথিত স্বীয় পুরাতন বৃত্তান্ত সমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। অনন্তর তিনি বিদুরের দেহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে এই দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে, "মহারাজ! মহাত্মা বিদুর যতিধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন; অতএব আপনি উঁহার দেহ দগ্ধ করিবেন না। উনি সান্তানিক নামক লোকসমুদায় লাভ করিতে পারিবেন। উঁহার নিমিত্ত শোক করা আপনার কদাপি বিধেয় নহে"।

ধর্ম্মরাজ এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিদুরের দেহ দগ্ধ করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারশ্রবণে ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য লোকসমুদায়ের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। অন্ধরাজ সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার প্রদত্ত জল ও ফলমূল গ্রহণ কর। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থান করে, তখন

তাহাকে সেই অবস্থানুরূপ অতিথিসৎকার করিতে হয়। অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অনুযাত্রিকদিগের সহিত তাঁহার প্রদত্ত ফলমূল ভোজন ও জলপান পূর্ব্বক সে রাত্রি বৃক্ষমূলে অতিবাহিত করিলেন। ঐ রজনীতে আশ্রমবাসীদিগের সহিত পাণ্ডবগণের শাস্ত্রবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল। তাঁহারা মহামূল্য শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জননীর চতুর্দ্দিকে ধরাশয্যায় শয়ন এবং ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় ফলমূলাদি দ্বারা আহারকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে অন্তঃপুরকামিনী, ভৃত্য, পুরোহিত ও ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে আশ্রমসমুদায় অবলোকনে অভিলাষী হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন, মুনিগণ স্নানাহ্নিকক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক বেদীমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া আহুতি প্রদান করিতেছেন। বেদীসমুদায় বানেয়, পুষ্প, ফলমূল ও আজ্যধূমে পরিপূর্ণ হইয়াছে। মৃগগণ অশঙ্কিতচিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ব্রাহ্মণগণের বেদাধ্যয়ন শব্দ, ময়ূরদিগের কেকারব, দাত্যূহদিগের কলরব, কোকিলগণের কুহুরব ও অন্যান্য পক্ষিগণের শ্রুতিসুখকর সুমধুর নিঃস্বনে আশ্রমমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাপসগণের নিমিত্ত সমানীত কাঞ্চনময় কলস, উডুম্বর, অজিন, মালা, স্রুক, স্রুব, কমণ্ডলু, স্থালী, লৌহপাত্র ও অন্যান্য নানাবিধ পাত্রসমুদায় তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে তাপস যাহা প্রার্থনা করিলেন, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিলেন।

এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠির আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বহুতর ধন দান করিয়া পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমাগত হইয়া দেখিলেন, অন্ধরাজ স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া গান্ধারীর সহিত একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। মনস্বিনী কুন্তী শিষ্যার ন্যায় অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনাদি ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে কুশাসনে সমাসীন হইলেন। কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র সেই আত্মীয় পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণসমাবৃত বৃহস্পতির ন্যায় অতি মনোহর শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর শতযূপপ্রভৃতি কুরুক্ষেত্র নিবাসী ঋষিগণ এবং শিষ্যসমবেত ভগবান্ বেদব্যাস তথায় সমুপস্থিত হইলেন। উঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনাদি সকলে গাত্রোত্থান করিয়া উঁহাদের অভিবাদন করিলেন। তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ পূর্ব্বক সমাগত ব্রাহ্মণ-

গণকে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবেশন করিলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবগণ কুশাসনে সমাসীন হইলে, মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে ত নির্ব্বিঘ্নে তোমার তপোনুষ্ঠান হইতেছে? এখন ত তুমি বনবাসের সুখ অনুভব করিতেছ? আর ত এখন তোমার হৃদয়ে পুত্রশোক নাই? তোমার অন্তঃকরণে জ্ঞানসমুদায় ত নির্ম্মল রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে? তুমি ত দৃঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে আরণ্য বিধির অনুষ্ঠান করিতেছ? ধর্ম্মার্থতত্ত্বদর্শিনী দুর্য্যোধনজননী গান্ধারী ত আর শোকে অভিভূত হন না? যিনি গুরুজনের শুশ্রূষার নিমিত্ত পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দেবী কুন্তী ত অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া তোমাদিগের শুশ্রূষা করিতেছেন? তুমি ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে সান্ত্বনা করিয়াছ? ইঁহাদিগের আগমনে তোমার মন ত আহ্লাদিত হইতেছে? আর ত তোমার মনের মালিন্য নাই? এখন ত তুমি জ্ঞানলাভ করিয়া বিশুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়াছ? নির্ব্বৈর, সত্য ও অক্রোধ এই তিনটী সমুদায় প্রাণীর পক্ষেই হিতকর। তোমার ত ঐ তিন গুণের কোন্ ব্যাঘাত হয় নাই? এখন ত আর তোমার বনবাসজন্য কোন কষ্ট উপস্থিত হয় না? বন্য ফলমূল আহার ও উপবাস করা ত সহ্য হইয়াছে? সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ মহাত্মা বিদুর যেরূপে ধর্ম্মরাজের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা তুমি অবগত হইয়াছ। মহাত্মা ধর্ম্মই মাণ্ডব্যশাপে নরকলেবর ধারণপূর্ব্বক বিদুররূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দেবগণমধ্যে বৃহস্পতি ও অসুরগণমধ্যে শুক্রাচার্য্য যেরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন, তোমাদের মধ্যে মহাত্মা বিদুরও তদ্রূপ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, মহর্ষি মাণ্ডব্য চিরসঞ্চিত তপোবল নষ্ট করিয়া ধর্ম্মকে শাপে অভিভূত করাতেই ঐ মহাত্মার জন্ম হয়। আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মার আদেশানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে উঁহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলাম। ঐ মহামতি তোমার ভ্রাতা। উঁহার অসাধারণ ধ্যান ও মনের ধারণানিবন্ধন কবিগণ উঁহাকে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উনি সত্য, শান্তি, অহিংসা, দান ও দমগুণ দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছেন। ঐ অসাধারণকীর্ত্তিসম্পন্ন মহাত্মা ধর্ম্ম যোগবলে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করিয়াছেন। অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ ও পৃথিবী যেমন ইহলোক ও পরলোকে বিদ্যমান আছেন, ধর্ম্মও তদ্রূপ উভয় লোকেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। উনি এই চরাচর বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। নিষ্পাপকলেবর সিদ্ধগণই উঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হন। যিনি ধর্ম্ম, তিনিই বিদুর এবং যিনি বিদুর, তিনিই যুধিষ্ঠির। এই দেখ, সেই সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ যুধিষ্ঠির তোমার নিকট ভৃত্যভাবে অবস্থান করিতেছেন। যোগবলসম্পন্ন ধীমান্ বিদুর উঁহাকে দর্শন করিয়া উঁহার শরীরে প্রবিষ্ট

হইয়াছেন। ঐ ধর্ম্মরাজ অচিরাৎ তোমারও মঙ্গলসাধন করিবেন। আমি কেবল তোমার সংশয়চ্ছেদনার্থ এক্ষণে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। পূর্ব্বে কোন মহর্ষি যে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই, আমি স্বীয় তপোবল প্রভাবে সেই অদ্ভুত কার্য্য সমাধান করিব। অতঃপর আমার নিকট তোমার যে কোন বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিতে বাসনা হইবে, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে তাহা দর্শন বা শ্রবণ করাইব।

আশ্রমবাসপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

পুত্রদর্শন পর্ব্বাধ্যায়।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! এইরূপে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত অরণ্যবাস আশ্রয়, মহাত্মা বিদুর সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের দেহমধ্যে প্রবেশ ও পাণ্ডবগণ সেই ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে অবস্থান করিলে, ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে ধৃতরাষ্ট্রকে কিরূপ অদ্ভুত বিষয় দর্শন করাইলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরই বা সেই সমুদায় পুরবাসী ও সৈন্যসামন্তগণসমভিব্যাহারে তথায় কিরূপে কত দিন বাস করিলেন, এই সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনি ঐ সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহার আশ্রমে বিবিধ পানীয় ও ভক্ষ্যদ্রব্য পানভোজন করিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক মাস অতীত হইলে, একদা ভগবান্ বেদব্যাস পুনরায় অন্ধরাজের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ তাঁহার যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া আপনারাও উপবেশন করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ, পর্ব্বত ও দেবল এবং গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু, তুম্বুরু ও চিত্রসেন তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে পবিত্র আসন সমুদায় প্রদান করিলেন। মহর্ষিগণ যুধিষ্ঠিরের সৎকারলাভে পরিতুষ্ট হইয়া সেই সমুদয় আসনে উপবিষ্ট হইলে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণ, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কৌরববনিতাগণ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষিগণের দেবতা, অসুর ও পুরাতন মহর্ষিবিষয়ক বিবিধ ধর্ম্মকথার আন্দোলন হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদিগের কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বেদব্যাস প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্চর্য্য দর্শন করাইবার মানসে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তোমার হৃদয়ের ভাব আমার অবিদিত নাই তুমি গান্ধারীর সহিত পুত্রশোকে নিতান্ত

কাতর হইয়াছে এবং কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রাও পুত্রশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছেন। আমি তোমার পরিবারগণের সহিত একত্রবাসের কথা শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের সংশয় ছেদন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ কর। আজি এই দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ আমার চিরসঞ্চিত তপোবল দর্শন করুন।

অগাধবুদ্ধি মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আজি আমি আপনাদিগের সমাগমলাভে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আজি আমার জীবন সফল হইল। আর আমার ইষ্ট গতিলাভে কিছুমাত্র সংশয় ও পরলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই। আজি আমি আপনাদিগকে দর্শন করিয়া পরম পবিত্র হইলাম। এক্ষণে কেবল সেই মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের কুব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার নিতান্ত দুঃখ হইতেছে। ঐ পাপাত্মা অকারণে নিরপরাধী পাণ্ডবগণকে ক্লেশপ্রদান এবং পৃথিবীর অসংখ্য হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। মহাত্মা ভূপালগণ তাহারই নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। হায়! আমার পুত্র পৌত্রগণের এবং যে সমুদায় বীর মিত্রের সাহায্যার্থ পিতা, মাতা ও পুত্রকলত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক পরিহার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কি গতি লাভ হইল? আমি মহাবলপরাক্রান্ত মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণকে স্মরণ করিয়া কোন রূপেই স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমার পুত্র পাপাত্মা দুর্য্যোধন রাজ্যলোভেই কুরুকুল ক্ষয় করিয়াছে। আমি ঐ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিবারাত্রি দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি। কোন রূপেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার শান্তি লাভের উপায় বিধান করুন।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ করুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে, গান্ধারী, কুন্তী, সুভদ্রা ও অন্যান্য বধূগণের শোক পুনর্ব্বার নূতন হইয়া উঠিল। তখন পুত্রশোকবিধুরা বদ্ধনয়না গান্ধারী কৃতাঞ্জলিপুটে শ্বশুর বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! অদ্য ষোড়শ বর্ষ হইল, অন্ধরাজের পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি কোনরূপে ইঁহার শান্তিলাভ হইতেছে না। ইনি সর্ব্বদাই পুত্রশোকে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কখনই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন না। অতএব আপনি ইঁহার সহিত পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইয়া ইঁহাকে সুস্থ করুন। আপনি যখন তপোবলে নূতন লোকসমুদায়েরও সৃষ্টি করিতে পারেন, তখন এই অন্ধরাজের সহিত ইঁহার পরলোকগত পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইবেন, তাহা বিচিত্র কি? এই দেখুন, আপনার পুত্রবধূগণের প্রিয় পুত্রবধূ দ্রৌপদী ও সুভদ্রা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। ভূরিশ্রবার ভার্য্যা পতি

শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছেন। ইঁহার শ্বশুর মহারাজ সোমদত্তও সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর আপনার যে এক শত পৌত্র সংগ্রামে নিহত হইয়াছে। এই দেখুন, তাহাদিগের বনিতাগণ হাহাকার শব্দে রোদন করিয়া পুনঃপুনঃ আমার ও অন্ধরাজের পুত্রশোক পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। হায়! আমার সোমদত্ত প্রভৃতি যে শ্বশুরগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের কি গতি লাভ হইয়াছে! যাহা হউক, এক্ষণে অন্ধরাজ, আমি ও কুন্তী আমরা আপনার প্রসাদে যাহাতে শোক হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

গান্ধারী ব্যাসের নিকট এই কথা কহিলে, কৃশাঙ্গী কুন্তী স্বীয় প্রচ্ছন্নজাত পুত্র কর্ণকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার ব্যাকুলভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তুমি আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

তখন ভোজনন্দিনী কুন্তী পূর্ব্ব কথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অতি লজ্জিতভাবে বেদব্যাসকে প্রণতিপুরঃসর সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি দেবদেব ও আমার শ্বশুর; অতএব আপনার নিকট আমি আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত যথার্থত প্রকাশ করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে একদা অতিকোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসা ভিক্ষার্থ আমার পিতার ভবনে সমুপস্থিত হইলে, আমি পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম। তিনি ঐ সময় এমন অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহাতে আমার কোপ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; কিন্তু আমি স্বীয় বিশুদ্ধচিত্তপ্রভাবে কিছুতেই রোষাবিষ্ট হই নাই। তখন সেই বরদাতা মুনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বারংবার বরগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বারংবার অনুরোধ করাতে আমি শাপভয়ে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলাম। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ধর্ম্মের জননী হইবে এবং দেবগণের মধ্যে যাঁহাকে আহ্বান করিবে, তিনিই তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। এই বলিয়া মহর্ষি তৎক্ষণাৎ তথায় অন্তর্হিত হইলেন। আমি তদ্দর্শনে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। তদবধি সেই ঋষিবাক্য কখনই আমার মনঃ হইতে অপনীত হয় নাই।

অনন্তর একদা আমি প্রাসাদোপরি আরোহণ পূর্ব্বক নবোদিত ভাস্করকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র সেই ঋষিবাক্য আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন আমি বাল্যনিবন্ধন ঐ বাক্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সূর্য্যকে আহ্বান করিলাম। আমি আহ্বান করিবামাত্র ভগবান্ সহস্ররশ্মি স্বীয় দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যভূমিতে তাপপ্রদান করিতে লাগিলেন এবং

অপরার্দ্ধ দ্বারা আমার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর দিবাকরকে দেখিবামাত্র আমার কলেবর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বরাননে! বর প্রার্থনা কর। তখন আমি কহিলাম, ভগবন্! আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি অচিরাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করুন। আমি এই কথা কহিলে, তিনি আমাকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমাকে অবশ্যই বরগ্রহণ করিতে হইবে। আমার আগমন কখনই নিরর্থক হইবে না। যদি তুমি বরগ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে এবং তোমার বরদাতা ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ করিব। ভগবান্ ভাস্কর এইরূপে ভয়প্রদর্শন করিলে, আমি সেই নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কহিলাম, ভগবন্! যদি আপনি নিতান্তই আমাকে বরপ্রদান করিবেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন আপনার তুল্য পুত্রলাভ করিতে পারি। আমি এই কথা কহিবামাত্র দিবাকর স্বীয় তেজঃপ্রভাবে আমাকে মুগ্ধ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক পরিশেষে "শোভনে! তুমি আমার অনুরূপ পুত্রলাভে সমর্থ হইবে" বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তিনি স্বর্গে গমন করিবার পর আমার এক সুকুমার নবকুমার জন্মিল। তখন আমি ঐ বৃত্তান্ত গোপন করিবার নিমিত্ত পিতার অন্তঃপুরে আগমন করিয়া সেই গূঢ়োৎপন্ন পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করিলাম এবং অচিরাৎ সূর্য্যদেবের প্রভাবে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কন্যকাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধসময়ে আমি সেই বৃত্তান্ত জ্ঞাত থাকিয়াও কেবল স্বীয় মূঢ়তানিবন্ধন সেই গূঢ়োৎপন্ন পুত্রকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহাকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি পূর্ব্বে যাহা করিয়াছিলাম, সপাপই হউক, আর নিষ্পাপই হউক, এক্ষণে আপনার নিকট উহা ব্যক্ত করিলাম। আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি আমার ও নরপতির মনোগত ভাবসমুদায় অবগত আছেন; অতএব আমাদিগের উভয়ের পুত্রদর্শনবাসনা পরিপূর্ণ করুন।

কুন্তী দেবী এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শোভনে! তুমি যাহা কহিলে, সে সমুদায়ই সত্য। তুমি কন্যকাবস্থায় সূর্য্যকে আহ্বান করিয়াছিলে বলিয়া তোমার ঐ বিষয়ে কিছুমাত্রই পাপ নাই। দেবতারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। উঁহারা সংকল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শ ও প্রীতি উৎপাদন এই পাঁচ প্রকারেই পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন। তুমি মানুষী, অতএব দেবসম্পর্কে পুত্র উৎপন্ন করাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। এক্ষণে তুমি মনোদুঃখ দূর কর। বলবান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমুদায় দ্রব্যই পথ্য, সমুদায় বস্তুই পবিত্র, সমুদায় কার্য্যই ধর্ম্ম্য এবং সমুদায় দ্রব্যই স্বকীয়।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

মহর্ষি বেদব্যাস কুন্তীকে এই কথা কহিয়া গান্ধারীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অবিলম্বেই পুত্র, ভ্রাতা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সন্দর্শন করিবে। কুন্তী কর্ণকে, সুভদ্রা অভিমন্যুকে এবং দ্রৌপদী পঞ্চপুত্র, পিতা ও ভ্রাতাদিগকে দর্শন করিবেন। আমি পূর্ব্বেই পরলোকগত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎকার করাইতে বাসনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি, কুন্তী ও নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করাতে আমার সেই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। অতঃপর সেই সমরনিহত মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। উঁহারা অবশ্যম্ভাবী দেবকার্য্যসাধনের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যে সমুদায় বীর নিহত হইয়াছেন, উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ কেহ অপ্সরা, কেহ কেহ পিশাচ, কেহ কেহ গুহ্যক, কেহ কেহ রাক্ষস, কেহ কেহ যক্ষ, কেহ কেহ সিদ্ধ, কেহ কেহ দেবতা, কেহ কেহ দানব এবং কেহ কেহ বা দেবর্ষি। ধৃতরাষ্ট্রনামে যে গন্ধর্ব্বাধিপতি বিখ্যাত আছেন, তিনিই এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তোমার পতি হইয়াছেন। পাণ্ডুরাজ দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বিদুর ও রাজা যুধিষ্ঠির ইঁহারা উভয়ে ধর্ম্মের অংশ। দুর্য্যোধন কলি, শকুনি দ্বাপর, দুঃশাসনাদি তোমার অন্যান্য পুত্রগণ রাক্ষস, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন বায়ু, মহাত্মা ধনঞ্জয় পুরাতন ঋষি নর, কৃষ্ণ নারায়ণ, নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং সপ্ত মহারথীতে পরিবেষ্টন করিয়া যে মহাবীরকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু চন্দ্রস্বরূপ। মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের, দ্রৌপদীর সহোদর ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির, শিখণ্ডী রাক্ষসের, দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির, অশ্বত্থামা রুদ্রদেবের এবং গাঙ্গেয় ভীষ্ম বসুর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এইরূপে দেবগণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া স্বকার্য্যসাধন পূর্ব্বক পুনরায় স্বর্গলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। যাহা হউক, আজি আমি তোমাদিগের চিরসঞ্চিত মনোদুঃখ দূর করিব। এক্ষণে তোমরা সকলে ভাগীরথীতীরে গমন কর। সেই স্থানে সমরনিহত বন্ধুবান্ধবগণকে সন্দর্শন করিবে।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিবামাত্র তত্রত্য সকল লোকেই সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাভিমুখে ধাবমান হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণ, অমাত্যগণ, মুনিগণ ও সমাগত গন্ধর্ব্বগণসমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই সমুদায় লোক ক্রমশঃ গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও সস্ত্রীক হইয়া পাণ্ডব ও স্বীয় অনুচরগণের সহিত অভিলষিত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলে মৃত নরপতিদিগের দর্শনবাসনায় গঙ্গাতীরে

অবস্থান পূর্ব্বক নিশাসমাগম প্রতীক্ষা করাতে, সেই দিবাভাগ তাঁহাদিগের পক্ষে শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর ক্রমে অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলে, তত্রত্য লোকসমুদায় সায়ংকালীন বিধি সমাপন পূর্ব্বক মহাত্মা ব্যাসদেবের নিকট সমুপস্থিত হইল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমুদায় মহর্ষি ও পাণ্ডবগণের সহিত সমবেত হইয়া পবিত্রচিত্তে সেই গঙ্গাতীরে উপবেশন করিলেন এবং গান্ধারী প্রভৃতি কৌরবরমণীগণ ও অন্যান্য লোকসমুদায় তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান্ বেদব্যাস ভাগীরথীর পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া সংগ্রামনিহত কুরু পাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদায় ও নানাদেশনিবাসী ভূপালদিগকে আহ্বান করিবামাত্র সেই জলমধ্যে পূর্ব্ববৎ কুরুপাণ্ডবসৈন্যের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ ও তাঁহাদিগের সৈন্যসামন্তসমুদায়, পুত্র ও সৈন্যগণের সহিত মহারাজ বিরাট ও দ্রুপদ, দ্রৌপদী-তনয়গণ, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, মহাবীর ঘটোৎকচ, কর্ণ, শকুনি, দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, জরাসন্ধপুত্র সহদেব, মহাবীর ভগদত্ত, জলসন্ধ, ভূরিশ্রবাঃ, শল্য, শাল্ব, অনুজের সহিত বৃষসেন, দুর্য্যোধনতনয় লক্ষণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র, শিখণ্ডীর পুত্রগণ, অনুজের সহিত ধৃষ্টকেতু, অচল, বৃষক, নিশাচর অলায়ুধ এবং মহারাজ সোমদত্ত ও চেকিতান প্রভৃতি বীরসমুদায় সমুজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যে বীরের যেরূপ বেশ যেরূপ ধ্বজ ও যেরূপ বাহন ছিল, তৎকালে তাহার কিছুই বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। ঐ সময় তাঁহারা সকলেই নিরহঙ্কার, নির্ব্বৈর ও নির্ম্মৎসর হইয়া দিব্য বস্ত্র, দিব্য কুণ্ডল ও দিব্য মাল্য ধারণ পূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগের নিকট গান ও বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল।

তখন সত্যবতীপুত্র মহাত্মা বেদব্যাস তপোবলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিলেন। অন্ধরাজ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রভাবে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া পরমাহ্লাদে পুত্রগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পতিপরায়ণা গান্ধারী সংগ্রামনিহত পুত্রগণ ও অন্যান্য বীরসমুদায়কে দর্শন করিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তত্রত্য অন্যান্য লোকসমুদায় সেই অচিন্তনীয় লোমহর্ষণ অদ্ভুত কাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া অনিমেষ-লোচনে অবস্থান করিতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর সেই নিষ্পাপ ক্রোধমাৎসর্য্য-বিহীন কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদায় দেবগণের ন্যায় পুলকিতচিত্তে পরস্পর সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পুত্র পিতামাতার সহিত, ভার্য্যা পতির সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত ও সখা সখার সহিত মিলিত হইল। পাণ্ডবগণ মহা ধনুর্দ্ধর কর্ণ,

অভিমন্যু ও দ্রৌপদেয়গণের সহিত সমবেত হইয়া প্রীতমনে পরস্পর সুহৃদ্ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যোধগণ মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদে বৈরভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর সুহৃদ্ভাব অবলম্বন করিয়া অগাধ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে কৌরব ও অন্যান্য ভূপালগণ স্ব স্ব পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত সমবেত হইয়া স্বর্গবাসী রাজাদিগের ন্যায় পরম সুখে সে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। ঐ রজনীতে তথায় শোক, ভয়, ত্রাস, অসন্তোষ ও অযশের লেশমাত্রও ছিল না। সমাগত রমণীগণ স্ব স্ব পিতা, ভ্রাতা ও পতির সহিত মিলিত হইয়া পরম সুখ অনুভব করিয়াছিলেন।

অনন্তর সেই রজনী অতিবাহিত হইলে, সমাগত বীরগণ স্ব স্ব পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ বেদব্যাস ও তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে গমনে অনুমতি করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব রথধ্বজের সহিত ভাগীরথীর সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া কেহ কেহ দেবলোক, কেহ কেহ ব্রহ্মলোক, কেহ কেহ বরুণলোক, কেহ কেহ কুবেরলোক ও কেহ কেহ সূর্য্যলোকে গমন করিলেন। রাক্ষস ও পিশাচদিগের মধ্যে কেহ কেহ উত্তরকুরুতে এবং কেহ কেহ অন্যান্য স্থানে প্রস্থান করিল।

এইরূপে সেই বীরসমুদায় অদৃশ্য হইলে, কুরুকুলহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস বিধবা রমণীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সীমন্তিনীগণ! তোমাদের মধ্যে যাঁহার যাঁহার পতিলোকলাভে বাসনা আছে, তাঁহারা অবিলম্বে এই জাহ্নবীজলে অবগাহন করুন। বেদব্যাস এই কথা কহিবামাত্র পতিব্রতা কৌরবকামিনীগণ সেই গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া অচিরাৎ মানুষ দেহ হইতে মুক্তিলাভ ও দিব্য মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্যে বিভূষিত হইয়া বিমানারোহণে পতিলোকে প্রস্থান করিলেন। উঁহারা পরলোকে গমন করিলে তত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিগণ যে যাহা প্রার্থনা করিলেন, ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই নিহত ভূপতিদিগের পুনরাগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নানা দেশস্থ মানবগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই প্রিয়সমাগমবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি উভয় লোকেই প্রিয়বস্তুসমুদায় লাভ করিয়া বান্ধবগণের সহিত সুস্থশরীরে পরম সুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। যে মহাত্মা অন্যকে ইহা শ্রবণ করান, তাঁহার ইহলোকে যশ ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। মানবগণ স্বাধ্যায়সম্পন্ন, তপোনুষ্ঠাননিরত, দমগুণান্বিত, সদাচার, দানশীল, সরলস্বভাব, শুচি, হিংসাবিহীন, সত্যপরায়ণ, আস্তিক ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিলে, নিঃসন্দেহই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষিগণ! মহারাজ জনমেজয় এইরূপে বৈশম্পায়নের মুখে দুর্য্যোধনাদির পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার বাক্যশ্রবণে আমার পরম পরিতোষ হইয়াছি। এক্ষণে আমার মনে এই সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছে যে, আমার পূর্ব্বপিতামহ দুর্য্যোধনাদি মহাত্মারা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপে সেই শরীরে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিলেন?

মহারাজ জনমেজয় এই কথা কহিলে, মহাপ্রভাবসম্পন্ন ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নরনাথ! ভোগব্যতীত কখনই কর্ম্মসমুদায়ের বিনাশ হয় না। কর্ম্মপ্রভাবেই লোকের শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শরীর যে সমুদায় মহাভূত দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তৎসমুদায়ে পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকে বলিয়া দেহ নাশ হইলেও তাহাদের নাশ হয় না। লোকে পূর্ব্বতন অদৃষ্টপ্রভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, নিশ্চয়ই যথাকালে উহার ফল উৎপন্ন হয়, আত্মা সেই কর্ম্ম ও মহাভূত সমুদায়ে লিপ্ত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করেন। আত্মার নাশ নাই এবং উনি মহাভূত সমুদায়কেও কখন পরিত্যাগ করেন না। লোকের যে পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পূর্ব্বতন রূপ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়; কর্ম্মক্ষয় হইলেই তাহার রূপের অন্যথা হইয়া থাকে। লোকে পরলোকে আত্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া পুনরায় যখন ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, তৎকালে উহার রূপের পরিবর্ত্ত হয় বটে; কিন্তু যখন তাহার সেই শরীর পূর্ব্বতন শরীরের মহাভূত সমুদায় দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তখন ঐ শরীর যে সেই পূর্ব্বতন শরীর, তাহার আর সন্দেহ নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বচ্ছেদনসময়ে এই শ্রুত্যনুযায়ী বাক্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে যে, জন্তুগণ লোকান্তরে গমন করিলেও উহাদের প্রাণ ও শরীর উহাদিগকে পরিত্যাগ করে না। আর তুমিও যজ্ঞভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করিয়াছ যে, পশুগণ যজ্ঞে নিহত হইয়া দেবতাদিগের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করে। তুমি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, তোমার হিতার্থী দেবগণ যজ্ঞস্থলে আগমন পূর্ব্বক নিহত পশুদিগকে স্বর্গে নীত করিয়াছেন। যখন পঞ্চভূত ও আত্মা নিত্য বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে, তখন লোকের শরীর অনিত্য হইবে কেন? যাহারা মোহবশতঃ আত্মা নানাশরীর পরিগ্রহণ করেন বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারাই আত্মীয়বিয়োগে বালকের ন্যায় রোদন করিয়া থাকে। যাঁহারা সংযোগ ও বিয়োগ এই উভয়কে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই সংযোগজনিত সুখ ও বিয়োগজনিত দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না। জীবাত্মা কেবল অভিমাননিবন্ধন পরমাত্মা বলিয়া

অভিহিত হন না। উনি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিপ্রভাবে মোহ হইতে বিমুক্ত হইলেই পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া থাকেন। ফলতঃ মনুষ্যের শরীর ও আত্মা উভয়ই অবিনশ্বর। লোকে যে শরীর পরিগ্রহ করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই শরীরেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। সে মনঃ দ্বারা মানসিক ও শরীর দ্বারা শারীরিক কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা বিদুর স্বীয় তপোবলে সিদ্ধিলাভ ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদবলে আত্মতুল্য রূপসম্পন্ন স্বীয় পুত্রগণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। কুরুরাজ জন্মান্ধত্বনিবন্ধন পূর্ব্বে কখনই পুত্রগণকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, তৎকালে কেবল মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্রহেই উঁহার পুত্রগণ নিরীক্ষণ হইল। ঐ সময় ঐ মহর্ষির প্রভাবে অন্ধরাজের রাজধর্ম্ম, বেদ, উপনিষৎ ও বুদ্ধিনিশ্চয়বিষয়ে বিলক্ষণ অধিকার হইয়াছিল।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহাত্মা বৈশম্পায়ন এই কথা কহিলে, মহারাজ জনমেজয় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার মুখে মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রভাব শ্রবণ করিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলাম। এক্ষণে যদি বরদাতা মহর্ষি বেদব্যাস আমাকে আমার পিতার রূপ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত উপকৃত ও কৃতার্থ হই এবং আপনার বাক্যেও আমার সমধিক আস্থা জন্মে। অতঃপর ঐ মহর্ষির প্রসাদবলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক।

মহারাজ! জনমেজয় এই কথা কহিবামাত্র তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বয়োরূপসম্পন্ন অমাত্যগণপরিবৃত রাজা পরিক্ষিতকে এবং মহাত্মা শমীক ও তাঁহার পুত্র শৃঙ্গীকে পরলোক হইতে তথায় সমানীত করিলেন। তদ্দর্শনে জনমেজয়ের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি সেই যজ্ঞ সমাপন করিয়া পিতাকে যজ্ঞান্ত স্নান করাইয়া স্বয়ং স্নান সমাপন পূর্ব্বক জরৎকারপুত্র আস্তীককে কহিলেন, ভগবন্! এই যজ্ঞস্থলে শোকনাশন পিতা সমুপস্থিত হওয়াতে আমার এই যজ্ঞ অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে।

তখন আস্তীক কহিলেন, মহারাজ! যাঁহার যজ্ঞে মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বয়ং সমুপস্থিত থাকেন, ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই তাঁহার হস্তগত হয়। এক্ষণে তুমি বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিপুল ধর্ম্মলাভ করিলে, তোমার প্রভাবে সর্পসম্প্রদায় ভস্মসাৎ হইল এবং তোমার সত্যবাক্যনিবন্ধন তক্ষক কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিল। এক্ষণে মহৎসংসর্গনিবন্ধন তোমার মনের সংশয় দূরীভূত হইয়াছে। তুমি ঋষিগণের যথোচিত পূজা করিয়াছ। চরমে তোমার তোমার পিতার সালোক্য লাভ হইবে। অতঃপর যাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ও সদ্ব্যবহারনিরত এবং যাঁহাদিগকে দর্শন করিলে

পাপ বিনাশ হয়, তুমি তাঁহাদিগকে নমস্কার কর।

মহাত্মা আস্তীক এই কথা কহিলে, রাজা জনমেজয় তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর পরিক্ষিতনন্দন ধৃতরাষ্ট্রাদির বনবাসের শেষ বৃত্তান্ত শ্রবণে অভিলাষী হইয়া বৈশম্পায়নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও রাজা যুধিষ্ঠির ইঁহারা উভয়ে পুত্রপৌত্রদিগকে দর্শন করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া শোকশূন্য হইয়া পুনরায় স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। তখন ঋষিগণ ও অন্যান্য লোকসম্প্রদায় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণও স্ব স্ব পত্নী ও পরিমিত সৈন্য সমভিব্যাহারে পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করিলেন। ঐ সময় ত্রিলোকপূজিত মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কৌরবেন্দ্র! তুমি বেদবেদাঙ্গপারদর্শী পরম ধার্ম্মিক জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষিদিগের নিকট বিবিধ বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে আর শোকে সমাকৃষ্ট হইও না। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখন স্বীয় দুরদৃষ্টনিবন্ধন ব্যথিত হন না। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট দেবরহস্য সমুদায় শ্রবণ করিয়াছ এবং এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরশায়ী পুত্রগণকে শুভগতি লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে দেখিলে। অতঃপর ধীমান্ যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পত্নী, সুহৃদ্গণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যগমনে অনুমতি কর। উঁহারা সকলেই তোমার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন। এক মাসের অধিক কাল অতীত হইল, উঁহারা এই তপোবনে অবস্থান করিতেছেন। আর অধিক দিন এখানে অবস্থান উঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। রাজ্য বিবিধ বিঘ্নের আস্পদ, অতএব নিয়ত যত্ন পূর্ব্বক উহা রক্ষা করা উঁহাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অমিতপরাক্রম মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার মঙ্গল লাভ হউক। তোমার অনুগ্রহে আমার শোকসন্তাপ সমুদায় দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, যেন আমি তোমাদিগের সহিত হস্তিনানগরে অবস্থান করিতেছি। তুমি আমার পুত্রের কার্য্য করিয়াছ। আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আর আমার শোকের লেশমাত্র নাই। অতঃপর তুমি অচিরাৎ হস্তিনানগরে গমন কর। আর বিলম্ব করিও না। তোমাকে দর্শন করিয়া স্নেহনিবন্ধন আমার তপস্যার ব্যাঘাত হইতেছে। আমি কেবল তোমার দর্শনে এতকাল পর্য্যন্ত এই তপঃকৃশ শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছি। শীর্ণপত্রজীবিনী কুন্তী ও গান্ধারীও আর

অধিক কাল ইহলোকে অবস্থান করিবেন না। মহর্ষি বেদব্যাসের প্রভাব ও তোমার সমাগমে আমি পরলোকগত দুর্য্যোধনাদিকে দর্শন করিলাম। আর আমার জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। অতঃপর আমি তোমার আদেশানুসারে ঘোরতর তপস্যা অবলম্বন করিব। এক্ষণে তোমাতে আমাদিগের পিণ্ড, কীর্ত্তি ও কুল প্রতিষ্ঠিত রহিল। তুমি কল্যই হউক, বা অদ্যই হউক, হস্তিনানগরে গমন কর। আর বিলম্ব করিও না। তুমি অনেক বার রাজনীতি শ্রবণ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে তোমাকে আর কিছু উপদেশ প্রদান করিতে হইবে না।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত! আমি নিরপরাধী, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। এক্ষণে আমার ভ্রাতৃগণ ও অনুচরগণ হস্তিনানগরে গমন করুন। আমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আপনার ও জননীদ্বয়ের শুশ্রূষা করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, গান্ধারী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! অমন কথা কহিও না। তুমি কৌরবদিগের বংশধর ও আমার শ্বশুরের জলপিণ্ডস্থল। তুমি একালপর্য্যন্ত আমাদিগের যথেষ্ট সেবা করিলে, এক্ষণে অচিরাৎ রাজধানীতে গমন কর। রাজার বচন রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

অন্ধরাজমহিষী গান্ধারী এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় বাষ্পাকুলিত নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিয়া, কুন্তীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! রাজা ও যশস্বিনী গান্ধারী আমাকে রাজধানীগমনে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আমি আপনার একান্ত অনুগত; আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গমন করিব। আপনার তপোবিঘ্ন করিতেও আমার বাসনা নাই। তপস্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। তপস্যা দ্বারা অতি মহৎ ফল লাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্যভোগে অভিলাষ নাই। আমার মনঃ সম্পূর্ণভাবে তপস্যায় অনুরক্ত হইয়াছে। বিশেষত এই পৃথিবী লোকশূন্য হওয়াতে আর উহার প্রতিপালনে আমার কিছুতেই উৎসাহ হইতেছে না। আমাদিগের বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, আর তাদৃশ সৈন্যসামন্তও নাই। পাঞ্চালগণ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। উহাদের বংশ রক্ষা করে, এমন আর কেহই নাই। দ্রোণাচার্য্য সমরাঙ্গনে উহাদিগকে নিঃশেষিতপ্রায় করিলে, যাহারা অবশিষ্ট ছিল, আচার্য্যতনয় রজনীযোগে তাহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছেন। চেদি ও মৎস্যবংশও নিঃশেষ হইয়াছে। এক্ষণে কেবল বাসুদেবের প্রভাবে একমাত্র বৃষ্ণিবংশই অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া কেবল ধর্ম্মসাধনার্থই রাজ্যমধ্যে অবস্থান করিতে আমার বাসনা হয়। এক্ষণে আপনি নির্ব্বিঘ্নে আমাদিগের সকলকে দর্শন করুন। সকলের সহিত আর আপনার দর্শন হওয়া নিতান্ত কঠিন হইবে। জ্যেষ্ঠ-

তাত এক্ষণে আপনাদের সহিত ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবেন।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবাহু সহদেব বাষ্পাকুললোচনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমি ত কোন ক্রমে মাতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। অতএব আপনি অবিলম্বেই রাজধানীতে গমন করুন, আমি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক রাজা ও মাতৃদ্বয়ের পাদসেবা এবং ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া কলেবর পরিশুষ্ক করি। সহদেব বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার বাক্যানুসারে হস্তিনানগরে গমন কর। তোমাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হউক এবং তোমরা পরম সুখে অবস্থান কর। তোমরা এ স্থলে অবস্থান করিলে আমাদিগের তপস্যার ব্যাঘাত হইবে, তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হওয়াতে আমার উৎকৃষ্ট তপস্যা ক্রমশ ক্ষীণ হইতেছে। আমাদিগের পরলোকগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই, অতএব তুমি এক্ষণে রাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হও। মনস্বিনী কুন্তী এইরূপে বহুবিধ সান্ত্বনা করিলে, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরের চিত্ত স্থির হইল। তখন পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়া অন্ধরাজের চরণ বন্দন পূর্ব্বক অনুনয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যখন আমাদিগকে অনুজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমরা অবশ্যই আহ্লাদসহকারে নগরে প্রতিগমন করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ তাঁহাকে অভিনন্দন, ভীমসেনকে সান্ত্বনা এবং অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে অচিরাৎ হস্তিনায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ গান্ধারী ও কুন্তীকে অভিবাদন এবং তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে বারংবার প্রদক্ষিণ ও নিরীক্ষণ করিয়া হস্তিনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। দ্রৌপদীপ্রভৃতি কৌরব-পত্নীগণ শ্বশ্রূদ্বয় ও শ্বশুরের পাদবন্দনা করিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত ও কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণ-সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করি-লেন। ঐ সময় উষ্ট্রের চীৎকারধ্বনি ও অশ্বের হ্রেষারবে আশ্রমমণ্ডল পরিপূরিত হইল এবং সারথিগণ "অশ্বযোজনা কর, অশ্বযোজনা কর" বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় পত্নী এবং সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সবা-ন্ধবে নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় হস্তিনানগরে আগমন করিলেন।

পুত্রদর্শনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

নারদাগমন পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার পর দুই বৎসর অতীত হইলে একদা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! বহুদিনের পর আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হইল। আপনি কোন্ কোন্ দেশ দর্শন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনিই আমাদিগের পরম গতি। অতএব আজ্ঞা করুন, আমাকে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি বহুকালের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এরূপ বিবেচনা করিও না। আমি ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে তোমাদিগকে দর্শন করিয়াছি। এক্ষণে আমি গঙ্গা ও অন্যান্য তীর্থসমুদায় দর্শন করিয়া তপোবন হইতে আগমন করিতেছি।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! গঙ্গাতীরনিবাসী মহাত্মারা আমার নিকট আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের কঠোর তপোনুষ্ঠানের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এক্ষণে তিনি, জননী গান্ধারী ও কুন্তী এবং সূতপুত্র সঞ্জয় ইঁহারা সকলে কিরূপে কালহরণ করিতেছেন, আপনার মুখে তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যদি আপনার সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সংবাদ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে যে যে বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র অগ্নিহোত্র, পুরোহিত এবং গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের সহিত কুরুক্ষেত্র হইতে গঙ্গাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর তপস্যা করাতে অন্ধরাজের শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইল। মহর্ষিগণ তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। গান্ধারী কেবল জলমাত্র পান করিয়া এবং কুন্তী এক মাসের পর এক দিন ও সঞ্জয় পাঁচ দিনের পর এক দিন মাত্র ভোজন করিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন।

যাজকেরাও বিধিপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে ছয় মাস অতীত হইলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কাননাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা সঞ্জয় অন্ধরাজের এবং তোমার জননী কুন্তী গান্ধারীর চক্ষুঃস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অন্ধরাজ গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে দাবানল প্রচণ্ড বায়ুসহযোগে ভীষণ রূপে প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় বন দগ্ধ করিতে লাগিল। মৃগযূথ ও সর্পসমুদায় সেই তীব্র দহনে দগ্ধদেহ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং বরাহগণ নিতান্ত তাপিত হইয়া জলাশয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী অনাহারনিবন্ধন নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াছিলেন বলিয়া, কোন ক্রমেই তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সেই বিষম বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে দাবানল তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইল। তখন অন্ধরাজ সঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সূতনন্দন! তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা কর; আমরা এই অনলেই জীবন পরিত্যাগ করিয়া, পরম গতি লাভ করিব।

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এই বৃথাগ্নি দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলে, আপনার সদ্গতিলাভের সম্ভাবনা নাই; আর এই অনল হইতে আপনার পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, অবিলম্বে তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন অন্ধরাজ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! যখন আমরা গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন এই দাবানলে প্রাণত্যাগ করিলে, কখনই আমাদিগের অসদ্গতি হইবে না। বিশেষত জল, বায়ু বা অনলসহযোগে অথবা প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করা তাপসগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে পলায়ন কর। এই বলিয়া কৌরবনাথ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত পূর্ব্বাস্য হইয়া অনন্যমনে উপবেশন করিলেন। তখন সঞ্জয় তাঁহার সেই অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আত্মসংযম করিতে কহিলেন। অন্ধরাজও সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত আত্মসংযম করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্রিয়রোধনিবন্ধন তাঁহাদিগের শরীর কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া রহিল। অনন্তর তাঁহারা তিন জনেই সেই দাবানলে সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় অতিকষ্টে সেই অনল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গঙ্গাকূলে মহর্ষিগণের নিকট আগমন ও সেই বৃত্তান্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় আমি সেই তাপসগণের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। সঞ্জয়ের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র তোমাদিগকে উহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তথা

হইতে যাত্রা করিলাম। আগমনসময়ে অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর কলেবর আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তাপসেরা সেই আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া অন্ধরাজের এবং কুন্তী ও গান্ধারীর পরলোকগমনের বিষয় শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সদ্গতিলাভে শঙ্কা করিয়া কিছুমাত্র শোক করেন নাই। আমি তাঁহাদের মুখেও উঁহাদের মৃত্যুবৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়াছি। যখন সেই কৌরবনাথ, গান্ধারী ও কুন্তী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করা কদাপি বিধেয় নহে।

দেবর্ষি নারদ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রাদির পরলোকবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, মহাত্মা পাণ্ডবগণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় অন্তঃপুরে ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল; পুরবাসিগণ হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল এবং মহাত্মা যুধিষ্ঠির মাতাকে স্মরণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আমাকে ধিক্! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর সেই পুরবাসী ও অন্যান্য লোকসমুদায়ের রোদনধ্বনি উপরত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাবেগ সংবরণ করিয়া দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা জীবিত থাকিতেও যে তপোনুষ্ঠাননিরত মহাত্মা অন্ধরাজ অনাথের ন্যায় অরণ্যমধ্যে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন, ইহার পর আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যখন প্রবলপ্রতাপশালী অন্ধরাজকেও দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বুঝিলাম, পুরুষদিগের গতি নিতান্ত দুর্জ্জ্ঞেয়। হায়! যে মহাত্মার মহাবলপরাক্রান্ত এক শত পুত্র ছিল। যিনি অযুতনাগতুল্য পরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহাকেও এক্ষণে দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল! পূর্ব্বে পরমসুন্দরী রমণীগণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া যাঁহাকে তালবৃন্ত বীজন করিত, আজি তিনি দাবানলে দগ্ধ হওয়াতে গৃধ্রগণ তাঁহাকে পুচ্ছ দ্বারা বীজিত করিতেছে। যিনি সূত ও মাগধগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান করিতেন, আজি এই নরাধমের কার্য্যদোষে তাঁহাকে ধরাশয্যা আশ্রয় করিতে হইয়াছে। আমি পুত্রবিহীনা জননী গান্ধারীর নিমিত্ত অনুতাপ করি না। তিনি পতির অনুগামিনী হইয়া ভর্ত্তৃলোক লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল যিনি পুত্রগণের এই সুসমৃদ্ধ রাজসম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া বনগামিনী হইয়াছিলেন, সেই জননী কুন্তীকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। আমাদিগের রাজ্য, বল, পরাক্রম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে ধিক্! আমরা জীবন্মৃত। হায়! কালের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম। দেখুন, মনস্বিনী কুন্তী যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের জননী হইয়াও রাজ্যসম্পদ্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া অনাথার ন্যায় দাবানলে দগ্ধ হইলেন। আমি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। অর্জ্জুন অনর্থক খাণ্ডববন প্রদান

করিয়া অনলের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, হুতাশনের তুল্য অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন আর কেহই নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণবেশে অর্জ্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে তিনি কিরূপে তাহার জননীকে দগ্ধ করিলেন? হুতাশনকে ও অর্জ্জুনের সত্যপ্রতিজ্ঞায় ধিক্! অন্ধরাজ বৃথানলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। হায়! সেই মহাবনে তপোনুষ্ঠাননিরত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রপূত পবিত্র অগ্নি বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার বৃথানলে মৃত্যু হইল কেন? বোধ করি, যখন দাবানল আমার জননীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়াছিল, তখন তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া "হা ধর্ম্মরাজ! হা ভীমসেন! তোমরা শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় পুত্র অপেক্ষা সহদেবের প্রতি সমধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু সেও এক্ষণে তাঁহাকে অনল হইতে রক্ষা করিল না। ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত শোকাকুল হইয়া যুগান্তকালীন প্রাণিগণের ন্যায় পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই ক্রন্দনকোলাহলে প্রাসাদসমুদায় প্রতিধ্বনিত ও আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

পাণ্ডবগণ এইরূপ শোকাকুল হইলে, তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র বৃথানলে দগ্ধ হন নাই। আমি গঙ্গাতীরনিবাসী মহর্ষিগণের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, অন্ধরাজ গঙ্গাদ্বার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরণ্যপ্রবেশকালে যজ্ঞসম্পাদন পূর্ব্বক যজ্ঞীয় অনল পরিত্যাগ করিলে, যাজকেরা সেই অনল নির্জ্জন বনে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ক্রমে সেই অনল বর্দ্ধিত হওয়াতে তদ্দ্বারা সমুদায় বন দগ্ধ হইয়া যায়। আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র সেই স্বীয় যজ্ঞানলে দগ্ধ হইয়া ইহলোক পরিহার পূর্ব্বক পরমগতি লাভ করিয়াছেন। তুমি আর তাঁহার নিমিত্ত শোক করিও না। তোমার জননী কুন্তীও গুরুশুশ্রূষানিবন্ধন সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমাগত হইয়া তাঁহাদিগের তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদন কর।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ, অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণ ও রাজভক্তিপরায়ণ পুরবাসিগণের সহিত একবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভাগীরথীতীরে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই গঙ্গার পবিত্র জলে অবগাহন পূর্ব্বক যুযুৎসুকে অগ্রসর করিয়া শাস্ত্রানুসারে অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর তর্পণক্রিয়া করিতে

লাগিলেন। পরিশেষে সেই উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাঁহারা সকলে তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিধিজ্ঞ মানবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুহৃদ্গণ! তোমরা গঙ্গাদ্বারের সন্নিহিত কাননে সমুপস্থিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায় সম্পাদন কর। এই বলিয়া তিনি আত্মীয়গণকে গঙ্গাদ্বারে প্রেরণ পূর্ব্বক স্বয়ং নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে একাদশ দিন অতীত হইল। দ্বাদশ দিনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পবিত্র হইয়া বিধিপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে সুবর্ণ, রজত, গাভী ও মহামূল্য শয্যাসমুদায় এবং গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তীর নামোল্লেখপূর্ব্বক পূর্ব্বক বস্তুসমুদায় প্রদান করিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ শয্যা, খাদ্যদ্রব্য, মণি, রত্ন, যান, আচ্ছাদন ও সমলঙ্কৃত দাসীপ্রভৃতি যাহা যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ জননী কুন্তী ও গান্ধারীর উদ্দেশে তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় প্রদান করিলেন। অনন্তর দানক্রিয়া সমাপন হইলে, ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে যে সমুদায় লোক গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়াছিল, তাহারা ধৃতরাষ্ট্রাদির অস্থিসমুদায় গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাগমন ও নরপতির নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। এইরূপে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইলে, দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির মাতা, জ্যেষ্ঠতাত ও অন্যান্য আত্মীয়দিগের নিধননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নরপতি ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাবসানে সমরনিহতপুত্র জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগের উদ্দেশে বিবিধ বস্তু দান করিয়া পঞ্চদশ বৎসরনগরে ও তিন বৎসর বনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

নারদাগমনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

মৌসলপর্ব্ব।

মৌসলপর্ব্বাধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ বিবিধ দুর্নিমিত্তসমুদায় দর্শন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে কর্করমিশ্রিত নির্ঘাতবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। পক্ষিগণ দক্ষিণাবর্ত্ত মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আকাশে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। মহানদীসমুদায় স্রোতোবিহীন ও দিক্‌সমুদায় নীহারজালে সমাচ্ছন্ন হইল। অঙ্গারসমাযুক্ত উল্কা সকল গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। সূর্য্যকিরণ ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইল। উদয়কালে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত ও সূর্য্যমণ্ডলে কবন্ধসমুদায় লক্ষিত হইতে লাগিল এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের পরিধিমণ্ডল শ্যাম, অরুণ ও ধূসর এই ত্রিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হওয়াতে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন সেই সমুদায় ও অন্যান্য বিবিধপ্রকার দুর্লক্ষণ দর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগের আর পরিসীমা রহিল না। কিয়দ্দিন পরে তিনি শুনিলেন, বৃষ্ণিবংশ মুষলপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। বলদেব ও বাসুদেব উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! ব্রহ্মশাপে বৃষ্ণিবংশ ত একবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে উপায় কি? যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, অন্যান্য পাণ্ডবগণ ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন। শার্ঙ্গপাণি বাসুদেবের মৃত্যু সমুদ্র শোষের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা সকলেই শোকে একান্ত অভিভূত ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বিমণ্ণবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা বাসুদেব বিদ্যমান থাকিতে মহারথ অন্ধক, বৃষ্ণি ও ভোজবংশীয়েরা কি নিমিত্ত নিহত হইল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, বৃষ্ণিবংশমধ্যে কালপ্রভাবে ঘোরতর দুর্নীতি সমুপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা সেই দুর্নীতিনিবন্ধন পরস্পর পরস্পরের বিনাশসাধন করেন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় মহাবীরগণ তৎকালে কাহার শাপে, কালকবলে নিপতিত হইলেন, তাহা আপনি বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও তপোধন নারদ দ্বারকানগরে গমন করেন। সারণপ্রভৃতি কতিপয় মহাবীর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! ইনি অমিতপরাক্রম বভ্রুর পত্নী। মহাত্মা বভ্রু পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব আপনারা বলুন, ইনি কি প্রসব করিবেন।

সারণপ্রভৃতি বীরগণ এই কথা কহিলে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ আপনাদিগকে প্রতারিত বিবেচনা করিয়া রোষভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দুর্ব্বৃত্তগণ! এই বাসুদেবতনয় শাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশবিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুষলপ্রসব করিবে। ঐ মুষলপ্রভাবে মহাত্মা বলদেব ও জনার্দ্দন ভিন্ন যদুবংশের আর সকলেই এককালে উৎসন্ন হইবে। মহাত্মা বলদেব যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইবেন এবং বাসুদেব ভূতলে শয়ন করিয়া জরানামক ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়া পরলোকে গমন করিবেন। মুনিগণ রোষারুণনেত্রে সারণাদিকে এই কথা কহিয়া, হৃষীকেশের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহাদিগের নিকট ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে কহিলেন যে, মুনিগণ যাহা কহিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহা ঘটিবে।' এই কথা কহিয়া, তিনি সেই শাপনিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট না হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর পরদিন প্রভাতে শাম্ব বৃষ্ণ্যন্ধককুলনাশক এক ঘোরতর মুষল প্রসব করিলেন। ঐ মুষল প্রসূত হইবামাত্র নরপতিসন্নিধানে সমানীত হইল। তখন তিনি রাজপুরুষগণ দ্বারা সেই মুষল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। ঐ সময় আহুক, জনার্দ্দন, বলদেব ও বভ্রুর বাক্যানুসারে নগরমধ্যে এই ঘোষণা হইল যে, আজি অবধি নগরমধ্যে কোন ব্যক্তি সুরা প্রস্তুত করিতে পারিবে না। যে কেহ আমাদের অজ্ঞাতসারে সুরা প্রস্তুত করিবে, তাহাকে সবান্ধবে শূলে আরোপিত করা যাইবে। এইরূপ ঘোষণা হইলে, নগরবাসী লোকসমুদায় সেই শাসন শিরোধার্য্য করিয়া সুরা প্রস্তুতকরণে এককালে বিরত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ এইরূপে সাবধান হইয়া অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিতশিরাঃ বিকটাকার কালপুরুষ প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের গৃহে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কোন কোন সময়ে ঐ পুরুষকে দেখিতে পাইতেন এবং কখন কখন তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতেন।

ঐ পুরুষ দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই তাঁহারা তাঁহার প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতেন; কিন্তু কোন রূপেই তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারিতেন না। অনন্তর দিনে দিনে সেই নগরমধ্যে যদুবংশের বিনাশসূচক ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পথিমধ্যে অসংখ্য মূষিক ও ভগ্ন মৃৎপাত্রসমুদায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। রাত্রিযোগে মূষিকেরা গৃহমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের কেশ ও নখ ছেদন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল। গৃহসারিকাগণ দিবারাত্রি অপ্রীতিকর শব্দে রোদন করিতে লাগিল। সারসেরা উলূকের ন্যায় ও ছাগগণ শৃগালের ন্যায় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কালপ্রেরিত রক্তপাদ পাণ্ডুবর্ণ কপোতগণ সতত যাদবদিগের গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং গাভীর গর্ভে রাসভ, অশ্বতরীর গর্ভে করভ, কুক্কুরীর গর্ভে বিড়াল ও নকুলীর গর্ভে মূষিক উদ্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সময় কৃষ্ণ ও বলদেব ব্যতীত যদুবংশীয় আর সকলেই ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃগণের দ্বেষ এবং লজ্জাভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও গুরুজনকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। পত্নীগণ পতিসংসর্গ ও পতিগণ পত্নীসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যাজক কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত হুতাশন নীল, লোহিত ও হরিদ্বর্ণ শিখা প্রকটিত করিয়া বামভাগে প্রবণ হইতে লাগিলেন। সূর্য্যকে প্রতিদিন উদয় ও অস্তগমনসময়ে কবন্ধগণে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পাকশালামধ্যে সুসংস্কৃত অন্নসমুদায় আহার করিবার সময় তন্মধ্যে সহস্র সহস্র কীট লক্ষিত হইতে লাগিল। মহাত্মাদিগের জয় ও পুণ্যাহবাক্য কীর্ত্তন করিবার সময় অসংখ্য লোক সেই স্থান দিয়া ধাবমান হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু কেহই কাহারও দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল না। যাদবগণ সকলেই নক্ষত্রসমুদায়কে পরস্পর নিপীড়িত দর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্বীয় জন্মনক্ষত্র কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহাদিগের গৃহমধ্যে পাঞ্চজন্য নিনাদিত হইলে, চতুর্দ্দিকে রাসভগণ ভয়ঙ্করশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

ঐ সময় একদা ত্রয়োদশীতে অমাবস্যার সংযোগ হইলে মহাত্মা বাসুদেব উহা নিতান্ত দুর্লক্ষণ বিবেচনা করিয়া বৃষ্ণিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! ভারতযুদ্ধকালে রাহু যেরূপ দিনে দিবাকরকে গ্রাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদিগের ক্ষয়ের নিমিত্ত সেইরূপ দিন সমুপস্থিত হইয়াছে। তিনি তাঁহাদিগকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এত দিনের পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইল। পূর্ব্বে গান্ধারী পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা সফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। সৈন্যসমুদায় ব্যূহিত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত দর্শনে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অনুরূপ ঘটনা দর্শন করিতেছি।

মহাত্মা মধুসূদন মনে মনে এইরূপ

চিন্তা করিয়া যদুকুল ধ্বংস করিবার বাসনায় বৃষ্ণিগণকে প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। তখন বৃষ্ণিগণ বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে সকলকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে হইবে বলিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় প্রতিদিন রজনীযোগে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের দুঃস্বপ্ন দর্শন হইতে লাগিল। কামিনীগণ নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে লাগিলেন যেন, এক শুভ্রদশনা কৃষ্ণবর্ণা রমণী হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদের মঙ্গলসূত্র অপহরণ পূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে এবং পুরুষগণ দেখিতে লাগিলেন যেন, ভয়ঙ্কর গৃধ্রগণ অগ্নিহোত্র গৃহ ও বাসগৃহমধ্যে তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। এইরূপ দুঃস্বপ্নদর্শনে তাঁহাদের চিন্তার আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর ভীষণাকার রাক্ষসগণ তাঁহাদিগের অলঙ্কার, ছত্র, ধ্বজ ও কবচসমুদায় অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বাসুদেবের অগ্নিদত্ত বজ্রতুল্য চক্র সকলের সমক্ষেই আকাশে গমন করিল। উঁহার অশ্বসমুদায় দারুকের সমক্ষেই আদিত্যবর্ণ রথ লইয়া সাগরের উপরিভাগ দিয়া প্রস্থান করিল এবং অপ্সরোগণ বলদেবের তালধ্বজ ও বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ অপহরণ পূর্ব্বক দিবারাত্রি যাদবগণকে তীর্থযাত্রা করিতে আদেশ করিতে লাগিল।

এইরূপ দুর্নিমিত্ত সমুদায় উপস্থিত হইলে, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ সকলেই সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়া বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় ও মদ্যমাংস প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের ও তাঁহাদের সৈন্যসমুদায়ের শোভার আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তাঁহারা সকলে সেই প্রভাসতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক স্ত্রীগণের সহিত অনবরত পানভোজন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় যোগবিদ্ অর্থতত্ত্ববিশারদ মহাত্মা উদ্ধব যাদবগণকে প্রভাসতীর্থে অবস্থিত অবগত হইয়া, তথায় গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব কালবিপর্য্যয় নিবন্ধন তাঁহাকে নিবারণ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহাত্মা উদ্ধব বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপে সম্মানিত হইয়া, তেজ দ্বারা শূন্যমার্গ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে মহারথ যাদবগণ কালের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমাহৃত অন্নসমুদায় সুরামিশ্রিত করিয়া বানরদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে প্রভাসতীর্থ নট, নর্ত্তক ও মত্ত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য তূরীশব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বলদেব, সাত্যকি, গদ, বভ্রু ও কৃতবর্ম্মা বাসুদেবের

সমক্ষেই সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে সাত্যকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মত্ত হইয়া কৃতবর্ম্মাকে উপহাস ও অবমাননা করিয়া কহিলেন, হার্দ্দিক্য! ক্ষত্রিয়মধ্যে কেহই এরূপ নির্দ্দয় নাই যে, নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিতে পারে, অতএব তুমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, যাদবগণ কখনই তাহা সহ্য করিবেন না। সাত্যকি এই কথা কহিলে, মহারথ প্রদ্যুম্নও কৃতবর্ম্মাকে অবজ্ঞা করিয়া সাত্যকির বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, বামহস্ত সঞ্চালন দ্বারা সাত্যকির ঐ বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শৈনেয়! মহারাজ ভূরিশ্রবাঃ ছিন্নবাহু হইয়া সংগ্রামে প্রায়োপবেশন করিলে, যখন তুমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছ, তখন তোমার তুল্য নৃশংস আর কেহই নাই। কৃতবর্ম্মা এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সাত্যকি স্যমন্তকমণির অপহরণবৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া, কৃতবর্ম্মা অক্রূর দ্বারা যেরূপে মহারাজ সত্রাজিতের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সত্রাজিতের দুহিতা সত্যভামা সাত্যকির মুখে সেই পিতৃবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র কোপাবিষ্টচিত্তে রোদন করিতে করিতে, বাসুদেবের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহার কোপানল উদ্দীপিত করিলেন। তখন সাত্যকি সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সত্যভামাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, আজি ঐ পাপপরায়ণ কৃতবর্ম্মাকে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর পথের পথিক করিব। পূর্ব্বে এই দুরাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে সহায় করিয়া শিবিরমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে নিহত করিয়াছিল। সেই পাপে আজি ইহার আয়ু ও যশঃ নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া বাসুদেবের সমক্ষেই খড়্গ দ্বারা কৃতবর্ম্মার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক অন্যান্য বীরগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ধাবমান হইলেন। ঐ সময়সেই মদমত্ত ভোজ ও অন্ধকবংশীয়গণ কালপ্রভাবে বিমোহিত হইয়া সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব কালের গতি বিবেচনা করিয়া তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া উচ্ছিষ্টপাত্র দ্বারা সাত্যকিকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

মহাবীর সাত্যকি এইরূপে ভোজ ও অন্ধকগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে, রুক্মিণীনন্দন মহারথ প্রদ্যুম্ন যুযুধানের পরিত্রাণার্থ সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক ভোজদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকিও বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক অন্ধকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় ভোজ

ও অন্ধকদিগের সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া মহাবীর প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি তাঁহাদিগকে কোন ক্রমে পরাজয় করিতে পারিলেন না। ঐ বীরদ্বয় কিয়ৎক্ষণমাত্র সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে বাসুদেবের সমক্ষেই সেই ভোজ ও অন্ধকগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব স্বীয় পুত্র প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে বিনষ্ট দেখিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে একমুষ্টি এরকা গ্রহণ করিলেন। বাসুদেব এরকামুষ্টি গ্রহণ করিবামাত্র উহা মুসলরূপে পরিণত হইল। তখন তিনি তদ্দ্বারা সম্মুখবর্ত্তী ভোজ ও অন্ধকগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অন্ধক, ভোজ, শৈনেয় ও বৃষ্ণিগণও কালবশতঃ পরস্পর সেই এরকাঘাতে বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া একটীমাত্র এরকা গ্রহণ করিলেও উহা বজ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ ঐ স্থানের সমুদায় এরকাই ব্রহ্মশাপপ্রভাবে মুসলরূপে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সময় বীরগণ কোপাবিষ্ট হইয়া যে সকল এরকা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তৎসমুদায়ই মুসল ও বজ্রস্বরূপ হইয়া অভেদ্য পদার্থ ভেদ করিতে লাগিল। পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুকুর ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ মত্ত হইয়া অনলে নিপতিত পতঙ্গের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তথা হইতে পলায়ন করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। ঐ সময় মহাত্মা মধুসূদন কালের গতি পরিজ্ঞাত হইয়া মুসলীভূত এরকা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমক্ষেই এরকাঘাতে শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ ও গদের প্রাণবিয়োগ হইল। তখন তিনি স্বচক্ষে তাঁহাদের মৃত্যু দর্শন করিয়া, কোপাবিষ্টচিত্তে তত্রত্য সমুদায় বীরের প্রাণসংহার করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বভ্রু ও দারুক মহামতি মধুসূদনের সমীপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা সেই বীরসমুদায়কে নিহত দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, জনার্দ্দন! এক্ষণে ত আপনি অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন। অতঃপর চলুন, আমরা তিন জনে মহাত্মা বলভদ্রের নিকট গমন করি।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহাত্মা বভ্রু ও দারুক এই কথা কহিলে, মহামতি বাসুদেব তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত অমিতপরাক্রম বলভদ্রের উদ্দেশে গমন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, ঐ মহাবীর অতি নির্জ্জন প্রদেশে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতেছেন। মহাত্মা হৃষীকেশ বলভদ্রকে তদবস্থ দেখিয়া দারুককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সারথে! তুমি সত্বর হস্তিনানগরে গমন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট যাদবদিগের বিনাশবৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন কর। তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে দ্বারকায় আগমন করিবেন। বাসুদেব

এইরূপ আদেশ করিলে, দারুক অবিলম্বে রথারোহণে কৌরবরাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। তখন মহাত্মা কেশব সমীপস্থিত বভ্রুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি অবিলম্বে অন্তঃপুরকামিনীগণের রক্ষার্থ গমন কর। দস্যুগণ যেন ধনলোভে তাহাদিগকে হিংসা না করে। মহাবীর বভ্রু ঐ সময় মদমত্ত ও জ্ঞাতিবধনিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জনার্দ্দনের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছিলেন। মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিবামাত্র তিনি যেমন স্ত্রীগণের রক্ষণার্থ ধাবমান হইলেন, অমনি সেই ব্রহ্মশাপসম্ভূত মুষল এক ব্যাধের লৌহময় মুদ্গরে আবির্ভূত ও তাঁহার গাত্রে নিপতিত হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ বভ্রুকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় অগ্রজ বলদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আমি যে কালপর্য্যন্ত কাহারও প্রতি স্ত্রীগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া প্রত্যাগমন না করি, সেই কালপর্য্যন্ত আপনি এই স্থানে আমার প্রতীক্ষা করুন। এই কথা কহিয়া, বাসুদেব অচিরাৎ নগরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যে পর্য্যন্ত ধনঞ্জয় এখানে আগমন না করেন, সেই পর্য্যন্ত আপনি অন্তঃপুরস্থ কামিনীদিগকে রক্ষা করুন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেব বনমধ্যে আমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন; অতএব আমি এক্ষণে তাঁহার নিকট চলিলাম। পূর্ব্বে আমি কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে কৌরব ও অন্যান্য নরপতিগণের নিধন দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে আবার আমাকে যদুবংশের নিধনও প্রত্যক্ষ করিতে হইল। আজি যাদবগণের বিরহে এই পুরী আমার চক্ষুর শল্যস্বরূপ বোধ হইতেছে। অতএব আমি অচিরাৎ বনগমন করিয়া, বলদেবের সহিত তীব্রতর তপোনুষ্ঠান করি।

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিয়া, পিতার চরণবন্দন পূর্ব্বক অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইবামাত্র অন্তঃপুরমধ্যে বালক ও বনিতাদিগের ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। তখন ধীমান্ বাসুদেব অবলাগণের রোদনশব্দ শ্রবণে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে সীমন্তিনীগণ! মহাত্মা ধনঞ্জয় এই নগরে আগমন করিতেছেন, তিনি তোমাদিগের দুঃখমোচন করিবেন। অতএব তোমরা আর রোদন করিও না। এই কথা কহিয়া মহামতি মধুসূদন অবিলম্বে নির্জ্জন বনপ্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন, বলদেব যোগাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ সর্প বিনির্গত হইতেছে। ঐ সর্পের মস্তক সহস্রসংখ্যক ও মুখ রক্তবর্ণ। সর্প দেখিতে দেখিতে বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন সাগর, দিব্য নদীসমুদায়, জলাধিপতি বরুণ, এবং কর্কোটক, বাসুকি; তক্ষক, পৃথুশ্রবাঃ, বরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র, হ্রাদ, ক্রাথ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজা, চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুর্ম্মুখ ও অম্ব-

রীম প্রভৃতি নাগগণ সেই সর্পকে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই সর্প বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইলে, তাঁহার দেহ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইল। তখন সর্ব্বজ্ঞ দিব্যচক্ষু ভগবান্ বাসুদেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেহত্যাগ করিলেন বিবেচনা করিয়া চিন্তাকুলিতচিত্তে সেই বিজন বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভূতলে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় পূর্ব্বে গান্ধারী তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন এবং তিনি উচ্ছিষ্ট পায়স পদতলে লিপ্ত না করাতে দুর্ব্বাসা যে সমুদায় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি নারদ, দুর্ব্বাসা ও কণ্বের বাক্য প্রতিপালন, তাঁহার স্বর্গগমনবিষয়ে দেবতাদিগের সন্দেহভঞ্জন ও ত্রিলোকপালন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ও মহাযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। ঐ সময় জরানামক ব্যাধ মৃগবিনাশবাসনায় সেই স্থানে সমাগত হইয়া দূর হইতে যোগাসনে শয়ান কেশবকে অবলোকন পূর্ব্বক মৃগ জ্ঞান করিয়া, তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহা দ্বারা হৃষীকেশের পদতল বিদ্ধ হইল। তখন সেই ব্যাধ মৃগগ্রহণবাসনায় সত্বরে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক অনেকবাহুসম্পন্ন পীতাম্বরধারী যোগাসনে শয়ান পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুব্ধক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া, শঙ্কিতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা মধুসূদন তাহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অচিরাৎ আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ নির্গত হইলেন; তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদের কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত স্বীয় অপ্রমেয় স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও সাধ্যগণ তাঁহার যথোচিত পূজা করিতে লাগিলেন; মুনিগণ ঋগ্বেদপাঠ ও গন্ধর্ব্বগণ সংগীত দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র আহ্লাদিতচিত্তে তাঁহার অভিনন্দনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

এ দিকে কৃষ্ণসারথি দারুক হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট যদুকুলের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলে, পাণ্ডবগণ উহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। তখন বাসুদেবের প্রিয় সখা মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক মাতুল বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দারুকের সহিত দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ নগরী অনাথা রমণীর ন্যায় নিতান্ত

হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময় বাসুদেবের অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ তাঁহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন; তাঁহারা অর্জ্জুনকে দর্শন করিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের যে ষোড়শসহস্র মহিষী ছিলেন, তাঁহারা অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পতিপুত্রবিহীনা রমণীগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণে অর্জ্জুনের নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হওয়াতে, তিনি তৎকালে কিছুমাত্র দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় সেই বীরশূন্য দ্বারকাপুরীকে বৈতরণী নদীর ন্যায় তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। তিনি বৃষ্ণি ও অন্ধকগণকে উহার জল, অশ্বসমুদায়কে মৎস্য, রথসমুদায়কে উড়ুপ, বাদিত্র ও রথনির্ঘোষকে তরঙ্গ, গৃহসোপানসমুদায়কে মহাহ্রদ, রত্নসমুদায়কে শৈবাল, পথসমুদায়কে আবর্ত্ত, চত্বরসমুদায়কে স্তিমিত হ্রদ এবং বলদেব ও বাসুদেবকে মহানক্র বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই দ্বারকাপুরী ও বাসুদেবের বনিতাদিগকে হেমন্তকালীন নলিনীর ন্যায় নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট ও প্রভাশূন্য দর্শন করিয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন বাসুদেবমহিষী সত্যভামা, রুক্মিণী ও অন্যান্য রমণীগণ অর্জ্জুনের নিকট বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ রোদন করিলেন এবং তৎপরে তাঁহাকে ধরাতল হইতে উত্থাপন পূর্ব্বক কাঞ্চনময় পীঠে উপবেশন করাইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা অর্জ্জুন মনে মনে বাসুদেবের স্তব করিয়া স্ত্রীগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা বসুদেব পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ধনঞ্জয়ের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি বাষ্পপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে করিতে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। মহাত্মা বসুদেব ভাগিনেয় অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া নিতান্ত দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও বান্ধবগণের নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে কহিলেন, ধনঞ্জয়! যাহারা অসংখ্য ভূপতি ও দানবগণকে পরাজিত করিয়াছিল, আজি আমি তাহাদিগকে না দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছি! তুমি যে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে প্রিয়শিষ্য বলিয়া সর্ব্বদা প্রশংসা করিতে এবং যাহারা বৃষ্ণিবংশের অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত ও বাসুদেবের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিল, এক্ষণে তাহাদিগেরই দুর্নীতিনিবন্ধন এই যদুকুলের ক্ষয় হইয়াছে। অথবা উহাদের এ বিষয়ে দোষ কি? ব্রহ্মশাপই ইহার মূল কারণ। পূর্ব্বে যে কৃষ্ণ মহাবলপরাক্রান্ত কেশী, কংস, শিশুপাল, নিষাদরাজ

একলব্য, কাশিরাজ, কালিঙ্গগণ, মাগধগণ, গান্ধারগণ এবং প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য ও পার্ব্বতীয় ভূপালগণকে নিহত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনিও এই যদুকুল ক্ষয় হইতে দেখিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। তুমি দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমরা সকলেই যাঁহাকে সনাতন দেবদেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাক, তিনি এক্ষণে স্বচক্ষে জ্ঞাতিবধ প্রত্যক্ষ করিয়া উপেক্ষা করিলেন। বোধ হয়, গান্ধারী ও ঋষিগণের বাক্য অন্যথা করিতে তাঁহার বাসনা হয় নাই। তোমার পৌত্র পরিক্ষিত অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হইলে, তিনিই তাঁহার জীবন দান করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে স্বীয় পরিজনদিগকে রক্ষা করিতে তাঁহার বাসনা হইল না। তাঁহার পুত্র, পৌত্র, সখা ও ভ্রাতৃগণ সকলে নিহত হইলে, তিনি আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আজি এই যদুকুল একবারে নিঃশেষিত হইল। আমার প্রিয় সখা অর্জ্জুন দ্বারকায় আগমন করিলে, আপনি তাঁহার নিকট এই কুলক্ষয়ের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিবেন। আমি অর্জ্জুনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছি। তিনি এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলে, কখনই হস্তিনায় অবস্থান করিতে পারিবেন না। অর্জ্জুনের সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব ঐ মহাত্মা এ স্থানে আগমন করিয়া যাহা কহিবেন, আপনি অবিচারিতচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহা দ্বারাই আপনার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যসম্পাদন এবং এই বালক ও রমণীগণের রক্ষা হইবে। তিনি এই স্থান হইতে প্রতিগমন করিবামাত্র এই অসংখ্য প্রাচীর ও অট্টালিকাসম্পন্ন দ্বারকাপুরী সমুদ্রজলে প্লাবিত হইয়া যাইবে। আমি এক্ষণে বলদেবের সহিত কোন পবিত্র স্থানে সমুপস্থিত হইয়া কাল-প্রতীক্ষায় অবস্থান করিব।

অচিন্ত্যপরাক্রম মহাত্মা হৃষীকেশ এই বলিয়া আমাকে বালকগণের সহিত এই স্থানে রাখিয়া যে কোথায় গমন করিয়াছেন, কিছুই বলিতে পারি না। আমি নিতান্ত শোকাকুল হইয়া দিবারাত্রি বলদেব, বাসুদেব ও জ্ঞাতিগণকে স্মরণ পূর্ব্বক অনাহারে কালহরণ করিতেছি। আর আমার জীবন ধারণ ও ভোজন করিতে প্রবৃত্তি নাই। এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইল। অতএব তুমি অবিলম্বে বাসুদেবের বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এক্ষণে এই রাজ্য, স্ত্রী ও রত্নসমুদায় তোমার অধিকৃত হইল। আমি অচিরাৎ তোমার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিব।

সপ্তম অধ্যায়।

মহাত্মা বসুদেব এই কথা কহিলে, শত্রুতাপন মহাবীর ধনঞ্জয় একান্ত বিমনায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতুল! আমি কোন ক্রমেই এই কেশব ও অন্যান্য বীরগণপরিশূন্য রাজধানী দর্শনে সমর্থ হইতেছি না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও

আমি আমরা সকলেই একাত্মা। এই যদুকুলক্ষয় শ্রবণ করিলে, আমার ন্যায় তাঁহাদেরও যাহার পর নাই ক্লেশ হইবে। এক্ষণে মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরও মর্ত্ত্যলোক হইতে প্রস্থানসময় সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব আর এ স্থানে অধিক দিন অবস্থান করা আমার উচিত নহে। আমি অচিরাৎ বৃষ্ণিবংশীয় বালক ও বনিতাদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব। মহাবীর ধনঞ্জয় মাতুলকে এই কথা কহিয়া দারুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দারুক! আমি বৃষ্ণিবংশীয় অমাত্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি, অতএব তুমি সত্বরে আমাকে তাঁহাদের নিকট লইয়া চল। এই কথা কহিয়া তিনি দারুকের সহিত মহারথ যাদবগণের নিমিত্ত শোক করিতে করিতে তাঁহাদের সভায় সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি তথায় আসন পরিগ্রহ করিলে, অমাত্যগণ, প্রকৃতিমণ্ডল এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই দীনচিত্ত মৃতকল্প ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ! আমিও অন্ধকদিগের পরিবারদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র ঐ নগরে রাজা হইয়া তোমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। এই নগর অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইবে। অতএব তোমরা অবিলম্বে যান ও রত্নসমুদায় সুসজ্জিত কর। সপ্তম দিবসে সূর্য্যোদয়সময়ে আমাদিগকে এই নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে হইবে। অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র সুসজ্জিত হও।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, তাঁহারা সকলেই সত্বরে সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া কৃষ্ণের গৃহে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রবলপ্রতাপ মহাত্মা বসুদেব যোগাবলম্বন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনশব্দ সমুত্থিত হইয়া সমুদায় পুরী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। কামিনীগণ মাল্য ও আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলোলয়িতকেশে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই বসুদেবের মৃতদেহ বহুমূল্য নরযানে আরোপিত করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। দ্বারকাবাসিগণ দুঃখশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভৃত্যগণ শ্বেতচ্ছত্র ও যাজকগণ প্রদীপ্ত পাবক লইয়া সেই শিবিকাযানের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা নামে বসুদেবের পত্নীচতুষ্টয় তাঁহার সহমৃতা হইবার মানসে দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত ও অসংখ্য কামিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ঐ সময় জীবদ্দশায় যে স্থান বসুদেবের মনোরম ছিল, বান্ধবগণ সেই স্থানে তাঁহাকে উপনীত করিয়া তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করি-

লেন। তখন তাঁহার দেবকীপ্রভৃতি পত্নী-চতুষ্টয় তাঁহাকে প্রজ্বলিত চিতাতে আরোপিত দেখিয়া তদুপরি সমারূঢ় হইলেন। মহাত্মা অর্জ্জুন চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ কাষ্ঠ দ্বারা পত্নীসমবেত বসুদেবের দাহকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই প্রজ্বলিত চিতানলের শব্দ সামবেত্তাদিগের বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য মানবগণের রোদনধ্বনিপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই স্থান প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি বজ্রপ্রভৃতি যদুবংশীয় কুমারগণ ও কামিনীগণের সহিত সমবেত হইয়া বসুদেবের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

এইরূপে বসুদেবের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন হইলে, পরমধার্ম্মিক ধনঞ্জয় যে স্থলে বৃষ্ণিবংশীয়েরা বিনষ্ট হইয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মুসলনিহত বৃষ্ণিগণকে নিপতিত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি জ্যেষ্ঠতানুসারে তাহাদিগের সকলের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অন্বেষণ দ্বারা বলদেব ও বাসুদেবের শরীরদ্বয় আহরণ পূর্ব্বক চিতানলে ভস্মসাৎ করিলেন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপে শাস্ত্রানুসারে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিয়া সপ্তম দিবসে রথারোহণে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন বৃষ্ণিবংশীয় কামিনীগণ শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে অশ্ব, গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রসমাযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃত্য, অশ্বারোহী ও রথীগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায় অর্জ্জুনের আজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ, বালক ও কামিনীগণকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। গজারোহিগণ পর্ব্বতাকার গজসমুদায়ে আরোহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বালকগণ বাসুদেবের ষোড়শ সহস্র পত্নী ও পৌত্র বজ্রকে অগ্রসর করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের যে কত অনাথা কামিনী পার্থের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। এইরূপে মহারথ অর্জ্জুন সেই যদুবংশীয় অসংখ্য লোক সমভিব্যাহারে দ্বারকা নগর হইতে বহির্গত হইলেন।

দ্বারকাবাসী লোকসমুদায় নগর হইতে নির্গত হইলে পর, মহাত্মা অর্জ্জুন উঁহাদের সহিত ঐ বিবিধ রত্নপরিপূর্ণ নগরের যে যে অংশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, সেই সেই অংশ অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। তখন দ্বারকাবাসী লোকসমুদায় সেই অদ্ভুত ব্যাপারসন্দর্শনে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া "দৈবের কি আশ্চর্য্য ঘটনা" এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতপদে ধাবমান হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সেই যদুবংশীয় কামিনীগণ ও অন্যান্য যোধগণসমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে নদীতীর, রমণীয় কানন ও পর্ব্বতপ্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন পঞ্চনদ দেশে সমুপস্থিত হইয়া

পশু ও ধান্যপরিপূর্ণ প্রদেশে অবস্থিতি করিলেন। ঐ স্থানে দস্যুগণ ধনঞ্জয় একাকী সেই অনাথা যদুকুলকামিনীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া, অর্থলোভে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাসনা করিয়া পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিল যে, ধনঞ্জয় একাকী কতকগুলি বৃদ্ধ, বালক ও বনিতাসমভিব্যাহারে গমন করিতেছে। উহার অনুগামী যোধগণেরও তাদৃশ ক্ষমতা নাই। অতএব চল, আমরা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের ধনরত্নসমুদায় অপহরণ করি। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেই দস্যুগণ লগুড়হস্তে সিংহনাদশব্দে দ্বারকাবাসী লোকদিগকে বিত্রাসিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অনুচরগণের সহিত তাহাদের অভিমুখীন হইয়া হাস্যবদনে তাহাদিগকে কহিলেন, দস্যুগণ! যদি তোমাদিগের জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ প্রতিনিবৃত্ত হও, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই শরনিকর দ্বারা তোমাদিগকে নিহত করিব। পাণ্ডুনন্দন এইরূপে তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিলেও তাহারা তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া দ্বারকাবাসী লোকদিগকে আক্রমণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রোষভরে স্বীয় গাণ্ডীব শরাসনে জ্যারোপণ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তৎকালে ঐ কার্য্য তাঁহার নিতান্ত কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি অতি কষ্টে সেই শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া দিব্যাস্ত্রসমুদায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ সময় কোন ক্রমে সেই অস্ত্রসমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। তিনি স্বীয় ভুজবীর্য্যের হানি ও দিব্যাস্ত্রসমুদায়ের অস্মরণনিবন্ধন নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। ঐ সময় বৃষ্ণিবংশীয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী যোধগণও সেই দস্যুগণকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না। দস্যুগণ যে দিকে গমন করিতে লাগিল, মহাবীর অর্জ্জুন যত্ন পূর্ব্বক সেই দিক্ রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর দস্যুগণ সৈন্যগণের সমক্ষেই অবলাদিগকে অপহরণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন কামিনী ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন বৃষ্ণিবংশীয়দিগের ভৃত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া তূণীর হইতে শরসমুদায় নিষ্কাশন পূর্ব্বক দস্যুগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অক্ষয় তূণীরের মধ্যস্থ বাণসমুদায়ও ক্ষণকালের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। শরসমুদায় নিঃশেষ হইলে, পাণ্ডুনন্দন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা দস্যুগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিরাকৃত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সেই দস্যুগণ তাঁহার সম্মুখ হইতেই বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের অতি উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্র, ভুজবীর্য্য ও তূণীরস্থ

শরসমুদায়ের ক্ষয়নিবন্ধন নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া দৈবদুর্ব্বিপাক স্মরণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি সেই হতাবশিষ্ট কামিনীগণ ও রত্নরাশি সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া হার্দ্দিক্যতনয় ও ভোজকুলকামিনীগণকে মার্ত্তিকাবত নগরে, অবশিষ্ট বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং সাত্যকিপুত্রকে সরস্বতীনগরীতে সন্নিবেশিত করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রের প্রতি সমর্পিত হইল। ঐ সময় অক্রূরের পত্নীগণ প্রব্রজ্যাগ্রহণে উদ্যত হইলে, বজ্র বারংবার তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও দেবী জাম্ববতী ইঁহারা সকলে হুতাশনে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভামাপ্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ তপস্যা করিবার মানসে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফলমূল ভোজন পূর্ব্বক হিমালয় অতিক্রম করিয়া কলাপগ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা ধনঞ্জয় দ্বারকাবাসী লোকদিগকে যথোপযুক্ত স্থানবিভাগ প্রদান করিয়া বজ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

এইরূপে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া মহাত্মা ধনঞ্জয় বেদব্যাসের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া "মহর্ষে! আমি অর্জ্জুন, আপনার নিকট আগমন করিয়াছি" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মহর্ষি পাণ্ডুনন্দনকে অবলোকন পূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহাকে একান্ত দুঃখিত ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন, বৎস! কেহ কি তোমার গাত্রে নখ, কেশ, বস্ত্রাঞ্চল বা কুম্ভমুখস্থিত সলিল প্রক্ষেপ করিয়াছে, তুমি কি রজস্বলাগমন বা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ? যুদ্ধে কি তোমাকে কেহ পরাজয় করিয়াছে? আজি তোমাকে এমন শ্রীবিহীন দেখিতেছি কেন? তুমি ত কাহারও নিকট কখন পরাজিত হও নাই। যাহা হউক, যদি প্রকাশ করিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আজি তোমার এরূপ শ্রীভ্রংশ হইয়াছে তাহা অবিলম্বে কীর্ত্তন কর।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! সেই নবজলধরসদৃশ নীলকলেবর পঙ্কজলোচন পীতাম্বর ও বলদেব উভয়েই কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশে যে সকল মহাত্মারা সিংহতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত ছিলেন, ব্রহ্মশাপনিবন্ধন প্রভাসে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মুষলীভূত এরকাপ্রহার পূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কালের কি আশ্চর্য্য গতি, যাহারা পূর্ব্বে অনায়াসে গদা, পরিঘ ও শক্তির প্রহার সহ্য করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা সামান্য তৃণপ্রহারে নিহত হইলেন! এইরূপে সর্ব্বসমেত পাঁচলক্ষ

লোক বিনষ্ট হইয়াছে। আর আমি বারংবার সেই প্রবলপ্রতাপ যদুবংশীয়দিগের বিশেষত যশস্বী কৃষ্ণের বিনাশবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। মহাত্মা বাসুদেবের বিনাশ সমুদ্রশোষ, পর্ব্বতসঞ্চলন, আকাশপতন এবং অগ্নির শৈত্যভাবের ন্যায় নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে বাসুদেব ব্যতীত আর ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিতে আমার বাসনা নাই। হে তপোধন! আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা অপেক্ষাও ক্লেশকর আর একটী বিষয় চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এক্ষণে আমি সেই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যদুবংশ ক্ষয় হইবার পর আমি দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক তথা হইতে যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়া আগমন করিতেছিলাম। পঞ্চনদদেশে দস্যুগণ আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার সমক্ষেই অরণ্যে কামিনীগণকে অপহরণ করিয়াছে। তৎকালে আমি গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিয়াও তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না। ঐ সময় আমার পূর্ব্বের ন্যায় বাহুবল রহিল না। আমি দিব্যাস্ত্রসমুদায় এককালে বিস্মৃত হইলাম; ক্ষণকালের মধ্যে আমার তূণীরস্থিত শরসমুদায় নিঃশেষিত হইল এবং যে শঙ্খচক্রগদাধারী চতুর্ভুজ পীতাম্বর পুরুষ আমার রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইয়া শত্রুসৈন্যসমুদায়কে দগ্ধ করিতেন, আমি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। ঐ মহাপুরুষ পূর্ব্বে অরাতিসৈন্যগণকে দগ্ধ করাতেই আমি তাহাদিগকে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরে বিনাশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে ঐ মহাত্মার অদর্শনে আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি এবং আমার সর্ব্বশরীর ঘূর্ণিত হইতেছে। এক্ষণে কিছুতেই আমি শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। সেই বীরবর জনার্দ্দন ব্যতিরেকে আর ক্ষণকাল আমার জীবিত থাকিবার বাসনা নাই। নারায়ণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া অবধি আমার দিক্‌সকল শূন্যময় বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমি বীর্য্যবিহীন ও শূন্যহৃদয় হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছি। অতএব অতঃপর আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পার্থ! বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহারথগণ ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হইয়াছে; অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ঐ বীরগণের নিধন অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মহাত্মা বাসুদেব উহা নিবারণে সমর্থ হইয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি মনে করিলে মহর্ষিশাপখণ্ডনের কথা দূরে থাকুক, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারকেও অন্যরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারেন। সেই পুরাতন মহর্ষি কেবল পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবার নিমিত্তই বসুদেবের গৃহে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনিও তোমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন তোমার রথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন। এক্ষণে পৃথিবীর ভারাবতরণ করা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তুমিও ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের

সাহায্যে গুরুতর দেবকার্য্য সংসাধন করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা সকলেই কৃতকার্য্য হইয়াছ। অতএব অতঃপর ইহলোক হইতে প্রস্থান করাই তোমাদিগের শ্রেয়ঃ। লোকের মঙ্গললাভের সময় সমুপস্থিত হইলেই সুবুদ্ধি, তেজ ও অনাগত দর্শন প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে; আবার অমঙ্গল সময় হইলেই তৎসমুদায়ের ক্ষয় হইয়া যায়। ফলতঃ কালই জগতের বীজস্বরূপ। কালপ্রভাবেই সমুদায় সমুৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে। কালই বলবান্ হইয়া আবার দুর্ব্বল এবং ঈশ্বর হইয়াও আবার অন্যের আজ্ঞাবহ হয়। এক্ষণে তোমার অস্ত্রসমুদায়ের কার্য্যশেষ হইয়াছে বলিয়াই উহারা যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল, সেই স্থানে প্রতিগমন করিয়াছে। আবার যখন উহাদের কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইবে, তখন উহারা পুনরায় তোমার হস্তগত হইবে। এক্ষণে তোমাদিগের স্বর্গগমন সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়াই তোমাদিগের শ্রেয়ঃ।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তিনানগরে গমন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

মৌসলপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

মৌসলপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্বাধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহগণ মুসলপ্রভাবে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের ক্ষয় এবং মহাত্মা বাসুদেবের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের মুখে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বিনাশ ও কৃষ্ণের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং মহাপ্রস্থান করিবার মানসে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! কালই প্রাণিগণের কার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকে। কালপ্রভাবেই মনুষ্যের বিনাশ হয়। আমি অচিরাৎ সেই কালের অপরিহার্য্য কবলে নিপতিত হইব বলিয়া স্থির করিয়াছি। এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, স্থির কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিবামাত্র অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাক্যে অনুমোদন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমিও অচিরাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে বাসনা করি। তখন ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া "আমরাও অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিব" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এইরূপে সকলে প্রাণপরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরিক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর প্রতি রাজ্যপালনের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক সুভদ্রাকে কহিলেন, ভদ্রে! তোমার এই পৌত্র অভিমন্যুতনয় কৌরবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। আর আমি পূর্ব্বেই বাসুদেবের পৌত্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য প্রদান করিয়াছি। অতঃপর এই অভিমন্যুতনয় হস্তিনায় অবস্থান পূর্ব্বক আমাদের রাজ্য এবং বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান পূর্ব্বক হতাবশিষ্ট যাদবগণকে প্রতিপালন করিবেন। তুমি এই বালকদ্বয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া উহাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিবে। যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে, ধীমান্ বাসুদেব, মাতুল বসুদেব ও বলদেব প্রভৃতি অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে জলাঞ্জলি প্রদান ও তাঁহাদের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বাসুদেবের উদ্দেশে মহর্ষি বেদব্যাস, নারদ, মার্কণ্ডেয় ও যাজ্ঞবল্ক্যকে সুস্বাদু দ্রব্য

সকল ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন, পরিধেয় বস্ত্র, গ্রাম, অশ্ব, রথ ও দাসীসমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কুলগুরু কৃপাচার্য্যকে অর্চনা করিয়া পরিক্ষিতকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যত্নসহকারে এই অভিমন্যুতনয়কে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইবেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ প্রকৃতিমণ্ডলকে সমানীত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাহারা একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রজাগণ এইরূপে বারংবার অনুনয় করিলেও কালতত্ত্বজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের বাক্যে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে তাহাদিগকে সমুচিত সম্মান করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া দিব্য আভরণসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল্কল পরিগ্রহ করিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও মনস্বিনী দ্রৌপদীও তাঁহার ন্যায় বেশধারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ তৎকালোচিত যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক সলিলে অনল নিক্ষেপ করিয়া পত্নীর সহিত বনগমনার্থ বহির্গত হইলেন। কৌরবকামিনীগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগকে বনপ্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় এক কুক্কুর তাঁহাদিগের অনুগামী হইল। পুরবাসী ও নগরবাসী লোকসমুদায় বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিল, কিন্তু "মহারাজ! প্রতিনিবৃত্ত হউন" এ কথা কাহারও মুখ হইতে বহির্গত হইল না। পরিশেষে তাহারা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা যুযুৎসুর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভুজগনন্দিনী উলূপী জাহ্নবীজলে প্রবিষ্ট হইলেন। চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে প্রস্থান করিলেন এবং অবশিষ্ট পাণ্ডবপত্নীগণ পরিক্ষিতের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পাণ্ডবগণ যশস্বিনী দ্রৌপদীর সহিত উপবাস করিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সর্ব্বাগ্রে তৎপশ্চাৎ মহাবীর ভীমসেন, তৎপশ্চাৎ মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন, তৎপশ্চাৎ যমজ নকুল ও সহদেব এবং তৎপশ্চাৎ যশস্বিনী দ্রৌপদী গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হস্তিনা হইতে বহির্গমনকালে যে কুক্কুর তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়াছিল, সে তাঁহাদের সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগরসমুদায় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় একাল পর্য্যন্ত রত্নলোভনিবন্ধন গাণ্ডীবধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় পরিত্যাগ করেন নাই। পাণ্ডবগণ ঐ সমুদ্রের উপ-

কূলে উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান্ হুতাশন অর্জ্জুনকে সেই শরাসন পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্ত পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাদের পথরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, পাণ্ডবগণ! আমি অগ্নি; আমি পূর্ব্বে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেবের পরাক্রমপ্রভাবে খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলাম। ভগবান্ হৃষীকেশের নিকট যে চক্র ছিল, তিনি এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন; অবতারভেদে পুনরায় ঐ চক্র তাঁহার হস্তগত হইবে। এক্ষণে অর্জ্জুন ও গাণ্ডীবধনু পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করুন। এখন ঐ শরাসনে উঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে আমি উঁহার নিমিত্ত বরুণের নিকট হইতে ঐ শরাসন আহরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে উনি উহা বরুণকে প্রত্যর্পণ করুন। হুতাশন এই কথা কহিলে, যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবধনু পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় অচিরাৎ সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন শরাসন ও তূণীর নিক্ষেপ করিবামাত্র ভগবান্ হুতাশন সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তরতীর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত ও পুনরায় পশ্চিমাভিমুখী হইয়া সমুদ্রজলপ্লাবিত দ্বারকাপুরী সন্দর্শন পূর্ব্বক পৃথিবী প্রদক্ষিণবাসনায় তথা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ পত্নীর সহিত উপবাসনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে গমন করিতে করিতে হিমালয় গিরি দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে বালুকাময় সমুদ্র ও সুমেরু পর্ব্বত তাঁহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তাঁহারা হিমালয় অতিক্রম করিবার মানসে দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী নিতান্ত পরিশ্রমনিবন্ধন যোগভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখেই ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজপুত্রী দ্রৌপদী ত কখন কোন অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই; তবে কি নিমিত্ত উনি ভূতলে নিপতিত হইলেন?

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! দ্রৌপদী আমাদের সকলের অপেক্ষা অর্জ্জুনের প্রতি সমধিক পক্ষপাত করিতেন, এই নিমিত্ত আজি উঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর প্রতি নেত্রপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা সহদেবের সেই স্থান হইতে ধরাতলে পতন হইল। মহাবীর ভীমসেন সহদেবকে নিপতিত হইতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব অহঙ্কারবিহীন

এবং আমাদিগের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত ছিল। তবে আজি কি নিমিত্ত উহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল ?

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! সহদেব আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিত। সেই পাপে আজি উহাকে ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সহদেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যমনে অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এবং সেই কুক্কুরের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা নকুল, দ্রৌপদী ও কনিষ্ঠ সহোদর সহদেবের পতননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও যোগভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! নকুল পরম ধার্ম্মিক, অলৌকিকরূপসম্পন্ন ও আমাদের আজ্ঞাবহ হইয়া আজি কি পাপে ভূতলে নিপতিত হইল ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! ধর্ম্মপরায়ণ নকুল ইহলোকে আমার তুল্য রূপবান্ আর কেহই নাই এবং আমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিত, এই নিমিত্ত আজি উহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল। তুমি আর উহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার সহিত আগমন কর। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ নকুলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত মহাবীর অর্জ্জুন দ্রৌপদী, সহদেব ও নকুলের পতননিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিমনায়মান হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন পুনরায় ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে নাই, তবে এক্ষণে কি পাপে উহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! অর্জ্জুন শৌর্য্যাভিমানী হইয়া আমি এক দিনেই সমুদায় শত্রু সংহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; কিন্তু উহা প্রতিপালন করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ঐ মহাবীর বলদর্পনিবন্ধন সমুদায় ধনুর্দ্ধরকে অবজ্ঞা করিত। এই নিমিত্ত আজি উহাকে ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল।

ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সমাহিতচিত্তে ভীম ও সেই কুক্কুরের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিলে, মহাবীর বৃকোদর অচিরাৎ ধরাতলে নিপাতিত হইলেন। তিনি ভূতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। আজি কোন্ পাপে আমায় ধরাতলে নিপাতিত হইতে হইল ?

তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি অন্যকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং অপরিমিত ভোজন ও আপনাকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে; এই নিমিত্ত তোমাকে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল। এই বলিয়া

ধর্ম্মরাজ ভীমেরও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেবল সেই কুক্কুর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র রথশব্দে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ কর। তখন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের পতননিবন্ধন শোকাকুল হইয়া, দেবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! সুখসংবর্দ্ধিতা সুকুমারী পাঞ্চালী ও আমার পরম প্রিয় ভ্রাতৃগণ ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে। উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত উহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অনুজ্ঞা করুন।

ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! দ্রৌপদী ও তোমার ভ্রাতৃচতুষ্টয় মানুষ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার অগ্রেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি এই নরদেহেই স্বর্গারূঢ় হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

সুররাজ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে, ধর্ম্মরাজ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! এই কুক্কুর আমার একান্ত ভক্ত। এ বহুদিন আমার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাকে আমার সহিত স্বর্গারোহণ করিতে আদেশ করুন। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, আমার নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হইবে।

ধর্ম্মনন্দন এইরূপ অনুরোধ করিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আজি তুমি অতুল সম্পদ্, পরম সিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব লাভ করিবে। অতএব অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্রলোকের কদাপি বিধেয় নহে। এক্ষণে যদি স্বর্গীয় সম্পত্তি লাভের নিমিত্ত আমাকে এই পরম ভক্ত কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সম্পদে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কুক্কুরের সহিত একত্র অবস্থান করে, সে কখনই স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হয় না। ক্রোধবশ নামক দেবগণ তাহার যজ্ঞদানাদির ফল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। অতএব তুমি অবিলম্বে এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ

কর। ইহাতে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবেন্দ্র! ভক্ত জনকে পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব আজি আমি আত্মসুখের নিমিত্ত কখনই এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিব না। ভীত, ভক্ত, অনন্যগতি, ক্ষীণ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি।

ইন্দ্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কুক্কুর যজ্ঞ, দান ও হোমক্রিয়া দর্শন করিলে, ক্রোধবশ নামক দেবগণ ঐ সমুদায় কার্য্যের ফল ধ্বংস করিয়া থাকেন। কুক্কুর অতি অপবিত্র জন্তু। অতএব তুমি অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার অনায়াসে পরম পবিত্র দেবলোক লাভ হইবে। যখন তুমি প্রাণাধিকা দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় উৎকৃষ্ট কর্ম্মবলে স্বর্গলাভের অধিকারী হইয়াছ, তখন তোমার এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিবার বাধা কি? তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া এক্ষণে এরূপ বিমোহিত হইতেছ কেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! ইহলোকে কাহারও মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা নাই। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, আমি তাহাদের জীবন দান করিতে সমর্থ নহি বিবেচনা করিয়াই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। উহারা জীবিত থাকিতে আমি উহাদিগকে ত্যাগ করি নাই। আমার মতে ভক্ত জনকে পরিত্যাগ করা শরণাগত ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মস্বাপহরণ ও মিত্রদ্রোহ এই চারিটী কার্য্যের ন্যায় মহাপাপজনক।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী সেই কুক্কুর সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী হইয়া প্রীতমনে মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কুক্কুরবেশে তোমার সহিত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল। পূর্ব্বে আমি দ্বৈতবনে একবার তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ঐ সময় তোমার ভ্রাতৃগণ জল অন্বেষণার্থ গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি ভীম ও অর্জ্জুনের জীবন প্রার্থনা না করিয়া মাদ্রীকে স্মরণ পূর্ব্বক নকুলের জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলে এবং এক্ষণেও কুক্কুরকে আশ্রিত বিবেচনা করিয়া দেবরথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমার এই দুই কার্য্য দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ স্বর্গলোকে আর কেহই নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক অক্ষয় লোক লাভ করিতে পারিবে।

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা কহিবামাত্র ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ এবং অন্যান্য দেবতা ও দেবর্ষি সমুদায় তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দিব্যরথে আরোপিত করিয়া আপনারা দিব্য বিমানসমুদায়ে সমারূঢ় হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ সেই দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক তেজঃ দ্বারা

নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। তিনি দেবলোকে উপস্থিত হইবামাত্র লোকতত্ত্ববেত্তা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ দেবগণের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, যে সমুদায় রাজর্ষি স্বর্গা রোহণ করিয়াছেন, আজি মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় যশঃ ও তেজঃ দ্বারা তাঁহাদিগের সকলেরই কীর্ত্তি আচ্ছাদন পূর্ব্বক স্বশরীরে স্বর্গারূঢ় হইলেন। পূর্ব্বে আর কোন ব্যক্তিই স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন নাই।

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির, দেবগণ ও স্বপক্ষীয় পার্থিবগণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! আমার ভ্রাতৃগণ যে লোকে গমন করিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক, আমি সেই লোকেই গমন করিব। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সরলভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিয়াছ; অতএব এই স্থানেই অবস্থান কর। কেন তুমি অদ্যাপি মনুষ্যবৎ স্নেহের বশীভূত হইতেছ? আর কেহই কখন তোমার তুল্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন নাই। তোমার ভ্রাতৃগণ এ স্থানের অধিকারী নহে। এই স্বর্গভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মানুষভাবে সমাক্রান্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। এই দেখ, মহর্ষি ও দেবগণ এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! আমার প্রণয়িণী বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী ও আমার পরমপ্রিয় ভ্রাতৃগণ যে স্থানে বাস করিতেছে, সেই স্থানেই গমন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

স্বর্গারোহণিকপর্ব্বাধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য। আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অতএব আমার পূর্ব্বপিতামহ পাণ্ডবগণ এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ স্বর্গলাভ করিয়া কে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনার পূর্ব্বপিতামহগণ স্বর্গলাভ করিবার পর যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন করিয়া দেখিলেন, মহারাজ দুর্য্যোধন সাধ্য ও দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভামণ্ডলসম্পন্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভাধারণ পূর্ব্বক আসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! যে লোভাকৃষ্টচিত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত আমরা পৃথিবী উৎসন্ন ও বন্ধুবান্ধবগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছি, যাহার নিমিত্ত আমাদিগকে বনমধ্যে অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং যে দুরাত্মা সভামধ্যে গুরুজনসমক্ষে আমাদিগের সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীর কেশাম্বরকর্ষণ করিয়াছে, সেই দুরাত্মার সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই; আর আমি উহার মুখদর্শন করিব না। এক্ষণে যে স্থলে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানেই গমন করিব।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ হাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন! অমন কথা কহিও না। স্বর্গে অবস্থান করিলে অন্যের সহিত বিরোধ থাকে না। দুর্য্যোধনের প্রতি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যে সকল নরপতি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা এবং দেবগণ সকলেই দুর্য্যোধনের সৎকার করিয়া থাকেন। উনি সর্ব্বদা তোমাদিগকে হিংসা করিতেন বটে;

কিন্তু ঐ মহাত্মা এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরজনোচিত সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। উনি পূর্ব্বে মহাভয়ের সময় উপস্থিত হইলেও ভীত হন নাই। উঁহার সেই পুণ্যবলে এই সম্পত্তি লাভ হইয়াছে। যাহা হউক, অতঃপর তোমার দ্যূত পরাজয়, দ্রৌপদীর কেশাম্বরকর্ষণ, যুদ্ধ ও অন্যান্য ক্লেশসমুদায় স্মরণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সুহৃদ্ভাবে সঙ্গত হও। এ স্বর্গভূমি; এ স্থলে বৈরভাব অবলম্বন করা উচিত নহে।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! যে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত মনুষ্য ও হস্তী অশ্ব প্রভৃতি প্রাণিগণের সহিত পৃথিবী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে; যাহার বৈরনির্য্যাতনার্থ আমরা কোপানলে দগ্ধ হইয়াছি; যদি সেই দুরাত্মার সনাতন বীরলোক লাভ হইল, তাহা হইলে আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রবলপরাক্রম সত্যবাদী ভ্রাতৃগণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? কুন্তীতনয় মহাবীর কর্ণের কোন্ লোক লাভ হইয়াছে? ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয়গণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী, পাঞ্চালরাজ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ কোন্ লোক লাভ করিয়াছেন এবং অন্যান্য যে সমুদায় নরপতি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই বা এক্ষণে কোথায় রহিয়াছেন? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ সকল বীরের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় দেবর্ষি নারদকে এই কথা কহিয়া, দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! আমি ত এ স্থানে অমিতপরাক্রম রাধেয় এবং মহাবীর উত্তমৌজা ও যুধামন্যুকে দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহারা কোথায়? আর শার্দ্দূলতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত যে সকল নরপতি ও রাজপুত্রগণ আমার নিমিত্ত সমরানলে শরীর আহুতি প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারাই বা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? তাঁহারা কি এই স্বর্গলোকপরাজয়ে সমর্থ হন নাই? যদি সেই মহারথগণ এই স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগের সহিত এই স্থানেই অবস্থান করিব। আমি সেই সমুদায় মহাত্মা এবং জ্ঞাতি ও ভ্রাতৃগণ ব্যতীত এ স্থানে বাস করিতে বাসনা করি না। জ্ঞাতিগণের উদকক্রিয়াসময়ে "বৎস! তুমি কর্ণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান কর" মাতার এই বাক্য শ্রবণাবধি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। বিশেষতঃ এই আমার এক মহাদুঃখের কারণ যে, আমি মাতার তুল্য সেই অমিতপরাক্রম কর্ণের চরণযুগল দর্শন করিয়াও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম না। আমরা কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে ইন্দ্রও আমা-

দিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেন না। যাহা হউক, এক্ষণে সেই মহাবীর যেখানে অবস্থান করুন না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আমার মতানুসারে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে বলিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। ভীমপরাক্রম ভীমসেন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। এক্ষণে আমি সেই বৃকোদর, ইন্দ্রপ্রতিম মহাবীর অর্জ্জুন, যমসদৃশ যমজ নকুল ও সহদেব এবং ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালীকে দর্শন করিতে বাসনা করি। আমি আপনাদিগকে সত্য কহিতেছি, আর আমার এ স্থানে অবস্থান করিবার বাসনা নাই। ভ্রাতৃবিহীন হইয়া স্বর্গে অবস্থান করিলে আমার কি সুখোদয় হইবে? যে স্থানে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানই আমার স্বর্গ।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! যদি তোমার ভ্রাতৃগণের নিকট গমন করিবার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র তথায় গমন কর, আর বিলম্ব করিও না। আমরা সুরপতি ইন্দ্রের আদেশানুসারে তোমার সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। এই কথা বলিয়া তাঁহারা একজন দেবদূতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দূত! তুমি অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরকে উঁহার আত্মীয়গণের নিকট নীত করিয়া তাঁহাদের সহিত উঁহার সাক্ষাৎকার করাও। দেবগণ এই কথা কহিবামাত্র দেবদূত যুধিষ্ঠিরের অগ্রবর্ত্তী হইয়া এক অতিভীষণ পথ দিয়া তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট লইয়া চলিলেন। ঐ পথ অতি দুর্গম ও ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পাপাত্মারাই সতত ঐ পথে গমনাগমন করিয়া থাকে। উহা পাপাত্মাদিগের দুর্গন্ধ, মাংসশোণিতের কর্দ্দম, দংশ, মশক, ভল্লুক, মক্ষিকা, মৃতদেহ, অস্থি, কেশ, কৃমি ও কীটে পরিপূর্ণ। উহার চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে। অয়োমুখ কাক ও গৃধ্রগণ এবং সূচীমুখ পর্ব্বতাকার প্রেতগণ উহাতে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ প্রেতগণের মধ্যে কাহার কাহার কলেবর মেদ ও রুধিরে লিপ্ত এবং কাহার কাহার বাহু, কাহার কাহার উরু, কাহার কাহার হস্ত, কাহার কাহার উদর ও কাহার কাহার চরণ ছিন্ন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই শবদুর্গন্ধযুক্ত অতি ভয়ঙ্কর স্থানে নানা প্রকার চিন্তা করিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন, উষ্ণোদকপরিপূর্ণ নদী, নিশিত ক্ষুরসমাকীর্ণ অসিপত্রবন, লৌহময় ফলকসমুদায় ও তীক্ষ্ণ কণ্টকযুক্ত শাল্মলিবৃক্ষ ঐ স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে লৌহকলসপরিপূর্ণ তৈল ক্বথিত হইতেছে এবং পাপাত্মারা নিরন্তর বিষম যন্ত্রণাভোগ করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই নিতান্ত দুর্গম স্থান দর্শন করিয়া দেবদূতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আর আমাদিগকে এরূপ পথে কত দূর গমন করিতে হইবে? ইহা কোন্ স্থান এবং আমার ভ্রাতৃগণই বা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছে, তাহা কীর্ত্তন

কর। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র দেবদূত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আগমনকালে দেবগণ আমাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, যুধিষ্ঠির যে স্থানে গমন করিয়া পরিশ্রান্ত হইবেন, তুমি তথা হইতে উঁহাকে লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে। অতএব আপনি যদি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই স্থান হইতে প্রতিগমন করুন। তখন দুঃখশোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির ঐ স্থানের দুর্গন্ধে একান্ত পরিক্লিষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে এইরূপ করুণবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে, "হে ধর্ম্মনন্দন! আপনি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া মুহূর্ত্তকাল এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনার আগমনে সুগন্ধ পুণ্য সমীরণ প্রবাহিত হওয়াতে আমরা পরম সুখী হইয়াছি। আমরা বহুকালের পর আপনাকে দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইতেছি; অতএব আপনি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন। আপনার আগমনে আমাদিগের অনেক যন্ত্রণা দূর হইয়াছে। পরম দয়ালু রাজা যুধিষ্ঠির সেই করুণবাক্যশ্রবণে একান্ত দুঃখিত হইয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। ঐ সময় বারংবার ঐরূপ বাক্য তাঁহার শ্রবণগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু কোন্ কোন্ ব্যক্তি যে ঐ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, তিনি কোন মতে তাহা অবধারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সেই পরিদেবনশীল ব্যক্তিদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হে দুঃখার্ত্তব্যক্তিগণ! তোমরা কে; আর কি নিমিত্তই বা এস্থানে অবস্থান করিতেছ?

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহারা সকলেই একবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে "আমি কর্ণ, আমি ভীমসেন, আমি অর্জ্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি দ্রৌপদী এবং আমরা দ্রৌপদীর পুত্র" এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! কি দৈববিড়ম্বনা! আমার ভীমসেনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, কর্ণ, দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন যে, উঁহাদিগকে এই পাপগন্ধযুক্ত ভীষণ স্থানে অবস্থান করিতে হইল। আমি ত ঐ পুণ্যাত্মাদিগের কোন দুষ্কৃত দেখিতে পাই না। এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন কি নিমিত্ত পাপপরায়ণ হইয়াও অধর্ম্মনিরত অনুচরগণের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও পরম পূজিত হইয়া এই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতেছে, আর আমার ভ্রাতৃগণই বা কি নিমিত্ত পরমধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ, শাস্ত্রপারদর্শী ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত হইয়াও ঘোর নরকে নিমগ্ন রহিয়াছে, আমি ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। এ কি আমার নিদ্রিতাবস্থা, না জাগরিতাবস্থা? আমার কি চিত্ত বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে?

রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুলিতচিত্তে এই-

রূপ চিন্তা করিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম ও দেবগণকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই দেবদূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি যাঁহাদিগের দূত, তাঁহাদিগের নিকট অচিরাৎ গমন করিয়া নিবেদন কর যে, আমি এই স্থানেই অবস্থান করিলাম। আমি আর তথায় গমন করিব না। আমার দুঃখিত ভ্রাতৃগণ আমার আগমনে পরম আহ্লাদিত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, দেবদূত দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় সমুদায় ব্যক্ত করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি অল্পকাল সেই অপবিত্র স্থানে অবস্থান করিলে, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। তখন সেই তেজস্বীদিগের সমাগমে তত্রত্য তিমিররাশি একেবারে তিরোহিত হইল। বৈতরণী নদী, কূটশাল্মলী, লোহকুম্ভী নরক, উত্তপ্ত লৌহফলক ও পাপাত্মাদিগের যাতনাসমুদায় আর লক্ষিত হইল না; মহাত্মা যুধিষ্ঠির ইতিপূর্ব্বে যে সমুদায় বিকৃত শরীর দর্শন করিতেছিলেন তৎসমুদায়ও এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং পবিত্রগন্ধযুক্ত সুখস্পর্শ সুশীতল বায়ু চারি দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অনন্তর ইন্দ্রের সহিত মরুদ্গণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত বসুগণ এবং সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, সিদ্ধ, পরমর্ষি ও অন্যান্য দেবগণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবরাজ ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় দেবতা তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। অতঃপর আর তোমাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে না। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন কর। তোমার পরম সিদ্ধি ও অক্ষয়লোক লাভ হইয়াছে। তোমার নরক দর্শন হইল বলিয়া তুমি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। সকল রাজাকেই এক এক বার নরক দর্শন করিতে হয়। মনুষ্যমাত্রেরই পাপ ও পুণ্য এই উভয়ের শ্রেণী বিদ্যমান থাকে। যে ব্যক্তি প্রথমে স্বর্গভোগ করে, পশ্চাৎ তাহাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি প্রথমে নরক ভোগ করে, সে পশ্চাৎ স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অশেষবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অল্পমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করে, সে প্রথমে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি অধিক পুণ্য সঞ্চয় ও অল্পমাত্র পাপানুষ্ঠান করে, তাহার প্রথমে নরকভোগ ও পশ্চাৎ স্বর্গভোগ হয়। এই নিমিত্ত আমি তোমার শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া তোমাকে প্রথমে নরক দর্শন করাইলাম। পূর্ব্বে তুমি ছলপূর্ব্বক গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট অশ্বত্থামার বিনাশ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমাকে ছলক্রমে নরক প্রদর্শন করা হইল এবং তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীও সেই পাপে ছলক্রমে নরকভোগ করিলেন। এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সেই নরক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তোমার পক্ষীয় সমুদায়

ভূপতিরই স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহাধনুর্দ্ধর কর্ণও পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সহিত আগমন কর; অনায়াসে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে পারিবে। আদিত্যসদৃশ কর্ণের নিমিত্ত আর তোমার অনুতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। তোমার মনস্তাপ দূর হউক। তুমি প্রথমে বহুতর কষ্ট ভোগ করিয়াছ; এক্ষণে শোকবিহীন হইয়া আমার সহিত পরম সুখে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা, দান ও অন্যান্য পুণ্য কার্য্যের ফল ভোগ কর। আজি অবধি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সতত তোমার শুশ্রূষা করিবে। অতঃপর তুমি রাজসূয়জিত লোকসমুদায় ও তপস্যার মহাফল উপভোগে প্রবৃত্ত হও। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, ভগীরথ ও ভরত অন্যান্য ভূপতি সমুদায় অপেক্ষা যে অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়াছেন, তুমি সেই লোকে অবস্থিত হইয়া পরম সুখ ভোগ করিবে। ঐ দেখ, তোমার অনতিদূরে ত্রৈলোক্যপাবনী দেবনদী মন্দাকিনী বিরাজমান রহিয়াছেন, তুমি উঁহার পবিত্রজলে অবগাহন করিলেই তোমার শোকসন্তাপ ও বৈরপ্রভৃতি মানুষভাব সমুদায় একবারে তিরোহিত হইবে।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ধর্ম্ম স্বীয় পুত্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার ধর্ম্মপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা ও দমগুণ দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। এই আমি তৃতীয়বার তোমাকে পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু এবারেও তোমাকে স্বভাব হইতে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইলাম না। পূর্ব্বে তোমার দ্বৈতবনে অবস্থানসময়ে আমি অরণিকাষ্ঠ অপহরণ করিয়া মায়াবলে তোমার ভ্রাতৃগণকে সংহার পূর্ব্বক তোমার নিকট যে সমুদায় প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তুমি অনায়াসে তাহার উত্তর করিয়াছিলে। তৎপরে তোমার মহাপ্রস্থানসময়ে আমি কুক্কুররূপে তোমাকে পরীক্ষা করিয়াও তোমার বুদ্ধি বিচলিত করিতে পারি নাই। আর এক্ষণেও তুমি ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গভোগ করিবে না, ইহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। এখন বুঝিলাম, তোমার তুল্য বিশুদ্ধস্বভাব আর কেহই নাই। অতঃপর তুমি স্বচ্ছন্দে স্বর্গসুখ অনুভব কর। তোমার ভ্রাতৃগণ নরকভোগের যোগ্যপাত্র নহে। তুমি উঁহাদিগকে যে নরকভোগ করিতে দেখিয়াছ, দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবলে ঐ নরকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সমুদায় রাজাকে অবশ্যই একবার নরক দর্শন করিতে হয়, এই নিমিত্তই মুহূর্ত্তকাল তোমাকে সেই ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। মহাত্মা অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, কর্ণ ও রাজপুত্রী দ্রৌপদী ইঁহাদিগের সকলেরই স্বর্গ লাভ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন করিয়া ঐ মন্দাকিনীর পবিত্র জলে অবগাহন কর।

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অচিরাৎ দেবগণের সহিত সেই ত্রিলোকপাবনী মন্দাকিনীর

তীরে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার পবিত্র জলে অবগাহন করিলেন। ঐ সলিলে অবগাহন করিবামাত্র তাঁহার মানুষ দেহ তিরোহিত ও দিব্য মূর্ত্তি সমুৎপন্ন হইল এবং তাঁহার অন্তর হইতে শোক ও বৈরভাব একবারে দূরীভূত হইয়া গেল। তখন তিনি ধর্ম্ম ও অন্যান্য দেবগণে পরিবৃত হইয়া ঋষিদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে যে স্থলে তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ক্রোধবিহীন হইয়া পরম সুখে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থলে গমন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

এইরূপে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় কৌরবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ স্থানে ভগবান্ বাসুদেব ব্রাহ্ম দেহ ধারণ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট আকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। চক্রপ্রভৃতি ঘোরতর দিব্যাস্ত্রসমুদায় পুরুষ-রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরি-বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতেছে এবং মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ঐ স্থানে উপ-স্থিত হইবামাত্র সেই দেবপূজিত বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার মানসে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক দিকে শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহাত্মা কর্ণ দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় দিব্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। আর এক দিকে মূর্ত্তিমান্ পবনের পার্শ্বে দিব্যরূপধারী মহাত্মা ভীমসেন, মরুদ্গণে পরিবৃত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অন্য দিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট মহাত্মা নকুল ও সহদেব তেজঃপুঞ্জকলেবরে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনতিদূরে উৎ-পলমালাধারিণী দ্রৌপদী স্বীয় রূপলাবণ্যে স্বর্গলোক আলোকময় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ইন্দ্রকে তাঁহাদের ও অন্যান্য ব্যক্তি-গণের সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন দেবরাজ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি যে পুণ্য-গন্ধযুক্ত রূপলাবণ্যবতী দ্রৌপদীকে দর্শন করিতেছ, ইনি অযোনিসম্ভূতা লক্ষ্মী। পূর্ব্বে ভগবান্ শূলপাণি তোমাদিগের প্রীতির নিমিত্ত ইঁহাকে সৃষ্টি করাতে, ইনি মহারাজ দ্রুপ-দের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পাঁচজন গন্ধর্ব্ব তোমাদিগের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুমি ঐ যে গন্ধর্ব্ব-রাজ মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিতেছ, উনি তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র। ঐ দেখ, তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সূর্য্যপুত্র কর্ণ সূর্য্যের ন্যায় গমন করিতেছেন। পূর্ব্বে ইঁহারই নাম রাধেয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ দেখ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় সাত্যকি প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত বীরগণ সাধ্য, দেবতা ও বিশ্বদেবগণের মধ্যে অবস্থান

করিতেছেন এবং সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত মহাত্মা অভিমন্যু ভগবান্ চন্দ্রের সহিত একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। ঐ দেখ, তোমার পিতা মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত একত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন। উনি দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া সতত আমার নিকট আগমন করিয়া থাকেন। ঐ দেখ, মহাত্মা ভীষ্ম বসুগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; তোমার গুরু দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন এবং অন্যান্য ভূপাল ও যোধগণের মধ্যে কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ পরিবৃত হইয়া অনুপম স্বর্গসুখ অনুভব আর কেহ কেহ গুহ্যকদিগের গতি লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট লোকসমুদায়ে পরিভ্রমণ করিতেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিরাট, দ্রুপদ, শঙ্খ, উত্তর, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন, সত্যজিৎ, দুর্য্যোধনের পুত্রগণ, শকুনি, কর্ণের মহাবলপরাক্রান্ত পুত্রগণ, জয়দ্রথ, ঘটোৎকচ প্রভৃতি মহাবীরগণ ও অন্যান্য ভূপালসমুদায় কতকাল স্বর্গভোগ করিয়াছিলেন? তাঁহারা কি ভোগাবসানে স্ব স্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহাদের অন্য কোন গতি লাভ হইয়াছিল? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তপঃপ্রভাবে আপনার কিছুই অবিদিত নাই, অতএব আপনি ঐ সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কর্ম্মভোগের অবসানে সকলেই যে স্ব স্ব প্রকৃতি লাভ করিতে পারে, এরূপ নহে। এক্ষণে অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমার নিকট সংগ্রামনিহত বীরগণমধ্যে যাহার যেরূপ গতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই দেবগুহ্য বিষয় আনুপূর্ব্বিক আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহাত্মা ভীষ্ম বসুগণের লোকলাভ, দ্রোণ বৃহস্পতির শরীরে প্রবেশ, কৃতবর্ম্মা মরুদ্গণের মধ্যে প্রবেশ, প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের শরীরে প্রবেশ, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত কুবেরলোক লাভ, মহাত্মা পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত ইন্দ্রলোক, এবং মহারাজ বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, নিশঠ, অক্রূর, শাম্ব, ভানু, কম্প, বিদূরথ, ভূরিশ্রবাঃ, শল, ভূরি, কংস, উগ্রসেন, বসুদেব, উত্তর ও শঙ্খ বিশ্বদেবগণের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ভগবান্ চন্দ্রের পুত্র মহাত্মা বর্চ্চা অর্জ্জুনের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক অভিমন্যু নামে বিখ্যাত হন। তিনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে ঘোরতর সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিশেষে চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের, শকুনি দ্বাপরের ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অনলের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন ভিন্ন অন্যান্য পুত্রগণ রাক্ষসগণের অংশে জন্মগ্রহণ করে; তাহারা শস্ত্রপূত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়াছে। মহাত্মা বিদুর ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বলদেব

অনন্তরূপী হইয়া রসাতলে গমন করিয়াছেন। উনি সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে প্রতিনিয়ত পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। সনাতন নারায়ণের অংশে যাঁহার জন্ম হইয়াছিল, সেই মহাত্মা বাসুদেব নারায়ণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার ষোড়শসহস্র বনিতাও কালক্রমে সরস্বতী-জলে নিমগ্ন হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক অপ্সরোবেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। ভীষণ সংগ্রামে ঘটোৎকচ প্রভৃতি যে সমুদায় রাক্ষস ও যে সমুদায় মহাবীর নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দেবলোক ও কেহ যক্ষলোক লাভ করিয়াছেন। দুর্য্যোধনের অনুগত নিশাচরদিগেরও ইন্দ্রলোক, কুবের লোক ও বরুণলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ হইয়াছে। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট কৌরব ও পাণ্ডবগণের চরিত্র আদ্যোপান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! সর্পসত্রাবসানে মহারাজ জনমেজয় ভগবান্ বৈশম্পায়নের মুখে এইরূপ ভারতইতিহাস শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর তাঁহার যাজকগণ সেই যজ্ঞের অবশিষ্ট কার্য্যসমুদায় সমাপন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি আস্তীক ভুজঙ্গমদিগের মুক্তিলাভনিবন্ধন পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণ প্রভূত দক্ষিণা ও যথোচিত সম্মান লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ জনমেজয় এইরূপে যজ্ঞ সমাপন ও ভারত শ্রবণ করিয়া পরিশেষে সেই তক্ষশিলা হইতে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

হে মহর্ষিগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট ব্যাসের আজ্ঞায় বৈশম্পায়নকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত পবিত্র ভারতোপাখ্যান সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ইহার তুল্য পবিত্র ইতিহাস আর কিছুই নাই। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সাঙ্খ্যযোগবেত্তা অণিমাদিঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞানবিশারদ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাত্মা পাণ্ডব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের কীর্ত্তি বিস্তার করিবার নিমিত্ত দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে এই অপূর্ব্ব ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি পর্ব্বে পর্ব্বে এই পবিত্র ইতিহাস অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই বেদব্যাসপ্রণীত ভারতোপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে ইহার কিয়দংশমাত্রও শ্রবণ করান, তাঁহার পিতৃগণ অক্ষয় অন্নপান লাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ দিবসে মনঃ ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সায়ং সন্ধ্যাসময়ে ভক্তিপূর্ব্বক ইহার অল্পাংশমাত্র পাঠ করিলে অনায়াসে দিনকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, আর তিনি রাত্রিযোগে স্ত্রীসংসর্গ-নিবন্ধন যে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রাতঃসন্ধ্যাসময়ে ইহার কিয়দংশমাত্র পাঠ করিলে তাঁহার সেই রাত্রিকৃত পাপ বিনষ্ট

হইয়া যায়। এই পবিত্র ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও ইহাতে ভরতবংশীয়দিগের চরিত্র কীর্ত্তিত আছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই মহাভারতের অর্থ সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন। এই মহাভারতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারি বর্গই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যাহা আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি নাই। মোক্ষাভিলাষী ব্রাহ্মণ, রাজা ও গর্ভবতী স্ত্রীর এই জয়াখ্য পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা শ্রবণ করিলে স্বর্গকামীদিগের স্বর্গ, জয়াকাঙ্ক্ষীদিগের জয় এবং গর্ভবতী রমণীদিগের পুত্র বা সৌভাগ্যবতী কন্যা লাভ হইয়া থাকে।

মোক্ষলাভার্থী সিদ্ধ পুরুষ মহাত্মা বেদব্যাস ধর্ম্মকামনায় ষষ্টিলক্ষ শ্লোক রচনা করিয়া এই মহাভারতসংহিতা প্রস্তুত করেন। ঐ ষষ্টিলক্ষ শ্লোকের মধ্যে দেবলোকে ত্রিংশৎ লক্ষ, পিতৃলোকে পঞ্চদশ লক্ষ ও যক্ষলোকে চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মনুষ্যলোকে উহার একলক্ষমাত্র শ্লোক বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ দেবগণকে, অসিতদেবল পিতৃগণকে, মহাত্মা শুকদেব রাক্ষস ও যক্ষদিগকে এবং মহর্ষি বৈশম্পায়ন মনুষ্যদিগকে এই ইতিহাস শ্রবণ করাইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করিয়া এই ব্যাসোক্ত বেদসম্মিত পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে সুখ সম্ভোগ ও কীর্ত্তিলাভ করিয়া চরমে পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ভগবান্ বেদব্যাসের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া মহাভারতের কিয়দংশমাত্র অন্যকে শ্রবণ করান, তাঁহার ও পরম সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বীয়পুত্র শুকদেবকে এই ভারত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এই মহাভারতমধ্যে কীর্ত্তিত আছে যে, "মনুষ্যগণ এই সংসারমধ্যে অসংখ্য মাতা, পিতা ও পুত্র কলত্রের সহিত মিলিত ও তাহাদের বিয়োগে দুঃখিত হইয়া থাকে। এই সংসারে সহস্র সহস্র হর্ষের কারণ ও শত শত ভয়ের কারণ বিদ্যমান আছে। ঐ সমুদায় প্রতিনিয়ত মূঢ় ব্যক্তিদিগকেই আক্রমণ করিয়া থাকে; পণ্ডিতদিগের নিকট কখনই আগমন করিতে পারে না। আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বৃথা রোদন করিতেছি, কেহই আমার বাক্য শ্রবণ করিতেছে না। ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্তই অর্থ ও কামে লিপ্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কাম, ভয়, লোভ বা জীবনরক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম ও জীব নিত্য এবং সুখদুঃখ ও জীবের উপাধি শরীর অনিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পবিত্রচিত্তে মহাভারতের এই অংশটী পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন। সমুদ্র ও হিমাচলের ন্যায় এই মহাভারতও রত্ননিধি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যিনি সমাহিতচিত্তে এই পবিত্র

ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই পরম সিদ্ধি লাভ হয়। যে মহাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওষ্ঠপুট বিনিঃসৃত পাপনাশন পরম পবিত্র ভারতকথা শ্রবণ করেন, তাঁহার আর পুষ্করজলে অভিষিক্ত হইবার আবশ্যক কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! মহারাজ জনমেজয় এইরূপে বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারতবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! কিরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য? ভারতশ্রবণের ফল কি? উহা শ্রবণান্তে পারণসময়ে কোন্ কোন্ দেবতাকে পূজা করা কর্ত্তব্য? কোন্ কোন্ পর্ব্ব সমাপন হইলে কি কি বস্তু প্রদান করা উচিত এবং উহার পাঠকই বা কিরূপ হওয়া আবশ্যক? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যেরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য এবং ভারতশ্রবণে যে ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাভারতমধ্যে ক্রীড়ার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ দেবগণ আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়; লোকপাল, মহর্ষি, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ; গিরি, সাগর, নদী, গ্রহ, বৎসর, অয়ন ও ঋতুসমুদায় এবং মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ স্বয়ম্ভু ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগতের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ভারতপাঠসময়ে মনুষ্যগণ উঁহাদিগের নাম ও কার্য্যসমুদায় শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। সংযত ও শুচি হইয়া আনুপূর্ব্বিক এই ইতিহাস শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন, গাভী, কাংস্যময় দোহনপাত্র, অলঙ্কৃত কন্যা, বিবিধ যান, বিচিত্র হর্ম্ম্য, ভূমি, বস্ত্র, সুবর্ণ, অশ্ব ও মত্তমাতঙ্গ প্রভৃতি বাহন, শয্যা, শিবিকা, অলঙ্কৃত রথ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্যসমুদায় ব্রাহ্মণগণকে দান করা কর্ত্তব্য। অধিক কি কহিব, এই মহাভারত শ্রবণ সময়ে ব্রাহ্মণগণকে আত্মদান, পত্নী দান ও পুত্রদান করিয়াও সন্তুষ্ট করা উচিত। ভারত শ্রবণাভিলাষী ব্যক্তি হৃষ্ট ও অসন্দিগ্ধচিত্তে সাধ্যানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক এই সমুদায় বস্তু প্রদান করিলে ক্রমশঃ মহাভারত শ্রবণ সমাপন করিতে সমর্থ হন।

এক্ষণে সত্য, সরলতা, দমগুণ ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন জিতক্রোধ ব্যক্তি যে উপায়ে এই ভারতশ্রবণে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পবিত্রতা ও শিষ্টাচারসম্পন্ন, শুক্লাম্বর পরিধায়ী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, ঈর্ষাপরিশূন্য, রূপবান্ দমগুণযুক্ত সত্যবাদী ও সম্মানার্হ ব্যক্তিকেই ভারতের পাঠকতাকার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। পাঠক পরম সুখে সমাসীন হইয়া সমাহিতচিত্তে অদ্রুত, অনতি বিলম্বিত ও স্পষ্টরূপে পাঠ করিবেন। পাঠকালে ত্রিষষ্টি বর্ণ উচ্চারণ ও কণ্ঠাদির অষ্ট স্থলের সাহায্যে বর্ণ নিঃসরণ হওয়া আবশ্যক। পাঠক এই জয়াখ্য গ্রন্থ পাঠের

পূর্ব্বে নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিবেন। শ্রোতা এইরূপ নিয়মে অবস্থান পূর্ব্বক পাঠকের নিকট মহাভারত শ্রবণ করিলে মহাফল লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

যিনি প্রথম পারণ সময়ে বিবিধরূপে ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি অপ্সরোগণ সমাকীর্ণ দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া মহা আহ্লাদে দেবগণের সহিত স্বর্গ লোকে গমন করেন। যিনি দ্বিতীয় পারণ সমাপন করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দিব্য মাল্য দিব্য বস্ত্র ও দিব্যগন্ধে বিভূষিত হইয়া রত্নময় দিব্যবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। তৃতীয় পারণ সমাপন করিতে পারিলে দ্বাদশাহ উপবাসের ফল লাভ এবং অপরিমিত কাল দেবতার ন্যায় স্বর্গবাস হয়। চতুর্থ পারণ সমাপন করিতে পারিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। যিনি পঞ্চম পারণ সমাপন করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের দ্বিগুণ ফল লাভ হয় এবং তিনি অনায়াসে নবোদিত ভাস্কর সদৃশ প্রজ্বলিত পাবক তুল্য দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্র ভবনে অপরিমিত কাল অবস্থান করিতে পারেন। ষষ্ঠ পারণ সমাপন করিতে পারিলে পঞ্চম পারণের ফল অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং সপ্তম পারণ সমাপন করিতে পারিলে তদপেক্ষা তিনগুণ ফল লাভ হয়। সপ্তম পারণ সমাপনকর্ত্তা কৈলাশশিখর সদৃশ, বৈদুর্য্যমণিবেদিকাযুক্ত, মণিমুক্তাপ্রবালখচিত, অপ্সরোগণসমাকীর্ণ দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় অনায়াসে সমুদায় লোক পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হন। যিনি অষ্টম পারণ সমাপন করেন, তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি মনের ন্যায় বেগশালী চন্দ্রকিরণসমবর্ণ তুরঙ্গমযুক্ত দিব্যাঙ্গনাসমাকীর্ণ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ দিব্যবিমানে আরোহণ করেন ও অতি মনোহরমূর্ত্তি কামিনীগণের কমনীয় ক্রোড়ে নিদ্রাভিভূত হইয়া পুনরায় তাহাদিগের নূপুরধ্বনি ও মেখলাশব্দশ্রবণে জাগরিত হন। যিনি নবম পারণ সমাপন করেন, তাঁহার যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধের ফল লাভ হয় এবং তিনি কাঞ্চনময় স্তম্ভ, বৈদূর্য্যমণিময় বেদিকা ও সুবর্ণময় অতি উৎকৃষ্ট গবাক্ষযুক্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকীর্ণ দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক দিব্য মাল্য, দিব্য বস্ত্র ও দিব্য গন্ধে বিভূষিত হইয়া দেবগণের সহিত স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করেন। যে ব্যক্তি দশম পারণ সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা করেন, তিনি কিঙ্কিণীজালজড়িত, ধ্বজপতাকাশোভিত, রত্নময় বেদি, বৈদূর্য্যময় তোরণ ও প্রবালময় বলভীসংযুক্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকীর্ণ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুবর্ণবিভূষিত অনলবর্ণ দিব্য মুকুট, দিব্য চন্দন ও দিব্য মাল্যে বিভূষিত হইয়া পরম সুখে দিব্য লোকসমুদায়ে বিচরণ করেন এবং একবিংশতি সহস্র বৎসর গন্ধর্ব্বগণের সহিত ইন্দ্রালয়ে বাস করিয়া বহুদিন সূর্য্যলোক,

চন্দ্রলোক ও শিবলোকে অবস্থান পূর্ব্বক পরিশেষে বিষ্ণুর সালোক্য প্রাপ্ত হন। আমার উপাধ্যায় মহর্ষি বেদব্যাস কহিয়াছেন যে, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এইরূপে ভারত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই এইরূপ ফল লাভ হয়। পাঠকালে পাঠককে হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ বাহন, রথাদি যানসমুদায়, কটক, কুণ্ডল, ব্রহ্মসূত্র, বিচিত্র বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া দেবতার ন্যায় তাঁহার পূজা করিলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়।

অতঃপর প্রত্যেক পর্ব্বে ক্ষত্রিয়দিগের জাতি, দেশ, সত্য, মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মপ্রভৃতি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে যে সমুদায় দ্রব্য প্রদান করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরিশেষে পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, সাধ্যানুসারে তাঁহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য। আদিপর্ব্ব পাঠসময়ে শাস্ত্রানুসারে পাঠককে গন্ধ ও বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট মধু ও পায়স ভোজন করাইবে। আস্তীক পর্ব্ব পাঠসময়ে ঘৃত, মধু ও ফলমূলযুক্ত পায়স ও গুড়োদন অপূপ ও মোদক দ্বারা পাঠকের ভোজন সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। সভাপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। আরণ্যকপর্ব্ব পাঠসময়ে ফলমূলাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন এবং অরণীপর্ব্ব আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ণকুম্ভ, ধান্য, ফল মূল ও অন্ন প্রদান করা উচিত। বিরাটপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্ত্র; উদ্‌যোগপর্ব্ব আরম্ভ হইলে, তাঁহাদিগকে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া অভিলাষানুরূপ আহার; ভীষ্মপর্ব্ব পাঠসময়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যান ও সুসংস্কৃত অন্ন; দ্রোণপর্ব্ব পাঠসময়ে অতি উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য, শয্যা, শরাসন ও খড়্গ; কর্ণপর্ব্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য; শল্যপর্ব্ব পাঠসময়ে গুড়োদন, মোদক, অপূপ ও বিবিধ অন্ন; গদাপর্ব্ব পাঠসময়ে মুদ্গমিশ্রিত অন্ন; ঐষিকপর্ব্ব পাঠসময়ে ঘৃতান্ন এবং স্ত্রীপর্ব্ব পাঠসময়ে বিবিধ রত্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য। শান্তিপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বগুণসমন্বিত হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। অশ্বমেধপর্ব্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিবে। আশ্রমবাসিকপর্ব্ব পাঠসময়ে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। মৌসলপর্ব্ব পাঠসময়ে চন্দনাদি ও মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করা উচিত। স্বর্গপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে এবং হরিবংশ সমাপন হইলে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক এক নিষ্কসংযুক্ত এক একটী গাভী ও দরিদ্রদিগকে অর্দ্ধনিষ্কসংযুক্ত এক একটী গাভী প্রদান করিবে। সমুদায় পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে সুন্দর অক্ষরযুক্ত এক খণ্ড মহাভারত পাঠককে প্রদান করা এবং হরিবংশ পর্ব্ব সমাপনসময়ে তাঁহাকে পায়স ভোজন করান অবশ্য কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রকোবিদ্ ব্যক্তি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন পাঠক দ্বারা সমুদায় মহাভারতসংহিতা পাঠ

করাইয়া ক্ষৌম বা শুক্লবস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক সংযতচিত্তে পবিত্র স্থানে উপবেশন করিয়া গন্ধমাল্য দ্বারা মহাভারত পুস্তকের অর্চ্চনা, ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সৎকারসহকারে প্রভূত সুবর্ণ দক্ষিণা ও বিবিধ অন্নপানীয় প্রদান এবং নর, নারায়ণ ও অন্যান্য দেবগণের নাম কীর্ত্তন করিবেন। এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই। এই মহাভারতের এক এক পর্ব্ব পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রোতার এক এক যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। পাঠক উৎকৃষ্ট স্বরসংযোগসহকারে স্পষ্ট স্পষ্ট শব্দসমুদায় উচ্চারণ করিয়া মহাভারত পাঠ করিবেন। ভারতপাঠ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া অলঙ্কারাদি প্রদান দ্বারা পাঠককে পরিতুষ্ট করা শ্রোতার অবশ্য কর্ত্তব্য। পাঠকের তুষ্টিলাভ হইলে শ্রোতার উৎকৃষ্ট প্রীতিলাভ হয় এবং ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইলে দেবগণ তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা ভারত পাঠাবসানে বিবিধ বস্তু প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিবেন। এই আমি আপনার নিকট ভারত শ্রবণ ও কীর্ত্তনের বিধি সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার উপদেশানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। যে ব্যক্তি শ্রেয়োলাভের বাসনা করেন, তাঁহার সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক মহাভারত শ্রবণ ও শ্রবণান্তে পারণ করা আবশ্যক। নিয়ত মহাভারত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির গৃহে মহাভারত পুস্তক থাকে, জয় তাহার হস্তগত হয়, সন্দেহ নাই। ভারতের তুল্য পবিত্র ও পবিত্রতাজনক আর কিছুই নাই। ভারতমধ্যে বিবিধ পবিত্র কথা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দেবগণ সর্ব্বদা ভারতের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভারতই পরম পদস্বরূপ। ভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারত হইতেই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি মহাভারত, ক্ষিতি, গো, সরস্বতী নদী, বাসুদেব ও ব্রাহ্মণগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। পরম পবিত্র বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের আদি, অন্ত ও মধ্য সর্ব্বত্রই হরিনাম কীর্ত্তিত রহিয়াছে। যাহাতে বিষ্ণুকথা ও বেদবাক্য সন্নিবেশিত আছে এবং যাহা পরম পবিত্র, ধর্ম্মের আকর ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সেই ভারতসংহিতা শ্রবণ করা পরমপদাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন সূর্য্যোদয় হইলে তিমিররাশি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়া ভারতকথা শ্রবণ করিলে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণের ফললাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে হউক না কেন, বিষ্ণুভক্ত হইলেই বৈষ্ণব পদ লাভ করিতে পারে। কামিনীগণ পুত্রলাভবাসনায় এই বিষ্ণুকথাত্মক মহাভারত শ্রবণ করিবেন। যে ব্যক্তি উন্নতিলাভের নিমিত্ত হরিকথা শ্রবণ করেন, পাঠককে

যথাশক্তি সুবর্ণ, সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্তা সবৎসা কপিলা ধেনু, অলঙ্কার, কর্ণাভরণ ও ভূমি দক্ষিণা প্রদান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি নিরন্তর মহাভারত শ্রবণ করেন, অথবা অন্যকে উহা শ্রবণ করান, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ ও পুত্রকলত্রের নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে।" এই পবিত্র ইতিহাসের পাঠকার্য্য সমাপ্ত হইলে দশসহস্র হোম করা নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট সমুদায় ভারতোপাখ্যান সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

স্বর্গারোহণিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

স্বর্গারোহণপর্ব্ব সমাপ্ত।

গ্রন্থার্পণ।

পরমভক্তিভাজন শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া-

অতুলশ্রদ্ধাস্পদেষু

মহারাজ্ঞি!

পৃথিবীমধ্যে যখন যে দেশের সৌভাগ্যদিবাকর সমুদিত হইতে আরম্ভ হয়, সে সময় তত্রত্য রাজলক্ষ্মী অবশ্যই কোন না কোন সর্ব্বগুণাধার মহাত্মাকে সমাদর পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। নৈসর্গিক নিয়মই এই যে, রাজ্যের উন্নতির সময় বিশুদ্ধগুণশালী প্রজাবৎসল নরপতিগণই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জগদীশ্বরপ্রসাদে চিরদুঃখিনী ভারতভূমির ভাগ্যে এক্ষণে সেই শুভ দিন উপস্থিত। হিন্দুশাসনাবসানে যবনসাম্রাজ্যের অন্তিম কালে নিত্যন্যায়পরায়ণ বৃটিস জাতি রাহুগ্রস্ত শশধরসদৃশ মোগলরাজগণের করাল কবলস্থিত ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিয়াছেন এক্ষণে দিনে দিনে তাহার মলিন মুখশ্রী পুনর্ব্বার তপনোপম উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিতেছে, এবং ভারতবর্ষবাসিগণ আপনার অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুগ্রহচ্ছায়া লাভ করিয়া আপনাদিগকে আশাতিরিক্ত কৃতার্থম্মন্য ও চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছেন।

দেবি! আমি এই শুভক্ষণ সন্দর্শনে স্বদেশের হিতসাধন করিতে উৎসাহিত হইয়া আগ্রহাতিশয়সহকারে মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অবিকল অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে আট বৎসর প্রতিনিয়ত পরিশ্রমের পর বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য আমার সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোরব্রত উদযাপিত হইল। এই আট বৎসরের বহুপরিশ্রম ও যত্নসঞ্জাত সাহিত্যকুসুম অন্য কোন নিভৃত নির্ব্বাত স্থলে বিন্যস্ত করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ মহাভারত যেরূপ অনুপম গ্রন্থ, উহাতে ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞীর নাম অঙ্কিত না হইলে শোভা পায় না। যেমন দেবতারা বহুপরিশ্রমে পয়োনিধি মন্থন করিয়া তদুত্থিত পারিজাত কুসুম সুররাজ পুরন্দরকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি এই বহুযত্নলব্ধ বিকশিত ভারতপঙ্কজ আপনাকে উপহার প্রদান করিলাম।

ভারতেশ্বরি! অবশেষে জগদীশ্বরসমীপে আমার এই প্রার্থনা যে, ভারতবর্ষের রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসনসময়ে যেরূপ কালিদাসাদি ভুবনবিখ্যাত মহাকবিগণ জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সংস্কৃতসাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন এবং মহারাণী এলিজেবেথের ইংলণ্ডশাসনসময়ে যেরূপ সেক্সপিয়রপ্রভৃতি কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ কবি জন্মগ্রহণ করিয়া কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার শাসনকাল চির স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ আপনার শাসনকালেও হিন্দুস্থানে শত শত কবি ও গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে চিরস্মরণীয় এবং স্তিমিত নির্ব্বাণোন্মুখ সংস্কৃতসাহিত্যদীপের উজ্জ্বলতা সাধন করিয়া লোকের মোহান্ধকার নিরাকৃত ও এই বিশ্বরূপ বাসগৃহ আলোকিত করুন ইতি।

মহারাজ্ঞি!

আপনার চিরানুগত প্রজা ও বিনয়াবনত দাস

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সারস্বতাশ্রম
১৭৮৮ শক।

অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার।

১৭৮০ শকে সৎকীর্ত্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপনস্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম। অনুবাদিত গ্রন্থ কতদূর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা গুণাকর পাঠকবৃন্দ ও সহৃদয়সমাজ বিবেচনা করিবেন; তবে সাহস করিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে, অনুবাদসময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই; অথচ বাঙ্গালাভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সে গুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।

অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তর্ভূত একটি পর্ব্ব বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্য্য পর্ব্ব বা উনবিংশ পর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটি পর্ব্ব নহে। উহা মূল মহাভারতরচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্ট রূপে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হরিবংশের রচনাপ্রণালী ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্বে হরিবংশশ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণিত আছে; কিন্তু তাহাতে হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না হইয়া বরং ঐ ফলশ্রুতি বর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল ভারত গ্রন্থের সহিত হরিবংশ অনুবাদিত ও প্রচারিত করিলে লোকের মনে পূর্ব্বোক্ত ভ্রম দূরীভূত হইবে, আশঙ্কা করিয়া উহা এক্ষণে অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। উত্তরকালে পুরাণসংগ্রহের দ্বিতীয় কল্পে অপরাপর পুরাণের সহিত উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

বহু দিবস সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক্ পরিচালনার বিলক্ষণ অসদ্ভাব হওয়াতে আপাতত মূল মহাভারতের হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায়ের পরস্পর এপ্রকার বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ২১৪ খানি গ্রন্থ একত্র করিলে পরস্পরের শ্লোক, অধ্যায় ও প্রস্তাবঘটিত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তন্নিবন্ধন অনুবাদকালে সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমি বহুযত্নে আসিয়াটিক্ সোসাইটির মুদ্রিত এবং সভাবাজারের রাজবাটির, মৃত বাবু আশুতোষ দেবের ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়স্থিত, তথা আমার প্রপিতামহ দেওয়ান ৺শান্তিরাম সিংহবাহাদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায় একত্রিত করিয়া বহুস্থলের বিশুদ্ধভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়াছি। এই বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এরূপ না করিলে ভারতের দুরবগাহ কূটার্থের কখনই প্রকৃষ্টানুবাদকরণে সমর্থ হইতাম না। মহাভারতের কোন কোন অংশ এরূপ সুকঠিন ও কূটার্থপরিপূর্ণ যে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম প্রাপ্ত না হইয়া অদ্যাপি অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বীয় স্বীয় মতানুসারেই তাহার কথঞ্চিৎ যথাশ্রুত অর্থ করিয়া থাকেন। ইহার অনেক স্থলে এরূপ মতবৈপরীত্য লক্ষিত হয় যে, তাহার সমন্বয় সাধন করা নিতান্ত সুকঠিন। অনুবাদকালে চেষ্টা দ্বারা ঐ সকল স্থান যতদূর সঙ্গত করিতে পারা যায়, তাহার ত্রুটি হয় নাই।

মহাভারতানুবাদসময়ে অনেক স্থলে অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মার নিকট আমাকে ভূয়িষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরলহৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলতঃ বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না।

এতদ্ভিন্ন আমার প্রিয়চিকীর্ষু বান্ধবেরা ও কলিকাতার অদ্বিতীয় পৌরাণিক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সোমপ্রকাশসম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালাসাহিত্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলদর্পণনাটকপ্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও ভাস্করসম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্নপ্রভৃতি মহাত্মারা অনুবাদসময়ে সৎপরামর্শ ও সদভিপ্রায় দ্বারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমাকে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।

যে সকল মহাত্মারা সময়ে সময়ে আমার সদস্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের ব্যাকরণের অধ্যাপক ও সংস্কৃত রঘুবংশের বাঙ্গালা অনুবাদক ৺চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, ৺কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, ৺ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমাত্মীয় ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ও ৺অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি ১০ জন অনুবাদশেষের পূর্ব্বেই অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিমিত্ত আমাকে চিরজীবন যার পর নাই দুঃখিত থাকিতে হইবে।

এক্ষণকার বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সদস্যদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞচিত্তে বার বার নমস্কার করিতেছি। এই সমস্ত সুবিচক্ষণ কর্ণধারদিগের কৃপাবলেই আমি অনায়াসে মহাভারতস্বরূপ সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। হিন্দুকালেজের দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত যন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অন্যতর যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ও দরাজপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাভারত মুদ্রাঙ্কনসময়ে কেহ পুরাণসংগ্রহ যন্ত্রের তত্ত্বাবধারক, কেহ প্রুফদর্শক ও কেহ কাপিপাঠক ছিলেন। হুগলির গবর্ণমেণ্ট নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বহুদিন ভারতানুবাদের পরিদর্শকতা ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ পুরাণান্তরের উপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং ঐ সমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তথা বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক ও উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি মহাত্মারাও মুদ্রাঙ্কন ও পুরাণসংগ্রহ যন্ত্র স্থাপনবিষয়ে আমাকে সম্যক্ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত ঐ সমস্ত মহাত্মাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

হিন্দু সমাজের শিরোভূষণস্বরূপ সুবিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুমগ্রন্থকার পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে আমাকে প্রার্থনাধিক সম্মানিত ও উপকৃত করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর

প্রতিদিন সায়ংকালে আমার অনুবাদিত গ্রন্থের আনুপূর্ব্বিক পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে অনুবাদবিষয়ক বিবিধ সৎপরামর্শ দ্বারা আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রপ্রভৃতি বিখ্যাত হিন্দুদলপতিরা আমার নির্দ্দিষ্ট পাঠক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে যে মহাত্মারা আমার বিতরিত পুস্তক সমুদায় পাইয়াছেন, প্রায় সকলেই প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পাঠ করিয়া আমাকে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক বিশিষ্ট সমাজে স্থানে স্থানে অবকাশানুসারে সায়ং ও প্রাতে মহাভারতের পাঠনা হইয়াছে এবং অনেক কৃতবিদ্য সহৃদয় মনোনিবেশ পূর্ব্বক সমাদরের সহিত উহা শ্রবণ করিয়াছেন। যখন ইহার প্রথমভাগ মুদ্রিত হয়, সে সময় একদিনের জন্য স্বপ্নেও উদয় হয় নাই যে, আমার মহাভারত এতাদৃশ সম্মানিত হইয়া স্বদেশীয় সহৃদয় সাধুসমাজে স্থান পাইবে ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা সন্তোষের সহিত ইহা পাঠ করিবেন। এই নিরাশতানিবন্ধনই আমি প্রত্যেক খণ্ড ৩ সহস্রের অধিক মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হই নাই, কিন্তু এক্ষণে ক্ষুদ্রকীট যেমন পুষ্পসহবাসে দেবশিরে আরোহণ করে, মহাভারতের অনুবাদে আমি সেইরূপ অনেকানেক মহাত্মা সাধুজনের সহবাসলাভে চরিতার্থ হইলাম। ইহাই আমার অসামান্য সৌভাগ্য ও ইহাই আমার পরম লাভ।

এই ভারতবর্ষে কত কত মহাবলপরাক্রান্ত রাজাধিরাজেরা সুদূরবিস্তৃত পথ, সুদীর্ঘদীর্ঘিকা ও দুর্গম দুর্গ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কালের ভীষণ দশনে সেই সকলেরই কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না। কত কত সুসমৃদ্ধ জনপদ গহন বিপিনে পরিণত ও নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কেবল জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাদি ভিন্ন অপর কীর্ত্তিমাত্রই বিনশ্বর। গ্রন্থাদি ভাষার সহিত চিরদিন বর্ত্তমান থাকে এবং নবাবির্ভূত লোকের নিকট চিরদিন নবীন বলিয়া প্রতীত হয়। কালক্রমে যদিও উহা জনপদপরিভ্রষ্ট হয় বটে, তথাপি পৃথিবীমধ্যে যে স্থানে সেই ভাষার প্রচার থাকে, সেই খানেই তাহার সমাদর হয়, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে যে মহাত্মার কল্যাণে প্রথমে বঙ্গদেশের অপর সাধারণ আবালবৃদ্ধবনিতা মহাভারতের মর্ম্মাবগত হইতে সমর্থ হন, যে মহাত্মা অতিকঠোর যবনশাসনসময়ে ও বঙ্গভাষায় মহাভারতের মর্ম্মানুবাদ দ্বারা স্বজাতান্তঃকরণেও আলোকসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, আমার সেই ভূতপূর্ব্ব সহযোগী কবিবর কাশীরামদেবের সুনিশ্চিত জীবনবৃত্তান্ত অবগত হওয়া অতীব দুরূহ এবং তিনি কোন্ সময়ে কি প্রকারে পদ্যানুবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহারও নিশ্চয় করা সহজ নহে, উক্ত অনুবাদক যেরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া আদিপর্ব্বের উপসংহার করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা গতা ভাগীরথী॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধি গ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নামে॥
তনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
কাশীদাস কহে সাধুজনের চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন এক মনে॥"

কিন্তু এই পদ্যময় রচনাতেও পরিষ্কার রূপে কাশীরামদেবের কোন বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে যে কয়েক ব্যক্তির নাম বর্ণিত হইয়াছে, কাশীরামের সহিত যে তাহাদিগের কোন্ ব্যক্তির কিরূপ সম্বন্ধ তাহাও সংশয়শূন্য হইয়া স্থির করা কঠিন। ফলতঃ তিনি যে কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া কত বয়সে ভারতানুবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন ও কতদিনে তাহার শেষ করেন এ বিষয়ে কোন নির্দ্দেশ নাই। পদ্যানুবাদিত সমস্ত মহাভারত কাশীরামকৃত নহে বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন এবং সেই অনুমান সপ্রমাণ করণার্থ লোকপরম্পরাগত এই উভয় কবিতার প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা,

"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥
ধন্য হইলে কায়স্থকুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥"

এই কবিতা প্রামাণিক হইলে আদি, সভা, বন ও বিরাটের কিয়দংশমাত্র কাশীরামের রচিত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়, কিন্তু পদ্যানুবাদিত গ্রন্থের অষ্টাদশ পর্ব্বের পরিশেষেও কাশীরাম দাসের ভণিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব এই পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যের সমন্বয় সাধন করা

সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক, আদি, সভা ও বনপর্ব্ব যে প্রণালীতে রচিত দৃষ্ট হয়, অবশিষ্ট পর্ব্বগুলি অবিকল সে প্রণালীতে রচিত নহে, বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিয়া যতদূর পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, আমাদিগকে অগত্যা তাহাতেই তৃপ্ত থাকিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, কাশীরাম যে কথকদিগের মুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া তাঁহার পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা রচনাভাব ও মূলের সহিত অনৈক্য দেখিয়া অনেকে অনুভব করিয়া থাকে এবং কাশীরাম তাঁহার গ্রন্থেও সে কথা স্বকীয় করিয়া গিয়াছেন। যথা বিরাটপর্ব্বে,

"মহাভারতের কথা কে বর্ণিতে পারে।
যেন ভেলা বান্ধি চাহে সিন্ধু তরিবারে॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
সাধুজনচরণেতে বিনয় আমার॥"

পুনর্ব্বার শল্যপর্ব্বে,

"মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
আমার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুতিমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥"

আর তিনি গ্রন্থ রচনা করিবার সময় যে তৎকালীন দুই এক জন কৃতবিদ্য পৌরাণিক বা শাস্ত্রব্যবসায়ীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিম্নের কবিতায় তাহা প্রকাশিত হইতেছে। যথা উদ্যোগপর্ব্ব,

"হরিহর পুরগ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তমনন্দন মুখটি অভিরাম॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদাচিত্ত রহে যেন দ্বিজপাদপদ্মে।

৺গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ বহুযত্নে অনেক হস্তলিখিত পুস্তক ঐক্য করিয়া কাশীদাসের ভারত মুদ্রিত করেন। তাহাতে ভারত সম্পূর্ণ হইবার বিষয়ে কেবল এইমাত্র আছে। যথা আদিপর্ব্বে,

"সুধাময় এ ভারত ব্যাসবিরচিত।
ফাল্গুনের বিংশদিনে সমাপ্ত বিহিত॥

এই কবিতা দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, কাশীদাস ২০ ফাল্গুন আদিপর্ব্ব সম্পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ সালের ২০ ফাল্গুনে যে, ঐ আদিপর্ব্ব সম্পূর্ণ হয়, তাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বাজারে বহুকালাবধি যে কাশীরামদাসদেবের মহাভারত বিক্রীত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে এবং শ্রীরামপুরে মুদ্রিত পুস্তকে নিম্নের পদ্যগুলি নাই। পৌরাণিক কথক ও পাঠক কথকতা ও পাঠের পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় ব্যাসদেবের যে বন্দনাটি পাঠ করিয়া থাকেন, নিম্নের পদ্যটি তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ। তর্কবাগীশ মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট কাশীরামের হস্তলিখিত যে মূল পুস্তক আছে, তদ্দৃষ্টে ইহা প্রচার করিয়াছেন। যথা,

"বন্দে মহামুনি ব্যাস তপস্বিতিলক।
মহামুনি পরাশর যাঁহার জনক॥
বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠ শুদ্ধবুদ্ধি ধীর।
নীলপদ্ম আভা জিনি কোমলশরীর॥
কনকাভ জটাভার শিরে শোভা করে।
প্রচণ্ড শরীর পরিহিত বাঘাম্বরে॥
নয়নযুগলে দীপ্ত উজ্জ্বল মিহির।
পদযুগে কত মুনি লোটে ইন্দ্রশির॥
ভাগবত ভারতাদি যতেক পুরাণ।
যাঁহার কোমল মুখে সবার নির্ম্মাণ।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর বেদ চারি খান।
ঋক্ যজু সাম আর অথর্ব্ব বিধান।
কৈবর্ত্তকন্যা॥ উদরে দ্বীপেতে উৎপত্তি।
বাল্যকাল অবধি যাঁর তপস্যা সম্পত্তি।
প্রণতি করিয়া মুনি চরণ পঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশীদাস সদা ভজে।
বেদে রামায়ণে আর পুরাণে ভারতে।
লিখিত যতেক তার আছে ত্রিজগতে।
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া বুঝ পুনঃ পুনঃ।
আদি অন্ত অভ্যন্তরে গাঁথা হরিগুণ॥

এই অনুবাদটি পাঠ করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, কাশীরাম কথকতা শুনিয়া শুনিয়া বহুদিনে তাঁহার পদ্যময় মহাভারত প্রস্তুত করেন। পূর্ব্বকালাবধি পৌরাণিক কথকেরা লোকরঞ্জনার্থ অন্যান্য পুরাণ ও রামায়ণ ভারত হইতে যে সকল প্রস্তাব কথকতায় সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন, কাশীরাম দাসের পুস্তকে সেই সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বে কাশীরামের পদ্যময় মহাভারত উৎসবসময়ে,

পুণ্যাহমাসে ও সময়ে সময়ে গৃহস্থের ভবনে কবিকঙ্কনের চণ্ডী, কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ এবং বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বৃন্দাবন দাস ও মুরারিদাসের চৈতন্যমঙ্গলাদি গ্রন্থ সকলের ন্যায় সংগীত হইত। কথকতার বহুল প্রচার ও সুলভতা হওয়াতে সেই সংগীতসম্প্রদায় এক্ষণে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার না থাকাতে স্থানে স্থানে গান করা ভিন্ন নূতন বিষয় সাধারণকে অবগত করিবার কোনপ্রকার উপায় ছিল না। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদামঙ্গল গান হইয়া গিয়াছে, এবং কোন কোন মুদ্রিত পুস্তক অদ্যাপিও পালা বাঁধা আছে।

যাহা হউক আমার ভূতপূর্ব সহযোগী ৺কাশীরাম দেব যে সাহিত্যসমাজের শত শত ধন্যবাদের পাত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা পদ্যের প্রায় সমস্ত পূর্ব্বতন কবি অপেক্ষা তাঁহার রচনাপ্রণালী যেরূপ সরল ও প্রাঞ্জল, তেমনি প্রসাদগুণ পরিপূর্ণ। উহা এমনি অপূর্ব কৌশলে লিখিত যে, অদ্যাপি অনেক কৃতবিদ্য লোকে ঐরূপ সরল পদ্য লিখিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অল্প কথায় অনেক ভাব প্রকাশ করাও কাশীরামের একটি অদ্বিতীয় ক্ষমতা। প্রায় দুই শত বৎসর হইল, অদ্যাপি অন্য কেহই ঐরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই। ফলে কাশীরামের পদ্যগ্রন্থে স্থানে স্থানে তাঁহার বাঙ্গালাভাষা লিখিবার চমৎকার কৌশল ও অনুপম কবিত্ব দেখা যায়। তাঁহার সমকালীন অন্যান্য বাঙ্গালাভাষার গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে সেরূপ অতি বিরল।

দুঃখের বিষয় এই যে ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও কবিদিগের সঠিক জীবনবৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুরূহ। ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, জীবনচরিত সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করিবার রীতি এদেশে অপরিচিত ছিল। যাহা হউক কেবল লোকপরম্পরাগত গল্পের উপর নির্ভর করিয়া প্রসিদ্ধ লোকদিগের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে উদ্যম করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ উহা এতদূর মিথ্যা ও অমূলক প্রবাদপরিপূর্ণ যে, তাহাতে লব্ধমনোরথ না হইয়া বরং মৃত ব্যক্তিদিগের অমূলক নিন্দাপ্রচার করাই হয়। যাহা হউক, উত্তরকালে জগদীশ্বরের কৃপায় কোন না কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক উপস্থিত বিষয়ের ক্ষতিপূরণ হইতে পারিবে।

মৃত সহযোগীর জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া মূল মহাভারতের সমালোচন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা ছিল। তন্নিবন্ধন আমি বিশেষ পরিশ্রমসহকারে নানাবিধ সংস্কৃত পুস্তক, এস্যাটিক রিসার্চ্চ ও ম্যাক্সমূলরকৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি পুস্তকের সারসঙ্কলন ও সমন্বয় করিয়াছিলাম; কিন্তু কতিপয় প্রতিবন্ধক বশতঃ আপাততঃ পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কনপর্য্যন্ত আমাকে সে বিষয়ে নিরস্ত হইতে হইল। ভারতসমালোচনের প্রতিবন্ধকসমুদায়ের মধ্যে একটী গুরুতর প্রতিবন্ধক এই যে পক্ষপাতশূন্য হইয়া ঐ গ্রন্থ সমালোচন করিলে তদ্দর্শনে কুসংস্কারবিহীন উন্নতচিত্ত সাধুগণ যেরূপ প্রীতি লাভ করিবেন, সম্প্রদায়বিশেষের সেরূপ প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আমি যে উদ্দেশে মহাভারতের অনুবাদে এতাদৃশ পরিশ্রম স্বীকার করিলাম, তাহার হানি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বাস্তবিক নীতিপুস্তক বলিয়াই হউক, ধর্ম্মার্থ কথা বলিয়াই হউক অথবা মনোরঞ্জন ইতিহাস বলিয়াই হউক, এই বহুযত্নসঞ্জাত মহার্হ কল্পপাদপকে যিনি যেরূপে আশ্রয় করিবেন, তাঁহার তদনুরূপ ফললাভ হইবে; ইহাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক্ষণে জগদীশ্বরসমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান্ ব্যক্তিরা কায়মনে জন্মভূমির উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক অবিনশ্বর সৎকীর্ত্তি লাভ করুন। তাঁহাদিগের যশঃসৌরভে ভূমণ্ডল পরিপূরিত হউক। বিদ্যার বিমলজ্যোতি সাধারণের হৃদয়নিহিত মোহান্ধকার দূর করুক। দীর্ঘকালমলিনা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য দিন দিন নবোদিত শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি হউক। সহৃদয় সাধু জনেরা নিরাপদে চিরদিন স্বদেশীয় সাহিত্যরসাস্বাদনে কালাতিপাত করুন এবং শত শত অনুবাদক, গ্রন্থকার ও কবিবরেরা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ভাষাদেবীকে অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সাধুসমাজের মনোরঞ্জন করিয়া অমরতা লাভ করুন ইতি।

সারস্বতাশ্রম,
১৭৮৭ শক। } শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।